নাটক সমগ্র

তৃতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

সাগিনা মাহাতো

মুখবন্ধ

শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের গল্প অবলম্বনে 'সাগিনা মাহাতো' নাটকটি লিখেছিলাম ১৯৭০ সালে। পরের বছর 'শতাব্দী' নাট্যসংস্থা নাটকটি উপস্থিত করে প্রচলিত মঞ্চে। ১৯৭২ সালে 'অঙ্গনমঞ্চ'-এ সর্বপ্রথম উপস্থাপনা এই নাটকটিরই। সেই হিসাবে গত চার-দশকব্যাপী তৃতীয় থিয়েটার আন্দোলনে 'সাগিনা মাহাতো' নাটকটির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। আজ পর্যন্ত ৮৮টি অভিনয় হয়েছে শতাব্দী, পথসেনা ও অঙ্গন থিয়েটার গ্রুপ—এই তিনটি সংস্থার যৌথ প্রযোজনায়।

শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের কাছে এই ব্যাপারে শুধু যে সবরকম অনুমতি পেয়েছি তাই নয়, অকুণ্ঠ সমর্থন ও উৎসাহও পেয়ে এসেছি বরাবর। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

সাগিনা মাহাতো

চরিত্রলিপি

যতীন	জগু
অনুপম	ছেদি
গোরা	বেচু
সাগিনা	সকলে
শিবদাস	সুখন
ব্যানার্জি	মহাদেও
বংশী	সাহেব
ঝুমন	বিজন
ললিতা	বিশাখা
গুরুং	কাজিমন

কিষণ

প্রথম দৃশ্য

[মঞ্চের পিছনে, অভিনেতাদের ডানদিকে কোণ ঘেঁসে ফুট দুয়েক উঁচু ছোট প্ল্যাটফর্ম, তাতে একটা টেলিফোন। পাশে খান দুই প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন স্তরে। এই কোনাটা কোম্পানির।

পিছন দিকে অন্যপাশে একটা বড়ো নিচু প্ল্যাটফর্ম, তার উপর খান তিনেক টুল বা চেয়ার। একটা টেবিলও থাকতে পারে। এদিকটা পার্টি অফিস।

সামনে বাঁদিকে একটা নিচু মাঝারি আকারের প্ল্যাটফর্ম, আর ডানদিকে ছোট একটা বাক্সের মতো আসন। পিছনে কালো পর্দা।

পার্টি অফিসে যতীন কাজ করছে। কোম্পানির সর্বনিম্ন ধাপে বসে কাজ করছে শিবদাস কেরানি। সামনে ডানদিকে মাটিতে বসে জন চারপাঁচ মজদুর। ওদের সমবেত সংগীত "চিও চিও..." জোরালো হয়ে উঠলো। মঞ্চের ঐদিকটা আলোকিত হোলো। তারপর আলো ফুটলো পার্টি অফিসে, মজদুরদের দিকে আলো নেমে এলো। অনুপম ঢুকলো।]

অনুপম॥ (যতীনকে একতাড়া কাগজ দিয়ে) এই যে যতীন। কাজিমনের রিপোর্টটা।

যতীন॥ পড়লেন?

অনুপম॥ পড়লাম।

যতীন॥ কী রকম বুঝলেন?

অনুপম॥ ভরসার কথা বিশেষ পেলাম না।

যতীন॥ কেন?

অনুপম॥ একটা লোকের উপর বড়ো বেশি জোর। ওরকমভাবে কি সংগঠন গড়ে ওঠে কখনো?

যতীন॥ সংগঠনের আরম্ভ তো একটা দু'টো লোককে দিয়েই হয়?

অনুপম॥ হ্যাঁ, কিন্তু সেটা অন্য জিনিস। এ লোকটা—অন্তত কাজিমনের রিপোর্ট থেকে যেটা মনে হয়—এ লোকটা একটা গোঁয়ারগোবিন্দ লোক। কথায় কথায় মারপিট, এলোপাথাড়ি পেটালেই যেন সব কিছুর সমাধান হয়ে যাবে।

যতীন॥ ওটা তো একটা দিক, অন্য দিকটা ভাবুন। এতোদিন চেষ্টা করেও ও অঞ্চলে আমরা দাঁত ফোটাতে পারিনি, ইউনিয়ন করা তো দূরের কথা। অথচ ঐ একটা লোককে সবাই মানে, ওর কথায় সবাই ওঠে বসে।

অনুপম ॥ সেইটাই তো ভয়ের কথা। ও যদি বিগড়োয় তো সব গেলো।

যতীন ॥ বিগড়োবে কেন?

অনুপম ॥ প্রচুর কারণে বিগড়োতে পারে। রাজনৈতিক চেতনা তো নেই কিছু! তারপর—রিপোর্টে অবশ্য লেখেনি, কিন্তু কাজিমন যখন মার্চ মাসে পার্টি কনফারেন্সে এসেছিলো, ওর সঙ্গে কথা হয়েছিলো আমার এই নিয়ে। তখন বলেছিলো—লোকটা প্রচুর মদ খায়, মেয়ে-ফেয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত লুজ্, যাকে বলে—

যতীন ॥ লুম্পেন প্রোলেতারিয়েত?

অনুপম ॥ হ্যাঁ, বলতে পারো।

যতীন ॥ আর যদি রাজনীতি ওর মাথায় ঢোকানো যায়?

অনুপম ॥ কী করে ঢোকাবে?

যতীন ॥ সেই কথাতেই আসছিলাম। ভালো কাউকে যদি পাঠানো যায় ওখানে—মাস কয়েক লেগে পড়ে থাকবে—

অনুপম ॥ কাকে পাঠাবে?

যতীন ॥ গোরার কথা ভাবছিলাম।

অনুপম ॥ গোরা মুখার্জি?

যতীন ॥ হ্যাঁ।

অনুপম ॥ কেন বাবা? ছেলেটা তো এখানে ট্রেড ইউনিয়নে ভালোই কাজ করছে?

যতীন ॥ সেইজন্যেই তো ওকে পাঠাতে চাইছি। কাজ ভালোই শিখেছে গোরা।

অনুপম ॥ একটা ওয়াইল্ড গুজ চেজ্ হবে। তাছাড়া এ যা শুনছি—গোরার পক্ষে ট্যাক্‌ল্ করা—

যতীন ॥ অনুপমদা, গোরা এখানে এখন যে কাজ করছে, অন্য কেউও সেটা চালাতে পারবে। বেশির ভাগ তো ইউনিয়নের অফিস-ওয়ার্ক। তার চেয়ে ওকে—

অনুপম ॥ যতীন, একটা কথা তোমাকে স্ট্রেট বলবো?

যতীন ॥ কী, বলুন?

অনুপম ॥ গোরা খুব ভালো কাডর্। হয়তো ভালো অর্গানাইজার হবার মতো মালও আছে ওর ভিতরে, কিন্তু একটু, যাকে বলে—রোমান্টিক আইডিয়ালিজ্‌মের বাড়াবাড়ি আছে ওর মধ্যে।

যতীন ॥ গোরার বয়সটা ভেবে দেখবেন—

অনুপম ॥ ভুল বুঝো না। ও এখানে ভালো কাজ করছে, আরো করবে, কিন্তু একটা 'র' জায়গায়, কোনো পার্টি গাইড্যান্স নেই, তার উপর এইরকম গুণ্ডা নেচারের খাস মজদুর লিডার—গোলমাল না হয়ে যায়।

যতীন ॥ এইটুকু রিস্ক না নিলে—

অনুপম ॥ ঠিক আছে, তুমি যখন এতো কিন্। তবে এক কাজ করো, প্রথমে মাস খানেকের জন্য পাঠাও। রেগুলার রিপোর্ট পাঠাতে বলবে। একমাস পরে চলে আসতে বলবে একবার, যাতে ডাঁয়রেক্ট ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলে অবস্থাটা বুঝে নেওয়া যায়।

যতীন ॥ অর্থাৎ আপনি গোরাকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না।

অনুপম ॥ (হেসে) ঐ তোমার দোষ যতীন! চট করে কনক্লুশনে জাম্প করো। আরে ভাই—আমি আজকের লোক নই। মজদুর কিষান—সব ভালো, ওরাই বিপ্লব করবে, ওদেরই লিডারশিপ—কিন্তু সংগঠন বস্তুটা, বুঝলে—

যতীন ॥ ঠিক আছে অনুপমদা, আপনার কথাই রইলো—একমাস।

অনুপম ॥ তুমি একটু রেগে গেছো মনে হচ্ছে?

যতীন ॥ রাগবার কী আছে?

অনুপম ॥ গোরাকে একটু বেশি ভালোবেসে ফেলেছো দেখছি—

যতীন ॥ (অল্প রেগে) ভালোবাসা একে বলে না—

অনুপম ॥ (হেসে) আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে—বিশ্বাস বলে, হয়েছে? আর ভালোবাসলেই বা দোষ কী? যাক গে, কাজিমনকে লিখে দাও। আর গোরা যেন যেন পৌঁছেই কাজিমনকে কন্ট্যাক্ট্ করে, খার্সাং-এ টেলিফোন করে হোক, বা অন্য কোনো—

[গোরা এলো]

আরে বাবা! বলতে না বলতে প্রবেশ। অনেকদিন বাঁচবে হে কমরেড।

গোরা ॥ (একটু থতমত খেয়ে) যতীনদা আমাকে আসতে বলেছিলেন—

অনুপম ॥ তাই না কি? প্রম্পট্ অ্যাকশন যতীন?

যতীন ॥ (একটু অপ্রস্তুত) না। আমি ওকে—

অনুপম ॥ (হেসে ওঠে) ঠিক আছে, ঠিক আছে! তোমার যেমন ওর ওপর ভরসা, আমার তেমনি তোমার ওপর ভরসা। গুড লাক গোরা!

[অনুপম চলে গেলো]

যতীন ॥ (একটু হেসে) আর পাঁচ মিনিট পরে এলে পারতে।

গোরা ॥ কেন আপনি যে পাঁচটার সময়ে—

যতীন ॥ আরে, ও কিছু না, বোসো।

গোরা ॥ কিছু হোলো ঠিক?

যতীন ॥ হ্যাঁ, হোলো।

গোরা ॥ (প্রচণ্ড উৎসুক) যাচ্ছি আমি?

যতীন॥ যাচ্ছো।

গোরা॥ (আনন্দে) গুড্‌!

যতীন॥ অতো উৎসাহিত হোয়ো না গোরা। কাজটা তুমি যা ভাবছো—

গোরা॥ কী হবে যতীনদা? হয় পারবো, নয় পারবো না, এই তো?

যতীন॥ তুমি রিপোর্টটা পড়েছো ভালো করে?

গোরা॥ পড়েছি।

যতীন॥ লোকটার সম্বন্ধে কোনো ধারণা করতে পারলে?

গোরা॥ সামান্য। রিপোর্টে আর কতোটুকু আছে? তবে নামটা আমার বেশ লাগে। বেশ একটা ইয়ে আছে নামটাতে—

যতীন॥ সাগিনা মাহাতো।

[অন্ধকার। অন্ধকারে প্রচণ্ড অট্টহাস্য।]

সাগিনা॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ শ্‌শালা!

[পিছন থেকে অল্প একটু আলো। সামনের প্ল্যাটফর্মে সাগিনার প্রকাণ্ড ছায়ামূর্তি ভেসে উঠলো। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বোতলে শেষ চুমুকটা দিচ্ছে সে। যতীন, গোরা চলে গেছে। বোতল নামিয়ে হাতের পিঠে মুখটা মুছতে মুছতে ধীরে ধীরে দর্শকের দিকে ফিরলো সাগিনা।]

শ্‌শালা হারামি কুত্তাকে বচ্চে!

[গানটা জোর হয়ে উঠলো। ওদের ওখানে আলো, সাগিনার মূর্তি অস্পষ্ট। চলে গেলো সাগিনা। গানটা কমে এলো। টেলিফোনের ঘণ্টা। কোম্পানির ফোনটায় আলো পড়লো, মজদুররা অন্ধকারে]

শিবদাস॥ (ফোন ধরে) হ্যালো! (শশব্যস্তে) ও ইয়েস স্যার! ইয়েস স্যার!

[ব্যানার্জি এলো]

(ফোন দিয়ে) ট্রাঙ্ক কল স্যার—ফ্রম হেড অফিস—

ব্যানার্জি॥ হ্যালো ব্যানার্জি হিয়ার...গুড মর্নিং স্যার...নো স্যার, নো ট্রাবল্‌ নাও...ইয়েস স্যার, দ্য সেম ম্যান আগেন...ইয়েস স্যার...

[মনে হচ্ছে বকুনি খাচ্ছে ব্যানার্জি]

বাট স্যার...ইয়েস স্যার...উই আর ডুইং আওয়ার বেস্ট স্যার...ইয়েস স্যার...ওকে স্যার। (ফোন রেখে) ড্যাম ইট্‌!

শিবদাস॥ কার কথা হচ্ছিল স্যার? সাগিনা মাহাতো?

ব্যানার্জি॥ হোয়াট্‌স্‌ দ্যাট টু ইউ? কাজকর্ম নেই আপনার?

শিবদাস॥ ইয়েস স্যার।

ব্যানার্জি॥ আর শুনুন!

শিবদাস॥ ইয়েস স্যার?

ব্যানার্জি॥ লেবারের হাজিরা নিয়ে ঐ ইয়েগুলো এখন ক'দিন একটু কমসম করবেন।

শিবদাস॥ কী বলছেন স্যার? আমি তো—

ব্যানার্জি॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি খুব অনেস্ট আমি জানি। আমি বলছিলাম—হাজিরার গুনতিতে আপনার ভুলচুক যেগুলো হয়, সেগুলো একটু কমাতে। দিনকাল ভালো না।

[ব্যানার্জি চলে গেলো]

শিবদাস॥ ঐ শালা সাগিনা মাহাতো।

[মজদুররা গেয়ে উঠলো, উঠে পড়লো, গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেলো বাঁদিক দিয়ে। শিবদাস চলে গেলো। এ পাশ থেকে বংশী আর ঝুমন ঢুকলো।]

বংশী॥ শালা পিটলাম!

ঝুমন॥ পিটলি?

বংশী॥ জোর পিটলাম।

ঝুমন॥ জোর পিটলি?

বংশী॥ আবার কী?

[উল্টো দিক থেকে গোরা ঢুকলো, কাঁধে ব্যাগ, হাতে ছোটো টিনের সুটকেস।]

ঝুমন॥ তো কী করলো?

বংশী॥ কী করবে? ও শালা আওরৎ—ও পিটানিই বুঝে। মারো দো ঝাপ্পর—ব্যস ঠাণ্ডা।

গোরা॥ ভাই, সাগিনা মাহাতোকে চেনো?

বংশী॥ সাগিনা?

ঝুমন॥ (হেসে ওঠে) এ বন্‌শী? বংগালিবাবু পুছ করছে—সাগিনা মাহাতোকে চিনো?

বংশী॥ (হেসে) আচ্ছা পুছ করছে! আচ্ছা পুছ করছে!

গোরা॥ তার বাড়িটা কোন দিকে হবে ভাই?

বংশী॥ বাড়ি? এ সময়ে সাগিনাকে বাড়িতে কুথা পাবে?

গোরা॥ তবে কোথায় পাওয়া যাবে?

ঝুমন॥ সে কে বলবে? দেখো ও দিকে—

বংশী॥ বস্তিবাজার দেখো, ভাঁটিখানা ভি দেখো—

ঝুমন॥ আর যদি পাহাড় গেলো তো ব্যস!

গোরা॥ পাহাড় গেলো মানে?

ঝুমন॥ আরে ও পাহাড়ে কোথা থেকে ঘোরে, কে পত্তা রাখে? হাঁ বোল্।

বংশী॥ কী বলবো? ব্যস ঠাণ্ডা!

ঝুমন॥ ব্যস ঠাণ্ডা?

বংশী॥ না তো কী? ও শালা আওরৎ লোক, বুঝলি—

গোরা॥ এই যে ভাই, বাজারটা কোন দিকে?

বংশী॥ বাজার? হুই সিধা।—বুঝলি, ও শালা আওরৎ—

ঝুমন॥ যা যাঃ ফুটানি।

বংশী॥ কী বললি শালা?

ঝুমন॥ ললিতাকে তুই পিটবি? ফুটানি!

বংশী॥ (তেড়ে এসে) কী বললি শালা?

ঝুমন॥ মুরোদ। ললিতা তোকে পিটলো। তাই বল।

বংশী॥ শালা!

[ঝুমনের গলা টিপে ধরলো। গোরা বেগতিক দেখে কেটে পড়লো। ঝুমন অনায়াসে বংশীর হাত ছাড়িয়ে নিলো।]

ঝুমন॥ লে লে চল্!

বংশী॥ (চিৎকার করে) যাবো না শালা! তুই যা!

ঝুমন॥ লে লে ঢের হয়েছে, চল!

বংশী॥ মারবো শালা দো ঝাপ্পর—

ঝুমন॥ বাড়ি গিয়ে বৌকে মারিস, চল।

বংশী॥ না, যাবো না, যা!

ঝুমন॥ ঠিক আছে। বসে থাক। (পকেট থেকে একটা সিকি বের করে দেখালো) বসে থাক। আমি শুরু করি গে। (ঝুমন এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালো। বংশী চেয়ে আছে।) কী? আসবি?

বংশী॥ (বিড়বিড় করে) শালা হারামখোর—

[উঠে গেলো। ঝুমন হাসলো। দু'জনে বেরিয়ে গেলো। গানটা বাইরে। ললিতা ঢুকলো, হাতে ঝাঁটা বা ঐ জাতীয় নিরীহ কোনো অস্ত্র, যেন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়ে চলেছে। গোরা পথ ছেড়ে দিলো খানিকটা সঙ্কুচিতভাবে, কিন্তু ললিতা দাঁড়িয়ে অসঙ্কোচে তার আপাদমস্তক দেখছে দেখে একটু ভরসা পেলো।]

গোরা॥ বাজারটা ঐ দিকে?

ললিতা॥ (খানিকক্ষণ নীরবে নিরীক্ষণ করে) হাঁ।

[গোরা রওনা দিলো। একবার ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখলো ললিতা সমানে চেয়ে আছে]

গোরা ॥ ইয়ে—সাগিনাকে চেনো? সাগিনা মাহাতো?

ললিতা ॥ (আগের মতো) হাঁ।

গোরা ॥ ওকে কি বাজারের ওখানে পাবো? মানে, কোথায় গেলে ওকে—

ললিতা ॥ সে আমি কী জানবো? সাগিনা কি আমার মরদ আছে না কি?

গোরা ॥ (শশব্যস্তে) না না, তা বলিনি—

ললিতা ॥ তবে? নিজের মরদ কুথা আছে ঠিকানা পাই না, সাগিনা মাহাতো!

[গোরা আর কথা না বাড়িয়ে হাঁটা দিলো]

এ বাবু! (গোরা ফিরলো) গুস্‌সা হোলো?

গোরা ॥ অ্যাঁ? না না—

ললিতা ॥ কামিরা আছে, কামিরা?

গোরা ॥ কামিরা?

ললিতা ॥ কামিরা, কামিরা—ফোটোক্? ফোটোক্ খিঁচবে? আঠ আনা পয়সা দাও!

গোরা ॥ ক্যামেরা নেই আমার—

ললিতা ॥ তো চার আনা দাও! যতো ইচ্ছে ফোটোক্ খিঁচে লাও।

গোরা ॥ ক্যামেরা নেই বলছি—

ললিতা ॥ তো যাও, হুই বাজার।

[ললিতা হনহন করে হেঁটে বেরিয়ে গেলো। গোরা একটু থেমে যাবার জন্য ফিরতেই এক বুড়োর মুখোমুখি হয়ে গেলো। বুড়ো গুরুং তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে।]

গুরুং ॥ সালাম বাবু।

গোরা ॥ অ্যাঁ? সেলাম সেলাম।

গুরুং ॥ কুথা যাবে?

গোরা ॥ বাজার। মানে—আমি সাগিনা মাহাতোকে খুঁজছি।

গুরুং ॥ সাগিনা মাহাতো?

গোরা ॥ হ্যাঁ, চেনো?

গুরুং ॥ কী কাম আছে সাগিনাসে?

গোরা ॥ আছে কাজ।

গুরুং ॥ হুঁ।

গোরা ॥ সাগিনাকে কোথায় পাবো বলতে পারো?

গুরুং ॥ কুথা থেকে আসছো? কলকাত্তা?

গোরা ॥ হ্যাঁ, কলকাতা।

গুরুং ॥ হুঁ।

গোরা॥ (অধৈর্য) জানো কোথায় আছে সাগিনা? (জবাব নেই) বাজারে আছে কিনা জানো?

গুরুং॥ হুঁ।

[হঠাৎ হাঁটা দিলো বিনা বাক্যব্যয়ে]

গোরা॥ আচ্ছা জ্বালা!

[বেরিয়ে গেলো। নেপথ্যে গানের আওয়াজ, সামনে বাঁদিকে প্ল্যাটফর্মে আর তার আশেপাশে মজদুররা এসে বসে যাচ্ছে। ভাঁটিখানা এখন ওটা। বংশী ঝুমন মহাদেও মদ খাচ্ছে। বেচু আর কিষণ ছক্কার জুয়ো খেলছে। আরো দু'একজন আছে। ছেদিলাল ঢুকছে বেরুচ্ছে, মাল জোগাচ্ছে।]

জগু॥ এ ছেদিভাই!

ছেদি॥ হাঁ বোলো।

জগু॥ আর একটা ছাড়ো।

ছেদি॥ পয়সা হ্যায়?

জগু॥ হাঁ হাঁ পয়সা দিব না তো কি অমনি খাবো?

মহাদেও॥ সাগিনা যো কাল বাতায়া উও একদম সাচ্চা থা—কেঁও জগুভাই।

জুয়ার আড্ডায়

সমবেত॥ আঃ হাঁ! হায় হায়!

বেচু॥ ছাড়ো শালা, দু'আনা! (বংশী উঠে এলো)

বংশী॥ দেখি দে তো শালা একবার, খেল্ দেখিয়ে দি।

ঝুমন॥ এ বংশী, তুই খেলবি—পয়সা কুথা?

বংশী॥ সে আমি বুঝবো।

বেচু॥ কী রে, পয়সা আছে তো?

বংশী॥ এই দেখ্।

বেচু॥ তো আয়। বসে যা!

ঝুমন॥ এই শালা। বললি যে পয়সা নেই তোর কাছে?

বংশী॥ লে লে থাম্।

ঝুমন॥ থাম্ কী রে? পয়সা নেই বলে আমার পয়সায় মাল খেলি?

বংশী॥ ওঃ ভারী মাল খাইয়েছে একদিন—কাল খাইয়ে দেবো, যাঃ!

ঝুমন॥ শালা অ্যাসা ইয়ে না—

[ঢোল বাজাতে বাজাতে সুখনের প্রবেশ।]

সকলে॥ আরে আ যা ওস্তাদ আ যা!

সুখন॥ এ ছেদিভাই! (ঢোল পিটলো) জলদি! (ঢোল পিটলো) মাল নিকালো! (ঢোল পিটলো)

সকলে ॥ জলদি—এ ছেদিভাই! ওস্তাদকা মাল!

[সুখন ঢোল বাজাতে লাগলো। ছেদি মাল আনলো। গুরুং এলো।]

গুরুং ॥ আরে, সাগিনা আছে, সাগিনা?

ছেদি ॥ সাগিনা? নাঃ।

গুরুং ॥ কুথা গেলো? এক বংগালি বাবু পুছ করছিলো।

ঝুমন ॥ বংগালিবাবু তো আমাদেরও পুছ করলো।

গুরুং ॥ নয়া আছে ইখানে, না?

ঝুমন ॥ হাঁ, নতুন হবে। হাওয়া খানেওয়ালা।

গুরুং ॥ উঁহু। সে চেহারা নেই। সাগিনার তালাশ করছে—উঁহু। হাওয়া খানেওয়ালা নেই।

সুখন ॥ আরে হাওয়া খানেওয়ালা না হবে তো দারু পিনেওয়ালা—

[প্রচণ্ড রসিকতা ধরে নিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লো সবাই]

সকলে ॥ হাঁ হাঁ দারু পিনেওয়ালা! হাওয়া খানেওয়ালা না হবে তো দারু পিনেওয়ালা, ক্যায়া ভাই? (সুখন হাসির সঙ্গে ঢোলের বোল ফোটালো)

ছেদি ॥ আরে ক্যায়া ধুমতাক্ ধুমতাক্—গানা লাগাও ভাই গানা।

(গান শুরু হোলো। একটু পরে বেচু বংশীর বচসা। গানটা থেমে গেলো।)

বংশী ॥ তুই চ্যাঁচালি কেন? হেই ক'রে চ্যাঁচালি কেন? আমার দান খারাপ হয়ে গেলো।

বেচু ॥ যা যাঃ! দান খারাপ হয়ে গেলো!

বংশী ॥ আলবাৎ খারাপ হয়ে গেলো! ও হবে না, ফিরে খেলবো।

বেচু ॥ আহা! হেরে গিয়ে ফিরে খেলবো!

বংশী ॥ চ্যাঁচালি কেন হেই করে?

বেচু ॥ তো কী হয়েছে? গান চলছে ঢোল বাজছে, তাতে কিছু হচ্ছে না—

বংশী ॥ তুই চ্যাঁচালি কেন?

বেচু ॥ শালা জিতলে কী বলতিস? ফিরে খেলতে চাইতিস?

ছেদি ॥ আরে ক্যায়া বকবক! গানা শুনো গানা!

[গোরা ঢুকেছে। প্রশ্ন করবার তাল পাচ্ছে না। অবশেষে গুরুং-এর কাছে গেলো।]

গোরা ॥ সাগিনা আছে এখানে? (সবাই ফিরে তাকালো)

গুরুং ॥ সাগিনা? নাঃ।

ছেদি ॥ বৈঠ যাও বাবুজি, সাগিনা এসে যাবে।

(গোরা ক্লান্তভাবে বসে পড়লো)

কুছু লাগবে বাবুজি? (বোতাল দেখালো)

গোরা॥ (চমকে) অ্যাঁ? না না।

বংশী॥ (চোখ টিপে) এ সুখন, কী বলছিলি তুই? খানেওয়ালা না আছে তো—?
(সবাই হেসে উঠলো, গোরা ভ্যাবাচ্যাকা।)

ছেদি॥ এই চুপ যাও, এই! ক্যায়া সুখনভাই?
[সুখন ঢোল শুরু করলো আবার। গান। ললিতা ঢুকলো। ঢুকেই বংশীর কাছে]

ললিতা॥ এই! আমার পয়সা কুথা?

বংশী॥ তুই ইখানে কেন? যা ঘর যা!

ললিতা॥ ঘর যা! চোট্টা কাঁহাকা! ছক্কা খেলছে!

বংশী॥ বেশ করছি। আমার রোজগারে আমি খেলছি।

ললিতা॥ কী বললি? তোর রোজগার? পয়সা চুরি করে রোজগার দেখাচ্ছে!

বংশী॥ কিসের পয়সা?

ললিতা॥ আমার জমা পয়সা।

বংশী॥ যা যাঃ! তোর জমা পয়সা!

ললিতা॥ না তো কার? ডাগ্‌দারবাবুর বাগিচায় রোজ খেটে আমি—

বংশী॥ যা যাঃ দিক করিস নি। ঘর যা।

ঝুমন॥ এ বংশী! আওরতের পয়সায় খেলতে এসেছিস?

বংশী॥ ওর বাপের পয়সা!

ললিতা॥ কী বললি? কী বললি তুই?
[সপাসপ ঝাঁটা চালালো বংশীর পিঠে। বংশীও রুখে দাঁড়ালো ললিতার চুলের মুঠি ধরে। খুব হৈচৈ। ছেদি আর গুরুং থামাতে চেষ্টা করছে, বাকি সবাই মজা দেখছে।]

সকলে॥ হায় হায়। ক্যায়া খেল্!

ছেদি॥ ছোড় দে—এ বংশী!

গুরুং॥ আরে এ বংশী! শরম নহি হ্যায় তেরা?

সকলে॥ সাবাস সাবাস।
[সুখন ঢোল বাজাচ্ছে। এই সময়ে এলো সাগিনা, দাঁড়িয়ে গেলো ব্যাপার দেখে]

সাগিনা॥ অ্যাই! (সবাই চুপ। ললিতার চুল তখনো বংশীর হাতের মুঠোয়) ক্যায়া বাৎ হ্যায়?

ললিতা॥ আমার পয়সা চুরি করেছে—চোট্টা বেইমান!

[আবার মারামারির উপক্রম]

সাগিনা॥ এই, ছোড় দে!

বংশী॥ কেন ছাড়বো কেন? আমার আওরৎকে আমি—

সাগিনা ॥ তোর আওরৎ?

বংশী ॥ আমার না তো কার?

ললিতা ॥ না ওর আওরৎ না আমি। ওর মতো মরদের মুখে আমি ঝাঁটা মারি!

বংশী ॥ কী বললি? (গুম করে লাগালো পিঠে এক ঘা। সাগিনা এসে বংশীর ঘাড় ধরে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো একদিকে)

ললিতা ॥ (ভেংচে) অ্যাঃ—আমার আওরৎ! খাওয়াতে পারে না, পরাতে পারে না—আমার আওরৎ!

বংশী ॥ (লাফিয়ে উঠে) খবরদার বলছি—

[সাগিনা জামার বুকটা চেপে ধরে তাকে আটকালো]

সাগিনা ॥ যা ভাগ্ হিঁয়াসে!

বংশী ॥ শালা আমি—

সাগিনা ॥ চোপ! বাহার!

(একটা ধাক্কা দিয়ে ফিরে এসে বসলো। ললিতা তার গা ঘেঁসে বসলো।)

বংশী ॥ আচ্ছা শালা আমিও দেখে নেবো! বাড়ি আয়—তোকে যদি জিন্দা না পুঁতেছি তো—

সাগিনা ॥ অগর জানকা পরোয়া হ্যায় তো ভাগ হিঁয়াসে। জান থাকলে বহুৎ আওরাৎ মিলবে। (বংশী সরে পড়লো) ক্যা ছেদিভাই? (ছেদি বোতল এনে দিলো)

ঝুমন ॥ এ ঠিক হোলো না সাগিনা ভাই। এ আওরৎ মরদের ব্যাপার—

সাগিনা ॥ চুপ যা শালা! মরদ! কোম্পানির সাহেবের লাথ খাবে, হজম করবে, বলবে—সালাম সাব। আর যতো হিম্মৎ শালা ঘরে—আওরৎকে পিটবে। শালা কুত্তা কাঁহাকা।

(গোরা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে)

গোরা ॥ কমরেড সাগিনা।

সাগিনা ॥ আরে এ কৌন আছে?

গোরা ॥ কমরেড সাগিনা আমি কলকাতা থেকে আসছি। আমি—

সাগিনা ॥ (আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে) কলকাত্তা? কলকাত্তাকা কামরেড?

গোরা ॥ হ্যাঁ, আমাকে—

সাগিনা ॥ আচ্ছা ঠিক হ্যায়, পিছু বাৎ হোগী। (সম্পূর্ণ ঘুরে বসে ললিতার দিকে মন দিলো।) আরে এই! তোর নাম কী আছে রে?

ললিতা ॥ ললিতা।

[ঝুমন সুখনকে চোখ টিপে ডেকে বেরিয়ে গেলো। একজন দু'জন করে অন্যরাও যাচ্ছে। ছেদি আর গোরা থাকবে।]

সাগিনা ॥ ল-লি-তা! বাঃ আচ্ছা নাম। (বোতলে চুমুক মেরে) তো যা। ঘর যা।

ললিতা ॥ না।

সাগিনা ॥ অ্যাঁ?

ললিতা ॥ ঘর যাবো না।

সাগিনা ॥ যাবি না?

ললিতা ॥ ঘর কুথা? কোন ঘর?

সাগিনা ॥ কোন ঘর? তোর মরদের ঘর।

ললিতা ॥ মরদ কোন? উ আমার মরদ না আছে।

সাগিনা ॥ তবে কোন আছে?

ললিতা ॥ দুষমন!

সাগিনা ॥ দুষমন?

ললিতা ॥ (খিলখিল করে হেসে) হাঁ হাঁ দুষমন।

সাগিনা ॥ আরে ছেদি ভাই, এ কী বলে শুনো।

ছেদি ॥ হাঁ হাঁ।

সাগিনা ॥ (মিটিমিটি হেসে) খুবসুরৎ আছে। ক্যা ছেদি ভাই?

ছেদি ॥ হাঁ হাঁ।

(ছেদি গেলাস বোতল গোছাচ্ছে, এদের দিকে বেশি তাকাচ্ছে না)

সাগিনা ॥ তাহলে আখুন তুই কুথা যাবি বোল্।

ললিতা ॥ (মুচকি হেসে) তা আমি কী জানি?

সাগিনা ॥ তো যা, তোর দুষমন তো ভেগেছে, আখুন কুথা যাবি চলে যা।

[সাগিনা যেন ওকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বোতল মুখে তুললো। ললিতা এক মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। তারপর উঠে কাপড় চোপড় ঠিক করে পা বাড়ালো। সাগিনা খপ করে তার হাতটা ধরে ফেললো।]

বহুৎ আচ্ছা! খুব আচ্ছা জবাব দিয়েছিস। চল্, তোর একটা ঠিকানা করে দি।

[উঠে পড়লো। ছেদি বেরিয়ে গেলো।]

গোরা ॥ কমরেড সাগিনা আমি কলকাতা থেকে আসছি, কমরেড অনুপম মিত্র আমাকে পাঠিয়েছেন তোমার কাছে—(সাগিনা যেন প্রথম দেখলো গোরাকে।)

সাগিনা ॥ হাঁ হাঁ কলকাতার কামরেড ঠিক হ্যায়। হবে. তুমার সঙ্গে বাৎচিৎ হবে, পিছে হবে। দেখছো তো আখুন ব্যস্ত আছি, কাল পরশু দেখা হবে। (পা বাড়ালো)

গোরা ॥ (মরিয়া হয়ে) কমরেড, ব্যাপারটা জরুরি, ইউনিয়নের কাজে এসেছি। তোমাকে ছাড়া কাউকে চিনি না। থাকবো কোথায়?

(সাগিনা আবার গোরাকে আপাদমস্তক দেখলো; তারপর হো হো করে হেসে উঠলো।)

সাগিনা॥ আরে বাহবা, বাহবা। এর মতুন তোমারও ঠিকানা নেই? তো ঠিক হ্যায়, তুম ভি চলো হামারা সাথ। ফয়সালা একটা হবেই হবে।

[সাগিনা ললিতার হাত ধরে বেরিয়ে গেলো। গোরা বাক্স ব্যাগ নিয়ে পিছু ধরলো। গান গাইতে গাইতে বেচু সুখন, ঝুমন, মহাদেও, জগু. কিষণ ফিরে এলো। ওরা যেন আড়াল থেকে নজর রাখছিলো।]

বেচু॥ যাঃ শালা। বংশীকা ঘর ফুট্।

ঝুমন॥ ভাগ্ শালা—ঘর। লগাতার খিটমিট-মারপিট! আমি গোড়াতেই বলেছিলাম বংশীকে—শালা ও আওরৎ তোর সইবে না—

সুখন॥ আরে এ বেচু! ঐ ললিতা তোকে একবার চোট দিয়েছিলো না?

বেচু॥ যা যাঃ! আমাকে চোট দেবে সে আওরৎ এখনো জন্মায়নি।

ঝুমন॥ অ্যাই, মিছে কথা বলছিস কেন রে? আমরা কিছু জানি না, না?

বেচু॥ জানিস? কী জানিস শালা তুই?

মহাদেও॥ শালা তোদের কি আওরৎ ছাড়া আর কথা নেই?

সুখন॥ আরে, এ কে এলো রে? সাধু-সন্ত নাকি?

কিষন॥ কী ভাই মহাদেও? ললিতা তোমাকেও চোট দিয়েছে না কি!

ঝুমন॥ না না। মহাদেও ওদিকে সাঁচ্চা। ঘরের আওরৎ ছাড়া কোনো দিকে নজর নেই।

জগু॥ (একটু বেশি টেনেছে) আওরৎ—শালা দুনিয়াকা আওরৎ—সব জাহান্নম যাক! (সকলে হেসে উঠলো)

ঝুমন॥ খাঁটি কথা খাঁটি কথা জগুভাই—

কিষন॥ দুনিয়াকা আওরৎ—মুর্দাবাদ!

বেচু॥ কতোখানি টেনেছো বাবা জুগু?

সুখন॥ শালা দার্শনিক রে!

[সুখন ঢোল বাজিয়ে দিলো। সকলে গেয়ে উঠলো। হল্লা করতে করতে বেরিয়ে গেলো সবাই। একটু পরে সাগিনা, ললিতা আর গোরা ঢুকলো।]

সাগিনা॥ (ডেকে) এ গুরুং।

[গুরুং এলো]

দাই বুড়িকো বোল্—এ আওরৎ আখুন ওর ঘরে থাকবে। ডাগদরবাবুকে বোলে হাঁসপাতালে ওকে একটা কাজ জুটিয়ে দেবো কাল।

গুরুং॥ ডাগদরবাবু কাম দিবে?

সাগিনা॥ দিবে না শালার বাপ দিবে! (ললিতাকে) থাক তুই আখুন এখানে, পরে দুসরি বেওস্থা হবে।

[ললিতা গুরুং-এর সঙ্গে বেরিয়ে গেলো।]

চলো কমরেড আমার বস্তিতে।

গোরা॥ (ক্লান্ত) সে কোথায়?

সাগিনা॥ থোড়া দূর। দো তিন মিল হবে।

গোরা॥ তিন মাইল?

সাগিনা॥ তো কী? থকে গেছো?

গোরা॥ না না, তা নয়। বলছিলাম—কমরেড কাজিমনকে একটা খবর দেওয়া যায় না?

সাগিনা॥ তুমি কাজিমনকে চিনো?

গোরা॥ হ্যাঁ চিনি। সে আমার দোস্ত।

সাগিনা॥ আচ্ছা। তো কামরেড মিত্রাকে চিনো?

গোরা॥ বললাম না, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন?

সাগিনা॥ আচ্ছা। (একটু ভেবে) তো চলো টিশন। টেলিফুঁক আখুনই হয়ে যাবে।

গোরা॥ স্টেশন কতো দূর?

সাগিনা॥ এই তো কাছে। এক দেড় মিল হবে।

গোরা॥ (নিশ্বাস ফেলে) চলো।

[বাক্স ব্যাগ তুলে সাগিনার পেছন পেছন বেরিয়ে গেলো। ব্যানার্জি আর শিবদাস বসে কাজ করছে। ফোন বাজলো। ব্যানার্জি ফোন ধরলো।]

ব্যানার্জি॥ (ফোনে) হ্যালো!...তো হাম কেয়া করেগা? ফোরম্যান সাবকো বোলো।... নেই হ্যায়? কাঁহা গিয়া ফোরম্যান সাব?...গো টু হেল দেন্! (ফোন রেখে) স্যাম বার্নস অফ্ আগেন ফ্রম দ্য ক্যারেজ শপ!

শিবদাস॥ মিস্টার বার্ন স্যার? ড্রিঙ্ক স্যার ড্রিঙ্ক। অর আদারওয়াইজ—উওম্যান।

ব্যানার্জি॥ ও শাট্ আপ!

শিবদাস॥ ইয়েস স্যার। আই মাইন্ড মাই ওন বিজনেস স্যার।

ব্যানার্জি॥ ইউ বেটার।

শিবদাস॥ ইয়েস স্যার, অলওয়েজ স্যার। মাইন্ড ওন বিজনেস—গোল্ডেন প্রিন্সিপ্‌ল স্যার।

[সাগিনা এলো, পেছনে গোরা]

সাগিনা॥ ব্যানার্জি সাহাব, সালাম।

ব্যানার্জি॥ ক্যা মতলব সাগিনা?

সাগিনা॥ (হেসে) সালাম দিচ্ছি সাহাব্, তব্ ভি গুসসা করছো? তবিয়ৎ গড়বড় হয়নি তো?

ব্যানার্জি॥ দিক্ মাৎ করো সাগিনা। ক্যা মতলব হ্যায় বোলো।

সাগিনা॥ টেলিফুঁক্ করবো সাহাব, খার্সাং লোকো অফিসের নম্বর লাগিয়ে দাও।

ব্যানার্জি॥ আভি ভাগো, হোগা নেই।

শিবদাস॥ অ্যাঃ রোয়াব দেখো! বাপের জমিদারি পেয়েছে!

সাগিনা॥ সাহাব, টাইম আমারও কম আছে, কাম ভি জরুরি। হুজ্জৎ না চাও তো জলদি লাইন দাও।

শিবদাস॥ যাও যাও গেট আউট্! একটা মিনিয়েল এসে চোখ গরম করছে! কোম্পানিও হয়েছে তেমনি, এই সব গুণ্ডাগুলোকে জেলে না পাঠিয়ে মাথায় তুলেছে! (গোরাকে) এই ছোকরা, ভাগো হিঁয়াসে।

সাগিনা॥ সাহাব তোমরা ভারী ভারী অফ্‌সর আছো, তাই চটপট পুরানি বাৎ ভুলে যাও। বস্তি বাজারকা মামলা এতো জলদি ভুলে গেলে?

ব্যানার্জি॥ দেখো সাগিনা—(সাগিনা হঠাৎ একপাশে গিয়ে গলা তুলে হাঁকলো)

সাগিনা॥ এ মহাদেও!

[মহাদেও এলো, দূরে। চেঁচিয়ে জবাব দিলো।]

মহাদেও॥ ক্যা ওস্তাদ?

সাগিনা॥ এক বংগালি সাহাব আর এক বংগালি বাবুকো দুরস্ত করনা পড়েগা।

মহাদেও॥ বহুৎ আচ্ছা। কব?

সাগিনা॥ সামকো বস্তিবাজারমে আ যানা, বতা দুঙ্গা। সবকো খবর দে দো।

মহাদেও॥ বহুৎ আচ্ছা।

[চলে গেলো]

সাগিনা॥ (উপর দিকে তাকিয়ে, ঠাণ্ডা গলায়) অব লগ্‌তা হ্যায় কুছ কাম বনেগা, কিঁউ সাহাব? (ব্যানার্জি গুম খেয়ে রইলো, শিবদাস কেঁচো।) এবার তো লাইন মিলবে সাহাব?

[ব্যানার্জি শিবদাসকে ইসারা করলো। শিবদাস ফোন ধরলো।]

শিবদাস॥ খার্সাং লোকো অফিস।...হ্যাঁ হ্যাঁ লোকো অফিস, ব্যানার্জি সাহেবের ফোন। (ফোন রাখলো। সবাই চুপচাপ। খানিক পরে ফোন বাজলো। শিবদাস তুললো।) লোকো অফিস? (ফোনটা সাগিনাকে দিলো)

সাগিনা॥ (চিৎকার করে) হ্যালো, কাজিমন সাহাব?...হাঁ হাঁ কাজিমন সাবকো বুলাও। বোলো সাগিনা মাহাতো।...কাজিমন সাহাব?...হাঁ হাঁ সাগিনা বাৎ করছি। শুনো ভাই, কলকাত্তাকা এক চিড়িয়া আয়া, বলছে কী তোমাকে চিনে?...হাঁ হাঁ বাৎ করো না? (গোরাকে দিয়ে) বাৎ করো।

গোরা ॥ (ফোনে) হ্যালো, কাজিমন—গোরা বলছি।...হ্যাঁ, এই ঘণ্টা দুয়েক হোলো পৌঁছেছি।...এখানেই থাকবো? সাগিনার কাছে?...ঠিক আছে তাই থাকবো। কিন্তু আপনি...কবে?...পরশু? কাল পারেন না?...আচ্ছা ঠিক আছে পরশু...হ্যাঁ...আচ্ছা...আচ্ছা...দিচ্ছি।

(সাগিনাকে ফোন দিলো)

সাগিনা ॥ হাঁ কাজিমন সাহাব?...আরে না না, ওর জন্য তুমি ভেবো না...পরশু? তো ঠিক হ্যায়, আ যাও।...ক্যা হুয়া?...আচ্ছা...আচ্ছা...কৌন? জানরল ম্যানেজার?...হাঃ হাঃ হাঃ বড়ি আচ্ছি বাৎ! ...আরে শালা দুনিয়া বদল যায়গি। উয়ো বড়া সাহাব ছোটা সাহাব শব শালাকো রঙ বদল যায়গা। (ব্যানার্জি মুখ গুঁজে কাজ করছে) শরমায়দারি চলেগা নেহি।...আচ্ছা, তো আর সব ঠিক হ্যায়?...ক্যা?...আওরৎ? কৌন?...ও হো হো, ভুখনকি বেওয়া? আরে ভাই উয়ো তো ভাগ গয়ি। মেরা কলিজা পর তীর চলাকে গয়ি, দো মাহিনা হো গয়া।...নেহি নেহি কসুর উসুর কুছ নেহি থা উসকি। একদিন মাতোয়ালা হোকর ঘর পহুঁছা, সামনে পড় গয়ি ওহি বেচারি। লগা দিয়া দো চার ঝাপ্পড়। তো সুবে উঠকর দেখা পিঞ্জরা খালি। হায় হায় ক্যা আফশোষ!...হাঃ হাঃ হাঃ—আরে ভাই ম্যয় ক্যা মরদ নেহি হুঁ? তো? তো আওরৎ ভি মিল যায়গি। (ফোন রাখে) সালাম সাহাব, গুড মর্নিং। (গোরাকে) চলো কামরেড। (গোরার ঘাড়ে একটা থাবড়া মেরে এগোলো) চলো এবার খানাপিনা কিছু করা যাক। তুমি যে এসেছো কামরেড—সেটা খুব খুশির কথা আছে। চলো।

[বলতে বলতে বেরিয়ে গেলো। ব্যানার্জি আর শিবদাস বেরিয়ে গেছে। ভাঁটিখানায় মজুররা এসে জমেছে।]

সকলে ॥ (গান) চিও চিও চি, চিও চিও চি—(নেপথ্যে সাগিনার অট্টহাসি)

সকলে ॥ এ ছেদি ভাই।

[ছেদি প্রত্যেকের গ্লাসে মদ ঢেলে চলে গেলো। সবাই একসঙ্গে গ্লাস খালি করলো। আবার গান, আবার সাগিনার অট্টহাস্য, আবার হাঁক—এ ছেদিভাই। এইরকম বার চারেক। প্রত্যেকবার কণ্ঠস্বর আগের থেকে জড়িত, গান আরো ধীরগতি, হাসি নেশাগ্রস্ত। চতুর্থবার গাইতে গাইতে মজুরের দল চলে গেলো। সাগিনা গোরার গলা জড়িয়ে ধরে বিকৃত বেসুরো হেঁড়েগলায় চিও চিও চি গাইতে গাইতে প্রবেশ করলো মঞ্চে।]

সাগিনা ॥ হাঁ আ যাও কামরেড, অন্দর আ যাও। এই আমার ঘর আছে। কী কামরেড। ইখানে থাকতে পারবে তো?

গোরা ॥ (ঢোক গিলে) কেন—কেন পারবো না?

সাগিনা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—ঠিক বাৎ ঠিক বাৎ! কেন পারবে না? লেকিন তকলিফ হবে, আঁ? তকলিফ হবে জরুর। তো উসমে ক্যা হ্যায়? তুমি তো কার্মরেড আছো, মজদুরোঁকে কামরেড, আঁ? তকলিফকী ক্যা পরোয়া হ্যায়? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—শো যাও, শো যাও সাথী।

[দু'জনে শুয়ে পড়লো। দূর থেকে গান—চিও চিও চি। যতীন এলো পেছনে।]

যতীন ॥ (যেন আপন মনে) তুমি ঠিক বলেছো গোরা। নামটায় কেমন যেন একটা ইয়ে আছে। সাগিনা মাহাতো।

গোরা ॥ (শুয়ে শুয়ে, যেন আপন মনে) সা-গি-না মা-হা-তো। কিন্তু এ কী রকম লোক যতীনদা—এই সাগিনা মাহাতো?

যতীন ॥ বুঝলে গোরা, আমরা যতোই শ্রমিকের নেতৃত্ব নিয়ে চেঁচাই না কেন, নেতৃত্বটা দেখেছি শেষ পর্যন্ত আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের হাতেই রয়ে যায়। কিন্তু তা তো চলবে না। নেতা হবে তো ঐ রকম লোকই—ঐ সাগিনা মাহাতো।

গোরা ॥ সাগিনার শক্তির নমুনা খানিকটা পেয়েছি এর মধ্যেই। কিন্তু যতীনদা, এই কি শ্রমিকের চেহারা? এই সাগিনা মাহাতো?

যতীন ॥ আমাদের মতো পাতি-বুর্জোয়ারা সুবিধাবাদী, বিপ্লবের সময়ে দলবদলে কোন দিকে যাবে কিছু ঠিক নেই। মজুর সর্বহারা, তার হারাবার কিছু নেই। শ্রেণী-সংগ্রামের আসল নেতা তাই ঐ মজুর--ঐ সাগিনা মাহাতো।

গোরা ॥ আমি ও সব বুর্জোয়া নীতি-টিতি মানি না, কিন্তু এ যে—মানে, যেটুকু দেখলাম—মদ মেয়েমানুষ—আসবার আগে কতো কী কল্পনা করেছি, সব গোলমাল করে দিচ্ছে—এই সাগিনা মাহাতো।

যতীন ॥ ওর শক্তিকে যদি কাজে লাগাতে পারো গোরা, তবে ঐ অঞ্চলে পার্টির হবে একাধিপত্য অধিকার। আর সেই সঙ্গে মজদুর কিষানের পার্টির সাঁচ্চা মজদুর লিডার—সাগিনা মাহাতো।

গোরা ॥ এ দেখছি সোজা পথের মানুষ। সাহেব ফোন করতে দেবে না—ধরে পিটে দাও! মরদ হয়ে যখন জন্মেছো—আওরৎ একজন চাই। একজন যদি ভেগে যায়, আর একজন জুটে যাবে। জুটে যাবে কী, গেছে, জুটিয়ে নিয়েছে ললিতাকে—এই সাগিনা মাহাতো।

যতীন ॥ লড়ে যাও গোরা। দমে যেও না। তোমার উপর পার্টির ওখানকার ভবিষ্যৎ। সাগিনা মাহাতো।

যতীন ॥ উঃ, কী বোটকা গন্ধ কম্বলটায়, তার উপর মাল টেনেছে প্রচুর। হোক, ছাড়বো না, লড়ে যাবো। সাগিনা মাহাতো।

যতীন ॥ লড়ে যাও গোরা। সাগিনা মাহাতো।

গোরা ॥ লড়ে যাবো যতীনদা। সাগিনা মাহাতো।

যতীন ॥ সাগিনা মাহাতো।

[যতীন চলে গেলো]

গোরা ॥ (নিদ্রাজড়িত) সাগিনা মাহাতো। সা-গি-না মা-হা-তো।

[নেপথ্যে গান—চিও চিও চি—শুরু হয়েছে একটু আগে। সাগিনার নাক ডাকছে। হঠাৎ এক ঝটকায় উঠে বসলো সাগিনা, ধাক্কা দিয়ে তুললো গোরাকে। গানটা চমকে থেমে গেলো।]

সাগিনা ॥ কামরেড! কামরেড!

গোরা ॥ (চমকে জেগে উঠে) অ্যাঁ—কে—কী?

সাগিনা ॥ (গোরার হাত চেপে ধরে) কামরেড, আমাকে মাপ করে দাও, ম্যয় পাপী হুঁ।

গোরা ॥ সেরেছে। কমরেড শুয়ে পড়ো, ঘুমোও।

সাগিনা ॥ সচ বলছি কামরেড। একটা বুরা কাম করতে গিয়েছিলাম, আমাকে মাফ করে দাও।

গোরা ॥ কমরেড কাল কথা হবে, আজ ঘুমোও।

সাগিনা ॥ ঠিক হ্যায়, লেকিন শুনো কামরেড। তোমাকে যখুন প্রথম দেখি, তখুন মনে করেছিলাম কি শালা টিকটিকি আছে। তখুন ঠিক করলাম কি শালাকে জানে মেরে ইঞ্জিনের বয়লাটে ফেলে দিব।

গোরা ॥ (সভয়ে) অ্যাঁ?

সাগিনা ॥ সচ্ বলছি কামরেড সচ্ বলছি।

গোরা ॥ তারপর?

সাগিনা ॥ তারপর দেখলাম কি তুমি কাজিমনের সঙ্গে বাৎচিৎ করলে, দেখলাম—হাঁ তোমাদের বেবাদরি পাক্কা। তখুন আফশোস্ হোলো কি তোমাকে বিশোয়াস করিনি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও কামরেড।

গোরা ॥ আমি (ঢোক গিলে)—আমি—মানে আমাকে—

সাগিনা ॥ মাফ করে দাও কামরেড। মাফ করে দাও—

গোরা ॥ ঠিক আছে সাগিনা তুমি ঘুমোও—

সাগিনা ॥ মাফ করে দিয়েছো?

গোরা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি ঘুমোও এখন—

সাগিনা ॥ (পরম নিশ্চিন্ততায়) হাঁ আখুন ঘুমাবো। জরুর ঘুমাবো।

[শুয়ে পড়লো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার নাক ডাকতে লাগলো। নেপথ্যে গানটা আবার।]

গোরা ॥ (আপন মনে) সাগিনা তো ঘুমোলো যতীনদা, কিন্তু আমার কি আর ঘুম আসবে?

[অন্ধকার। গানটা জোর হয়ে উঠলো। আলো ফুটলো। সাগিনা নেই। গোরা ডানদিকে সামনে দাঁড়িয়ে। পেছনে অনুপম আর যতীন বসে। নেপথ্যে একটা বিশেষ ছন্দে ধাতব আওয়াজ—ঠং ঠং ঠক্। ঠং ঠং ঠক্।]

যতীন ॥ গোরার রিপোর্ট এসেছে। বিরাট রিপোর্ট।

অনুপম ॥ কী লিখছে?

যতীন ॥ পড়বো?

অনুপম ॥ (ঘড়ি দেখে) পড়ো শুনি।

যতীন ॥ (কাগজে চোখ দিয়ে) তিনমাস কেটে গেলো এখানে—

গোরা ॥ (সামনের দিকে তাকিয়ে) তিনমাস কেটে গেলো এখানে। তিনমাসে অনেক কিছু জানলাম, শিখলাম। ট্রেড ইউনিয়ন আগেও করেছি কলকাতায়, কিন্তু খাস মজদুর কী জিনিস তার কোনো ধারণাই হয়নি তখন। কাজিমন কিছু বাড়িয়ে বলেনি। এখানকার মজদুররা সাগিনা ছাড়া কাউকে চেনে না, কাউকে জানে না।

[এক এক করে মজুর ঢুকছে। মঞ্চের মাঝখানে চক্রাকারে ঘুরছে তারা। এক পা, দু'পা, তারপর একটা কাজের ভঙ্গী—কেউ যেন হাতুড়ি ঠুকছে, কেউ শাবল চালাচ্ছে, কেউ স্ক্রু টাইট দিচ্ছে। আওয়াজ চলছে—ঠং ঠং ঠক্ ঐ ছন্দে। পেছনে কোম্পানির এলাকায় বড়ো সাহেব। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, মুখে পাইপ, হাতে ছড়ি। গোরা সমানে বলে চলেছে।]

গোরা ॥ কী অবস্থা ছিল এদের। কী অত্যাচার এরা সয়েছে মালিকের। কী মাইনে, কী সব ভাঙাচোরা কোয়ার্টার। বর্ষায় ফুটো চাল দিয়ে জল পড়ছে, শীতে কনকনে বাতাস ঢুকছে।

[এর মধ্যে বুড়ো গুরুং দল ছেড়ে সামনে উবু হয়ে বসে গেছে।]

গুরুং ॥ আরে সাথী, কতো বলবো? ওসব শরমকি বাৎ আছে। শালে গোরা লোগ বহুৎ লাথ মেরেছে।

সাহেব ॥ (হুঙ্কারে) ইউ ব্লাডি সোয়াইন।

[শূন্যে লাথি চালালো, সামনে একজন কোঁৎ করে কুঁকড়ে পড়লো। অন্যরা সমানে চলতে লাগলো। লোকটা উঠে আবার চললো। সবাই চললো—ঠং ঠং ঠক্।]

গোরা ॥ রোগে ভুগে কতো মজদুর মারা গেছে, কোম্পানি কোনো প্রতিকার করেনি। আবেদন নিবেদন—সব নাকচ।

গুরুং ॥ হাঁ, লাথ মারতো। মরদ লোককে মারতো, জেনানাকে ভি মারতো। কসুর থাকলে মারতো, না থাকলে ভি মারতো। শালে লোক দনাদ্দন দনাদ্দন জুতি চালাতো। তো কী করবো? খালি লাথ খেয়েছি।

সাহেব ॥ (হুঙ্কারে) ইউ ব্লাডি সোয়াইন!

[শূন্যে লাথি চালালো। আবার একজন পড়লো, উঠলো, চললো। ঠং ঠং ঠক্।]

গোরা ॥ কথায় কথায় মার, জরিমানা, চাকরি খতম। সংগঠন নেই, লিডার নেই, সব মুখ বুজে হজম।

গুরুং ॥ আর শালা অফ্‌সর লোগ—বিবি বেটি সব বাংলোয় লিয়ে তুলেছে। তো কী করবো—শালে লোগ সাহেব আছে। কিছু বলবো তো নোকরি খতম। আচ্ছা বাবা, লাথ মারো, লে যাও বিবি বেটি বহিন—নোকরি খেও না।

[নেপথ্যে একটি মেয়ের আর্তনাদ, সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলো।]

সাহেব ॥ (হুঙ্কারে) গো অন্—ইউ ব্লাডি সোয়াইন!

[শূন্যে ছড়ি চালালো। সবাই প্রাণ পেয়ে আবার চলতে শুরু করলো, ঠংঠং ঠক্।]

গোরা ॥ সাহেব লাথি মারছে, মেয়ে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, বাঙ্গালি কেরানিবাবু ঘুষ খাচ্ছে, মজুরের পকেট কেটে পয়সা করছে।

গুরুং ॥ তো কী করবো? আজ আমাকে লাথ মারছে সাহাব—তো উ শালা হাসি করছে। কাল ওকে মারছে তো আমি হাসি করছি। আমি একেলা কিছু বলবো সাহাবকে, তো সব শালা ভাগবে, কেউ মদত দিবে না। আমি শালাকে পাকড়াবে সাহাব, দনাদ্দন পিটবে, নোকরি ভি ফৌরন খতম!

সাহেব ॥ (হুঙ্কারে) নিকালো হিঁয়াসে, আভি নিকালো! নোকরি খটম্ টুমারা—ব্লাডি সোয়াইন!

গোরা ॥ এই সময়ে এলো সাগিনা মাহাতো।

[সামনে বাইরে সাগিনা। মজুরদের দিকে তাকাতে তাকাতে হেঁটে যাচ্ছে।]

গোরা ॥ এসেই পিটতে শুরু করলো। প্রথম দিকে মজুরদেরই পিটেছিল।

সাগিনা ॥ শালা কুত্তাকা বচ্চা!

গোরা ॥ এই ছিল সাগিনার স্লোগান। এই স্লোগানে দল পাকালো সাগিনা। যে শালা সংগঠনে না আসবে, সাহেবের লাথ মুখ বুজে খাবে, সে শালাকে আচ্ছা করে পেটো, যে শালা চুকলি খাবে, তাকে জানে মেরে দাও। যে শালা বিবি বেটিকে সাহেবের বাংলোয় যেতে দেবে, ফেলো সে শালাকে পাহাড়ের উপর থেকে!

[এর মধ্যে সাগিনা মঞ্চে ঢুকে সামনের প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়েছে। তার মুখ মজদুরদের দিকে।]

সাগিনা॥ শালা কুত্তাকা বচ্চা!

সাহেব॥ (ছড়ি তুলে, হুঙ্কারে) ইউ ব্লাডি সোয়াইন—

সাগিনা॥ (গর্জনে) খবরদার সাহাব!

[সাগিনা রুখে দাঁড়িয়েছে, হাতে যেন লোহার ভারী স্প্যানার। সাহেবের ছড়ি শূন্যে থেমে গেছে। সাগিনা স্থির, অন্য সবাইও যেমন স্থির ছিল, পুরো ফ্রিজ্।]

গুরুং॥ হাঁ সাথী, বিলকুল উল্টা খেল্! সাহাব লাথ মারবে তো আমিও মারবো। তো কী করবো? সাগিনার হুকুম, লিডারের হুকুম। তো কী করবে সাহাব? নোকরি খাবে?

সাহেব॥ (ছড়ি নামিয়ে চিৎকার করে) ডিস্‌মিস্! নিকালো! গেট আউট!

সাগিনা॥ (হাত নামিয়ে, চিৎকার করে মজুরদের) কাম বন্ধ্!

সবাই॥ (সমস্বরে) কাম বন্ধ্!

গুরুং॥ হাঃ! আমার নোকরি যাবে তো সব মজদুর কাম বন্ধ্ করবে। তো কী করবে? লিডারের হুকুম। আর কাম বন্ধ্ হবে তো কোম্পানি ফুট!

সাহেব॥ ডিস্‌মিস্! নিকালো! গেট আউট্!

সাগিনা॥ কাম বন্ধ্!

সবাই॥ কাম বন্ধ্!

গুরুং॥ হাঃ হাঃ হাঃ কাম বন্ধ তো কোম্পানি ভি ফুট। শালা লোগ চার দফে নোকরি নিলো আমার, বরখাস্ত করলো, তো কী হোলো?

সাগিনা॥ কাম বন্ধ্!

সবাই॥ কাম বন্ধ্!

গুরুং॥ তো কী হলো? ফিন্ আমাকে নোকরি দিতে হোলো। আর কী হোলো? শালা মারপিট একদম বন্ধ্ হয়ে গেলো। আর এ সব কারোয়াই সাগিনার। সাগিনা লিডার আছে—সর্দার!

সাগিনা॥ পয়সা দো, কাম লো—ব্যস!

সবাই॥ হাঁ হাঁ!

সাগিনা॥ সাহাব লোগ লাথ মারবে তো হাম ভি লাথ মারবো।

সবাই॥ হাঁ হাঁ।

সাগিনা॥ সাহেব লোক নোকরি খাবে তো কাম বন্ধ্।

সবাই॥ হাঁ হাঁ কাম বন্ধ্! (ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলো) চলো ছুট্টি।

[হৈ হৈ করে সবাই বেরিয়ে গেলো। সাহেবও গেলো।]

সাগিনা॥ শালা কুত্তাকা বচ্চা!

[বেরিয়ে গেলো]

অনুপম॥ কিন্তু একে তো সংগঠন বলে না?

যতীন॥ সংগঠন হচ্ছে, আরো শুনুন।

গোরা॥ যা ছিল সাগিনার গ্যাং, এই তিনমাস প্রাণপণ চেষ্টায় তাকে মজদুর ইউনিয়নে পরিণত করেছি। কোম্পানির কাছে চিঠি গেছে—ইউনিয়নকে স্বীকার করে নেবার দাবি জানিয়ে।

[টেলিফোন বাজলো, ব্যানার্জি এসে ধরলো।]

ব্যানার্জি॥ আই ডোন্ট সি এনি আদার ওয়ে স্যার, উই'ল হ্যাভ টু রেকগ্‌নাইজ্ দ্য ইউনিয়ন।

গোরা॥ সাগিনা বলছে—কোম্পানি ইউনিয়ন না মানলে কাম বন্ধ্!

ব্যানার্জি॥ ...নো আদার ওয়ে স্যার, দে'ল স্টপ ওয়ার্ক!...ইয়েস স্যার...ওকে স্যার, আই'ল সি টু ইট...গুডবাই স্যার। (ফোন রেখে) ড্যাম্ সাগিনা!

[চলে গেলো]

অনুপম॥ ওকে লিখে দাও—ও সব অ্যানার্কিক মুভমেন্ট ছেড়ে রেগুলার ট্রেড ইউনিয়নের দিকে চলে যেতে, যতো তাড়াতাড়ি পারে।

[অনুপম চলে গেলো। একটু পরে যতীনও।]

গোরা॥ (আপন মনে) সাগিনা মাহাতো।

[হৈ হৈ করে সাগিনা ঢুকলো দলবল নিয়ে। সবাই বসে গেলো। ভাঁটিখানা। সাগিনা গোরার কাছে গেলো।]

সাগিনা॥ আরে ক্যায়া কামরেড। উখানে খাড়া হয়ে কী করছো? আও আও, ইধার আও, আজ বহুৎ খুশিকা দিন আছে। আরে এ ভাইয়োঁ, বোলো—মজদুর ইউনিয়ন!

সবাই॥ জিন্দাবাদ!

সাগিনা॥ কামরেড গোরা!

সবাই॥ জিন্দাবাদ

গোরা॥ সাগিনা মাহাতো!

সবাই॥ (প্রচণ্ড চিৎকারে) জিন্দাবাদ!

সাগিনা॥ আরে পিও ভাই পিও! আও কামরেড পিও।

গোরা॥ না না, তুমি খাও!

সাগিনা॥ আরে ক্যায়া না না। আজ শালা তুমিকো পিনাই পড়েগা! কিঁউ ভাই? আজ খুশিকা দিন হ্যায় কি নেই?

সবাই॥ হাঁ হাঁ জরুর জরুর।

সাগিনা॥ আজ ইস্ কামরেডকা পিনা জরুরি হ্যায় কি নেই?

সবাই ॥ হাঁ হাঁ বহুৎ জরুরি। পিও কামরেড পিও!

(সাগিনা গোরাকে গ্লাস ধরিয়ে দিলো। গোরা চুমুক দিলো।)

সাগিনা ॥ আরে বাহবা বাহবা! ই তো আজ বিলকুল সাথী বনে গেলো, কিঁউ ইয়ার?

সবাই ॥ হাঁ হাঁ জরুর!

সাগিনা ॥ লেকিন এক আফশোস।

সবাই ॥ আরে ক্যায়া অফশোস?

ঝুমন ॥ আজ খুশিকা দিন—

মহাদেও ॥ সাগিনা মাহাতো—

সবাই ॥ জিন্দাবাদ!

মহাদেও ॥ সাগিনা—

সাগিনা ॥ আরে ধ্যাত্তেরি জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ! বাৎ তো শুনো!

মহাদেও ॥ এই এই বাৎ শুনো!

ঝুমন ॥ সাগিনার কথা শুনো, এই!

সুখন ॥ চুপ চুপ খামোস!

সাগিনা ॥ (বক্তৃতার ভঙ্গীতে) ইয়ে কামরেড তিন মাহিনা ইখানে পড়ে আছে। আমাদের সঙ্গে খাচ্ছে শুচ্ছে, ইউনিয়নের কাম কাজ করছে দিনভর। ক্যায়া ভাই, ঠিক হ্যায় না?

সবাই ॥ হাঁ হাঁ ঠিক! বিলকুল!

সাগিনা ॥ লেকিন ইয়ে কামরেড মর্দ হ্যায় ইয়া নেহি?

সবাই ॥ জরুর, কিঁউ নেহি হ্যায়? আরে ইয়ে ভি কোই বাৎ হুই?

সাগিনা ॥ তব্ তো কামরেডের জন্য এক আওরৎ চাই। ঠিক?

[প্রচণ্ড হাসি হল্লা উঠলো]

সবাই ॥ হাঁ হাঁ জরুর! আওরৎ তো জরুর চাহিয়ে! ক্যায়া কামরেড মর্দ হো ইয়া নেহি?

সাগিনা ॥ আরে এ ঝুমন! এ সুখন! হ্যায় কোই? কামরেডের জন্য?

সুখন ॥ কাম তো কিছু মুস্কিলের না আছে।

[গোরা এর মধ্যে প্রবল আপত্তি করে করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সেও হাসছে এখন।]

সাগিনা ॥ তো ঠিক হ্যায়, পতা লাগাও। আভি পিও ভাইলোগোঁ। আরে ক্যায়া চুপচাপ—গানা শুরু করো, গানা!

[হল্লা, ঢোল, গান, সবাই চলে গেলো। গোরা তার আগের জায়গায়। পেছনে যতীন, অনুপম।]

গোরা ॥ ইউনিয়নকে কোম্পানি স্বীকৃতি দিয়েছে। অফিস হয়েছে আমাদের, দু'টো ঘর। তার একটাতে এখন আমি শুই। সাগিনা প্রেসিডেন্ট, কাজিমন সেক্রেটারি, আমি অফিস সেক্রেটারি। এক্সিকিউটিভ কমিটিও একটা আছে, কিন্তু কার্যত সাগিনাই সব।

অনুপম ॥ এইটাই আমার ভালো লাগে না! এ কি পার্টি ইউনিয়ন হোলো?

যতীন ॥ কিন্তু অনুপমদা—

অনুপম ॥ যাকগে, পরে ও কথা হবে। পড়ো এখন।

গোরা ॥ খানিকটা শৃঙ্খলা আনা গেছে। মারপিট কমেছে, কথায় কথায় কাম বন্ধও হচ্ছে না। কোম্পানি সরকারিভাবে খাতির দেখাচ্ছে সাগিনাকে। সাগিনার মাইনে বাড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু—

[সাগিনা ঢুকেছে এর মধ্যে]

সাগিনা ॥ আরে শালা আমার একার মাইনে বাড়িয়ে ফায়দা কী হবে? সবকা বাড়াও! এ কামরেড, তোমার উ ডিমান্ড-উমান্ড-কা কী হোলো?

গোরা ॥ আমরা দু'মাস হোলো একটা দাবি সনদ পেশ করেছি কোম্পানির কাছে। নতুন কোয়ার্টার, পুরানো কোয়ার্টারের মেরামতি, শতকরা পঁচিশ টাকা মূল বেতন বৃদ্ধি, মূল বেতনের অর্ধেক মাগ্‌গি ভাতা, তারপর ওভার-টাইম, বদলি, ছুটি, চিকিৎসার ব্যবস্থা—এই সব মিলিয়ে ছাব্বিশ দফা দাবি। কোম্পানি টালবাহানা করছে। চিঠিপত্র চালাচালি হচ্ছে, কিন্তু—

সাগিনা ॥ আরে কামরেড, বাঘকে যতোই দুধ পিলাও, খুন সে চুষবে। ও শালাদের দাওয়াই না দিলে ওরা আমাদের বাপ বলবে কেন?

গোরা ॥ সাগিনাকে ট্রেড ইউনিয়নের সিস্টেম, প্রিন্সিপল্ বোঝাবার চেষ্টা করছি রোজ, কিন্তু ও—

সাগিনা ॥ এই তো দো মাহিনা কাবার হোলো। আমরা খেতে চেয়েছি কোম্পানির কাছে। লেকিন মিললো কী? চিঠ্‌ঠি এই সব।

অনুপম ॥ এই সব লোককে দিয়ে অর্গানাইজড্ ট্রেড ইউনিয়ন—বড়ো শক্ত! এরাই শেষকালে যতো গণ্ডগোল—

সাগিনা ॥ দেখো কামরেড, এ পড়ালিখা খেলায় কাম চলবে না। দো মাহিনা ধরে খুট্ খুট্ চিঠ্‌ঠি লিখছো, ভেজছো। ও শালারাও খুট্‌খুট্ চিঠ্‌ঠি, লিখছে, ভেজছে। ফায়দা কী হচ্ছে? এ সব নয়া তরিকায় কাম আদায় হবে না। পুরানা রাস্তা ধরতে হবে। পিটতে হবে শালাদের, কাম বন্ধ্ করতে হবে।

অনুপম ॥ এই হচ্ছে টিপিক্যাল লুম্পেন প্রোলেটারিয়েটের কথা।

সাগিনা ॥ তখুন দেখবে শালারা এসে বাপ বলছে। তুমি মিটিং বুলাও।

গোরা ॥ কিন্তু সাগিনা—

সাগিনা ॥ আর কিন্তু ফিন্তু নাই কামরেড—এ খুটখুট ছোড়ো। মিটিং বুলাও—জানরল মিটিং।

গোরা ॥ আগে একটা এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং ডাকি—

সাগিনা ॥ হাঁ হাঁ ডাকতে চাও ডাকো—লেকিন জলদি করো। এক্সিট কমিটি কাল তো জানরল মিটিং পরশু—

গোরা ॥ জেনারেল মিটিং-এর আগে একটা নোটিসের টাইম আছে—

সাগিনা ॥ আরে ছোড়ো লুটিস! সবকো খবর মিলনা চাহিয়ে—এই তো? উয়ো হো জায়গা। পরশু সাম—বস্তিবাজার।

গোরা ॥ এতোদিন যখন গেলোই তখন আইনমতো দু'সপ্তা নোটিস—

সাগিনা ॥ আরে কামরেড, কেন ভাবছো? কোনো শালা লুটিসের আইন দেখাবে না। যার ঘরে দানাপানি আছে সে দেরি করতে পারে। ভুখা নাঙ্গা মজদুর অতো টাইম কুথা পাবে? আখিরি লড়াই এবার (ঘুরে, চিৎকার ক'রে) ভাইওঁ!

[এর মধ্যে দু'জন একজন করে মজদুর এসে বসে গেছে। এখন আরো এলো, যেন মিটিং বসেছে। সাগিনা বক্তৃতা দিচ্ছে, যদিও গলা শোনা যাচ্ছে না। গোরা বলে চললো সামনের দিকে ফিরে।]

গোরা ॥ দু'টো মিটিং-এই ঠিক হোলো—একটা চরমপত্র দেওয়া হোক কোম্পানিকে।

সাগিনা ॥ ক্যায়া সাথীয়োঁ, ঠিক হ্যায় কি নেই?

সবাই ॥ ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়!

গোরা ॥ একমাসের মধ্যে দাবি না মিটলে চরম পন্থা।

সাগিনা ॥ কাম বন্ধ! ক্যায়া সাথীয়োঁ, ঠিক হ্যায় কি নেই?

সবাই ॥ হাঁ হাঁ ঠিক, কাম বন্ধ।

সাগিনা ॥ তো বোলাও ভাইওঁ—মজদুর ইউনিয়ন—

সবাই ॥ জিন্দাবাদ!

[মজদুররা ছড়িয়ে বসলো, ভাঁটিখানা। সাগিনাও বসে গেলো ওদের মধ্যে। ছেদি মদ দিচ্ছে।]

অনুপম ॥ তুমি ওকে ডেকে পাঠাও কলকাতায়—ইমিডিয়েট!

যতীন ॥ কিন্তু, অনুপমদা—

অনুপম ॥ না না ব্যাপারটা বুঝতে হবে, ছেলেখেলা হচ্ছে না কী হচ্ছে! আজই লিখে দাও। না না—টেলিগ্রাম পাঠাও একটা।

যতীন ॥ এই সময়টা এলাকা ছেড়ে ও—

অনুপম ॥ তুমি বুঝতে পারছো না যতীন। একমাস পরে যদি স্ট্রাইক শুরু হয়, তখন আরো আসতে পারবে না। আর স্ট্রাইক হলে সামলাতে পারবে ও? এই প্রকাণ্ড চার্টার অফ ডিম্যান্ডস, তার উপর ঐ ক্ষ্যাপা লিডার, মারপিট খুনখারাপি—একবার পুলিশ মিলিটারি হয়ে গেলে ইউনিয়ন পার্টি সব খতম হয়ে যাবে ওখানে। না না, ও এখনই আসুক, তুমি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দাও।

[অনুপম চলে গেলো। একটু পরে যতীনও। মজদুররা মদ খাচ্ছে। হাল্লা চলছে। তার মধ্যে কয়েকটা কথা বার বার উঠছে।]

ঝুমন ॥ সিধা রাস্তা—কাম বন্ধ!

বেচু ॥ হাঁ বাবা—এ আখিবি লড়াই।

সুখন ॥ এক মাহিনা—ব্যাস। দেবে তো দাও, নেই তো কাম বন্ধ।

গুরুং ॥ আরে বাহাদুর সাগিনা ভাই—কামাল কিয়া।

সবাই ॥ সাগিনা মাহাতো—জিন্দাবাদ।

[গোরা টেলিগ্রাম পেয়ে চমকে উঠলো।]

গোরা ॥ কলকাতা? এই সময়ে? সর্বনাশ! আর সময় পেলেন না যতীনদা?

[ছুটে বেরিয়ে গেলো। অন্যদিক থেকে মহাদেও ছুটে ঢুকে সাগিনার কানে কানে কী সব বলতে লাগলো। গোলমাল চলছে, হঠাৎ সাগিনা এক লাফে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। তার চোখ জ্বলছে।]

সাগিনা ॥ ক্যায়া?

মহাদেও ॥ হাঁ হাঁ, আভি লিয়ে গেলো পুলিশ।

সাগিনা ॥ শালা কুত্তাকা বাচ্চা!

সকলে ॥ ক্যায়া বাৎ হ্যায়? কী হোলো? কী হয়েছে?

[গোরা বাইরে দিয়ে ঘুরে মঞ্চে ঢুকলো অন্য পাশ থেকে]

গোরা ॥ সাগিনা—সাগিনা কোথায়? এই যে সাগিনা—মুস্কিল হয়ে গেছে। আমাকে কালকের ট্রেনেই কলকাতায়—

সাগিনা ॥ (অসম্ভব গম্ভীর গলায়) আচ্ছা উ বাৎ পরে হবে কামরেড। এখন শুনো।

গোরা ॥ কী? কী হয়েছে?

[একটা নিস্তব্ধতা। সবাই স্থির। সাগিনা সবাইকে উদ্দেশ করে কথা বলতে লাগলো। তার স্বাভাবিক চিৎকারে নয়, কেমন যেন একটা মোটা চাপা স্বরে। সে স্বর সম্মোহিত করে।]

সাগনা ॥ সাথীওঁ। বারন্ সাহাব—স্যাম বারন্—কারিজ শপকা ফোরম্যান্—সবলোক চিনো কি নেই?

সবাই ॥ হাঁ হাঁ চিনি।

সাগিনা॥ শালা ঘুষ খেতো, জুতি চালাতো, আওরৎকে তাং করতো। ইয়াদ হ্যায়?

সবাই॥ হাঁ হাঁ ইয়াদ হ্যায়। মনে আছে।

সুখন॥ ও শালাকে তো তুমি পিটেছিলে গত বছর?

সাগিনা॥ হাঁ পিটেছিলাম। শালা কুছ দিন ঠাণ্ডা ছিলো, ফির শুরু করলো। আখুন তো মারপিট বন্ধ—ইউনিয়ন আছে। ইউনিয়ন থেকে নালিশ যাচ্ছে কোম্পানির কাছে—সব নয়া তরিকা, খুটখুট চিঠ্‌ঠি। লেকিন হোলো কী? (হঠাৎ চেঁচিয়ে) কী হোলো জানো কেউ? (সম্পূর্ণ স্তব্ধতা। মহাদেওকে) বাতাও সবকো।

মহাদেও॥ কাল রাতে শালা কুত্তা নামগিলের ঘরে ঢুকে তার বিবির ইজ্জত নিয়েছে।

[একটা সমবেত গুঞ্জন]

গুরুং॥ নামগিল কুথা ছিল?

মহাদেও॥ নাইট ডিউটি, খবর পেয়ে ঘরে ফিরেছে। সাহাবকে ধরে বেদম পিটেছে। সাহাব হাসপাতালে—জিন্দা আছে কি নেই জানি না।

সবাই॥ বহুৎ আচ্ছা কিয়া। ঠিক করেছে।

সাগিনা॥ (গর্জন করে) পহ্‌লে বাৎ তো শুনো পুরি! (সবাই চুপ)

মহাদেও॥ তারপর পুলিস এসেছে। নামগিলকে ধরে নিয়ে গেছে। হাজত।

সাগিনা॥ শুন্ লিয়া? (সবাই চুপ) অব্ হামলোগ ক্যায়া করেঁ?

গুরুং॥ হরতাল করো, কাম বন্ধ্! আউর ক্যায়া করেঙ্গে?

গোরা॥ সাগিনা, কিন্তু—

সাগিনা॥ (ভ্রূক্ষেপ না করে) তো ঠিক হ্যায়?

সবাই॥ হাঁ হাঁ ঠিক হ্যায়।

সাগিনা॥ তো কালসে কাম বন্ধ্! বাদ মে দেখা যায়েগা।

গোরা॥ কিন্তু সাগিনা—

সাগিনা॥ ভাইওঁ শুনো। কামরেড গোরার কিছু কথা আছে। বোলো কামরেড।

গোরা॥ কাজটা একটু বেআইনি হয়ে যাচ্ছে। এই ক'দিন আগে আমরা একমাসের নোটিস দিয়েছি। এই সময়ে হঠাৎ কাজ বন্ধ করলে ইউয়িনের এতোদিনের চেষ্টা—

সাগিনা॥ তো কী করতে চাও—বাতাও।

গোরা॥ আমার মনে হয়, জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ব্যাপারটা জানিয়ে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দি। বলে দি—তদন্ত সাপেক্ষে নামগিলের ওপর থেকে কেস উঠিয়ে নেওয়া হোক, ওকে এক্ষুনি হাজত থেকে খালাস দেওয়া হোক।

সাগিনা॥ (ধমকে) আরে রাখো সাথী! তুমি আদমি আচ্ছা আছো, পড়ালিখা ভি

জানো, লেকিন বেওকুফ! জানরল ম্যানেজারকা পাস হামলোগকো যানে হোগা—কিঁউ? কী কসুর আমাদের? এক জানোয়ার আমার ঘরের ইজ্জত নষ্ট করেছে, আমি তাকে পিটেছি, কসুরটা কোথায়? তুমি শালা সাহাব আছো, তোমার পুলিস আছে, তুমি আমাকে পাকড়ালে। তো ঠিক হ্যায়, আখুন আমাদেরও কিছু তাগত দেখাতে হবে। আমরা মজদুর আছি, আমাদের পুলিস নাই, আমাদের কাছে—বন্ধ্! এই তো বাৎ? কিঁউ ভাইওঁ।

সবাই॥ হাঁ হাঁ ঠিক বাৎ।

সাগিনা॥ কাল কাম বন্ধ্ হবে তো জানরল ম্যানিজার নিজে আমাদের বাপ বলবে। ফয়সালা ভি করবে।

সবাই॥ হাঁ হাঁ ঠিক।

গোরা॥ গায়ের জোরে সব কিছু হয় না কমরেড। হয়তো একটা দু'টো লড়াই এভাবে জিততেও পারো। কিন্তু আখরি মামলা এভাবে জেতা যাবে না। তোমাকে ট্রেড ইউনিয়নের রীতিনীতি মেনেই লড়াই করতে হবে।

সাগিনা॥ ইয়ার, লড়াই কাগজ কালিতে হয় না, হাতিয়ার লাগে। দো মাহিনা তোমার কাগজ কালির লড়াই দেখেছি, তার নতিজাও দেখেছি। আখুন তুমি আমার হাতিয়ারের লড়াই দেখো, তার নতিজাও দেখো। (চিৎকার করে) সাথীওঁ! পেট আওর ইজ্জত যে শালা কাটবে, তাকেও কাটতে হবে। কাল কারিজ ডিপার্টকা কাম বন্ধ্ থাকবে। ফয়সালা যদি তাতেও না হয়, পরশু থেকে পুরি লাইন বন্ধ্!

সবাই॥ হাঁ হাঁ পুরি লাইন বন্ধ্! কোম্পানি জুলুম মুর্দাবাদ! মজদুর ইউনিয়ন জিন্দাবাদ! সাগিনা মাহাতো জিন্দাবাদ!

মহাদেও॥ চলো ভাই, খবর দো সবকো!

সবাই॥ হাঁ হাঁ চলো, কাম বন্ধ্!

[সবাই চলে গেলো, গোরা, সাগিনা আর একপাশে গুরুং]

গোরা॥ (ধীরে ধীরে) একটা কথা ভেবে দেখো সাগিনাভাই।

সাগিনা॥ বলো।

গোরা॥ কোম্পানি যদি না মানে?

সাগিনা॥ তো কাম বন্ধ্ চলবে।

গোরা॥ কতোদিন?

সাগিনা॥ যতোদিন না কোম্পানি মানছে।

গোরা॥ তারপর? যদি পুলিস আসে? মিলিটারি আসে? ইউনিয়ন বেআইনি করে দেয়?

সাগিনা ॥ (হা হা করে হেসে) আরে সাথী, তাই তো হবে! এই তো লড়াই আছে।

গোরা ॥ কিন্তু এ লড়াইয়ে মজদুরদের কতোটা স্বার্থ? একমাস পরে যে লড়াইয়ের কথা ভাবছি, তাতে সব মজদুরদের রুটি রুজির সওয়াল। কিন্তু এতে?

সাগিনা ॥ ঘরের ইজ্জৎ কি কোনো সওয়াল নয় কামরেড?

গোরা ॥ নামগিলের ঘরের ইজ্জৎ নিয়ে তামাম মজদুর কতোদিন—

সাগিনা ॥ আরে আজ নামগিল, কাল দুসরা কোই হতে পারে।

গোরা ॥ (একটু থেমে) কমরেড সাগিনা, তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি জানো, বোঝো। একটা কথা তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও।

সাগিনা ॥ বোলো কী বাৎ আছে?

গোরা ॥ যদি পুলিসের দমননীতির ধাক্কায় মজদুরদের মধ্যে বিভেদ আসে কিছুদিন পরে? যদি কেউ কেউ বলতে শুরু করে—এর জন্যে আমরা কেন লড়বো? এ তো নামগিলের ঘরের লড়াই?

সাগিনা ॥ যে শালা বলবে তাকে পিটবো।

গোরা ॥ সাগিনা, গায়ের জোরে সব কিছু—

সাগিনা ॥ (গর্জে ওঠে) হাঁ কামরেড, গায়ের জোর! শালা কোম্পানি গায়ের জোরে কাম হাসিল করবে, পেট কাটবে, খুন চুষবে, ইজ্জৎ নেবে, আর মজদুর শালা পড়ে পড়ে মার খাবে? ই কেমন বাৎ করছো কামরেড?

গোরা ॥ কাল যদি তোমাকে পুলিসে ধরে নিয়ে যায়, তখন?

সাগিনা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কামরেড—সাগিনা মাহাতোকে ধরবে, ইৎনি তাগত পুলিসের নাই সাথী!

গোরা ॥ সাগিনা—

[হঠাৎ নাগিনা হাসি থামিয়ে এসে গোরার দু'কাঁধে হাত রাখলো। তার চোখ দুটো কুৎ কুৎ করছে। বেপরোয়া সাহস নয়, বুদ্ধি জ্বলজ্বল করছে সে চোখে।]

সাগিনা ॥ ফিক্‌র্ মাৎ করো কামরেড। কোম্পানি কী করবে না করবে হামি ভি কুছু কুছু জানি। আমার উপর ভরোসা রাখো।

[হঠাৎ এক বুদ্ধিদীপ্ত সেনাপতি হয়ে গেলো যেন সাগিনা]

এ গুরুং শুনো। গারুদা বস্তির চমন আছে না? তাকে আখুনি গিয়ে বোলো—কাল সারাদিন আমি উখানে থাকবো। ওর ঘর কাল হরতাল অফিস। দুসরা ইন্তেজাম বাদমে হোগা। তুমি, মহাদেও আর কারিজ ডিপার্টিকা ওয়াংদি—ব্যস। খালি এই তিনজনের জানা থাকবে কুথা হরতাল অফিস। সকাল সাতটায় উখানে এসে যাও। কারিজ ডিপার্টিকা সারে মজদুর কাম বন্ধ্ করে যে যার ঘরে থাকবে। সামকো পাঁচ বজে সব জমা হবে—মিটিং।

গুরুং ॥ কাঁহা? বস্তিবাজার?

সাগিনা ॥ নেহি। উখানে হামলা হতে পারে। সাতিয়া পাহাড়কে নীচে। যাও, চলে যাও।

[গুরু চলে গেলো]

চলো কামরেড।

গোরা ॥ কোথায়?

সাগিনা ॥ ইউনিয়ন অফিস। জরুরি কাগজ উগজ লিয়ে যাও। কুর্তা উর্তা বিস্তারা যা আছে। তারপর চলো গারুদা বস্তি—চমনকে ঘর।

গোরা ॥ আজ রাতেই?

সাগিনা ॥ হাঁ কামরেড, আজ রাতেই। ইউনিয়ন অফিস কোম্পানি দখল করবে, বোলে দিচ্ছি আমি—কাল না তো পরশু। (গোরার কাঁধে এক থাবড়া মেরে) হাঃ হাঃ হাঃ—লড়াই আছে কামরেড, এ লড়াই আছে!

গোরা ॥ কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এসেছে। পার্টির জরুরি তলব।

সাগিনা ॥ (থেমে গিয়ে) কলকাতা যাবে?

গোরা ॥ কালকের মেলে যেতে বলেছে। সেই কথা তোমাকে বলতেই এখান আসছিলাম।

সাগিনা ॥ (একটু থেমে) তো?

গোরা ॥ (একটু পরে) কাল একজনকে পোস্ট অফিসে পাঠাতে হবে। তার করে দেবে—এখন যাওয়া যাবে না।

[সাগিনার মুখ স্বস্তির হাসিতে ভরে গেলো]

সাগিনা ॥ হাঁ হাঁ জরুর, তার চলে যাবে। আখুন চলো ইউনিয়ন অফিস। ফির আমার ঘর ভি যেতে হবে একবার, আমার ভি সামান উমান আছে। (হঠাৎ হা হা করে হেসে) আরে ললিতা কামরেড ললিতা! মরদ লড়বে তো আওরৎ ক্যায়া ঘরে বসে থাকবে? হাঃ হাঃ হাঃ—(গোরা হাসলো) আরে এই তো, এই তো হাসি ফুটেছে মুখে। (হাত বাড়িয়ে দিলো। গোরা হাত ধরলো।) বোলো কালসে?

গোরা ॥ কাম বন্ধ! (হাত ছেড়ে গোরার কাঁধে হাত রেখে যেতে যেতে)

সাগিনা ॥ কালসে—

গোরা ॥ কাম বন্ধ!

সাগিনা ॥ কাম বন্ধ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[বেরিয়ে গেলো]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যতীন বসে। অনুপম উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছে। দাঁড়ালো।]

অনুপম॥ ঠিক এই ভয়টাই করছিলাম আমি। (যতীন কিছু বললো না। অনুপম আর একটা টহল দিয়ে ফের দাঁড়ালো।) গোরার মতো রোমান্টিক নেচারের ছেলেদের এই হোলো মুস্কিল, ইকনমিক ফাইট আর পলিটিক্যাল ফাইট মেলাতে পারে না ওরা।

যতীন॥ গোরার কী করবার ছিল এখানে?

অনুপম॥ গোরার কী করবার ছিল মানে? গোড়া থেকেই ভুল লাইনে গেছে ও। সাগিনা মাহাতোর ফোর্সটাকে কাজে লাগিয়ে ওখানে পার্টি ইউনিয়ন করবার কথা ছিল ওর। কী করেছে?

যতীন॥ ইউনিয়ন তো করেছে?

অনুপম॥ কিসের ইউনিয়ন? সেই সাগিনা মাহাতো, যা ছিল তাই—একটা লোকের ওপর সব কিছু! খালি একটা সাইনবোর্ড টাঙালেই ইউনিয়ন হয়ে গেলো?

যতীন॥ কিন্তু—

অনুপম॥ আর আজ? কোথায় সে ইউনিয়ন? বেআইনি! তালাবন্ধ! এতোদিনের চেষ্টায় কোম্পানিকে নরম করে আনা গিয়েছিলো—সব চুলোয় গেলো, চার্টার অফ ডিম্যান্ড চুলোয় গেলো—কী? না একটা সাহেবকে পিটিয়ে একজন জেলে গেছে, এই নিয়ে একটা হুজুগে স্ট্রাইক! সাগিনা মাহাতো—সব সাগিনা মাহাতো! ইউনিয়ন না, পার্টি না—সাগিনা মাহাতো!

যতীন॥ কিন্তু অনুপমদা, মজদুরদের ইউনিটি তো ভাঙেনি। মনোবলও ভেঙেছে বলে মনে হচ্ছে না। অন্তত গোরার এই রিপোর্টে—

[সামনে গোরা]

গোরা॥ গোটা লাইনে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়েছে গত তিনদিনের মধ্যে। কোম্পানি সরাসরি দমননীতি ধরেছে। হুলিয়া বেরিয়েছে—শুধু সাগিনার নামে নয়—আমি, মহাদেও, গুরুং, আরো দু'জন, যদিও ধরতে আমাদের কোনোদিনই পারবে না। সাগিনা আড়াল থেকে সমানে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য লোকটার সংগঠনী প্রতিভা। একটি মজদুরও কাজে যায়নি, মনোবল এক ফোঁটা কমেনি।

অনুপম॥ তাতে কী হোলো? মনে করো এ ফাইট ওরা জিতলো, নামগিল ছাড়া

পেলো—এই তো? এইটুকুই তো? তারপর? যেটা আসল লড়াই তার জন্যে কতোটুকু দম থাকবে ওদের? গোঁয়ার বেপরোয়া একটা মজুরের কথায় একটার পর একটা মারপিট, স্ট্রাইক—এর মধ্যে একটা সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন পরিবেশ গড়ে তোলা যায়? না সেই ইউনিয়নকে পার্টির মূল রাজনৈতিক সংগ্রামে সামিল করা যায়? বলো? তুমি তো আজকের লোক নও যতীন, তুমিই বলো?

যতীন॥ কিন্তু গোরা বা কাজিমন—কেউই তো এ স্ট্রাইক চায়নি?

গোরা॥ এ স্ট্রাইক আমরা চাইনি, বিশেষ করে যখন দাবী সনদের উপর আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে একমাসের। কিন্তু কোম্পানি এটা ঘটিয়েছে। যে অমানুষিক দুর্দশার মধ্যে এখানকার মজদুররা দিন কাটায়, সে অবস্থার উন্নতি না হলে এরকম বিশৃঙ্খলা আসবেই। মজদুররা খেতে চায়, ভুখা মজদুর ধৈর্য পাবে কোথায়?

অনুপম॥ এ সব কি গোরার কথা? এ তো সাগিনা মাহাতোর বুলি কপচাচ্ছে গোরা। ক্ষিদে, ইজ্জৎ—দেখতে পাচ্ছো যতীন? পার্টি নেই আর গোরার মাথায়, রাজনীতি নেই—স্রেফ ক্ষিদে, ইজ্জৎ, ভুখা মজদুর!

যতীন॥ আমি এ কথা লিখেছিলাম গোরাকে, কিন্তু বোঝাতে পারিনি।

গোরা॥ যতীনদা, আপনি লিখেছেন আমাদের এই লড়াই পার্টির মূল রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরোধী। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কথাটা। পার্টির মূল রাজনীতি যদি বিপ্লব হয়, তবে মজদুরদের এই সংগ্রামী মনোভাব, এই একতা, সাগিনার মতো মজদুর নেতা—এ সব কি বিপ্লবের হাতিয়ার হতে পারে না?

অনুপম॥ আই সী! বিপ্লবের একমাত্র হাতিয়ার তাহলে—গোরার মতে—সাগিনা-মার্কা গোঁয়ার গোবিন্দ স্ট্রাইক! এ এক হিসেবে তোমার দোষ যতীন।

যতীন॥ আমার দোষ?

অনুপম॥ এই সামনের ইলেকশনের গুরুত্ব তুমি গোরাকে কখনো বোঝাবার চেষ্টা করেছো? এই প্রথম একটা বামপন্থী সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। স্ট্রং অপোজিশন নয়, সত্যিকারের মিনিস্ট্রি—রাষ্ট্রক্ষমতা! আমাদের একজন মন্ত্রী যা করতে পারবে, সাগিনার মতো একশোটা লোক হাজারটা স্ট্রাইক করে তা করতে পারবে?

যতীন॥ কিন্তু তাই বলে—

অনুপম॥ দাঁড়াও, শেষ হয়নি আমার। যদি ওরা হারে, কী হবে? ইউনিয়ন খতম,

সাগিনা খতম, ওখানে পার্টির একমাত্র সংযোগ গোরা-কাজিমন খতম, ওখানকার ইলেকশনে আমরাও খতম। আর যদি জেতে? সাগিনা মাহাতোর জয়জয়কার—পার্টি কিছু নয়! সাগিনাকে কোনোদিন ইলেকশন বোঝাতে পারবে তুমি? যদি বা বোঝে, কোম্পানির একটা প্রোভোকেশন —ব্যস! কাম বন্ধ্! মারপিট! সব যাবে চুলোয়!

যতীন ॥ কী করতে চান তাহলে এখন!

অনুপম ॥ যেমন করে হোক, ঐ ইউনিয়নের উপর পার্টির কর্তৃত্ব আনতে হবে। সাগিনার হাতে ছেড়ে রাখলে হবে না।

যতীন ॥ সাগিনাকে বাদ দিয়ে ওখানে ইউনিয়ন? অসম্ভব।

অনুপম ॥ কমরেড, পার্টি যখন করছো, 'অসম্ভব' কথাটাকে ত্যাগ করো। বলো শক্ত, অসম্ভব বোলো না। (একটু ভেবে নিয়ে) কাজিমনকে খবর পাঠাও—আমরা যাচ্ছি।

যতীন ॥ আমরা মানে?

অনুপম ॥ আমরা মানে আমি আর কমরেড বিজন দত্ত। তুমিও চলো না হয়।

যতীন ॥ বিজন দত্ত কেন?

অনুপম ॥ বিজন দত্তর মতো পাকা ব্যারিস্টার আমাদের পার্টিতে আর কে আছে?

যতীন ॥ ব্যারিস্টার কী করবে?

অনুপম ॥ (হেসে) যতীন, বলেছি তো—সাগিনা-মার্কা হরতালই ট্রেড ইউনিয়নের একমাত্র রাস্তা নয়। অন্য পথও আছে।

[ঢোলেব আওয়াজ—যেন একটা সংগ্রামী ধ্বনি। সামনের বাঁদিকের প্ল্যাটফর্মে সাগিনা বসে, দর্শকদের দিকে পিঠ, তার বাঁপাশে একজন। মঞ্চের মাঝখানে চার-পাঁচজন মজদুর বিভিন্ন স্থানে উবু হযে বসে, যেন নিজের নিজের পোস্টে ডিউটি দিচ্ছে। একজন বাইরে থেকে এসে সাগিনাকে কী বললো। সাগিনা বাঁ পাশের লোকটিকে বললো, সে উঠে চলে গেলো, নতুন আসা লোকটি সাগিনার ইঙ্গিতে সেখানে বসলো। যে উঠলো সে গেলো পোস্টে বসে থাকা একজনের কাছে, কথা বললো, শোনা গেলো খালি শেষ কথা—'সাগিনা মাহাতো'। যাকে বললো সে গেলো পরের লোকের কাছে একে নিজের জায়গায় বসিয়ে। এমনি চলছে, শেষ ব্যক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে, নতুন একজন ঢুকছে সাগিনার কাছে। সব মিলিয়ে একটা ছন্দোবদ্ধ গতি, আর সেই ছন্দে—'সাগিনা মাহাতো', 'সাগিনা মাহাতো'। এর মধ্যে ললিতা আসছে, সাগিনার সঙ্গে কথা বলছে, বেরিয়ে যাচ্ছে—সেও যেন কাজে ব্যস্ত। সামনে ডানদিকে গোরা, মাঝে মাঝে সাগিনার কাছে আসছে, ফিরে যাচ্ছে। পার্টি

অফিসে যতীন, অনুপম, বিজন দত্তর মিটিং চলছে। চুক্তিনামা তৈরি হচ্ছে। বিশাখা আসছে, চা দিচ্ছে, কখনো আলোচনা শুনছে, চলে যাচ্ছে।
কোম্পানির অফিসে সাহেব। পায়চারি করছে। টেলিফোন ধরছে, লিখছে, টেলিফোনের ঘণ্টা সাগিনা মাহাতোর ছন্দে।
একটু পরে ছন্দ বদলালো। বিজন দত্ত একবার সাহেবের কাছে যায়, বচসা হয়, আলোচনা হয়, ফিরে আসে। ক্রমে বচসা কমে আসে, আলোচনা বাড়ে। তারপর চুক্তিনামা সই। বিজন ফিরলো পার্টি অফিসে। সাহেব চলে গেলো। অনুপম, বিজন, যতীন, বিশাখা, সাগিনার কাছে এলো, গোরাও এলো। সাগিনা উঠে দাঁড়ালো, আলোচনা। ললিতা আর গুরুং এলো। আরো মজদুর জমা হচ্ছে। কথা চলছে। সাগিনা ঘাড় নাড়লো, হাত মেলানো হোলো। অনুপম, যতীন চলে গেলো খুশি মনে। সব মজদুর ভিড় করে বসে গেছে এদিকে, যেন মিটিং। প্ল্যাটফর্মে সাগিনা, গোরা, বিশাখা। বিজন সাগিনাকে কী যেন বললো। সাগিনা ফিরলো মজদুরদের দিকে।]

সাগিনা॥ (চিৎকার করে) সাথীওঁ। লড়াই—ফতে!
[প্রচণ্ড উল্লাসের চিৎকার। নেচে উঠলো কয়েকজন। স্লোগান, ঢোল, গান। সাগিনা হাত তুলে সবাইকে থামালো। গোরাকে এগিয়ে দিলো।]

গোরা॥ বন্ধুগণ! লড়াই আমরা জিতেছি। কোম্পানি সমস্ত মামলা তুলে নিয়েছে। (উল্লাসের চিৎকার) বন্ধুগণ! বক্তৃতা করতে আমি উঠিনি, আমার কাজ শুধু লড়াইয়ের ফলাফল সংক্ষেপে আপনাদের কাছে পেশ করা। নামগিল ছাড়া পেয়েছে। আর যাদের ধরেছিলো, সব্বাই ছাড়া পেয়েছে (চিৎকার)। হুলিয়া উঠে গেছে. ইউনিয়ন আবার মেনে নিয়েছে কোম্পানি (চিৎকার)। এই যে সাতাশ দিন ধর্মঘট চলেছে, তার পুরো মাইনে কোম্পানি মঞ্জুর করেছে (প্রচণ্ড চিৎকার)। একটি চুক্তিনামা তৈরি করেছিলেন আমাদের আজকের সভাপতি কমরেড বিজন দত্ত। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় এই চুক্তিনামার প্রতিটি শর্ত মেনে কোম্পানি সই করেছে (চিৎকার)। এই চুক্তিনামায় একটা শর্ত আছে— যেটাকে আমাদের সবচেয়ে বড়ো জিৎ বলা যেতে পারে (সবাই উদগ্রীব)। কোম্পানি একজন নতুন অফিসার রাখবে—লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার। সব জায়গায় এই অফিসার কোম্পানি ঠিক করে তার পেটোয়া লোককে, কিন্তু এখানে তা হবে না। সমস্ত মজদুর ভোট দিয়ে তাদের যে সাথীকে পাঠাবে, তাকেই এই অফিসারের চাকরি দিতে হবে কোম্পানিকে (প্রচণ্ড চিৎকার)। এবং এই খাস মজদুর অফিসারের সঙ্গে কোম্পানি আমাদের দাবি-সনদ নিয়ে

আলোচনা করবে, অন্য যা কিছু নালিশ উঠবে, দাবি উঠবে, সব কিছুর ফয়সলা করবে কোম্পানির সঙ্গে—এই মজদুর অফিসার (চিৎকার)। বন্ধুগণ, আমি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রতিটি সংগ্রামী শ্রমিককে, আমাদের নেতা কমরেড সাগিনা মাহাতোকে, আর কমরেড বিজন দত্তকে।

[চিৎকার। স্লোগান—মজদুর ইউনিয়ন জিন্দাবাদ। সাগিনা মাহাতো জিন্দাবাদ। কমরেড বিজন দত্ত জিন্দাবাদ। কমরেড গোরা জিন্দাবাদ।]

এখন আমরা সভাপতি কমরেড বিজন দত্তকে অনুরোধ করবো তাঁর ভাষণ দিতে।

[বিজন দত্ত উঠলেন। বক্তৃতা শুরু হলো। কথা শোনা যাচ্ছে না, শুধু অঙ্গভঙ্গী। গোরা চলে এলো সামনে ডানদিকে। পেছনে পার্টি অফিসে যতীন।]

গোরা ॥ এই দিনটা আমি কোনোদিন ভুলবো না যতীনদা। বস্তিবাজার ময়দান কানায় কানায় ভরে গেছে। মঞ্চের উপর বিজয়ী বীরের মতো সাগিনা মাহাতো। কমরেড বিজন দত্ত বক্তৃতা দিচ্ছেন। মজদুরদের অনমনীয় দৃঢ়তার প্রশংসা করছেন। বারবার বলছেন সাগিনার নেতৃত্ব, বুদ্ধি, সংগঠনী প্রতিভা আর স্বার্থত্যাগের কথা। উল্লাসে হাততালিতে মজদুররা আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে। জয় যতীনদা, এমন ভাবে জয়ের আনন্দ এর আগে কখনো অনুভব করিনি। আমি মজদুর নই, আমি শহরের বাবু—কিন্তু এই যে সাতাশটা দিন সাঁচ্চা মজদুর নেতা সাগিনা মাহাতোর পাশে পাশে থাকতে পেরেছি, তার তাঁবেদারি করতে পেরেছি, তার জন্য আজ নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। আমি আর কিছু চাই না যতীনদা, শুধু এইরকম লড়াইয়ে, এইরকম মজদুর নেতার পাশে—

[গোরা আর কী বললো শোনা গেলো না, ডুবে গেলো প্রচণ্ড চিৎকারে—সাগিনা মাহাতো জিন্দাবাদ। যতীন চলে গেলো। চিৎকার কমলে বিজন দত্তর বক্তৃতার শেষ অংশ শোনা গেলো।]

বিজন ॥ কমরেড্‌স্‌! এ জয় সাগিনার একার নয়, মজদুরদের সংঘশক্তির জয়। এই সংঘশক্তির জোরে যে দাবি আপনারা কোম্পানির কাছ থেকে আদায় করেছেন, ভারতের কোনো জায়গার মজদুরই তা পারেনি আজ পর্যন্ত। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার আর কোথায় মজদুরদের ভোটে নির্বাচিত হয়েছে? কোথায় একজন সাঁচ্চা মজদুরকে বসানো হয়েছে এই পদে? আপনাদের এই জয় সারাভারত শ্রমিক আন্দোলনে ইতিহাস সৃষ্টি করলো। (চিৎকার। স্লোগান—মজদুর ইউনিয়ন জিন্দাবাদ।) কমরেড্‌স্‌! আমার আর

কিছু বলার নেই। এখন আপনারা লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসারের জন্য একজন নিজেদের লোক ঠিক করুন।

[হঠাৎ নিস্তব্ধতা। কেউ যেন বুঝতে পারেনি কথাটা। সাগিনাও কেমন যেন হতভম্ব। বিজন দত্ত বিশাখার দিকে অপাঙ্গে তাকালেন। বিশাখা উঠে দাঁড়ালো।]

বিশাখা॥ সাগিনা! কমরেড সাগিনা মাহাতো আমার মতে এই পদের সবচেয়ে যোগ্য।

বিজন॥ গোরা!

গোরা॥ (চমকে) অ্যাঁ? হ্যাঁ, আ-আমি কমরেড বিশাখার এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। (হঠাৎ চিৎকারে ফেটে পড়লো সভা)

সকলে॥ হাঁ হাঁ সাগিনা! সাগিনা মাহাতো! সাগিনা মাহাতো জিন্দাবাদ! সাগিনা মাহাতো কি জয়! (সাগিনা উঠে দাঁড়িয়েছে, সে বিভ্রান্ত।)

সাগিনা॥ আরে, না না! আরে শুনো তো! ম্যায় কেয়া পড়ালিখা হুঁ? আরে এ অফ্‌সরকা কাম মুঝসে—আরে মেরি বাৎ তো শুনো—

[কিন্তু চিৎকারে ওর কথা ডুবে যাচ্ছে। বিশাখা হঠাৎ সাগিনার হাতের কব্জি ধরে তুলে ধরলো। সরু গলায় চিৎকার করে উঠলো।]

বিশাখা॥ সাগনিা মাহাতো—

সকলে॥ জিন্দাবাদ!

[সাগিনা হঠাৎ বিশাখার দিকে তাকিয়ে হাসলো। বিশাখা এখন সজোরে করমর্দন করছে। বিজন দত্ত এসে সাগিনার করমর্দন করলো।]

বিজন॥ কমরেড্‌স্‌। কাল থেকে আপনাদের সমস্ত দাবিদাওয়ার জিম্মেদার—লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার সাগিনা মাহাতো। কোম্পানির সাহেবের সঙ্গে সমানে সমানে কথা চালাবেন তিনি। কোম্পানিকে তিনি বুঝিয়ে দেবেন—মজদুররা সাহেবের তুলনায় কোনো অংশে খাটো নয়। (আবার হৈ-চৈ, চিৎকার) বিশাখাকে নিয়ে আমি এখন যাচ্ছি খার্সাং। ওখানে কমরেড কাজিমনের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে ওয়েলফেয়ার অফিসের কাজ নিয়ে। আমি প্রস্তাব করছি কমরেড সাগিনা আর কমরেড গোরা কাল সকালেই ওখানে চলে আসুন, ওয়েলফেয়ার অফিসের কাজ ভালো করে বুঝিয়ে দেবো আমি। পরশুর মধ্যে যাতে সাগিনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাকা হয়ে যায় তাও আমি দেখবো জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে। সভা শেষ কমরেড্‌স্‌—বিপ্লবী অভিনন্দন!

[চিৎকার—ইনকিলাব জিন্দাবাদ, কমরেড দত্ত জিন্দাবাদ. সাগিনা মাহাতো

জিন্দাবাদ, মজদুর ইউনিয়ন জিন্দাবাদ! এর মধ্যে বিজন দত্ত আর বিশাখা চলে গেলো সাগিনার সঙ্গে আর এক প্রস্ত করমর্দন করে। মজদুররা ঘিরে ফেলেছে সাগিনাকে। গোরা একদিকে, ললিতা তার কাছে এলো।]

ললিতা॥ এ কামরেড-বাবু!

গোরা॥ ফের বাবু? খালি কমরেড বলতে পারিস না? কতোবার বলবো তোকে?

ললিতা॥ হাঁ হাঁ ঐ হোলো—কামরেড। একটা কথা বল্।

গোরা॥ কী!

ললিতা॥ তুই কি সাগিনাকে অফ্‌সর বানালি?

গোরা॥ আমি কেন? সবাই তো বানালো—সব মজদুর।

ললিতা॥ ও সাহেবদের মতো বাংলো পাবে?

গোরা॥ নিশ্চয়ই! লেবার অফিসারের কোয়ার্টার থাকবে না?

ললিতা॥ ও (অন্যমনস্ক)।

গোরা॥ কী রে তোর ফুর্তি হচ্ছে না?

ললিতা॥ আঁ? (জোর করে হেসে) হাঁ হাঁ হচ্ছে। কেন হবে না?

গোরা॥ ঐ বাংলোর রান্নাঘরে পয়লা যেদিন রাঁধবি--আমায় নেমন্তন্ন করে খাওয়াবি, বুঝলি?

ললিতা॥ কে—আমি?

গোরা॥ না তো কে?

ললিতা॥ ও বাংলো আমাদের মতুন আওরতের না আছে কমরেড। উ তো মেমসাবদের আছে।

গোরা॥ তুই মেমসাহেবদের থেকে কম কিসে?

[ললিতা যেন শুনতে পেলো না কথাটা]

ললিতা॥ আমাদের মতুন আওরৎ—(হঠাৎ গোরার দিকে ফিরে জ্বলজ্বলে চোখে) জানিস কখুন যায়? ও বাংলোয় কখুন যায় জানিস? আমার বড়ি বহিন গিয়েছিলো। শালা ফোরমান সাহাব লিয়ে গিয়েছিলো—

গোরা॥ (ধমকে) চুপ কর!

ললিতা॥ হাঁ বাবু সচ্! সচ্ বলছি!

[হঠাৎ ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো সাগিনা]

সাগিনা॥ আরে ললিতা তু ইখানে কী করছিস? চল্ ঘর চল্—ছেদিভাই মাল নিয়ে আসবে। পাট্টি হবে পাট্টি—হাঃ হাঃ হাঃ! চলো! চলো কামরেড—এই, চলো ভাইসব—মেরা ঘর। চলো!

[সবাই হৈ চৈ করে বেরিয়ে গেলো সাগিনার সঙ্গে। ললিতা দাঁড়িয়ে আছে।

গোরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ললিতা হাতের তর্জনীতে চোখের নীচটা মুছলো। তারপর সচেতন হয়ে তাকাতেই গোরার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলো। অপ্রস্তুত হয়ে হেসে উঠলো ললিতা।]

ললিতা॥ কী রে? দেখছিস কী অমুন করে? চল্—পার্টি হবে—চল্!

[ছুটে বেরিয়ে গেলো। যাবার আগে আড়ালে চোখটা ভালো করে মুছে নিলো। গোরা গম্ভীর। নেপথ্যে গান আর ঢোল শুরু হয়েছে।]

গোরা॥ (আপন মনে) যতীনদা? জিতিনি আমরা? (তারপর যেন নিজেকেই জোর দিয়ে) হ্যাঁ, জিতেছি! নিশ্চয়ই জিতেছি।

[হাতে ঘুসি মেরে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলো। গানটা নেপথ্যে জোর হয়ে উঠলো। বিজন দত্ত ঢুকলো, মুখে পাইপ, হাতে যেন একটা চিঠি। বিশাখা এসে অন্য এক পাশে দাঁড়ালো। তার মুখ অন্য দিকে। গানটা নেমে এসে মিলিয়ে গেলো।]

বিশাখা॥ এখানে রয়ে গিয়ে আমি খুব ভালো করেছি দাদা। এ এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। সত্যিকারের মজদুর লিডার আমি এর আগে কখনো দেখিনি। মজদুরই দেখিনি, তার লিডার। এতোদিন তো ছাত্র আন্দোলন আর মহিলা ফ্রন্টই করে এলাম, ট্রেড ইউনিয়ন এতো ইন্টারেস্টিং হতে পারে, আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

বিজন॥ (পাইপ নামিয়ে, প্রশ্রয়ের সুরে) বর্ন রোম্যান্টিক—দ্যাট গার্ল। তবে রিয়েলি গুড সোল—বিশাখা।

বিশাখা॥ একটা কথা গর্ব করে বলতে পারি—সাগিনা মাহাতোকে সত্যিকারের লিডার বানিয়ে তুলতে আমার হাত নেহাৎ কম না। গোড়ায় গোড়ায় নার্ভাস ছিল সাগিনা। নতুন বাংলো. নতুন অফিস, ভদ্রস্থ পোশাক—কিছুতেই যেন স্বস্তিবোধ করতো না। জেনার‍্যাল ম্যানেজারের কনফারেন্সে বসে ঠিকভাবে কথা বলতে পারতো না, এমন কী চিঠিতে নামসই পর্যন্ত করতে জানতো না। আজ কিন্তু ওকে দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে। নতুন মানুষ যেন একেবারে। আর স্যুট পরলে সত্যি ভালো মানায় ওকে।

বিজন॥ (পাইপ নামিয়ে) হুঁ, বিশাখাটা বদলালো না। এনিওয়ে-শি'জ এ ভেরি কেপেব্‌ল গার্ল। মেয়েটা কাজের আছে।

বিশাখা॥ আমি তোমাকে বলছি, সাগিনা অল ইন্ডিয়া লিডার হবার যোগ্যতা রাখে। আমার তো মনে হয় অন্য ফ্রন্টে কাজ করে আমি যতোটা করতে পারবো, তার চেয়ে অনেক বেশি পারবো যদি সাগিনার পুরো শক্তিটাকে বার করে আনতে পারি।

[গানটা জোর হয়ে উঠলো। বিশাখা বেরিয়ে গেলো। বিজন জায়গা বদলালো। অনুপম এলো।]

বিজন ॥ অ্যাজ এ ম্যাটার অফ্ ফ্যাক্ট অনুপম, বিশাখা খুব ভুল কথা লেখেনি। লোকটার প্রচুর পোটেনসিয়াল। ওকে এবার প্রভিন্‌সিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্সে নিয়ে এসো না কলকাতায়?

অনুপম ॥ আইডিয়াটা ভালো।

[গান। বিজন চলে গেলো। অনুপম জায়গা বদলালো। যতীন এলো।]

অনুপম ॥ বুঝলে যতীন, সাগিনার গল্পটাকে লেবার ফ্রন্টে দারুণ কাজে লাগানো যায়। অত্যন্ত ইন্‌স্পায়ারিং—মানে, সাগিনার মতো একজন মজদুর হিরো, আমাদেরই পার্টির প্রোডাক্ট! দেখলে তো? প্রভিন্‌সিয়াল কনফারেন্সে কী রকম ওভেশনটা পেলো? ওকে এবার অল ইন্ডিয়া কনফারেন্সেও নিয়ে যেতে হবে।

যতীন ॥ কিন্তু গোরা লিখছিলো—সাগিনা কলকাতায় থাকার সময়ে ওখানকার কাজের খুব অসুবিধে হয়েছে সাতদিন।

অনুপম ॥ আরে বাবা, ওখানকার লেবার ওয়েলফেয়ারের কাজের থেকে অনেক বড়ো কাজ আছে এ দেশে। আউট্‌লুকটা একটু ব্রড করো যতীন।

[গান। অনুপম চলে গেলো, যতীন জায়গা বদলালো। গোরা এলো।]

যতীন ॥ সাগিনা মাহাতোর উপস্থিতিটাই বড়ো কথা নয় গোরা, ওর অফিসটাই ইম্পর্ট্যান্ট। কাজিমন আর বিশাখা অফিসটা তো ভালোই চালাচ্ছে।—আর গোরা, তোমাকেও আর বেশিদিন ওখানে আটকে রাখা যাবে না। ঝরিয়াতে নতুন ইউনিয়ন তৈরি হচ্ছে। তোমার মতো একজন এক্সপিরিয়েন্স্‌ড্ কমরেডকে ওখানে না পাঠালে—

[গান। যতীন চলে গেলো, গোরা জায়গা বদলালো, কাজিমন এলো।]

গোরা ॥ ঝরিয়া? কমরেড কাজিমন, আমাকে ঝরিয়া যেতে হচ্ছে।

কাজিমন ॥ ঝরিয়া? কবে?

গোরা ॥ যতো তাড়াতাড়ি পারি।

কাজিমন ॥ ফিরবে তো?

গোরা ॥ তা কী করে বলবো? পার্টি যা বলে।

কাজিমন ॥ কিন্তু এখানকার—?

গোরা ॥ হ্যাঁ, এখানকার কাজগুলো যাবার আগে সাজিয়ে নেওয়া দরকার। আমাদের সেই পুরোনো দাবিগুলো—বেসিক পে, ডি.এ., কোয়ার্টার, এখন তো সাগিনার অফিস থেকেই ওগুলো নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে বোঝাপড়া হবে।

ও লেবার অফিসার হওয়ায় কাজগুলো অনেক সহজ হয়ে গেছে।

কাজিমন ॥ হ্যাঁ, কিন্তু ওর দায়িত্বটা যে বেড়ে গেছে অনেক। এই যে সাতদিন ও ছিল না—

গোরা ॥ এখন তো ফিরেছে। এইবার ভালো করে বসে সব ক'টা দাবি—

[গান, গোরা গেলো, কাজিমন জায়গা বদলালো। বিশাখা এলো।]

কাজিমন ॥ না না, তা হয় না, কমরেড বিশাখা!

বিশাখা ॥ না হবার কী আছে?

কাজিমন ॥ না না কমরেড—কোলবেল্ট, জামসেদপুর, রাঁচি—তারপর বম্বে অল্ ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্স—এদিকে সব ডুবে যাবে যে?

বিশাখা ॥ কিন্তু বম্বে কনফারেন্সে ওকে এবার মোস্ট প্রব্যাব্‌লি ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হবে। সাগিনাকে এই ছোট একটুখানি জায়গায় আটকে রাখার কোনো মানে হয় না। সারা ভারতের মজদুরকে সংগঠন করার কাজে তাকে দরকার।

কাজিমন ॥ কিন্তু কমরেড বিশাখা—

বিশাখা ॥ আপনি এখনো ওকে সেই আগেকার গ্যাং লিডার সাগিনাই ধরে রেখেছেন। চোখ মেলে দেখেছেন কোনোদিন—সাগিনা এখন নতুন মানুষ?

[গান। কাজিমন হতাশভাবে মাথা নেড়ে চলে গেলো। বিশাখা মঞ্চের মাঝখানে এলো। গান থামলো।]

নতুন মানুষ। নিখিল ভারত মজদুর সংগঠনের সাঁচ্চা মজদুর লিডার— কমরেড সাগিনা মাহাতো!

[যেন দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করাবার আহ্বান জানালো বিশাখা। সাগিনা ঢুকলো ধীরে ধীরে। পরিধানে স্যুট টাই। মুখে খানিকটা বিভ্রান্তি। বিশাখা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। সাগিনা ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলো।]

সাগিনা ॥ কী দেখছো অমুন করে কামরেড?

বিশাখা ॥ দেখছি তোমার পরিবর্তন।

সাগিনা ॥ (একটু চমকে) পরিবর্তন? মানে—বদল? না না, বদল কিছু হয়নি। আমি যা ছিলাম, তাই আছি—মজদুরকা বাচ্চা মজদুর।

বিশাখা ॥ নিশ্চয়ই। তুমি সাঁচ্চা মজদুর। সারা ভারতের মজদুরদের ভালোমন্দ এখন তোমাকে ভাবতে হবে।

সাগিনা ॥ ইখানকার মজদুরের ভালাই আখুনো কিছু করতে পারলাম না, তুমি ভারত শুনাচ্ছো। দো মাহিনা হয়ে গেলো—একটা কোয়ার্টার বনলো না, একটা মেরামতি হোলো না—খালি ঘুরাচ্ছে। বলে সিমেন্ট নেই, কনট্রাকটার মিলছে না—শালা কোম্পানি এক নম্বর দাগাবাজ!

বিশাখা॥ আমি পরশু একটা রিমাইন্ডার দিয়েছি—

সাগিনা॥ আমাকে কোয়ার্টার দিয়েছে। আরে আমি ভালো কোয়ার্টারে থাকবো তো তামাম মজদুরের ভালোই হবে? সবকো কোয়ার্টার দো, আচ্ছা খানা দো, পুরা কাম লো—কোই শালা হুজ্জৎ করবে না।

বিশাখা॥ ঠিক আছে। আজকেই না হয় আর একটা রিমাইন্ডার—

সাগিনা॥ আরে না না কামরেড বিশাখা—উ সব রিমাইন্ডার উমাইন্ডার ফালতু আছে। কাল আমি খার্সাং যাবো হেড আপিস্! সাফ সিধা জান্‌রল ম্যানেজারকে বলবো কী—

বিশাখা॥ জেনারেল ম্যানেজার তো দিল্লী গেছে? পরশু ফিরবে।

সাগিনা॥ ঠিক হ্যায়, তো পরশুই হবে—

বিশাখা॥ কিন্তু কাল রাত্রের গাড়িতে যে আমরা কলকাতা যাচ্ছি?

সাগিনা॥ কলকাত্তা? ফির?

বিশাখা॥ সেখান থেকে আসানসোল, ঝরিয়া, রানিগঞ্জ, জামসেদপুর, রাঁচি—

সাগিনা॥ কী বলছো কী?

বিশাখা॥ ওরা সব্বাই তোমাকে চাইছে। তুমি যেখানে যাচ্ছো, সেখানকার শ্রমিক আন্দোলন এক কদম এগিয়ে যাচ্ছে। তুমি জানো, তোমার কতোখানি ক্ষমতা এখন?

সাগিনা॥ আরে না না কামরেড, এ তুমি—

বিশাখা॥ তারপর তেইশ তারিখ থেকে বম্বেতে অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কনফারেন্স, সেখানে তো যেতেই হবে তোমাকে?

সাগিনা॥ বোম্বই? সিখানে আমি কী করবো?

বিশাখা॥ কী করবে মানে? তুমি এখন অল ইন্ডিয়া লিডার। তোমাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হবে।

সাগিনা॥ আরে কামরেড বিশাখা—এ লেবার অফ্‌সরকা কাম করতে পারি না ঠিক করে, তুমি ভাইস পিসিডেন্‌কি বাৎ করছো। আমি শালা মজদুর আছি, পড়ালিখা জানি না—

বিশাখা॥ মজদুরই তো চাই সাগিনা। এ তো মজদুরেরই কাজ, মজদুরের সংগঠন।

সাগিনা॥ কিন্তু ইখানকার মজদুর? আমার তামাম সাথী—

বিশাখা॥ দুনিয়ার মজদুর তোমার সাথী সাগিনা। এখানকার কাজ এ ক'দিন কমরেড কাজিমন অনায়াসে চালিয়ে নেবে।

সাগিনা॥ কতোদিন?

বিশাখা॥ তা ধরো—এই মাসের শেষদিকে আমরা এসে যাবো।

সাগিনা ॥ আরে বাপরে—ই তো পুরা তিন হপ্তাকা মামলা!

বিশাখা ॥ এই তিন সপ্তায় তুমি শ্রমিক আন্দোলনকে যতোটা জোরদার করতে পারবে, এখানে তিন বছরেও তা পারবে না সাগিনা।

সাগিনা ॥ তুমি যে কী সব বাৎ করো—আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। এদিকে শালা কোম্পানি—

বিশাখা ॥ ঠিক আছে, পরে কথা হবে। এখন চলো অফিসে, বিস্তর কাজ আছে। তারপর কাজিমনের সঙ্গে বসতে হবে—আজ বাংলোয় ফিরতে রাত হবে তোমার। ললিতা রাগ করবে না তো?

সাগিনা ॥ (একটু চমকে) ললিতা? না, না রাগ করবে কেন? (একটু থেমে) কাজ করবো তো রাগ করবে কেন? (আর একটু থেমে) ললিতা নাই ইখানে কামরেড।

বিশাখা ॥ সে কী? কালকেও তো ছিল?

সাগিনা ॥ হাঁ ছিল। আজ সকালে চলে গেলো। ওর মা-র কাছে গেলো।

বিশাখা ॥ কবে ফিরবে?

সাগিনা ॥ কী জানি? (একটু থেমে) ফিরবে কি না তাও জানি না।

বিশাখা ॥ কী বলছো তুমি?

সাগিনা ॥ (হঠাৎ হা হা করে হেসে) আরে কামরেডজি—জিন্দগি এই রকমই আছে! এই যে তুমি আজ আমার জন্য এতো করছো—কাল কুথা থাকবে কৌন জানে?

বিশাখা ॥ (হকচকিয়ে) আমি—সাগিনা তুমি—

সাগিনা ॥ (আরো জোরে হেসে) হাঃ হাঃ হাঃ ছোড়ো জি, কালকি বাৎ ছোড়ো। আজ বহুৎ কাম—চলো অফিস। চলো—

[বিশাখার পিঠে হাত দিয়ে নিয়ে গেলো তাকে। মজদুররা এক এক করে ঢুকছে, কথা বলছে, এমনি করে এক কোণে জটলা তৈরি হচ্ছে।]

ঝুমন ॥ শালা দুনিয়ার সব জিনিসের দাম দুনো হয়ে গেলো, আমাদের তন্‌খা এক পয়সা বাড়লো না!

মহাদেও ॥ আরে ও ডিমান্ডের কী হোলো? তন্‌খা, মহংগাইভত্তা?

বংশী ॥ আরে ছাড়ো! হরতালের সাতাশ দিন, তার পুরো মাইনে মিললো? আধা দিলো তখন—ব্যস খতম। আজ তিন মাস হয়ে গেলো—

গুরুং ॥ গারুদা বস্তির তিন তিনটে ব্যারাক পানিতে ভেঙে গেলো। বিলকুল খতম! অব উহাঁকে রহ্‌নেওয়ালে কাঁহা যায়েঙ্গে?

জগু ॥ তিন তিন মাসে একটা কোয়ার্টার বনলো না।

বেচু ॥ আরে ছাড়ো নয়া কোয়ার্টারের কথা! একটা কোয়ার্টার মেরামত হয়েছে এই তিন মাসে?

সুখন ॥ ওভারটাইম কি এই রেটই থাকবে না কি? দেড়া ওভারটাইম সব জায়গায় পাওয়া যায়—

কিষণ ॥ দেড়া কী? দুনো আছে আমাদের ডিম্যান্ডে!

ঝুমন ॥ ও ক্লার্কবাবু ফির হাজিরা নিয়ে গড়বড় করছে। কাল আট আনা পয়সা চাইলো—

মহাদেব ॥ তো চলো ইউনিয়নকো কহা যায়—

বংশী ॥ আরে ইউনিয়নে কে আছে এখন?

গুরুং ॥ হাঁ সাগিনা তো হ্যায় নেই ইঁহা—

জগু ॥ ও কলকাতার কমরেডও তো চলে গেছে—

সুখন ॥ তো কাজিমন ভাইকা পাস চলো!

সবাই ॥ হাঁ হাঁ চলো। কাজিমন ভাইকা পাস চলো।

[কাজিমন এসেছে। কোম্পানি এলাকায় সাহেব।]

এ কাজিমন ভাই? কেয়া কাজিমন ভাই?

কাজিমন ॥ চলো, সাহেবের কাছে চলো।

সকলে ॥ হাঁ হাঁ চলো।

[সকলে সাহেবের কাছে গেলো]

সাহেব ॥ হাঁ হাঁ সব কুছ টুমারা ওয়েলফেয়ার অফিসারকো বাটাও। উয়ো টুমারা খাস রেপ্রেসেন্টেটিভ্ হ্যায়।

কাজিমন ॥ কিন্তু সাহেব—

সাহেব ॥ নেহি নেহি, হাম কুছ নেহি জান্টা। ওয়েলফেয়ার অফিসার মাস্ট সি টু অল দিজ্। উয়ো বোলেগা টব্ হাম ডেখেগা।

[সাহেব চলে গেলো]

কাজিমন ॥ ভাইসব, আমি কলকাতার পার্টি অফিসে আবার চিঠি দিচ্ছি, সাগিনাকে এখানে পাঠিয়ে দিতে বলছি এক্ষুনি।

[মজদুররা কথা বলতে বলতে একপাশে বসলো]

সকলে ॥ সাগিনা গেলো তো সব ফুট! ক্যায়া হাল হোগা মালুম নেই। শালা কোম্পানি ধোঁকাবাজ।

[পেছনে অনুপম যতীন]

কাজিমন ॥ সবাই জানে ওয়েলফেয়ার অফিসার আমাদের লোক, মজদুররা ভোট দিয়ে তাকে পাঠিয়েছে। কোম্পানিকে কিছু বলতে গেলেই সাগিনার অফিস দেখিয়ে দেয়। কিন্তু কোথায় সাগিনা?

সকলে॥ (একসঙ্গে) কোথায় সাগিনা?

যতীন॥ (অনুপমকে) কী করবো?

অনুপম॥ লিখে দাও—সাগিনাকে এখন পার্টিরই বৃহত্তর স্বার্থে নিয়োগ করা হয়েছে। সে সারা ভারতের মজদুরকে সংগঠন করছে। ওর মতো শ্রমিক নেতার একটা ছোট জায়গার দাবিদাওয়া নিয়ে ফেঁসে থাকলে চলবে না।

[অনুপম চলে গেলো। যতীনও।]

কাজিমন॥ (যেন চিঠি পেয়ে) সাগিনা আসতে পারবে না?

[মজদুরের দল উঠে কাজিমনকে ঘিরে ফেললো]

সকলে॥ কেয়া কাজিমন ভাই? কেয়া হুয়া?

কাজিমন॥ সাগিনা—সাগিনার ফিরতে কিছুদিন দেরি হবে।

মহাদেও॥ তো হামলোগ কেয়া ভুখে মরেঙ্গে?

জগু॥ আরে কেয়া ওয়েলফেয়ার অফ্‌সর বনা—

বংশী॥ আরে ভাই, বাংলো মিলেছে, নতুন বিবিও মিলেছে—

মহাদেও॥ এই এই চুপ!

বেচু॥ ক্যায়া চুপ? ও কলকাত্তাওয়ালি মেমসাব?

গুরুং॥ চুপ! সাগিনা সাঁচ্চা মজদুর আছে, লিডার আছে—

ঝুমন॥ কিন্তু কোথায় সাগিনা? শালা খালি কলকাতা বোম্বাই—

বংশী॥ এ ইউনিয়ন চলবে না ভাই, দুসরা ইউনিয়ন বানাও—

মহাদেও॥ আরে ক্যায়া বকবক—

সুখন॥ কাম বন্ধ্ করো, চাক্কা বন্ধ্!

কিষন॥ হাঁ কাম বন্ধ্ সোজা আছে না কি?

ঝুমন॥ গয়া হরতলের পুরা পয়সা মিললো না আভিতক—

[বলতে বলতে চলে গেলো ওরা। কাজিমন হতাশ ভাবে দাঁড়িয়ে। গোরা এলো একপাশে।]

কাজিমন॥ কমরেড গোরা, পারো তো একবার এখনই চলে এসো। খুব বিপদ এখানে, দু'দিনের জন্যেও যদি পারো—

গোরা॥ অসম্ভব! ঝরিয়া ছেড়ে এখন যাওয়া অসম্ভব!

[গোরা চলে গেলো। সাহেব এসেছে। বিজয় গর্বে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে।]

কাজিমন॥ (চিৎকার করে) সাগিনা!

[ললিতা এলো। ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাকতে লাগলো]

ললিতা॥ সাগিনা!

[গুরুং এলো, ডাকতে লাগলো।]

গুরুং ॥ সাগিনা!

[মহাদেও এলো]

মহাদেও ॥ সাগিনা!

[সবাই ঘুরছে, ডাকছে]

কাজিমন ॥ সাগিনা!

ললিতা ॥ সাগিনা!

গুরুং ॥ সাগিনা!

মহাদেও ॥ সাগিনা!

কাজিমন ॥ সাগিনা!

ললিতা ॥ সাগিনা!

গুরুং ॥ এ সাগিনা!

মহাদেও ॥ সাগিনা! শালা কাঁহা তুম?

[ওদের গলা প্রায় আর্ত চিৎকারে দাঁড়িয়েছে। ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে গেলো ওরা। শুধু কাজিমন আছে। মজদুররা দু'ভাগে দু'দিক থেকে ঢুকলো।]

একদল ॥ হাঁ হবে!

অন্যদল ॥ না হবে না!

একদল ॥ হাঁ হবে!

অন্যদল ॥ না হবে না!

কাজিমন ॥ কমরেডস্! কমরেডস্!

[এইরকম চললো খানিকক্ষণ। কাজিমন গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়েও কাউকে তার কথা শোনাতে পারলো না। অবশেষে হতাশ হয়ে চলে গেলো। মজদুরা "হাঁ হবে", "না হবে না" করতে করতে বেরিয়ে গেলো। সাহেব চলে গেলো হাসি মুখে। পার্টি অফিসে অনুপম।]

অনপুম ॥ যতীন! যতীন!

[যতীন এলো।]

যতীন ॥ বলুন।

অনুপম ॥ গোরাকে এক্ষুনি পাঠাও ওখানে।

যতীন ॥ গোরা এখন ঝরিয়া ছেড়ে কী করে যাবে?

অনপুম ॥ ঝরিয়া দিনকতক অন্যরা দেখুক। এদিকে অবস্থা খুব খারাপ। কিছু বাইরের লোক মজদুরদের স্ট্রাইকে নামাবার চেষ্টা করছে। তার মানে যা বা আছে তাও যাবে।

যতীন ॥ কাজিমন কী করছে?

অনুপম॥ কাজিমন? হুঁঃ! ছেড়ে দিয়েছে পার্টি।

যতীন॥ কী বলছেন কী?

অনুপম॥ ঐ একই দোষ, বুঝলে? ইকনমিজ্‌ম। সত্যিকারের পলিটিক্যাল ইস্যুটা বোঝে না, শুধু মাইনে মাগ্‌গিভাতা নিয়ে আছে। ওকে গোড়া থেকে বলা হচ্ছে ইউনিয়নটাকে ইউজ্‌ করে পার্টির শক্ত ঘাঁটি বানাও ওখানে—তা না যতো টালবাহানা।

যতীন॥ পার্টি ছেড়ে দিয়েছে? একদম?

অনুপম॥ ও রকম লোকের কাছে আর কী আশা করা যায়? জাস্ট থিঙ্ক—পার্টির একটা শক্ত ঘাঁটি যদি ওখানে বানাতে পারতো, তবে ইলেকশনে—যাক গে! ও ভেবে এখন আর কী হবে? গোরাকে পাঠাও, যদি কিছু বাঁচাতে পারে।

[অনুপম চলে গেলো]

যতীন॥ গোরা!

[গোরা এসে নিজের জায়গায় দাঁড়ালো। যতীন চলে গেলো। মজদুরদের দু'টো দল দু'দিক থেকে আবার ঢুকলো।]

একদল॥ হাঁ হাঁ হবে!

অন্যদল॥ না না হবে না!

[এই বলতে বলতে ওরা চলে গেলো। কাজিমন এলো। গোরা গেলো তার কাছে।]

কাজিমন॥ এসেছো কমরেড? বড়ো দেরি হয়ে গেলো ভাই।

গোরা॥ কেন?

কাজিমন॥ এখানকার কাজ খতম। বিলকুল খতম। সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ভাই, জোড়া দেবে কী দিয়ে?

গোরা॥ ইউনিয়ন?

কাজিমন॥ কোন্‌ ইউনিয়ন? ইউনিয়ন এখন তিনটে। একটা আমাদের হাতে এখনো আছে, বাকি দু'টো অন্য পার্টির, তার মধ্যে একটা তো খাস দালাল পার্টির—কোম্পানির পেটোয়া ইউনিয়ন।

গোরা॥ মজদুরদের কী হাল?

কাজিমন॥ খুব খারাপ হাল। একটা দাবি মেটেনি। এদিকে ঝগড়া, মারপিট, ইউনিয়নে ইউনিয়নে দাঙ্গা! তারই মধ্যে কেউ কেউ বলছে—কাম বন্ধ করো, হরতাল! কী করবে বলো?

গোরা॥ একমাত্র উপায়—সাগিনা। তাকে আনবো। পারলে সেই পারবে।

কাজিমন ॥ (হতাশভাবে) একদিন সে পারতো। আজ সেও পারবে না।

গোরা ॥ কী বলছো তুমি?

কাজিমন ॥ ঠিকই বলছি। আমরা তাকে খতম করে দিয়েছি।

গোরা ॥ তার মানে?

কাজিমন ॥ দেড় বছর আগে খতম করে দিয়েছি তাকে। বস্তিবাজারের ঐ মিটিং-এ। কমরেড, তখনই আমার খটকা লেগেছিলো। লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার হবে খাস মজদুরের লোক—এ রকম একটা দাবি কোম্পানি এতো সহজে মেনে নিচ্ছে—ব্যাপারটা কী? তারপর ভাবলাম, হয়তো চাপ খেয়েছে, গভর্নমেন্ট তো সোশ্যালিস্ট সমাজ বলছে, হতেও পারে। কিন্তু ক'মাস পরে বুঝলাম। সাগিনা খালি ঘুরছে তামাম হিন্দুস্থান, আর পার্টি আমাকে চাপ দিচ্ছে--ইউনিয়নকে পুরো পার্টি উইং বানাতে। কতো বললাম—এখন এ হবে না, ইউনিয়ন ভেঙে যাবে, কে শোনে? শেষে কলকাতা গেলাম, কমরেড বিজন দত্ত কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন—

[বিজন দত্ত এসেছে। মুখে পাইপ]

বিজন ॥ ওখানে সাগিনার প্রভাব কমেছে, না বেড়েছে?

কাজিমন ॥ আমি তাঁর কথা ধরতে পারিনি। বললাম—সাগিনাকে এতোদিন বাইরে রাখা ঠিক হয়নি, কোম্পানি এর সুযোগ নিচ্ছে, ওর বিরুদ্ধে নানারকম প্রচার চলছে—প্রভাব তো কমবেই? তো কমরেড দত্ত কী বললেন জানো?

গোরা ॥ কী বললেন?

বিজন ॥ (মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে) সাগিনা নয়, ওখানে থাকবে পার্টি। সেইটাই গড়ে তুলুন।

[বিজন দত্ত চলে গেলো]

গোরা ॥ অসম্ভব।

কাজিমন ॥ (তিক্ত হেসে) না কমরেড, সত্যি কথা। সাগিনাকে জেলে পাঠিয়ে কোম্পানি যা না করতে পারতো, ওকে হিরো বানিয়ে তাই করা গেলো।

[ওদিকে ভাঁটিখানায় মজদুররা জমা হচ্ছে। অনেকেরই মত্তাবস্থা।]

সুখন ॥ হাঁ হাঁ জরুর হবে।

মহাদেও ॥ কাম বন্ধ্ হোগা—জরুর।

গুরুং ॥ ক্যায়সে হোগা?

বেচু ॥ হাঁ হাঁ হবে—আলবৎ হবে।

ঝুমন ॥ না হলে কোম্পানি শালা কিছু দিবে না।

কিষন ॥ শালা কোম্পানি দাগাবাজ—

বংশী ॥ শালা এ ইউনিয়ন ভি দাগাবাজ—

মহাদে ॥ এই চোপ্! কোন্ শালা বলে—

জগু ॥ এ ছেদিভাই! কোথা গেলে?

[ছেদি এলো, মাল দিলো]

গোরা ॥ চলো ভাঁটিখানায় যাই। পুরোনো দোস্তদের সঙ্গে কথা বলি একবার।

[ওরা এদিকে এলো]

গুরুং ॥ আ যাও কাজিমন ভাই—আরে! ইয়ে কোন? কমরেড গোরা!

সুখন ॥ কোথায় ছিলে ভাই এতোদিন?

বেচু ॥ কী হাল হয়েছে দেখো আমাদের—

মহাদেও ॥ কী কমরেড? তুমি থাকবে তো! না কি চলে যাবে?

ঝুমন ॥ কী কাজিমন ভাই? থাকবে তো এ কামরেড?

কিষন ॥ হাঁ হাঁ থাকবে।

মহাদেও ॥ হাঁ হাঁ, ফির কাম বন্ধ্ হোগা!

সুখন ॥ হাঁ হাঁ, ফির কাম বন্ধ্। তব শালা কোম্পানি বাপ বলবে।

গোরা ॥ কিন্তু ভাই, সবাই একাঠ্ঠা না হয়ে ধর্মঘট করলে তো মরবে। তোমাদের ইউনিয়ন তো শুনছি ভাঙা। লিডার কই?

বংশী ॥ আরে ছেড়ে দাও ইউনিয়নের কথা!

ঝুমন ॥ ইউনিয়ন থাক না থাক—কাম বন্ধ্।

মহাদেও ॥ লিডর—হাঃ লিডর!

[গুরুং উঠে এলো। মদ খেয়ে টং।]

গুরুং ॥ তো কী করবো? লিডর তো ছিল। তো শালা দালাল বনে গেলো!

গোরা ॥ সাগিনা দালাল?

সকলে ॥ হাঁ হাঁ দালাল না তো কী?

গোরা ॥ কী বলছো গুরুং?

সকলে ॥ হাঁ হাঁ ঠিক বলছে। শালা দালাল বনে গেলো।

গুরুং ॥ শালা সাহেব বনে গিয়েছে। বড়া মকানে থাকে। বিবি লিয়ে ঘুরে— কলকাত্তা, দিল্লী, বোম্বাই! তো কী করবো? ভুখা মরবো?

সকলে ॥ হাঁ হাঁ! কী করবো? লিডার নাই তো কী করবো? ভুখা মরবো?

গুরুং ॥ জরুর কাম বন্ধ্ হবে!

সকলে ॥ হাঁ হাঁ জরুর হবে! কাম বন্ধ্।

[গোরা আর কাজিমন কিছু বলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু উন্মত্ত কোলাহলে ডুবে

যাচ্ছে কথা। শেষে গোরা কাজিমন বেরিয়ে গেলো, মজদুররা ঝিম মেরে বসে মদ খেতে লাগলো। অন্যদিকে ললিতা এসে বসে আছে দু'হাতে গাল রেখে, শূন্য চোখে। গোরা এলো তার কাছে।]

গোরা ॥ ললিতা!

ললিতা ॥ কৌন? কামরেড-বাবু?

[খুব উৎসাহ দেখা গেলো না ললিতার। উঠলোও না, একটু হাসলো শুধু।]

গোরা ॥ ফের সেই 'বাবু'?

ললিতা ॥ বাবু না তো কী? কলকাত্তার বাবু তোরা।

গোরা ॥ কেমন আছিস?

ললিতা ॥ যেমন সবাই আছে। আর কেমন থাকবো?

গোরা ॥ (একটু থেমে) হাসপাতালেই কাজ করছিস?

ললিতা ॥ না বাবু। অসপাতালের কাম গেছে—আজ দু'মাহিনা।

গোরা ॥ কেন, কী হোলো?

ললিতা ॥ ও ডাগদরবাবু খতম করে দিলো নোকরি।

গোরা ॥ কেন?

ললিতা ॥ কেন পুছ করছিস বাবু? উ সব পুরানি বাৎ, শরমকি বাৎ।

গোরা ॥ ইউনিয়নকে বলেছিলি?

ললিতা ॥ ইউনিয়ন? কোথা ইউনিয়ন? কৌন ইউনিয়ন?

গোরা ॥ (একটু থেমে) এখন কোথায় কাজ করছিস তা হলে?

ললিতা ॥ সে শুনে তোর কী হবে?

[মুখ ফিরিয়ে নিলো, গোরা একটা নিশ্বাস ফেলে ফিরে চললো। ললিতা তাকালো।]

এ বাবু? গোস্সা করলি?

গোরা ॥ (ফিরে, হাসবার চেষ্টা করে) গোস্সা করবো না? তখন থেকে খালি বাবু বাবু করছিস—

[ললিতা হঠাৎ লাফ দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো। তার দু'চোখ জ্বলে উঠলো]

ললিতা ॥ বাবু না তো কী? কোথা ছিলি এতোদিন? বাবু না তো কী? কলকাত্তাকা বাবু!

গোরা ॥ ললিতা—

ললিতা ॥ আর সবসে বড়া বাবু কে জানিস? সবসে বড়াবাবু? বাবু সাহাব? তোদের সা-গি-না মা-হা-তো!

গোরা ॥ ললিতা!

ললিতা ॥ (ঝুঁকে সেলাম করে) সেলাম বাবুজি। সেলাম হুজুর। সেলাম বড়া সাব সাগিনা হুজুর।

[গোবা কিছু বলবার আগেই চলে গেলো ললিতা। যাবার আগে থুঃ করে থুতু ফেলে গেলো মাটিতে। গোরা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলো। ভাঁটিখানার লোকগুলো নড়ে চড়ে বসলো। দু'-একটা কথা উঠতে লাগলো।]

জগু ॥ এ ছেদিভাই—আর একটা দাও।

মহাদেও ॥ শালা কোম্পানি হারামিকা বাচ্চা।

গুরুং ॥ তা কী করবো? শালা লীডর তো ছিল। চলে গেলো। তো কী করবো?

ঝুমন ॥ আরে ক্যায়া কিষন! গানা শুরু করো!

কিষন ॥ আরে ধ্যাৎ! গানা!

মহাদেও ॥ কেঁউ নেহি?

ছেদি ॥ হাঁ হাঁ, গানা লাগাও—এ সুখন!

[সুখন ঢোল পিটে গান ধরলো। গোরা এগিযে এলো ওদিকে, বসলো একপাশে, সেই আগের গান—চিও চিও চি, কিন্তু প্রাণ নেই, ধুঁকছে যেন। শেযে মাঝখানে থেমে গেলো। তারপর কথা, তাতেও প্রাণ নেই।]

গুরুং ॥ চলো সব ঘর চলো—

ঝুমন ॥ হাঁ চলো। আর কী?

গুরুং ॥ লেকিন কাল সামকো মিটিং, বস্তিবাজার ময়দান—ভুলো মাৎ।

মহাদেও ॥ হাঁ হাঁ মিটিং, বস্তিবাজার—

সুখন ॥ কাম বন্ধ!

বেচু ॥ কাল মিটিং—

কিষন ॥ বস্তিবাজার—

[এর মধ্যে উঠে পড়েছে সবাই। কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেছে। গোরা বসে আছে। ছেদি এসে গেলাস কুড়োচ্ছিল।]

ছেদি ॥ ক্যায়া কামরেডবাবু?

গোরা ॥ (আপনমনে) হ্যাঁ—বাবু। বাবু ছাড়া আর কী?

ছেদি ॥ ক্যায়া বোলে?

গোরা ॥ নাঃ, কিছু না।

ছেদি ॥ পিওগে নেহি?

গোরা ॥ হ্যাঁ দাও। (ছেদি দিলো। গোরা চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলো।) নাঃ! অভ্যেস চলে গেছে ছেদি।

ছেদি ॥ ফির আসবে। ফির আদৎ আসবে। তুমি ইখানে রহে যাও বাবু, আখুন চলে যেও না!

গোরা ॥ থেকে আর কী করবো ছেদিভাই?

[সাগিনা ঢুকলো, পরনে স্যুট। গোরা লাফিয়ে উঠলো।]

সাগিনা!

ছেদি ॥ সাগিনা ভাই!!

সাগিনা ॥ (গোরাকে) আরে কমরেড--তুম! (জড়িয়ে ধরলো গোরাকে) তুমি কুথা থেকে! তুমাকে ইখানে পাবো ভাবিনি। (ছেদির দু'হাত ধরে) ক্যায়া ছেদিভাই, ক্যায়সে হো?

ছেদি ॥ তুম আ গয়া সাগিনা?

সাগিনা ॥ (হা হা করে হেসে) হাঁ হাঁ আ গয়া, নেই তো ক্যায়া? মাল উল নিকালো ভাই! (ছেদির কাছ থেকে বোতল নিয়ে লম্বা চুমুক দিলো।)

গোরা ॥ আমি জানতাম তুমি এখন বোম্বাই?

সাগিনা ॥ পালিয়ে এসেছি কামরেড! কী মিটিন্ উটিন্—ভালো লাগে না। ফালতু ঝামেলা! (সাগিনা কোট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে। টাইটাও গেলো ঐ পথে। বোতলে চুমুক দিলো ফের।) মিটিং উটিন্ শালা ফালতু ঝামেলা। খালি বাৎ খালি বাৎ—এতো বাৎ করে কী কাম হয়? আরে সংগঠন বনাও, আপনা হাথমে পাওয়ার লে লো—তব্ শালা মালিক মজদুরকে বাপ বলবে—হাঁ! (আর এক চুমুক) তার পর, কামরেড গোরা, তুমার কী কাম ইখানে?

গোরা ॥ তোমাদের এখানে স্ট্রাইক হবে, জানো না?

সাগিনা ॥ (অবাক হয়ে) স্ট্রাইক? কবে?

গোরা ॥ কাল বিকেলে বস্তিবাজার ময়দানে মিটিং আছে, ওখানে ঠিক হবে!

সাগিনা ॥ আচ্ছা?

গোরা ॥ তুমি জানো না?

সাগিনা ॥ ইখানে কি থাকি যে জানবো? শালা ঘুরতে ঘুরতে সত্যনাশ হয়ে গেছে। তবে কারোয়াই ঠিক হচ্ছে। কাম বন্ধ আর একবার হওয়া দরকার। শালা কোম্পানি এক নম্বর দাগাবাজ আছে! খালি ঘুরাচ্ছে—শালা ঝুট!

গোরা ॥ কোম্পানিকে কিছু বলতে গেলেই ওয়েলফেয়ার অফিস দেখিয়ে দেয়।

সাগিনা ॥ (ঝুঁকে বসে) দেখো কমরেড! আমার মালুম হচ্ছে কী—ইয়ে ওয়েলফেয়ার উলফেয়ার—সব বিলকুল ধোঁকাবাজি আছে। আমি মজদুর খাটতে খাটতে খুন পসিনা ঢেলে দিব, আর উসকা বদলা তুমি শালা মালিক দিবে শুখি বাৎ আর ঝুটা ওয়াদা? ঠিক হ্যায়! কাম বন্ধ করনা হি ঠিক হ্যায়!

গোরা ॥ কিন্তু করবে কে? ইউনিয়ন ভেঙে তিন টুকরো। নিজেদের মধ্যে মারামারি,

কেউ কারো কথা মানে না। কিছু মজদুর এখনো কাজিমনের কথা শোনে, কিন্তু কতোদিন শুনবে কে জনে?

সাগিনা॥ (স্তম্ভিত) অ্যায়সা হাল?

গোরা॥ হ্যাঁ, এই অবস্থায় ওরা পাগলের মতো স্ট্রাইক করতে যাচ্ছে।

সাগিনা॥ না না, তবে তো আখুন কাম বন্ধ্ চলবে না। পহলে সংগঠন পাক্কা করতে হবে। ঠিক হ্যায়। কামরেড তুমি ফিন আ যাও ইঁহা। ঐসি ইউনিয়ন ফিন বানাতে হবে। আমিও থাকবো না। এ শালা নোকরি হামসে নেহি চলেগা।

গোরা॥ চাকরি ছেড়ে দেবে?

সাগিনা॥ না তো কী? ওয়েলফেয়ার—শালা কোম্পানির ধোঁকাবাজি বিলকুল! আর তুমার পার্টি শালা—কী ঘুরান ঘুরালো আমাকে দেড় সাল!

গোরা॥ আমার পার্টি? তুমি তো পার্টিতে এখন আমার চেয়ে অনেক বড়ো লিডার?

সাগিনা॥ হাঃ হাঃ হাঃ—শালা মিটিন্‌কা লিডার—খালি বাৎ খালি বাৎ! আচ্ছা আভি বোলো—কী করা যায়? কাল বিকালে মিটিং?

গোরা॥ হাঁ, বস্তিবাজার। তুমি এসে যাও, কথা বলো ওখানে। তোমাকে পেলে আবার সব ঠিক হবে।

সাগিনা॥ হাঁ হাঁ জরুর আসবো!

গোরা॥ তোমাকে দেখে আমার আবার ভরসা হচ্ছে সাগিনা।

সাগিনা॥ হাঃ হাঃ হাঃ—সব ঠিক হো যায়গা কমরেড, ফিক্‌র্ মাৎ করো। আচ্ছা আর কী খবর আছে বলো।

গোরা॥ আর কী? তোমার মতো আমিও বহুদিন বাইরে।

সাগিনা॥ কুথা আছো?

গোরা॥ ঝরিয়া।

সাগিনা॥ আচ্চা! পাক্কা ইউনিয়ন বানিয়েছো উখানে?

গোরা॥ পাক্কা নয় এখনো, তবে হচ্ছে।

সাগিনা॥ বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা। তুমি শালা কামরেড ঠিক ঠিক কাম করছো। আমি শালা ক্যায়া মিটিন্ খালি—(হঠাৎ) আচ্ছা, ললিতা কুথা আছে আখুন, জানো?

গোরা॥ (একটু থেমে) না।

সাগিনা॥ তুমার সঙ্গে দেখা হয়নি এবার?

গোরা॥ নাঃ!

সাগিনা॥ হুঁ। (গম্ভীর হয়ে গেলো)

গোরা॥ তোমার সে কমরেড কোথায় গেলো?

সাগিনা ॥ কৌন?

গোরা ॥ কমরেড বিশাখা? (সাগিনা হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠলো)

সাগিনা ॥ আরে উও তো আওরৎ জেন্টিলম্যান আওরৎ আছে, মজদুরের সাথে আর কতোদিন থাকবে? উও ভি ছুট্ গিয়েছে। যেতে দাও। জিন্দগি থাকবে তো আওর ভি আওরৎ মিলবে! হাঃ হাঃ হাঃ—

[অন্ধকার হয়ে গেলো। সাগিনার হাসি মিলিয়ে গেলো। আলো জ্বললো। গোরা একা তার মুখে যন্ত্রণা। কণ্ঠস্বরে টান।]

গোরা ॥ অনেক রিপোর্ট এখান থেকে আপনাকে পাঠিয়েছি যতীনদা। অনেক চিঠি! আজ আবার লিখছি। কিন্তু এ চিঠি আপনি পাবেন না। আমি পাঠাবো না। লিখছি, শুধু না লিখে পারছি না বলে। সাগিনাকে দেখে নতুন করে ভরসা আসছিলো মনে। কাজিমন কী বলেছে, মজদুররা ওর সম্বন্ধে এখন কী ভাবে—তা ওকে বলিনি। তবু ভেবেছি—সাগিনা যখন ফিরেছে, যখন বুঝেছে, তখন আর ভয় নেই। ওর ব্যক্তিত্ব সব বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাবে, এই টুটাফুটা সংগঠনকে আবার সে গড়েপিটে দাঁড় করাবে। (নেপথ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়েছে, বাড়ছে আস্তে আস্তে) জানি আমার এ মনোভাব পার্টি বরদাস্ত করবে না। পার্টি বেস্ তৈরি করতে আমাকে পাঠিয়েছেন আপনারা, ইলেকশন বেস্, স্ট্রাইক ঠেকাতে বলে দিয়েছেন। কিন্তু এ জায়গা আপনারা চেনেন না। লড়াই ছাড়া এখানে কোনো রাস্তা নেই। সাগিনাকে সরিয়ে নিয়ে বিরাট ভুল করেছেন আপনাবা, আমি সে ভুল শুধরে দেবো।

[হট্টগোল বাড়ছে। কাম বন্ধ্! কালসে! নেহি কালসে ক্যায়সা হোগা? কেন হবে না? হাঁ হাঁ হাঁ! ইত্যাদি শোনা যাচ্ছে।]

সন্ধের মুখে বস্তিবাজারে গিয়ে দেখি সাগিনা তখনো আসেনি। হট্টগোল চলছে। উত্তেজনা বাড়ছে। কোনো বিষয়েই নিজেরা একমত হতে পারছে না। আর পারছে না বলেই রাগ বাড়ছে ওদের।

[আবার জোর হট্টগোল—"কাম বন্ধ্"! "শালা হারামি দাগাবাজ"! ইত্যাদি! হঠাৎ সাগিনার গলা শোনা গেলো।]

সাগিনা ॥ (নেপথ্যে) সাথীওঁ! (হঠাৎ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা) ক্যায়া মামলা হ্যায় সাথীওঁ? (তবু সব চুপ। গোরার দু'হাত মুঠো হয়ে আছে।)
কিসকি মিটিং?

গোরা ॥ (ফিসফিস করে) সব চুপ। স—ব চুপ। হঠাৎ মহাদেও, মহাদেও যতীনদা, সাগিনার ডানহাত মহাদেও—

মহাদেও ॥ (নেপথ্যে) নিকালো শালা গদ্দার। ভাগো হিঁয়াসে!

[সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়লো চিৎকার। গোরা দু'হাতে কান চাপা দিলো।]

সকলে ॥ (নেপথ্যে) ভাগো! ভাগো! শালা দালাল! বেইমান! কুত্তাকা বাচ্চা! আর সাহাব বন গয়া। নিকালো!

সাগিনা ॥ (নেপথ্যে) ভাইওঁ!

গুরুং ॥ (নেপথ্যে) দেখ্ শালে, দেখ্—ক্যায়া হালৎ হুয়া হামলোগোঁকা! না খানা মিলা না পহেননা! আর তু বড়াসাহাব বন্ গয়া! শালাকো মুহ্‌মে থুকো! থুঃ!

সকলে ॥ (নেপথ্যে) থুঃ! থুঃ! থুঃ!

সাগিনা ॥ (নেপথ্যে) ভাইওঁ! সাথীওঁ!

মহাদেও ॥ (নেপথ্যে) মার ডালো শালেকো! শালা বেইমান!

সকলে ॥ (নেপথ্যে) মারো শালেকো! পিটো!

[কিল চড় ঘুসির আওয়াজ, গালাগালি, চিৎকার]

গোরা ॥ ভয়ে আমার রক্ত শুকিয়ে উঠলো যতীনদা। ঘৃণার এতো উন্মত্ত রূপ আমি আগে কখনো দেখিনি!

সাগিনা ॥ (নেপথ্যে) ভা—ভাইওঁ! সাথীওঁ!

[ডুবে যাচ্ছে ওর কথা গালাগালি চিৎকারে]

গোরা ॥ আমার মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—পালাও!

[আলো হঠাৎ কমে গেলো। আবছা আলোয় সাগিনাকে হিঁচড়ে ঠেলে মজুররা ঢুকলো। গোরা ছুটে বেরিয়ে গেলো। প্রচণ্ড চিৎকার, গালাগালি, মার—তারপরেই নিদারুণ আর্তনাদ করে উঠলো সাগিনা। সম্পূর্ণ অন্ধকার। গোরার গলা ভেসে আসছে।]

গোরা ॥ (নেপথ্যে) ছেদিভাই! ছেদিভাই! ছেদিভাই!

[আবছা আলো ফুটলো। মজদুররা নেই। মঞ্চের মাঝখানে সাগিনার বিরাট দেহ পড়ে আছে। জামা কাপড় ছেঁড়া, মাথায় মুখে গায়ে চাপ চাপ রক্ত। মাথার কাছে ললিতা বসে। একটু দূরে ছেদি। গোরা আবছা অন্ধকারে পায়চারি করছে। একটা গোঙানি। ছেদি ঝুঁকে দাঁড়ালো।]

ছেদি ॥ অব্ আ গয়া হোস।

[গোরা কাছে এলো। সাগিনা উঠে বসলো। দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। পারলো না। মুখে প্রচণ্ড যন্ত্রণা। হাঁপাচ্ছে হাপরের মতো, কিন্তু উঃ আঃ কিছু করছে না।]

গোরা ॥ ছেদিভাই!

[ইশারা করলো। ছেদি একটা বোতল এনে দিলো। সাগিনা বোতলে মুখ দিয়ে

ঢক ঢক করে খেতে লাগলো। তার শরীর দমকে দমকে কেঁপে উঠতে লাগলো, কিন্তু শেষ হবার আগে বোতল নামালো না। তারপর হাঁপালো খানিকক্ষণ বসে বসে।]

সাগিনা ॥ (থেমে থেমে, ভাঙা গলায়) পিটেছে! আমাকে পিটেছে! খুব পিটেছে। লেকিন—ঠিক কাম করেছে! বুঝতে পারছি—আমি—বেইমানি করেছি। হাঁ। বেইমানি! পুরা সমঝ গয়া হ্যাম হাম অব্।

গোরা ॥ (কাছে এসে) সাগিনা—

সাগিনা ॥ (গোরার হাত দু'হাতে চেপে ধরে) লেকিন কামরেড, এক ধোঁকাবাজিতে আমি ফেঁসে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারিনি। মজদুরের ভালাই করবার নাম করে খালি বান্দর নাচ নেচেছি। হাঁ, খালি বান্দর নাচ। শালা—ক্যায়া আফশোস।

[দু'হাত মাথায় রেখে বসলো। কেউ কথা বললো না। ললিতা পাথরের মতো বসে আছে। সাগিনা হঠাৎ চোখ তুললো। এদের যেন প্রথম দেখছে। চিনতে পারছে।]

কৌন? ছেদিভাই? কামরেড গোরা? আরে, ললিতা? ল-লি-তা!

[সাগিনার চোখ আটকে গেলো। ললিতা শুধু চেয়ে রইলো। তার মুখ দেখে বোঝবার উপায় নেই সে কী ভাবছে। সাগিনা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো প্রচণ্ড চেষ্টায়। গোরা আর ছেদি ধরতে গেলো কিন্তু হাত নেড়ে তাদের সরিয়ে দিলো সাগিনা।]

আচ্ছা! আচ্ছা, তো কামরেড, তুমি থাকো ইখানে কুছদিন আওর। কাজিমন ভাইকো ভি আনো ইখানে—কুছদিনকে লিয়ে। আওর শুনো—

গোরা ॥ কী বলছো সাগিনা?

সাগিনা ॥ হাঁ হাঁ, বলেছি না? ঐসি ইউনিয়ন ফির বানাতে হবে—তুমি না থাকলে চলবে না। আওর কাজিমন ভাই ভি—

গোরা ॥ তুমি কোথায় যাবে?

সাগিনা ॥ (অবাক হয়ে) ইখানে থাকবো। ফির কুথা যাবো?

গোরা ॥ এখানে থাকলে ওরা মারবে তোমাকে—

সাগিনা ॥ (টেনে টেনে হেসে) হাঃ হাঃ হাঃ—হাঁ তো মারবে! পিটবে! শালা বেইমানকে পিটবে না তো কী করবে? আমি পিটি নি? লেকিন—কতো পিটবে?

[ললিতা উঠে দাঁড়িয়েছে। চেয়ে আছে।]

গোরা ॥ মেরে ফেলবে তোমাকে এরা—

সাগিনা॥ (আরো হেসে) মরলাম কি আজ? বোলো, মরলাম কি আজ? আরে কামরেড—শালা মজদুরকা বাচ্চা, বহুৎ কড়া জান—

গোরা॥ কিন্তু—

[গুরুং ঢুকলো]

সাগিনা॥ আরে বাহবা কী বাহবা, গুরুং আ গয়া! আও ভাই আও।

গুরুং॥ সাগিনা তু—তু জিন্দা হ্যায়?

সাগিনা॥ (হা হা করে হেসে) হাঁ হাঁ সাথী। জিন্দা হুঁ। উও শালা বেইমান সাগিনা মর গয়া। উও ওয়েলফেয়াব অফিসার মর গিয়া। হাম জিন্দা হ্যাঁয়—সাগিনা মাহাতো—

[পা টলে বসে পড়লো সাগিনা]

আরে এ ছেদিভাই, বোতল নিকালো। জেরা তাকৎ চাহিয়ে।

[বোতল মুখে দিয়ে খানিকটা খেয়ে আবার উঠে দাঁড়ালো সাগিনা।]

হাঁ তাকৎ চাহিয়ে! খাড়া হোনেকো চাহিয়ে!

[আবার বোতলে মুখ দিলো সাগিনা। এরা ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে ওদের চোখে আবার আশার আলো ফুটছে যেন। নেপথ্যে গানটা—চিও চিও চি, খুব ঢিলে তালে, ঝিমানো গলায়। আলো নিভে আসছে, গানটা জোরে হচ্ছে। অন্ধকার। গানটা প্রচণ্ড জোর হয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ফেটে পড়লো।]

— শেষ —

আবু হোসেন

মুখবন্ধ

গিরিশচন্দ্রের আবু হোসেন আমার অতি প্রিয় নাটক। ছোটবেলায় এর অভিনয় বেতারে বেশ কয়েকবার শুনেছি। গানের কথা সেকেলে হলেও সংলাপ আর হাস্যরস এখনো আধুনিক। আমাদের নাট্যগোষ্ঠী 'শতাব্দী' অভিনয় করবে বলে ১৯৭১ সালে এই নাটকটি তৈরি করি। আমাদের গোষ্ঠীর সীমিত ক্ষমতা অতিক্রম করার পথ বার করতে একটি প্রস্তাবনা যোগ করি, যেখানে 'বাদল সরকার'-এর ভূমিকায় আমি নিজেই অভিনয় করেছি। অন্য কোনো গোষ্ঠী অভিনয় করলে এই মাত্রাটি থাকে না, 'শতাব্দী'-র উল্লেখটাও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে 'প্রস্তাবনা' একেবারে বাদ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

গিরিশবাবু যেমন তাঁর নাটকে কালের তোয়াক্কা না রেখে 'ব্র্যান্ডি' 'হুইস্কি' ইত্যাদি ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেছেন, আমিও সেই পথে গেছি আরো বেশি করে। আমাদের প্রযোজনার ঘোষণার যেমন 'রচনা গিরিশচন্দ্র ঘোষ/বিকৃতি : বাদল সরকার' বলা হ'ত, প্রকাশিত নাটকেও তাই রইলো, কারণ সেটাই ঘটনা।

সাবেকি মঞ্চে আমাদের অভিনয় প্রথম হয় ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। অসামান্য সাফল্য পেয়েছিলো সেই প্রযোজনা। প্রচুর আমন্ত্রণ আসতো, কলকাতায় নিজস্ব অভিনয়েও পুরো খরচ উঠে যেতো। কাছাকাছি সময়ের জন্য দু'টি নাটক 'সাগিনা মাহাতো' আর 'বল্লভপুরের রূপকথা'-ও যথেষ্ট সাড়া পেয়েছিলো দর্শকদের। এই অবস্থায় আমরা প্রোসিনিয়ম মঞ্চ ছেড়ে তৃতীয় থিয়েটার ধারায় অঙ্গনে আর খোলামাঠে অভিনয় আরম্ভ করি। অধুনা প্রয়াত প্রখ্যাত এক নাট্যব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে যে প্রচার শুরু হয়েছিলো এবং প্রচ্ছন্নভাবে আজও চলেছে— বাদল সরকার অযোগ্যতার কারণে মঞ্চে সুবিধে করতে না পেরে থিয়েটারের নামে শারীরিক কসরৎ দেখিয়ে আসর জমাবার চেষ্টা করে, তার আসলে কোনো ভিত্তি নেই। এই নাটকের হিন্দি অনুবাদ এবং কলকাতা, দিল্লিতে তার অভিনয় হয়ে গেছে বহু বছর আগে। বাংলায় প্রথমে পত্রিকায় পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

বাদল সরকার

আবু হোসেন

চরিত্রলিপি

বাদল সরকার
বৃদ্ধ উজির
বৃদ্ধ বাদশা
একটি ছেলে
আবু হোসেন
ইয়ারত্রয়
নর্তকীদ্বয়
আবুর মা
হারুণ
গোলাম
উজির
বৈতালিকদ্বয়
রোশেনা
সখী
মশুর
সভাসদ
রক্ষীদ্বয়
প্রথম লোক
দ্বিতীয় লোক
জল্লাদ
তৃতীয় লোক
চতুর্থ লোক
হোটেলওয়ালা
মুটে
ইমাম
প্রতিবেশীদ্বয়
হাকিম
রক্ষী
পাঁচটি পাগল
বেগম
মেওয়াওয়ালা
খোসবোওলা
দাই

প্রস্তাবনা

[মঞ্চের পিছনে প্ল্যাটফর্মের উপর সিংহাসন। আসনের একপাশে গানের দল, অন্যপাশে বাদল সরকার। দর্শকদের দিকে প্রায় পিছন ফিরে। পরিধানে ধুতি, খালি গায়ে উত্তরীয়। স্তোত্রপাঠ।]

গান॥ সা রে গা মা পা ধা নি সা।

বাদল॥ ওঁ মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষায় নমঃ
ওঁ শতবর্ষজীবী বঙ্গনাট্যশালায় নমঃ
ওঁ বঙ্গনিবাসী অগণিত নাট্যরসিকায় নমঃ
ওঁ বর্তমান নবনাট্য আন্দোলনায় নমঃ

গান॥ সা রে গা মা পা ধা নি সা।

বাদল॥ ওঁ জনপ্রিয় আরব্যোপন্যাসায় নমঃ
ওঁ সম্রাট হারুণ-অল-রসিদায় নমঃ
ওঁ হঠাৎ বাদশা আবু হোসেনায় নমঃ
ওঁ গিরিশচন্দ্র রচিত আবু হোসেন গীতিনাট্যায় নমঃ

গান॥ সা রে গা মা পা ধা নি সা।

বাদল॥ ওঁ থিয়েটার-নাম সর্বনাশা নেশায় নমঃ
ওঁ বিবিধ নাট্যগোষ্ঠীভুক্ত বদ্ধোন্মাদায় নমঃ
ওঁ শতাব্দী-নাম উন্মাদাশ্রমায় নমঃ
ওঁ সমবেত নাট্যোৎসাহী দর্শকায় নমঃ

গান॥ সা রে গা মা পা ধা নি সা।

[বাদলের প্রস্থান]

মার্গসঙ্গীত

[বৃদ্ধ উজিরের প্রবেশ]

বৃদ্ধ উজির॥ (ঘোষণা) ফরজন্দ-ই-আর্জুমন্দ দিলের-ই-জঙ্গ মুজফ্ফর উল্‌মুলক বাদশানন্দ্ হারুণঅল রশীদ!
[বৃদ্ধ বাদশা হারুণ-অল-রশীদের প্রবেশ। উজিরের কুর্নিশ।]

বৃদ্ধ বাদশা॥ (ভ্রূ কুঁচকে চারিদিকে চেয়ে) আর কেউ নেই?

বৃ উজির॥ জাঁহাপনা। অনেক বছর কেটে গেলো, সব চলে গেছে।

বৃ বাদশা ॥ কোথায় চলে গেছে?
বৃ উজির ॥ জনাব, দু'চারজন বেহেস্তে, বাকি সব জাহান্নামে।
বৃ বাদশা ॥ তবে আমরা পড়ে আছি কেন?
বৃ উজির ॥ হুজুর আছেন আরব্য উপন্যাসের মায়ায়, আমি আছি হুজুরের হুকুমে।
বৃ বাদশা ॥ আরব্য উপন্যাস? ও হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আরব্য উপন্যাস বইটাতে আমার কীর্তিকলাপ খুব ভালো করে প্রচার করেছিল বটে।
বৃ উজির ॥ হ্যাঁ জাঁহাপনা।
বৃ বাদশা ॥ আজকাল ও বই লোকে পড়ে?
বৃ উজির ॥ হুজুর ছোট ছেলেমেয়েরা পড়ে।
বৃ বাদশা ॥ আর বড়োরা?
বৃ উজির ॥ বড়োরাও পড়ে, তবে তাদের উপযোগী করে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখে দিতে হয়।
বৃ বাদশা ॥ যেমন?
বৃ উজির ॥ যেমন ধরুন, একটা গল্প নিয়ে একজন একটা নাটক বানালো, বেশ জমাটি নাচগান সিনসিনারি লাগালো, হৈ হৈ করে বড়োরা বুড়োরা দেখতে এলো।
বৃ বাদশা ॥ বটে বটে? এই কলটা তো ভালো। কেউ করেছে এরকম?
বৃ উজির ॥ তা করেছে। এই ধরুন বঙ্গদেশ যেখানে প্রচুর লোক থিয়েটার দেখে এবং তার চেয়েও বেশি লোক থিয়েটার করে, সেখানে আপনার আবু হোসেনের গল্পটা নিয়ে—
বৃ বাদশা ॥ আবু হোসেন? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তো মজাদার গল্প। কে লিখেছে ওটা?
বৃ উজির ॥ গিরিশচন্দ্র ঘোষ নামে একজন।
বৃ বাদশা বেশ বেশ। সবাই খুব দেখছে তো?
বৃ উজির ॥ (মাথা চুলকে) হুজুর, আজকাল আর কেউ দেখে না।
বৃ বাদশা ॥ কেন কেন কী কারণ?
বৃ উজির ॥ আজকাল কেউ করে না বলে।
বৃ বাদশা ॥ করে না কেন?
বৃ উজির ॥ হুজুর গিরিশ ঘোষ ওটা লিখেছিলেন প্রায় আশিবছর আগে। ওর ভাষা ভাব আজকালকার দর্শকরা নিতে চায় না।
বৃ বাদশা ॥ হুম! তা হলে?
বৃ উজির ॥ জনাব?
বৃ বাদশা ॥ তা হলে?

বৃ উজির ॥ 'কী হলে' জনাব?

বৃ বাদশা ॥ আজকালকার দর্শকদের আনা যায় কী করে?

বৃ উজির ॥ যদি আজকালকার নাট্যকার কাউকে দিয়ে লেখানো যায়—তবে হতে পারে।

বৃ বাদশা ॥ আজকালকার নাট্যকার কাউকে চেনো?

বৃ উজির ॥ হুজুর নাম শুনেছি দুচারজনের।

বৃ বাদশা ॥ তারা কেউ লিখবে?

বৃ উজির ॥ জানি না। বলে কয়ে যদি বা লেখাতে পারি, কেউ অভিনয় করবে কি না বলা শক্ত।

বৃ বাদশা ॥ এমন কেউ নেই যে লিখতেও পারে, অভিনয় করতেও পারে?

বৃ উজির ॥ হুজুর গিরিশবাবুই ছিলেন, তা তিনি তো বেহেস্তে গেছেন প্রায় ষাট বছর আগে।

বৃ বাদশা ॥ আরে বেহেস্তে-জাহান্নামে যায়নি এমন কাউকে জানো কি না তাই বলো না?

বৃ উজির ॥ (ভেবে) হুজুর, মনে পড়েছে।

বৃ বাদশা ॥ কে? কে?

বৃ উজির ॥ বাদল সরকার। নাটক লেখে, একটা থিয়েটারের দলও চালায়।

বৃ বাদশা ॥ বেহেস্তে যায়নি তো?

বৃ উজির ॥ বেহেস্তে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। জাহান্নামেও যায়নি এখনো, যদিও বয়স হয়েছে চারটি।

বৃ বাদশা ॥ করবে?

বৃ উজির ॥ বলে দেখতে পারি।

বৃ বাদশা ॥ না না। তুমি বলতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলবে। ডেকে আনো। আমি নিজে বলছি।

বৃ উজির ॥ জাঁহাপনার আদেশ, আমি ডাকছি। আসবে কি না জানি না।

বৃ বাদশা ॥ আসবে না মানে? আমি ফরজন্দ-ই আর্জুমন্দ দিলের-ই-জঙ্গ—

বৃ উজির ॥ মুজফ্ফর-উল-মুলক্ বাদশানন্দ হারুণ-অল-রশীদ! (কুর্নিশ) কিন্তু হুজুর, আজকাল কেউ বাদশা ফাদশা মানতে চায় না।

বৃ বাদশা ॥ কেন?

বৃ উজির ॥ সবাই জনতার বন্ধু।

বৃ বাদশা ॥ আমিও জনতার বন্ধু, ছদ্মবেশে জনতার অবস্থা দেখতে বেরোতাম। সেই কথা বলে ডাকো।

বৃ উজির ॥ (হেঁকে) জনাব বাদল সরকার! জনাব বাদল সরকার!

[হল থেকে একটি ছেলে দরজার কাছে গেলো]

ছেলে ॥ বাদলদা! আপনাকে ডাকছে।

বাদল ॥ (হলে ঢুকে) কে ডাকছে?

ছেলে ॥ (চেঁচিয়ে) কে ডাকছেন?

বৃ উজির ॥ ফরজন্দ-ই-আর্জুমন্দ দিলের-ই-জঙ্গ মুজফফর উল-মুলক দোস্ত-ই-জনতা বাদশানন্দ হারুণ-অল-রশী—দ!

ছেলে ॥ রশীদ বলে এক ভদ্রলোক।

বাদল ॥ কোথায়?

ছেলে ॥ ঐ স্টেজে।

[বাদল স্টেজে উঠলো]

বাদল ॥ আপনি ডাকছিলেন?

বৃ-উজির ॥ না জনাব, ডাকছিলেন ফরজন্দ-ই-হিন্দ—

বাদশা ॥ বাদ দাও। বাদল সরকার, আমার নাম হারুণ-অল-রশীদ।

বাদল ॥ (এক গাল হেসে) আচ্ছা, আপনিই বাদশা হারুণ-অল-রশীদ? (হাত ঝাঁকানি দিয়ে) আপনার সঙ্গে অনেকদিন ধরে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল—(ঘড়ি দেখে) বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?

বৃ বাদশা ॥ একটা থিয়েটার করতে পারবেন?

বাদল ॥ থিয়েটার তো হরদম করছি। আমাদের একটা দল আছে—শতাব্দী, যদি দেখতে চান টিকিট আছে আমার কাছে—

বৃ বাদশা ॥ না না, আমি বলছিলাম একটা বিশেষ গল্প নাটক করে অভিনয় যদি—

বাদল ॥ কী গল্প?

বৃ বাদশা ॥ আবু হোসেনের গল্প জানেন?

বাদল ॥ বিলক্ষণ। কিন্তু ওটা তো নাটক হয়ে গেছে। গিরিশবাবু লিখেছেন।

বৃ বাদশা ॥ বাঃ। আপনি তো অনেক খবর রাখেন দেখছি। কেমন লাগে আপনার নাটকটা?

বাদল ॥ বেশ লাগে। In fact গিরিশবাবুর সব নাটকের থেকে ভালো লাগে।

বৃ বাদশা ॥ বহুৎ আচ্ছা বহুৎ আচ্ছা। তা ওটা আপনাদের দলকে দিয়ে করিয়ে ফেলুন না?

বাদল ॥ (মাথা নেড়ে) হবে না।

বৃ বাদশা ॥ কেন হবে না?

বাদল ॥ ভাষাটা তো সেকেলে।

বৃ বাদশা ॥ আপনি একেলে করে নেবেন। আপনিও তো নাট্যকার।

বাদল ॥ (ভেবে) তা করা যেতে পারে। কিন্তু—নাঃ হবে না!

বৃ বাদশা ॥ কেন, কী হোলো?

বাদল ॥ গিরিশবাবুর নাটক মানেই হোলো—ইয়ারগণ, সভাসদগণ, বৈতালিকগণ, রক্ষিগণ, পথিকগণ—অতো 'গণ' পাবো কোথায়? 'শতাব্দী'তে অতো 'গণ' নেই।

বৃ উজির ॥ ওটা গণনাট্য ছিল না কি?

বৃ বাদশা ॥ 'গণ' গুলো সব কি একসঙ্গে আছে?

বাদল ॥ না, তা অবশ্য নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চলতে পারে। কিন্তু—নাঃ হবে না।

বৃ বাদশা ॥ আবার কী হোলো?

বাদল ॥ আবু হোসেনের মা, বেগম, রোশেনা, দাই, সখিগণ, প্রতিবেশিনীগণ, নর্তকীগণ—ওরে বাবা! শতাব্দীতে অভিনেত্রীর বড়ো অভাব।

বৃ বাদশা ॥ ছেলেদের দিয়ে মেয়ের পার্ট—

বাদল ॥ বলেন কী? তাই কি আজকালকার দিনে চলে?

বৃ উজির ॥ চালালেই চলবে। বলে দেবেন এইটাই আধুনিক।

বাদল ॥ হ্যাঁ, সেটা একটা কথা বটে। কিন্তু—হবে না।

বৃ বাদশা ॥ কেন, হবে না কেন?

বাদল ॥ গান?

বৃ বাদশা ॥ কী গান?

বাদল ॥ চব্বিশটা গান!

বৃ বাদশা ॥ বাদ দেবেন।

বাদল ॥ বাদ দেবো? গিরিশবাবু নাম দিয়েছেন—আবু হোসেন বা হঠাৎ বাদশাই ব্র্যাকেটে কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য। গান বাদ দিলে থাকবে কী?

বৃ বাদশা ॥ তবে দেবেন। একটু কমিয়ে সমিয়ে দেবেন।

বাদল ॥ সুর? বইয়ে লেখা আছে—খাম্বাজ-মিশ্র-দাদরা, টোড়ী, ভৈরবী একতাল, বিভাস, ঝাঁপতাল—এসব উদ্ধার-করনেওয়ালা শতাব্দীর আশেপাশে নেই।

বৃ বাদশা ॥ সুর আপনি বানিয়ে দেবেন।

বাদল ॥ অতো সুর বানানো আমার কম্মো নয়।

বৃ বাদশা ॥ চুরি করবেন। সবাই তো করছে।

বাদল ॥ কোত্থেকে চুরি করবো? বেশ জমাটি হওয়া চাই তো?

বৃ বাদশা॥ জমাটি গান নেই আপনার যুগে?
বাদল॥ আছে ফিল্ম।
বৃ বাদশা॥ তবে তাই দেবেন।
বাদল॥ তা দেওয়া যায়, কিন্তু—
বৃ উজির॥ (দীর্ঘশ্বাসে) হবে না।
বাদল॥ কী করে জানলেন?
বৃ উজির॥ আপনাকে চিনে গেছি তো?
বৃ বাদশা॥ হবে হবে, এতোগুলো হোলো—
বাদল॥ গানের কথা? 'কেমনে একাকিনী রহে কামিনী', তারপর— 'একে ঢলে পড়ে বামা যৌবনভারে'—এ সব কি আজকের দিনে চলে?
বৃ বাদশা॥ কথা বদলে দেবেন।
বাদল॥ তা দেওয়া যায়, কিন্তু—
[থেমে গিয়ে উজিরের দিকে তাকালো। উজির 'হবে না' বলতে গিয়ে থেমে মধুর হেসে মাথা নাড়লো।]
বৃ বাদশা॥ আবার কিন্তু কেন?
বাদল॥ গাইবে কে?
বৃ বাদশা॥ কেউ গাইতে পারে না আপনার দলে?
বাদল॥ গাইতে পারে তো অ্যাক্টিং পারে না, অ্যাক্টিং পারে তো গানে মা ভবানী।
বৃ উজির॥ (উজ্জ্বল মুখে) কিন্তু হবে।
বাদল॥ কী বললেন?
বৃ উজির॥ এটা হবে। হরদম হচ্ছে—আমি জানি। প্লে ব্যাক।
বৃ বাদশা॥ কী ব্যাক?
বাদল॥ স্টেজে প্লে ব্যাক?
বৃ উজির॥ ক্ষতি কী? এটাও আধুনিক বলবেন।
বাদল॥ হ্যাঁ, তা অবশ্য হয়। কিন্তু--(হাত তুলে উজিরকে থামিয়ে) পোশাক ভাড়া বড়ো বেশি। আমাদের টাকা নেই।
বৃ উজির॥ আধুনিক পোশাক। সব আধুনিক!
বৃ বাদশা॥ ঠিক কথা।
বাদল॥ সেট? সিন?
বৃ উজির॥ নেই। আধুনিক।
বৃ বাদশা॥ আধুনিক।

[বাদল বেশ খানিকটা ভাবলো। দাঁড়িয়ে ভাবলো, পায়চারি করে ভাবলো। বাদশা, উজির ভয়ানক সাসপেন্সে, একবার কী বলতে গিয়ে থেমে আবার ভাবলো। আরো সাসপেন্স। তারপর একগাল হেসে—]

বাদল ॥ হবে।

বৃ উজির ॥
বৃ বাদশা ॥ (একসঙ্গে) মার দিয়া কেল্লা।

[দু'জন নেচে নিলো একটু। তারপর তিনজন হাত ধরাধরি করে সামনে এসে কোরাসে ঘোষণা করলো]

বৃ বাদশা ॥ (একসঙ্গে) মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের কৌতুকপূর্ণ
বৃ উজির ॥ বাদল।। গীতিনাট্য আবু হোসেন বা হঠাৎ বাদশাই। বিকৃতি ও নির্দেশনা—বাদল সরকার।

প্রযোজনা—শতাব্দী। ইংরাজি তারিখ... খ্রিস্টাব্দ। স্থান... । সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকা...

বাদল ॥ (বাধা দিয়ে, ঘড়ি দেখে) না ছ'টা চল্লিশ।

বৃ বাদশা ॥
বৃ উজির ॥ (একসঙ্গে) ছয়টা বাজিয়া চল্লিশ মিনিট।

[অভিবাদন, প্রস্থান]

[মার্গসঙ্গীত এবং পটপরিবর্তন]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

আবু হোসেনের বাড়ি

[একদিকে বাদশা আর একদিকে বৃদ্ধ উজির বেরিয়ে এলো।]

বাদশা ॥ আবু হোসেন, প্রথম অঙ্ক।

বৃ উজির ॥ এই অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক।

বৃ বাদশা ॥ আবু হোসেনের বাটী, বাদশার কক্ষ, দরবার ও হারুণ-অল-রশীদের অন্তঃপুরসংলগ্ন উপবন।

[দু'জনে অভিবাদন করে চলে গেলো। পর্দা সরলো]

ইয়ারগণ ॥ গীত (সুর : চুনরি সামাল গোরী)

হরদম চালাতে পারো পরোয়া কারো নাই রে
ফালতু ঝামেলা ছাড়ো বোতল মারো ভাই
হায়রে হায়রে হায়রে হায়রে হায় রে
ছ্যারা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা
আয় রে ওরে ভাই রে নেচে যাইরে ঝমর ঝম
কারবার বহুৎ রংদার এবার নাচ ইয়ার
নাচ বেরাদার
নাচ ওরে হরদম
হায়রে হায়রে হায়রে হায়রে হায় রে

নর্তকীগণ ॥ গীত (সুর : সারেগামাপা)

সা রে গা মা পাপাপাপা পাপা পা এ কী নৃত্য রে
(আরে) *রোজ এ বাড়িতে ভূতের বাপের শেষকৃত্য রে*
ব্র্যান্ডি রাম চেখে যা
পেত্নীর নাচ দেখে যা
এমনি 'ফিরি'তে কোথাও পাবি নে মজা নিত্য রে।
আবু হোসেন খাঁ ক্ষুরে পেন্নাম যাই
গৌরী সেনের ছাঁ এমনটি আর নাই
হুইস্কি জিন বোতল ফাঁক
চিন্তা ভয় কোতল যাক
(আরে) *লিভারটা পচলেও ভরবে তো নিশ্চয় চিত্ত রে।*

১ম ইয়ার ॥ ব্র্যান্ডি লে আও।

২য় ইয়ার ॥ হুইস্কি লে আও।

৩য় ইয়ার ॥ কী বাহার, ক্যা মজাদার।

[আবুর মা'র প্রবেশ]

মা ॥ জানি গোল্লায় যাবি।
মদ কোথায় পাবি?
এই নে চাবি, বাক্স খালি।

আবু ॥ বলো কী মা, বাক্স খালি?
ইয়ার জমায়েৎ, এদের কী বলি?
আজ রাতটা মান রেখে কী করে চলি?
এই আংটি বাঁধা দাও,

দেখো—টাকা যদি পাও,
নইলে মাথা কাটা যায়, হায় হায় হায়!
বাক্স খালি
এমন মজার রাত্তির, মদ নেই যে ঢালি!

মা ॥ আজ যেন বাঁধা দিবি,
কাল কোথা টাকা পাবি?
এরপর ইয়ার আনবি, মদ আনবি,
আপনি খাবি, ওদের দিবি, কাজেই টাকা চাবি।
তার চেয়ে আজ বল—"ওরে ভাই,
আর আমার টাকা নাই,
যদি তোমাদের মদ চাই, তো টাকা দাও,
আমি আনতে যাই।"
ঘুচবে বালাই, এরা কী বলে বুঝবো তাই।

আবু ॥ আচ্ছা তাই বলছি।
যখন টাকা নাই, তখন সমঝে চলছি।

মা ॥ বেশ বেশ বেশ! বুঝলি শেষ!
কেউ টাকা দেবে না, তোর মতন তো বোকা না?

আবু ॥ মা, তুমি জানো না!
আমার দোস্তরা সব দানা।
আমার টাকা নাই, এখন ওরা দেবে খানা,
সরাব কতো আসবে তার নেই ঠিকানা!

মা ॥ বলে দেখ্, সব যাবে জানা।

[আবুর মা'র প্রস্থান]

ইয়ারগণ ॥ গীত
আবু হোসেন খাঁর ক্ষুরে পেন্নাম যাই
গৌরী সেনের ছাঁ এমনটি আর নাই
হুইস্কি জিন বোতল ফাঁক
চিন্তা ভয় কোতল যাক
লিভারটা পচলেও ভরবে তো নিশ্চয় চিত্ত রে।
সারে গামা পা পা পা পা পাপা পা এ কী নৃত্য রে!
রোজ এ বাড়িতে ভূতের বাপের শেষকৃত্য রে!
মদ লে আও! ব্র্যান্ডি লে আও! হুইস্কি লে আও!

আবু ॥ ওহে ভাই। আমার যা ছিল সব গেছে, এখন যদি মদ চাও তো,
আনতে হয় আংটি বেচে, পড়েছি ভারি প্যাঁচে!

১ম ইয়ার ॥ আরে যাও, ব্র্যান্ডি লে আও, ঠাট্টা রেখে দাও।

আবু ॥ না হে, ঠাট্টা নয়, তা হলে কি দেরি হয়? এতোক্ষণ বোতল আসতো
ঝাঁকে ঝাঁকে।
এমনি করে কি থাকে?
আমি তো এতোদিন চালিয়ে এলুম, তোমরা এখন চালাও,
টাকা দাও, মদ এনে দিচ্ছি, খাও।
কী হে, তুমি দেবে?

১ম ইয়ার ॥ আমার ভাই শূন্যি রেস্ত,
তবে তুমি দোস্ত, আসতে বলো—এসে খাই।
টাকা ছাড়তে হবে—এমন ইয়ারকির মুখে ছাই।

আবু ॥ তুমি কিছু ছাড়ো না ভাই!

২য় ইয়ার ॥ হাত বাড়ালে তো মস্ত।
আমি গেরস্ত, নাই রেস্ত ফেস্তো,
মদ আসতো, দু'ঢোক খেতুম—ব্যাস!

আবু ॥ তুমি কী বলো?

৩য় ইয়ার ॥ চলো হে চলো, ইয়ারকি ফুরোলো।
ওর বাড়ি, আমি টাকা ছাড়ি,
দোস্তগিরির মুখে ঝাঁটার বাড়ি!
চলো, দিই পাড়ি।

[ইয়ারগণের প্রস্থান]

১ম নর্তকী ॥ ওদের তাড়ালে না কি?

২য় নর্তকী ॥ ছি ছি, ওদের ডাকি।

আবু ॥ টাকা নেই, মদ নেই, ডাকবে কী?

২য় নর্তকী ॥ টাকা নেই? তবে আমরা কী পাবো?

আবু ॥ ভয় নেই—আমি দেবো, দেবো,
এবার যেদিন এদিক দে'যাবে, আমি ডেকে দেবো, তোমাদের টাকা
তোমরা কড়ায় গণ্ডায় পাবে!

২য় নর্তকী ॥ সে কী?

১ম নর্তকী ॥ দেখছো কী? ও দমবাজ, সব ফাঁকি।

২য় নর্তকী ॥ ওলো আয় আয়। কাজ নেই বকাবকি।

আবু॥ এতো দোস্তি, এতো মাখামাখি, একদিন দেরি সইলো না কি?

১ম নর্তকী॥ আর কি ঠকি?

[নর্তকীদের প্রস্থান]

আবু॥ ও মা! ও মা!

[মা'র প্রবেশ]

ও মা! বড়ো পেয়েছি ঘা।

আর না, দোস্তি-ফোস্তি সব ফাঁকি!

মা॥ তাই তো তোকে বলি,

এখন ঠকলি, তবে শিখলি,

ওরা মুখের-ইয়ার খালি।

আবু॥ গীত (সুর : দিলকো দেখো, চেহরা না দেখো)

সরল প্রাণে মোর ব্যথা লেগেছে

বুঝেছি শিখেছি ঠেকে (হায়)

চোখ ফুটেছে মোর বেইমানি দেখে

চোখ ফুটেছে মোর বেইমানি দেখে।

সময়ে সকলে দোস্তি দেখালি.

অসময়ে গেলি ভুলে,

খেয়ে দেয়ে তোরা দিব্যি পালালি

উপকারের শোধটি ভুলে।

আমি জানলাম এবার তোরা কেমন নচ্ছার

আর কোনোদিন আনবো না ডেকে (হায়)

চোখ ফুটেছে মোর বেইমানি দেখে

চোখ ফুটেছে মোর বেইমানি দেখে।

মা, এবার তবে কী করি?

কখনো তো করি নি চাকরি বাকরি?

আমার সংসার ভারি, কী বলো দেখি উপায় তারি?

মা॥ কিসের ভাবনা?

নগদ টাকা গেছে, জমি জমার আসবে খাজনা।

ঘরে বসে কর বাবুয়ানা,

পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খা না?

একটু ভাবিস্ না তুই, ফূর্তি কর্ ষোলো আনা,

তবে ওদের আর ঘরে ডাকিস না, ঐটে আমার মানা।

আবু॥ আবার? আমি কি তেমনি নচ্ছার?
এই নাক মোচড়া, কান মোচড়া, ওদের মুখ যদি দেখি আর।
বেইমানের কি আছে পার?
অ্যাদ্দিন খেলি যার, তার কি এই শুধলি ধার?
মা, সে ভাবনা নেই তোমার।

মা॥ বটে তো, বটে তো, বটে তো,
বুদ্ধি তো আছে তো ঘটে তো,
জেনেছো চিনেছো এক চোটে তো।

আবু॥ তবে কী জানো?

মা॥ ও আবার কী কথা আনো?

আবু॥ আমি একা পারি নে খেতে,
কারুর সঙ্গে কথা না কইলে আমার ঘুম হয় না রেতে।
তাই ভাবছি, আমি দাঁড়িয়ে থাকবো পথে, বিদেশী যাকে দেখবো যেতে,
এ শহরের নয়, এ শহরের পায়ে গড়!
বিদেশী যাকে দেখবো যেতে, নিয়ে আসবো সাথে।
ধুমধাম করবো না, যা জোটে তাই দেবো পাতে।

মা॥ ক্ষতি নাই তাতে।

আবু॥ তবে যাই, পথে গিয়ে দাঁড়াই, যদি কাকেও পাই।

মা॥ দেখো, আর জুটিও না ও সব বালাই!

আবু॥ আর বেইমানদের মুখ চাই?

[প্রস্থান]

মা॥ (দর্শকদের) যদ্দিন থাকি, ঘরদোর সব পরিষ্কার রাখি। খরচ করে বেজায়, দু'হাতে ওড়ায় যা পায়, বাড়াবাড়িটা চেপে যায়, তা হলে ওকে কে পায়? স্বচ্ছন্দে বসে খা না কেন, পা দিয়ে পায়ে।

[আবু ও ছদ্মবেশী হারুণ-অল-রশীদের প্রবেশ]

আবু॥ মা, মা! চাই যা ঘর থেকে বেরুতেই তা!
বহুৎ দানাদার মিলা মুসাফির!

মা॥ আরে কাঁহা মুসাফির? আরে ক্যায়সা মুসাফির?

আবু॥ হিঁয়া দানাদার দেখো মুসাফির।

হারুণ॥ দৌলতখানামে ম্যয় হাজির হুঁ
ম্যয় নোয়াওকে শির।

মা॥ আমীরকা বাচ্ছা, আদমি আচ্ছা, বহুৎ সাঁচ্চা, উমের কাঁচ্চা।

আবু ॥ যব ভি বাহার গিয়া, মতলব সে চুন লিয়া।
মা ॥ গরিবখানামে জেরা আইয়ে মিঞা।
হারুণ ॥ এ আমীরকা ঘর মেরা লাগতা ফিকির।
মা ॥ বহুৎ মিঠাবাৎ শিখা হ্যায়, করতা জাহির।
আবু ॥ মা, আমি খানিকক্ষণ করি জান পহ্‌চানা,
তুমি বানাও খানা।
মা ॥ খানা তো তৈরি।
আবু ॥ কী কী কী—পেকিয়েছো কী কী?
মা ॥ বেশ তোফা সরু বালাম,
আর প্যাঁজ দিয়ে মুরগির ছালাম।
আবু ॥ বেশ! বেশ! বেশ!
মা ॥ আর বড়ো বড়ো গুগলির ভর্তা,
আর ব্যায়গুনকা কোপ্তা,
গুঁড়ো মছলির কাবাব,
আর এনেছিলাম বকরির ক্ষুর এক পাব, তার চাটনি পেকিয়েছি।
আবু ॥ তোফা তোফা তোফা! তবে নিয়ে এসো।
মা ॥ তোমরা মেঝেয় গিয়ে বোসো।

[প্রস্থান]

আবু ॥ আসুন, বসুন সদাগর। এ আপনার ঘর।
আপনার চাকর বসুক ফাঁকে,
ডেকে মাকে দু' ডিশ দিচ্ছি তাকে।
খাবো খালি খালি?
কী বলো সদাগর, একটু সরাব ঢালি?
দু' বোতল লুকোনো ছিল, একটু ঢালা যাক্‌,
কী বলো, কী বলো?
হারুণ ॥ সে তো আচ্ছাই হলো, সে তো আচ্ছাই হলো। এ দোস্তি হরদিন থাকবে তো?
আবু ॥ না ভাই, আজ রাত্তিরের মতো।
আমি বড্ডো দাগা পেয়েছি
এবার ঠেকে শিখে হয়েছি পোক্ত,
দিব্যি করেছি শক্ত,
একদিনের বেশি আর কারো সঙ্গে মিশবো না,
আমার মায়েরও মানা।

হারুণ॥ তাই তো, তাই তো, এমন দাগা কে দিলো?

আবু॥ সে সব বন্ধু ছিল,
খেলো দেলো ফুর্তি করলো,
যেই আমার টাকা ফুরোলো—সব কেটে পড়লো।

[খাবার নিয়ে মা'র প্রবেশ]

মা॥ এই খাও, মোটা করে দু'গরাস নাও।
আগে একটু মুখে দাও মছলির কাবাব,
তারপর যতো পারো খাও সরাব।

আবু॥ মা, তুমি যাও বাইরে।
এক গোলাম বসে, তারে কিছু দাও।

[মা'র প্রস্থান]

হারুণ॥ আহা হা, বড়ো ভালো খানা।

আবু॥ আমার মায়ের রান্না।
এ শহরে এমনটি আর পাবেন না।

হারুণ॥ আচ্ছা ভাই, তুমি কি সত্যিই আর বন্ধুত্ব করবে না?

আবু॥ নাঃ, প্রাণে বড্ডো পেয়েছি ঘা।
আমার বাপ মরেছিলো হার্টের রোগে,
আমি ভাই চান্স নেবো না!

হারুণ॥ তুমি যে ভাই এতো যত্ন করলে, খাওয়ালে দাওয়ালে—

আবু॥ দেখছি তুমি বড়ো আচ্ছা মানুষ। যদি দিব্যি না খেতুম, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতুম।

হারুণ॥ সে ভাই আমার কপাল। কিন্তু মোফৎ তুমি এতো খাতির করলে, তোমার যদি কিছু উপকার করতে পারতুম তো করতুম।

আবু॥ আমার আর কী উপকার করবে? মা আর ছাঁয়, যা আছে তাতে চলে যায়। রোজ একজন করে অতিথ্ আনবো ধরে, খানিক রাত কেটে যাবে মজা মেরে, তারপর দিনকতক গেলে, চলে যাব মক্কায়।

হারুণ॥ তোমার কি কোনো সাধ নেই?

আবু॥ একরকম নাই বই কী, নাই,
তবে কী জানো? আমার বড়ো উঁচু খাঁই।
একদিন যদি বাদশাইটা পাই, তো হুকুম চালাই।
কেমন বদমায়েস ইমাম, বুঝে নিই তাই।

হারুণ॥ কোন্ ইমাম? কোথায় থাকে?

আবু ॥ ঐ যে দরিয়ার বাঁকে, দরগা রাখে,
যে যায় তারে ডাকে, আর ফাঁকি দেয় যাকে তাকে। একবার মাকে ঠকিয়ে দু' টাকা নিয়েছিলো, পেলে একবার, কোড়ার চোটে ঘোরাই পাকে পাকে। বলি—"কেমন, এখন হোলো?"

হারুণ ॥ কার অদৃষ্টে কী আছে, কে জানে বলো?
হয় তো লেগে গেলো—

আবু ॥ আর ঠাট্টা কেন? একটু মদ ঢালো,
খেয়ে ঘুমোই গে চলো।
[হারুণ ঢেলে আবুর গেলাসে লুকিয়ে আফিঙের গুঁড়ো ঢাললো। আবু দেখে ফেললো।]

আবু ॥ ওটা কী মেশালে?

হারুণ ॥ অ্যাঁ? এই একটু হজমি গুঁড়ো, খেলে ভালো হজম হয়, ঘুম হয়। দেখবে নাকি খেয়ে?

আবু ॥ না না, সবটাই তো ঢাললে, তুমি কী খাবে?

হারুণ ॥ আমার আরো আছে, আরো আছে—
[পকেট হাতড়াতে লাগলো]

আবু ॥ না থাক, ও তুমিই খাও। আমার হজম ঘুম এমনিতেই পাক্কা।
[গেলাস নিতে হাত বাড়ালো]

হারুণ ॥ (হঠাৎ অন্যদিকে আঙুল দেখিয়ে) আরে, দেখো দেখো!

আবু ॥ (ওদিকে তাকিয়ে) কী?

হারুণ ॥ ঐ যে, দেখতে পাচ্ছো না?
[এর মধ্যে গেলাস বদল করে দিলো]

আবু ॥ কী দেখবো?

হারুণ ॥ ঐ যে জানলা দিয়ে চাঁদের আলো পড়েছে ঘরে? দেখছো না?

আবু ॥ হ্যাঁ। তো কী? ও তো প্রায়ই দেখি, চাঁদ থাকলেই দেখি।

হারুণ ॥ ওটা কোন দিক?

আবু ॥ পুবদিক।

হারুণ ॥ ব্যস, লেগে গেলো, আর দেখতে হবে না।

আবু ॥ কী লেগে গেলো?

হারুণ ॥ পুব দিকের জানলা দিয়ে যদি চাঁদের আলো আসে,
আর কোনো বিদেশী থাকে তোমার পাশে,
আর সেই বিদেশীর মাথায় যদি থাকে টাক,
তবে চিচিং ফাঁক। মনের ইচ্ছে পূর্ণ হবেই হবে।

আবু ॥ তোমার মাথায় টাক থাকলে তো তবে?

হারুণ ॥ (টুপি খুলে) এই দ্যাখো!

আবু ॥ (হো হো করে হেসে) আরে বাহবা বাহবা! দাও ভাই গেলাস দাও।

হারুণ ॥ এই নাও, এই নাও।

আবু ॥ মনের ইচ্ছে মনেই থাক, গেলাস তো মারা যাক?
আজ রাত বহুৎ মজাদার।

[দু'জনে চুমুক দিলো। আবু ও হারুণ গান ধরলো]

গীত (সুর : আপকো পহেলে ভি কঁহি দেখা হ্যায়)

আজকা ইয়ে রাত হ্যায় বহুৎ মজাদার
আরাম করো সরাব ধরো দোস্ত আমার
ফূর্তি জব্বর দুঃখ কাবাব চিন্তা কাবার
তুম্‌ বুড়া, ম্যায় ছোঁড়া।
আমরা খাবো দাবো আর পিঠ চাপড়াবো
আমরা গান বানাবো আর ঢোল বাজাবো।
মজার রাত্তির হ্যায় ভাই
কোনো চিন্তা তো নাই
দু'জন বন্ধু মিলে এসো মজলিস বানাই।
আজকা ইয়ে...

হারুণ ॥ তুমি বাদশা হবে

আবু ॥ ভাই কবে কবে?

হারুণ ॥ পুবদিকে যবে
চাঁদের আলো রবে,

আবু ॥ তুমি বিদেশী ভাই

হারুণ ॥ মাথায় টাক হ্যায় চেকনাই,
তবে কে ঠেকাবে বলো তোমার বাদশাই।

দুজনে ॥ আজকা ইয়ে রাত...

[শেষের দিকে আবুব গলা জড়িয়ে এলো]

আবু ॥ বহুৎ আচ্ছা
তুম্‌ বড়া আদমি সাঁচ্চা
এ গেলাস বড়া মজাদার
ঘুম আসছে আমার।
এখানেই শুই, উঠতে পারি নে আর।

[শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো]

হারুণ ॥ এই! শোনো!

[গোলামের প্রবেশ]

গোলাম ॥ হাজের বান্দা!

হারুণ ॥ একে তোলো।

গোলাম ॥ (আবুকে ধাক্কা দিয়ে) এই যে! উঠে পড়ুন উঠে পড়ুন!

হারুণ ॥ (ধমকে) ওটা কী হচ্ছে?

গোলাম ॥ হুজুর যে বল্লেন তুলতে?

হারুণ ॥ তুলে নিয়ে চলো। ও ঘুমোক।

গোলাম ॥ যো হুকুম রসুল।

[তোলবার চেষ্টা করে]

হুজুর, বড়ো ওজন। ওর মাকে ডাকবো, একটু হাত লাগাবে?

হারুণ ॥ মাকে ডাকলে নিয়ে যেতে দেবে, বুদ্ধু কোথাকার?

গোলাম ॥ হুজুর আমার মা হলে দিতো। আমায় কেউ নিয়ে যায়নি সেইটাই মায়ের দুঃখ ছিল।

হারুণ ॥ বাজে কথা বেখে তোলো তো।

[গোলাম চেষ্টা করতে লাগলো]

দাঁড়াও, আমি হাত লাগাই, আর কী করবো। দেখি, ছাড়ো।

গোলাম ॥ হুজুর যদি ঠ্যাং দুটো ধরেন—

হারুণ ॥ আমি ঠ্যাং ধরবো, আর তুমি মুড়ো ধববে? বটে?

গোলাম ॥ গোস্তাকি মাপ হয় হুজুর। ঠ্যাঙের ওজনটা কম ছিল বলে বলছিলাম।

হারুণ ॥ বলছো?

গোলাম ॥ সচরাচর তাই হয় হুজুর। এক যদি ওর মাথায় কিছু না থাকে—

হারুণ ॥ ঠিক আছে। তোলো।

[হারুণ ঠ্যাং ধরলো। দু'জনে বের করলো আবুকে]

[মার্গসঙ্গীত ও পটপরিবর্তন]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[বাদশার কক্ষ। আবু হোসেন নিদ্রিত। হারুণ ও উজিরের প্রবেশ]

হারুণ ॥ শোনো উজির, আজ আমি এক তামাসা করবো।

উজির ॥ জী হুজুর, আমি সবাইকে হাসতে বলে রাখবো।

হারণ ॥ ঠিক এই ভয়টাই করছিলাম।

উজির ॥ হুজুর?

হারুণ ॥ এ তামাসা হাসলেই মাটি।

উজির ॥ বুঝেছি হুজুর। গম্ভীর তামাসা। সিরিও-কমিক।

হারুণ ॥ বেশি বিদ্যে না ফলিয়ে শোনো। ঐ যাকে এনেছি, ও বড়ো মজার লোক।

উজির ॥ জী হুজুর। বেশ মজাদার ঘুমোচ্ছে।

হারুণ ॥ ও একদিন বাদশাই চায়, আমি ওর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবো। ও জাগলে বাদশা বলে ওকে সেলাম দেবে, সকলকে শিখিয়ে দাও। কেউ যেন না হাসে।

উজির ॥ আর বলতে হবে না হুজুর, ট্র্যাজি-কমেডি—বুঝে নিয়েছি।

হারুণ ॥ আমি সরাবের সঙ্গে আফিঙের গুঁড়ো দিয়েছি; তাইতে ঘুমোচ্ছে, এখুনি উঠবে।

উজির ॥ আফিং দিলেন? এল্ এস্ ডি-টা ভালো ছিল।

হারুণ ॥ দেখো উজির, আধুনিক হবে হও, বাড়াবাড়িটা কোরো না।

উজির ॥ না হুজুর।

হারুণ ॥ এসো, আমরা অন্তরাল হতে দেখি।

উজির ॥ হ্যাঁ হুজুর।

[ওদের প্রস্থান। বৈতালিক, রোশেনা ও সখীর প্রবেশ।]

বৈতালিক ॥ গীত (ভৈরবী)

পাখি সব করে রব ফজর হইল গো
বাগিচায় গুলিচা-কলি সকলি ফুটিল গো।
রাখাল উটের পাল লয়ে যায় মাঠেতে
ছাওয়ালেরা দেয় মন নিজ নিজ পাঠেতে।
জাঁহাপনা খেয়ে খানা পরো রাজবেশ গো
বাদশাহী কাজে মন করহ নিবেশ গো।

[বৈতালিকদের প্রস্থান]

আবু ॥ ও মা, শিগগির এসো—আমার কাছে বোসো, আমায় পরীতে উড়িয়ে নিয়ে যায়! দেখছি তো নিয়ে এসেছে। কী হবে? হায় হায় হায়।

রোশেনা ও সখী ॥ গীত (সুর : আমি যে জলসাঘরে)

প্রভাতে গাও সবে ঘুম-ভাঙানিয়া গান
রজনী ভোর হোলো যে গা তোলো হে
বাদশা-মহান।
প্রভাতে গাও...

আবু ॥ ঘুমের ঘোর এখনো ছাড়েনি। এমন স্বপ্নও আর কখনো দেখিনি। আর খানিক ঘুমোই।

রোশেনা ও সখী ॥ গীত

(সুর : আয়েগা আয়েগা)

জেগেছে জেগেছে জেগেছে, জেগেছে জাঁহাপনা

জেগেছে জেগেছে জেগেছে।

আবু ॥ আহা মরি মরি। স্বপ্নের যেমন চেহারা, তেমনি ঘর, তেমনি গান, স্বপ্নটা যদি সত্যি হোতো, আর সত্যিটা স্বপ্ন, তাহলে মজা মেরে দিয়েছিলুম আর কী।

[মশুরের প্রবেশ]

মশুর ॥ জাঁহাপনা! গা তুলুন। প্রভাত হয়েছে। গা তুলুন জাঁহাপনা।

আবু ॥ স্বপ্নে তো সব দেখছি, জাঁহাপনা কোথায়?

মশুর ॥ বাদশানন্দ। আর বিলম্ব করবেন না, দরবারের সময় হয়ে এলো। সভায় আমীর ওমরা সব এসে উপস্থিত হয়েছেন।

আবু ॥ ইস্, এখনো গাঢ় নিদ্রা, সেই স্বপ্ন।

মশুর ॥ বাদশানন্দ, গাত্রোত্থান করুন।

আবু ॥ তাই তো, হায় হায়! সর্বনাশ হোলো। সত্যিই আমাকে জিনিতে উড়িয়ে এনেছে। এই যে, এই যে সব পরী। এ নির্ঘাৎ পরীস্থান। আর ইনি কে বাবা? কালাদেও? গরিবের বাছা—গেলুম! দোহাই বাবা কালাদেও, আমার গর্দান নিও না বাবা! আমায় বাড়ি রেখে এসো, আমি এক জোড়া উট দেবো।

মশুর ॥ জাঁহাপনা, এ কী নতুন কৌতুক করছেন?

আবু ॥ বাবা কালাদেও! সাফ কথা বলো, ব্যাপারটা কী বাবা? মদ খেয়ে বাবা ঢের ঢের ঘুমিয়েছি, এমন ঘুম ঘুমোইনি, এমন স্বপ্নও কখনো দেখিনি।

মশুর ॥ জাঁহাপনা, গোলামের প্রতি কী আজ্ঞা হয়?

আবু ॥ বাবা কালাদানা, তোমাদের দেশে কি জাঁহাপনা বলে জবাই করে?

মশুর ॥ জনাব, এ কী আজ্ঞা করছেন?

আবু ॥ হ্যাঁ বাবা কালাদানা, এ কি—জবাই করবেই?

মশুর ॥ জনাব! যদি অধীনকে কৌতুক করা আপনার অভিপ্রায় হয়—

আবু ॥ জনাব! যদি অধীনকে কাবাব করা আপনার অভিপ্রায় হয় তো অনুগ্রহ করে একবার মা'র সঙ্গে দেখা করিয়ে আনুন।

মশুর ॥ অধীনের প্রতি এরূপ বিড়ম্বনা?

আবু॥ কালাদানা, ঠিক আজ্ঞা করেছেন, আর অধিক বিড়ম্বনা কেন? বাবা, দোহাই কালাদানা, মোষ পাঁঠা ছাগল ভেড়া উট হাতি—যা চাও বাবা, আমি বাড়িঘরদোর বেচে দেবো, আমায় ছেড়ে দাও। বলি বাবা, কথা কচ্ছো না যে?

মশুর॥ জনাব!

আবু॥ বাবা কালাদানা, তুমি জনাব, জাঁহাপনা প্রভৃতি বচন ছাড়ো। দু'টো একটা গালমন্দ করো, আমি ধাত পাই। গলায় তো ছুরি দেবেই, তো সাদারকম ছুরি দাও, জনাবি ছুরি ছেড়ে দাও। কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে কেন? ওগো পরীরা, তোমাদের পায়ে পড়ি, যা হয় কৃপা করে একটা রকম হুকুম হোক! মোষ পাঁঠা নিয়ে কি ছাড়বে? না, নেহাত জবাই করবে?

রোশেনা॥ খামিন! কী রকম আজ্ঞা করছেন?

আবু॥ আর রকম কী! প্রাণের দায়ে চ্যাঁচাচ্ছি।

মশুর॥ হুজুর, পরিহাস পরিত্যাগ করতে আজ্ঞা হয়, সভাস্থ সকলেই অপেক্ষা করছেন।

আবু॥ না, এ স্বপ্ন বটে, এখনো ঘোর ভাঙেনি।

মশুর॥ জাঁহাপনা, কী আজ্ঞা হয়?

আবু॥ আমি নেহাৎ জাঁহাপনা? ঘুমিয়ে কি জেগে, বাবা দেখি দাঁড়াও। স্বপ্ন হয় তাও বুঝতে পারবো, আর স্বপ্ন না হয়, তোমার দাঁতের ধারটাও মালুম হবে। এসো এসো, কান থেকে এক গরাস নাও। এসো কামড়াও, কামড়াও—

মশুর॥ কী বলছেন জাঁহাপনা?

আবু॥ বলি আমি তো জাঁহাপনা? আমার কথা রেখে এক কামড় কামড়ে দেখো, পান্নাজান না নীলপরী, তুমিও এপাশ থেকে একটা ছোবল দাও।

রোশেনা॥ আজ্ঞে?

আবু॥ আর আজ্ঞে না—এসো এসো। আমি ভাবটা বুঝি।

[রোশেনা কান কামড়ালো]

ও হো হো, ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো! এক রকম বোঝা গেলো—
স্বপ্ন যদি হয়, খুব দাঁতালো স্বপ্ন বটে।

[উজিরের প্রবেশ]

উজির॥ জাঁহাপনা, সকলে অপেক্ষা করছে।

আবু ॥ এ আবার কী মূর্তি বাবা! ওহে ফর্সাদেও, কালাদেওকে তো সাধাসাধি করলুম, কিছু বললো না, তুমি কিছু ব্যক্ত করবে? জবাই করো আর যা করো বাবা, সাদা প্রাণে আর ধোঁকা দিও না, একটা স্পষ্ট কথা বলে ফেলো। আমি আবু হোসেন, আমায় জনাব, খামিন, জাঁহাপনা—এসব বাক্যি কেন? আর এ বাদশার ঘরে ফেলে এতো কুর্নিশের কারণটা কী? বাবা, দেও ছেড়ে দিয়েছো। পরী ছেড়ে দিয়েছো—

উজির ॥ সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর!

আবু ॥ অ্যাঁ?

উজির ॥ দুর্জনদমন। সুজনপালন!

আবু ॥ ওরে বাবা!

উজির ॥ ধর্মের সেনাপতি!

আবু ॥ খেয়েছে!

উজির ॥ অধীনের সহিত আজ এ কী রূপ কৌতুক?

আবু ॥ আচ্ছা বাবা আচ্ছা, খুব তো ছড়া আওড়ালে। যা থাকে কুলকপালে, আমি একচাল চেলে নিই। স্বপ্নই হোক আর সত্যিই হোক, একবার বাদশাইগিরি চালি, তুমি তো উজির?

উজির ॥ জনাব বান্দা হাজির।

আবু ॥ চলো, দরবারে চলো। পান্নাজান, নীলপরী, চললাম। তোমাদের সঙ্গে আর বোধহয় দেখা হবে না—

রোশেনা ॥ খামিন, আমরা আপনার অপেক্ষাতেই থাকবো।

আবু ॥ তা থাকতে পারো, কিন্তু ওদিকে দরবারে কারা যে ছুরি হাতে আমার অপেক্ষায় আছে, তা তো এক্ষুনি বলা যাচ্ছে না?

উজির ॥ জাঁহাপনা—

আবু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, এই যে জাঁহাপনা যাচ্ছে। চলো।

[মার্গসঙ্গীত ও পটপরিবর্তন]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[দরবার। সভাসদ, দু'জন রক্ষী, ছয়জন বিচার প্রার্থী]

সভাসদ ॥ তোমরা গোলমাল কোরো না, বাদশানন্দ এসে এখনি তোমাদের বিচার করবেন।

[বৈতালিকদ্বয়ের প্রবেশ]

বৈতালিকগণ॥ গীত (সুর : রামাইয়া বস্তা ভাইয়া)

জাঁহাপনা আসছে হিঁয়া
সবাই থাকো চুপ করিয়া
নয় তো যাবে গর্দানিয়া
নয় তো যাবে গর্দানিয়া।
আমীর-উল-মুলক, ফরজন্দ-ই-দিলবন্দ
আমীর-উল-উমরা-ই-ফরজন্দ আর্জুমন্দ
জাঁহাপনা এলেন বলে
চুপটি থাকো তা না হলে
মুণ্ডুখানা যাবেই চলে
মুণ্ডুখানা যাবেই চলে।

[আবু হোসেন ও উজিরের প্রবেশ]

আবু॥ উজির, বাঁকের দরগার ইমামকে ধরে নিয়ে আসতে বলো।

উজির॥ এই! বাঁকের দরগার ইমামকে বেঁধে নিয়ে আসতে বলো।

রক্ষী দু'জন॥ (চেঁচিয়ে) এই! দু'জন যা। বাঁকের দরগার ইমামকে বেঁধে মারতে মারতে নিয়ে আয়।

সভাসদ॥ ধর্মাবতার! এই দু'জনের আর্জি শুনতে আজ্ঞা হয়। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কিছুই স্থির করতে পারছি না। হুজুর যেরূপ হয় বিচার করুন।

আবু॥ কী আর্জি শুনি।

১ম লোক॥ ধর্মাবতার, এ আমার চাকর ছিল। বাক্স ভেঙে যথাসর্বস্ব চুরি করে নিয়ে পালায়। আজ সকালে আমি একে এই শহরে ধরেছি।

২য় লোক॥ ধর্মাবতার, এই বেইমানের কথা শুনবেন না! এ আমার চাকর ছিল, যথাসর্বস্ব ভেঙে নিয়ে গেছিলো। আজ একে আমি ধরেছি।

আবু॥ বটে! জল্লাদকে ডাকো।

রক্ষিগণ॥ জল্লাদকে ডাকো।

জল্লাদ॥ জাঁহাপনা হাজির!

আবু॥ এদের দু'জনকে গর্দান নিচু করে দাঁড় করাও।

[তাই করা হোলো। জল্লাদ ওদের পেছনে।]

ঐ চাকর বেটার মাথা কাটো!

১ম লোক॥ আজ্ঞে, আমি নই!

আবু॥ আমার বিচারে তুমি চাকর। উজির একে কারাগারে দিও। আর এর যা টাকাকড়ি আছে, নিয়ে ওকে দাও।

[রক্ষীরা ওদের বাইরে নিয়ে গেলো, আবার ফিরে এসে দাঁড়ালো। জল্লাদও চলে গেছে।]

সভাসদ॥ ধর্মাবতার, আর এক আর্জি। এই লোকটা বলছে—ও মক্কায় যাবার সময়ে যথাসর্বস্ব বেচে দু'হাজার আসরফি ওর এই বন্ধুটির কাছে রেখে যায়। ফিরে এসে চাওয়াতে বন্ধু বলছে, সে কী কথা? আমি তোমার কাছে আসরফি রেখে মক্কায় গেছিলাম, তুমি আমার সেই আসরফি দাও।

আবু॥ কেমন, তুমি আসরফি রেখেছিলে?

৩য় লোক॥ হ্যাঁ ধর্মাবতার।

আবু॥ তোমার কী কথা?

৪র্থ লোক॥ আজ্ঞে ধর্মাবতার, ওর মিছে কথা, আমিই আসরফি রেখে মক্কায় যাই।

আবু॥ তোমাদের কার কী আছে?

৩য় লোক॥ আজ্ঞে ধর্মাবতার। আমি মক্কা থেকে আসছি, আমার আর কী আছে?

আবু॥ তোমার কী আছে?

৪র্থ লোক॥ আজ্ঞে ধর্মাবতার, কী থাকবে, আমি তো মক্কা থেকে আসছি।

আবু॥ হুম।—উজির, এদের দু'জনকে নিয়ে গর্দান নাও।

৩য় লোক, ৪র্থ লোক॥ (একসঙ্গে) হুজুর?

আবু॥ কিন্তু এর ভিতর কেউ যদি পাঁচশো আসরফি দিতে পারে, তাকে মাপ করো।

৩য় লোক॥ হায় আল্লা আমি ধনেপ্রাণে গেলুম।

৪র্থ লোক॥ আজ্ঞে ধর্মাবতার, আমি পাঁচশো আসরফি দেবো, আমার গর্দান মাপ হয়।

আবু॥ উজির; যদি দু'হাজার আসরফি এই লোকটা দেয়, তবে সেই আসরফি ওকে দিও। আর একে ছ'মাস কয়েদ। যদি না দেয়, তবে গর্দান।

৪র্থ লোক॥ হায় আল্লা, আমি ধনেপ্রাণে গেলুম।

[রক্ষীরা ওদের বাইরে নিয়ে গেলো]

সভাসদ॥ হুজুর। এই একটা উদ্ভট নালিশ। এই লোকটা হোটেলওয়ালা—কাবাব কোপ্তা, তন্দুরি রুটি ইত্যাদি বেচে।

আবু॥ ক্যাপিটালিস্ট।

সভাসদ॥ হুজুর?

আবু ॥ কতো বড়ো হোটেল? কোন পাড়ায়?

সভাসদ ॥ আজ্ঞে বাজারে, ছোট হোটেল।

আবু ॥ বুঝেছি। পেটি বুর্জোয়া।

সভাসদ ॥ জনাব?

আবু ॥ ও তুমি বুঝবে না। কেসটা কী বলো।

সভাসদ ॥ এই লোকটি একজন গরিব লোক, মুটেগিরি করে খায়।

আবু ॥ প্রোলিটারিয়েট।

সভাসদ ॥ আজ্ঞে?

আবু ॥ সর্বহারা। তারপর?

সভাসদ ॥ হোটেলের উনুনটা রাস্তার পাশে। দুপুরবেলা হোটেলওয়ালা উনুনে রোগন জোশ বানাচ্ছিলো।

আবু ॥ কী বললে? রোগন জোশ?

সভাসদ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবু ॥ (হোটেলওয়ালাকে) রোগন জোশ?

হোটেলওয়ালা ॥ হ্যাঁ ধর্মাবতার, রোগন জোশ।

আবু ॥ উজির, আমার দুপুরের খানায় রোগন জোশ দিতে বোলো।

উজির ॥ (রক্ষীদের) জাঁহাপনার লাঞ্চে রোগন জোশ আর শিককাবাব।

রক্ষীরা ॥ (চেঁচিয়ে) জাঁহাপনার লাঞ্চে রোগন জোশ, শিককাবাব আর মোরগ মুসল্লম।

আবু ॥ হ্যাঁ, বলো, রোগন জোশ রাঁধছে।

সভাসদ ॥ এই মুটেটির দু'টো রুটি ছিল শুধু। সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে দেখে রুটি দু'টো হাঁড়ির উপর ধরেছে, যাতে রোগন জোশের গন্ধ একটু রুটিতে লেগে যায়।

আবু ॥ লেগেছিলো গন্ধ?

মুটে ॥ হ্যাঁ হুজুর, লেগেছিলো।

হোটেলওয়ালা ॥ এইটাই আমার নালিশ ধর্মাবতার। গন্ধের দাম দেয়নি ব্যাটা।

আবু ॥ আচ্ছা! উঁহু, কাজটা অন্যায় করেছো বাছা।

মুটে ॥ হুজুর গন্ধের আবার দাম কী?

আবু ॥ না না, দাম আছে বৈ কী? রোগন জোশ বলে কথা। (ভেবে) এই উজির, দু'টো টাকা দাও তো।

[উজির এক টাকার দু'টো নোট বের করলো]

না না, রুপোর টাকা।

উজির ॥ পাওয়া যায় না হুজুর আজকাল।

আবু ॥ আধুলি আছে? কি কোনো খুচরো পয়সা?

[উজির খুচরো পয়সা কিছু দিলো]

এদিকে এসো তো, এগুলো হাতে নাও।

[মুটে নিলো]

ওর কানের কাছে নিয়ে যাও। হ্যাঁ, এবার বাজাও। (হোটেলওয়ালাকে) কী হে? কোনো আওয়াজ পাচ্ছো?

হোটেলওয়ালা ॥ হ্যাঁ হুজুর।

আবু ॥ কিসের আওয়াজ বলো তো?

হোটেলওয়ালা ॥ পয়সার আওয়াজ।

আবু ॥ অ্যাই! পেয়ে গেলে দাম। গন্ধের দাম পয়সার আওয়াজ! যাও নিয়ে যাও এদের।

উজির ॥ পয়সাটা দিয়ে যেও।

[মুটে পয়সা ফিরিয়ে দিলো। রক্ষীরা ওদের বাইরে রেখে ইমামকে নিয়ে এলো।]

ইমাম ॥ দোহাই হুজুরের দোহাই হুজুরের, আমি ফকির, আমি চোর নই! আমি—

আবু ॥ একে পঁচিশ কোড়া লাগাও!

ইমাম ॥ দোহাই হুজুরের দোহাই হুজুরের—

[ওকে নিয়ে যাওয়া হলো]

আবু ॥ আর কিছু আছে?

সভাসদ ॥ না হুজুর, বাকি লাঞ্চের পর আসতে বলেছি।

আবু ॥ ভালো করেছো। (উঠলো)

উজির ॥ জাঁহাপনা, এক মিনিট, বৈতালিকদের গানটা বাকি।

বৈতালিকগণ ॥ গীত (সুর : ছোটিসি পন্‌ছি)

বাদশার বিচার চিনে রেখো বাপু হে,
সুজনের পালন দুর্জন কাবু হে
সাদাপথে সুখে থেকো খেয়ে দুধসাবু হে
খেয়ে দুধ-সাবু হে, খেয়ে দুধ-সাবু।
যাহা যাহা বলেন রাজা তাহা তাহা মেনো হে
নহিলে গর্দানা যাবে এইটি পাকা জেনো হে
ভালো হয়ে থেকো ভয় তবে রবে না

সিধেপথে থেকো জোচ্চুরি সবে না
ন্যাকা সেজে পার পাবে না।

আবু॥ সভা ভঙ্গ হোক।

[মার্গসঙ্গীত ও পটপরিবর্তন]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

[উপবন। রোশেনা ও সখী]

সখী॥ গীত (সুর : ছোটিসি মুলাকাৎ)
নকল এ বাদশাটি বড়ো মনোহর,
মনে হয় তোর প্রেমে পড়িবে সত্বর।

রোশেনা॥ *মর মর পোড়ারমুখী, মর মর মর।*

সখী॥ *নকল এ বাদশাটি বড়ো মনোহর,*
মনে হয় তোর সাথে মানাবে সুন্দর।

রোশেনা॥ *মর মর পোড়ারমুখী, মর মর মর।*
[সখী ঠোঁটে আঙুল দিলো। আবু হোসেনের প্রবেশ। ওরা কুর্নিশ করলো।]

আবু॥ এই যে, নীলপরী, পান্নাজান। আবার দেখা হোলো তা হলে?

সখী॥ বসতে আজ্ঞা হোক জাঁহাপনা। আমি সরাব নিয়ে আসি।

রোশেনা॥ আমি আনছি।

সখী॥ না না তুই বোস, আমি আনছি।

[সখী চলে গেলো।]

আবু॥ সুন্দরী, তুমি কে? মানুষ, না সত্যি সত্যি পরীস্থানের পরী?

রোশেনা॥ জাঁহাপনা, আমি আপনার বাঁদী।

আবু॥ তুমি—সিধে কথা বলছি, কিছু মনে কোরো না, তুমি আমার হৃদয়েশ্বরী।
গীত
(সুর : আদমি হুঁ আদমিকে)
সকাল থেকে তোমায় দেখে প্যার করতা হুঁ
প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়ে হম তো মরতা হুঁ
ডুরুডু ডুরুড্ডু ডুরুডু ডুরুড্ডু ডুরুডু ডুরুড্ডু ডু

স্বপ্নে ভেসে গেলাম ফেঁসে দিল তো টুটতা হ্যায়
প্রেমের আঁচে কলজেটা যে টগবগ্ ফুটতা হ্যায়
তোমায় ছেড়ে পাদমেকং নহীঁ নড়তা হুঁ
প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়ে হম তো মরতা হুঁ

রোশেনা॥ (সুর : গুলাবী আঁখে)
ও রকম করে বোলো না মোরে আমি যে ফেঁসে যাবো গো
প্রেমসাগরে পিছলে পড়ে নাকানি চোবানি খাবো গো।
একলা আছি, একলা বাঁচি।
একলা ঘুরে ফিরে হাসি নাচি,
তোমাব সাথে কেন দেখা হোলো এ রাতে
কেন এলে তুমি ক্ষ্যাপাতে
কেন কথা বলো ডোবাতে
বলবে যতো ভুলবো ততো শুনতে আরো চা'বো গো
ভালোবাসিয়ে যাবে ভাসিয়ে
তোমাকে কোথায় পাবে গো।

আবু॥ (সুর : মেরী স্বপ্নকী রানি)
তুমি স্বপ্নের রানি মোর জানো না কী
আমি তোমাকে কি দিতে পারি কভু ফাঁকি
মোর প্রাণটার কিছু আর নেই বাকি—

সখী॥ *আহা রে! ও বাছা রে!*

আবু॥ *আমি তোমারই তুমি আমারই*
ফেলতে কি পারি তোমারে
মোর হৃদয়ে প্রেমের চিল ছোঁ মারে
তুমি স্বপ্নের রানি মোর জানো না কি
আমি তোমাকে কি দিতে পারি কভু ফাঁকি
মোর প্রাণটার কিছু আর নেই বাকি—

সখী॥ *আহা রে! ও বাছা রে!*

[সখী রোশেনার হাতে সরাব ও পাত্র দিলো]

রোশেনা॥ খামিন। এ অতি উত্তম সরাব, পান করুন।

আবু॥ সুন্দরি, তুমি যা দেবে তাই অমৃত। (পান করে) সুন্দরি আমার কাছে বোসো। আমার নেশা হয়নি। ঘুমোচ্ছি না—কাছে এসো। (ঘুমিয়ে পড়লো)

[হারুণ-অল্ রশীদ ও গোলামের প্রবেশ। রোশেনা ও সখী কুর্নিশ করে চলে গেলো।]

হারুণ॥ (গোলামকে) ওকে ওর নিজের বাড়িতে আবার রেখে এসো। আজ সকালে উঠে যেমন চমৎকৃত হয়েছিলো, কালও সেইরূপ চমৎকৃত হবে।

[প্রস্থান]

গোলাম॥ যাচ্চলে! আজ ঠ্যাং ধরবে কে? ওহে, মশুরদা! মশুরদা! শুনে যাও!

[মশুরের প্রবেশ]

ঠ্যাং দু'টো ধরো তো!

মশুর॥ ঠ্যাং ধরবো? কেন?

গোলাম॥ বাদশার হুকুম, ওকে ওর বাড়িতে রেখে আসতে হবে।

মশুর॥ ও। তা তুই ধর না ঠ্যাং। আমি ঠ্যাং ধরবো, আমি তোর থেকে দু'বছরের সিনিয়র না?

গোলাম॥ সেই জন্যেই তো ঠ্যাং ধরতে বলছি। কাল রাতে বাদশা ঠ্যাং ধরেছিলেন।

মশুর॥ বটে বটে? ঠিক আছে তবে চল।

[মশুর ঠ্যাং ধরলো। দু'জন নিয়ে গেলো। বৃদ্ধ বাদশা ও বৃদ্ধ উজির এসে দু'পাশে দাঁড়ালো।]

বৃদ্ধ বাদশা॥ আবু হোসেন প্রথম অঙ্ক শেষ।

বৃদ্ধ উজির॥ এখন বিরতি দশ মিনিট।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[বাদশা ও বৃদ্ধ উজিরের প্রবেশ]

বৃ বাদশা॥ আবু হোসেন, দ্বিতীয় অঙ্ক।

বৃ উজির॥ এই অঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক।

বৃ বাদশা॥ আবু হোসেনের বাটী, পাগলা গারদ, উপবন, পথ ও উপবন।

[প্রস্থান। আবুর বাটী, আবু ঘুমোচ্ছে। মা এলো]

মা ॥ ওরে আমার আবু কোথায় গেলো রে!
আরে এই তো, বাবা রে, আবু রে, তুই কোথা ছিলি রে?
আমি সারাদিন কাল কেঁদে মরেছি। ওঠ বাবা, বেলা হয়েছে।

আবু ॥ এ কী বাবা! আবার সেই বকেয়া আওয়াজ যে? আওয়াজ হতে থাকে হোক, আমি চোখ চাইছি না। পরীজান গাইবে, রোশেনা গা ঠেলবে, মশুর ডাকবে—"জনাব। হুজুর! জাঁহাপনা!" তবে ছাড়ছি বিছানা!

মা ॥ ও বাবা, ওঠ্।

আবু ॥ ভ্যান্ ভ্যান্ করিস্‌নি বলছি, ঘুম ভেঙে যাচ্ছে।

মা ॥ ওঠো না বাবা, বেলা হয়ে যাচ্ছে যে।

আবু ॥ পরীজান! পরীজান! গান ধরো, আমার ঘুম ভেঙে আসছে।

মা ॥ কী বলছো বাবা?

আবু ॥ আজ সকালে এ কী বালাই? কী বেখাপ্পা স্বপ্ন দেখা দিলো রে বাবা! উজির! উজির!

মা ॥ ও কী রে! ও আবু! ও বাবা! ও কী বলছো?

আবু ॥ এ তো বড়ো বেজুত লাগলো। চোখ চেয়ে ফেলি, এ কচুপোড়া স্বপ্নটা ছুটে যাক। এই তো চোখ চাইলুম, এ কী বিপত্তি?

মা ॥ কী বাবা! অমন করছো কেন বাবা?

আবু ॥ চোপরাও! উজির, এসকো পাকড়াও—যাদু কিয়া!

মা ॥ ও বাবা! ও চাঁদ।

আবু ॥ দ্যাখ্, মার খাবি বলছি, সরে দাঁড়া।

মা ॥ ও বাবা, আমি যে তোমার মা, চিনতে পারছো না?

আবু ॥ কী? তুই বাদশার মা? তুই ডাইনি, আমায় কোথায় উড়িয়ে দিলি বল! বল—শিগ্‌গির। বল বলছি, তা না হলে এখুনি তোর গর্দান নেবো! যদি ভালো চাস তো একে একে সব নিয়ে আয়, আমার বাড়ি নিয়ে আয়, উজির নিয়ে আয়, পরীজান নিয়ে আয়, রোশেনা নিয়ে আয়।

মা ॥ ও গো, আবুর কী হোলো গো!

আবু ॥ দ্যাখ্, জনাব যদি না বলবি তো দেখতে পাবি মজা।

[দু'জন প্রতিবেশীর প্রবেশ]

১ম প্রতি ॥ কী আবুর মা—তোমাদের বাড়ি গোলমাল কিসের?

আবু ॥ কোতোয়াল! কোতোয়াল! এদের সব নিয়ে যাও! কোতল করো!

২য় প্রতি ॥ আহা, সরাব খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে গিয়েছে।

আবু ॥ বটে রে পাজি। ডাইনের ঝাড়! বেরো আমার সামনে থেকে! উজির! উজির!

১ম প্রতি ॥ বদ্ধ উন্মাদ! চলো পাশের বাড়ির হাকিম সাহেবকে ডাকি।

২য় প্রতি ॥ হাকিম সাহেব। হাকিম সাহেব!

[দু'জনে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে গেলো]

আবু ॥ গর্দান নাও! সব ক'টার গর্দান নাও!

মা ॥ ও গো আমার কী হবে গো। আমার ছেলে এমন হোলো কেন গো!

আবু ॥ চোপ! চোপ বলছি!

[হাকিম ও প্রতিবেশী দু'জনের প্রবেশ]

উজির! উজির!

হাকিম ॥ হুঁ, পাগলই হয়েছে বটে, চিকিৎসা দরকার।

আবু ॥ বাঁধো এসকো!

১ম প্রতি ॥ ও আবুর মা, এই হাকিম সাহেবকে তোমার ছেলে দাও। এ ঘোর উন্মাদ।

মা ॥ দোহাই হাকিমসাহেব! আমার ছেলের কী হবে?

১ম প্রতি ॥ হাকিমসাহেব, আপনি কারো কথা শুনবেন না, নিয়ে যান।

মা ॥ বাবা, আমার ছেলেটা ভালো হবে তো?

আবু ॥ তবে রে পাজি বেটারা—

হাকিম ॥ বাঁধো এসকো!

[প্রতিবেশী দু'জন আবুকে ধরলো]

আবু ॥ বাঁধো এসকো! উজির! উজির!

হাকিম ॥ এই উজির আসছে!

[কোড়ার মার]

আবু ॥ ও বাবা! এ আচ্ছা ভোল ফিরোলে তো? এ কী স্বপ্ন রে বাবা!

মা ॥ ও বাবা! কোথা নিয়ে যাচ্ছো?

২য় প্রতি ॥ ছেলে ভালো হবে—কোথা নিয়ে যাচ্ছো!

মা ॥ না বাবা, আমার ছেলে ছেড়ে দাও। না বাবা আমার ছেলে ছেড়ে দাও।

আবু ॥ উজির! উজির!

হাকিম ॥ এই যে উজির আসছে।

[প্রহার]

আবু ॥ ও বাপরে বাপরে বাপরে! এ কী বাদশাই রে বাবা!

হাকিম ॥ চল্ আরো বাদশাই দেখবি চল্!

[আবুকে নিয়ে ওরা চলে গেলো]

মা ॥ ও বাপরে, আমার কী হোলো! ও বাপরে আমার কী হোলো!

[বলতে বলতে ওদের পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেলো। পট পরিবর্তন ও মার্গসঙ্গীত]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[পাগলা গারদ। পাঁচটি পাগল ও রক্ষী]

১ম পাগল॥ আমায় কারাবদ্ধ করে রাখেন, রাখুন, কিন্তু এই যে কবিতাটি রচনা করেছি, এইটি বাদশানন্দের কাছে নিয়ে যান। তিনি শোনবামাত্রেই আপনার সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন।

রক্ষী॥ আচ্ছা আচ্ছা, নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু বিবাহটা আমার সঙ্গে না হয়ে কবির সঙ্গে হলেই ভালো হয় না?

১ম পাগল॥ না, তা হলে আমার কলাচর্চায় বাধা পড়বে।

রক্ষী॥ তা বটে।

১ম পাগল॥ কবিতাটি শুনুন—অতি আশ্চর্য কবিতা।

সূর্য নিংড়ে সাতফোঁটা আলো
পড়েছে বালিতে।
অবক্ষয়ে ক্ষিপ্ত মরুভূমি চাঁদে চুমুক দিয়ে
স্বাতন্ত্র্যে নির্বোধ। পরিসংখ্যান
আলোকিত ফাজলামি।
মরমী সবুজ আজ সুগন্ধে বিস্বাদ,
ভিজে ভিজে রোদের হাঁটুতে
ভালোবাসা আর্তনাদ, তবু
চেতনার ঢেউ-তোলা পাত্রে
উষ্ট্রবিষ্ঠা।

রক্ষী॥ এটা—কবিতা?

১ম পাগল॥ নিশ্চয়ই!

রক্ষী॥ কিন্তু—ছন্দ, মিল?

১ম পাগল॥ (মর্মাহত) ছন্দ? মিল? কবিতায়? ঈশ্বর, এদের অজ্ঞানতা ক্ষমা কোরো! ওফ্!

২য় পাগল॥ কী হয়েছে? ওর কী হয়েছে?

রক্ষী॥ দুঃখ পেয়েছে।

২য় পাগল ॥ পেতেই হবে। ও-ও বুঝতে পেরেছে পৃথিবী নিশ্চয় ডুববে। দুঃখ পেও না বৎস। আমাকে এক মুঠো সোনা এনে দাও, এখনই সোনার পৃথিবী সৃজন করবো। সুখে স্বচ্ছন্দে সেখানে থাকতে পারবে। সবাই পেট ভরে খেতে পাবে, ভালো বাড়িতে থাকবে, গরিব বড়োলোক বলে কিছু থাকবে না, রাজা বাদশা থাকবে না—

রক্ষী ॥ ঢের ঢের পাগল দেখেছি বাবা, এই এর মতো দেখিনি।

২য় পাগল ॥ কী বললে? কী বললে?

রক্ষী ॥ গরিব বড়োলোক থাকবে না? রাজা বাদশা থাকবে না? বাপু হে, তুমি পাগল হয়ে বেঁচে গেছো। নইলে গর্দানটা যেতো।

২য় পাগল ॥ গর্দান? হাঃ হাঃ হাঃ! মানুষের অধিকার নেই অন্য মানুষের গর্দান নেবার!

রক্ষী ॥ আরে এমনি-মানুষের না থাকতে পারে, তাই বলে রাজাবাদশার অধিকার থাকবে না?

২য় পাগল ॥ সব মানুষ সমান।

রক্ষী ॥ আচ্ছা বাবা আচ্ছা, আর বকিও না, যাও।

[তৃতীয় পাগল হঠাৎ খি খি করে হেসে উঠলো]

তোমার আবার হোলো কী?

৩য় পাগল ॥ খি খি খি—ওঃ খুব ছুটেছে! হাজার হাজার ক্রোশ চলে গেছে পৃথিবী ছাড়িয়ে।

রক্ষী ॥ ও, তুমি তো সেই—চাঁদ, না?

৩য় পাগল ॥ মাইরি, মাইরি বলছি! এমন যন্তর বের করেছে না? এই ইয়া বড়ো এক হাউই-বাজি। তার ভেতরে মানুষ বসে। আগুন দিলেই হাউইটা সোজা চলে যায় চাঁদে—

রক্ষী ॥ হ্যাঁ, আর তুমি আসো এই শ্রীঘরে!

৩য় পাগল ॥ মাইরি, মাইরি বলছি। ওখান থেকে কথা বলে, আমরা এখানে বসে শুনি। সেদিন বললো—পৃথিবীটাকে একটা প্রকাণ্ড গোল চাঁদের মতো দেখাচ্ছে।

রক্ষী ॥ পৃথিবী গোল, না তোমার মাথায় গোল?

৩য় পাগল ॥ না না পৃথিবী গোল, চাঁদের মতো গোল, মাইরি বলছি।

[আবু হোসেনকে নিয়ে হাকিম ও একজন রক্ষীর প্রবেশ]

হাকিম ॥ ওহে, এই বাদশা এসেছেন, এঁকে রাখো।

[রক্ষীর প্রস্থান]

রক্ষী ॥ বাদশা? তবু ভালো, চাঁদের থেকে ভালো।

৪র্থ পাগল ॥ (আবুকে) জনাব, মহাশয়ের নিবাস কি এই শহরে?

আব ॥ কী, আমায় চেনো না? আমি বাদশা।

৪র্থ পাগল ॥ বাদশা? তবে বিচার করুন। আমি পৃথিবীর ইতিবৃত্ত লিখছিলাম, একটা কথার জন্যে আটকেছে। আপনার বাপ আগে জন্মেছেন না আপনি আগে জন্মেছেন? যখন আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি, অ্যাদ্দিনে গোলটা মিটবে মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার বলুন তো?

আবু ॥ সর্বনাশ! এ তো পাগল!

৪র্থ পাগল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, এরা আমাকে পাগল বলেই বেঁধে এনেছে। কিন্তু পাগল কি এমনি এমনি হয়েছি? পাগল করেছে এক বুড়ো চাষি।

আবু ॥ চাষি?

৪র্থ পাগল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—চাষি! যাকে বলে—চাষা। খেতে পায় না, ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা—কী বলে জানেন? বলে—তার বাপ না কি আগে জন্মেছে। একবার বিচার করুন জনাব, সমস্যা হচ্ছে স্বয়ং বাদশানন্দ এবং তাঁর পিতার জন্মতারিখ নিয়ে, আর ও বলে কি না ওর বাপের জন্ম আগে? বলি, ওর বাপের জন্মের সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসের সম্পর্কটা কী?

[ইতিমধ্যে ৫ম পাগল শুয়ে পড়লো উপুড় হয়ে]

হাকিম ॥ আরে, ওঠো ওঠো!

৫ম পাগল ॥ তুলো না, তুলো না, খবরদার তুলো না, আমি ডিমে তা দিচ্ছি, ফুটলেই উঠবো। আমি হুমোপাখি, ক্ষেপিও না, ঠোঁটে করে নিয়ে পাহাড়ে উঠবো।

হাকিম ॥ তুমি ওঠো, ও ডিম আপনি ফুটবে।

৫ম পাগল ॥ আপনি ফুটবে? এ ডিম ফুটলে কী হবে জানো? এই বোগদাদ শহর, এর আশেপাশের যতো শহর গ্রাম সব ধ্বংস হয়ে যাবে, এমন তেজ বেরুবে যে বহু দূরের মানুষ সব কানা খোঁড়া বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে—হ্যাঁ।

আবু ॥ ওরে বাবা!

৫ম পাগল। খাঁটি কথা বলছি। এ ডিমে ভালো করে তা দিয়ে নিয়ে আকাশে উড়বো। হরদম উড়ে বেড়াবো। শত্রুপক্ষের দেশে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবো—ব্যস্, শহর গ্রাম উধাও, যুদ্ধ জয়!

হাকিম ॥ তবে ওড়ো।

৫ম পাগল ॥ উড়বো, একদিন উড়বো। এক এক ডিমে এক লাখ তিন লাখ পাঁচ

লাখ লোক খতম। শেষ অবধি ডিমে এমন কায়দা করে তা দেবো যে ফুটলে দুনিয়াকে দুনিয়া লোপাট—হ্যাঁ।

হাকিম॥ তবে তা দাও। ভালো করে তা দাও।

৩য় পাগল॥ খিখিখি নেমেছে! চাঁদে নেমেছে! একটা গাড়ি নামিয়েছে। গাড়িতে ঘোড়া নেই, উট নেই, আপনি চলছে। আর দুটো মানুষ গাড়ি চেপে ঘুরছে। ঐ নামলো গাড়ি থেকে। আরে আরে পাথর কুড়োচ্ছে যে? সোনাদানা আছে না কি?

২য় পাগল॥ সোনা! সোনার পৃথিবী। দুর্ভিক্ষ থাকবে না, অনাহার থাকবে না, লড়াই থাকবে না। এক মুঠো সোনা আমায় এনে দাও। সোনার পৃথিবী সৃজন করবো।

১ম পাগল॥ শ্বাসনালীতে পূর্ণচন্দ্র। সূর্যলোকে বন্যা। মলাটের গন্ধ প্রহর।

৪র্থ পাগল॥ পৃথিবীর ইতিহাসের কথা যদি বলো, তা হলে চাষির বাপ তো কোনোদিন জন্মায়ইনি! কী বলেন, জনাব?

আবু॥ ও বাবা, এ তো পাগলা গারদ। আমি ব্যাটাও তো পাগল! ঘুঁটে কুড়োনির ব্যাটা সদর নায়েব। কোথা আবু হোসেন, না বাদশাই চাল চালছি! এই জাঁহাবাজ কোড়া, রক্ত ঝুঁঝিয়ে পড়ছে, এখনো মনে করছি স্বপ্ন। কুর্নিশ আমার বুদ্ধিকে।

৩য় পাগল॥ না না সোনাদানা নয়, স্রেফ পাথর। চাঁদের পাথর।

আবু॥ আর কিছু না। সেই সওদাগর এসেছিল? সেই ব্যাটাই যাদু করে আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। দোহাই হাকিম সাহেব! আমি আবু হোসেন, বুঝতে পেরেছি।

হাকিম॥ দেখো, ফের বাদশাই চালবে না তো?

আব॥ আপনার কোড়া মনে থাকতে আর নয়। এ দাগ তো আর জন্মে মিলোবে না? আর নেহাৎ বাদশাই ঝোঁক এলে, মহাশয় তো বাড়ির কাছেই আছেন, দু'এক কোড়া বাগিয়ে দেবেন।

হাকিম॥ আচ্ছা, একে ছেড়ে দাও।

৪র্থ পাগল॥ জনাব, যান কোথা? জনাব, আমার প্রশ্নটা মীমাংসা করে দিয়ে যান। আপনি আগে জন্মেছেন, কি আপনার পিতা, কি ঐ বুড়ো চাষির বাপ?

[আবুর প্রস্থান]

৩য় পাগল॥ খি খি খি—ফিরছে। চাঁদ ছেড়েছে হাউই বাজি! ফিরে আসছে। পৃথিবীটা প্রকাণ্ড গোল চাঁদের মতো দেখাচ্ছে।

২য় পাগল॥ সোনার পৃথিবী! হবে, একদিন হবে!

[ঘণ্টা বাজলো]

হাকিম॥ এদের সব খাবার সময় হয়েছে, নিয়ে চলো।

রক্ষী॥ চলো চলো—

৫ম পাগল॥ তুলো না, তুলো না, ডিম গেঁজে যাবে, পৃথিবী ধ্বংস করা যাবে না তাহলে!

১ম পাগল॥ ইস্ কবিতা তো শুনলেন না?

[মার্গ সঙ্গীত ও পটপরিবর্তন]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[উপবন। রোশেনা বিরহিনীর ভঙ্গীতে বসে গান গাইছে।]

রোশেনা॥ গীত (সুর : হায় রে হায় নিদ নদী আয়)

হায় হে রায়
ঘুম নাহি পায়
ক্ষিদে নাহি হয়
এমন দুঃসময়
আমার মাথা খারাপ হয়ে যে গেলো রে, গেলো রে।
এমনি করে কেন আমায় জ্বালালে
দাগা দিয়ে কেন এখন পালালে
হৃদয় আমার ঝলসে গেলো বিরহজ্বালাতে হায়।

[গানের শেষ দিকে সখীর প্রবেশ]

সখী॥ সে কী রে, তোর হোলো কী? তুই কি আবু হোসেনের প্রেমে পড়ে গেলি না কি?

রোশেনা॥ বাজে বকিসনি!

সখী॥ উঁহু!

গীত

(সুর: ম্যাঁয় কালে হ্যায় তো)

(তোর) রকম সকম গোলমেলে মোর ঠেকছে ভাই
মনটা যেন ওর দিকে তোর ঝুঁকছে ভাই
(সবে) দেখলি ওকে কাল

(তাতেই) দেখছি খারাপ হাল
(সে কি) চাললো এমন চাল
(যে তোর) দিল হোলো উত্তাল
এখন কোথায় গেছে আর কি তোকে দেখছে ভাই

রোশেনা ॥ কী শুরু করেছিস? বেগম সাহেবা শুনলে কী বলবেন বল দিকি?

সখী ॥ বেগম সাহেবা তো পরের কথা। আগে আমাকে শোনা দিকি সব কথা খুলে।

রোশেনা ॥ কী আবার শোনাবো? শোনাবার কিছু নেই।

সখী ॥ নেই? তবে আমিই শোনাই, সখী অবধান করো।
গীত (সুর : প্যার হুয়া হ্যায় যবসে)
কাল যখনি দেখেছো, তখনই কম্মো সারা,
তোমার পরানটা বিলকুল গেছে পকেটমারা,
দিলটায় তোমার মোক্ষম চোট লেগেছে,
তোমার হৃদয় চুরি করে চোর কোথা যে ভেগেছে!
এখন কী করা যায়? এ কী ভাই হোলো?
বিরহের চাপে হায় প্রাণটা বুঝি ফেটে গেলো।
কাল যখনই...

[বেগমের প্রবেশ]

রোশেনা ॥ (স্বগত) এই মরেছে!

বেগম ॥ রোশেনা, তোর হোলো কী? তোর মনে কী দুঃখ উঠেছে আমায় বল।

রোশেনা ॥ আজ্ঞে কিছুই তো হয়নি।

বেগম ॥ আমাকে ঠকাস নি। আমি তোর মা'র মতো। তুই যা চাস্, আমার সাধ্য হয় আমি দেবো, না হয় বাদশাকে বলে দেওয়াবো।

রোশেনা ॥ আপনার দয়ায় আমার কিছুই অভাব নেই।

বেগম ॥ আচ্ছা তুই যা। (রোশেনা রওনা হলো) হ্যাঁরে তুই কিছু জানিস?

রোশেনা ॥ আজ্ঞে আমার কিছু হয়নি। আপনি কী জিজ্ঞাসা করছেন?

বেগম ॥ কী রে? দিনরাত্তির এর সঙ্গে থাকিস্, এর মনের কথা কিছু বলতে পারিস?

সখী ॥ গীত
ও-ও-ও-ও ওনার কিসিসে প্যার হো গয়া।
প্যার হো গয়া, দিল বেকরার হো গয়া।

বেগম ॥ আমারও তাই মনে হচ্ছিলো। কে, বলতে পারিস?

সখী ॥ ঐ ইয়ে, কী বলে—

রোশেনা ॥ বেগম সাহেবা, আমার কিছু হয়নি, আমি—

বেগম ॥ হ্যাঁ, আমি বুঝেছি, আর বলতে হবে না—তোদের বাদশার যেমন কাণ্ড! বাদশা আসছেন, তোরা যা।

[রোশেনা ও সখীর প্রস্থান। হারুণ-অল-রশীদের প্রবেশ]

হারুণ ॥ হেথা কী রঙ্গে রঙ্গিনী?

বেগম ॥ তোমার মতো রঙ তো শিখিনি?

হারুণ ॥ যা জানো কতকমতো, তাতেই বিব্রত।

বেগম ॥ ইস্ আজ ঠাট কতো। রোশেনা যে মরে!

হারুণ ॥ কী করতে হবে? গোলাম হাজির রয়েছে জোড়-করে।

বেগম ॥ আজ যে দেখছি, চলেছো উঁচু দরে,
তোমার কথার প্যাঁচ কে ধরে?
চিরদিন তো বাঁধা আছি পায়ে
তোমার কথার ছটায়।

হারুণ ॥ বটে, বটে, বটে!
প্রাণ ফেলেছো ফাঁদে
এখন ভোলাও কথার ছাঁদে!
যাক গে, এখন বলো,
তোমার রোশেনার কী হোলো?

বেগম ॥ ভালো, গোলমালেই তো গেলো,
ঘরে এসো, শুনবে চলো।

[প্রস্থান]

[মার্গসঙ্গীত ও পট পরিবর্তন]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

আবু ॥ আজ আর তো বিদেশী লোক দেখছিনে। যাই একলাই বাড়ি যাই। গিয়ে খাই গে। সাত জন্ম একলা খাই, সেও ভালো, কিন্তু যদি সে মোসাফের ব্যাটা আসে, আর তার সঙ্গে বাক্যআলাপ করবো না। ব্যাটা যাদুকর আমায় যাদু করে আচ্ছা ভোগান ভুগিয়েছে! এমনি স্বপ্ন দেখলুম যে কোড়া খেয়েও বাদশাই ঘুচতে চায় না।

[ছদ্মবেশী হারুণ-অল-রশীদের প্রবেশ]

এই যে, একজন বিদেশী লোক আসছে, সাহেব, আমার গরিবখানায় যদি অনুগ্রহ করে—ওঃ বাবা! এ যে সেই ব্যাটা।

হারুণ॥ আরে এ কী—আবু মিঞা!

আবু॥ অ্যাঁ—কে কে কে তোর আবু মিঞা?

হারুণ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মনে আছে, তুমি বলেছিলে বটে যে, আর দেখা হলে দোস্তি করবে না। তা, বাড়ি নাই নিয়ে যাও, রাস্তায় দু'একটা কথা কইতে দোষ কী?

আবু॥ দোহাই বাবা, হাজার হাজার লোক আছে, যার উপর দিয়ে হয় চালান-মন্ত্র ছাড়ো, আমায় মাপ করো। দোহাই বাবা, আমি একলা মায়ের এক ব্যাটা, কোড়ার দাগ এখনো মিলোয়নি বাবা!

হারুণ॥ মিঞা সাহেব, এ কী কথা?

আবু॥ আর কী কথা? চাক্ষুষ দেখো না? বাবা পরীজান ছাড়লে, উজির ছাড়লে, পাগলা গারদে ঠেললে—আবার বলছো—এ কী কথা? এখন একটু পথ দেখুন, আমি ভালোয় ভালোয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরি।

হারুণ॥ কী বলছো, আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

আবু॥ বাবা, তুমি বোঝো না বোঝো, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। দোহাই বাবা, সরে পড়ো। তুমি দেওর ওস্তাদ আমি বুঝে নিয়েছি।

হারুণ॥ আঃ ছি বন্ধু!

আবু॥ আর কাজ কী বাবা বন্ধুতে? যার পুরু ছাল, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করো গে—যার দু'দশ ঘা কোড়ায় কিছু এসে যাবে না। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বে একটু কড়া জান চাই।

হারুণ॥ মশাই, আলাপ না করেন, নাই করবেন, আমি তো বিদেশী লোক আমাকে গালাগাল দেবার প্রয়োজনটা কী? একদিন আপনার সঙ্গে আলাপ করে বড়ো ভালো লেগেছিলো, তাই—দেখা হোলো—কথা বললাম। আপনি তার জন্য আমাকে অপমান করলেন—বড়ো দুঃখের বিষয়।

আবু॥ ভাবছেন বুঝি আমারই খুব সুখের বিষয়? হাকিম সাহেব যে কোড়া ঝেড়েছে, তাতেই সুখের বান ডেকে গিয়েছে, বাঁধ ছাড়িয়ে উঠেছে।

হারুণ॥ মশায়, আমার সঙ্গে আলাপ করেন আর নাই করেন, কী হয়েছে জানতে পারি কি?

আবু॥ আর কী হবে? হবার মতন হয়েছে। রাত্তিরে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেলো, একদিন পরীস্থানে বাস। ফের সকালে পাগলাগারদ—ব্যস্, কড়ায় গণ্ডায় শোধবোধ।

হারুণ॥ বলেন কী? আপনাকে পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো?

আবু॥ দানা গো দানা, দত্যি দানা, তোমার ভাই বেরাদার! জেনেশুনে ন্যাকা হচ্ছো কেন?

হারুণ॥ গালাগাল দিতে চান দিন, আমি শুধু একটা কথা বলি, আমার সাধ্যমতো আপনার যদি কোনো উপকার করতে পারি কখনো পিছ পা হবো না। আমি এই শহরে পা দেওয়ামাত্র আপনি যে রকম আমার অভ্যর্থনা করেছিলেন, সে আমি ইহজন্মে ভুলবো না। মশায়, মার্জনা করবেন—আপনার সঙ্গে কথা বলেছি, এখন বিদায় হই।

[প্রস্থানোদ্যত]

আবু॥ আচ্ছা মশাই, আপনি এমন ভাবভঙ্গী করছেন যেন কিছুই জানেন না—কথাটা কী? আর কিছু কি মানস আছে না কি?

হারুণ॥ আপনি অহেতুক গালাগালি করছেন। আমি দানা নই, দৈত্য নই, ভূত নই, প্রেত নই—বিদেশী সওদাগর। বুঝলাম—বিদেশী লোককে অপমান করা আপনাদের দেশাচার। এইবার সাবধানে আলাপ করবো, আর কোনো অপরিচিত লোকের কথায় ভুলে তার বাড়িতে অতিথি হবো না।

আবু॥ মশাই আপনি এমন কথা বলেন? আমি বলে বিদেশী লোক রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বাড়ি নিয়ে যাই?

হারুণ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যথার্থ কথা, বাড়িও নিয়ে যান, যথেষ্ট সমাদারও করেন, কিন্তু আবার দেখা হলে অপমানেরও ত্রুটি করেন না। আমিও দেশাচার শিখলাম! যার সঙ্গে আলাপ করতে হয়—একদিন করবো। পরদিন তিনি যে পথে চলেন, সে পথ দিয়ে চলবো না।

আবু॥ আচ্ছা মশাই, সত্যি কিছু জানেন না?

হারুণ॥ আর কেন মশাই? যথেষ্ট অপমান হয়েছে।

আবু॥ মশাই রাগ করবেন না, আমি ভুল করে একটা কথা বলেছি।

হারুণ॥ তা যে আজ্ঞে, বলেছেন—ভালোই করেছেন। এখন চলি।

আবু॥ না না, আসুন, আসুন। আপনি আমার বাড়িতে আসুন।

হারুণ॥ না মশাই, আর আপনার সৌজন্যে কাজ নেই।

আবু॥ মশাই, মার্জনা করুন। আমি ঠাট্টা করছিলাম। বলি—দেখি, আপনি সে দিন অতো আলাপ করছিলেন, অমায়িক লোক, আপনার রাগ আছে কি না দেখি।

হারুণ॥ তাই তো বলি, আপনি এমন মহৎ অন্তঃকরণের লোক, আপনি বিদেশীকে হঠাৎ অপমান করবেন কেন?

আবু॥ হে হে, আমি পরিহাস করছিলুম। আপনি রাগ করবেন না বলেই পরিহাস করছিলুম। আসুন আসুন।

হারুণ॥ আপনি ঐ কোড়ার কথা কী বলছিলেন?

আবু॥ দোহাই মশাই, ও কথা তুলবেন না—তা হলে আবার আমায় ভূতে পাবে, আমি বিদেশী ফিদেশী মানবো না! আসুন মশাই, একরকম মিটমাট হয়ে গেলো। আপনি বোগদাদের আতিথ্য-সৎকারের প্রতি কলঙ্ক অর্পণ করবেন, সেটা কিছু কাজের কথা নয়।

হারুণ॥ আপনার মস্তিষ্ক কিছু বিচলিত হয়েছে মনে হচ্ছে।

আবু॥ হ্যাঁ হ্যাঁ চল-বেচল সব হয়েছে। চলুন।

[মার্গসঙ্গীত ও পট পরিবর্তন]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রোশেনা॥ গীত (সুর : জিনা ইঁহা মরনা ইঁহা)

কোথায় গেলে আমায় ফেলে
প্রাণটার আমার মাথা খেলে
নরম হৃদয় আর তো না সয়
মরবে তোমায় নাহি পেলে
কোথায় গেলে...
খিদে গেলো ঘুম পালালো
রাত কাটিলো নয়ন মেলে
তোমায় বিনা আর বাঁচি না
দিল পোড়ালে আগুন জ্বেলে
নরম হৃদয় আর...

[রোশেনা এক কোণে পিছন ফিরে বসলো বিরহিণী হয়ে।
সখী আবু হোসেনকে নিয়ে ঢুকলো।]

সখী॥ আসতে আজ্ঞা হোক জাঁহাপনা। বসতে আজ্ঞা হোক।

আবু॥ খুব জবর বাবা, বুড়ো সওদাগর! আবার চালান-মন্তর ঝেড়েছে। আবার হীরেজান পান্নাজান মতিজান গুলজান তর-বেতরজান

ছেড়েছে। কিন্তু বাবা, আর ভুলছিনে। জনাবই করো আর জবাই-ই করো—যা খুশি, হাতে পড়েছি করে নাও, কিন্তু কাল সকালে মা ডাক দেবে—"আবু!" আমি আর বাদশাই ঝাড়বো না বাবা! ফের যে কোড়ার চোটে দড়া বানাবে, সে যো আর রাখবো না। আজ বাদশাই চাল চালতে বলো, দু' এক চাল চালছি, কিন্তু কাল সকালে থোড়াই ভুলছি, যে আবু সেই আবু, ফের যে কাবু করবে তার যো নেই বাবা।

[এর মধ্যে সখী রোশেনাকে এদিকে আনবার অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু রোশেনা ফিরে তাকায়নি, আবু এসেছে তা বিশ্বাসও করেনি। আবুও ওদের দেখেনি। সখী এখন আবুর কাছে এলো।]

সখী॥ জাঁহাপনা, একবার এদিকে আসতে হবে। বেগম সাহেবা বিশ্বাস করছেন না, আপনি এসেছেন।

আবু॥ আমারও বড়ো বিশ্বাস নেই পান্নাজান। যার দোহারা পিঠের ছাল, সেই তোমাদের চালে ভুলবে।

সখী॥ কী বলেন জাঁহাপনা?

আবু॥ আপনারা কী বলেন? দু'এক চাল বাদশাই করে নেবো, এই তো আপনাদের ইচ্ছে?

[এর মধ্যে রোশেনা ফিরেছে, আবুকে দেখেছে, উঠে এসেছে।]

রোশেনা॥ এই তো আমার হৃদয়-সর্বস্ব!

আবু॥ আ হা হা—এই যে রোশেনা। নীলপরী, তোমায় যখন আবার দেখতে পেলাম, হাজার কোড়া খেলেও আমার দুঃখ নেই।

গীত (সুর : মন কাঁহা লাগে)

মার খাবো তো পরোয়া নাই রে আজ কে পায় আমারে
ফের যে তোমার দেখা পেলাম আর কী চাই সংসারে।
(আহা) পিঠ ভেঙে গেছে তবু মনটা আমার নিও রে
তার বদলে একটুখানি প্রেম আমায় দিও রে।
যতোই মারো গারদে ভরো আমার আর তো ভাবনা নাই
সইতে পারি যাতনা ভারি পেলে তোমারই ভালোবাসাই
তুমি যে আমার প্রাণপ্রিয়া রে।
(আহা) পিঠ ভেঙে...

ও রোশেনা! চুপ করে রইলে যে? কিছু একটা বলো?

রোশেনা॥ গীত (সুর : কোরা কাগজ থা ইয়ে মন মেরা)
এলে কি আবার তুমি ফিরে
এবারে রাখবো তোমার ঘিরে
তোমারই বিরহে আমি পুড়েছি যে একা
তবু এতোদিনে তুমি দিলে না তো দেখা
যদি ফের পালাও, তবে ঢালাও বলে দিলাম আমি
মরিব হৃদয়খানি ছিঁড়ে
অভিশাপ লাগবে তোমার শিরে।

আবু॥ *এসেছি আবার তোমার কাছে,*
হৃদয় মোর ভালুক হয়ে নাচে।
বিরহ কাকে বলে—তুমি তার জানো কী
আমার যে হৃদয় জ্বলে সে কথাটা মানো কি
তোমাকে দেখেও কাছে রেখেও আমার জুড়োয় না প্রাণ
ভয়ে মন কাঁটা হয়ে আছে
তোমাকে হারাই আবার পাছে।

[হারুণের প্রবেশ]

হারুণ॥ কী হে, তুমি এখানে যে?

আবু॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে—তোমার চালান-মন্তরের জোরে। কিন্তু দোহাই বাবা যাদুকর, এক্ষুনি ফিরিয়ে নিয়ে যেও না! স্বপ্ন হোক আর যাই হোক, আর দু'দণ্ড রোশেনার কাছে থাকতে দাও।

হারুণ॥ স্বপ্ন? কোনটা স্বপ্ন?

আবু॥ কোনটা স্বপ্ন ঠিক ঠাওর পাচ্ছিনে বাবা। একবার মনে হয় বাদশাই আর রোশেনা স্বপ্ন, একবার মনে হয়, আবু আর আবুর মা স্বপ্ন। শুধু এইটুকু বুঝি—বাদশাইটাকে সত্যি বলে ধরলে পাগলা গারদে যেতে হয়।

হারুণ॥ সে কী হে? তুমি কে—সেইটাই বুঝে উঠতে পারছো না? এ তো সুদূর ভবিষ্যতের প্রশ্ন—problem of identification!

আবু॥ ওটা কী ঝাড়লে বাবা—চালান মন্তর? এখুনি ফিরতে হবে?

হারুণ॥ না না, ও একটা প্রশ্ন যা নিয়ে ভবিষ্যতে বহু দর্শনের বই আর নাটক লেখা হবে।

আবু॥ তা হয় হোক্, আপাতত এই নাটকটার একটা সুরাহা করে দাও বাবা।

হারুণ॥ কী চাও বলো?

আবু॥ এই রোশেনা, আবু-হোসেন আর আবুর মাকে একসঙ্গে চাই। ঐ

বাদশাইটা বাদ দাও—ওটার সঙ্গে কোড়া এবং পাগলা-গারদ বড়ো ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।

হারুণ॥ তুমি সেদিন বলেছিলে একদিনের জন্য বাদশাই চাও—বাদশাই পেয়েছো—

আবু॥ কোড়াও খেয়েছি—

হারুণ॥ কাল রাত্তিরে বললে—রোশেনাকে আর একবার দেখতে চাই—তাও পেলে—

আবু॥ আজ্ঞে আজ সকালে বলছি—রোশেনাকে রোজ রোজ দেখতে চাই, নিজের বাড়িতে বসে।

হারুণ॥ মানে আবু হোসেনের বাড়িতে?

আবু॥ হ্যাঁ হ্যাঁ আবু হোসেনের বাড়িতে—আর গুলিয়ে দিও না বাবা!

হারুণ॥ তবে কি আমি বুঝবো তুমি রোশেনাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করতে চাও?

আবু॥ আজ্ঞে না। বিয়ে করতে চাই।

হারুণ॥ সেই কথাই তো বললাম?

আবু॥ পরিণয় সূত্র ফুত্র বললেই বাদশাইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। তার চেয়ে সিধে বিয়ে করাটাই ভালো।

[বেগমের প্রবেশ]

হারুণ॥ এই যে কোথায় ছিলে? আমি তখন থেকে খুঁজছি তোমাকে।

বেগম॥ তুমি খুঁজছো? না আমি তোমাকে খুঁজছি?

হারুণ॥ সে কী? আমি তো এইখানে?

বেগম॥ তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

হারুণ॥ এই হোলো আবু হোসেন, আমার বন্ধু। আবু, ইনি আমার গৃহিণী। (আবু সেলাম জানালো)

বেগম॥ বাঃ, দিব্যি ছেলেটি।

হারুণ॥ এর দু'টো ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে। আজ আবার আর একটা ইচ্ছে প্রকাশ করেছে।

আবু॥ বুঝতে পারছি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু—(মাথা চুলকোতে লাগলো)

বেগম॥ কিচ্ছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না। ইচ্ছে করে যাও—ঠিক পূর্ণ হয়ে যাবে। স্বয়ং বাদশাহ হারুণ-অল-রশীদকে যখন খাইয়ে দাইয়ে বন্ধু বানিয়ে ফেলেছো—

আবু ॥ বাদশাহ !!

[আবু চোখ কপালে তুলে ভির্মি গেলো। রোশেনা আর সখী তাকে ধরে হারুণ আর বেগমের পদপ্রান্তে উপুড় করে রাখলো।]

হারুণ ॥ আরে আরে! এর কী হোলো? আরে কে আছিস হাকিমকে ডাক!

[আবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো]

আবু ॥ না হুজুর, হাকিমকে ডাকবেন না। আমার কিছু হয়নি, শুধু মাথাটা ঘুরে গিয়েছিলো জাঁহাপনা আর বেগম সাহেবাকে দেখে।

হারুণ ॥ কেন আবু? কাল যে খুব বললে—দেওর বাদশা, দত্যি, দানা।

বেগম ॥ তা কোনটা ভুল বলেছে?

আবু ॥ (হাঁটু গেড়ে বসে) জাঁহাপনা, গোস্তাকি মাফ হয়।

হারুণ ॥ উঠে পড়ো আবু, গোস্তাকি কিছুই হয়নি। তোমার মায়ের রান্না গুঁড়ো মছলির কাবাবের স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে।

বেগম ॥ গুঁড়ো মছলির কাবাব? সেটা কী করে রাঁধে।

আবু ॥ আজ্ঞে, আমি জানি না, মা জানে।

বেগম ॥ আচ্ছা ওটা পরে শিখে নেওয়া যাবে। গোলেতালে তোমার তৃতীয় ইচ্ছেটা শোনা হচ্ছে না।

আবু ॥ (মাথা চুলকে) আজ্ঞে—

হারুণ ॥ আবু আমাদের মেয়েকে পরিণয়সূত্রে—মানে বিয়ে করতে চায়।

আবু ॥ মেয়ে? হা আল্লা!

হারুণ ॥ কী হোলো?

আবু ॥ রোশেনা বাদশাজাদী?

বেগম ॥ তাতে কী হয়েছে?

আবু ॥ রোশেনা, বিদায়। বাদশাজাদী বিয়ে করবার হিম্মৎ আমার নেই। (আবু চললো)

রোশেনা ॥ (তাড়াতাড়ি) না না, আমি বাদশাজাদী নই, আমি বাঁদী।

আবু ॥ (দাঁড়িয়ে গিয়ে) সত্যি বলছো?

বেগম ॥ রোশেনা বাঁদী হলেও আমাদের মেয়ের মতোই।

সখী ॥ কিন্তু সত্যি সত্যি মেয়ে নয়।

হারুণ ॥ আবু, তুমি এতো বেশি শ্রেণীসচেতন আমি জানতাম না।

বেগম ॥ বাদশা বেগমের মেয়ে বলেই তুমি এমন হেনস্থা করবে? যদি রোশেনা সত্যিই আমাদের মেয়ে হোতো, তুমি বিয়ে করতে না?

আবু ॥ বাদশাজাদীকে খাওয়ানো পরানো কি সোজা কথা?

বেগম ॥ সেই কথা বললেই হয়? আমি রোশনাকে যা যৌতুক দেবো তাতে বাকি জীবন স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে তোমাদের।

আবু ॥ স্ত্রীর পয়সায় খাবো?

বাদশা ॥ উঃ এ তো মহা মানী লোক দেখি! বলি আমিও তো তোমাকে যৌতুক দেবো, না কী? সেটা কি রোশেনার যৌতুকের থেকে কিছু কম হবে?

আবু ॥ (বিরাট বক্তৃতা ফেঁদে) জাঁহাপনা! বেগম সাহেবা! অধীনের প্রতি—

বেগম ॥ থাক বাবা থাক, হয়েছে! বক্তৃতা আমার সহ্য হয় না। (হারুণকে) চলো, বিয়ের ব্যবস্থা করা যাক।

হারুণ ॥ হ্যাঁ চলো, আজ রাত্রেই ঝুলিয়ে দেওয়া যাক দু'টোকে।

[বাদশা বেগমের প্রস্থান, আবু আকর্ণ বিস্তৃত হেসে রোশেনার দিকে ফিরলো। রোশেনা লজ্জাবতী হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। সখী গেয়ে উঠলো।]

সখী ॥ লাজে রাঙা হোলো কনে বৌ গো—
মালা বদল হবে এ রাতে,
(আজ) মালা বদল হবে এ রাতে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[বৃদ্ধ বাদশা ও বৃদ্ধ উজির]

বৃ বাদশা ॥ আবু হোসেন, তৃতীয় অঙ্ক।

বৃ উজির ॥ এই অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক।

বৃ বাদশা ॥ আবু হোসেনের বাটী, বাদশার কক্ষ ও আবু হোসেনের বাটী।

[প্রস্থান, আবুর বাটী, আবু আর আবুব মা]

মা ॥ দ্যাখ দেখি কী করলি?
বাদশাই চালে চললি।
এখন কী হবে ভাবছি তাই।
ঘরে নেই একটি পাই।
এমন কিছু নেই যে তোদের রেঁধে খাওয়াই।
রাগ করলুম, কতো বললুম, তোরা কি বুঝিস ছাই?

আবু ॥ ফুরোবে কী মা? রোশেনার কৌটো খুলে হীরে নাও।

মা ॥ তুমি যাও, দেখো কোথায় কী খুঁজে পাও। একটা মতি ছিল, তাও তো কাল জহুরির বাড়ি গেলো।
ঐ দেখো—আসছে সব পাওনাদার, এখন দেশে টেঁকা ভার।

[মেওয়াওলার প্রবেশ]

মেওয়াওলা ॥ আবু সাহেব, আজ রূপেয়া লে আও।

আবু ॥ মেওয়াওলা সাহেব, আজকে যাও।

মেওয়াওলা ॥ নেই সো নেই হোগা,
দাম ছোড়কে নেই উঠেগা।

আবু ॥ কেন মিছে বসে থাকবে?
আজকে নেই হবে।

মেওয়াওলা ॥ নেই হবে কেয়া? রূপেয়া লেগা।

মা ॥ রূপেয়া মিলেগা, তবে আজকের মতন সের দশেক পেস্তা দিয়ে যা। আর আঙুর দে কুড়ি বাক্স। আর বেদানা দে একশো।

মেওয়াওলা ॥ লেও লেও লেও,—লেনে মাঙে হম নেহি দেতা? থোড়া বৈঠো, হম জলদি আতা।

[প্রস্থান]

আবু ॥ মা, আচ্ছা তো তাড়ালে গা?
ঐ আবার খোসবোওয়ালা আসছে।
গলা শানিয়ে কাশছে,
দাম চাইবে ডেকে হেঁকে

মা ॥ তুই অমনি থাকবি টেঁকে।
যেমন বলবে—দাম দাও,
তুই বলবি "লাখ শিশি এসেন্স অফ রোজ লে আও।" আর জিজ্ঞাসা করবি,—গোলাপের কাওবার কী ভাও? ঐ শুনে আর টাকা চাইবে না, হবে উধাও।

[খোসবোওয়ালার প্রবেশ : মা'র প্রস্থান]

খোসবো ॥ মোশাই, আজকে টাকা দাও।

আবু ॥ দিচ্ছি, তোমার আতর আছে?

খোসবো ॥ আজ্ঞে, আতর নেই। হাতির দাঁতের হ্যান্ডেল সিল্কের ছাতা আছে, যদি বলেন তো আনি।

আবু ॥ তা এনো গোটা দুই। ভালো সাবান আছে?

খোসবোওলা॥ আজ্ঞে সাবানের বড়ো আমদানি কম। তবে, নিলামে একটা বড়ো মার্বেল টেবিল কিনেছিলুম, যদি বলেন তো এনে দিই। আপনার কাছে তো আমি লাভ করিনি, লাভ করবোও না।

আবু॥ আচ্ছা নিয়ে এসো।

খোসবোওলা॥ টাকা কিছু না দিলে যে চলছে না?

আবু॥ একেবারে সব হিসেব করে দেবো।

[খোসবোওলার প্রস্থান]

রোশেনা! রোশেনা!

[রোশেনার প্রবেশ]

রোশেনা॥ কী গো?

আবু॥ কী করি বলো দেখি? এই নিয়ে বাদশার কাছে তো চারবার টাকা চাইলুম। মিথ্যে করে একবার বললুম দাদা মরে, একবার মা মারে, একবার চাচা মরে. একবার ভগ্নিপতি মরে, এবার তো তুমি আমি না মরলে আর হয় না।

রোশেনা॥ সে কী গো? মরবে কী গো?

আবু॥ বলি, তেমন মরবো কেন গো? যেমন দাদা ছিল না, দাদা হয়ে মোলো, চাচা ছিল না, চাচা হয়ে মোলো, মাও যেমন মোলো, তেমনি তুমি আমি তো না ম'লে নয়। তুমি যাও, বেগম সাহেবার কাছে বলো গে যাও।

রোশেনা॥ কী বলবো?

আবু॥ বলবে সোজা কথা—আমি মরেছি।

রোশেনা॥ বালাই! ও কথা কি মুখে আনতে আছে?

আবু॥ ইস্! ও কথা কি মুখে আনতে আছে? ও কথা মুখে না আনলে মুখে কী তুলবে? আমি একবার ম'লে চলে তো ভাগ্যি করে মেনো, দু'তিনবার কবরে না দিতে হলে হয়। পেটের গহ্বর তো তোমারও কম নয়, আমারও কম নয়। যাও যাও, বেরিয়ে পড়ো।

রোশেনা॥ না, আমি বেগম সাহেবার কাছে মিছে কথা বলতে পারবো না।

আবু॥ তা হলে চলো, দুজনে বেরুই। আমি পীরের দরগায় যাই, আর তুমি পিরনী ফিরনী যা হয় একটা খুঁজে নাও। ঘরে হাঁড়ি ঢং ঢং, তার খবর রাখছো? যাও যাও, যদি পেটে অন্ন দিতে চাও তো বেগমের বাড়ি যাও।

রোশেনা॥ শেষটা টের পেলে?

আবু॥ আর এখন তো মরে জান বাঁচাই, তারপর যা হয় হবে। রাগ করেন, হাতে পায়ে ধরবো। যাও, তুমি যাও, আমিও বেরোই।

রোশেনা॥ তুমি কোথায় যাবে?

আবু॥ বাদশার কাছে বলি গে যাই—তুমি মরেছো।

রোশেনা॥ ও মা, সহমরণে যাবো?

আবু॥ বটেই তো। আমায় ছেড়ে কি তুমি মরতে পারো? না তোমায় ছেড়ে আমি মরতে পারি? চলো চলো, আর দেরি কোরো না—

রোশেনা॥ তবে চলো মরি গে যাই।

[প্রস্থান। মার্গসঙ্গীত ও পটপরিবর্তন।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

[বাদশার কক্ষ, দাই ও মশুরের প্রবেশ]

মশুর॥ ও বুড়ি! ও বুড়ি!

দাই॥ তোর ঘরে ফাটুক হাঁড়ি,
শ্যাল কুকুরে খাক্, তোর নাড়িভুঁড়ি!

মশুর॥ কেন, বুড়িকে বুড়ি বলবো না?

দাই॥ তোর দু'টি চোখ হোক কানা।

মশুর॥ আর তোর চোখে পড়ুক ছানি,
আর দু'টি পায়ে দু'টি গোদ হোক।

দাই॥ তোর বাড়িতে জোড়া মরা মরুক।

মশুর॥ আঃ দাই! তোর মুখের কী ছিরি ভাই!

দাই॥ যম কি মরেছে? নেয় যদি ঘোচে বালাই।

মশুর॥ যম মরেছেই বটে। আমি ভাবছি তাই,
বলি, শত্তুর মুখে দিয়ে ছাই,
কবরে যায়নি দাই?

[হারুণ ও বেগমের প্রবেশ]

হারুণ॥ মশুর মশুর, এই যা তো আবুর বাড়ি যা তো। দেখে আয়, কে মরেছে—আবু কি রোশেনা?

মশুর॥ যো হুকুম জনাব।

[প্রস্থান]

হারুণ ॥ দেখো, আমি কিন্তু বাজি ছাড়বো না।

বেগম ॥ আমিও বাজি ছাড়বো না, আমি তোমার লোকের কথাও বিশ্বাস করবো না। যা তো দাই, তুইও যা তো, দেখে আয়—আবু মরেছে কি রোশেনা করেছে।

দাই ॥ এতো লোক মরে, মশুর মরে না গা?

[প্রস্থান]

হারুণ ॥ কী আশ্চর্য! আমার কাছে আবু এলো, বললে—রোশেনা মরেছে, আমি তাকে টাকা দিলুম, আর তুমি বিশ্বাস করবে না?

বেগম ॥ কী আশ্চর্য! আমার কাছে রোশেনা এলো, বললে—আবু মরেছে, আমি টাকা দিলুম, তবু তুমি বিশ্বাস করবে না?

হারুণ ॥ আচ্ছা, মশুর ফিরুক, তখন বুঝে নেবো তোমার চতুরালি।

বেগম ॥ আচ্ছা, দাই ফিরুক, তোমার কথায় দেবো হাততালি।

হারুণ ॥ এখনো সত্যি কথা বলো, এখুনি ঠকবে!

বেগম ॥ কে ঠকে, তা লোকে দেখবে।

গীত (সুর : আমি কোন পথে যে চলি)

বাদশা ॥ *তুমি গুল মেরো না বেশি*
(তোমার) ধাপ্পা এ কোন্ দেশী?
আভি ফিরলে মশুর মানবে কসুর
বুঝবে শেষাশেষি

বেগম ॥ তুমি পাক্কা গুলের রাজা
যতোই মারো গাঁজা
দেখবে যবে ঠকতে হবে
টেরটি পাবে মজা

বাদশা ॥ এবার তুমি টেরিয়ে যাবে
বাজি হেরে লোক হাসাবে
শুনবে যখন পাড়ার লোকে দেবে তো হাততালি
একটি গালে চুন মাখাবে আর এক গালে কালি
ভাসাবে কেঁদে তখন হয়ে এলোকেশী
ফিরলে মশুর মানবে কসুর বুঝবে শেষাশেষি
তুমি গুল মেরো না...

বেগম ॥ তুমি পাক্কা...

হারুণ ॥ মশুর কেন দেরি করছে? চলো এগিয়ে দেখি।

বেগম ॥ শিখিয়ে দিয়েছো। ফিরবে কি?

হারুণ ॥ তোমার দাই ফিরলো না কি?

বেগম ॥ কোন্ ঠাটই বা বাকি? চলো দেখি।

[প্রস্থান। মার্গসঙ্গীত ও পট পরিবর্তন।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

[আবুর বাটী, আবু ও রোশেনা]

আবু ॥ রোশেনা! রোশেনা! দেখো তো, দেখো তো—মশুর নয়?

রোশেনা ॥ হ্যাঁ সেই রকমই তো দেখছি! হ্যাঁ হ্যাঁ মশুরই বটে, মশুর বটে, মশুর বটে।

আবু ॥ রোশেনা রোশেনা, শিগগির মরো! শিগগির মরো!

রোশেনা ॥ মরবো কী গো?

আবু ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মরো মরো!

রোশেনা ॥ ও কী কথা গো?

আবু ॥ আরে আগে মরো, তারপর কথা কোয়ো এখন। মরো মরো শিগগির মরো, দেরি কোরো না—মুস্কিল বাধালে দেখছি!

রোশেনা ॥ মরণ না হলে মরবো কেমন করে গো?

আবু ॥ আরে তেমন মরতে বলছি কি তোমায়? এই কালো কাপড়খানা টেনে মুড়ি দাও। নিথর হয়ে থেকো। আর যদি মুখের কাপড় খোলে, অমনি দাঁত ছুরকুটে থেকো।

রোশেনা ॥ কেন গো?

আবু ॥ আর কেন গো! বুঝতে পারছো না? মশুর আসছে খবর নিতে, তুমি মরেছো না আমি মরেছি। আমি বাদশাকে বলেছি—তুমি মরেছো।

রোশেনা ॥ তবে মরি?

আবু ॥ একটু সাবধানে মোরো, কথাবার্তা কোয়ো না।

রোশেনা ॥ আর আমায় যদি কবর দেয়?

আবু ॥ বলি, আমি তো বেঁচে আছি? আমি কবর দিতে দেবো কেন? এই দ্যাখো সব ভেস্তে গেলো, মশুর এসে পড়লো!

রোশেনা ॥ না না—আমি মরছি!

[কাপড় মুড়ি দিয়ে শুলো, মশুরের প্রবেশ]

আবু॥ কী মশুর! আমার সর্বনাশ হয়েছে। দেখে যাও—আমার জানের জান মারা গিয়েছে! দেখে যাও, আমার কী সর্বনাশ হোলো দেখো!

মশুর॥ আ হা হা হা, তোমার এমন দুর্দশা হয়েছে? রোশেনা বড়ো ভালো ছিল।

আবু॥ ভালো বলে ভালো? কথা কইতে কইতে মোলো। আমায় বললে—বাদশানন্দের কাছে যাও, বাদশা তো কবরের খরচ দিয়েছেন, এখন খবরের খোরাকি কিছু নিয়ে এসো।

মশুর॥ কবরের খোরাকি কী?

আবু॥ না হয় মরেইছে, পেট তো সঙ্গে আছে? দুপুর রাতে যখন উঠবে, খিদে পাবে, তখন কী খাবে বলো?

মশুর॥ ম'লে আবার খাবে কী?

আবু॥ মশুর, তুমি পুরুষ মানুষ, জানো না, অবলার বড়ো নোলা। মলেও খায়।

মশুর॥ তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?

আবু॥ না, ঠাট্টা কিসের? পরখ করতে চাও, কিছু খাবার আনো, এনে এই কাপড়ের মধ্যে দাও।

মশুর॥ বটে, বটে, এমন নোলা? তা হতে পারে। ঐ যে দাইবুড়ি ও মলেও খাবে। বেটির যেমন রূপ, তেমনি দাঁত, তেমনি নোলা। একদিন বাগে পাই তো নাকটা কেটে নিই।

আবু॥ মশুর মশুর, তুমি যাও, তুমি যাও—

মশুর॥ কেন কেন?

আবু॥ দেখছো না? ঐ দাইবুড়ি আসছে।

মশুর॥ তা এলেই বা? আমার ভয় কী?

আবু॥ ও এসে ছুঁলেই রোশেনা দানা পাবে। আর দাইবুড়ির যার উপর আড়ি, তার মাথাটা কড়মড়িয়ে খাবে!

মশুর॥ সে কী?

আবু॥ আর সে কী! ও মস্ত ভুতুড়ে বুড়ি! আজ কী বার?

মশুর॥ আজ এত্‌বার।

আবু॥ তবেই তো! এই এত্‌বারের মড়া পেলে এখনই দানা জাগাবে। ঐ দেখো—মন্তর পড়তে পড়তে আসছে।

মশুর॥ বটে বটে? তবে আমি সরে পড়ি!

আবু॥ ওঠো কি পড়ো—অমনি দৌড় মারো! দেখো, খবরদার যেন বুড়ি ছোঁয় না।

[মশুরের পলায়ন]

রোশেনা, রোশেনা! তুমি ওঠো, এবার আমি মরি।

রোশেনা॥ তা মরো মরো, আমি বাঁচলুম। কাপড় মুড়ি দিয়ে আমার হাঁপ ধরেছিলো।

আবু॥ এইবার তুমি খুব গলা ছেড়ে কান্না ধরো! যতো পারো হাঁপ ছেড়ে চেঁচাও।

[আবু কাপড় মুড়ি দিয়ে শুলো। দাইয়ের প্রবেশ।]

দাই॥ এতো লোক মরে মশুর মরে না? অহঙ্কার দেখেছো, মট্‌মট্ করছে, বলছে—ছুঁস নে সর! আ মর, এতো তেজ কিসের?

রোশেনা॥ ওগো আমার কী হোলো গো! আমার আবু কোথায় গেলো গো! ওগো আমার কী সর্বনাশ হোলো গো! ওগো আমার কী হবে গো!

দাই॥ এতো লোক মরে, মশুর মরে না? শোন রোশেনা, কাঁদিস এখন। আমায় আগে বল—আমায় বেগম সাহেবা দেখতে পাঠিয়েছে—তুই মরেছিস কি আবু মরেছে?

রোশেনা॥ ও গো আমার আবু মরেছে গো, আবু মরেছে। এই কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে।

দাই॥ এ যে দেখছি নড়ছে?

রোশেনা॥ অ্যাঁ? নড়ছে? তবে দেখছি মশুর সর্বনাশ করে গেছে!

দাই॥ কী কী? মশুর কী করলো?

রোশেনা॥ এই মন্তর পড়ে দানা চেলে আনলো। বলছিলো—দাই বুড়ি এলে তার ঘাড় ভাঙিস, তার ঘাড় ভাঙিস।

আবু॥ হুঁ হুঁ, আমি খাবো, আমি খাবো!

রোশেনা॥ ওমা, আমি কোথায় যাবো? এই দেখো—খাবো খাবো করছে।

আবু॥ হুঁ হুঁ, দাইবুড়ির মাথা খাবো, দাই-বুড়ির মাথা খাবো!

দাই॥ ও মা গো, বাবা গো!

[পলায়ন]

আবু॥ (উঠে) রোশেনা, আর খাওয়া হোলো না। ঐ দেখো, বাদশা বেগম এক সঙ্গে আসছে।

রোশেনা॥ তাই তো! তবে কী করি?

আবু॥ তুমি একপাশে মরো, আমি একপাশে মরি।

[দু'জনে কাপড় মুড়ি দিয়ে শুলো। হারুণ ও বেগমের প্রবেশ।]

হারুণ॥ বেগম, সত্যিই দুঃখের বিষয়, সত্যিই দুঃখের বিষয়। রোশেনাকে স্নেহ করতে, রোশেনা নেই, মশুর কি আমার সামনে মিথ্যে কথা বলতে পারে?

বেগম॥ পথে দাই কি মিছে কথা বললো? বুড়ি ভয়ে আঁতকে এসে বললো—আবু মরেছে!

হারুণ॥ তবু তুমি বিশ্বাস করবে না? কই এখানে তো কেউ নেই? এই যে দু'টো কী প'ড়ে আছে।

[মশুরের প্রবেশ]

মশুর॥ হুজুর কাছে যাবেন না, কাছে যাবেন না! ঐ রোশেনা মরেছিলো, দাইবুড়ি দানা চেলে আবুকেও মেরেছে।

[দাইয়েরর প্রবেশ]

দাই॥ বেগম স্যাহেবা কাছে যাবেন না। আবু মরেছিলো, মশুর দানা চেলে এনে রোশেনাকেও মেরেছে।

মশুর॥ চোপ চোপ দানাওয়ালী! নেহি তোম্‌হারি লাজ?

দাই॥ তেরা সবম নেহি, ছোড়তা আওয়াজ?

মশুর॥ হিঁয়া খাড়া জনাব! থোড়া চলেগা তেরা দাগাবাজি।

দাই॥ হিঁয়া বেগম সাব! থোড়া চলেগা তেরা স্যারসাজি!

মশুর॥ তোম কিয়া হ্যায় খুন!

দাই॥ তোম কিয়া হ্যায় খুন!

মশুর॥ তেরা ছাঁটেগা নাক!

দাই॥ তেরা গর্দানা কাটকে পিটেগা ঢাক!

হারুণ॥ আচ্ছা মশুর, কে আগে মরেছে?

মশুর॥ হুজুর, রোশেনা আগে মরেছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দাইবুড়ির দানা আবুর ঘাড় ভেঙেছে।

দাই॥ বেগম সাহেবা, আবু আগে মরেছে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, মশুরের ভূত রোশেনার ঘাড় ভেঙেছে।

গীত (সুর : আমি শ্রীশ্রী ভজহরি মান্না)

মশুর॥ *তোর বজ্জাতি করে দেবো ঠাণ্ডা।*

দাই॥ *(তোর) বজ্জাতি করে দেবো ঠাণ্ডা!*

বদমাসি করলে মিছে কথা বললে

ঘাড় যাবে মটকে ঘিলু যাবে চটকে

প্রাণখানি বিলকুল চলে যাবে সটকে
গুঁড়ো হয়ে ছাতু হবি খেলে মোটা ডাণ্ডা
বজ্জাতি করে দেবো ঠাণ্ডা,

মশুর॥ *(তোর) বজ্জাতি করে দেবো ঠাণ্ডা।*
বাজে কথা থামা রে ভূত তোর নামা রে
তা না হলে ঝুলবি ফাঁসিকাঠে দুলবি
এক হাত জিভ মেলে পটলটা তুলবি
বোঝা যাবে কতো তুই পেত্নীর পাণ্ডা
বজ্জাতি করে দেবো ঠাণ্ডা

মশুর॥ *বজ্জাতি করে দেবো ঠাণ্ডা*

দাই॥ *(তোর) বজ্জাতি করে দেবো ঠাণ্ডা।*

হারুণ॥ বেগম, কিছু বুঝতে পারছো না!

বেগম॥ না, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!

হারুণ॥ আচ্ছা, সকলে শোনো! এই আমার প্রতিজ্ঞা, কে আগে মরেছে যদি আমায় বলে, তাকে আমি এখনি হাজার আসরফি পুরস্কার দেবো।

বেগম॥ আমারও এই প্রতিজ্ঞা—কে আগে মরেছে যদি আমায় বলে, তাকে আমিও এখনই হাজার আসরফি পুরস্কার দেবো।

আবু॥ (উঠে) জনাব, আমি আগে মরেছি।

রোশেনা॥ (উঠে) বেগম সাহেবা, আমি আগে মরেছি।

হারুণ॥ আচ্ছা আবু, তুই কী দুঃখে মরলি?

আবু॥ জনাব, পেটের দায়ে।

বেগম॥ রোশেনা তুই কী দুঃখে মরলি?

রোশেনা॥ আজ্ঞে, স্বামীর জ্বালায়।

[মা'র প্রবেশ]

মা॥ ওরে আমার সর্বনাশ হোলো। আমার বৌ বেটা মোলো।

আবু॥ ও মা, কেঁদো না। এই যে বেঁচে উঠেছি।

মা॥ ও বাবা, হ্যাঁ বাবা, বেঁচে উঠেছো বাবা? বৌমা?

রোশেনা॥ এই যে আমিও বেঁচে উঠেছি।

মা॥ বাবা, মা, আর এমন দু'জনে পরামর্শ করে মোরো না।

আবু॥ মা, চেঁচিও না. বাদশা বেগমকে সেলাম করো।

মা॥ অ্যাঁ? বাদশা? আমি মনে করেছি—সেই মোসাফের!

হারুণ॥ হ্যাঁ, আমি সেই মোসাফের, তোমার ছেলের বন্ধু।

বেগম ॥ আর আমি সেই মোসাফের গিন্নী। তোমার বৌমা আমার মেয়ে।

মা ॥ ও বাবা, ও বাবা। আমি তা হলে এখন কী করি।

আবু ॥ চট করে একটু গুঁড়ো মছলির কাবাব রেঁধে ফেলো।

হারুণ ॥ হ্যাঁ, প্রস্তাবটা ভালো।

বেগম ॥ হ্যাঁ, ওটা কী করে রাঁধে আমায় শিখে নিতে হবে।

[বৃদ্ধ বাদশা ও বৃদ্ধ উজিরের প্রবেশ]

দুজনে ॥ (একসঙ্গে) কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য আবু হোসেন শেষ হোলো।

[সকলে মঞ্চে এলো। সারি বেঁধে দাঁড়ালো।]

কোরাস ॥ গীত (সুর : সবকো বাহারো)

কৌতুকপূর্ণ গীতিনাট্য আবু হোসেন শেষ হোলো
গিরিশ ঘোষের পিণ্ডিখানি বাদল সরকার চটকালো
ও-ও দর্শকবৃন্দ বাড়ি চলো বাড়ি চলো।
মোদের নাটক ফুরোলো নটে গাছটি মুড়োলো
গিরিশ ঘোষের আত্মাটি অবশেষে জুড়োলো
পাপের ফলে এলে যম, বাদল যাবে জাহান্নম
বাকি সবাই এই সুযোগে তাড়াতাড়ি ফিরে বাড়ি
হরি বলো হরি বলো।

[গানের শেষে সমবেত অভিবাদন। যবনিকা]

স্পার্টাকুস

হাওয়ার্ড ফাস্টের উপন্যাস অবলম্বনে নাটক

মুখবন্ধ

জীবনে যে ক'টি উপন্যাস সবচেয়ে ভালো লেগেছে, হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকুস তার মধ্যে একটি। এ উপন্যাসকে থিয়েটারে আনবার কল্পনা বেশ কয়েকবার করেছি, সাহসে কুলোয় নি।

সে সাহস শেষ পর্যন্ত পেলাম, যখন প্রচলিত 'প্রোসিনিয়ম' মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে এসে 'অঙ্গনমঞ্চ' ধরলাম। 'অঙ্গনমঞ্চ' অভিনেতাকে দর্শকের কাছে নিয়ে আসে, মাঝখানের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। স্পার্টাকুস অঙ্গনমঞ্চের জন্য লেখা। পরে খোলা মাঠে চারিদিকে দর্শক বসিয়ে করে দেখা গেছে—স্পার্টাকুস খোলা মাঠেরও নাটক। প্রচলিত মঞ্চে এ নাটকের উপস্থাপনা আমার কাছে আজও অকল্পনীয়।

আমাদের নাট্যগোষ্ঠী 'শতাব্দী' স্পার্টাকুস অভিনয় করেছে ৯০ বার। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর তেতালায় অঙ্গনমঞ্চের ছোট্ট ঘরে সত্তরজনের কাছে করেছে। সুন্দরবনের গণ্ডগ্রামে আটহাজার লোকের কাছেও করেছে। প্রথম করেছিলো ১৯৭৩-এর জানুয়ারিতে। এ ছাড়াও আমার পরিচালনায় ইম্ফলে একবার হয়েছে মণিপুরী ভাষায়। বর্তমানে সহযোগী গোষ্ঠী 'পথসেনা' নাটকটির অভিনয় করে থাকে। শতাধিক অভিনয় হয়েছে তাদের প্রযোজনায়।

এ নাটকের বেশ কিছু পরিবর্তন পরিবর্জন ঘটেছিল মহলার মধ্যে, এবং তার কৃতিত্ব অনেকখানি অংশগ্রহণকারীদের। বিশেষ করে দাসদের। দাসরাই এ নাটকের নায়ক, স্পার্টাকুস এককভাবে নয়। আমার ধারণা—মূল উপন্যাসেও তাই ছিল।

ত্রুটি বিচ্যুতি অসম্পূর্ণতা যাই থাক, এ কাহিনীর খানিকটা থিয়েটারে আনতে পেরে আমি যতোটা খুশি, তিনটে মৌলিক নাটক লিখতে পারলেও ততোটা খুশি হতাম কি না সন্দেহ।

বাদল সরকার

স্পার্টাকুস

[দাসরা—কমপক্ষে ছ'জন—ছুটে এসে ঢুকলো। লুকিয়ে পড়লো এদিকে, ওদিকে, দর্শকদের মধ্যে। দাসদের খালি গা, পরিধানে হাঁটু পর্যন্ত ইজের। কয়েকজন সৈন্য— কমপক্ষে ছ'জন—এলো। একে একে খুঁজে বার করলো দাসদের। টেনে হিঁচড়ে মেরে নিয়ে এলো। দাসরা চিৎকার করতে লাগলো, প্রাণপণে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। তাদের এনে জমা করা হোলো একটা জায়গায়—মানুষের শরীরের একটা স্তূপ। সৈন্যরা এবং আরও কয়েকজন রোমক একসঙ্গে বিভিন্ন সংখ্যা বলে চলেছে—দু'হাজার পাঁচশো এক, তিনশো সাতান্ন ইত্যাদি। ফলে একটা বাজারে গণ্ডগোল। ক্রেতারা দাসদের স্তূপ থেকে পণ্য বাছছে। একজনকে বেছে নিয়ে আসা হোলো। চার পাঁচজন তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। একজন নিলামওয়ালা চিৎকার করে এক দুই করে গুণছে, আর ঐ চার পাঁচজন দাসটিকে ধাক্কা মেরে একজন আর একজনের কাছে ঠেলে দিচ্ছে। দশ গোণা হলে তাকে আলাদা করে এক জায়গায় ফেলে রাখা হোলো। এর মধ্যে আর একজনকে বেছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাকে শোওয়া অবস্থায় হাতের উপর তুলে ধরেছে জনা ছয়েক। আবার এক থেকে দশ গোণা। ওকে ছেড়ে দিয়ে লুফে নেওয়া হচ্ছে নীচে, আবার তোলা হচ্ছে। দশ গোণা হলে তার অনড় দেহটাও ফেলা হোলো একদিকে। বাজারে গোলমাল থামলো।

একজন সৈন্য হাততালি দিলো। অন্যরা অ্যারিনার চারিদিকে দর্শকদের সঙ্গে গিয়ে বসেছে। দাসরা সবাই উঠে কাজ করতে শুরু করলো। কেউ ঘানি ঠেলছে, কেউ হাতুড়ি পিটছে, কেউ মাটি খুঁড়ছে, জল তুলছে। কোনো বস্তু অবশ্য ব্যবহার করা হচ্ছে না, নাটকে কখনোই করা হবে না।

খানিক পরে সৈন্যটি আবার হাততালি দিলো। দাসরা কাজ থামিয়ে ক্লান্তভাবে চলে যাচ্ছে। দু'জোড়া দাস পরস্পরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলো শুধু। আর একটা হাততালি, ওরা একলাফে ফিরে মুখোমুখি হোলো। দু'জোড়া গ্ল্যাডিয়েটর, হাতে যেন ছোরা, প্রতিপক্ষের দিকে সতর্ক দৃষ্টি। লড়াই শুরু হোলো। প্রথম জোড়ার একজন পড়লো আর্তনাদ করে। আহত সে, কাৎরাচ্ছে। সৈন্যরা এবং অন্য রোমকরা হাতের বুড়ো আঙুল নিচু করে হু হু শব্দ করে ওকে মেরে ফেলার নির্দেশ দিতে লাগলো। বিজেতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিয়ে ছোরা বসিয়ে দিলো আহত গ্ল্যাডিয়েটরটির পেটে। দু'জন সৈন্য ছুটে এলো, ছোরা কেড়ে নিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে বার করে দিলো। মৃত দাসটিকে বয়ে নিয়ে ফেলে রাখলো একপাশে। এর মধ্যে অন্য লড়াইয়ে একজন পড়েছে। আবার হু হু করে হত্যার নির্দেশ। হত্যা করতে এসেও শেষ মুহূর্তে সে বিদ্রোহ জানালো ছোরাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। সব

সৈন্য ছুটে এসে তাকে ধরলো। দু'জন আহত গ্ল্যাডিয়েটরকে বয়ে নিয়ে গেলো বাইরে। সৈন্যরা বিদ্রোহী দাসটিকে ক্রুশবিদ্ধ করলো। দাঁড় করিয়ে রাখলো একপাশে ঐ অবস্থায়। সৈন্যরা চলে গেলো।

মৃত দাসটি উঠে এলো। ক্রুশবিদ্ধ দাসটির হাঁটুতে বুকে হাত রাখলো। দর্শকদের দিকে ফিরলো। সে এখন সূত্রধার।]

সূত্রধার॥ কাজ। খেলা। শাস্তি। কাজ। খেলা। শাস্তি। মানুষের নয়, ক্রীতদাসের। রোম সাম্রাজ্য। দু'হাজার বছর আগে। খ্রীস্টপূর্ব একাত্তর সাল। রোম সাম্রাজ্য। কিন্তু রোম সাম্রাজ্য না কি ধ্বংস হয়ে গেছে, দাস প্রথা না কি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখন বিংশ শতাব্দী, উনিশশো সাতানব্বই * সাল। সভ্য মানুষ, সভ্য সমাজ। তাই কি? আমরা জানি না। আমাদের জানা নেই। তাই আমাদের গল্প, আমাদের নাটক, আরম্ভ খ্রীস্টপূর্ব একাত্তরে, আরম্ভ খ্রীস্টাব্দ উনিশশো সাতানব্বই*। রোমক পোশাক কী আমরা জানি না। রোমক দৃশ্যসজ্জার ধার আমরা ধারি না। আমরা কে? এই মুহূর্তে তাও অবান্তর। আমরা—আমরা। আমরা প্রভু, আমরা দাস। দু হাজার বছর আগে এবং আজ। খ্রীস্টপূর্ব একাত্তরে। খ্রীস্টাব্দ উনিশশো সাতানব্বইয়ে*। রোম সাম্রাজ্যে, ভারতবর্ষে।

[চলে গেলো সূত্রধার। একজন সৈন্য এলো, তার পিছনে আরও তিনজন সারি বেঁধে। প্রথমজন ঘোষক, তার ঘোষণার প্রতি অংশের পর এরা সামনের জনের পিঠে চাপড় মেরে ট্যাটরা পেটানোর আওয়াজ করছে, করেই ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। পরের অংশের পর আবার চাপড়, আবার ঘোরা।]

ঘোষক॥ শোনো, সবাই শোনো! ...রোমের নাগরিকবৃন্দ শোনো!...রোম থেকে কাপুয়া...রোম থেকে কাপুয়া...আপ্পিয়ান সড়ক...আপ্পিয়ান সড়ক...আজ থেকে...সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য...খুলে দেওয়া হোলো। ....রোম থেকে কাপুয়া...আপ্পিয়ান সড়ক...আজ থেকে...খুলে দেওয়া হোলো।

[ওরা চারজন বেরিয়ে গেলো। ফ্লাভিউস এসে দাঁড়ালো ক্রুশবিদ্ধ দাসটির কাছে। ফ্লাভিউস প্রৌঢ়, পুরোনো ছেঁড়া পোশাকে ভদ্রস্থতা রক্ষার চেষ্টা। হেঁকে লোক জমা করতে চাইছে।]

ফ্লাভিউস॥ আসুন আসুন, দেখে যান! শান্তির দৃষ্টান্ত! রোম থেকে কাপুয়া আপ্পিয়ান সড়ক—সারি সারি ক্রুশ, সারি সারি শাস্তির দৃষ্টান্ত! আসুন, দেখে যান! সব খবর জানা আছে আমার। যা জানতে চান জানাবো, যা শুনতে চান শোনাবো, যা দিয়ে যাবেন—নেবো। আসুন, আসুন—

[এর মধ্যে দামী পোশাক পরা সুদর্শন যুবক কাইউস ঘোড়ায় চড়ে ঢুকেছে। পিছনে চারজন দাস হাতের উপর যেন খোলা পাল্কিতে আরামে আধ শোওয়া ভঙ্গিতে বসা সুসজ্জিতা তরুণী হেলেনাকে বয়ে নিয়ে ঢুকলো। মুখে পাল্কিবাহকের হুম হুম ধ্বনি। তাদের ক্রুশের কাছে আসতে দেখে ফ্লাভিউস থেমে উৎসুক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। কাইউস ঘোড়া থেকে নামলো। হেলেনার ইঙ্গিতে পাল্কি থামলো, হেলেনাও নামলো। দু'জনে ক্রুশের দিকে এগিয়ে এলো।]

আসুন আসুন নমস্কার। চার বছর পরে আবার বেরুনো গেলো রোম থেকে, কী বলেন? চার চারটে বছর! কোথায়? কাপুয়া?

কাইউস॥ হ্যাঁ, কাপুয়া।

ফ্লাভিউস॥ সুন্দর শহর—কাপুয়া। চমৎকার শহর। আর আজ রাতে?

কাইউস॥ ভিল্লা সালারিয়া।

ফ্লাভিউস॥ ভিল্লা সালারিয়া! সিলভিউস আন্টোনিউস? চমৎকার বাড়ি! প্রকাণ্ড খামার! আত্মীয়?

কাইউস॥ আমাদের মামা।

ফ্লাভিউস॥ মামা? খুব ভালো, খুব ভালো। আমার নাম ফ্লাভিউস। আজ এখানে দেখছেন, এই ক্রুশের নীচে, কিন্তু একদিন রোমের তিন নম্বর মহল্লায় আমার নাম সব্বাই—কিন্তু রাজনীতি! থুঃ! সে যাই হোক, আজ এখানে বসেছি, লোককে দেখাই, কাহিনী শোনাই—এক কথায় রোমের পরাক্রম আর ন্যায়বিচারের পরাকাষ্ঠা প্রচার করি। এক হিসেবে মহৎ কাজ, তাই না? ভিক্ষে করার থেকে সম্মানজনক, কী বলুন, তাই না?

[ইঙ্গিত বুঝে কাইউস ওকে একটি মুদ্রা দিলো]

ধন্যবাদ। এই যে ক্রুশটা দেখছেন—রোম থেকে বেরিয়ে এইটাই প্রথম। একটা দৃষ্টান্ত। দৃষ্টান্তের দৃষ্টান্তও বলতে পারেন, কারণ এর পরে শুরু হবে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত—রোম থেকে কাপুয়া পর্যন্ত, রাস্তার দু'ধারে। সবসুদ্ধ ক'টা আছে জানেন? ছ'হাজার চারশো বাহাত্তর। ছ'হাজা—র চা—রশো বা—হাত্তর!

কাইউস॥ (অভিজাত রসিকতায়) অতোখানি কাঠ?

ফ্লাভিউস॥ হে হে, তা যা বলেছেন—অতোখানি কাঠ! কিন্তু এই দৃষ্টান্ত, এর দামও কম নয়।

হেলেনা॥ এই কি স্পার্টাকুস?

ফ্লাভিউস॥ (ধৈর্যের হাসিতে) তা কী করে হবে?

কাইউস ॥ (বোনের অজ্ঞতায় ঈষৎ বিরক্তিতে) স্পার্টাকুসের লাশ পাওয়া যায়নি, জানো না?

ফ্লাভিউস ॥ কুচি কুচি হয়ে গেছে! স্পার্টাকুস কুচি কুচি হয়ে গেছে লড়াইয়ের ময়দানে। কিন্তু এই লোকটা—এটাকে জ্যান্ত ধরা হয়েছিলো। এর নাম ছিল ফেয়ারট্রাক্স, গল দেশের লোক। স্পার্টাকুসের মতো এও ছিল গ্ল্যাডিয়েটর। প্রচণ্ড লড়িয়ে, যাঁড়ের মতো তাগড়া। চার দিন লেগেছে ওর মরতে! পুরো চারটে দিন, আমি এইখানে বসে দেখেছি। প্রথম দিন প্রচণ্ড গালাগালি করছে—যে দেখতে এসেছে তাকেই। সে ভাষা আপনাদের মতো ভদ্রলোক ভদ্রমহিলার শোনবার উপযুক্ত নয়। আমি বললাম— দেখো বাপু, তুমি খামোখা আমার রোজগারটা মাটি করছো। তা কে শোনে কার কথা? কিন্তু দ্বিতীয় দিন থেকে—একদম চুপ। একটা কথা নেই, একটা আওয়াজ নেই। চুপ করবার আগে শেষ কথা কী বলেছে জানেন?"

হেলেনা ॥ কী?

ফ্লাভিউস ॥ (হেসে) সে এক অদ্ভুত কথা! আমি ফিরে আসবো, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হয়ে ফিরে আসবো।

হেলেনা ॥ তার মানে?

ফ্লাভিউস ॥ ঐ তো! মানে কে বুঝবে বলুন? মানে? কোনো মাসে নেই। কিন্তু ঐ ওর শেষ কথা। তারপর ব্যস—একদম চুপ। খোঁচাখুঁচি দিলাম, এমনভাবে তাকালো যেন পারলে আমার টুঁটি ছিঁড়ে নেয়—কিন্তু টুঁ শব্দটি নেই! যাই হোক, এক কথায়—এ স্পার্টাকুস নয়, কিন্তু স্পার্টাকুসের একজন সেরা সাগরেদ। স্পার্টাকুস কুচিকাটা হয়ে গেছে, আর তার যতো সাগরেদ, সব হয় তারই মতো কুচিকাটা হয়েছে, না হয় এর মতো ক্রুশে ঝুলছে। রোমের শক্তির কাছে কেউ কিছু না। আর যদি কিছু জানতে চান—?

কাইউস ॥ না, ঠিক আছে। আমাদের যেতে হবে!

[ওরা চলে গেলো, কাইউস ঘোড়ায়, হেলেনা পাল্কিতে। ফ্লাভিউস মুদ্রাটা বার করে দেখলো।]

ফ্লাভিউস ॥ এক দিনার? মন্দ নয়, তবে আর একটা দিলে পারতো। শালা নবাবের বাচ্চা সব!

[চলে গেলো। দাসটি ক্রুশ ছেড়ে এগিয়ে এলো। একজন দর্শকের কাছে গিয়ে ঝুঁকে ফিসফিস করে কথা বললো।]

দাস ॥ আমি ফিরে আসবো। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হয়ে ফিরে আসবো।

[অন্য দাসরা ঢুকছে একে একে। সবাই ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দর্শকের কাছে গিয়ে একই কথা বলছে।]

দাসরা ।। ফিরে আসবো। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হয়ে ফিরে আসবো।

[ক্রমে ওদের গলা চড়ছে, দেহ সোজা হয়ে উঠছে। একজন রোমক ঢুকলো সূত্রধার হয়ে। ওদের মিলিত উচ্চস্বর ছাপিয়ে তার গলা শোনা গেলো।]

সূত্রধার ॥ কে ফিরে আসবে, কে?

[দাসরা চুপ, নিশ্চল]

কে ফিরে আসবে?

[দাসরা আবার নড়লো। মাথা নিচু করে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বসবার আসন তৈরি করছে তারা গুঁড়ি মেরে বসে। সূত্রধার বলে চলেছে।]

ফেয়ারট্রাক্স? গানিকুস? ক্রিক্সুস? দায়ুদ? স্পার্টাকুস? স্পার্টাকুস মরে গেছে। ওরা সবাই মরে গেছে। বেঁচে আছে—ক্রাসুস।

[ক্রাসুস এসে একজন বসে থাকা দাসের পিঠে পা দিয়ে দাঁড়ালো।]

রোমক সভ্যতার রক্ষাকর্তা বীর সেনাপতি ক্রাসুস। বেঁচে আছে—গ্রাকুস।

[গ্রাকুস এসে একজন দাসের পিঠে বসলো, যেন সত্যিই সেটা জড়পদার্থের আসন।]

রোম প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান সিনেটের মধ্যমণি গ্রাকুস। বেঁচে আছে—কিকেরো।

[কিকেরো এসে দাঁড়ালো]

ক্ষুরধার-বুদ্ধি ক্ষুরধার-যুক্তি তরুণ দার্শনিক কিকেরো। বেঁচে আছে—আন্টোনিউস।

[আন্টোনিউস এসে দাঁড়ালো]

ভিল্লা সালারিয়ার মালিক, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী আন্টোনিউস। বেঁচে আছে কাইউস আর তার বোন হেলেনা।

[কাইউস আর হেলেনা এসে বসলো দুটো মানুষের শরীরে তৈরি আসনে]

ভিল্লা সালারিয়ায় নবাগত অতিথি সম্ভ্রান্তবংশীয় কাইউস আর হেলেনা। ভিল্লা সালারিয়া। একটি মনোরম রোমক রাত্রি।

[কথা শুরু হোলো, যেন অনেকক্ষণ ধরে কথা চলছে। সূত্রধার বেরিয়ে গেলো।]

কিকেরো ॥ আমি কাইউসের সঙ্গে একমত। একটা ঘোড়ার বদলে দু'টো দাসকে লাঙ্গলে জুতলে বেশি কাজ পাওয়া যায়।

কাইউস ॥ তাছাড়া খরচের কথা ভাবুন। একটা ঘোড়ার দাম একটা দাসের দামের পাঁচগুণ।

আন্টোনিউস ॥ তা তো হবেই। একটা ভালো জাতের ঘোড়া পালতে অন্তত পাঁচটা দাস লাগে।

কিকেরো ॥ ঠিক। এবং ঘোড়াদের এমন কোনো রাজ্য নেই যা দখল করে রোম একসঙ্গে এক লাখ দেড় লাখ ঘোড়া এনে নিলামে তুলতে পারে।

হেলেনা ॥ আচ্ছা, দাস ছাড়া কি আজ আমাদের আর কোনো কথা নেই?

কিকেরো ॥ দাস অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। রোমক সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে এই দাসের উপর।

কাইউস ॥ এটা কী রকম কথা হোলো?

কিকেরো ॥ ভুল বলেছি?

ক্রাসুস ॥ দাসের উপর রোমক সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে—এটা মানতে পারলাম না।

কিকেরো ॥ আমরা রোমক, আমরা আর পাঁচটা মানুষের মতো নই, এটা তো মানেন?

ক্রাসুস ॥ নিশ্চয়ই।

কিকেরো ॥ কেন? কী করে? কারণ দুনিয়ার মধ্যে রোমই প্রথম দাসের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলো।

আন্টোনিউস ॥ কিন্তু রোমের আগেও তো দাস ছিল?

কিকেরো ॥ ছিল। এখানে কিছু, ওখানে কিছু। কিন্তু আমাদের? আমাদের ক্ষেত খামার চালাচ্ছে দাস, বাড়ি তুলছে দাস, জুতো জামা তৈরি করা থেকে শুরু করে রান্না করা, বাসন ধোওয়া, ছেলে মানুষ করা—সব দাস। রোমের আগে পৃথিবীতে কখনো এরকম ঘটেছে?

গ্রাকুস ॥ তা বেশ তো, কী করতে বলো ঘটনাটা নিয়ে?

কিকেরো ॥ কিছু না, শুধু ঘটনাটা বুঝতে চাই।

কাইউস ॥ বোঝবার দরকারটা কী?

কিকেরো ॥ না বুঝলে ওরা আমাদের ধ্বংস করে ফেলবে একদিন।

ক্রাসুস ॥ (হেসে উঠে) আপনি তো কাপুয়া থেকে এলেন। আপ্পিয়ান সড়কের দু'পাশে দেখেননি কিছু?

কিকেরো ॥ ওতে সবটা প্রমাণ হয় না।

ক্রাসুস ॥ আর কী প্রমাণ হবার আছে? রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস করা দাসদের কর্ম নয়। স্পার্টাকুস্ কুচিকাটা হয়ে সেটা প্রমাণ করেছে।

কিকেরো॥ কিন্তু স্পার্টাকুস? রোম ছাড়া আর কোনো রাজ্য স্পার্টাকুসের জন্ম দিতে পারতো?

ক্রাসুস॥ স্পার্টাকুস জন্মেছে নর্দমায়। আবার নর্দমাতেই ফিরে গেছে।

কিকেরো॥ ঠিক। এবং এই নর্দমার উপরেই রোম। নর্দমায় বন্যা হলে রোম টলে যায়।

আন্টোনিউস॥ বন্যা আর হবে না। নর্দমা চিরকালের মতো ঢাকা দিয়ে দিয়েছে ক্রাসুস। দেখবে?

[হাততালি দিলো। কোণে বসে থাকা একজন দাস ছুটে এলো। কাছে আসতেই আন্টোনিউস তার পেটে প্রচণ্ড এক লাথি মারলো। অস্ফুট আর্তনাদ করে বসে পড়লো সে। পা দিয়ে ঠেলে তাকে চলে যেতে ইশারা করলো। চলে গেলো সে। কোনো প্রতিবাদের লেশমাত্র নেই।]

বন্যা আর হবে না।

কিকেরো॥ (যেন আপন মনে) স্পার্টাকুস ঐ রকম একটা দাস ছিল। ঐ রকম একটা কুকুর। ঠিক ঐ রকম অনেক লাথি খেয়েছে সে সারাজীবন।

আন্টোনিউস॥ কী বলতে চাও?

কিকেরো॥ ঐ কুকুরটা যে স্পার্টাকুস হতে পারে না, কে বলতে পারে?

আন্টোনিউস॥ কী বাজে বকছো কিকেরো?

কিকেরো॥ সেনাপতি ক্রাসুস। আপনার কী মত?

ক্রাসুস॥ (ঠাণ্ডা গলায়) স্পার্টাকুস কুচিকাটা হয়ে গেছে।

কিকেরো॥ চার বছর লড়াইয়ের পর।

ক্রাসুস॥ কুচিকাটা হয়ে গেছে।

কিকেরো॥ রোমের অজেয় বাহিনীর বারো আনা খতম করে দেবার পর।

[ক্রাসুস এসে কিকেরোর মুখোমুখি দাঁড়ালো]

ক্রাসুস॥ (স্থির কণ্ঠে) স্পার্টাকুস কুচিকাটা হয়ে গেছে। যদি আবার জন্মায় আবার কুচিকাটা হবে।

[যেন শেষ কথা বলে ফিরে গেলো ক্রাসুস]

কিকেরো॥ (সাধারণ কণ্ঠে) সেনাপতি ক্রাসুস, আপনি স্পার্টাকুসকে চিনতেন?

ক্রাসুস॥ দেখিনি কোনোদিন, কিন্তু মনে হয় চিনতাম।

কিকেরো॥ কী করে চিনেছিলেন?

ক্রাসুস॥ খোঁজ নিয়েছিলাম।

কিকেরো॥ কার কাছে?

ক্রাসুস॥ যারা লড়েছে ওর সঙ্গে। যারা চিনতো ওকে। বেশির ভাগ জেনেছিলাম

বাটিয়াটুসের কাছে। কাপুয়ার গ্ল্যাডিয়েটর আখড়ার মালিক লেন্টুলুস বাটিয়াটুস।

কিকেরো ॥ চেনবার চেষ্টা করেছিলেন কেন—জানতে পারি কি?

ক্রাসুস ॥ শত্রুকে না চিনলে তাকে হারানো শক্ত।

কিকেরো ॥ (অন্যদের) ঠিক এই কথাটাই আমি এতোক্ষণ বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম।

গ্রাকুস ॥ (হেসে) বাহবা কিকেরো, বাহবা।

ক্রাসুস ॥ (ঈষৎ শ্লেষে) বাহবা। তবু আমি বলবো—শত্রু কুচিকাটা হয়ে গেছে। এখন যাদের আপনি চিনতে চাইছেন, তারা শত্রু নয়। তারা দাস। (অন্যদের) যদি অনুমতি করেন, ঘরে যাই।

হেলেনা ॥ (উদ্‌গ্রীবভাবে) কিন্তু বাটিয়াটুসের কাছে কী জেনেছিলেন, বলবেন না?

[ক্রাসুস হেলেনার দিকে তাকালো, তার চোখের ভাষা বুঝলো। হাসলো।]

ক্রাসুস ॥ সে অনেক লম্বা গল্প। এঁদের সকলের ভালো লাগবে না।

হেলেনা ॥ (খুশি হয়ে) তবে চলুন, বাগানে যাই।

[দু'জনে চলে গেলো। গ্রাকুস লক্ষ করছে, মজা পাচ্ছে।]

কিকেরো ॥ তবে আমিও শুভরাত্রি বলে ঘরে যাই।

আন্টোনিউস ॥ ঘুম পাচ্ছে?

কিকেরো ॥ ঘুমোবো না। লিখবো।

আন্টোনিউস ॥ কী লিখবে?

কিকেরো ॥ (একটু হেসে) নর্দমার বিশ্লেষণ। শুভরাত্রি।

[কিকেরো চলে গেলো। কাইউস উঠলো।]

আন্টোনিউস ॥ তুমিও যাচ্ছো?

কাইউস ॥ হ্যাঁ। অনেক রাত হয়েছে।

[চলে গেলো]

গ্রাকুস ॥ তুমি আজ রাত্রে কার সঙ্গে শোবে আন্টোনিউস? ক্লাউডিয়া?

আন্টোনিউস ॥ (হেসে) ক্লাউডিয়া তো এলো সন্ধের পর। তাকে তুমি দেখলে শুধু খাওয়ার সময়টা। এতো বুঝে ফেললে কখন?

গ্রাকুস ॥ হুঁ। আর তোমার গিন্নী?

আন্টোনিউস ॥ জুলিয়া? জানি না। আমার ভাগ্নেটিকে ওর পছন্দ, এইটুকু জানি।

গ্রাকুস ॥ বেচারি জুলিয়া।

আন্টোনিউস ॥ বেচারি কেন?

গ্রাকুস ॥ কাইউসের তো দেখলাম—খাবার ঘরের ঐ ছুকরি গ্রীক দাসীটার দিকে নজর।

আন্টোনিউস॥ (মজা পাচ্ছে) বটে? আর কিকেরো?

গ্রাকুস॥ মনে হচ্ছে একাই থাকবে ওর নর্দমায়।

আন্টোনিউস॥ আচ্ছা, কিকেরোকে কী রকম মনে হয় তোমার?

গ্রাকুস॥ বুদ্ধিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এক ধাপ উপরে উঠতে নিজের মাকেও খুন করতে পারে।

[গ্রাকুস উঠেছে]

আন্টোনিউস॥ শুতে যাচ্ছো?

গ্রাকুস॥ না, বাগানে একটু বেড়াই। চাঁদের আলোয় তোমার বাগানটা বড়ো ভালো লাগে।

আন্টোনিউস॥ বাগানে তো ক্রাসুস আর হেলেনা?

গ্রাকুস॥ মাথা খারাপ? ওরা সোজা গেছে ক্রাসুসের শোবার ঘরে।

আন্টোনিউস॥ তোমার যদি কাউকে দরকার হয় তো বোলো। একটা নতুন ইহুদি দাসী আছে—

গ্রাকুস॥ (হেসে) নাঃ, আজ থাক। আমার দরকার খুব কমই হয়।

[ওরা চলে গেলো। একজন রোমক এলো সূত্রধার হয়ে।]

সূত্রধার॥ ভিল্লা সালারিয়া। একটি মনোরম রোমক রাত্রি। গ্রাকুস বাগানে। আন্টোনিউস ক্লাউডিয়ার ঘরে। হেলেনাকে গল্প বলছে ক্রাসুস। বাটিয়াটুসের গল্প।

[দাসরা বেরিয়ে গেছে এর মধ্যে]

অপরাজের রোমক বাহিনীর অধিকাংশ যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, রাজ্যের বেশির ভাগ যখন স্পার্টাকুসের দাসবাহিনীর দখলে, তখন দায়িত্ব দেওয়া হোলো—সেনাপতি ক্রাসুসকে।

[ক্রাসুস এলো। সূত্রধার চলে গেলো।]

ক্রাসুস॥ মহান দায়িত্ব! সর্বোচ্চ সম্মান! যে সম্মান সোজা কবরের রাস্তায় নিয়ে যায়! রোম প্রজাতন্ত্রের চূড়োয় যাঁরা আমার শত্রু ছিলেন, তাঁরাই সম্মানটা দিলেন আমায়। বললেন—রোমকে বাঁচাও।

[চিৎকার করে একটা সামরিক নির্দেশ। চারজন সৈন্য কুচকাওয়াজ করে ঢুকলো। দু'জন আলাদা হয়ে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগলো. দু'জন একপাশে পাহারায় দাঁড়ালো। হেলেনা এসে দাঁড়িয়েছে।]

হেলেনা॥ তারপর?

ক্রাসুস॥ দায়িত্ব নেবার কিছুদিন পরেই আমি ডেকে পাঠালাম বাটিয়াটুসকে।

[বাটিয়াটুস এলো ঘোড়ায় চড়ে। হেলেনা চলে গেলো।]

বাটিয়াটুস ॥ সেপাইরা যখন দখল নেয়, সাধু লোকের তখন এই হালই হয়। আমি খেটেখুটে দু'টো পয়সা করেছি, তাতে লোকের চোখ টাটায়। পয়সা করে লাভ হোলো কী? উঁচু বংশে জন্মালে পয়সা থাকলে লাভ। আমার আজ একে তেল দাও, কাল ওকে ঘুষ দাও! আর কোনো সেনাপতি মহাপ্রভু তলব দিলো তো আদ্দেক রাজ্য পার হয়ে ছোটো! এই হোলো মহান রোমের মহান ন্যায়বিচার!

[সপাং করে চাবুক মারলো, বেতো ঘোড়া কয়েক পা জোরে দৌড়ে আবার ঝিমিয়ে চলতে লাগলো।]

একটা ঢাকা পাল্কির ব্যবস্থা করলেই তো পারতো, অতোই যদি দরকার? তা না, এই বেতো ঘোড়ায় সারাদিন—চান নেই, খাওয়া নেই, তার ওপর বিকেল থেকে বিষ্টি পড়ছে, ভিজতে ভিজতে—সেনাপতি! শালা তুই সেনাপতি তাতে আমার কী? আমি সৎপথে দু'টো পয়সা করি, এই আমার অপরাধ? ভাগ তো দিই বাবা! বাঁ হাতে ডান হাতে তোমারই লোকজন বেশ তো টানে! আবার আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? শালা এই বেতো ঘোড়ায়—কোথায় কাপুয়া আর কোথায়—

[দাঁড়িয়ে থাকা দুই সৈন্যের মুখোমুখি এসে পড়েছে]

সৈন্য ॥ খবরদার!

[বাটিয়াটুস ঘোড়া থেকে নামলো। পেছনটা ঘসতে লাগলো।]

বাটিয়াটুস ॥ এইটাই ছাউনি?

সৈন্য ॥ কোথায় যাবে?

বাটিয়াটুস ॥ লেন্টুলুস বাটিয়াটুস। কাপুয়া থেকে আসছি।

সৈন্য ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেনাপতি ক্রাসুস অপেক্ষা করছেন। চলুন।

বাটিয়াটুস ॥ আগে কিছু খাওয়া দরকার। তারপর একটু জিরিয়ে নিয়ে—

সৈন্য ॥ সেনাপতি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। (অন্য সৈন্যকে) ঘোড়াটাকে রাখো, দানাপানি দাও।

[সৈন্যটি ঘোড়া নিয়ে চলে গেলো]

বাটিয়াটুস ॥ সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি আমার। সেনাপতি এতোক্ষণ যখন অপেক্ষা করলেন—

সৈন্য ॥ সে কথা উনিই ভালো বুঝবেন। চলুন।

বাটিয়াটুস ॥ আচ্ছা! ঘোড়াটা তাহলে আমার আগে দানাপানি পাবে?

সৈন্য ॥ (একবার তাকিয়ে) আসুন।

বাটিয়াটুস ॥ (রেগে) আপনার ফৌজের সেপাই নই আমি!

সৈন্য ॥ (স্থিরকণ্ঠে) না, কিন্তু এটা ফৌজের ছাউনি।

[দু'জনে পরস্পরের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বাটিয়াটুস হাল ছাড়লো।]

বাটিয়াটুস ॥ ঠিক আছে। চলুন।

[বাটিয়াটুসকে নিয়ে ক্রাসুসের কাছে এলো সৈন্যটি। যে দু'জন ঘুরে পাহারা দিচ্ছিল, তারা এর মধ্যে এসে ক্রাসুসের তাঁবুর দরজায় দ্বাররক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। বাটিয়াটুসকে ক্রাসুসের কাছে নিযে যাবার পর তারা বেরিয়ে গেলো মার্চ করে।]

ক্রাসুস ॥ লেন্টুলুস বাটিয়াটুস?

বাটিয়াটুস ॥ নমস্কার।

[ক্রাসুস এগিয়ে এসে করমর্দন করলো।]

ক্রাসুস ॥ আসুন আসুন। অনেক দূর আসতে হয়েছে আপনাকে। খাওয়াও হয়নি বোধ হয়? তার উপর এই বৃষ্টিতে ভেজা।

বাটিয়াটুস ॥ হ্যাঁ ভিজেছি। দমও বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সব চেয়ে বেশি পেয়েছে ক্ষিদে। আপনার লোককে বললাম, তা তিনি ভাবলেন—অনুরোধটা খুব অন্যায়।

ক্রাসুস ॥ (হেসে) ফৌজের লোকেরা হুকুম তামিল করতে অভ্যস্ত। আমার হুকুম ছিল আসামাত্র নিয়ে আসতে। এখন সব কিছু পাবেন।

[ক্রাসুসের ইঙ্গিতে সৈন্যটি বাটিয়াটুসকে নিয়ে গেলো। হেলেনা এসেছে একপাশে।]

বাটিয়াটুসকে দেখে একটা কথা বুঝলাম। লোকটা আর যাই হোক, বোকা নয়।

হেলেনা ॥ বাটিয়াটুস একটা জংলি ভূত।

ক্রাসুস ॥ বাটিয়াটুসকে তুমি চিনতে?

হেলেনা ॥ চিনতাম। চার বছর আগে। মারিউস ব্রাকুস আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো ওর আখড়ায়।

ক্রাসুস ॥ মারিউস ব্রাকুস? তৃতীয় রোম-নগরবাহিনীর অধিনায়ক ব্রাকুস?

হেলেনা ॥ হ্যাঁ। প্রথম দিকেই যুদ্ধে মারা গেছে। আমাকে খুব ভালোবাসতো ব্রাকুস।

ক্রাসুস ॥ (অল্প শক্ত হয়ে) তাই না কি?

হেলেনা॥ হ্যাঁ। ব্রাকুস দেদার খরচ করতো তখন। আমাকে খুশি করবার জন্যে বলেছিলো—একটা ফরমায়েসি লড়াইয়ের ব্যবস্থা করবে।

ক্রাসুস॥ করেছিলো ব্যবস্থা?

হেলেনা॥ করেছিলো। শুধু ও, আমি, ওর এক বন্ধু আর তার স্ত্রী।

ক্রাসুস॥ সে কি স্পার্টাকুস ভেঙে বেরোবার আগে, না পরে?

হেলেনা॥ আটদিন আগে।

ক্রাসুস॥ আগে? আচ্ছা? কী হোলো সেখানে? স্পার্টাকুসকে দেখেছো তুমি?

হেলেনা॥ পরে বলবো। তুমি আগে বলো।

ক্রাসুস॥ না না শুনি, আমার খুব—

হেলেনা॥ (ছেলেমানুষি জিদে) না, তুমি আগে বলো।

[বাটিয়াটুস এসেছে নিজের জায়গায়]

বাটিয়াটুস॥ মদটা বড়ো ভালো ছিল। আর আছে?

[ক্রাসুস গিয়ে মদ দিলো। হেলেনা চলে গেছে। বাটিয়াটুস এক চুমুক খেলো।]

আচ্ছা। তাহলে আমাকে আদ্দেক রাজ্য দৌড় করিয়ে এনেছেন স্পার্টাকুসের কথা জিজ্ঞেস করতে—এই তো দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা?

ক্রাসুস॥ আপনি এসেছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

বাটিয়াটুস॥ (হঠাৎ হেসে উঠে) কৃতজ্ঞ? অ্যাঁ? কৃতজ্ঞ? সেনাপতি মশাই, কৃতজ্ঞতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমার মতো লোকের কাছে! আর—'আপনি?' 'তুমি' বলুন, 'তুমি'! আপনার বহু নীচের, একেবারে নীচের তলার সেপাইরাও 'তুমি' বলে আমায়। আমি 'ল্যানিস্টা'—লড়াইয়ের আখড়ার মালিক।

ক্রাসুস॥ আপনি অতিথি।

[বাটিয়াটুস আবার হাসলো]

বাটিয়াটুস॥ আচ্ছা, থাক, ও কথা। কী জানতে চান বলুন।

ক্রাসুস॥ আমি জানতে চাই স্পার্টাকুস কে। স্পার্টাকুস কী। একমাত্র আপনিই তাকে চেনেন।

বাটিয়াটুস॥ তা চিনি। হাড়ে হাড়ে চিনি।

[একটা সামরিক হুকুমের চিৎকার। সৈন্যরা এলো। একদিকে সারি বেঁধে দাঁড়ালো। উল্টোদিকে দাসরা জমা হচ্ছে।]

ক্রাসুস॥ যারা এর আগে ওর সঙ্গে লড়তে গেছে, তারা কেউ ওকে চিনতো না। তারা গেছে কয়েকটা পলাতক দাসের সঙ্গে লড়তে। ভেবেছে গিয়ে

ভেঁপু বাজাবে, ঢাক বাজাবে, দু'টো বর্শা ছুঁড়ে মারবে—ব্যস! দাসগুলো সব ছুটে পালাবে।

[সৈন্যরা বর্শা ছুঁড়লো। দাসরা একসঙ্গে নিচু হোলো। তারপর তারা পাল্টা বর্শা ছুঁড়লো, সৈন্যরা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। এই অবস্থায় সবাই স্থির।]

অনেক বাহিনী নষ্ট হয়েছে, তবু ঐ একই জিনিস আশা করেছে তারা। তাই আজ রোমের এই শেষ চেষ্টা। এ চেষ্টা যদি সফল না হয়, রোম থাকবে না।

[বাটিয়াটুস হেসে উঠলো]

(শক্ত হয়ে) কথাটা মজার মনে হোলো আপনার?

বাটিয়াটুস॥ সত্যি কথা অনেক সময়েই মজার। রোম থাকবে না, থাকবে স্পার্টাকুস! অ্যাঁ? দাস স্পার্টাকুস? (হঠাৎ হাসি থামিয়ে, বিদ্রূপের সুরে) আমাকে খাইয়ে দাইয়ে খাতির না করে ফাঁসি দিলেই ঠিক হোতো, কী বলেন, অ্যাঁ?

ক্রাসুস॥ (একটু থেমে, গম্ভীরস্বরে) আমি মাঝে মাঝে একটা দুঃস্বপ্ন দেখি। যেন চোখবাঁধা অবস্থায় যুদ্ধ করছি। স্পার্টাকুস আমার অজানা। আমি জানি গলের লোকেরা কেন লড়ে, স্পেনের লোকেরা, গ্রীসের লোকেরা, মিশরের লোকেরা কেন লড়ে। তারা লড়ে—মোটামুটি যে কারণে আমরা লড়ি। কিন্তু এই ক্রীতদাসটা কেন লড়ে আমি জানি না। আমি জানি না কী করে সমস্ত দুনিয়ার আবর্জনা কুড়িয়ে তাই দিয়ে দল পাকিয়ে পৃথিবীর সেরা ফৌজকে সে একের পর এক খতম করছে। রোমের একটা ফৌজি সেপাইকে তৈরি করতে পাঁচ বছর লাগে। পাঁচ বছরের শিক্ষা—দশ ঘণ্টা দিনে—প্রতিদিন। তারপর তাকে খাদের কিনারায় নিয়ে গিয়ে ঝাঁপ দিতে বলো, সে ঝাঁপ দেবে। আর রোমের এই শিক্ষিত ফৌজকে ঐ দাসের দঙ্গল ধ্বংস করেছে একের পর এক।

[সৈন্যরা উঠে বর্শা ছুঁড়লো। দাসরা পাল্টা মারলো। তারপর চিৎকার, লড়াই। সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালালো, দাসরা তাড়া করে বেরিয়ে গেলো।]

হ্যাঁ, এইজন্য আমি তোমাকে—আমি আপনাকে টেনে এনেছি কাপুয়া থেকে। এই স্পার্টাকুসের কথা জানতে, তাকে চিনতে। যাতে চোখের বাঁধনটা খুলে তার সঙ্গে লড়তে পারি।

বাটিয়াটুস॥ হুঁ।

ক্রাসুস॥ প্রথম কথা—লোকটা। কী ছিল স্পার্টাকুস আগে? কোথায় পেয়েছিলেন তাকে?

বাটিয়াটুস ॥ যেখান থেকে বেশির ভাগ গ্ল্যাডিয়েটর আসে।
[দু'জন গ্ল্যাডিয়েটর এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। হাতে ছোরা, চোখ পরস্পরের দিকে।]

ক্রাসুস ॥ কোথা থেকে আসে?

বাটিয়াটুস ॥ গ্ল্যাডিয়েটর বস্তুটা কী? যে কোনো একটা দাস? না। অন্তত আমার আখড়ার খেলোয়াড়রা নয়। আপনি যদি কুকুরকে লড়াতে চান, তবে কি বাচ্চা মেয়ের পোষা ঘরের কুকুর কিনবেন? যদি মানুষকে লড়াতে চান, তবে এমন মানুষ কিনতে হবে, যার তেজ আছে, হিম্মৎ আছে!
[দু'জন ছুটে এলো। হাতে কব্জি আটকে এক মুহূর্ত প্রাণান্ত চেষ্টা। তারপর ছিটকে দু'দিকে সরে গেলো।]
বাড়ির কাজের দাস নয়, ক্ষেতখামারের দাসেও চলে না।

ক্রাসুস ॥ কেন?

বাটিয়াটুস ॥ কারণ তাদের শেখানো হয়েছে। বশ করা হয়েছে। যাকে বশ করা যায়, তাকে লড়ানো যায় না। আর যাকে বশ করা যায় না, তাকে মেরে ফেলতে হয়। কারণ তাকে দিয়ে কাজ করানো যায় না। কাজ সে নষ্ট করবে। যারা কাজ করে, তাদেরও নষ্ট করবে সে।

ক্রাসুস ॥ তা হলে সে লড়বেই বা কেন?

বাটিয়াটুস ॥ অ্যাই! এই হোলো প্রশ্ন! এই প্রশ্নের উত্তর না পেলে গ্ল্যাডিয়েটর নিয়ে কারবার করা যায় না। গ্ল্যাডিয়েটর লড়ে, কারণ তার শিকল খুলে নেওয়া হয়েছে এবং হাতে অস্ত্র দেওয়া হয়েছে। আর ঐ অস্ত্র যখন ওর হাতে থাকে, তখন ও স্বপ্ন দেখে—ও মুক্ত।
[আবার ছুটে এলো ওরা। আবার ছিটকে গেলো দুদিকে।]
মুক্তি, বুঝলেন? ঐ মুক্তিই ওরা চায় একমাত্র, আর কিছু না। শিকল নেই, হাতে অস্ত্র, মুক্তির স্বপ্ন দেখছে—তখন সে বেপরোয়া। যাকে সামনে পাবে তার সঙ্গে লড়বে জানের পরোয়া না রেখে।
[ছুটে এসে আবার সেই প্রাণান্ত চেষ্টায় আটকালো দুজন]
মারবে, না হয় মরবে। এবং এইটাই গ্ল্যাডিয়েটরের খেল—যা দেখতে এতো পয়সা দেয় লোকে শহরে শহরে।
[প্রচণ্ড আর্তনাদ করে একজন পড়লো। আহত সে, কাৎরাচ্ছে।]
কিন্তু মনে রাখবেন, যে মানুষকে বশ করা যায় নি—তার হাতে অস্ত্র, চোখে মুক্তির স্বপ্ন, তখন সে সাক্ষাৎ শয়তান! তাকে সামলাতে আপনাকেও শয়তান হতে হবে!
[একটা জান্তব চিৎকার করে বিজেতা হত্যা করলো বিজিতকে। প্রায় সঙ্গে

সঙ্গে দু'জন সৈন্য এসে হাত মুচড়ে ছোরা কেড়ে নিলো তার। একবার চমকে উঠে একেবারে ঝিমিয়ে পড়লো সে। চলে গেলো। মৃতদেহটাকে নিয়ে গেলো সৈন্যরা।]

ক্রাসুস॥ এরকম মানুষ আপনি কোথায় পেতেন?

বাটিয়াটুস॥ দুনিয়ার একটা জায়গাতেই পাওয়া যায়। একটিমাত্র জায়গা। খনি।

ক্রাসুস॥ খনি?

বাটিয়াটুস॥ খনি। সে এমন জায়গা যার কাছে খামার স্বর্গ, আপনার এই ফৌজ স্বর্গ। এমন কি ফাঁসিকাঠও তার থেকে ভালো। ঐখান থেকে আমার দালালরা মাল কেনে। ঐখানেই তারা পেয়েছিল স্পার্টাকুসকে, মিশরের সোনার খনি থেকে। এবং স্পার্টাকুস ছিল 'কোরু'। কোরু কাকে বলে জানেন?

ক্রাসুস॥ না।

[বাটিয়াটুস বোতলে একটা দীর্ঘ চুমুক দিলো।]

বাটিয়াটুস॥ মিশর দেশের কথা। কোরু মানে তিনপুরুষ দাস। দাসের ছেলে দাস, তার ছেলে দাস। আবার ঐ ভাষাতেই কোরু একরকম নোংরা জীব, যা অন্য জীবজন্তুরও অস্পৃশ্য।

[আর এক চুমুক। বেশ নেশা হয়েছে তার।]

অস্পৃশ্য! আমি ল্যানিস্টা। আমি গ্ল্যাডিয়েটরের আখড়া রাখি। তাই আপনারা আমাকে অস্পৃশ্য ভাবেন। কিন্তু কেন? কিসের জন্যে? আমরা তো সবাই কসাই! সবাই তো রক্তমাংসের কারবার করি! তবে কেন?

ক্রাসুস॥ (শান্ত কণ্ঠে) আপনি আমার সম্মানিত অতিথি। আমি আপনাকে অস্পৃশ্য ভাবি না।

[বাটিয়াটুস মাতালের হাসি হাসলো। তারপর এগিয়ে এলো।]

বাটিয়াটুস॥ আমার কী চাই এখন জানেন? দুনিয়াটাকে আমিও দেখেছি, আপনিও দেখেছেন, আপনি বুঝবেন। আমার কী দরকার এখন জানেন? মেয়েছেলে। মেয়েছেলে রাখেন না আপনাদের ছাউনিতে? নিশ্চয়ই রাখেন। রাখেন না?

ক্রাসুস॥ আমাকে স্পার্টাকুসের কথা বলুন, মিশরের খনির কথা বলুন। তারপর মেয়েছেলের কথা হবে।

বাটিয়াটুস॥ স্পার্টাকুস? মিশরের খনি? দাঁড়ান, পেচ্ছাপ করে আসি।

[বাটিয়াটুস টলতে টলতে বেরিয়ে গেলো]

ক্রাসুস ॥ হেলেনা ঘুমিয়ে পড়লো। আমার গল্প ওর শোনা হোলো না শেষ পর্যন্ত। ওর গল্পও শোনা হোলো না আমার। কাপুয়ার আখড়ায় ও হয় তো স্পার্টাকুসকে দেখেছিলো। কিন্তু আর কী আসে যায়? স্পার্টাকুস মাটিতে মিশিয়ে গেছে। মাটির নীচ থেকে এসেছিলো স্পার্টাকুস, মাটিতেই মিশিয়ে গেছে।

[চলে গেলো ক্রাসুস। ভারিনিয়া সূত্রধার হয়ে এলো। ভারিনিয়া হলেই ভালো হয়, যদিও অন্য কোনো দাস হলেও চলে।]

সূত্রধার ॥ মাটির নীচ থেকে এসেছিলো স্পার্টাকুস। মাটির নীচ থেকে। ধর্মপুস্তকে নরকের বর্ণনা আছে। কিন্তু ধর্মপুস্তক লেখবার আগেও নরক ছিল। এ পৃথিবীতেই ছিল। এখনো বোধ হয় আছে। কারণ মানুষ শুধু সেই নরকেরই বর্ণনা দিতে পারে, যা সে নিজে সৃষ্টি করেছে।

[একটা ভারী বোঝা যেন তুলে নিলো ঘাড়ে। বোঝার ভারে কুঁজো হয়ে এক পা এক পা করে হাঁটতে লাগলো, আর হাঁপাতে হাঁপাতে নরকের বর্ণনা দিতে লাগলো। বর্ণনা আরম্ভ হবার পরেই দাসরা এলো, পরস্পরের সঙ্গে যেন বাঁধা একের পর এক। সামনের দাসের হাঁটু জড়িয়ে পেছনের দাসের পায়ের সঙ্গে পা জড়িয়ে এমন ভাবে হাঁটছে, যেন প্রতিটি পদক্ষেপ এক দুঃসহ যন্ত্রণা। দু'জন রক্ষী সঙ্গে চাবুক নিয়ে।]

থিবিস শহর থেকে নীলনদ ধরে এগিয়ে যাও। নরকের আরম্ভ ওখানেই। সবুজ মিলিয়ে এসেছে। মাটি নেই, পাথর নেই, বালি। তারপর নদী ছেড়ে দাও, দক্ষিণে মোড় নাও নুবিয়ার মরুভূমিতে। একটা কাঁটাগাছও নেই এখানে, শুধু সূক্ষ্ম বালি—পায়ের নীচে, গায়ে মাথায়, চোখে নাকে মুখে। হাওয়া নেই আর, বাতাস স্থির হয়ে আছে বালুকণার বোঝা নিয়ে। আর গরম, ঢেউয়ের পর ঢেউ গরম তাতিয়ে পুড়িয়ে গনগনে করে তুলছে সমস্ত শরীর। গলার লোহার বেড়ি গরম হয়ে ফোস্কা পড়ছে। তুমি হাঁটছো আর হাঁটছো আর হাঁটছো—নরকের পথে।

[সপাসপ চাবুক, আর্তনাদ]

এ যাত্রাও শেষ হয়। শেষ হয় নরকে। ঘাস নেই, গাছ নেই, পাখি নেই, হাওয়া নেই, শুধু কালো লম্বা পাহাড়ের ঢাল। কাছে যাও। কালো পাথরে সরু সাদা শিরা। এই শিরাতে আছে সোনা। সোনা খুঁড়ে বার করতে হবে। সোনা যাবে রোমে।

[আবার চাবুক আর আর্তনাদ]

কে খুঁড়বে? ওরা। ঐ যারা চলেছে সারি বেঁধে। ওরা কারা? আথেন্সে

কেনা থ্রাসীয় ক্রীতদাস। লোকে বলে—থ্রাসীয়রা মাটির নীচে টেঁকে বেশি। প্রায় দু'বছর টেঁকে। সেই দু'বছর নরকে টিঁকতে আজ ওরা পৌঁছোলো।

[সামনে একজন রক্ষী এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা থামলো। হাত-পায়ের বাঁধন আলগা হোলো, কিন্তু দেহ সোজা হোলো না। সঙ্গের রক্ষী দু'জন চলে গেছে।]

রক্ষী॥ তোদের সর্দার কে?

[কেউ কথা বললো না]

এখনই চাবুকের সময় হয়নি, বল্!

[ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন দাস কথা বললো। হয় তো সেই স্পার্টাকুস।]

স্পার্টাকুস॥ ওরা আমাকে বাবা বলে।

রক্ষী॥ বাবা? বাবা হবার বয়স হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না?

স্পার্টাকুস॥ আমাদের দেশে এই রীতি।

রক্ষী॥ বটে? আমাদের এই দেশে অন্যরকম রীতি। এ দেশে যখন ছেলে দোষ করে, চাবুক খায় বাবা!

[সপাং করে চাবুক চালালো। আর্তনাদ শোনা গেলো না।]

বুঝতে পেরেছো, বাপ আমার?

স্পার্টাকুস॥ বুঝতে পেরেছি।

রক্ষী॥ তা হলে শোনো। সব্বাই! এটা খুব খারাপ জায়গা, কিন্তু আরো খারাপ বানাতে পারি আমরা। আমরা চাই—যদ্দিন বাঁচবে, কাজ করবে, কথা শুনবে। যখন মরবে, কিছুই চাইবো না। অন্য জায়গায় মরার চেয়ে বাঁচা ভালো। কিন্তু এখানে দরকার হলে বাঁচার থেকে মরা ভালো বলে মনে করাতে পারি আমরা।

[সবাই চুপ]

বুঝতে পেরেছো? কী—বাবা?

স্পার্টাকুস॥ বুঝতে পেরেছি।

রক্ষী॥ যাও ওদিকে। খাবার নাও, জল নাও। তারপর—ঐ তোমাদের আস্তানা। কাল ভোরে ঢাক বাজলে বেরোবে। চার ঘণ্টা কাজ, তারপর খাবার আর জল। তারপর আট ঘণ্টা খেটে ছুটি। যাও। আর যা বলেছি—মনে থাকে যেন।

[রক্ষী চলে গেলো। ওরা এগোলো, তারপর নিচু হয়ে যেন সুড়ঙ্গে ঢুকতে লাগলো একে একে হামাগুড়ি দিয়ে।]

সূত্রধার॥ খাবার। জল। খাবার—গম আর বার্লির লপ্সি, আর কিছু শুঁটকি পঙ্গপাল। জল—এক বাটি। আস্তানা—পাথরের গুহা, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। ভিতরে শোয়া যায়, বসা যায়, দাঁড়ানো যায় না। আলো নেই, অন্ধকার। এ সুড়ঙ্গ পরিষ্কার করা হয় না কখনো। এরা স্নান করে না কখনো। এরা জল পায় শুধু খেতে, সারাদিনে দু'বার, একবাটি করে।

[ওরা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসছে একে একে। চোখ ঢাকছে অনভ্যস্ত আলোর আঘাতে।]

কিন্তু এই মরুভূমিতে, এই গরমে, দশসেরি হাতুড়ি বারো ঘণ্টা চালিয়ে ঐ জলে কুলোয় না। আস্তে আস্তে মূত্রাশয় নষ্ট হয়ে যায়। অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হয়। তারপর যখন খাটা অসম্ভব হয়ে ওঠে, তখন মরুভূমিতে খেদিয়ে দেওয়া হয়—মরতে।

[ওরা গোল হয়ে বসেছে এর মধ্যে। সূত্রধারও বসেছে। তারপর হাতুড়ি চালানো শুরু হোলো। এক ছন্দে। দু'জন রক্ষী এসে ঘুরতে শুরু করলো চারিদিকে। সূত্রধার হাতুড়ি চালাতে চালাতে কথা বলছে।]

দশসেরি হাতুড়ি। হাতুড়ির ওজন দশ সের। শুনতে কিছু নয়, কিন্তু চার ঘণ্টা একটুও ফাঁক না দিয়ে দশসেরি হাতুড়ি চালানো নরক ছাড়া কোথাও ভাবা যায় না। শরীরে জল নেই, তবু ওরা ঘামে। ঘাম বেরুনো মানে জীবন বেরুনো, তবু ঘাম রোখা যায় না। চারঘণ্টা—অনন্তকাল। তারপর জল—একবাটি। এবার আট ঘণ্টা। অনন্তকালের পরেও কি অনন্তকাল আছে? এইবার শুরু হয় রক্ষীদের চাবুক। ওদের হাতে চাবুক কথা বলে। শরীরের যে কোনো অংশে ছোবল মারতে পারে ওদের চাবুক। যে কোনো ভাবে—আস্তে, জোরে, যখন যা দরকার, যাতে হাতুড়ি না থামে একবারও। তেষ্টা আগের দশগুণ। অনন্তকাল আরো লম্বা।

[রক্ষীরা চাবুক চালাচ্ছে, দাসরা গোঙাচ্ছে, কিন্তু হাতুড়ি থামেনি।]

তবু সে অনন্তকাল শেষ হয় এক সময়ে। একটা দিন শেষ হয়।

[হাতুড়ি থামলো। ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়লো সবাই। তারপর উঠতে শুরু করলো। সূত্রধারও উঠছে।]

এমনি এক দিন। এক সপ্তা। এক মাস। এক বছর। দু'বছর। নুবিয়ার সোনার খনির নরক। নরকের দাস। থ্রাসীয়। কোরু। স্পার্টাকুস।

[অন্য দাসদের সঙ্গে সূত্রধারও বেরিয়ে গেলো ধুঁকতে ধুঁকতে। ক্রাসুস আর বাটিয়াটুস এসেছে।]

ক্রাসুস॥ এরকম জায়গা থেকে স্পার্টাকুস পালালো কী করে?

বাটিয়াটুস॥ পালায়নি। ওখান থেকে পালানো যায় না। আমি ওকে ওখান থেকেই কিনেছি।

ক্রাসুস॥ কী করে?

বাটিয়াটুস॥ ঐ খনি চালু রাখতে গেলে দাসদের ব্যবহার করে ফেলতে হয়, বাঁচিয়ে কাজ করাতে গেলে যথেষ্ট লাভ থাকে না। তাই ওখান থেকে কারো বেঁচে ফেরবার রাস্তা নেই। দাসরা জানে সে কথা। জানে বলেই মরিয়া হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা থাকে। ঐটাই খনির বিপদ—ঐ মরিয়াভাব। ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ ওটা। তাই কেউ যদি ঐ রোগের লক্ষণ দেখায়, তবে একমাত্র রাস্তা হোলো—তাকে মেরে টাঙিয়ে রাখা, যাতে ছোঁয়াচটা না লাগে। কিন্তু মেরে ফেলা মানে খরচা! কাজেই ঐ রক্ষীদের সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত আছে। ওরা ঐ সব মাল জমিয়ে রেখে ন্যায্যমূল্যে আমার দালালের কাছে বেচে। টাকাটা ওদের পকেটে যায়, অথচ লোকসান নেই কারো। আর ঐ জাতের লোক দিয়েই সবচেয়ে ভালো গ্ল্যাডিয়েটর তৈরি হয়।

ক্রাসুস॥ স্পার্টাকুসকে তাহলে এইভাবে কিনেছেন?

বাটিয়াটুস॥ হ্যাঁ। দু'টো থ্রাসীয় কিনেছিলাম এক দফায়—স্পার্টাকুস আর গানিকুস। থ্রাসীয় গ্ল্যাডিয়েটরের ছোরার খেলা এখন সবচেয়ে বেশি চায় লোকে। আবার হয় তো দেখবেন পরের বছর তলোয়ারটা চলবে বেশি। (হেসে) ছোরা, তলোয়ার, অ্যাঁ? লড়াই! দেখবেন না কি চেষ্টা করে—আমার জাতের লড়াই?

ক্রাসুস॥ আমি যথেষ্ট লড়াই দেখি।

বাটিয়াটুস॥ সে তো বটেই। কিন্তু অ্যারিনার লড়াইয়ের একটা জাত আছে যা আপনার ফৌজি কসাইগিরিতে পাবেন না। আজ স্পার্টাকুস রোমের বারো আনা ফৌজ খতম করে দিলো। এখন আপনাকে ভার দিয়েছে রোমকে উদ্ধার করতে। ঠিক আছে, করবেন; রোমের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কেউই পারবে না; কিন্তু আজ? ঠিক এই সময়টাতে স্পার্টাকুস আপনাকে মেরে আছে, সেটা মানেন?

ক্রাসুস॥ মানি।

[দু'জন গ্ল্যাডিয়েটর এসে মুখোমুখি দাঁড়ালো]

বাটিয়াটুস॥ আর এই স্পার্টাকুস লড়াই শিখেছে কোথায়? আমার আখড়ায়।

ফৌজের সেপাই লড়তে যায়—ছোরা, তলোয়ার, বর্শা, বর্ম, ঢাল—হ্যাঁঃ! উলঙ্গ করে শুধু একটা ছোরা হাতে ছেড়ে দিন অ্যারিনায়! ঠাসা বালি, রক্ত শুকিয়ে আছে বালিতে—গন্ধ পাওয়া যায়! উলঙ্গ শরীরে রোদ চকচক করছে, মেয়েছেলেরা চোখ সরাতে পারছে না, রেশমি রুমাল ওড়াচ্ছে ক্রমাগত। সব আনন্দ খুঁজছে, উত্তেজনা খুঁজছে। পাবে পাবে, উত্তেজনার অভাব হবে না ওদের। কিন্তু ঐ খেলোয়াড়? ওর চরম উত্তেজনা তখনই মিটবে যখন পেট ফেঁসে যাবে ছোরাতে, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাবে বালিতে।

[দু'জন গ্ল্যাডিয়েটর ঝাঁপিয়ে পড়লো পরস্পরের উপর। বীভৎস চিৎকার আর গগনভেদী আর্তনাদ। লুটিয়ে পড়লো একজন। বাটিয়াটুস পিশাচের মতো হাসতে লাগলো। সৈন্যরা এসে বিজেতাকে বার করে দিলো, মৃতদেহ নিয়ে গেলো।]

এই হোলো লড়াই! জাত লড়াই! এই লড়াই দেখাতে খনি থেকে লোক কিনি আমি। টাকা করতে গেলে টাকা ফেলতে হয়। প্রত্যেক খনিতে বাঁধা দালাল আছে আমার। আলাদা অ্যারিনা আছে নিজের—ফরমায়েসি খেলা হয় সেখানে। খেলোয়াড়দের বাজারের সেরা জিনিস খাওয়াই—মাংস, পনির। তারপর আছে মেয়েছেলে।

ক্রাসুস ॥ মেয়েছেলে?

বাটিয়াটুস ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ—গ্ল্যাডিয়েটর লাঙ্গল-টানা দাস নয়! খেলোয়াড়ের জাত রাখতে গেলে তাকে মেয়েছেলে দিতে হয়। তবেই সে ভালো থাকে, ভালো খায়, ভালো লড়ে। আর যা তা মাল দিই না আমি! বাজারের সেরা মাল, কচি এবং কুমারী। আজ্ঞে হ্যাঁ, কুমারী! আমি জানি, কারণ আমিই সেটা পরখ করে দেখি গোড়াতেই! (সুর বদলে) কারো কারো মেয়েছেলে লাগে না, আমার লাগে। কারণ আমি—

ক্রাসুস ॥ এই যে মেয়েটাকে লোকে স্পার্টাকুসের বৌ বলে—

বাটিয়াটুস ॥ ভারিনিয়া!

[হঠাৎ যেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেলো বাটিয়াটুস]

ভারিনিয়া।

ক্রাসুস ॥ তার কথা বলুন।

বাটিয়াটুস ॥ (একটু থেমে, প্রায় আপন মনে) যখন কিনেছিলাম, ওর বয়স ছিল উনিশ। বনবেড়ালের বাচ্চা! শালীকে খুন করাই উচিত ছিল আমার! তা না করে ওটাকে দিলাম স্পার্টাকুসকে। একটা ঠাট্টা! ও

ছেলে চাইতো না, স্পার্টাকুস মেয়ে চাইতো না, তাই ঠাট্টা করেছিলাম একটা।

ক্রাসুস ॥ (একটু অপেক্ষা করে) ভারিনিয়ার কথা বলুন।

বাটিয়াটুস ॥ (গর্জন করে) বললাম তো ভারিনিয়ার কথা! (এসে খালি মদের বোতল তুলে) মদ কি আর পাওয়া যাবে না? না কি মদ খেলে আপনার নজরে আরো নেমে যেতে হবে?

[ক্রাসুস মদ আনতে গেলো।]

ভারিনিয়া ॥ শালী কুত্তি!

[ক্রাসুস মদ এনে দিলো। বোতলে চুমুক দিলো বাটিয়াটুস।]

আমি যদি মাতাল হই, আপনার আপত্তি আছে?

ক্রাসুস ॥ আমার সম্মতি আপত্তি কিছুই নেই। যা ইচ্ছে করতে পারেন।

[বাটিয়াটুস মদ গিললো খানিকক্ষণ]

এবার কি ভারিনিয়ার কথা বলবেন?

বাটিয়াটুস ॥ গোল্লায় যান! (বোতল খালি করে) কোথায় শোবো আমি?

[ক্রাসুস হাততালি দিলো। একজন সৈন্য এলো।]

ক্রাসুস ॥ ওর তাঁবুতে নিয়ে যাও।

বাটিয়াটুস ॥ আর মেয়েছেলে?

ক্রাসুস ॥ পৌঁছে যাবে।

[সৈন্যটির পেছনে বেরিয়ে গেলো বাটিয়াটুস। ক্রাসুস পায়চারি করতে লাগলো. গভীর চিন্তায় মগ্ন।]

চোখ খুলে লড়া। চোখের বাঁধন খুলে লড়া।

[চিৎকার করে ফৌজি হুকুম। সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে ঢুকলো। দাঁড়ালো।]

বাটিয়াটুস একটা জংলি ভূত। হেলেনা ঠিকই বলেছে।—মুক্তি? মুক্তির স্বপ্ন। শিকল নেই। হাতে ছোরা, গ্ল্যাডিয়েটর। কোরু। স্পার্টাকুস।

[সঙ্গে সঙ্গে আবার ফৌজি হুকুম। সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে খানিকটা এগিয়ে আবার দাঁড়ালো।]

ভা-রি-নি-য়া!

[আবার ফৌজি হুকুম। কুচকাওয়াজ করে সৈন্যরা বেরিয়ে গেলো। দাসদের মিলিত কণ্ঠে গানের সুর ভেসে এলো। দাসরা ঢুকলো সারি বেঁধে, সঙ্গে ভারিনিয়া। গানটা লড়াইয়ের গান হয়ে উঠছে যেন। দাসদের অঙ্গভঙ্গী লড়াইয়ের। ক্রাসুসের মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছে।]

স্পার্টাকুস, তোমাকে আমি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি! কিন্তু—

[গানটা জোর হয়ে উঠলো। ঘুরে দ্রুত বেরিয়ে গেলো ক্রাসুস। গান চলছে, বাটিয়াটুস ঢুকলো।]

বাটিয়াটুস॥ ভারিনিয়া! কুত্তি!

[গানটা নিচু হয়ে থেমে গেলো।]

পাঁচশো দিনারে কিনেছিলাম। মাত্র পাঁচশো দিনার। তখনই বুঝেছিলাম—গোলমাল আছে কোথাও, অতো সস্তা যখন! পাঁচশো দিনার? শালী দু'হাজার দিনারের জিনিস ভেঙেছে আমার শোবার ঘরের! বনবেড়ালের বাচ্চা! অমন সুন্দর পাথরের ফুলদানিটা আমাকেই ভাঙতে হোলো ওর মাথায়, নইলে আঁচড়ে কামড়ে আমায় শেষ করে দিতো একেবারে! কেন মেরে ফেলিনি তাকে সেই রাতেই? শালা হিসেব করতে বসলাম। পাঁচশো গেছে, তারপর দু'হাজার দিনারের মাল ভেঙে নষ্ট—মেরে ফেলবো? তার চেয়ে, ঐ শালা স্পার্টাকুস—শালার শান্ত ভেড়ার মতো চেহারা দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগতো আমার—তাকেই—ঠাট্টা! হ্যাঁ ঠাট্টা! বজ্জাৎ দাসীকে ঘায়েল করতে বজ্জাৎ গ্ল্যাডিয়েটর! শালা বৌ হয়ে গেলো!

[গানটা জোর হয়ে উঠলো আবার। গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেলো দাসরা।]

স্পার্টাকুসের বৌ বলে লোকে জানে ওকে! বৌ! দাসের বৌ! হাঃ! এও ঠাট্টা! দু'টোকেই মেরে ফেলা উচিত ছিল আমাব—ঐ খেলার পরের দিনই! কিন্তু স্পার্টাকুস নড়েনি, আমি নিজের চোখে দেখেছি। ছোরাটা ফেলে দিয়ে শান্ত ভেড়ার মতো দাঁড়িয়েছিলো অ্যারিনায়। শালা ঐ চেহারা দেখেই ভুল করলাম! তা না হলে আজ -

[ব্রাকুস আর হেলেনা ঢুকেছে।]

ব্রাকুসন লেন্টুলুস বাটিয়াটুস?

বাটিয়াটুস॥ (ঘুরে দাঁড়িয়ে) লেন্টুলুস বাটিয়াটুস। ল্যানিস্টা।

[ঘুরে, দর্শকদের যেন জনান্তিকে বলছে।]

রোমের উঁচু বংশের লক্কা পায়রা সব! ল্যানিস্টা বলতে নাক কুঁচকে ওঠে ওদের। ভদ্রতা করে মুখে বলেনি, কিন্তু মনে মনে বলেছে, তাই আমিই বলে দিলাম। আর এই বলবার দাম পাঁচ হাজার দিনার বেশি যদি ওদের কাছ থেকে নিংড়ে না নিয়েছি তো আমি- -আমি ল্যানিস্টাই নই! (ফিরে, আপ্যায়নের হাসিতে) রোম থেকে আসছেন?

ব্রাকুস॥ হ্যাঁ। আমার নাম মারিউস ব্রাকুস।

বাটিয়াটুস॥ নমস্কার।

ব্রাকুস ॥ আমরা একটা আলাদা খেলার ব্যবস্থা করতে চাই। দু'জোড়া গ্ল্যাডিয়েটর।

বাটিয়াটুস ॥ শুধু আপনাদের দু'জনের জন্যে?

ব্রাকুস ॥ আরো দু'জন বন্ধু থাকবেন।

বাটিয়াটুস ॥ হবে।

ব্রাকুস ॥ পুরো খেলা চাই।

বাটিয়াটুস ॥ পুরো খেলা? মেরে ফেলা পর্যন্ত?

ব্রাকুস ॥ পুরো খেলা বলতে আর কী বোঝায়?

বাটিয়াটুস ॥ কেন? পুরো খেলা কেন? পুরো খেলা টাকা দিয়ে নেবেন, দেখতে বসবেন, আর হয় তো দু'মিনিটের মধ্যে—খতম! আপোসের খেলা নিন, আমি আপনাদের সারাদিনের খেলা দেবো। থ্রাসীয় খেলোয়াড়—এমন ছোরার খেলা কোথাও পাবেন না! কাটাকুটি পাবেন, রক্ত পাবেন, কেউ বেশি জখম হলে আমি বদলে দেবো। আট ঘণ্টার খেলা দেবো—মাত্র আট হাজার দিনার! সত্যিকারের ভালো খেলা!

ব্রাকুস ॥ আমরা ভালো খেলাই চাই। এবং পুরো খেলা চাই।

বাটিয়াটুস ॥ দু'টো একসঙ্গে হয় না!

ব্রাকুস ॥ তোমার যুক্তিতে হয় না। তুমি টাকাও রাখতে চাও, খেলোয়াড়ও বাঁচাতে চাও। আমি যখন কিছু কিনি—পুরো কিনি। না পারো তো বলে দাও, দরাদরি ভালো লাগে না আমার।

বাটিয়াটুস ॥ (একটু থেমে) পঁচিশ হাজার দিনার পড়বে।

[হেলেনা স্তম্ভিত। ব্রাকুস অবিচলিত]

ব্রাকুস ॥ ঠিক আছে।

[বাটিয়াটুসও অবাক।]

তবে একটা কথা—ফাঁকি চলবে না। দু'জনেই ছুরি খেয়ে বালি কামড়ে পড়বে, যেন খতম হয়ে গেছে—ও চলবে না। তা যদি হয়, তবে তোমার লোক ওদের দু'জনেরই গলা কেটে নেবে অ্যারিনাতেই। এবং সে কথাটা যেন ওদের জানা থাকে।

বাটিয়াটুস ॥ তাই হবে। অর্ধেক টাকা আগাম দিয়ে যাবেন।

ব্রাকুস ॥ ঠিক আছে। কাল সকালে খেলাটা হতে পারে?

বাটিয়াটুস ॥ কাল সকালেই হবে। তবে আগেই সাবধান করে রাখছি—এ ধরনের খেলা চট করে চুকে যেতে পারে।

ব্রাকুস ॥ আমাকে সাবধান করবার চেষ্টা কোরো না ল্যানিস্টা! (হেলেনাকে) খেলোয়াড়গুলোকে দেখবে?

হেলেনা॥ (উৎসুকভাবে) দেখা যাবে?

বাটিয়াটুস॥ আসুন, দেখাচ্ছি।

[তিনজন তিন দিকে চলে গেলো। গ্ল্যাডিয়েটররা দৌড়ে এসে বিভিন্ন জায়গায় লড়াইয়ের কসরৎ রেওয়াজ করতে লাগলো। একজন ট্রেনার একপাশে দাঁড়িয়ে। ব্রাকুস যেন পাশে দাঁড়ানো হেলেনার সঙ্গে কথা বলছে।]

ব্রাকুস॥ ঐ কালো লোকগুলোকে দেখেছো? ইথিওপিয়া থেকে আনা। ওদের অস্ত্র বড়ো মজার। একটা জাল আর আর একটা মাছ-মারা বর্শা। তিনটে ফলা থাকে বর্শাটায়।

হেলেনা॥ (আপন মনে) ব্রাকুসের মতো লোক আমি দেখিনি! পঁচিশ হাজার দিনার খরচ করে অনেকেই, কিন্তু চোখের একটা পাতা কাঁপলো না ওর?

ব্রাকুস॥ থ্রাসীয়দের ছোরার খেলার মতো জিনিস নেই। দেখেছো কখনো? ইহুদিদের ছোরার হাতও ভালো।

হেলেনা॥ ফরমায়েসি খেলা! শুধু আমার জন্যে! শুধু আমার জন্যে পঁচিশ হাজার দিনার—উঃ!

ব্রাকুস॥ আচ্ছা, একটা মজা করলে কেমন হয়? একটা কালো খেলোয়াড়ের সঙ্গে যদি একটা থ্রাসীয়কে লড়িয়ে দিই?

বাটিয়াটুস॥ এটা কোনো খেলাই না! থ্রাসীয়র হাতে শুধু একটা ছোরা।

ব্রাকুস॥ দারুণ হবে, কী বলো হেলেনা? এমন খেলা কেউ দেখেনি কোনোদিন!

বাটিয়াটুস॥ ছোরাটা একবার জালে আটকে গেলেই—ব্যস খতম! ওটা কোনো লড়াই না।

ব্রাকুস॥ তাই করা যাক, কী বলো? আর অন্য খেলাটা—একটা ইহুদির সঙ্গে একটা থ্রাসীয়কে দিই। ছোরা। হ্যাঁ, এইটাই ভালো হবে।

[বাটিয়াটুস একটা হাল ছাড়া ভঙ্গী করলো।]

ট্রেনার॥ কাকে কাকে ডাকবো?

বাটিয়াটুস॥ ড্রাবা।

ট্রেনার॥ (চেঁচিয়ে) ড্রাবা!

বাটিয়াটুস॥ পলেমুস!

ট্রেনার॥ পলেমুস!

বাটিয়াটুস॥ দায়ুদ।

ট্রেনার॥ দায়ুদ!

বাটিয়াটুস ॥ স্পার্টাকুস!

[গ্ল্যাডিয়েটররা বেরিয়ে গেলো সারি বেঁধে দৌড়ে। বাটিয়াটুস, ব্রাকুস আর হেলেনা আবার এসে মিললো।]

বাটিয়াটুস ॥ খেলোয়াড় পছন্দ হয়েছে?

ব্রাকুস ॥ চলবে। তবে ঐ শান্ত শিষ্ট ভেড়ার মতো চেহারা—ওটাকে দেখে ঠিক লড়িয়ে বলে মনে হোলো না।

বাটিয়াটুস ॥ চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায় না। ওর নাম স্পার্টাকুস। অসম্ভব ভালো ছোরার হাত ওর। আমি ইচ্ছে করেই ওকে নিয়েছি।

ব্রাকুস ॥ ওকে কার সঙ্গে দিচ্ছো?

বাটিয়াটুস ॥ ড্রাবা। কাফ্রি খেলোয়াড়।

ব্রাকুস ॥ ঠিক আছে। আশা করি ঠকবো না।

[ব্রাকুস আর হেলেনা চলে গেলো।]

ট্রেনার ॥ কাফ্রি খেলোয়াড়ের সঙ্গে থ্রাসীয় দিলেন, আখড়ার বদনাম হয়ে যাবে মালিক!

বাটিয়াটুস ॥ (হঠাৎ ফেটে পড়ে) চোপরাও! নিজের কাজ করো গে যাও! আখড়ার বদনাম সুনাম আছি বুঝবো।

[ট্রেনার চলে গেলো]

(আপন মনে) পঁচিশ হাজার। রোমের লক্কা পায়রা সব! চুলোয় যাক! আর ঐ স্পার্টাকুসটা খতম হলেই ভালো। ওটাকে দেখলেই কেমন যেন আমার—

[চলে গেলো বাটিয়াটুস। হেলেনা এলো।]

হেলেনা ॥ ঐ সময় আমি স্পার্টাকুসকে দেখি। আর তার পরের দিন—খেলার দিন! কিন্তু খেলার দিন স্পার্টাকুসকে নজরেই পড়েনি। ঐ কাফ্রি খেলোয়াড়টা সব কিছু গুলিয়ে দিলো। উঃ, ঐ দিনটা আমি কোনোদিন ভুলবো না!

[বলতে বলতে চলে গেলো হেলেনা। ব্রাকুস এসেছে।]

ব্রাকুস ॥ প্রথম খেলাটা দারুণ হয়েছিলো—ইহুদি আর থ্রাসীয়। ওরকম জাত ছোরার খেলা একশোয় একটা দেখা যায় না। কিন্তু পরের খেলাটা—চ্চুঃ চ্চুঃ চ্চুঃ—একদম মাটি করে দিলো কাফ্রিটা! ঠিক আছে, ল্যানিস্টা চুক্তি রাখতে পারেনি, আমিও অর্ধেক টাকা চেপে রেখেছি। মামলা করে দেখো জিততে পারো কি না।

[চলে গেলো। বাটিয়াটুস এলো। ক্রুদ্ধ সে। পেছনে ট্রেনার।]

ট্রেনার॥ *কী করবো মালিক? ও রকম ক্ষেপে গেলে—*

বাটিয়াটুস॥ (ফেটে পড়ে) ক্ষেপে গেলে? কেন ক্ষেপে যায়? বত্রিশটা পুরো খেলা খেলেছে ড্রাবা! বত্রিশটা গ্ল্যাডিয়েটর খতম হয়েছে ওর হাতে! আর তেত্রিশের বেলায় ক্ষেপে গেলো?

ট্রেনার॥ আমরা জানবো কী করে—

বাটিয়াটুস॥ জানো না কেন? দিনরাত্তির ওদের সঙ্গে আছো, লড়াই শেখাচ্ছো, জানো না কেন? পয়সা দিচ্ছি এমনি এমনি? ফৌজের সেপাই ছিলে, কতো মাইনে পেতে? এখানে কতো পাও?

ট্রেনার॥ বিশ্বাস করুন মালিক—এরকম যে করবে তার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি আগে। অ্যারিনাতে ঢুকেই হঠাৎ ঐ রকম ক্ষেপে গেলো। আপনি জিজ্ঞেস করুন—

বাটিয়াটুস॥ থামো!

[উত্তেজিতভাবে পায়চারি করে দাঁড়ালো আবার]

ড্রাবার লাশটাকে বেড়ার গায়ে টাঙানো হয়েছে?

ট্রেনার॥ হ্যাঁ মালিক, যেমন বলেছিলেন।

বাটিয়াটুস॥ সব ক'টা খেলোয়াড়কে ওখানে সারি বেঁধে দাঁড় করাও। আমি যাচ্ছি ওখানে।

ট্রেনার॥ হ্যাঁ মালিক।

[চলে গেলো। বাটিয়াটুস আর একবার পায়চারি করলো।]

বাটিয়াটুস॥ কোনো মাথামুণ্ডু পাচ্ছি না! কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ক্ষেপে গেলো?

[চলে গেলো। হেলেনা ঢুকলো ছুটে।]

হেলেনা॥ কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ক্ষেপে গেলো! অস্ত্রটা আর জালটা হাতে নিয়েই হঠাৎ বিকট এক চিৎকার! তারপর জালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনফলা বর্শাটা নিয়ে সোজা ছুটে এলো আমাদের বসবার জায়গার দিকে!

[বলতে বলতে ছুটে দর্শকদের মধ্যে লুকোনো হেলেনা। একটা অমানুষিক হুঙ্কার ছেড়ে ড্রাবা ছুটে এলো। একজন রক্ষী বাধা দিতে এলে বর্শাটা গেঁথে দিলো তার পেটে, কিন্তু দাঁড়ালো না ড্রাবা, সোজা ছুটলো হেলেনার দিকে। ততোক্ষণে আরো দু'জন দু'দিক থেকে এসে তাকে ধরেছে। ঝটকা মেরে ফেলে দিলো তাদের। পেছনে দু'জন সৈন্য বর্শা হাতে, তাদের একজন বর্শা ছুঁড়লো। ড্রাবা পড়ে গেলো, কিন্তু আবার উঠে এগোলো পিঠে গাঁথা বর্শাটা

নিয়েই। পড়ে যাওয়া দু'জন উঠে আবার ধরেছে তাকে। আবার ছুঁড়ে ফেললো তাদের। এবার দ্বিতীয় সৈন্যের বর্শাটা বিঁধলো ঘাড়ে। ড্রাবা পড়লো। তাব মৃত চোখ দু'টো তখনো হেলেনার দিকে। রক্ষীরা এসে তার কোমরে পা দিয়ে বর্শা দু'টো খুললো। হিঁচড়ে নিয়ে গেলো তার মৃতদেহটা। আহত প্রথম রক্ষীটি বেরিয়ে গেছে আগেই। অন্যরাও গেলো। একজন দাস সূত্রধার হয়ে এলো ধীর পদক্ষেপে।]

সূত্রধার॥ কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ ক্ষেপে গেলো। বাটিয়াটুস তাই বলবে। হেলেনা তাই বলবে। সব্বাই তাই বলবে। কোথায় কী আছে, কী ছিল, ওরা কেউ খোঁজ রাখে তার?

[ড্রাবা ঢুকলো। দৃষ্টি সামনে, বহুদূরে। এগিয়ে চললো। পেছনে অন্য দাসবা, একই ভাবে।]

ওরা কেউ ওর অতীতে যাত্রা করেছে? পৌঁছেছে নদীর ধারে ওর ছোট্ট কুঁড়েঘরে? দেখেছে ওর বৌকে? ছেলেমেয়েকে? দেখেছে—কেমন ভাবে রোমের সৈন্যরা ধরে নিয়ে এসেছে ওকে, ওর প্রতিবেশীকে, সারা গ্রামের লোককে?

[সবাই উপুড় হয়ে শুচ্ছে এক এক করে। সূত্রধার নতজানু।]

ওরা কেউ জানে ওর বত্রিশটা লড়াইয়ের ইতিহাস?

[সূত্রধারও উপুড় হয়ে শুলো]

ওরা কেউ জানে—স্পার্টাকুসের সঙ্গে ওর কী কথা হয়েছিলো লড়াইয়ের আগে?

ড্রাবা॥ স্পার্টাকুস।

স্পার্টাকুস॥ বলো ড্রাবা।

ড্রাবা॥ দেবতার দয়া যদি আমার উপর থাকতো, তবে আমি ছোটোবেলাতেই মরতাম।

স্পার্টাকুস॥ না।

ড্রাবা॥ তুমি দেবতায় বিশ্বাস করো না?

স্পার্টাকুস॥ না।

ড্রাবা॥ তবে তুমি কী বিশ্বাস করো স্পার্টাকুস?

স্পার্টাকুস॥ বিশ্বাস করি তোমাকে। আমাকে।

ড্রাবা॥ আমরা? আমরা ল্যানিস্টার কসাইখানায় মাংসের টুকরো।

[সবাই একসঙ্গে ব্যায়াম শুরু করলো। বুকডনের মতো।]

আমি অনেকদিন বেঁচেছি এই কসাইখানায়। আমার ঘর অনেক দূরে।

আমার ছোটবেলা অনেক দূরে। আমি তোমার সঙ্গে আজ লড়বো না স্পার্টাকুস।

স্পার্টাকুস ॥ না লড়লে আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেলা হবে।

ড্রাবা ॥ তবে তুমি আমাকে মেরো। আমি বাঁচতে চাই না আর।

স্পার্টাকুস ॥ আমরা দাস। বাঁচা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই।

[ব্যায়াম থামলো। সবাই এক ভঙ্গীতে স্থির।]

ড্রাবা ॥ স্পার্টাকুস, তুমি আমার বন্ধু।

স্পার্টাকুস ॥ গ্ল্যাডিয়েটর, গ্ল্যাডিয়েটরের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না।

ড্রাবা ॥ হাজারবার শুনেছি কথাটা। হাজারবার বলেছি। বত্রিশজন গ্ল্যাডিয়েটর মরেছে আমার হাতে। তবু তুমি আমার বন্ধু।

[স্পার্টাকুস জবাব দিলো না। আবার ব্যায়াম শুরু হোলো।]

স্পার্টাকুস, মানুষ জন্মায় কেন বলতে পারো?

স্পার্টাকুস ॥ বাঁচতে।

ড্রাবা ॥ ঐটাই সব জবাব?

স্পার্টাকুস ॥ এইটাই একমাত্র জবাব।

ড্রাবা ॥ তোমার জবাব আমি বুঝি না স্পার্টাকুস!

স্পার্টাকুস ॥ কেন? কেন ড্রাবা? একটা শিশুও এটা জানে। মায়ের পেট থেকে পড়েই জানতে পারে। এর থেকে সোজা জবাব আর কী হতে পারে? মানুষ জন্মায় বাঁচতে। বাঁচে—যতোদিন না মরছে।

[ব্যায়াম শেষ করে ওরা থামলো একই ভঙ্গীতে]

ড্রাবা ॥ কিন্তু স্পার্টাকুস, আমাদের বাঁচতে হয় বন্ধুকে খুন করে।

[আস্তে আস্তে উপুড় হয়ে শুলো সবাই]

স্পার্টাকুস ॥ তবু বাঁচতে হয়।

[এক মুহূর্ত স্তব্ধতা। তারপর ড্রাবা হঠাৎ চিৎকার করে 'না' বলে লাফিয়ে উঠলো। তার চোখ জ্বলছে। তারপর আবার 'না' বলে হুঙ্কার ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো সে। অন্য সবাই স্থির। একটা ফৌজি হুকুমের চিৎকার। ওরা উঠে হাঁটু গেড়ে বসলো। আর একটা হুকুমের চিৎকারে তিনজন সৈন্য ঢুকলো। প্রথম সৈন্য অন্য দু'জনকে দাঁড় করালো মাঝে ফাঁক রেখে। তারপর আর একটা হুকুম দিলো। দাসরা উঠে সারি বেঁধে দাঁড়ালো ঐ দু'জন সৈন্যের মাঝখানের ফাঁকে। প্রথম সৈন্য একপাশে। বাটিয়াটুস এলো সারির সামনে।]

বাটিয়াটুস ॥ খনি থেকে বাঁচিয়ে আমি নিয়ে এসেছি তোদের। ক্রুশ থেকে, ফাঁসিকাঠ

থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছি। বাজারের সেরা জিনিস খাওয়ানো হয় তোদের। চান করানো হয়, মালিস করানো হয়, এমনকী মেয়েছেলে পর্যন্ত দেওয়া হয়। তোরা আগে যা ছিলি, তার থেকে খারাপ কোনো দাস ছিল দুনিয়ায়? তোরা এখন যা আছিস, তার থেকে ভালো কোনো দাস থাকে?

[সবাই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে]

তোদের মধ্যে একজন এ কথা বোঝেনি। একটা নেমকহারাম কাফ্রি! আর কোনো নেমকহারাম আছে তোদের মধ্যে?

[সবাই চুপ]

এদের মধ্যে যে কোনো একটাকে টেনে বের করে নিয়ে এসো!

[প্রথম সৈন্যের ইসারায় অন্য দু'জন এসে একজন দাসকে টেনে সামনে নিয়ে এলো। সে ছটফট করতে লাগলো।]

মারো!

[প্রথম সৈন্য তলোয়ার ঢুকিয়ে দিলো তার পেটে। আর্তনাদ করে ঝুলে পড়লো সে সৈন্য দু'জনের হাতে। অন্য দাসরা নিশ্চল।]

নিয়ে গিয়ে টাঙিয়ে দাও অন্য লাশটার পাশে।

[সৈন্য দু'জন দেহটা নিয়ে বেরিয়ে গেলো]

ঐটা দেখে শেখো।

[বাটিয়াটুস বেরিয়ে গেলো। প্রথম সৈন্য হুকুম দিলো। দাসরা ধীরে ধীরে ফিরে গিয়ে আবার উপুড় হয়ে শুলো। সৈন্যটি একপাশে গিয়ে বসলো। সেখানে আর একজন সৈন্য এসে যোগ দিলো তার সঙ্গে। শুয়ে থাকা একজন দাস এখন সূত্রধার হয়ে কথা বলছে।]

সূত্রধার ॥ গ্ল্যাডিয়েটর, গ্ল্যাডিয়েটরের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না। কারণ বাঁচতে হলে ঐ বন্ধুকেই কাল তোমায় হত্যা করতে হবে অ্যারিনায়। আর বাঁচতে হবেই, কারণ বাঁচা ছাড়া দাসের আর কিছুই নেই।

[দাসরা উঠে দৌড়োতে শুরু করলো। সূত্রধার বলে চললো। দৌড়ের মধ্যে আগের মৃত দাসও এসে যোগ দিতে পারে।]

স্পার্টাকুস! এই কথা বলেছিলে তুমি ড্রাবাকে। গতকাল। আজ ড্রাবার লাশের পাশে আর একটা লাশ টাঙানো। দাসের লাশ। গ্ল্যাডিয়েটরের লাশ। আজ সকালে রেওয়াজ করছে দু'শো গ্ল্যাডিয়েটর। খুনের রেওয়াজ। আজ সকালে কী বলবে তুমি স্পার্টাকুস?

[ওরা থামলো। হাঁটু গেড়ে বসলো সবাই]

আজ সকালে কী ভাবছো তোমরা—কাপুয়া আখড়ার দু'শো জন গ্ল্যাডিয়েটর?

[সবাই উপুড় হয়ে শুলো]

সীনেটর গ্রাকুস। পবিত্র সীনেট তোমাকে ভার দিয়েছিল দাস বিদ্রোহের মূল খুঁজে বার করতে। পেয়েছিলে মূল?

[গ্রাকুস এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে এসেছে বাটিয়াটুস।]

গ্রাকুস॥ লেন্টুলুস বাটিয়াটুস! কোনো ষড়যন্ত্রের আভাসই কি আপনি পাননি আগে?

বাটিয়াটুস॥ ষড়যন্ত্র করে নি কেউ। করলে আমি জানতে পারতাম।

গ্রাকুস॥ কী করে?

বাটিয়াটুস॥ গ্ল্যাডিয়েটরদের মধ্যে সব সময়ে দু'জন চর থাকে আমার। দু'জন দাস। তাদের আমি পুরো খেলায় লড়াই না। মুক্তি দিই একবছর পরে। আবার নতুন চর লাগাই।

গ্রাকুস॥ প্রতিদিনের খবর আপনি নেন?

বাটিয়াটুস॥ প্রতিদিনের খবর।

গ্রাকুস॥ লেন্টুলুস বাটিয়াটুস। আপনি সিনেটকে বলেছেন—দৃষ্টান্ত হিসাবে একজন গ্ল্যাডিয়েটরকে বধ করা হয়েছিলো। সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত কাজ, কিন্তু তার পরে কি কোনো অসন্তোষ বা বিক্ষোভ দেখা গেছে?

বাটিয়াটুস॥ বিন্দুমাত্র না।

গ্রাকুস॥ এর পেছনে কোনো শত্রুরাজ্যের প্ররোচনা বা সাহায্য আছে বলে আপনার মনে হয়?

বাটিয়াটুস॥ অসম্ভব।

গ্রাকুস॥ লেন্টুলুস বাটিয়াটুস। সিনেটের আর কোনো প্রশ্ন নেই।

[বাটিয়াটুস অভিবাদন করে চলে গেলো]

সিনেটের মাননীয় সভ্যবৃন্দ। দাস বিদ্রোহ আজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকার নিয়েছে, কিন্তু মনে হয় এর আরম্ভ সম্পূর্ণ আকস্মিক। হয় তো বা কয়েকটি গ্ল্যাডিয়েটরের--কিম্বা একমাত্র স্পার্টাকুসের—সাময়িক উন্মত্ততাই এর কারণ।

[গ্রাকুস চলে গেলো]

সূত্রধার॥ সাময়িক উন্মত্ততা? স্পার্টাকুস! তুমি কি উন্মাদ হয়েছিলে সেই সকালে?

[গ্ল্যাডিয়েটররা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ব্যায়াম করতে লাগলো।

—তিনজন—স্পার্টাকুস, গানিকুস আর ক্রিক্সুস একদিকে, রক্ষীদের উল্টোদিকে।]

ক্রিক্সুস ॥ স্পার্টাকুস, তুমি কি ড্রাবার সঙ্গে লড়েছিলে কাল?

স্পার্টাকুস ॥ না।

গানিকুস ॥ কিন্তু ড্রাবা কাউকেই মারতে পারলো না। মরতেই যদি হয়, তবে ও রকমভাবে কেন?

স্পার্টাকুস ॥ তুমি কি ওর থেকে ভালোভাবে মরবে গানিকুস?

ক্রিক্সুস ॥ ও মরবে অ্যারিনায় কুকুরের মতো। আর তুমিও তাই মরবে স্পার্টাকুস।

স্পার্টাকুস ॥ তুমি কী ভাবে মরবে ক্রিক্সুস?

ক্রিক্সুস ॥ যেমনভাবে তুমি মরবে!

স্পার্টাকুস ॥ (অল্প থেমে) ড্রাবা আমাকে 'বন্ধু' বলেছিলো।

ক্রিক্সুস ॥ সেটা ওর দুর্ভাগ্য। তোমারও।

[কয়েক মুহূর্ত নীরবে ব্যায়াম]

গানিকুস ॥ স্পার্টাকুস!

স্পার্টাকুস ॥ কী গানিকুস?

গানিকুস ॥ আমি তোমাকে বন্ধু বলছি।

ক্রিক্সুস ॥ গ্ল্যাডিয়েটর, গ্ল্যাডিয়েটরের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না। তাই না স্পার্টাকুস? [ক্রিক্সুস যেন স্পার্টাকুসকে খোঁচা দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করছে। নিজে জ্বলছে এক অসহায় নিরুদ্ধ ক্রোধে। স্পার্টাকুস জবাব দিলো না, ব্যায়াম থামিয়ে এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে রক্ষী দু'জনের দিকে। গানিকুস লক্ষ করলো।]

গানিকুস ॥ ও দিকে তাকিয়ে কী দেখছো স্পার্টাকুস?

স্পার্টাকুস ॥ জানি না।

[আবার ব্যায়াম শুরু করলো স্পার্টাকুস]

ক্রক্সুস ॥ জানো না? তুমি সব জানো! থ্রাসীয়রা তোমাকে বাবা বলে!

স্পার্টাকুস ॥ কার সঙ্গে তোমার লড়াই ক্রিক্সুস?

ক্রিক্সুস ॥ ড্রাবাও কি তোমাকে বাবা বলেছিল? তুমি তার সঙ্গে লড়োনি কেন স্পার্টাকুস? আমার যখন পালা আসবে, আমার সঙ্গে লড়বে?

স্পার্টাকুস ॥ (একটু থেমে, স্থির কণ্ঠে) আমি গ্ল্যাডিয়েটরের সঙ্গে আর কোনোদিন লড়বো না ক্রিক্সুস। আমি সব জানি না, কিন্তু এইটা জানি। একটু আগেও জানতাম না, এখন জানি।

[গ্ল্যাডিয়েটরের মুখে এ কথা অতি ভয়ঙ্কর কথা। এর অর্থ—আত্মহত্যা,

অথবা মুক্তি। আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় মুক্তি। প্রতিটি গ্ল্যাডিয়েটরের রক্তে কথাগুলো যেন বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো ঝলসে উঠলো। ব্যায়ামের কসরতের আড়াল রেখে তারা জমা হোলো স্পার্টাকুসদের কাছে। গোল হয়ে বুকডন দেবার ভঙ্গী ধরলো সম্মিলিতভাবে, সব মাথা কাছাকাছি। কণ্ঠস্বরে চাপা উত্তেজনা।]

গানিক্কুস ॥ এখন আমরা কী করবো বাবা?

স্পার্টাকুস ॥ সময় এলে বলতে পারবো গানিক্কুস, এখন জানি না।

[একবার ডন দিলো সবাই]

রক্ষী ॥ অ্যাই—ওখানে কথা বন্ধ কর্!

[আবার ডন]

স্পার্টাকুস ॥ হ্যাঁ জানি। আমি কথা বলতে চাই। উঠে দাঁড়িয়ে আমার সব কথা খুলে বলতে চাই।

ক্রিক্সুস ॥ বলো!

[আবার ডন]

স্পার্টাকুস ॥ কিন্তু একবার কথা বললে আর ফেরবার উপায় নেই।

[কোন্ গ্ল্যাডিয়েটর না জানে সে কথা? কিন্তু আজ বোধ হয় এরা সবাই সে সীমা আগেই পার হয়ে গেছে।]

গানিক্কুস ॥ ওঠো! বলো!

স্পার্টাকুস ॥ রক্ষীরা আমাদের থামাতে আসবে।

ক্রিক্সুস ॥ (চাপা গর্জনে) পারবে না।

[লাফিয়ে উঠলো রক্ষী দু'জন, একটা কিছু আঁচ করেছে তারা]

রক্ষী ॥ এই, চুপ!

[একসঙ্গে সব দাস লাফিয়ে উঠলো]

ক্রিক্সুস ॥ (প্রচণ্ড হুঙ্কারে) স্পার্টাকুস, বলো এইবার!

[তলোয়ার খুলে ছুটে এলো রক্ষী দু'জন। কিছু বোঝবার আগেই দাসদের ঘেরাওয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো। একটা সমবেত হুঙ্কার, মিলিত আঘাত।]

স্পার্টাকুস ॥ ভারিনিয়া!

[ভারিনিয়া ছুটে এলো। অন্য দাসীরাও (যদি থাকে) সঙ্গে এলো।]

গানিক্কুস ॥ এবার কী করবো বাবা?

স্পার্টাকুস ॥ বাইরে যাবো! লড়বো! মুক্ত হবো!

দাসরা ॥ বাইরে যাবো? লড়বো! মুক্ত হবো? মুক্ত?

[অদ্ভুত অপরিচিত কথাগুলো ফিসফিস করে বলতে বলতে আগুন জ্বলে যাচ্ছে শিরার ভিতরে। গলা চড়ছে।]

মুক্ত হবো! মুক্ত! বাইরে যাবো! লড়বো! মুক্ত হবো!

[চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গেলো তারা। একজন ফিরে এলো দৌড়ে। দৌড়োতে দৌড়োতেই সূত্রধার হয়ে কথা বলতে লাগলো।]

সূত্রধার ॥ এই মূল গ্রাকুস। ভূমিকম্প এইখানে শুরু।

[ফৌজি হুকুমের চিৎকার। সৈন্যরা কুচকাওয়াজ করে ঢুকলো। মৃত দু'জন উঠে তাদের সঙ্গে মিশে গেলো।]

কাপুয়ার সশস্ত্র ফৌজ। প্রায় নিরস্ত্র দু'শো গ্ল্যাডিয়েটর, চল্লিশজন দাসী।

[সৈন্যরা মার্চ করে একদিকে এসে দু'সারি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের উল্টোদিকে সূত্রধার বসেছে। অন্য দাসরা জমা হচ্ছে সেখানে।]

কিন্তু রোমক ফৌজের যেটা সবচেয়ে বড়ো জোর—শৃঙ্খলা, সেইটাই দুর্বলতা। এই মুহূর্তে বুঝে নিলো স্পার্টাকুস। বুঝতে হোলো তাকে।

স্পার্টাকুস ॥ ছড়িয়ে পড়ো! ঘিরে ফেলো ওদের দূর থেকে। ফাঁক ফাঁক হয়ে থেকো।

[কথার সঙ্গে সঙ্গে দাসদাসীরা চক্রাকারে ছুটতে লাগলো সৈন্যদের চারিপাশে। ফৌজি চিৎকারে প্রথম সারির সৈন্যরা বর্শা ছুঁড়লো। কিন্তু ক্ষিপ্রগতি ছুটন্ত গ্ল্যাডিয়েটরকে বর্শা দিয়ে গাঁথা প্রায় অসম্ভব।]

(চিৎকার করে) এবার পাথর ছুঁড়ে মারো, পাথর!

[প্রচণ্ড চিৎকারে সবাই পাথর ছুঁড়ছে। দ্বিতীয় সারির বিভ্রান্ত সৈন্যরা বিভিন্ন দিকে বর্শা ছুঁড়লো। তারপর তলোয়ার খুলে লড়তে লাগলো সবাই। দাসদের বৃত্ত ছোট হয়ে আসছে। চিৎকার। আর্তনাদ। অবশেষে পালালো সৈন্যরা। দাসরা তাড়া করে গেলো। তারপর, যেন সৈন্যদের খতম করে, আবার ফিরে এলো তারা প্রচণ্ড চিৎকার করতে করতে।]

স্পার্টাকুস ॥ এবার কে কথা বলতে চাও বলো! আমরা এখন স্বাধীন! মুক্ত! আমরা সবাই বন্ধু!

দাসরা ॥ স্বাধীন! মুক্ত! বন্ধু!

[কথা তিনটে নিয়ে যেন খেলছে ওরা। ক্রমে আনন্দে ফেটে পড়লো সবাই। এক উন্মত্ত হাসা কাঁদা কোলাকুলি নাচ। স্বাধীন-মুক্ত-বন্ধু যেন সমবেত গান হয়ে গেলো।]

স্পার্টাকুস ॥ শোনো! সবাই শোনো!

[চিৎকার থামলো। সবাই ঘিরে ধরলো স্পার্টাকুসকে।]

লড়াই শেষ নয়। লড়াই শুরু। এবার কে আমাদের লড়তে নিয়ে যাবে, এগিয়ে এসো।

[এক মুহূর্ত স্তব্ধতা, মুখ চাওয়া-চাওয়ি]

ক্রিক্সুস ॥ (চিৎকার করে) স্পার্টাকুস!

দাসরা ॥ (চিৎকার করে) স্পার্টাকুস!

গানিক্কুস ॥ এখন আমরা কী করবো বাবা? কোথায় যাবো?

স্পার্টাকুস ॥ খামার থেকে খামারে। গ্রাম থেকে গ্রামে। যেখানে যাবো, দাসদের মুক্ত করবো। দলে আনবো। ফৌজ এলে লড়বো।

গানিক্কুস ॥ হাতিয়ার?

স্পার্টাকুস ॥ কেড়ে নেবো। তারপর বানাবো।

একজন দাস ॥ কিন্তু তা হলে রোম আমাদের সঙ্গে লড়বে!

স্পার্টাকুস ॥ তা হলে আমরা রোমের সঙ্গে লড়বো!

একজন দাস ॥ (প্রায় অবিশ্বাসে) রোমের সঙ্গে লড়বো?

স্পার্টাকুস ॥ হ্যাঁ, রোমের সঙ্গে। রোম ধ্বংস না হলে দুনিয়ায় আমাদের দাঁড়াবার জায়গা নেই।

ক্রিক্সুস ॥ আমরা রোম ধ্বংস করতে পারবো স্পার্টাকুস?

স্পার্টাকুস ॥ পারতেই হবে!

ক্রিক্সুস ॥ (চিৎকার করে) স্পার্টাকুস!

দাসরা ॥ স্পার্টাকুস!

স্পার্টাকুস ॥ চলো!

গানিক্কুস ॥ কোন্ দিকে?

স্পার্টাকুস ॥ ভিসুভিয়াস পাহাড়ের দিকে!

দাসরা ॥ স্পার্টাকুস! স্পার্টাকুস!

[চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে গেলো ওরা। একজন দাস এলো সূত্রধার হয়ে।]

সূত্রধার ॥ কিন্তু তবু এ আরম্ভ। শেষ হতে পারতো এর মধ্যেই। শেষ হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। ভিসুভিয়াস পাহাড়ের ঢাল শুধু একটা অস্থায়ী আশ্রয়। খবর যাবে রোমে।

[সূত্রধার দৌড়োতে দৌড়োতে কথাগুলো বলছিল। এখন এক জায়গায় দৌড়োতে লাগলো। ফৌজি হুকুমের চিৎকারে সৈন্যরা ঢুকলো, কুচকাওয়াজ করে এক পাক খেয়ে চলে গেলো।]

সিনেট বসবে। রোমের নগর ফৌজের ছ'টি বাহিনী—সাড়ে তিন

হাজার সৈন্য—আসবে সেনাপতি ভারিনিউস গ্লাবরুসে নেতৃত্বে।

[গ্রাকুস এসে দাঁড়িয়েছে। সূত্রধার বেরিয়ে গেলো।]

গ্রাকুস ॥ সিনেটের মাননীয় সভ্যবৃন্দ। যদি অনুমতি করেন, সাক্ষীকে ডেকে পাঠাই।

[যেন অনুমতি পেয়ে সিনেটকে অভিবাদন জানালো। তারপর হাততালি দিলো। একজন সৈন্য—পরথুস—এসে দাঁড়ালো। পরথুস আহত, ক্লান্ত, এবং বর্তমানে সিনেটের ভয়ে ভীত।]

তোমার নাম?

পরথুস ॥ (অস্ফুট কণ্ঠে) আরালুস পরথুস।

গ্রাকুস ॥ জোরে বলো। কোনো ভয় নেই তোমার।

পরথুস ॥ আরালুস পরথুস।

গ্রাকুস ॥ আরালুস পরথুস। সীনেটের এই পবিত্র কক্ষে দেবতার নামে সর্বসত্য বলবে। বয়স কতো?

পরথুস ॥ পঁচিশ বছর।

গ্রাকুস ॥ পেশা কী?

পরথুস ॥ রোম নগরবাহিনীর পদাতিক সৈন্য।

গ্রাকুস ॥ কোন বাহিনী?

পরথুস ॥ তৃতীয় বাহিনী।

গ্রাকুস ॥ আরাসুল পরথুস। তোমাদের বাহিনী এবং সঙ্গের অন্য পাঁচটি বাহিনী কাপুয়া থেকে দক্ষিণে যাত্রা করবার পর কী কী ঘটেছিল—মাননীয় সিনেটরদের সামনে বলো। নির্ভয়ে বলো, কারণ এখানে যা বলবে তার কিছুই তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না এবং সব কিছু গোপন থাকবে।

[ফৌজি হুকুম। সারি বেঁধে সৈন্যরা এলো। মার্চ করে চক্রাকারে ঘুরছে। পরথুস ভিড়ে গেলো ওদের সঙ্গে।]

আমি সিনেটকে বলেছিলাম—নগরবাহিনী পাঠিও না। নগরবাহিনীর সৈন্যরা যুদ্ধ করতে পারে, কিন্তু শহরে থেকে থেকে আয়েসি হয়ে গেছে তারা।

[সৈন্যদের মার্চ এখন ক্লান্ত।]

এখান থেকে কাপুয়া, দিনে বিশ মাইল হেঁটে পাঁচদিন—পায়ে ফোস্কা, ক্লান্তি বিরক্তি—তবু তো সেটা পাকা আপ্পিয়ান সড়ক। তারপর ভিসুভিয়াসের পথে কাঁচা রাস্তা।

[সৈন্যরা এখন ধুঁকছে। পরথুস একপাক খেয়ে নিজের জায়গায় ফিরে আবার আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। সৈন্যরা ধুঁকতে ধুঁকতে বেরিয়ে গেলো।]
কী অবস্থা হতে পারে তা আন্দাজ করতে পরথুসের বর্ণনা দরকার নেই আমার!

পরথুস ॥ বৃষ্টিতে ভিজে সকলের মেজাজ আরো খিঁচড়ে ছিল। সেই সময়ে পাহাড় থেকে নমে এলো চারটে দাস।

গ্রাকুস ॥ গ্ল্যাডিয়েটর?

পরথুস ॥ না। কোনো বাড়ি বা খামারের দাস বোধ হয়। তিনটে দাস আর একটা দাসী।

গ্রাকুস ॥ তারপর?

পরথুস ॥ তাদের মেরে ফেলা হোলো।

গ্রাকুস ॥ কেন?

পরথুস ॥ জানি না। ঐ অঞ্চলের সব দাসকে শত্রু বলে ধরে নেওয়া হয়েছিলো বোধ হয়।

গ্রাকুস ॥ শত্রু হলে পাহাড় থেকে নেমে আসবে কেন?

পরথুস ॥ জানি না। দ্বিতীয় বাহিনীর সৈন্যরা করেছে এ সব। তারা সারি ভেঙে মেয়েটাকে ধরেছিলো। দাস তিনটে বাঁচাতে গিয়ে বর্শার খোঁচায় মরলো। আমি যখন ওখানে পৌঁছেছি—

গ্রাকুস ॥ আচ্ছা! তাহলে তুমিও সারি ভেঙেছিলে?

পরথুস ॥ সবাই ভেঙেছিলো।

গ্রাকুস ॥ হুঁ। তারপর?

পরথুস ॥ তারপর—ওরা মেয়েটাকে—মাটিতে ফেলে—একের পর এক—

গ্রাকুস ॥ বুঝেছি। তোমাদের অধিনায়করা বাধা দেয়নি?

পরথুস ॥ না।

গ্রাকুস ॥ তুমি বলতে চাও তারা চোখের সামনে এই ব্যাপার ঘটতে দিয়েছে?

[পরথুস নিরুত্তর।]

সত্যি কথা বলো। তোমার ভয়ের কিছু নেই।

পরথুস ॥ অধিনায়করা বাধা দেননি।

গ্রাকুস ॥ হুঁ। মেয়েটাকে মারা হোলো কী ভাবে?

পরথুস ॥ ওরা যা করছিলো, তাতেই মেয়েটা মরেছে।

গ্রাকুস ॥ তারপর কী হোলো?

পরথুস ॥ রাতের আস্তানা গাড়া হোলো। রান্না করা হয়নি, রসদে রুটি ছিল প্রচুর। ঠাণ্ডা ছিল না, তাই মাঠেই—

গ্রাকুস ॥ কোনো শিবির তৈরি করা হয়নি?

পরথুস ॥ না। বেশির ভাগ তাঁবুও খাটায়নি।

গ্রাকুস ॥ প্রাচীর? পরিখা?

পরথুস ॥ কিচ্ছু না।

গ্রাকুস ॥ রোমের কোনো ফৌজ সুরক্ষিত শিবির তৈরি না করে কোথাও রাত কাটায় না, এ কথা তোমরা জানতে না?

পরথুস ॥ সকলে খুব ক্লান্ত ছিল।

গ্রাকুস ॥ তোমাদের সেনাপতি ভারিনিউস গ্লাবরুস শিবির তৈরি করাননি কেন জানো?

পরথুস ॥ শুনলাম—সেনাপতি করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাহিনী-অধিনায়কেরা বাধা দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন—কয়েকটা ফেরারি দাসের জন্যে শিবির তৈরি করবার দরকার নেই। তাছাড়া শিবির করবার ইচ্ছে ছিল তো রাত পর্যন্ত হাঁটানো হোলো কেন?

গ্রাকুস ॥ কোথায় ছিলে তোমরা তখন?

পরথুস ॥ ভিসুবিয়াস পাহাড়ের খুব কাছে।

গ্রাকুস ॥ তারপর কী হোলো?

পরথুস ॥ তারপর রাত হোলো। সামান্য চাঁদের আলো ছিল। আমি ঘুমোলাম।

গ্রাকুস ॥ কিসে ঘুম ভাঙলো তোমার?

[পরথুস শুয়ে পড়েছে এর মধ্যে। বাইরে থেকে একটা চাপা আর্তনাদ আর গোঙানির শব্দ ভেসে এলো।]

বলো!

পরথুস ॥ আমার ঘুম ভাঙলো একটা চিৎকারে। মানে—আমার মনে হোলো কে যেন চেঁচাচ্ছে। কিন্তু উঠে দেখি অনেকেই চেঁচাচ্ছে। আমার পাশে ছিল কালিউস। আমার পাড়ার লোক, আমার বন্ধু, তাই আমরা পাশাপাশি শুয়েছিলাম। আমি উঠতেই আমার হাত একটা নরম জিনিসে ঠেকলো। নরম, ভিজে, আর অল্প গরম। তারপর বুঝলাম—সেটা কালিউসের গলা, কিন্তু মাথাটা নেই!

[পরথুস এক ঝটকায় উঠে বসলো। তার চোখে বিভীষিকা। এর পর থেকে তার সব বর্ণনা সে অভিনয় করে যেতে লাগলো। তার ভয়ার্ত চোখ, তার ভাঙা গলার চিৎকার যেন সমস্ত বীভৎস দৃশ্যটাকে মূর্ত করে তুললো।]

আর সমানে চিৎকার চলছে, আর রক্ত ভেসে যাচ্ছে! আমার রক্ত না কার রক্ত বুঝতে পারলাম না, কিন্তু চারিপাশে মড়া পড়ে আছে, আর

সারা জায়গাটা ছেয়ে আছে দাসে! তাদের ছোরা তলোয়ার উঠছে আর পড়ছে, চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করছে, আর লোক মরছে, আমরা মরছি, আদ্দেক লোক ঘুমের মধ্যেই মরেছে, যারা উঠতে গেছে তারাও মরেছে। দু'এক জায়গায় দল বেঁধে লড়তে চেষ্টা করেছে, কিন্তু বেশিক্ষণ পারেনি, কচুকাটা হয়ে গেছে। তারপর—তারপর আমার মাথার ঠিক ছিল না, আমিও চেঁচাতে শুরু করলাম, তলোয়ার বের করে পালাতে চেষ্টা করলাম—জানি অন্যায় করছি, কিন্তু এমন জিনিস কখনো আমি দুঃস্বপ্নেও দেখিনি। একটা দাস আমার সামনে পড়লো, আমি অন্ধের মতো কোপ চালালাম, সে পড়ে গেলো, বোধ হয় মরেও গেলো, জানি না আমি, আমি ছুটেছি বাইরের দিকে! কিন্তু বাইরে একটা দেওয়ালের মতো বর্শা হাতে দাঁড়িয়ে আছে—বেশির ভাগ মেয়ে তাদের, কিন্তু অমন মেয়ে আমি কখনো দেখিনি! ক্ষ্যাপা বাঘের মতো চেহারা, হাওয়ায় চুল উড়ছে, আর বিকট চেঁচাচ্ছে। একজন সৈন্য আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে বেরোতে গেলো, তাকে বর্শায় গেঁথে ফেললো মেয়েগুলো! আমিও এগিয়ে ফাঁক খুঁজছিলাম, ওদের একজনের বর্শা আমার হাতে বিঁধলো, আমি আবার ছুটে ভিতরে এলাম, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম—কাদা, রক্ত আর লাশের মধ্যে।

[আর্তনাদের শব্দ থেমে এলো। অন্যদিকে দাসরা জমা হচ্ছে। একে একে বসছে হাঁটুতে মুখ গুঁজে। পরথুস হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।]

ভাবলাম উঠবো, লড়ে মরবো, কিন্তু পারিনি! কতোক্ষণ পড়ে ছিলাম জানি না। চিৎকার থেমে এলো। তারপর কারা যেন আমাকে টেনে তুললো। আমি তলোয়ার চালাতে গেলাম, কিন্তু হাতে বাড়ি মেরে তলোয়ার ফেলে দিলো ওরা। একজন ছোরা তুললো মারতে। কিন্তু কে যেন চেঁচিয়ে বললো—

স্পার্টাকুস॥ দাঁড়াও!

[দাসরা বসেই আছে, কেউ মাথা তোলেনি। কে কথা বলছে, বোঝা শক্ত।]

পরথুস॥ ছোরাটা আমার গলার কাছে এসে থেমে গেলো।

স্পার্টাকুস॥ দাঁড়াও। মনে হচ্ছে এ ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই।

পরথুস॥ তারপর আমাকে নিয়ে গেলো ওবা সেনাপতির তাঁবুতে।

[পরথুস আবার উঠে অভিনয় করে দৃশ্যটা ফুটিয়ে তুলতে শুরু করলো।]

সেনাপতিকেও মেরেছে! বিছানাতেই মেরেছে দেখলাম! সব—সবাইকে মেরে ফেলেছে, কেউ বেঁচে নেই, শুধু আমি!

গ্রাকুস ॥ তুমি কী করে জানলে সবাইকে মেরেছে?

পরথুস ॥ ওরা তাঁবুর সব পর্দা তুলে দিয়েছিলো। তখন ভোর হয়ে গেছে, চারদিকে শুধু মড়া আর মড়া। দাসরা মড়াদের অস্ত্র পোশাক জুতো খুলে নিচ্ছে। মেয়েগুলোকে দেখতে পেলাম না, কিন্তু মাংস রান্নার গন্ধ পেলাম—বোধ হয় খানা বানাচ্ছিলো। রান্নার গন্ধে আমার বমি এলো, বমি করে ফেললাম। ওরা আমাকে বাইরে নিয়ে গেলো। আমি অনেকক্ষণ ধরে বমি করলাম। সামনের ঝরনাটায় দেখলাম অস্ত্রগুলো ধুচ্ছে, জলটা লাল হয়ে গেছে রক্তে! হাজার হাজার তলোয়ার, ছোরা, বর্শা—সব আমাদের! সব আমাদের রক্ত!

গ্রাকুস ॥ কতো দাস ছিল সেখানে?

পরথুস ॥ সাতশো—আটশো—এক হাজার—জানি না কতো।

গ্রাকুস ॥ মৃতদেহগুলো কী করলো ওরা?

পরথুস ॥ কিচ্ছু না! ঐখানেই পড়ে রইলো সব। ওরা হাঁটছিল, চলছিল, কাজ করছিল—যেন মড়াগুলো নেই ওখানে। এমন কী খাচ্ছিলো—হ্যাঁ, খেতেও দেখেছি ওদের, ঐ মড়াগুলোর মধ্যে—ওয়াক!

[আবার বমি করতে শুরু করলো পরথুস।]

গ্রাকুস ॥ তারপর?

পরথুস ॥ তারপর পাঁচ ছ'জন গ্ল্যাডিয়েটর এলো তাঁবুতে। নানা জাতের—একজন কাফ্রিও ছিল। ওদের সর্দার বোধ হয় থ্রাসীয়—কালো চুল, চ্যাপ্টা মুখ, আর চোখ দু'টো এমনভাবে তাকিয়ে থাকে—নড়ে না, পলক পড়ে না! এমনি দেখতে ঠাণ্ডা, কিন্তু এই প্রথম আমার সত্যিকারের ভয় হোলো ওকে দেখে!

গ্রাকুস ॥ কী বললো সে?

স্পার্টাকুস ॥ আমার নাম স্পার্টাকুস। নামটা মনে রেখো। (একটু থেমে) তিনটে দাসকে কেন মেরেছো তোমরা? আর রোমের মেয়েরা কি এতো সতী হয়ে গেছে যে একটা পুরো বাহিনীকে একটা দাসীর উপর অত্যাচার করতে হয়?

পরথুস ॥ আমি বোঝাবার চেষ্টা করলাম—আমি করিনি, ও সব দ্বিতীয় বাহিনীর সৈন্যরা—কিন্তু লোকটা এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি ধরে নিয়েছিলাম ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু ও বললো—

স্পার্টাকুস ॥ আমি তোমাকে যা বলছি, ভালো করো শোনো। মনে রাখো। রোমে ফিরে গিয়ে এ সব কথা তোমাদের সিনেটকে বলবে।

[পরথুস থামলো, তার মাথা নিচু]

গ্রাকুস॥ কী বলেছিল সে?

পরথুস॥ (ভয়ার্ত চোখ তুলে) সে আমি বলতে পারবো না।

গ্রাকুস॥ (কড়া গলায়) সিনেট তোমাকে আদেশ করছে বলতে!

পরথুস॥ (আর্তস্বরে) একটা দাসের কথা—একটা গ্ল্যাডিয়েটরের—আমার জিভ খসে যাবে বললে—

গ্রাকুস॥ (প্রচণ্ড ধমকে) যথেষ্ট হয়েছে! বলো!

[পরথুস হাঁটু গেড়ে মুখ গুঁজে বসে পড়লো। স্পার্টাকুস কথা বলতে আরম্ভ করলো। কিন্তু সে একা নয়, অন্য দাসরাও তার কথা বলছে এক এক করে।]

স্পার্টাকুস॥ রোমে ফিরে যাও। গিয়ে কী দেখেছো এখানে তা বলো।

অন্য দাস॥ বলো—ওরা ছ'টা বাহিনী পাঠিয়েছিলো, আমরা সব শেষ করে দিয়েছি।

অন্য দাস॥ আমরা দাস। দাসরা বলছে—রোমের চাবুকের গান তারা আর শুনতে চায় না।

ভারিনিয়া॥ সৃষ্টির গোড়ায় সব মানুষ সমান ছিল। আজ রোমের দৌলতে মানুষের দু'টো জাত—প্রভু আর দাস।

অন্য দাস॥ কিন্তু তোমাদের থেকে আমরা অনেক বেশি। তোমাদের থেকে আমরা অনেক ভালো।

অন্য দাস॥ মানুষের যা কিছু ভালো—সব আজ আমাদের।

অন্য দাস॥ আমরা বৌকে ভালোবাসি, তোমরা বৌকে বেশ্যা বানাও।

স্পার্টাকুস॥ আমাদের ছেলেমেয়ে চলে গেলে আমরা কাঁদি, তোমরা দাসীর গর্ভে দাস উৎপাদন করে বাজারে বেচে দাও।

অন্য দাস॥ তোমরা মানুষকে কুকুর বানিয়ে লড়াই করিয়ে আমোদ পাও।

অন্য দাস॥ দুনিয়াটাকে তোমরা একটা নোংরা আস্তাকুঁড় বানিয়েছো।

ভারিনিয়া॥ মানুষকে তোমরা জন্তু বানিয়েছো।

অন্য দাস॥ হত্যাকে তোমরা খেলা বানিয়েছো।

অন্য দাস॥ কিন্তু আর নয়, ও সব শেষ।

অন্য দাস॥ সীনেটকে বলো ফৌজ পাঠাতে, আমরা সে ফৌজ খতম করবো।

স্পার্টাকুস॥ দুনিয়ার সমস্ত দাসকে আমরা বলবো—শিকল ভেঙে আমাদের সঙ্গে এসো, আমরা রোমে যাচ্ছি।

অন্য দাস॥ হ্যাঁ, রোম! রোম আমরা ধ্বংস করবো।

অন্য দাস॥ তোমাদের সিনেট আমরা ভেঙে ফেলবো।

ভারিনিয়া॥ তোমাদের আস্তাকুঁড় আমরা সাফ করবো।

অন্য দাস ॥ তারপর সুন্দর শহর তৈরি করবো।

অন্য দাস ॥ সুন্দর গ্রাম।

অন্য দাস ॥ যেখানে পাঁচিল থাকবে না।

স্পার্টাকুস ॥ হানাহানি থাকবে না।

অন্য দাস ॥ প্রভু থাকবে না।

অন্য দাস ॥ দাস থাকবে না।

ভারিনিয়া ॥ শুধু সুখ থাকবে, আর শান্তি থাকবে।

স্পার্টাকুস ॥ যাও। সিনেট তোমাদের ফৌজকে পাঠিয়েছে, ফৌজের একমাত্র জীবিত লোক তুমি, যাও, সিনেটে গিয়ে বলো—দাস স্পার্টাকুস এই কথা বলেছে।

অন্য দাসরা ॥ (প্রতিধ্বনির মতো) দাস স্পার্টাকুস এই কথা বলেছে। স্পার্টাকুস এই কথা বলেছে। স্পার্টাকুস। স্পার্টাকুস।

[পরথুস উঠে বেরিয়ে গেছে এর মধ্যে। দাসরা একে একে উঠছে। একজন দাস সূত্রধার এখন।]

সূত্রধার ॥ দাস স্পার্টাকুস এই কথা বলেছে।

গ্রাকুস ॥ দাস স্পার্টাকুস মাটিতে মিশিয়ে গেছে।

সূত্রধার ॥ মাটি থেকেই এসেছিলো দাস স্পার্টাকুস। সেই মাটি আজও আছে।

[নাটকের সংক্ষিপ্ত রূপটিতে এইখানে সব দাস একসঙ্গে বলতে থাকে—"সেই মাটি আজও আছে।" রোমক চরিত্রগুলি এসে গ্রাকুসের পিছনে অর্ধচন্দ্র আকারে স্থান নেয়, তাদের সকলের চোখ নামানো। দাসরা ইতিমধ্যে সারি বেঁধে ঘুরে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে রোমকদের। তখন কথা পরিণত হয় সেই পুরোনো সুরে। তালে তালে বর্শা ছোঁড়ার ভঙ্গি। রোমকরা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে ধীরে। দাসরা গাইতে গাইতে সারি বেঁধে বেরিয়ে যায়। রোমকরাও গ্রাকুসের পিছনে সারি বেঁধে প্রস্থান করে। গানটা চলতে থাকে যতোক্ষণ না শেষ রোমক ব্যক্তিটি বেরিয়ে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ নাটকের ক্ষেত্রে সূত্রধারের কথা চলতে থাকে।']

সূত্রধার ॥ সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে আছো তোমরা—এই ভিল্লা সালারিয়ায়।

[এর মধ্যে কিছু দাস আগের মতো ভিল্লা সালারিয়ার ঘরে আসন হয়ে বসেছে। বাকি বেরিয়ে গেছে।]

তুমি গ্রাকুস।

[গ্রাকুস গিয়ে তার পুরোনো জায়গায় দাসের পিঠে বসলো।]

তুমি ক্রাসুস। হেলেনা। কিকেরো। আন্টোনিউস। কাইউস।

[ওরা ঢুকলো যেমন যেমন নাম করা হোলো। যার যা আসন, সেখানে গিয়ে বসলো বা দাঁড়ালো।]

ভিল্লা সালারিয়া। মনোরম এক রাত্রির পর মনোরম এক প্রভাত।

[সূত্রধারও বসলো আসন হয়ে। কথা শুরু হোলো, যেন অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলছে।]

কিকেরো॥ গ্রীক ভাস্কর্য নিয়ে এতো মাতামাতি করা হয় কেন আমি বুঝি না। কী তারা করেছে—যা হাজার বছর আগে মিশরে করা হয়নি?

আন্টোনিউস॥ আমার কিন্তু গ্রীক মূর্তিই ভালো লাগে। একটা সহজ পরিচ্ছন্নতা আছে। বাগানে বেশ মানায়।

কিকেরো॥ তবে স্পার্টাকুসের তৈরি করানো মূর্তিগুলো এনে আপনার বাগানে সাজালে পারতেন! দুঃখের বিষয়—আমাদের বন্ধু সেনাপতি ক্রাসুস সেগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন।

হেলেনা॥ মূর্তি?

ক্রাসুস॥ (গম্ভীর ভাবে) ভাঙা দরকার ছিল।

হেলেনা॥ কী মূর্তি?

গ্রাকুস॥ ভিসুভিয়াসের ঢালে কিছু পাথরের মূর্তি তৈরি করিয়েছিলো স্পার্টাকুস। ওর দলে কিছু গ্রীক ভাস্কর দাস ছিল। ওগুলো ভাঙবার হুকুমনামাটা আমিই সই করেছি সিনেটের হয়ে।

হেলেনা॥ কেন?

গ্রাকুস॥ কেন নয়? জঞ্জাল যদি জঞ্জালের মূর্তি তৈরি করে, তবে তা সাফ করে দেওয়া ছাড়া আর কী করার আছে?

হেলেনা॥ কিসের মূর্তি ছিল ওগুলো?

গ্রাকুস॥ আমি দেখিনি। ক্রাসুসকে জিজ্ঞেস করো।

ক্রাসুস॥ তিনটে গ্ল্যাডিয়েটরের মূর্তি। একজন থ্রাসীয়, একজন গল, আর একটা কাফ্রি। আর এদের পেছনে ছিল একটা মেয়ের মূর্তি। তার এক হাতে একটা কোদাল, অন্য হাতে একটা রাজমিস্ত্রিদের কার্নিক। ওগুলোর কী মানে আমি বুঝিনি, তবে মূর্তিগুলো বানিয়েছিলো ভালোই। বিশেষ করে মেয়েটার মূর্তি।

হেলেনা॥ সেটাও ভেঙে ফেললেন?

ক্রাসুস॥ নিশ্চয়ই! না তো কি রেখে দেবো—স্পার্টাকুসের কথা লোককে মনে করিয়ে দিতে?

হেলেনা॥ কী আসতো যেতো? রোমের শক্তি কি এতোই কম যে স্পার্টাকুসের তৈরি একটা মূর্তি থাকলে অসুবিধে হবে?

ক্রাসুস॥ ভেঙেছি সিনেটের হুকুমে, কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। দাস বিদ্রোহটাকে এখন ছোট করে দেখানো হয়, কারণ দাসরা আমাদের কতোটা ভুগিয়েছিলো—দুনিয়ার লোক সে কথা জানলে রোমের মর্যাদা বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু এইখানে, বন্ধুদের মধ্যে, সত্যি কথা বলতে বাধা নেই। চার বছরে পাঁচটা পুরো ফৌজকে ধ্বংস করেছে স্পার্টাকুসের দল। আমি ঠেকাবার কথা, হারাবার কথা, তাড়াবার কথা বলছি না; একেবারে নিশ্চিহ্ন! যেমন করে গ্লাবরুসের ছ'টা নগরবাহিনীকে সাবাড় করেছিলো ওরা—সেইরকম। কী করে? রোম এখন বলে—দাসরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল। কোনোদিন ছিল না! স্পার্টাকুসের যদি সত্যি সত্যি তিন লাখ লোক থাকতো—যা শুনি আজকাল, তা হলে এইখানে আজ আরামে বসে গল্প করতাম না আমরা। স্বীকার করি আর না করি, গ্রাকুস জানেন, আমি জানি, হয় তো কিকেরোও জানে—সব চেয়ে বেশি লোক স্পার্টাকুস একসঙ্গে পেয়েছে—পঁয়তাল্লিশ হাজার। রাজ্যের বেশির ভাগ দাস এ বিদ্রোহে যোগ দেয়নি। দিলে রোম ধ্বংস হয়ে যেতো।

হ্যাঁ, আমি মূর্তিগুলো ভেঙেছি। সিনেটের হুকুম না থাকলেও ওগুলো ভেঙে গুঁড়ো করে দিতাম আমি। স্পার্টাকুসকেও আমরা গুঁড়িয়ে দিয়েছি। পৃথিবীতে প্রভু আর দাস আছে, থাকবে। এই দেবতার বিধান। স্পার্টাকুস কী করেছে সে কথা ভুলিয়ে দিতে হবে পৃথিবীর লোককে।

কাহউস॥ স্পার্টাকুস রোম ধ্বংস করে দিতো—এ আমি বিশ্বাস করি না।

ক্রাসুস॥ (অল্প হেসে) না করাই ভালো। কেউ যাতে বিশ্বাস না করে, তার জন্যেই আপ্পিয়ান সড়কে আজ ছ'হাজার ক্রুশ। কিন্তু আমার বিশ্বাস না করে উপায় নেই। স্পার্টাকুসের সঙ্গে লড়তে হয়েছে আমাকে। লড়ে জিততে হয়েছে।

হেলেনা॥ কিন্তু মেয়েটার মূর্তিটা রেখে দিলে স্পার্টাকুসের কোন্ কীর্তিটা মনে পড়তো লোকের?

গ্রাকুস॥ অনেকে বলে ওটা না কি ভারিনিয়ার মূর্তি।

হেলেনা॥ ভারিনিয়া?

গ্রাকুস॥ হ্যাঁ ভারিনিয়া। স্পার্টাকুসের স্ত্রী।

ক্রাসুস ॥ (হঠাৎ এগিয়ে এসে রূঢ়স্বরে) দাসের স্ত্রী বলে কিছু থাকতে পারে না। কেন বাজে কথা বলছেন?

[গ্রাকুস ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দাঁড়ালো। ক্রাসুস অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। অন্যরা স্তম্ভিত, উদ্বিগ্ন। এই অবস্থায় সবাই স্থাণু। আসন হয়ে থাকা একটি দাস এখন সূত্রধার।]

সূত্রধার ॥ স্পার্টাকুসের প্রেতাত্মা। এরা ভুলে যাবে স্পার্টাকুসকে আর ক'দিনের মধ্যে। এই হেলেনা। কাইউস। আন্টোনিউস। এমনকী কিকেরো।

[এক একজনের নাম হচ্ছে, আর সে বেরিয়ে যাচ্ছে]

কিন্তু তুমি—ক্রাসুস

[ক্রাসুস ঘুরে অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়ালো]

তুমি গ্রাকুস।

[গ্রাকুস ঘুরে আর একদিকে গিয়ে দাঁড়ালো]

স্পার্টাকুসের প্রেতাত্মা তোমাদের ঘাড় থেকে নামবে কি কোনোদিন?

[যে দাসরা আসন হয়ে উবু হয়ে ছিল, তাদের একটা সমস্বর গোঙানি শোনা গেলো। ওরা হাত বাড়িয়ে যেন পরস্পরকে ধরবার, ছোঁবার চেষ্টা করছে, পারছে না। অন্ধের মতো হাতড়াতে হাতড়াতে উঠে চলে গেলো একে একে।]

গ্রাকুস ॥ স্পার্টাকুস মাটিতে মিশিয়ে গেছে।

সূত্রধার ॥ কিন্তু ভারিনিয়া বেঁচে আছে।

গ্রাকুস ॥ কে বলতে পারে?

ক্রাসুস ॥ স্পার্টাকুস মাটিতে মিশিয়ে গেছে।

সূত্রধার ॥ কিন্তু ভারিনিয়া বেঁচে আছে।

ক্রাসুস ॥ তাতে স্পার্টাকুস ফিরবে না।

সূত্রধার ॥ (গ্রাকুসের কাছে গিয়ে) গ্রাকুস! কার কথা ভাবছো তুমি?

গ্রাকুস ॥ (ধীরে) ভারিনিয়া।

সূত্রধার ॥ (ক্রাসুসের কাছে গিয়ে) ক্রাসুস! কার কথা ভাবছো তুমি?

ক্রাসুস ॥ (ধীরে) ভারিনিয়া।

সূত্রধার ॥ (হঠাৎ সরে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে) ভারিনিয়া! একটা দাসী! রোমের বাজারে এখন ওরকম দাসী হাজার হাজার বিক্রি হচ্ছে! স্পার্টাকুসের বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবার পর তাদের শিবিরে ছিল বাইশ হাজার স্ত্রীলোক। তাদের কিছু মরেছে বর্শার খোঁচায়, বারো হাজার হয়েছে সৈন্যদের লুঠের মাল, আর বাকি এসেছে বাজারে। এদের মধ্যে একজন

ভারিনিয়া! তাকে নিয়ে তোমাদের এতো মাথাব্যথা কেন—গ্রাকুস? ক্রাসুস?

গ্রাকুস-ক্রাসুস॥ (একসঙ্গে) জানি না কেন।

সূত্রধার॥ আমি জানি। স্পার্টাকুস।

গ্রাকুস-ক্রাসুস॥ স্পার্টাকুস মরে গেছে।

সূত্রধার॥ স্পার্টাকুস ভারিনিয়াকে ভালোবাসতো।

গ্রাকুস-ক্রাসুস॥ ভালোবাসা বলে কিছু নেই।

সূত্রধার॥ তোমাদের নেই। রোমের নেই। দাসের আছে। স্পার্টাকুসের ছিল।

গ্রাকুস-ক্রাসুস॥ কোনো দাম নেই তার।

সূত্রধার॥ ভারিনিয়া স্পার্টাকুসকে ভালোবাসে।

গ্রাকুস-ক্রাসুস।কিন্তু স্পার্টাকুস মরে গেছে।

সূত্রধার॥ সেনাপতি ক্রাসুস। তোমার বীরত্বের কাহিনী আজ রোমের মুখে মুখে। তোমার চেয়ে ধনী এখন রোমে কেউ নেই। তোমার স্বাস্থ্য আছে, সৌন্দর্য আছে, রোমের যে কোনো সুন্দরী তোমার শয্যায় আসতে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। কিন্তু তবু ক্রাসুস, দাস স্পার্টাকুসের যা ছিল, তোমার তা নেই।

ক্রাসুস॥ মিথ্যে কথা! স্পার্টাকুসের এমন কিছু ছিল না, যা আমি ইচ্ছে করলে পেতে পারি না!

[বেরিয়ে গেলো ক্রাসুস]

সূত্রধার॥ সিনেটর গ্রাকুস। রোমের রাস্তায় ভোট কেনাবেচা, গুণ্ডামি আর রাজনৈতিক খুনখারাবি থেকে শুরু করে আজ তুমি সিনেটের মধ্যমণি। কোনো মেয়ে তোমাকে মুগ্ধ করেনি। বিবাহ করবার তোমার প্রয়োজন হয়নি। তোমার সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়েছে দাসীরা—যাদের দরকার মতো তুমি বাজারে কিনেছো, বেচেছো। তুমি কি জানো—স্পার্টাকুসের কী ছিল, আর তোমার কী নেই?

গ্রাকুস॥ আমার রোম আছে।

সূত্রধার॥ রোম বেশ্যা!

গ্রাকুস॥ (শান্তকণ্ঠে) জানি। ঐ বেশ্যা আমার মা।

সূত্রধার॥ তবে কেন ভারিনিয়াকে খুঁজছো?

গ্রাকুস॥ জানতে।

সূত্রধার॥ কী জানতে?

গ্রাকুস॥ যা কিছু ভালো, যা কিছু দামী, সুন্দর—সব আমরা ত্যাগ করেছি।

সভ্যতা ফেলে আমরা ভদ্রতা নিয়েছি, আনন্দ ফেলে আমরা আমোদ নিয়েছি, ভালোবাসা ফেলে কামনা নিয়েছি। আমাদের ক্ষিদে নেই, আছে খাদ্য, তৃষ্ণা নেই, আছে পানীয়। আমি জানি এসব। কিন্তু জানি না কী করে আমাদের ফেলে দেওয়া ভালো দামী সুন্দর এই সমস্ত কিছু দাস স্পার্টাকুস কুড়িয়ে নিলো, বিলিয়ে দিলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিচুতলার মানুষগুলোর মধ্যে! (একটু থেমে) আমি জানতে চাই—ভারিনিয়া কেন স্পার্টাকুসের স্ত্রী, আর রোম, আমার মা, কেন বেশ্যা!

[গ্রাকুস ক্রাসুস কেউ সূত্রধারের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়নি, তারা কথা বলেছে নিজের সঙ্গে। গ্রাকুসের শেষ কথাগুলির মধ্যে সূত্রধার বেরিয়ে গেছে। ফ্লাভিউস এসেছে ক্রুশের কাছে।]

ফ্লাভিউস॥ আসুন, দেখে যান—শাস্তির দৃষ্টান্ত! স্পার্টাকুসের ডান হাত—ফেয়ারট্রাক্স। এর সব খবর আমি রাখি, সব খবর দিতে পারি। আসুন, দেখে যান—

[গ্রাকুস গেছে ওর কাছে]

গ্রাকুস॥ ফ্লাভিউস।

ফ্লাভিউস॥ কে? গ্রাকুস? তুমি—আপনি—তুমি আমাকে চিনতে পারলে?

গ্রাকুস॥ আমি যাকে একবার চিনি, ভুলি না।

ফ্লাভিউস॥ অনেকেই ভোলেনি গ্রাকুস, কিন্তু দেখলে না চেনবার ভান করে। এই তো সেদিন, চার নম্বর মহল্লার আলভিও, যার সঙ্গে তুমি আমি একদিন ভোটের বাজারে কতো—

গ্রাকুস॥ বাজে কথা ছাড়ো ফ্লাভিউস। তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে। আমি এখন রোমে ফিরছি, তুমি আজ সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়িতে আসবে।

ফ্লাভিউস॥ (অবাক হয়ে) আমার সঙ্গে দরকার? মানে—'আমার' সঙ্গে?

গ্রাকুস॥ আমি বলেছি, তুমিও শুনেছো। চললাম। না এলে ঠকবে।

[চলে গেলো]

ফ্লাভিউস॥ আমার সঙ্গে দরকার? গ্রাকুসের? সিনেটর গ্রাকুস? দু একটা গুণ্ডাকে এখনো চিনি, কিন্তু গ্রাকুস দরকার হলে নিজেই অমন পাঁচ গণ্ডা ঘরে বসে জোগাড় করতে পারে!

[দু'জন নাগরিক এসে জুটেছে]

মরুক গে! আসুন, দেখে যান, শাস্তির দৃষ্টান্ত।

নাগরিক॥ এই কি স্পার্টাকুস?

ফ্লাভিউস ॥ (ধৈর্যে) না। তার কারণ—(হঠাৎ মেজাজে) তোমার মাথা! চার পয়সা দিয়ে আমার কাছে খবর কিনতে এসেছে!

[হন হন করে বেরিয়ে গেলো ফ্লাভিউস]

নাগরিক ॥ এঃ! ভারী তেল দেখি! এদিকে 'আসুন আসুন দেখে যান'!

[ওরা চলে গেলো। ফ্লাভিউস এলো আর এক পথে।]

ফ্লাভিউস ॥ টাকা, টাকা! টাকা কথা বলে, টাকা কথা বলায়। আমি ঠিক বুঝেছিলাম —ঐ যতো ফৌজের সেপাই, যারা স্পার্টাকুসের শিবির লুঠ করেছে, খবর দিতে পারলে ওরাই পারবে! দু'মাস আগে, তার মানে ঠিক ঐ সময়টাতেই ভারিনিয়ার বাচ্চাটা সবে হয়েছে, বা হবে, এই তো বলেছিলে?

[গ্রাকুস এসেছিলো এর মধ্যে। ফ্লাভিউসের শেষ কথায় দু'জনে মুখোমুখি হয়েছে।]

গ্রাকুস ॥ (অধৈর্যে) হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, তুমি আসল কথায় এসো।

[কিন্তু ফ্লাভিউস নিজের কৃতিত্বে আত্মহারা, গ্রাকুসের অধৈর্য লক্ষ না করে গল্প বলে চলেছে।]

ফ্লাভিউস ॥ আসল কথাই তো বলছি। সেপাইটা শুধু জানতো মেয়েটার সদ্য বাচ্চা হয়েছে। ভারিনিয়া কি স্পার্টাকুসের বৌ—এ সব কিছু জানতো না। কিন্তু তারপর আর একটা সেপাইয়ের কাছে গল্পটা শুনলাম। সেপাইটা না কি বাচ্চাটার ঠ্যাং ধরে আছাড় মারতে গিয়েছিলো। ক্রাসুস তাকে থামায়। ক্রাসুস না কি সেপাইকে নিজের হাতে পিটিয়ে আধমরা করে ছেড়েছিলো। ক্রাসুসের পক্ষে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত, না?

গ্রাকুস ॥ ক্রাসুসের পক্ষে কী অদ্ভুত আর কী অদ্ভুত নয়, তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। তখন থেকে বাজে বকবক করছো কেন? ভারিনিয়াকে পেয়েছো? কিনেছো তাকে?

ফ্লাভিউস ॥ না, কিনতে পারিনি—

[গ্রাকুস হঠাৎ বাঘের মতো ফ্লাভিউসের গলা টিপে ধরে গর্জন করে উঠলো]

গ্রাকুস ॥ কেন? কেন কিনতে পারোনি? শুয়োরের বাচ্চা, তুমি যদি এইটা গুবলেট করে থাকো তো তোমাকে জাহান্নামে পাঠাবো আমি! কী হয়েছে তার? মরে গেছে?

ফ্লাভিউস ॥ না, মরেনি, কিন্তু—

গ্রাকুস ॥ আঃ আবার বকবক! কেনোনি কেন তাকে তা হলে?

ফ্লাভিউস ॥ (চিৎকারে) ছেড়ে দাও আমাকে! আমি যে কাজ হাতে নিয়েছি, করেছি। আমি তোমার মতো বড়োলোক না হতে পারি, তাই বলে আমি তোমার কেনা দাস নই!

[গ্রাকুস ছেড়ে দিলো ফ্লাভিউসকে। কষ্টে সংযত করলো নিজেকে।]

গ্রাকুস ॥ ঠিক আছে ঠিক আছে, আমার ভুল হয়েছে। বলো এখন।

ফ্লাভিউস ॥ আমি কিনতে পারিনি, কারণ সে বাজারে নেই। তাকে বেচবে না তার মালিক।

গ্রাকুস ॥ কতো পেলে বেচবে?

ফ্লাভিউস ॥ 'কতো'র ব্যাপার নয়। বেচবেই না। দরদামের কথাই বলবে না—আমি অনেক চেষ্টা করে দেখেছি।

গ্রাকুস ॥ কে সে? কে মালিক তার?

ফ্লাভিউস ॥ সেনাপতি ক্রাসুস।

গ্রাকুস ॥ (থমকে) ক্রাসুস?

ফ্লাভিউস ॥ ক্রাসুস।

গ্রাকুস ॥ পাকা খবর?

ফ্লাভিউস ॥ একেবারে পাকা। ক্রাসুসের ঘরের ভিতর থেকে কেনা খবর। কিন্তু ওর দালালের কাছে ভারিনিয়ার নাম করতেই মুখে তালাচাবি। ওরকম কোনো দাসীই না কি নেই।

গ্রাকুস ॥ (একটু থেমে) ক্রাসুস কেন ওকে রাখতে চাইছে, সে কথা জেনেছো?

ফ্লাভিউস ॥ (ধূর্ত হেসে) আলবাৎ! পীরিত!

গ্রাকুস ॥ কী?

ফ্লাভিউস ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ! মহামান্য সেনাপতি ক্রাসুস প্রেমে পড়েছে।

[কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। তারপর গ্রাকুস ফ্লাভিউসের চোখে চোখ রেখে এগিয়ে গেলো। তার কণ্ঠস্বর চাপা কিন্তু ভয়ঙ্কর।]

গ্রাকুস ॥ যদি এই কথা তুমি কাউকে বলো ফ্লাভিউস, তবে দুনিয়ার কেউ তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। যদি কোনোদিন শুনি আর কেউ জেনেছে, তোমাকে ক্রুশে চড়িয়ে ছাড়বো আমি।

ফ্লাভিউস ॥ (ভয় লুকিয়ে) ওরকমভাবে কথা বোলো না আমার সঙ্গে। তুমি—তুমি কিছু দেবতা নও!

গ্রাকুস ॥ না, দেবতা নই। কোনো দেবতার দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও নই। কিন্তু রোমের রাজনীতিতে দেবতার যতোখানি কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব, আমি গেছি। এবং তোমাকে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে ক্রুশে তোলবার মতো

দেবত্ব আমার আছে। একটা কথা যদি ফাঁস হয়, তাই তুলবো। তুমি দেখে নিতে পারো।

[ফ্লাভিউসের মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না]

যাও এখন।

[ফ্লাভিউস চলে গেলো। গ্রাকুসও। ভারিনিয়া এসে এক পাশে দাঁড়ালো। ক্রাসুস এলো তার কাছে।]

ক্রাসুস ॥ এই রকম আর কতোদিন চলবে ভারিনিয়া?

[ভারিনিয়া নিরুত্তর]

এর চেয়ে ভালো থাকার কথা কোনো দাসী কোনোদিন ভাবতে পারে না। তুমি জানো, ইচ্ছে করলে তোমাকে আমি খনির দালালের কাছে বেচে দিতে পারি? তোমার ছেলেকে অন্য জায়গায় বেচে দিতে পারি? সেইটা ভালো লাগবে?

ভারিনিয়া ॥ না।

ক্রাসুস ॥ তা হলে?

[ভারিনিয়া নিরুত্তর]

ভারিনিয়া, রোমে আমার চেয়ে বেশি টাকা বোধ হয় আর কারো নেই। আমি যতো ইচ্ছে দাসী পেতে পারি। দাসী কেন, রোমের যে কোনো মেয়ে—কিন্তু আমি তা চাই না ভারিনিয়া। আমি চাই—তুমি আমাকে ভালোবাসো। ভালোবাসবে?

ভারিনিয়া ॥ না।

ক্রাসুস ॥ কেন? কেন ভালোবাসবে না? স্পার্টাকুস তোমাকে যা দিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি আমি দিয়েছি। অনেক বেশি দিতে পারি।

ভারিনিয়া ॥ না।

ক্রাসুস ॥ কেন নয়? কী ছিল সে? দেবতা?

ভারিনিয়া ॥ না।

ক্রাসুস ॥ না, দেবতা ছিল না। মানুষও ছিল না। স্পার্টাকুস ছিল সমাজের শত্রু। স্পার্টাকুস ছিল খুনী, ওর দল ছিল খুনীর দল। যতো সুন্দর ভালো জিনিস রোম গড়েছে—সব কিছু নষ্ট করতে চেয়েছিলো সে। রোম সারা পৃথিবীতে সভ্যতা এনেছে, শান্তি এনেছে। আর রোমের সঙ্গে চার বছর লড়াই করে স্পার্টাকুস কী এনেছে? ধ্বংস আর যন্ত্রণা আর মৃত্যু! বলো, তাই নয়?

ভারিনিয়া ॥ না।

ক্রাসুস ॥ (ধৈর্য হারিয়ে) না? বিদ্রোহ করে দুনিয়াতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া খারাপ কাজ নয়?

[ভারিনিয়া নিরুত্তর। ক্রাসুস নিজেকে সংযত করলো।]

শোনো ভারিনিয়া। রোমের ক্ষমতার সীমা নেই। পৃথিবীর অর্ধেক রোমের সাম্রাজ্য। রোমের সৈন্যদলকে দেখলে সব রাজ্য কাঁপে। তুমি দেখেছো দাসরা আমাদের কিছু ফৌজ নষ্ট করেছে, কিন্তু এই রোম শহরে তার একটা ঢেউ এসে পৌঁছোয়নি। রোম চিরন্তন, চিরস্থায়ী; রোমকে ধ্বংস করা যায় না। স্পার্টাকুস চেষ্টা করেছিলো, পারেনি। স্পার্টাকুসের জন্যে কেঁদে লাভ নেই ভারিনিয়া, তোমার নিজের জীবনের কথা ভাবো। স্পার্টাকুসকে ভুলে যাও।

ভারিনিয়া ॥ না।

ক্রাসুস ॥ (ধৈর্য হারিয়ে) ভারিনিয়া, তুমি—

[যেন ভারিনিয়াকে আঘাত করে বসবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সংযত করে নিলো নিজেকে। এবার তার কণ্ঠস্বর অন্যরকম।]

ভারিনিয়া, আমি স্পার্টাকুসকে বুঝতে চাই। তুমি আমাকে বলো, আমাকে বুঝতে দাও। যদি ওকে বুঝতে পারি, তা হলে হয় তো আমি—বদলে যেতে পারি। হয় তো আমি—আমিও—স্পার্টাকুসের মতো হতে পারি।

[ক্রাসুসের এ স্বীকৃতি কষ্টের। এর মধ্যে দাসরা জমা হয়েছে একদিকে। কাজ করছে বসে, মাথা নিচু। গোঙানির আওয়াজ। ভারিনিয়া চেয়ে আছে সেই দিকে।]

বলো। বলো। ভারিনিয়া! আমাকে বুঝতে দাও, বুঝিয়ে দাও আমাকে।

[ক্রাসুসের ঠোঁট নড়ছে। কথা শোনা যাচ্ছে না আর। একই কথা যেন বার বার বলে চলেছে সে। ওদিকে দাসদের গোঙানি একটা মিলিত স্বরে পরিণত হচ্ছে। ভারিনিয়া চলে গেছে ওদের কাছে। তার কাজ, তার কণ্ঠ মিশে গেছে ওদের সঙ্গে। মুখ তুলছে ওরা। কাজের ভঙ্গী প্রতিরোধের ভঙ্গীতে পরিণত হচ্ছে। উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা, স্বর চড়ছে। হঠাৎ যেন প্রচণ্ড এক মিলিত প্রতিরোধে লাফিয়ে উঠলো ওরা। মিলিত স্বর ফেটে পড়লো। তারপর সবাই স্থাণু। প্রতিরোধের ভঙ্গিতে। ভারিনিয়ার কণ্ঠে সেই গানের সুর। ধীরে ধীরে সকলের কণ্ঠে সেই গান। ওরা নড়ছে, চলছে, একে অন্যের দিকে, অন্যের কাছে, ছুঁয়ে দেখছে, আলিঙ্গন করছে। ভারিনিয়াও ওদের মধ্যে। তারপর ভারিনিয়ার কথা শোনা গেলো। অন্য সবাই গুনগুন করে সুরটা গাইছে তখন।]

ভারিনিয়া॥ কী করে আমি বোঝাবো ওকে স্পার্টাকুস? ওর কথা আমি বুঝতে পারি না। তোমার সব কথা আমি বুঝতাম। তুমি আমার সঙ্গী ছিলে, বন্ধু ছিলে। আমরা এক ছিলাম। আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি, একসঙ্গে লড়েছি। তোমার জখম হলে আমি ব্যথা টের পেতাম; সে জখম আমার জখম হয়ে যেতো তোমার গায়ে হাত দিলেই। ত্রিক্সুস যখন যুদ্ধে মরে গেলো, তুমি তখন আমার কোলে মাথা রেখে কেঁদেছিলে। আমার প্রথম বাচ্চাটা যখন মরা জন্মালো, আমি অমনি কেঁদেছি তোমার বুকে মাথা রেখে। তোমার কাছে এসে আমার ভয় চলে গেছিলো, মনে হয়েছিলো আমি কখনো মরবো না। কিন্তু তোমার কথা আমি ওকে কী বলবো? লোকে বলে তুমি বিরাট ছিলে, অসাধারণ ছিলে—তা তো নয়? তুমি ছিলে মানুষ। খুব সাধারণ— আমাদেরই মতো। তুমি শান্ত ছিলে, ভালো ছিলে, খাঁটি ছিলে, ভালোবাসতে পারতে। সকলকে ভালোবাসতে তুমি, আমাদের সবাইকে। আমরা কেউ একা ছিলাম না, আমরা ছিলাম সকলের। সবাই সকলের। এ সব আমি শিখেছি, আমরা শিখেছি, একসঙ্গে থেকে, একসঙ্গে লড়ে, একসঙ্গে কাজ করে। কিন্তু তুমি স্পার্টাকুস, তুমি গোড়া থেকেই এই রকম ছিলে। তাই আমরা তোমার কথা শুনতাম, তোমার কাছে শিখতাম। আমরা খারাপ ছিলাম, কিন্তু ভালো হবার চেষ্টা করতাম। আমরা খুনী ছিলাম না। আমরা এমন কিছু ছিলাম, যা এর আগে দুনিয়াতে কেউ দেখেনি। আমরা ছিলাম—যা মানুষ হতে পারে। আমরা আজ নেই, তবু আছি। স্পার্টাকুস, তুমিও আছো। আমিও আছি। তোমার সঙ্গে আছি। ওদের সঙ্গে আছি।

[গানটা জোর হয়ে উঠলো। ভারিনিয়া দল থেকে বেরিয়ে নিজের আগের জায়গায় ফিরে আসছে।]

এই জন্যেই এই লোকটা আমার কিছু করতে পারে না। এই জন্যেই আমি একে ভালোবাসতে পারি না।

[গান থামলো। সবাই স্থাণু]

ক্রাসুস॥ (দাঁতে দাঁত চেপে) বেরিয়ে যাও! বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।

[ভারিনিয়া অবিচলিতভাবে আবার গেলো ওদের মধ্যে।]

(চিৎকার করে) জাহান্নমে যাও তুমি!

[ভারিনিয়ার গান আবার। তারপর মিলিত কণ্ঠে গান। ওরা সারি বেঁধে একদিকে যাচ্ছে।]

আমি ছাড়বো না! আমি লড়বো!

[ভারিনিয়া চলে গেলো। অন্য দাসরা বিভিন্ন জায়গায় বসে কাজ করছে। একজন দাস সূত্রধার, সেও কাজ করছে, যেন ভারী কিছু টেনে নিয়ে হাঁটছে সে।]

সূত্রধার ॥ কার সঙ্গে লড়বে ক্রাসুস?

ক্রাসুস ॥ স্পার্টাকুসের সঙ্গে।

সূত্রধার ॥ স্পার্টাকুস তো মরে গেছে?

ক্রাসুস ॥ না মরেনি। ভারিনিয়ার মনে বেঁচে আছে। তাকে আবার মারতে হবে।

সূত্রধার ॥ কেন?

ক্রাসুস ॥ ভারিনিয়াকে আমি ভালোবাসি। ভারিনিয়াকে আমি চাই।

সূত্রধার ॥ না ক্রাসুস। তুমি সে জন্যে লড়ছো না।

ক্রাসুস ॥ তবে কী জন্যে লড়ছি?

সূত্রধার ॥ রোমকে বাঁচাতে। তুমি রোম।

ক্রাসুস ॥ কার হাত থেকে বাঁচাতে?

সূত্রধার ॥ ওদের হাত থেকে। ঐ যারা তোমার চারিপাশে, তোমার পায়ের নীচে, স্পার্টাকুস যদি ভারিনিয়ার মনে বেঁচে তাকে, ওদের মনেও বেঁচে আছে।

ক্রাসুস ॥ ওরা? হাঃ! ওরা দাস।

সূত্রধার ॥ ভারিনিয়াও দাসী। সেইজন্যই ভারিনিয়ার মন থেকে স্পার্টাকুসকে মুছে ফেলতে হবে। তা না হলে রোম বাঁচে না, তুমি বাঁচো না।

ক্রাসুস ॥ বাজে কথা। ভারিনিয়াকে আমি ভালোবাসি, তাই লড়ছি।

সূত্রধার ॥ না ক্রাসুস। তুমি লড়ছো ভয়ে। তুমি লড়ছো নিজেকে বাঁচাতে।

ক্রাসুস ॥ না! না! আমি—আমি আবার কথা বলবো! আবার বোঝাবো! ভারিনিয়া!

[বেরোতে গিয়ে একটি দাসের সামনে পড়ে থেমে গেলো।]

ভারিনিয়া!

[অন্যদিকে যেতে গিয়ে আবার সামনে আর একজন দাস। পিছিয়ে এলো আবার।]

ভারিনিয়া, কোথায় তুমি? ভারিনিয়া!

[কোনোমতে ফাঁক দিয়ে গলে যেন পালালো ক্রাসুস। দাসরা আগের মতোই কাজ করে যাচ্ছে। গ্রাকুস এসেছে।]

সূত্রধার ॥ আর তুমি গ্রাকুস? তুমিও তো রোম?

গ্রাকুস ॥ রোমকে আমি মা বলি। কিন্তু রোম বেশ্যা—তাও আমি জানি। আরো জানি—রোম এ ছাড়া আর কিছু হতে পারতো না।

সূত্রধার ॥ তাই রোমকে তুমি মেনে নিয়েছো?

গ্রাকুস ॥ হ্যাঁ। যারা মানেনি, তারা ভুল দলে গেছে। তারা খুন হয়েছে, নয় তো ফ্লাভিউসের মতো রাস্তায় বসে আছে।

সূত্রধার ॥ তুমি মেনেছো, তুমি ঠিক দল চিনেছো, তাই তুমি সিনেটের মধ্যমণি।

গ্রাকুস ॥ তার জন্য আমি দুঃখিত নই।

সূত্রধার ॥ নও? তবে কেন ভারিনিয়াকে খুঁজছো?

গ্রাকুস ॥ যদি বলি—ভারিনিয়াকে ভালোবেসেছি, তাই?

সূত্রধার ॥ হয় তো বিশ্বাস করবো। কিন্তু কী করে ভালোবাসলে? তাকে তুমি দেখোনি, চেনো না!

গ্রাকুস ॥ না। কিন্তু সে স্পার্টাকুসের স্ত্রী।

সূত্রধার ॥ তাতে কী? স্পার্টাকুস মরে গেছে!

গ্রাকুস ॥ ঐটাই আমার জানা দরকার! স্পার্টাকুস মরে গেছে, না বেঁচে আছে। ভারিনিয়া ছাড়া কে জানাবে আমাকে এ কথা?

সূত্রধার ॥ জেনে কী হবে?

গ্রাকুস ॥ যদি জানতে পারি স্পার্টাকুস বেঁচে আছে, তা হলে হয় তো রোম—হয় তো আমার মা—জানি না! কী হবে এখন এসব প্রশ্নে?

সূত্রধার ॥ স্পার্টাকুস যদি বেঁচে থাকে, তবে এরাও বেঁচে আছে। সে কথা ভেবে দেখেছো?

গ্রাকুস ॥ এরা?

[কাছে গিয়ে একজন দাসকে দেখলো। তারপর আর একজনকে।]

এরা? জানি না। বুঝতে পারছি না। (হঠাৎ চেঁচিয়ে) বলছি তো—ভারিনিয়াকে না পেলে এ সব কিচ্ছু আমার জানা হবে না! আমার সময় নেই বেশি, মরবার আগে ভারিনিয়াকে অন্তত একবার—

[সূত্রধার চলে গেছে। দাসরাও গেলো। ফ্লাভিউস এলো।]

ফ্লাভিউস ॥ আবার ডাকলে কেন? আর কী করতে পারি আমি? ক্রাসুস বেচবে না।

গ্রাকুস ॥ জানি। আমি তাকে দশ লাখ দিনার দিতে চেয়েছিলাম।

ফ্লাভিউস ॥ (চোখ কপালে তুলে) দশ লাখ?

গ্রাকুস ॥ যখন দিলো না, বিশ লাখ বলেছি।

ফ্লাভিউস ॥ (প্রায় দম বন্ধ) বিশ—না না না, বিশ লাখ!

গ্রাকুস ॥ তবু দিলো না।

ফ্লাভিউস ॥ কিন্তু কেন? কেন? একটা দাসীর জন্যে বিশ লাখ—কেন?

[গ্রাকুস জবাব দিলো না]

গ্রাকুস, যদি আমাকে দিয়ে কিছু করাতে চাও, তবে আমাকে বলতে হবে—কেন।

গ্রাকুস ॥ (অল্প থেমে) আমি তাকে ভালোবাসি।

ফ্লাভিউস ॥ কী?

[গ্রাকুস ঘাড় নাড়লো।]

কোনো মেয়ে জীবনে তোমার মনের ধারে কাছে আসতে পারলো না, আর আজ একটা দাসীকে এতো ভালোবেসে ফেললে যে তার জন্যে বিশ লাখ—আমি বুঝতে পারছি না!

গ্রাকুস ॥ বুঝতে কে বলেছে তোমাকে? আমি মেয়েটাকে চাই, যেমন করে হোক। দাম কী দেবো, তুমি শুনেছো?

ফ্লাভিউস ॥ তুমি বলতে চাও—তুমি ঐ বিশ লাখ—আমাকে—?

গ্রাকুস ॥ হ্যাঁ।

[বিস্ময়ে, উত্তেজনায়, লোভে ছটফট করে পায়চারি করলো ফ্লাভিউস বার দুই।]

ফ্লাভিউস ॥ গ্রাকুস, আমি যদি মেয়েটাকে এনে দিতে পারি, আমি টাকাটা নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাবো। একটা বাড়ি কিনে চারটে দাসী কিনে রাজার হালে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো। কিন্তু তুমি? তুমি সিনেটর গ্রাকুস, তুমি পালাতে পারো না। তবে ওকে নিয়ে কী করবে তুমি?

গ্রাকুস ॥ ও কথা আমি এখন ভাবছি না।

ফ্লাভিউস ॥ ভাবছো না? তুমি জানো ক্রাসুসের কতোখানি ক্ষমতা এখন? কতো টাকা ওর? ও খতম করে দিতে পারে তোমাকে!

গ্রাকুস ॥ সত্যি?

ফ্লাভিউস ॥ গ্রাকুস, বিশ লাখ দিনার অনেক টাকা। কিন্তু তবু বলছি—এ কথাটা সত্যি। ক্রাসুস তা পারে এবং করবে।

গ্রাকুস ॥ আমি সে ঝুঁকি নিতে রাজি।

ফ্লাভিউস ॥ নিলে। কিন্তু যদি মেয়েটা তোমার মুখে থুতু দেয়? ক্রাসুস স্পার্টাকুসকে মেরেছে, কিন্তু ক্রাসুসকে সে কাজে লাগিয়েছে কে?

গ্রাকুস ॥ সিনেট। অর্থাৎ আমি।

ফ্লাভিউস ॥ তবে? তুমি মেয়েটাকে কী দিতে পারো? কী? দাসদাসীরা একটা জিনিসই চায়, পারবে দিতে?

গ্রাকুস ॥ স্বাধীনতা?

ফ্লাভিউস ॥ হ্যাঁ, কিন্তু তোমার 'সঙ্গে' নয়, তোমাকে বাদ দিয়ে। রোমের বাইরে, ক্রাসুসের নাগালের বাইরে, তোমারও হাতের বাইরে।

গ্রাকুস ॥ যদি তাই দিই, তবে কি সে আমাকে একটা রাত দেবে বলে মনে হয়?

ফ্লাভিউস ॥ এক রাত—কী?

গ্রাকুস ॥ (ভেবে) ভালোবাসা? না, ভালোবাসা নয়। শ্রদ্ধা—না, তাও না। কৃতজ্ঞতা? তাই ধরা যাক—কৃতজ্ঞতা।

ফ্লাভিউস ॥ তুমি মূর্খ।

গ্রাকুস ॥ আরো মূর্খ, তোমার মুখে ও কথা শুনে হজম করছি বলে। তুমি সব ব্যবস্থা করতে পারবে কি না বলো।

ফ্লাভিউস ॥ পারবো।

গ্রাকুস ॥ অবশ্য ও যদি রাজি হয়।

ফ্লাভিউস ॥ হ্যাঁ।

গ্রাকুস ॥ কোথায় পাঠাবে ওকে?

ফ্লাভিউস ॥ রোম সাম্রাজ্যের সীমানার বাইরে। গলদেশই সবচেয়ে নিরাপদ।

গ্রাকুস ॥ ক্রাসুসের বাড়ি থেকে বের করবে কী করে?

ফ্লাভিউস ॥ ক্রাসুস কাল বিকেলে রোমের বাইরে যাচ্ছে। কিছু টাকা জায়গা বুঝে খরচ করলেই হবে। কিন্তু ওর বাচ্চাটা?

গ্রাকুস ॥ নিয়ে আসবে, নিশ্চয়ই!

ফ্লাভিউস ॥ আচ্ছা। (যেতে গিয়ে ফিরে) ভগবান জানে কেন এসব করছো তুমি, কিন্তু—ঐ কথাই রইলো।

[ফ্লাভিউস অন্যদিকে গেলো। গ্রাকুস চলে গেলো।]

পরদিন আমি ভারিনিয়াকে নিয়ে এলাম। গ্রাকুস নিজে এসে নিয়ে গেলো ভিতরে। বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করবার ব্যবস্থা করে দিলো। তারপর আমি চলে এলাম। ওরা কী করলো—আমি জানি না।

[চলে গেলো। গ্রাকুস আর ভারিনিয়া এলো।]

গ্রাকুস ॥ আমি একটা কথা বুঝতে চাই ভারিনিয়া। তুমি চাইলে ক্রাসুস হয় তো বিয়েও করবে তোমাকে। যাকে রানি বলে, তুমি তাই হতে পারো। তুমি তা চাও না?

ভারিনিয়া ॥ না।

গ্রাকুস ॥ তবে কী চাও?

ভারিনিয়া ॥ স্বাধীনতা।

গ্রাকুস॥ স্বাধীনতা কি এমনই জিনিস? উপোস করার স্বাধীনতা? জমি চষে গলার রক্ত তোলার স্বাধীনতা?

ভারিনিয়া॥ আমি বোঝাতে পারবো না। আমি ক্রাসুসকেও বোঝাতে পারিনি।

গ্রাকুস॥ আচ্ছা, একটা কথা বলো। তুমি রোমকে ঘেন্না করো, আমি রোমকে ভালোবাসি। রোম যাই হোক, আমি রোম ছেড়ে থাকতে পারবো না। স্পার্টাকুস চেয়েছিলো এই রোমকে ধ্বংস করতে। ধ্বংস করে তারপর কী করতো সে?

ভারিনিয়া॥ স্পার্টাকুস [illegible] দুনিয়া বানাতে চেয়েছিলো, যেখানে দাস থাকবে না, প্র[illegible] যেখানে সব মানুষ সমান। যেখানে যুদ্ধ থাকবে না, দুঃখ থাকবে না, অভাব থাকবে না।

গ্রাকুস॥ (অল্প থেমে) এই তবে ছিল স্পার্টাকুসের স্বপ্ন? আচ্ছা। তা হলে রোম যা, আমার মা যা—তা সে নাও হতে পারতো? কী জানি? হয় তো। (সচকিত হয়ে) আর তোমার ছেলে? তাকে তার বাবার কথা বলবে?

ভারিনিয়া॥ হ্যাঁ বলবো।

গ্রাকুস॥ কী করে বোঝাবে তাকে? কী করে বোঝাবে তার বাবা খাঁটি ছিল?

ভারিনিয়া॥ তুমি কী করে বুঝলে স্পার্টাকুস খাঁটি ছিল?

গ্রাকুস॥ বোঝাটা কি শক্ত?

ভারিনিয়া॥ জানি না। কারো কারো কাছে শক্ত। আমার ছেলেকে কী বলবো জানো? তুমি বোধ হয় বুঝবে। বলবো—স্পার্টাকুস খাঁটি ছিল, কারণ যা খারাপ, যা অন্যায়, তার সঙ্গে সে লড়াই করেছিলো।

গ্রাকুস॥ আর তাতেই সে খাঁটি হয়েছিলো?

ভারিনিয়া॥ আমার বেশি বুদ্ধি নেই। কিন্তু আমার মনে হয় তাতে যে কোনো মানুষ খাঁটি হবে।

গ্রাকুস॥ ভালো খারাপ বুঝতো কী করে সে?

ভারিনিয়া॥ যাতে তার লোকদের ভালো হোতো, তা ভালো। যাতে ক্ষতি হোতো, যাতে তার লোকেরা কষ্ট পেতো—তা খারাপ।

গ্রাকুস॥ বুঝলাম।

[একটু ভাবলো। তারপর এগিয়ে এসে ভারিনিয়ার দু'কাঁধে হাত রাখলো। ভোরবেলা ফ্লাভিউস আসবে। আমি শুধু চাই—ভোর পর্যন্ত তুমি আমার সঙ্গে কথা বলো। আমার অনেক কিছু বলবার আছে. অনেক কিছু শোনবার আছে। এইটুকু করবে আমার জন্যে?]

ভারিনিয়া ॥ করবো।

[একটু হাসির ঝিলিক ভারিনিয়ার চোখে।]

শুধু তোমার জন্যে নয়। আমার নিজের জন্যেও।

[গ্রাকুস হাত নামিয়ে নিলো, চেয়ে রইলো শুধু ভারিনিয়ার দিকে। ভারিনিয়া অল্পক্ষণ ভাবলো।]

স্পার্টাকুসের মৃত্যুর পর আমি আজ পর্যন্ত হাসিনি। ধরে নিয়েছিলাম—কোনোদিন হাসবো না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে—হাসতে পারি। স্পার্টাকুস বলতো—বাঁচার চেয়ে দামী আর কিছুই নেই। তখন ভেবেছিলাম বুঝেছি। কিন্তু আজ যতোটা বুঝলাম, সেদিন তার কিছুই বুঝিনি।

[দাসরা এসে একপাশে দাঁড়িয়েছে। এক মিলিত অঙ্গসঞ্চালনে যেন কিছু একটা তৈরি করছে। আকাশ-ছোঁয়া কিছু একটা। ভারিনিয়া গেলো অন্য এক দিকে। ওর কথা শুরু হবার পর গ্রাকুস বেরিয়ে যাবে ধীরে ধীরে।]

(যেন অনেক দূর থেকে ডেকে) স্পার্টাকুস!

দাসরা ॥ (সমস্বরে, যেন অনেক দূর থেকে সাড়া দিয়ে) ভারিনিয়া!

ভারিনিয়া ॥ আমি বেঁচে আছি স্পার্টাকুস!

দাসরা ॥ বেঁচে থেকো। আমিও বেঁচে আছি।

ভারিনিয়া ॥ তুমি কোথায়?

দাসরা ॥ যেখানে লড়াই, আমি সেখানে।

ভারিনিয়া ॥ এ লড়াই কবে শেষ হবে স্পার্টাকুস?

দাসরা ॥ যেদিন সব মানুষ স্বাধীন হবে। সমান হবে।

[একজন দাস উঠে এলো সূত্রধার হয়ে। তার কথার মধ্যে ভারিনিয়া দাসের দলের সঙ্গে মিশে তাদের মিলিত অঙ্গসঞ্চালনে যোগ দিলো।]

সূত্রধার ॥ আমাদের গল্পে আছে—ভারিনিয়া চলে গেলো ভোরে, ফ্লাভিউস তাকে পৌঁছে দিলো গলদেশের সরল চাষীদের কাছে। গ্রাকুস তার দাসদাসীদের স্বাধীনতার ছাড়পত্র দিয়ে বিদায় করে দরজা বন্ধ করে এসে বসলো। তার মনে হোলো—জীবনে সে এমন বাঁচা কখনো বাঁচেনি।

তাই ক্রুদ্ধ ক্রাসুস যখন দরজা ভেঙে ঢুকলো, তখন গ্রাকুসের বাঁচা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তার মুখে একটা শান্ত হাসি, আর পেটে একটা তলোয়ার।

এ সব আমাদের গল্পে আছে, নাটকে যাই। এ নাটক কী করে শেষ করতে হয় আমরা জানি না। হয় তো ক্রুশের উপর থেকে বলা ফেয়ারট্রাক্সের শেষ কথাই আমাদের শেষ কথা।

[সূত্রধার এর মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে ফেয়ারট্রাক্সের দেহ ক্রুশে ঝুলছিল। দাঁড়িয়েছে অমনি ক্রুশবিদ্ধ ভঙ্গীতে।]

(ফিসফিস করে) ফিরে আসবো। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হয়ে ফিরে আসবো।

[অন্য দাসরা অর্ধচন্দ্রাকারে সূত্রধারকে ঘিরে হাঁটু গেড়ে বসলো। তাদের প্রসারিত হাত সূত্রধারের দিকে।]

দাসরা॥ ফিরে আসবো। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হয়ে ফিরে আসবো।

[বলতে বলতে তারা উঠে দাঁড়ালো ধীরে ধীরে। সূত্রধার তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো ক্রুশ ছেড়ে। ওরা সবাই মিলে কথাগুলি বারবার বলতে বলতে বাইরের দিকে এগোলো। তারপর ভারিনিয়ার কণ্ঠে শোনা গেলো সেই গানের সুর। একে একে দাসরাও ধরলো সে সুর। গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেলো ওরা। গানটা দূরে দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেলো শেষে।]

জানুয়ারি, ১৯৭২

সুটকেস

মুখবন্ধ

একটা ইংরিজি ছবি দেখেছিলাম—ইয়েলো রোল্‌স্ রয়েস। অনেক বছরের ফাঁক দিয়ে দিয়ে তিনটে কাহিনী, প্রত্যেকটাতেই সেই গাড়িটা ছিল। ভেবেছিলাম সুটকেসটা নিয়ে তেমনি তিনটে নাটক লিখবো। স্বভাবতই তিনটে যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় তা আর হয়ে ওঠেনি, প্রথমটাই লেখা হয়েছে।

সুটকেস

চরিত্রলিপি

পারুল	অবনীর স্ত্রী
শ্যামল	ওদের বন্ধু
বিন্দুবাসিনী	প্রতিবেশিনী
অবনী	অফিসার

[সময়টা ১৯৪২ সাল। মধ্যবিত্ত পরিবারের বসবার ঘর। পারুল গৃহকর্মে ব্যস্ত। কলিং বেল-এর শব্দ।]

পারুল ॥ যাই।

[দরজা খুলে দিলো। আগন্তুককে দেখে প্রচণ্ড অবাক।]

শ্যামলদা!

[শ্যামল ভিতরে এসে হাতের সুটকেসটা রাখলো। তার চোখে একটা সতর্ক আর সন্ত্রস্ত ভাব।]

শ্যামল ॥ অবনী নেই?

পারুল ॥ ও তো অফিসে।

শ্যামল ॥ এখনো ফেরেনি? সাড়ে ছ'টা বাজে।

পারুল ॥ ও সাতটা আটটার আগে অফিস থেকে বেরুতে পারে না। বোসো।

শ্যামল ॥ দাঁড়াও, দরজাটা দিয়ে আসি।

পারুল ॥ আমি দিচ্ছি। (দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলো) কী হোলো, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

শ্যামল ॥ অবনীর ফিরতে আটটা বেজে যাবে?

পারুল ॥ আরো দেরিও হতে পারে। এক একদিন ক্লাব হয়ে রাত দশটা সাড়ে দশটাতেও ফেবে।

শ্যামল ॥ ক্লাব? ও হ্যাঁ, ও তো এখন বড়ো অফিসার।

পারুল ॥ না, মানে—ও বলে ক্লাবটা না কি চাকরির জন্যে দরকার—

শ্যামল ॥ তাই হবে। তবু--অবনী ক্লাবে গিয়ে ব্রিজ খেলছে, কেমন যেন কল্পনা করতে পারি না। চাকরিটা বুঝতে পারি, কিন্তু—যাক গে!

পারুল ॥ তুমি কি দাঁড়িয়েই থাকবে?

শ্যামল ॥ না, এই যে— (বসলো, কী যেন ভাবছে।)

পারুল ॥ বোসো, চা করি—

শ্যামল ॥ চা? না না, থাক।

পারুল ॥ কেন?

শ্যামল ॥ সময় হবে না। এক্ষুনি যেতে হবে আমাকে—

পারুল ॥ চালাকি পেয়েছো? তিন বছর পরে এলে আজ—

শ্যামল ॥ উপায় নেই পারুল। অবনীকে ভীষণ দরকার ছিল, কিন্তু কী যে করি—

পারুল ॥ কী হয়েছে কী?

শ্যামল ॥ (একটু থেমে) বিপদে পড়েছি। এ অঞ্চলে অবনী ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করাও যায় না—

পারুল ॥ (আহত) আমাকেও না?

শ্যামল ॥ (হেসে) না না, কী আশ্চর্য! তা বলিনি। অবনী মানে তুমিও। তোমাদের আলাদা করে ধরি না আমি।

পারুল ॥ ধরো না বুঝি? (পারুলের কণ্ঠস্বরে শ্যামল একটু চমকালো)

শ্যামল ॥ অ্যাঁ?

পারুল ॥ না কিছু না। কী বিপদে পড়েছো?

(শ্যামল চট করে উত্তর দিতে পারলো না।)

(স্থিরকণ্ঠে) বিশ্বাস করে উঠতে পারছো না, না?

শ্যামল ॥ (লজ্জিত) না না, তা নয়। ভাবছিলাম, বিপদের দায়টা তোমার—মানে, তোমাদের উপর চাপানোটা ঠিক হবে কি না—

পারুল ॥ যখন এ বাড়িতে এসেছিলে তখন তো একথা ভাবোনি?

[শ্যামল চুপ করে রইলো]

(নরম স্বরে) শ্যামলদা, তোমার বিপদের ধরনটা আমি জানি।

[শ্যামল মুখ তুলে তাকালো]

তুমি এখন মেদিনীপুর থেকে আসছো, না?

শ্যামল ॥ হ্যাঁ। কী করে জানলে?

পারুল ॥ বিপ্লবের খবর আমি একটু একটু রাখি। চিরকালই রাখতাম, তোমরা আমল দিতে না, এই যা।

শ্যামল ॥ তুমি এ বিপ্লবে বিশ্বাস করো?

পারুল ॥ ও সব আমি বুঝি না। এইটুকু জানি—এটা ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়ানোর লড়াই। আমার কাছে এইটুকুই যথেষ্ট।

শ্যামল ॥ বোধহয় আমার কাছেও তাই।

পারুল ॥ 'বোধহয়' বললে কেন? সন্দেহ আছে তোমার?

শ্যামল ॥ না, আমার কোনো সন্দেহ নেই। আমি শিবুর কথা ভাবছিলাম।

পারুল ॥ শিবু কে?

শ্যামল ॥ তুমি বোধহয় দেখোনি। আমাদেরই একজন—অবনী চেনে।

পারুল ॥ কী হয়েছে তার?

শ্যামল ॥ আজকের দরকারে তার কাছে যাবার কথাই মনে হয়েছিলো প্রথম। কিন্তু উপায় নেই।

পারুল ॥ কেন?

শ্যামল ॥ ও এ আন্দোলনে বিশ্বাস করে না। ওরা বলে—এ সময়ে ফ্যাসিস্ট আক্রমণ ঠেকানোই প্রথম কাজ।

পারুল ॥ জনযুদ্ধ?

শ্যামল ॥ হ্যাঁ।

পারুল ॥ ওখানে গেলে বোধহয় পুলিসে ধরিয়ে দেবে তোমাকে, না?

শ্যামল ॥ পুলিসে? শিবু? (হেসে উঠলো) না না পারুল! পুলিসে ধরিয়ে দেবার ছেলে শিবু নয়।

পারুল ॥ তবে?

শ্যামল ॥ ওর উপর এ চাপ দেবো কী করে? ও যখন আমাদের লাইনে বিশ্বাসই করে না—

পারুল ॥ তাই এখানে এসেছো?

শ্যামল ॥ হ্যাঁ। অবনী অবশ্য রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না বহুদিন। তবু আমাকে রাখতে গেলে ওকে আদর্শগত কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না শিবুর মতো।

[পারুল উঠে দাঁড়ালো। তার ভঙ্গীতে একটা উদ্বিগ্নতা।]

পারুল ॥ শ্যামলদা, তুমি এ বাড়িতে থাকতে এসেছো?

শ্যামল ॥ শুধু আজ রাতটার মতো। কাল ভোরে আমাকে চলে যেতে হবে।

পারুল ॥ তোমার পেছনে পুলিস আছে?

শ্যামল ॥ (হেসে) ঠিক একেবারে পেছনে বোধহয় নেই। তবে খুঁজছে অনেকদিন ধরে। মেদিনীপুর থেকে যে পালিয়েছি তাও জেনে গেছে নিশ্চয়ই এতোক্ষণে!

[পারুল কিছু না বলে টেবিলের কাছে গেলো। শ্যামল একটু তাকিয়ে থেকে তার কাছে গেলো]

তুমি চাও না আমি থাকি, তাই না পারুল? (পারুল নিরুত্তর) তোমার ভয় কবছে?

পারুল ॥ হ্যাঁ।

শ্যামল ॥ বুঝেছি। (সরে এলো) তুমি একেবারে অফিসারের বৌ হয়ে গেছো পারুল।

পারুল ॥ (ফিরে) যদি হয়েই থাকি?

শ্যামল ॥ না না, কেন হবে না? শুধু ভাবছি, অবনীর সঙ্গে যদি একটু কথা বলতে পারতাম।

পারুল ॥ ওর ফিরতে দেরি হবে।

শ্যামল ॥ সে তো শুনলাম। (তারপর হেসে) তোমার ভয় নেই পারুল, আমি থাকবো না এখানে। শুধু সুটকেসটা যদি—

পারুল ॥ সুটকেস?

শ্যামল ॥ হ্যাঁ, ওটা নিয়ে ধরা পড়লে বিপদ। অবনী যদি ওটা একদিনের জন্যে রেখে দিতে পারতো—

পারুল ॥ আমি রেখে দিচ্ছি।

শ্যামল ॥ তোমাকে আর এর মধ্যে জড়াতে চাই না—

পারুল ॥ এই যে বললে তুমি আমাদের আলাদা করে দেখো না?

শ্যামল ॥ না। তা দেখতাম না বোধহয়।

[হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো]

শ্যামল ॥ এ কী? ফোন আছে বাড়িতে? এতোক্ষণ বলোনি কেন? অবনীকে তো তাহলে অফিসেই

[পারুল ফোন ধরলো]

পারুল ॥ হ্যালো—(চমকে) কে?...ও...হ্যাঁ হ্যাঁ বলো।

শ্যামল ॥ কে, অবনী?

[পারুল ঘাড় নেড়ে 'না' জানিয়ে ফোনে কথা বলে চললো।]

পারুল ॥ আজ? এক্ষুনি?...দশ মিনিট?...তা কী করে হবে, আমার কোনো কাজ সারা হয়নি।...না, হয় না...তুমি বুঝতে চাইছো না কেন?... আমি... শোনো আমি...আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু দশ মিনিটে হবে না, তুমি—তুমি আধঘণ্টা পরে এসো...বসে থাকতে হবে তাহলে!...ঠিক আছে, তাই এসো—

শ্যামল ॥ শোনো, যদি অবনী হয়—

[পারুল অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি ফোন নামিয়ে রাখলো।]

পারুল ॥ না না, বলছি তো ও নয়।

শ্যামল ॥ কে তাহলে?

পারুল ॥ আমার এক বন্ধু। বলছে—সিনেমার টিকিট কেটে রাখছে, এক্ষুনি বেরুতে হবে।

শ্যামল ॥ সিনেমা? ছ'টা চল্লিশ এখন।

পারুল ॥ হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেছে। তুমি সুটকেসটা রেখে দিয়ে যাও। আমাকে ছুটতে হবে।

শ্যামল ॥ তুমি অবনীর অফিসে টেলিফোন করো একবার—

পারুল ॥ সময় নেই শ্যামলদা—

শ্যামল ॥ (অল্প কঠিন স্বরে) আমার জীবন-মরণ সমস্যা পারুল। শুধু আমার নয়—আরো কয়েকজনের। তোমার সিনেমার দেরি নিয়ে—

পারুল ॥ বলছি তো সুটকেসটা রেখে দাও। রাতটা—রাতটা শিবুর বাড়িতে থাকো—

শ্যামল ॥ শিবুর চেয়ে অবনীকে আমি বিশ্বাস করি—

পারুল ॥ করতে পারো, কিন্তু অবনীর বৌকে বিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই।

শ্যামল ॥ সুটকেসটাই বা তা হ'লে বিশ্বাস করে রাখবো কী করে?

পারুল ॥ (হঠাৎ উদগ্র মিনতিতে) শ্যামলদা, তুমি যাও, যাও! আমাকে বিশ্বাস করো। তোমার সুটকেসের দায়িত্ব আমার। তোমাকে রাখতে পারলাম না—কেন, তা বোঝাতে পারবো না, কিন্তু সুটকেসটা নিশ্চিন্তে রেখে যেতে পারো—

শ্যামল ॥ পারুল—

পারুল ॥ (প্রায় চেঁচিয়ে) শ্যামলদা প্লিজ, তুমি যাও—আর না হয় তো ওটা নিয়েই যাও, কিন্তু এখানে থেকো না আর! আমার ভয় করছে।

শ্যামল ॥ আশ্চর্য! তুমি কি সেই পারুল?

পারুল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ সেই পারুল। না না সে পারুল নয়, বদলে গেছে। অনেক বদলে গেছে—ভীতু হয়ে গেছে, কিন্তু তুমি এখন যাও—

শ্যামল ॥ তোমাকে বিশ্বাস না করলে আমার উপায় নেই আজ পারুল। এমনিতে ধরা না পড়লেও সুটকেস নিয়ে পালাতে গেলে ধরা পড়বোই। আর ওটা নিয়ে ধরা পড়া মানেই—

পারুল ॥ ওটা রেখে যাও শ্যামলদা। এইটুকু আমাকে বিশ্বাস করো—

শ্যামল ॥ বলেছি তো না করে উপায় নেই। (একটু থেমে দ্রুতকণ্ঠে) অবনীকে বোলো কাল সন্ধে ঠিক সাতটায় সুটকেসটা নিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের গেটে দাঁড়াতে। যদি আমি দশ মিনিটের মধ্যে না আসি তবে যেন গঙ্গায় ফেলে দেয় ওটা।

[তারপর হঠাৎ কাছে এসে দু'হাতে পারুলের বাহু শক্ত করে ধরে হিংস্র স্বরে]

মনে রেখো—যদি কিছু হয়, অবনী জীবনে তোমাকে ক্ষমা করবে না!

[নিমেষে বেরিয়ে গেলো শ্যামল। পারুল দুর্বলতায় যেন ভেঙে পড়তে চাইলো। তারপর জোর করে নিজেকে খাড়া করে সুটকেসটা তুলে প্রথমে

দেখে নিলো—বন্ধ আছে কিনা। তারপর লুকোবার জায়গা খুঁজতে লাগলো। সন্তোষজনক কোনো জায়গা পাওয়া গেলো না। সুটকেসটা নিয়ে ভিতরের দিকে যাচ্ছে, বিন্দুবাসিনী এলেন।]

বিন্দু॥ ও পারুল—

পারুল॥ (চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে) কে?

বিন্দু॥ আমি গো আমি। চমকে গেলে যে?

পারুল॥ (লজ্জিত) না, আমি—

বিন্দু॥ সদর দরজাটা অমন হাট করে খুলে রেখেছো কেন? ভয়-ডর নেই?

পারুল॥ খোলা ছিল? ও হ্যাঁ, যাবার সময়ে—(থেমে গেলো)

বিন্দু॥ কে যাবার সময়ে?

পারুল॥ না, আমিই—আমি ভুলে খুলে রেখে দিয়েছিলাম।

বিন্দু॥ ভালো না। সন্ধেবেলা—তার উপর যা সব হুজুগের দিন চলছে আজকাল! ও কী? সুটকেসটা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছো। কেন? কোথাও যাচ্ছিলে না কি?

[পারুল বিন্দুকে দেখে সুটকেসটা নিজের পিছনে ধরে দাঁড়িয়েছিলো। খেয়ালই করেনি। এখন তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখলো।]

পারুল॥ না না। যাবো আবার কোথায়? হ্যাঁ যাবো এক জায়গায়। তবে সুটকেসটা—একটু বসুন বিন্দুদি, এটা ভিতরে রেখে আসি—

[পারুল ভিতরে গেলো। বিন্দু ওর ব্যবহারে একটু অবাক। ভিতরে উঁকি মারবার চেষ্টা করলেন। তারপর বোধহয় পারুলকে ফিরতে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের অন্যপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন নিস্পৃহ ভঙ্গী করে। পারুল ফিরে এলো সুটকেস নিয়েই।]

বিন্দু॥ কী হোলো? আবার নিয়ে এলে যে?

পারুল॥ না, মানে—রাখবার মতো একটা ভালো জায়গা পাচ্ছি না ভিতরে—

বিন্দু॥ অ মা! ঐটুকু একটা সুটকেস রাখবার জায়গা নেই? দু'টি মানুষ দু'টি ঘরে। আমাদের ফ্ল্যাটটা দেখেছো? ছ'টি প্রাণী ঐ দুখানি ঘরে! বাক্স তোরঙ্গ, শীতকালের বিছানা, ওনার বইপত্র, ছেলেমেয়েদের বই, আর স্কুলে বইও হয়েছে ওদের বাবা আজকাল; এই বছরের গোড়ায় কত টাকার বই কিনেছি জানো? শুধু বাবলু আর টেঁপির জন্যে? পঞ্চান্ন টাকা! আমি বলছিলুম ওঁকে—বাবা, বইয়ের তো পাহাড় বানাচ্ছে দিন কে দিন। বলি পড়াশুনো হচ্ছে কিছু? তা উনি বলেন—পড়াশুনা হবে কোত্থেকে? সব ইংরেজ তাড়াতে ব্যস্ত! ইংরেজ তাড়াবে বলে গান্ধী

জহরলালকে পর্যন্ত ধরে জেলে পুরে দিলো, আর এই সব চ্যাংড়া ছেলেরা—কী হোলো? করছো কী?

[পারুল সমানে সুটকেস লুকোবার সম্ভাব্য জায়গা খুঁজছে।]

পারুল॥ না, এইটা কোথায় রাখি ভাবছি—

বিন্দু॥ বাবা, একটা সুটকেস রাখবে তার কতো ভাবনা। এই তো এইখানে রাখো না!

পারুল॥ ওখানে বিশ্রী—চোখের সামনে—

বিন্দু॥ বিশ্রী আবার কী? সুটকেস তো? এ কি ঘুঁটে-কয়লা রাখছো নাকি? দাও দিকি আমায়!

[সুটকেসটা পারুলের হাত থেকে নিয়ে রেখে দিলেন। বকে চললেন সমানে।]

কী বলছিলুম? হ্যাঁ—ঐ বাবলু টেঁপির বই। বুঝলে—না না বলছিলুম ঐ হুজুগের কথা। কুইটিন্ডিয়া না কী বলে যেন? ভাগ্যি ভালো বাবলু টেঁপি এখনো ছোট আছে। ও সব হুজুকে এখনো—

পারুল॥ এক মিনিট বিন্দুদি, আসছি আমি—

বিন্দু॥ কী হোলো আবার?

[কিন্তু পারুল ভিতরে চলে গেছে]

কী হোলো কী মেয়েটার? ছটফট করছে কেন?

[ভিতরে উঁকি মারতে এগোলেন। কিন্তু পারুল সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো একটা রঙীন চাদর নিয়ে।]

ওটা কী? (পারুল চাদর দিয়ে বাক্সটা ঢাকলো।)

পারুল॥ একটু ঢেকে দিলাম। একেবারে চোখের সামনে তো!

বিন্দু॥ দেখি দেখি? বেশ তো চাদরটা? নতুন কিনলে বুঝি?

পারুল॥ না, ছিল—

বিন্দু॥ ডবল সাইজ? কতো—বাহাত্তর ইঞ্চি, না কম?

পারুল॥ কী জানি। বাহাত্তরই হবে।

বিন্দু॥ কতো নিয়েছে?

পারুল॥ মনে নেই ঠিক। বিন্দুদি আপনি বসুন। আমি চুলটা বেঁধে ফেলি।

বিন্দু॥ কেন, বেরুবে নাকি?

পারুল॥ আর বলবেন না। উনি এইমাত্র টেলিফোন করে বললেন, বড়ো সাহেবের বাড়ি একটি পার্টি—আমার ভালো লাগে না এ সব!

বিন্দু॥ অমা, তা বললে কি চলে? অফিসারের বৌ, তা আবার সাহেব

কোম্পানির অফিসার—এ সব তো করতেই হবে! উনি সেদিন বলছিলেন—

পারুল ॥ আমি চিরুনিটা এনে শুনছি—

[চলে গেলো]

বিন্দু ॥ বাবা, যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে আছে সব্বো সময়ে! অফিসারের বৌ যেন দেখেনি কেউ! (চাদরটা হাতে করে দেখে চোখ কোঁচকালেন খেলো মাল!)

[পারুল ফিতে-চিরুনি নিয়ে এলো]

(একমুখ হেসে) এই রকম টি-পার্টিতে প্রায়ই যেতে হয়, না?

পারুল ॥ না, মাঝে-মধ্যে—

বিন্দু ॥ (কৌতূহলে) আচ্ছা কী হয় ওখানে?

পারুল ॥ কী আবার হবে? চা খাওয়া হয়, গল্প-গুজব—

বিন্দু ॥ শুনেছি, এ সব সাহেবী পার্টিতে না কি মদ-টদও চলে; সত্যি?

পারুল ॥ (হঠাৎ) আচ্ছা বিন্দুদি, একটা উপকার করবেন?

বিন্দু ॥ অমা, কেন করবো না?

পারুল ॥ এ সুটকেসটা আজ রাতটার মতো আপনাদের ঘরে রেখে দেবেন?

বিন্দু ॥ কেন, এখানে ক্ষতিটা কী করছে?

পারুল ॥ না, উনি অগোছালো একেবারে দেখতে পারেন না—

বিন্দু ॥ অগোছালো কোথায়? বেশ তো গুছিয়ে রেখেছো।

পারুল ॥ না না, মানে—হঠাৎ নতুন একটা জিনিস—

বিন্দু ॥ কী ব্যাপার বলো তো? কার সুটকেস ওটা?

পারুল ॥ ওটা—আমার এক বন্ধু রেখে গেছে। ও ইয়ে—দেশে গেলো তাই সুটকেসটা আমাকে বললো দিন দুই যদি—পারবেন বিন্দুদি রাখতে?

বিন্দু ॥ আমাদের ঘরে জায়গা কোথায় ভাই? বলছিলুম না তোমায়? তার উপর ওনার ইচ্ছে খাবার টেবিল করবার। আমি বলি কাজ কী বাবু? মাটিতে বসে জীবনভোর খেয়ে এলুম আর আজ কলকাতায় ফ্ল্যাটে থাকি বলেই অতো সায়েবীপনা কিসের? তা উনি বললেন—একটা টেবিল না থাকলে লোকজনকে খেতে বলতে—

[অবনী এলো।]

পারুল ॥ তুমি এর মধ্যে এসে গেছো?

অবনী ॥ কিছু হয়নি তো তোমার?

বিন্দু ॥ আমি যাই পারুল।

[চলে গেলো]

অবনী॥ সময় বুঝে এসে বকবক শুরু করেছে তো?

পারুল॥ আস্তে আস্তে, শুনতে পাবে।

অবনী ॥ শোনাই দরকার। তাড়াতাড়ি করো। এ সব ব্যাপারে দেরি করাটা কী বিশ্রী জানো না তুমি?

পারুল॥ এক কাজ করো, দেরি যখন হয়েই গেলো, তুমি একা চলে যাও আজ। আমি না গেলাম?

অবনী॥ তা তো হয় না।

পারুল॥ তোমার অফিসের পার্টিতে আমার কী? চাকরি কি আমি করি?

অবনী॥ আচ্ছা এই এক ঝামেলা তুমি প্রত্যেকবার তোলো কেন বলো তো? তুমি খুব ভালো করে জানো—মিসেস্‌দের না নিয়ে গেলে এ সব পার্টির কোনো মানেই হয় না।

পারুল॥ আমি এর মানে বুঝি না।

অবনী॥ (অল্প চটে) না, তা বুঝবে কেন? মাইনে বাড়লে তার মানেটা তো ঠিক বোঝো? এক বছরে তিনশো টাকা মাইনে বেড়েছে এমনি এমনি?

পারুল॥ সে কি বেড়েছে বৌকে এই সব পার্টিতে নিয়ে গিয়ে?

অবনী॥ আজে-বাজে বোকো না তো! বোঝো না একটা জিনিসও, শুধু—যাও, চটপট করো! দশ মিনিটের মধ্যে বেরোতে হবে!

পারুল॥ (হঠাৎ বসে, জিদ করে) আমি যাবো না আজ, তুমি যাও।

[অবনী অবাক হয়ে তাকালো। পারুলের চেহারা দেখে বুঝলো—জোর করে কাজ হবে না।]

অবনী॥ পারুল প্লিজ। আজকের মতো চলো। আমি কথা দিয়ে এসেছি আজ।

পারুল॥ আমিও বলছি—আজকের মতো আমাকে ছেড়ে দাও। এরপর যখন যেতে বলবে যাবো।

অবনী॥ তুমি বুঝতে পারছো না পারুল, আজকের পার্টিটার একটা ইম্পর্ট্যান্স আছে।

পারুল॥ কী ইম্পর্ট্যান্স?

অবনী॥ চারিদিকের অবস্থা দেখছো তো? ব্রিটিশ ফার্ম, বড়োসায়েবরা সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছে। ব্যানার্জির প্রমোশন ওভারডিউ ছিল। হচ্ছে না, কেন জানো?

পারুল॥ না।

অবনী॥ ইদানীং ও সব ব্যাপার থেকে অ্যালুফ হয়ে গেছে। সায়েবদের সন্দেহ হচ্ছে ওর এই অগাস্ট ডিস্টারব্যান্সে সিম্‌প্যাথি আছে।

পারুল ॥ ডিস্টারব্যান্স? তুমি এটাকে অগাস্ট ডিস্টারব্যান্স বলতে শুরু করেছো?

অবনী ॥ ঐ হোলো। না হয় অগাস্ট আন্দোলনই বললাম। না হয় বিপ্লব। তাতে কী আসে যায়?

পারুল ॥ তোমার কাছে আজকাল এগুলো স্রেফ নাম, না?

অবনী ॥ পারুল, এখন পলিটিক্স আলোচনার সময় নেই—

পারুল ॥ যখন তোমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিলো, ইংরেজদের গালাগাল না দিয়ে তুমি জল খেতে না—

অবনী ॥ ছেলেবেলায় কতো কী করে মানুষে—

পারুল ॥ বেশিদিনের কথা নয়। তিনবছরও হবে না। তোমাদের দলের সবাই—

অবনী ॥ (অধৈর্য) দলের সবাই! দলের আর সবাই কী করেছে শুনি? করতে পেরেছে কিছু? মাঝখান থেকে নিজেদের কেরিয়ারটা রুইন করে—

পারুল ॥ কেরিয়ার!

অবনী ॥ মনে রেখো, ওরা কেউ বিয়ে করেনি। কোনো দায়িত্বের কথাই নেই ওদের।

পারুল ॥ ওদের অন্তত দু'জন বিয়ে করেছে—

অবনী ॥ হ্যাঁ করেছে! যতীন। বৌটাকে ভাসিয়ে দিয়ে জেলে গিয়ে বসে আছে। একে দায়িত্ব বলে?

পারুল ॥ তোমার সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ নেই।

অবনী ॥ পারুল, দেশের কথা আমিও ভাবি। কিন্তু তার আগে নিজের পরিবারের কথাটা—

পারুল ॥ ছেড়ে দাও ও কথা।

অবনী ॥ আমি তো শুরু করিনি এ সব কথা। সময়ও নেই। নাও—তৈরি হয়ে নাও।

পারুল ॥ যেতেই হবে?

অবনী ॥ আজ তুমি না গেলে আমি একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়ে যাবো। অফিসে শত্রুর তো অভাব নেই।

[পারুল উঠলো। নিজের অজান্তে চোখটা সুটকেসের দিকে চলে গেলো একবার। অবনীর চোখও ওদিকে গেলো।]

ওটা কী?

পারুল ॥ (তাড়াতাড়ি) কোন্ শাড়িটা পরবো বলো তো?

অবনী ॥ ভালো দেখে যা হয় পরো। (কাছে গিয়ে চাদরটা তুলে দেখলো) এ কী? এ সুটকেস কার?

পারুল ॥ কোনটা? ও, ওটা, ঐ, গীতা রেখে গেছে।

অবনী ॥ গীতা?

পারুল ॥ আমার এক বন্ধু। হস্টেলে থাকে। দেশে যাবে। তাই বললো—দিনকতক যদি এখানে রেখে দিই।

অবনী ॥ তা এখানে কেন? ভিতরে রাখলেই তো পারতে।

পারুল ॥ হ্যাঁ রাখবো। পরে রাখবো।

[পারুলের কণ্ঠস্বর অবনীকে অবহিত করলো]

অবনী ॥ এই গীতা—তুমি চেনো ভালো করে?

পারুল ॥ চিনবো না? ছোটবেলার বন্ধু—

অবনী ॥ ছোটবেলার বন্ধু? তোমার মুখে কখনো নাম শুনিনি তো?

পারুল ॥ নাম করিনি? কী জানি, ভুলে গেছি বোধহয়--

অবনী ॥ এ বাড়িতে কোনোদিন এসেছে বলে তো জানি না।

পারুল ॥ এসেছে দু'একবার। তুমি বাড়ি ছিলে না। একটু এসো না। কোন্ শাড়িটা পরবো, একটু বেছে দেবে—

অবনী ॥ (আরো সন্দিগ্ধ) তোমাব হয়েছে কী বলো তো?

পারুল ॥ (জোর করে হেসে) কী হবে?

অবনী ॥ মনে হচ্ছে গীতার ব্যাপারটায় একটু গোলমাল আছে!

পারুল ॥ গোলমাল আবার কিসের? দেশে যাবে।

অবনী ॥ দেশে যাবে? তবে সুটকেস রাখবার সময়ে তোমাকেই মনে পড়লো? এতো কম যোগাযোগ—

পারুল ॥ কম কোথায়? বললাম না—অনেকবার এসেছে।

অবনী ॥ অনেকবার?

পারুল ॥ বেশ কয়েকবার—

অবনী ॥ তোমার গীতা—এই সব বোমা-পিস্তলের দলের মধ্যে আছে কি না, জানো ঠিক করে?

পারুল ॥ মাথা খারাপ তোমার?

অবনী ॥ আজকালকার দিনে হঠাৎ কারো জিনিসপত্র বাড়িতে রাখা ঠিক নয়। কী আছে না আছে কে জানে। হয়তো ঝামেলায় পড়ে যাবো।

পারুল ॥ যতো সব বাজে চিন্তা। এসো তো—

অবনী ॥ বাক্সটায় কী আছে দেখেছো?

পারুল ॥ দেখবো আবার কী? কাপড়-চোপড় আছে, আবার কী থাকবে?

[অবনী সুটকেসের চাবিটা পরীক্ষা করে দেখছে]

অবনী ॥ তোমার চাবির গোছাটা দেখি।

পারুল ॥ এর বেলা দেরি হচ্ছে না?

অবনী ॥ এক মিনিট লাগবে। দাও না!

পারুল ॥ না, পরের জিনিস তুমি খুলবে কেন?

অবনী ॥ ভয়টা কিসের? কিছু চুরিও করবো না। চিঠিপত্র থাকলে পড়তেও যাবো না। শুধু দেখবো কী আছে।

পারুল ॥ না, তোমার কোনো অধিকার নেই দেখবার।

অবনী ॥ আলবাৎ আছে। এই হাঙ্গামার বাজারে কোথাকার কে এসে চাবিবন্ধ সুটকেস রেখে যাবে, আর আমি চেক করবো না—তার ভিতরে কী আছে—সাপ না ব্যাং?

পারুল ॥ আমি যাচ্ছি কাপড় ছাড়তে।

অবনী ॥ দাঁড়াও।

[পারুল দাঁড়ালো, অন্যদিকে ফিরে। অবনী কাছে গেলো।]

বুঝতে পারছি। তুমি জেনে শুনে সুটকেসটা রেখেছো। বন্ধুর উপকার করতে।

পারুল ॥ মোটেই না।

অবনী ॥ পারুল, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ! এর থেকে ব্যাপার কোথায় গড়াতে পারে জানো? চাকরি তো যাবেই, জেল পুলিস পর্যন্ত—

পারুল ॥ তিলকে তাল বানাচ্ছো তুমি!

অবনী ॥ বেশ তো, একবার খুলেই দেখি না। যদি তিলই হয়ে থাকে, নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

পারুল ॥ (এক মুহূর্ত তাকিয়ে. স্থিরকণ্ঠে) আর যদি খুলে দেখো বোমা পিস্তল আছে, কী করবে?

অবনী ॥ পুলিসে খবর দেবো, আর কী করবার আছে?

পারুল ॥ গীতা জেলে যায় যাবে?

অবনী ॥ সত্যি সত্যি যদি সুটকেসে ঐ সব থাকে, তবে গীতার কথা ভাববার আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই।

পারুল ॥ তিন বছর আগেও দেখেছি এমন দায়িত্বই ঘাড়ে তুলে নিতে।

অবনী ॥ (অধৈর্যে) কতোবার বলবো তোমায়, ও সব ছোটবেলার হুজুক কী বুঝতাম তখন?

পারুল ॥ তোমাদের দলের অনেকেই এখনো এ দায়িত্ব ঘাড়ে রেখেছে।

অবনী ॥ তাদের ছোটবেলা যদি এখনো না কেটে থাকে আমি কী করতে পারি?

পারুল ॥ এই সুটকেস যদি গীতার না হয়ে তোমার অমনি কোনো ছোটবেলার বন্ধুর হয়ে থাকে?

[অবনী চমকে ফিরে তাকালো। পারুল চোখ ফিরিয়ে নিলো। অবনী কাছে এলো।]

অবনী ॥ পারুল। এ সুটকেস কে রেখে গেছে?

[পারুল নিরুত্তর]

শ্যামল? (পারুল চুপ) বলো, শ্যামল? (পারুল তবু চুপ) তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছি। তোমার সঙ্গে ছোটবেলার সম্পর্কের সুযোগ একমাত্র শ্যামল দাশগুপ্তই নিতে পারে।

পারুল ॥ কী বলতে চাও তুমি?

অবনী ॥ (তিক্তকণ্ঠে) কী বলতে চাই তুমি খুব ভালো করেই জানো।

পারুল ॥ না জানি না।

অবনী ॥ শ্যামল যদি তোমাকে বিয়ে করতো, তুমি কখনো আমাকে বিয়ে করতে রাজি হতে না। এ কথা আমিও জানি, তুমিও জানো।

পারুল ॥ বাজে কথা বোলো না।

অবনী ॥ শ্যামলও জানে। তার সুযোগ নিচ্ছে আজ।

পারুল ॥ তোমার মন অত্যন্ত নোংরা।

অবনী ॥ (রেগে) কী বললে?

পারুল ॥ কী বললাম, তুমি শোনোনি?

[অবনী এক মুহূর্ত চেয়ে রইলো। তার মুখ কালো। তারপর সোজা টেলিফোনের কাছে গিয়ে ডায়রেক্টরিতে নম্বর খুঁজতে লাগলো।]

পুলিসে খবর দেবে তুমি?

[অবনী একবার তাকিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলো। পারুল কাছে এসে একটা চেয়ারের পিঠে হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালো। তার চোখ জ্বলছে।]

শোনো অবনী সেন। পুলিসে খবর দিলে তুমিও পার পাবে না।

[অবনীর হাত থেমে গেলো]

অবনী ॥ তার মানে?

পারুল ॥ তোমার ঐ ছোটবেলার অনেক খবর আমি জানি। এই উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের অক্টোবর মাসে সে সব খবর পুলিস উড়িয়ে নাও দিতে পারে।

অবনী ॥ (উঠে দাঁড়িয়ে) পারুল!

পারুল ॥ তোমার অফিসের সাহেবরাও খুব খুশি হবে না জেনে। জেলে যদি নাও যাও, সাধের চাকরিটা যাবেই।

অবনী ॥ তুমি। তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেল করছো?

পারুল ॥ হ্যাঁ।

অবনী ॥ নিজের স্বামীকে?

পারুল ॥ হ্যাঁ।

অবনী ॥ শ্যামল দাশগুপ্ত তোমার কাছে এতোখানি?

পারুল ॥ শ্যামল দাশগুপ্ত নয়। অবনী সেনের ছোটবেলা।

[দু'জনে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলো এক মুহূর্ত; তারপর অবনী অন্যদিকে চলে গেলো। পারুল হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো।]

অবনী ॥ ঐ সুটকেসের কী হবে?

পারুল ॥ কাল বিকেলের পর ও সুটকেস এ বাড়িতে থাকবে না। আমি কথা দিচ্ছি।

অবনী ॥ (তিক্ততা আর হতাশা মেশানো স্বরে) থাকবে। চিরকাল থাকবে। যতোদিন তুমি আমি আছি, ও সুটকেস আমাদের মাঝখানে থাকবে। ও সুটকেস ডিঙিয়ে কোনোদিনই তোমার নাগাল পাবো না আমি। কোনো দিন না!

[অবনী দু'হাতে মাথা রেখে বসলো। পারুল উঠে দাঁড়িয়েছিলো, চেয়ে রইলো শুধু।]

— শেষ —

বীজ

বীজ

চরিত্রলিপি

মেয়ে
সে
দৈত্য
দৈত্যের সঙ্গী—তিনজন
কোরাস—চারজন

[একটি মেয়ে। তিন বা চারজন 'কোরাস'। চারজনে মিলিতভাবে গঠিত দৈত্য। একটি তরুণ—'সে']

কোরাস॥ ওঠো। খাও। কাজে যাও। ফিরে এসো। ঘুমোও।

[প্রতিটি কথার সঙ্গে উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী]

মেয়ে॥ (ফিসফিস করে) বাঁচো।

কোরাস॥ ওঠো। খাও। কাজে যাও। ফিরে এসো। ঘুমোও।

মেয়ে॥ (গলা তুলে) বাঁচো। বাঁচো।

কোরাস॥ ওঠো। খাও। কাজে যাও। ফিরে এসো। ঘুমোও।

মেয়ে॥ (উচ্চস্বরে) বাঁচো! বাঁচো বাঁচো!

[দৈত্য এলো]

দৈত্য॥ বাঁচার উদ্দেশ্য সুখ।

মেয়ে॥ না।

দৈত্য॥ বাঁচার উদ্দেশ্য শান্তি।

মেয়ে॥ না।

দৈত্য॥ বাঁচার উদ্দেশ্য আরাম।

মেয়ে॥ না! না! না!

দৈত্য॥ বাঁচার উদ্দেশ্য কী তবে?

মেয়ে॥ বাঁচা।

[দৈত্যের অট্টহাস্য। কোরাসের যান্ত্রিক হাসি।]

দৈত্য॥ বাঁচা! ওরা তো বেঁচে আছে।

কোরাস॥ আমরা তো বেঁচে আছি।

মেয়ে॥ না, ওরা বেঁচে নেই।

দৈত্য॥ ওরা ওঠে।

কোরাস॥ আমরা উঠি।

দৈত্য॥ ওরা খায়।

কোরাস॥ আমরা খাই।

দৈত্য॥ ওরা কাজে যায়।

কোরাস॥ আমরা কাজে যাই।

দৈত্য॥ ওরা ফিরে আসে।

কোরাস ॥ আমরা ফিরে আসি।

দৈত্য ॥ ওরা ঘুমোয়।

কোরাস ॥ আমরা ঘুমোই।

[প্রতি কথায় উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গী]

দৈত্য ॥ অতএব ওরা বেঁচে আছে।

কোরাস ॥ অতএব আমরা বেঁচে আছি।

মেয়ে ॥ না। বাঁচা ও নয়।

কোরাস ॥ বাঁচা তবে কী?

মেয়ে ॥ জানা।

দৈত্য ॥ জানলে সুখ যায়, শান্তি যায়, আরাম যায়। মৃত্যু হয়।

মেয়ে ॥ জানা মানে বাঁচা।

দৈত্য ॥ কে বলেছে?

মেয়ে ॥ সে।

দৈত্য ॥ কে?

মেয়ে ॥ সে।

দৈত্য ॥ সে? কে সে? কোথায় সে? কেমন সে?

মেয়ে ॥ সে বীজ। একটা বীজ। মাটির নিচে। বাইরে আসবে। একদিন আসবে।

দৈত্য ॥ খোঁজো তাকে। খুঁজে বার করো। নষ্ট করো তাকে। ধ্বংস করো।

[দৈত্যের সঙ্গীরা, অর্থাৎ যারা তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হয়ে ছিল, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে খুঁজতে লাগলো, মাটি শুঁকে শুঁকে।]

সঙ্গীরা ॥ খোঁজো। বীজ খোঁজো। নষ্ট করো। ধ্বংস করো।

মেয়ে ॥ (চাপাস্বরে) না। তাকে নষ্ট করা যাবে না। ধ্বংস করা যাবে না। না, অসম্ভব! তাকে খুঁজে পাবে না। নষ্ট করতে পারবে না। ধ্বংস করতে পারবে না।

দৈত্য ॥ খোঁজো! খোঁজো! নষ্ট করো। ধ্বংস করো।

সঙ্গীরা ॥ খোঁজো! নষ্ট করো! ধ্বংস করো!

মেয়ে ॥ (ফিসফিস করে) লুকোও! লুকোও! লুকিয়ে থাকো। বেরিও না এখন। বাইরে এসো না! ওরা খুঁজছে তোমায়! ওরা নষ্ট করবে! ধ্বংস করবে!

দৈত্য ॥ (চিৎকার করে, কোরাসকে) চালিয়ে যাও! কিছু হয়নি! কিছু বদলায়নি! সব ঠিক আছে! সব ঠিক থাকবে! চালিয়ে যাও!

কোরাস ॥ ওঠো। খাও। কাজে যাও। ফিরে এসো। ঘুমোও।

[কিন্তু অঙ্গভঙ্গী সব ভুলভাল। ছন্দপতন।]

দৈত্য॥ কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? ওরকম নয়! ঠিক করে করো!

[কিন্তু ভুল আরো বেশি।]

না না না! ওরকম নয়!—ওঠো! খাও! কাজে যাও! ফিরে এসো! ঘুমোও!

[দৈত্যেব হুকুমে ছন্দ ফিরলো, কিন্তু যান্ত্রিক মৃত ছন্দ।]

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে! ওঠো! খাও! কাজে যাও! ফিরে এসো! ঘুমোও!

মেয়ে॥ (হঠাৎ উচ্চস্বরে) বাঁচো-ও-ও-ও!

[সবাই স্থির। স্তব্ধতা।]

দৈত্য॥ (ঠাণ্ডা মিষ্টি গলায়) হ্যাঁ। বাঁচো।

[দৈত্য মেয়ের দিকে এলো। মেয়ের পিছনে।]

হ্যাঁ। বাঁচো। বাঁচো। তুমি বেঁচে আছো?

মেয়ে॥ না। চেষ্টা করছি বাঁচতে।

দৈত্য॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, করো। চেষ্টা করো। খুব সোজা। আমি শিখিয়ে দেবো।

মেয়ে॥ না, তুমি শেখাতে পারবে না। সে শেখাবে।

দৈত্য॥ হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। সে শেখাবে। কিন্তু সে তো এখন নেই? সে মাটির নিচে।

মেয়ে॥ সে আসবে। বাইরে আসবে।

দৈত্য॥ হ্যাঁ আসবে। নিশ্চয়ই আসবে। তোমার কাছে আসবে। তাই না? তোমার কাছে আসবে।

মেয়ে॥ হ্যাঁ আমার কাছে আসবে।

দৈত্য॥ তাকে দেখতে চাও না?

মেয়ে॥ না। বিপদ আছে। এখন বিপদ আছে।

দৈত্য॥ চাও না? বলো? বলো? চাও না? দেখতে চাও না? ছুঁতে চাও না? ভালবাসতে চাও না?

মেয়ে॥ (দুর্বল হচ্ছে) হ্যাঁ। হ্যাঁ চাই। কিন্তু এখন না। এখন না।

দৈত্য॥ (মেয়ের কথার উপরেই) চাও না? চাও না? চাও না?

মেয়ে॥ না। বিপদ আছে। এখন না।

দৈত্য॥ (সমানভাবে) চাও না? চাও না?

মেয়ে॥ (আরো দুর্বল) হ্যাঁ। না। বিপদ—না—হ্যাঁ—এখন না—হ্যাঁ—হ্যাঁ—না—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ চাই। চাই!

দৈত্য॥ (সম্মোহনের সুরে) ঘুমোও। ঘুমোও তাহলে। ঘুমোও। স্বপ্ন দেখো। স্বপ্ন। সে আসবে। সে আসছে। আসছে।

মেয়ে॥ (সম্মোহিত) এসো। এসো। এসো।

সঙ্গীরা॥ খোঁজো। বীজ খোঁজো।

দৈত্য॥ শ্ শ্ শ্ শ্!

মেয়ে॥ শুনছো-ও-ও-ও।

সে॥ (মাটির নিচ থেকে) শুনছি।

মেয়ে॥ আমার কাছে এসো।

সে॥ এখন না।

মেয়ে॥ আমার কাছে এসো।

সে॥ পরে।

মেয়ে॥ এখন এসো।

সে॥ যদি ডাকো, যেতে হবে। কিন্তু সময় হয়নি।

মেয়ে॥ একবার এসো। একবার। এ—ক—বা—র।

সে॥ (দুঃখিত স্বরে।) একবার মানে শেষবার। একবার মানে বরাবর।

মেয়ে॥ না না, একবার। শুধু একবার। এসো। এসো। এসো।

[মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে এলো 'সে'। এলো মেয়ের কাছে। দৈত্যের সঙ্গীরা নড়ে চড়ে উঠলো। দৈত্য ইসারায় থামিয়ে দিলো তাদের। মেয়েটি ও 'সে' মিলিত হোলো। পূর্ণ মিলনের আভাস। তারপর—]

সে॥ আমি যাই।

মেয়ে॥ (হঠাৎ) আমার ভয় করছে।

সে॥ (স্মিত হাস্যে) ভয় পেয়ো না। বাঁচো।

মেয়ে॥ কিন্তু ওরা তোমায় দেখতে পাবে!

সে॥ (একই হাসি) হ্যাঁ।

মেয়ে॥ (ভয়ে) তোমায় ধরে ফেলবে!

সে॥ (একই হাসি) হ্যাঁ।

মেয়ে॥ (অসহ্য ভয়ে) তোমায় মেরে ফেলবে!

সে॥ (একই হাসি) না।

মেয়ে॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, মেরে ফেলবে তোমায়।

সে॥ পারবে না। এখন আর মারতে পারবে না আমায়।

মেয়ে॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মারবে! মেরে ফেলবে!

সে॥ না! আর নয়। আমি বাঁচবো।

মেয়ে॥ কী করে? কী করে?

সে॥ তোমার মধ্যে।

দৈত্য ॥ (হুঙ্কারে) মারো!!

[দৈত্যের সঙ্গীরা লাফিয়ে পড়লো ঘাড়ে। টেনে নিয়ে গেলো।]

মেয়ে ॥ (আর্ত চিৎকারে) মেরে ফেললাম—ওকে মেয়ে ফেললাম আমি!

[প্রচণ্ড মিলিত গর্জনে দৈত্যের সঙ্গীদের হাতে ধ্বংস হোলো 'সে'।]

মেয়ে ॥ (আর্তনাদ) আ—আ—আ—আ—আ!

দৈত্য ॥ চালিয়ে যাও! সব ঠিক আছে। সব ঠিক থাকবে।

কোরাস ॥ ওঠো। খাও। কাজে যাও। ফিরে এসো। ঘুমোও। (ইত্যাদি)

[ছন্দ আবার অগের মতো নির্ভুল। সঙ্গীরা এসে আবার মিলিত দৈত্য বানিয়েছে। মেয়েটির আর্তনাদ এখন মৃদু গোঙানি। তারপর যন্ত্রণার কাতরানি। গর্ভযন্ত্রণা।]

কোরাস ॥ ওঠো। খাও। কাজে যাও। ফিরে এসো। ঘুমোও।

[আবার ছন্দপতন। আবার ভুল।]

দৈত্য ॥ কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? কী হচ্ছে?

মেয়ে ॥ (যন্ত্রণার মধ্যেই) বাঁচো! বাঁচো বাঁচো বাঁচো! আমার মধ্যে বাঁচো! ওদের মধ্যে বাঁচো! সবার মধ্যে বাঁচো!

দৈত্য ॥ (প্রায় আর্তস্বরে) কী হচ্ছে? কী হচ্ছে? কী হচ্ছে?

মেয়ে ॥ (যন্ত্রণা আনন্দ একসঙ্গে) বীজ। বী—জ। সে বীজ। সে আবার বীজ। আবার। সে আবার। বীজ আবার।

কোরাস ॥ বীজ।

দৈত্য ॥ (আর্তনাদ) বীজ!

[সশব্দে ভেঙে পড়ে গেলো দৈত্য। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিটিয়ে পড়লো চারিদিকে।]

মেয়ে ॥ বাঁচো।

কোরাস ॥ বাঁচো।

মেয়ে ॥ বাঁচো!

কোরাস ॥ বাঁচো! বাঁচো! বাঁচো!

— শেষ —

মিছিল

মুখবন্ধ

'শতাব্দী' নাট্যসংস্থা নাট্যকারের নির্দেশনায় এই নাটক প্রথম অভিনয় করে ১৯৭৪ সালের ১৪ই এপ্রিল উত্তর চব্বিশ পরগণার রামচন্দ্রপুর গ্রামে। কলকাতায় প্রথম অভিনয় তার দু'দিন পরে ১৬ই এপ্রিল অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্-এর তিনতলায় অঙ্গনমঞ্চে।

তারপর প্রায় উনত্রিশ বছর ধরে সমানে অভিনয় চলেছে। সবসুদ্ধু আড়াই শো-র কিছু বেশি অভিনয় হয়েছে।

'মিছিল' স্টেজে করবার নাটক নয়। খোলা মাঠে চারিপাশে দর্শক বসিয়ে অথবা কোনো বড়ো ঘরে মেঝের উপর অভিনয় করবার নাটক। ঘরে হলে দর্শকদের চেয়ার বা বেঞ্চগুলি এমন ভাবে সাজানো থাকবে যাতে গোলকধাঁধার মতো একটি পথ ঘুরে ফিরে যাবে। এই পথটিই অভিনয়ের এলাকা, পথের দুপাশে দর্শকরা বসেছেন—মিছিল দেখতে যেমন রাস্তার দুপাশে দাঁড়াতে হয়। অভিনেতাদের প্রবেশ-প্রস্থানের দুটি পথ। একটি সম্ভাব্য ব্যবস্থার আভাস নাটকের প্রচ্ছদপটে পাওয়া যাবে।

বাদল সরকার

[সময় হলে ঘণ্টা শুরু। কোরাসের পাঁচটি ছেলে—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ এবং একটি মেয়ে--ছয়, সাধারণ দর্শকের মতো বাইরে থেকে ঢুকে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন বসবার জায়গা খুঁজছে। ঘণ্টা থামলো, সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেলো সব আলো। অন্ধকারে কণ্ঠস্বর।]

এক ॥ কী হোলো, আলো নিভে গেলো কেন?
দুই ॥ ফিউজ্ হয়ে গেলো না কি সব?
তিন ॥ লোড্ শেডিং! এ যা হয়েছে না? প্রত্যেক দিন—
চার ॥ না না, সাবোতাজ্—কেউ তার কেটে দিয়েছে—
পাঁচ ॥ সাবধান! এই কিন্তু ছিনতাইয়ের মওকা—
ছয় ॥ এ যে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, কী হবে?
এক ॥ আঃ মশাই, ঘাড়ে এসে পড়ছেন যে, দেখে হাঁটুন!
দুই ॥ দেখবো কী করে মশাই এই অন্ধকারে? বেড়াল না কি?
তিন ॥ আহাঃ, আগে চলুন আগে চলুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না—
চার ॥ আরে ধ্যাৎ, এই অন্ধকারে কোন গর্তে গিয়ে পড়বো—
পাঁচ ॥ পকেট সাবধান পকেট সাবধান, এই কিন্তু সুযোগ—
ছয় ॥ কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না, এ কী হোলো?
[হঠাৎ একটা গগনভেদী আর্তনাদ, কেউ খুন হোলো যেন]
এক ॥ কী হোলো কী হোলো?
দুই ॥ ও রকম করে চ্যাঁচালো কে?
তিন ॥ খুন! খুন হয়েছে!
চার ॥ না না, গর্তে পড়েছে কেউ—
পাঁচ ॥ ছুরি মেরেছে ছুরি—সাবধান!
ছয় ॥ আলো! আলো জ্বালো আলো—
এক ॥ টর্চ নেই কারো কাছে, টর্চ?
দুই ॥ শহরের মধ্যে টর্চ নিয়ে আর কে হাঁটছে?
তিন ॥ দেশলাই? লাইটার?
চার ॥ যা হয় কিছু জ্বালান না মশাই!
পাঁচ ॥ বিড়ি-সিগ্রেট তো খায় লোকে, দেশলাই নেই?
ছয় ॥ (প্রায় কান্না) কেন মরতে বেরোলাম আজ!
[ফসফস করে দেশলাই জ্বললো। অল্পক্ষণ আবছা আলোয় নীরবে খোঁজা। তারপর কাঠি পুড়ে শেষ, আবার অন্ধকার]

এক ॥ কই, কেউ তো কোথাও নেই?

দুই ॥ কেউ নেই তো চ্যাঁচালো কে?

তিন ॥ খুন হয়েছে নির্ঘাত!

চার ॥ না না গর্তে পড়েছে, সারা রাস্তা খুঁড়ে তো একেবারে—

পাঁচ ॥ ছুরি মেরে লাশ সরিয়ে ফেলেছে—

ছয় ॥ আমি বাড়ি যাবো, বাড়ি যাবো—

[হঠাৎ কোটালের হুঙ্কার শোনা গেলো]

কোটাল ॥ অ্যাই! কিসের গোলমাল?

এক ॥ আলো নিভে গেছে, অন্ধকার—

দুই ॥ কে যেন চ্যাঁচালো, বীভৎস চিৎকার—

তিন ॥ খুন হয়েছে, একদম খুন—

চার ॥ না না বেঁচে আছে, গর্তে পড়েছে—

পাঁচ ॥ ছুরি মেরেছে, লাশ নিয়ে গেছে—

ছয় ॥ পুলিস! পুলিস!

কোটাল ॥ (হুঙ্কারে) থামো।

[আলো জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। সবাই চুপ, চোখে হাত চাপা। কোটাল দাঁড়িয়ে আছে একটি প্রবেশ পথে। লম্বায়, চওড়ায়, মুখের ভঙ্গীতে, মিলিটারি-মার্কা পোশাক-টুপি-বেটনে ভয় পাবার মতো চেহারা।]

কই, কে খুন হয়েছে?

[সকলে খুঁজলো। কাউকে পাওয়া গেলো না।]

কেউ খুন হয় নি।

[সবাই একসঙ্গে কথা বলে উঠলো। কারো কথা বোঝা গেলো না, শুধু একটা গোলমাল।]

এক ॥ কিন্তু আমরা—

দুই ॥ নিজের কানে—

তিন ॥ নির্ঘাৎ খুন—

চার ॥ গর্তে পড়েছে—

পাঁচ ॥ ছুরি মেরেছে—

ছয় ॥ কী কাণ্ড—

[কোটালের ধমকে একসঙ্গে থেমে গেলো সবাই]

কোটাল ॥ (ধমকে) বাজে কথা! মিথ্যে গুজব! বাড়ি যাও সব!

[কোটাল এগিয়ে এলো। ওরা তাড়া খেয়ে সরে যেতে লাগলো। হঠাৎ দর্শকের

আসনে আগে থেকে বসে থাকা একটি ছেলে—খোকা— তালগোল পাকিয়ে পড়ে গেলো মাটিতে। সবাই একসঙ্গে আগের মতো চেঁচামেচি করে ছুটে এলো তার কাছে।]

এক ॥ ঐ তো ঐ তো—

দুই ॥ তবে? ঐ চিৎকার নইলে—

তিন ॥ বললাম খুন হয়েছে—

চার ॥ গর্তে পড়ে মরেছে—

পাঁচ ॥ ঐ তো লাশ—

ছয় ॥ ও মা গো—

কোটাল ॥ (প্রচণ্ড ধমকে) চোপ!

[সবাই থেমে গেলো একসঙ্গে]

কেউ খুন হয় নি, যাও বাড়ি যাও।

কোরাস ॥ (সমস্বরে) কিন্তু—

কোটাল ॥ (গলা ফাটিয়ে) বাড়ি যাও বলছি!

[রুখে এগিয়ে গেলো। ওরা সবাই সরে পড়লো। কোটাল ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগলো। খোকার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। প্রথমে মৃদু, তারপর ক্রমে জোর হয়ে উঠলো কণ্ঠস্বর। উঠে বসলো খোকা কথা বলতে বলতে, দাঁড়ালো, হাঁটতে লাগলো, ছুটতে লাগলো, প্রাণপণে কোটালের আর দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু কোটাল তাকে দেখতেই পাচ্ছে না, একেবারে সামনে এলেও না।]

খোকা ॥ আমি খুন হয়েছি। আমি। এই যে এখানে। আমি খুন হয়েছি। আমি! আমি! এই যে—আমি! আমাকে মেরে ফেলেছে। আমি মরে গেছি। এইমাত্র। এইমাত্র খুন হয়েছি আমি! আমি খুন হলাম আজ। আমি খুন হয়েছি গতকাল। আমি খুন হয়েছি পরশু। তরশু। গত হপ্তায়। গত মাসে! গত বছর! আমি খুন হই রোজ। রোজ রোজ খুন রোজ মৃত্যু রোজ! আমি খুন হবো কাল। পরশু, তরশু, আসছে সপ্তায়। আসছে মাসে। আসছে বছর! আমি! আমি! দেখতে পাচ্ছো না কেন? শুনতে পাচ্ছো না কেন? আমি! আমি! এই যে এখানে—আমি—খুন হয়েছি—মরে গেছি—রোজ খুন হই—রোজ রোজ খুন রোজ মৃত্যু রোজ—

[খোকার চিৎকার আগের মতো এক গগনভেদী আর্তনাদে ফেটে পড়লো, পথে লুটিয়ে পড়লো খোকা। কোটাল কিছুই না দেখে, কিছুই না শুনে, তার দেহ ডিঙিয়ে চলে গেলো। অন্য পথে কোরাস ঢুকলো কীর্তনের সুরে গান গাইতে গাইতে।]

কোরাস ॥ (গান)

ভজো গৌরাঙ্গ কহো গৌরাঙ্গ লহো গৌরাঙ্গের নাম হে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ হে॥
ভজো গৌরাঙ্গ কহো গৌরাঙ্গ লহো গৌরাঙ্গের নাম হে।
যে জন প্রত্যহ মরে সে হয় আমার প্রাণ হে॥

[যখন খোকার কাছে পৌঁছোলো, তখন গান করতে করতেই তার শক্ত হয়ে থাকা দেহটা কোরাসের চারজন কাঁধে তুলে চলতে লাগলো আবার। একজন দু'জন করে গান থামিয়ে হরিধ্বনি দিতে আরম্ভ করলো। গানটা পুরো হরিধ্বনিতে পরিণত হোলো শেষে।]

কোরাস ॥ বলো হরি, হরিবোল। আবার বলো হরিবোল। বলো হরি, হরিবোল।

[খোকার দেহ নিয়ে বেরিয়ে গেলো ওরা। অন্য দিক থেকে ক্লাউনের টুপি-পরা বুড়ো লাফিয়ে পড়লো পথে।]

বুড়ো ॥ ছ্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা র‍্যা ইয়া-হু-উ-উ! মিছিল! মিছিল! শবযাত্রা শোভাযাত্রা পদযাত্রা শুভযাত্রা অযাত্রা কুযাত্রা! আসুন আসুন মিছিল চলছে—চটপট চলে আসুন!

[নাটক আরম্ভের সময়ে যদি দর্শকদের প্রবেশ বন্ধ রাখা যায়, তবে এইখানে দেরি করে আসা দর্শকদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে।]

বসে যান রাস্তার দু'পাশে, সুবিধে মতো জায়গা বেছে নিয়ে বসে যান। আসুন আসুন, চলে আসুন চটপট, বসে যান—মিছিল মিছিল! অন্নবস্ত্র মিছিল, পরমার্থ মিছিল, বিপ্লবী মিছিল, মিলিটারি মিছিল, উদ্বাস্তু মিছিল, বন্যাত্রাণ মিছিল, শোক মিছিল, প্রতিবাদ মিছিল, উৎসব মিছিল, সিনেমা-গুরু মিছিল!

[গান গাইতে গাইতে কোরাস ঢুকলো]

কোরাস ॥ (গান)

মিছিল মিছিল মিছিল। মিছিল মিছিল মিছিল।
মিছিল মিছিল মিছিল মিছিল মিছিল মিছিল মিছিল।

[কোরাস ঢুকতে বুড়ো তাদের কাছে গেছে। 'এক' বুড়োর মাথা থেকে টুপি খুলে নিয়েছে। ওরা গানের তালে তালে মার্চ করে এগোচ্ছে। বুড়ো সকলের পেছনে যোগ দিয়েছে মার্চে আর তালে। কোরাস গাইতে গাইতে চলে গেলো, বুড়ো রয়ে গেলো।]

বুড়ো ॥ আমি যখন ছোট ছিলাম, খুব খুব ছোট—তখন এক দিন, এক সকালে, হেমন্ত-শীতের মাঝামাঝি হিম হিম রোদ রোদঝিরঝিরে মিষ্টি এক সকালে,

আমার বাবার হাত ধরে রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম। কাঁচা রাস্তা দিয়ে শুকনো পাতা খচমচিয়ে মাড়াতে মাড়াতে গাছের পাতার বুনো ফুলের কাঁচা মাটির গন্ধে গন্ধে হাঁটছিলাম আমার বাবার হাত ধরে, আর রাস্তাটা এঁকে বেঁকে যাচ্ছিলো, পায়ের নিচ দিয়ে পেছনে সরে যাচ্ছিলো, আবার নতুন রাস্তা আসছিলো।

[হাঁটতে আরম্ভ করেছে]

সব রাস্তা একটু দূরে গিয়ে মোড় ঘুরে অদৃশ্য আবার মোড়ে পৌঁছোলে নতুন রাস্তা আবার নতুন মোড়ে অদৃশ্য আবার নতুন আবার নতুন রাস্তা মোড় রাস্তা অদৃশ্য রাস্তা নতুন রাস্তা রাস্তা রাস্তা রাস্তা রাস্তা-আ-আ— (দাঁড়িয়ে গেলো)। তারপর বাবা বললো—খোকা চলো ফিরি, আমি বললাম আর একটু ঐ মোড় অবধি ঐ মোড়ের পর কী আছে দেখবো— (আবার হাঁটা) মোড় ঘুরে নতুন রাস্তা বাবা বললো চলো ফিরি আমি বললাম আর একটু ঐ মোড়ের পর কী আছে মোড় ঘুরে নতুন রাস্তা চলো ফিরি আর একটু ঐ মোড় আর একটু ঐ মোড়—

[কোরাসের কণ্ঠস্বব বাইরে থেকে]

কোরাস ॥ (সমস্বরে) খোকা চলো ফিরি খোকা চলো ফিরি...

বুড়ো ॥ (একসঙ্গে) আর একটু ঐ মোড় আর একটু ঐ মোড়...

[বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেলো বুড়ো]

কোরাস ॥ (বাইরে থেকে সমস্বরে ডেকে) খোকা-আ-আ। (চিৎকার) খোকা-আ-আ! (উদ্‌ভ্রান্ত চিৎকার) খোকা-আ-আ!

[প্রায় ছুটে কোরাস ঢুকলো। সারা পথে ছড়িয়ে পড়ে হাঁটছে, প্রশ্ন করছে দর্শকদের।]

এক ॥ আপনারা কেউ খোকাকে দেখেছেন?

দুই ॥ খাঁদা নাক, ড্যাবা চোখ, পাতলা চুল?

তিন ॥ অল্প বয়স, অল্প বুদ্ধি, অল্প জ্ঞান?

চার ॥ অল্পবিস্তর বেঁটে, অল্পবিস্তর ফর্সা, অল্পবিস্তর রোগা?

পাঁচ ॥ একটু সরল, একটু চপল, একটু পাগল?

ছয় ॥ আপনারা কেউ খোকাকে দেখেছেন?

[দাঁড়িয়ে গেলো ওরা। সারা পথে ছড়িয়ে।]

এক ॥ নিরুদ্দেশ! নিরুদ্দেশ! নাম খোকা, বয়স কম, নাক খাঁদা, দেহ রোগা, মস্তিষ্ক ঈষৎ বিকৃত। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সন্ধান পাইলে নিকটস্থ পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করুন।

দুই ॥ গুম খুন গায়েব। খোকা নামক বালক। রাজনৈতিক মতবাদ অজ্ঞাত। জীবিত বা মৃত ধরিতে পারিলে অথবা সন্ধান পাইলে নিকটস্থ পুলিস স্টেশনে অথবা সেন্ট্রাল মিসিং স্কোয়াডে খবর দিন।

তিন ॥ হ্যালো কাস্টমস্। হ্যালো বর্ডার সিকিউরিটি! হ্যালো ইন্টারপোল! খোকা লস্ট। খোকা অ্যাট্ লার্জ। অ্যালার্ট এভ্রিবডি!

ছয় ॥ আকাশবাণী কলকাতা। আকাশবাণী দিল্লী। আকাশবাণী বম্বে মাদ্রাজ কানপুর বাঙালোর গৌহাটি ইম্ফল। খোকার সন্ধান চাই। টুং টাং।

চার ॥ এস্-ও-এস! এস্-ও-এস্! এম্-ভি মারুতি, এস্-এস্ লিবার্টি, এম্-ভি ফুজিয়ামা, এস্-এস্ ড্রাকুলা, এম্-ভি জলরাজ জলদূত জলকেলি জলচর জলজন্তু জলযোগ—

পাঁচ ॥ হ্যালো হ্যালো—স্পুটনিক্ টোয়েন্টি-টু, লুনা থার্টি-থ্রি, অ্যাপোলো ফর্টি-ফোর, উর্বশী ফিফ্‌টি-ফাইভ—

[আবার হাঁটা শুরু হোলো]

এক ॥ খোকা যেখানেই থাকো ফিরে এসো—

দুই ॥ তোমার বাবা মা কেঁদে কেঁদে প্রতি রাত্রে শয্যাশায়ী—

তিন ॥ তোমার ভাইবোনেরা কেঁদে কেঁদে খেলছে, খেলে খেলে কাঁদছে—

চার ॥ তোমার মামা কাকা মাসী পিসী কেঁদে কেঁদে খাচ্ছে, খেতে খেতে কাঁদছে—

পাঁচ ॥ খোকা ফিরে এসো, যা চাও পাবে—

ছয় ॥ ব্যাট বল বিস্কুট চকলেট—

এক ॥ বই খাতা ইস্কুল কলেজ—

দুই ॥ পাস ফেল চাকরি ব্যবসা—

তিন ॥ জমি জমা বিষয় সম্পত্তি—

চার ॥ বাড়ি গাড়ি সোনা দানা—

পাঁচ ॥ সুখ শান্তি ধর্ম মোক্ষ—

ছয় ॥ বৌ ছেলে নাতি পুতি—

কোরাস ॥ সব পাবে ফিরে এসো সব পাবে ফিরে এসো...

[ওদের মধ্যে একজন গান ধরলো—'ফিরে চলো আপন ঘরে'-র সুরে]

(গান) ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফিরে এসো, আপন ঘরে, পথে পথে ঘোরো মিছে, ঘরে সবাই কেঁদে মরে।]

[গাইতে গাইতে চলে গেলো। বুড়ো এলো অন্য পথে।]

বুড়ো ॥ বাপ মা নাম রেখেছিলো—খোকা। হাজার হাজার বাপ-মা'র হাজার হাজার খোকা। খোকা মানে যে ছোট। খোকা মানে যে বড়ো হয় নি। খোকা মানে

অপক্ক অর্বাচীন অপরিণত। খোকার সঙ্গে মেলে বোকা আর ধোঁকা।

[কোবাসের ডাক বাইরে থেকে]

কোরাস ॥ (সমস্বরে) খোকা-আ-আ ফিরে এসো-ও-ও—

[বুড়ো হাঁটতে হাঁটতে ওদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জবাব দিচ্ছে]

বুড়ো ॥ খোকা-আ-আ হারিয়ে গেছে-এ-এ—

কোরাস ॥ খোকা-আ-আ ফিরে এসো-ও-ও—

বুড়ো ॥ খোকা ফিরবে না ও বাড়িতে আর ফিরবে না-আ-আ—

কোরাস ॥ খোকা-আ-আ ফিরে এসো-ও-ও বাড়ি ফিরে এসো-ও-ও—

বুড়ো ॥ ও বাড়ি আর নয়, যদি ফেরে তো অন্য বাড়ি, সত্যি বাড়ি সত্যিকারের সত্যি বাড়ি-ই-ই—

কোরাস ॥ খোকা-আ-আ ফিরে এসো-ও-ও ফিরে এসো-ও-ও ফিরে এসো-ও-ও—

[কোরাসের ডাক যেন অনেক দূবে গিয়ে মিলিয়ে গেলো। বুড়ো আবার স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে।]

বুড়ো ॥ কিন্তু রাস্তা কোথায়? ঘুরে ফিরে সেই একই রাস্তা। মোড় ঘুরে মোড় ঘুরে একই রাস্তা। মিছিল কোথায়? যে মিছিল পথ দেখাবে? সত্যিকারের সত্যি মিছিল?

[হঠাৎ বাইরে থেকে বিকট আর্তনাদ খোকার]

ও কী? ও কে? মরে গেলো? খুন হোলো? না হারিয়ে গেলো? কোথায়? ঐ মোড়? মোড় ঘুরে আবার মোড়? আবার মোড়? আবার মোড়?

[বলতে বলতে মোড় ঘুরে ঘুরে ছুটে বেরিয়ে গেলো বুড়ো। কোরাস ঢুকলো ছুটে। 'এক'-এর হাতে খবরের কাগজে তৈরি গাধার টুপি ছ'খানা।]

এক ॥ পেপার পেপার! আনন্দবাজার অমৃতবাজার যুগান্তর স্টেট্‌স্‌ম্যান টাইম্‌স্‌ হিন্দু—পেপার পেপার—

[এক পাক ঘুরে 'এক' দাঁড়িয়েছে। অন্যরাও একপাক ছুটে তার কাছ থেকে টুপি নিয়ে মাথার পরে আবার ছুটছে। সবশেষে 'এক'-ও টুপি পরে ছুটলো।]

দুই ॥ মধ্যপ্রাচ্যে আবার সংঘর্ষ।

তিন ॥ বিশ্বব্যাপী তৈল সংকট।

চার ॥ প্রশান্ত মহাসাগরে আবার হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ।

পাঁচ ॥ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা সমিতির বৈঠক।

ছয় ॥ কৃত্রিম হৃৎপিণ্ডের আর একটি পরীক্ষা।

[ছোটা থামিয়ে হাঁটা এবার]

এক ॥ পেরুতে ভূমিকম্প।

দুই ॥ বাংলাদেশে সাইক্লোন।

তিন ॥ চিলিতে অভ্যুত্থান।

চার ॥ ইটালিতে ট্রেন দুর্ঘটনা।

পাঁচ ॥ জাপানে মুদ্রাস্ফীতি।

ছয় ॥ নিউজিল্যান্ডে টেস্ট ম্যাচ।

[এবার হাঁটা ক্লান্ত পায়ে]

এক ॥ রেশনে চালের দর বাড়লো।

দুই ॥ সর্ষের তেলের বদলে রেপ্‌সীড।

তিন ॥ গুদামে লক্ষ টাকার চিনি নষ্ট।

চার ॥ স্টেট ট্রান্সপোর্টে এবারও লোকসান।

পাঁচ ॥ ট্রেন চলাচলে আবার বিপর্যয়।

ছয় ॥ পরীক্ষা আবার পিছিয়ে গেলো।

[দাঁড়িয়ে গেলো সারা পথে ছড়িয়ে]

এক ॥ আমাদের আরো দুর্দশার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী।

দুই ॥ ঘন ঘন রাজধানীতে যাই রাজ্যেরই প্রয়োজনে। মুখ্যমন্ত্রী।

তিন ॥ তেলের বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোনো ভদ্রলোকের চুক্তি হয় নি। খাদ্যমন্ত্রী।

চার ॥ শহরের ফুটপাথ বিলি করবার অধিকার পৌরসভার আছে। পৌরপিতা।

পাঁচ ॥ আধ্যাত্মিকতার পথেই দেশের সমৃদ্ধি আসবে। জগৎগুরু

ছয় ॥ সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। কবিগুরু।

[উপরের কয়েকটি পর্যায়ের খবরগুলি অভিনয়ের সমকালীন খবর হলে ভালো হয়, অবশ্য প্রতি পর্যায়ের সঙ্গতি রেখে। 'ছয়'-এর শেষ উদ্ধৃতিটি অপরিবর্তিত থাকা দরকার। এরপর মুখে সাইরেনের আওয়াজ, তার মধ্যে কোরাস রেলগাড়ি হয়ে গেলো। এক পাক ঘুরে এলো 'কু ঝক ঝক' করতে করতে, তারপর সারা পথে ছড়িয়ে গেলো ফেরিওয়ালা ভিখারি ইত্যাদি হয়ে, যেন ট্রেনের কামরা।]

এক ॥ আচ্ছা, আপনারা যারা রেলপথে যাতায়াত করে থাকেন, তাঁদের কাছে দুটো কথা বলছি। দেখুন, আপনারা সকলেই কলম ব্যবহার করে থাকেন। আজ আপনাদের একটা নতুন কলম দেখাচ্ছি। কলমটার নাম—ফুং সুং। বলতে পারেন—এটা কি চাইনিজ্ পেন? না, এটা চাইনিজ্ পেন নয়। এই জাতের একটা চাইনিজ্ কলমের দাম পড়ে আঠেরো টাকা। কিন্তু আপনারা এই পেন পাচ্ছেন মাত্র এক টাকায়। মাত্র এক টাকা! তিনটে পেন একসঙ্গে নিলে মাত্র দু'টাকা পঞ্চাশ। বলুন দাদা, চেয়ে নিন। এই দামে এই পেন শুধু

রেলপথেই পাচ্ছেন। কোম্পানি বিজ্ঞাপনের জন্যে শুধু রেলপথে মাত্র এক টাকায় দিচ্ছে। তিনটে একসঙ্গে নিলে আড়াই টাকা। হাত থেকে পড়ে গেলে ফাটে না বা ভাঙে না, কালি লিক করে না। বলুন দাদা, কাকে দেবো, চেয়ে নিন—

[অন্যরা একই সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কথা বলছে]

দুই॥ লজেন্স! লজেন্স! টক ঝাল নোন্তা মিষ্টি—চার রকম স্বাদ পাচ্ছেন। চাটনি লজেন্স—জোড়া দশ পয়সা। এক একটা আধ ঘণ্টা গালে থাকবে, তেষ্টা মিটবে, বলুন দাদা—লজেন্স—

তিন॥ জল চাই বাবু—জল! জল দেবো জল!

চার॥ পান বিড়ি সিগ্রেট। পান বিড়ি সিগ্রেট!

পাঁচ॥ চা! চা গ্রাম! চা!

ছয়॥ (ভিখারিণীর গান)

নেচেনেচে আয় মা শ্যামা, আমি যে তোর সঙ্গে যাবো।

['এক' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হেঁকে উঠলো]

এক॥ ড্ল্যাউসি ড্ল্যাউসি ধরমতল্লা!

[সবাই ছুটে গিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরলো বাদুড়ঝোলা হয়ে। ভিড়ের বাস এগোতে লাগলো।]

দুই॥ ও দাদা, পা-টা পা-টা একটা পা একটুখানি একখানা পা—

তিন॥ তাই বলে আমার পায়ের ওপরেই পা-টা চাপালেন দাদা?

দুই॥ কী করবো বলুন? ফুটবোর্ড ফুটে ফুটে ছেয়ে গেছে যে!

তিন॥ পরের বাসে এলেই তো পারতেন!

দুই॥ তারা বলতো আগের বাসে গেলেন না কেন? কী জবাব দিতাম আমি?

এক॥ যাও ভাই ঠিক হ্যায়!

চার॥ রোক্কে রোক্কে নামবো যে!

পাঁচ॥ ডালহৌসি গিয়ে একেবারে নামবেন দাদা।

চার॥ ডালহৌসি নামবো কী? আমার দোকান এখানে—

পাঁচ॥ ডালহৌসিতেও বিস্তর দোকান আছে।

দুই॥ ও দাদু! একটু একটু এগিয়ে যান না! আঃ, এত জায়গা সামনে, কেউ এগোবে না!

তিন॥ বাঙালিকে কখনো সামনে এগোতে দেখেছেন দাদা?

পাঁচ॥ ও দাদা, আপনি যে আমার কোঁচাটা নিয়ে পকেটে পুরলেন?

চার॥ অ্যাঁ? তাই না কি? আমারটা গেলো কোথায়?

পাঁচ ॥ ঐ তো ঝুলছে!

চার ॥ ও হ্যাঁ, পেয়েছি।

পাঁচ ॥ ও মশাই, দু'টো কোঁচাই পকেটে পুরলেন যে? অন্তত একটা আমায় দিন?

ছয় ॥ কন্ডাকটর বেঁধে! একটু সাইড্ দিন না, নামবো।

তিন ॥ আসুন, চলে যান! ঠেলে চলে যান না!

দুই ॥ উঃ! অফিস টাইমে কেন যে মেয়েরা বাসে ওঠে!

ছয় ॥ আমাদেরও অফিস করতে হয়, বুঝলেন?

দুই ॥ মেয়েদের ট্রামে গেলেই তো পারতেন?

চার ॥ ও মশাই, বাজে ফ্যাচ ফ্যাচ করছেন কেন? মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানেন না?

দুই ॥ কেন কী বলেছি কী?

পাঁচ ॥ আঃ হাঃ, যেতে দিন যেতে দিন—

ছয় ॥ যেতে দিন, একটু যেতে দিন, নামবো—

এক ॥ একটু নেমে দাঁড়ান না! দেখছেন না, লেডিজ্ নামছে?

['ছয়' নামলো]

যাও ভাই ঠিক হ্যায়!

ছয় ॥ এই বেঁধে বেঁধে, চটি আমার চটি—

[কিন্তু বাস এগিয়ে গেছে]

পাঁচ ॥ (চেঁচিয়ে) কাল এই সময়ে আসবেন, চটি পেয়ে যাবেন!

[আবার সাইরেনের শব্দ। 'তিন', 'চার', 'পাঁচ' এক জায়গায় কারখানার মেশিন হয়ে গেলো। 'ছয়' আর এক জায়গায় টেলিফোন অপারেটর। 'এক' আর 'দুই' ঘুরে ঘুরে কথা বলছে। সব কথা আর আওয়াজ এক সঙ্গেই চলছে।]

এক ॥ সাঁইত্রিশ টাকা কুড়ি। আটত্রিশ পঞ্চাশ। পঁয়ত্রিশ টাকা পঁচাত্তর। থ্রি পার্সেন্ট। সেভ্ন্ অ্যান্ড হাফ্ পার্সেন্ট। লগ্নি। আমানত। চালান। ভাউচার। শেয়ার। বোনাস। ডিভিডেন্ড। ইকুইটি। লিকুইডেশন।

দুই ॥ টন। হন্দর। পাউন্ড। কিলোগ্রাম। ফুট। মিটার। গ্যালন। পাঁইট। লিটার। ডজন। গ্রোস। বস্তা। পেটি। ওয়াগন। প্যাকেট। ফাইল। কুইন্টাল।

ছয় ॥ ফোর সিক্স থ্রি ফাইভ টু ফোর। ইয়েস স্যার। হ্যালো, কথা বলুন। হ্যালো! ট্রাঙ্ক কল ফ্রম বম্বে। হ্যালো থ্রি ফোর এইট টু ডাব্ল্ ফোর। কথা বলুন। হ্যালো হ্যালো—আউট অফ অর্ডার। হ্যালো। আপনি ছেড়ে দিন। হ্যালো। এন্‌গেজ্‌ড। হ্যালো. লাইন বিজি, হোল্ড অন্ প্লীজ।

[আবার সাইরেন। সবাই ঘুরে ঘুরে কথা বলছে। 'পাঁচ' আর 'ছয়' একসঙ্গে জুটি বেঁধে]

এক ॥ আসুন বাবু আসুন, দু'টাকা পাঁচ—আট টাকা, নিয়ে যান বাবু হাউস ফুল—হেভি ঝাড় হেভি ঝাড়—আট টাকা আট টাকা লেবেন নাকি? এই যে বাবু—

দুই ॥ দু'নম্বরে একটা মোগলাই। সাত নম্বরে দু'কাপ চা! দু' টাকা চল্লিশ! ফিশ্ ফ্রাই দু'টো হবে! টেবিলটা সাফ কর্! তিন টাকা ষাট!

তিন ॥ (গলা সাধছে) সা রে গা, রে গা মা, গা মা পা, মা পা ধা—

চার ॥ (টেনিস খেলছে) ঠা! ঠা! ফিফটিন লাভ্। ঠা! ঠা! ঠা! থার্টি ফিফটিন।—

পাঁচ ॥ তুমি কাল অত গম্ভীর হয়ে ছিলে কেন?

ছয় ॥ আমি কোথায়? তুমিই তো গোমড়ামুখো হয়ে বসেছিলে!

[খানিক পরে 'এক' একটি প্রবেশপথের কাছে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা পিটতে আরম্ভ করলো ঘড়ির মতো। আবছা আলো। অন্যরা নিঃশব্দে চলে গেলো একে একে। এগারোটা বাজলো। 'এক'-ও চলে গেলো। অন্য পথে বুড়ো এসেছে।]

বুড়ো ॥ মিছিল মিছিল আমি হারিয়ে গেছি, আমি পথে পথে পথ খুঁজে চলেছি মিছিলে মিছিলে, বাড়ি যাবার পথ। পুরোনো বাড়ি নয়, অন্য বাড়ি, সত্যি বাড়ি, সত্যিকারের সত্যি বাড়ি, মিছিল মিছিল—

[অন্য পথে বেরিয়ে গেলো। তার আগেই খোকা এসেছে, বুড়োর মতোই হাঁটছে।]

খোকা ॥ মিছিল মিছিল রাজপথে জনপথে মিছিল মিছিল! প্রতিদিন রাজপথে জনপথে মিছিলের পায়ের নিচে নিচে গুঁড়িয়ে যাচ্ছি আমি, মরে যাচ্ছি, খুন হচ্ছি, মিছিল মিছিল—

[শেষ দিকে খোকার কণ্ঠস্বরে যন্ত্রণা। চলে গেলো সে। যে পথ দিয়ে ওরা ঢুকেছিলো, সেইখানে কোটাল।]

কোটাল ॥ খবরদার!

[পুরো আলো জ্বলে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে]

কেউ খুন হয় নি। কেউ হারিয়ে যায় নি। সব ঠিক আছে। চালু করো। মিছিল চালু করো-ও-ও-ও—

[সারা পথ ছুটে পার হয়ে বেরিয়ে গেলো। কোরাসের 'এক' থেকে 'পাঁচ' ঢুকলো ব্যান্ড পার্টি হয়ে। হিন্দী ফিল্ম-সংগীতের সুরে বাজনা। একটু পরে ব্যান্ড পার্টি পরিণত হোলো রথযাত্রার মিছিলে। মাথার উপর হাত তুলে রথের চূড়ো, টানতে টানতে চিৎকার—'জগন্নাথ মহাপ্রভুকি জয়'! তারপর তাজিয়া নিয়ে মহরমের মিছিল, 'হাসান-হোসেন' ধ্বনি বুক চাপড়ে। পরের মিছিল—

বড়দিনের আবাহন গান (ক্রিস্‌মাস্‌ ক্যারল্‌স্‌)। তারপর পূজোর ভাসান কোরাসের একজন ঠাকুরের প্রতিমা, তাকে তুলেছে অন্য দুজন। ঢাক-কাঁশির সঙ্গে ধ্বনি—'বলো বলো দুর্গাঠাকুর মাঈকি জয়! লক্ষ্মীঠাকুর মাঈকি জয় কালীঠাকুর মাঈকি জয়! কার্তিকঠাকুর মাঈকি জয়!' প্রতিবারে প্রতিমার উপযুক্ত ভঙ্গী। তারপর 'ভোলাবাবা পার করেগা' বলে কাঁধে বাঁক নিয়ে দৌড়। শেষে এক জায়গায় থেমে—'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগি, মহাদেব' বলে মাটিতে উবুড় হয়ে দণ্ডি। কর্তা এলো।]

কোরাস॥ গুরু গুরু গুরুদেব!

[ছুটে কর্তার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে নমস্কার]

কর্তা॥ মানুষ জন্মালে শিশু হয়! শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ।

কোরাস॥ গুরু গুরু গুরুদেব!

[কোরাস ছুটে গিয়ে অন্য এক জায়গায় বসলো। কর্তা তাদের কাছে গেলো প্রত্যেকবারেই এইরকম স্থান পরিবর্তন।]

কর্তা॥ শিশু বড়ো হলো কর্মী হয়! কর্মীরাই জাতির বর্তমান।

কোরাস॥ গুরু গুরু গুরুদেব!

কর্তা॥ কর্মী বুড়ো হলে বৃদ্ধ হয়। বৃদ্ধরাই জাতির অতীত।

কোরাস॥ গুরু গুরু গুরুদেব!

কর্তা॥ আমাদের এই মহান জাতির মহান অতীত মহান বর্তমান মহান ভবিষ্যৎ—সব একাকার করে দিতে হবে।

কোরাস॥ গুরু গুরু গুরুদেব!

কর্তা॥ এক মহান কালজয়ী সমন্বয়।

কোরাস॥ গুরু গুরু গুরুদেব!

কর্তা॥ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ একসূত্রে বেঁধে দিতে হবে।

কোরাস॥ গুরু গুরু গুরুদেব!

কর্তা॥ সে সূত্র-ধর্ম।

[কর্তা চলে গেলো। কোরাস উঠে গান গেয়ে ঘুরতে লাগলো।]

কোরাস॥ (গান) একই সূত্রে বাঁধা আছি সহস্র জনম
একই কথা একই ব্যথা একতা পরম
বন্দেমাতরম্‌ বন্দে মাতরম্‌

এক॥ (চিৎকার ক'রে) বন্দে মাতরম্‌।

কোরাস॥ (সাড়া দিয়ে) বন্দে মাতরম্‌।
(গান) বন্দে মাতরম্‌

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম্।

এক ॥ (আবার চিৎকার) বন্দে মাতরম্!

[ওরা এখন পথের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে]

দুই ॥ মনে রাখিও তুমি জন্ম হইতে মায়ের নিকট বলিপ্রদত্ত।

তিন ॥ জয় সদাশয় সরকার ইংরাজ-বাহাদুরের জয়!

কোরাস ॥ (গান) গড্ সেভ্ আওয়ার নোব্‌ল্ কুইন/লং লিভ্ আওয়ার গ্রেশাস্ কুইন। গড্ সেভ্ দ্য কুইন।

পাঁচ ॥ ডেথ্ টু দ্য ব্রিটিশ ডগ্‌স্!

[মুখে বোমার শব্দ করলো]

চার ॥ ডেথ্ টু দ্য টেররিস্ট্‌স!

[মুখে গুলি করার শব্দ। কোরাস একযোগে গান ধরলো। তালে তালে নাচ। পুরানো যুগের দেশাত্মবোধক গান, কবি নজরুলের 'কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট' সবচেয়ে উপযোগী।]

এক ॥ স্বরা—আ—আ—জ!

দুই ॥ অহিংসা—আ—আ!

তিন ॥ অসহযো—ও—ও—গ।

চার ॥ সত্যাগ্রহ—অ—অ!

পাঁচ ॥ চরকা—আ—আ!

এক ॥ হিন্দু মুসলিম এক হো!

দুই ॥ কুইট্ ইন্ডিয়া!

তিন ॥ ডু অর ডাই!

চার ॥ করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে!

পাঁচ ॥ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়ো!

['এক' হঠাৎ লাফিয়ে একদিকে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো।]

এক ॥ লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান!

[সঙ্গে সঙ্গে কোরাস দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে মুখোমুখি।]

কোরাসের এক ভাগ ॥ আল্লা হো আকবর!

কোরাসের অন্য ভাগ ॥ বন্দে মাতরম্!

[দু'তিনবার এইরকম চিৎকারের পর মারামারি]

কোরাস ॥ মার শালাকে! মার! মার শালাদের!

[সবাই লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। তারপর উঠে ক্লান্তভাবে হাঁটতে লাগলো। উদ্বাস্তু মিছিল।]

কোরাস॥ ও কর্তা, কইতে পারেন—রিফিউজি ক্যাম্পটা কোন দিকে?...

[একজন দাঁড়িয়ে গান ধরলো, অন্যেরা তার কাছে গিয়ে যোগ দিলো গানে। এ গানও দেশাত্মবোধক। কবি ইকবালের 'সারে জহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা' হতে পারে। গানের পর 'এক' দূরে গিয়ে ধ্বনি তুললো, অন্যরা সাড়া দিয়ে তার কাছে গেলো।]

এক॥ এ আজাদি ঝুটা হ্যায়!

কোরাস॥ ভুলো মাৎ ভুলো মাৎ!

[বার তিনেক ধ্বনির পর গান। গানের বক্তব্য—এ স্বাধীনতা আসল স্বাধীনতা নয়। কবি সলিল চৌধুরীর 'নাকের বদলে নরুন পেলাম টাক ডুমাডুম ডুম/জান দিয়ে জানোয়ার পেলাম লাগলো দেশে ধূম' এই জাতীয় একটি উপযুক্ত গান। গানের শেষে আবার ধ্বনি।]

এক॥ বন্দে মাতরম্!

দুই॥ জয় হিন্দ!

তিন॥ স্বাধীন ভারতকি—

কোরাস॥ জয়!

[বিভিন্ন জায়গায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে ওরা। কর্তা এসে এক একজনের পিঠে বসে এক একটা কথা বলে পথ পার হচ্ছে।]

কর্তা॥ আপনারা মনে রাখবেন আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। মনে রাখবেন স্বাধীনতা সংগ্রামের অগণিত শহীদকে। মনে রাখবেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী বীরদের। মনে রাখবেন—ভারতবর্ষ মনু পরাশর কালিদাস ভবভূতি সীতা সাবিত্রী শ্রীচৈতন্য গান্ধীজীর দেশ। মনে রাখবেন অহিংসা-নীতির অপরাজেয় শক্তি। মনে রাখবেন বিশ্বে আমাদের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের দায়িত্ব। মনে রাখবেন ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব। মনে রাখবেন সংবিধানের মৌলিক অধিকার। মনে রাখবেন—সবুজ বিপ্লব, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ, পরিবার পরিকল্পনা, ডলার সাহায্য, আণবিক বিস্ফোরণ, মিসায় গ্রেফ্‌তার।

[কর্তা চলে গেলো। কোরাসের এক একজন নিজের কথা বলে 'লীপ্ ফ্রগ্' পদ্ধতিতে অন্যদের লাফিয়ে পার হয়ে যেতে লাগলো।]

পাঁচ॥ স্বাধীনতার রং গেরুয়া!

চার॥ বিপ্লবের রং সবুজ!

তিন॥ পকেটের রং লাল!

দুই॥ বাজারের রং কালো!

এক॥ সর্ষে ফুলের রং হলদে!

[তারপর বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে মিছিল]

কোরাস ॥ বাজার অবতার শ্রীকৃষ্ণকি জয়! বাবা কালোবাজারের চরণে সেবা লাগি—কালাদেব। কালাবাবা পার করেগা। কালাবাবা পার করেগা। ভোট ফর—কালোরাম বাজারিয়া। ভোট ফর—কালোরাম বাজারিয়া।

[পেটমোটা মুনাফাখোরের ভঙ্গী ধরে নাচ শুরু হোলো]

এক ॥ চাল!

দুই ॥ ডাল!

তিন ॥ তেল!

চার ॥ চিনি!

পাঁচ ॥ ময়দা!

এক ॥ কয়লা!

দুই ॥ ভুষি!

তিন ॥ কেরোসিন!

চার ॥ বেবিফুড!

পাঁচ ॥ টেক্সট্ বুক!

[আবার ধ্বনি]

কোরাস ॥ ভোট ফর কালোরাম বাজারিয়া। ভোট ফর কালোরাম বাজারিয়া।

[ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরে 'ছয়' এসে বসেছে। তার উপর আলো, বাকি ঘর আবছা অন্ধকার।]

ছয় ॥ অ মা-আ-আ! মা গো-ও-ও! বাসি রুটি পাই মা-আ-আ! অ মা-আ-আ!

[কোরাসের ধ্বনির আওয়াজ কমেছে, কিন্তু চলছে। সে ধ্বনি ছাপিয়ে ভিখারিণীর আর্তস্বর। খোকা ছুটে এসে দাঁড়ালো।]

খোকা ॥ চুপ করো! চুপ করো চুপ করো চুপ করো-ও-ও!

['ছয়' থামলো না, খোকাকে দেখতেও পেলো না। কোরাস হা হা করে বীভৎস হাসতে হাসতে খোকাকে ধাক্কা মেরে একে অন্যের কাছে পাঠিয়ে দিতে লাগলো। শেষ ধাক্কায় ঠিকরে বেরিয়ে গেলো খোকা, বাইরে থেকে তার মৃত্যু-আর্তনাদ ভেসে এলো। এর মধ্যে কোটাল এসে 'ছয়'-কে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছে।]

কোটাল ॥ কেউ খুন হয় নি। চালিয়ে যাও।

[চলে গেলো। আলো আবার আগের মতো। কোরাস জমা হোলো এক জায়গায়। তারপর এক একজন বেরিয়ে কথা বলে সারা পথ ঘুরে ফিরে আসতে লাগলো দলের কাছে। কথাগুলি দর্শকদের উদ্দেশ করে বক্তৃতার মতো

বলা। প্রতিজনের বক্তব্য একবার করে পুনরাবৃত্তি হতে পারে ঘুরতে ঘুরতে।]

এক ॥ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূর্য একটা তারা। পৃথিবী সূর্যের একটা গ্রহ। মানুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব।

দুই ॥ সৃষ্টির গোড়ায় সব মানুষ সমান ছিল। কিন্তু তারা ছিল অসভ্য!

তিন ॥ সারাদিন খেটেও পেটভরা খাদ্য তারা জোগাড় করতে পারতো না। তাই তারা সমান ছিল!

চার ॥ তারপর মানুষ পশুপালন শিখলো, কৃষি শিখলো। খেয়ে পরে উদ্বৃত্ত হোলো।

পাঁচ ॥ উদ্বৃত্ত সভ্যতা আনলো। মানুষ সভ্য হোলো। সভ্যতা, সভ্য মানুষ, সভ্য সমাজ।

এক ॥ উদ্বৃত্ত ভোগ করবে কে? সবাই? না! যার গুণ আছে, বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে।

দুই ॥ প্রভুর গুণ আছে, বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে। তাই পৃথিবীতে প্রভু আর দাস আছে, থাকবে—এই দেবতার বিধান।

তিন ॥ হাতির খোরাক কখনো পিঁপড়ের খোরাকের সমান হতে পারে না—মহাত্মারা বলে গেছেন।

চার ॥ বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, সভ্যতার জয়যাত্রা। উৎপাদন বাড়ছে, সম্পদ বাড়ছে, আরো অনেক বাড়তে পারে।

পাঁচ ॥ সে সম্পদ সব মানুষকে সমান ভালোভাবে বাঁচতে দিতে পারে। কিন্তু তাহলে প্রভু থাকবে না, সভ্যতা ধ্বংস হবে!

[সবাই হাত তুলে কীর্তনের ঢঙে গান গেয়ে এক পায়ে নাচতে শুরু করলো।]

কোরাস ॥ (গান) প্রভু গো! প্রভু গো! প্রভু গো! প্রভু গো!

[কর্তা এলো। সবাই তার কাছে ছুটে গেলো।]

প্রভু! প্রভু!

কর্তা ॥ সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো শত্রু কে?

কোরাস ॥ সাম্যবাদ!

কর্তা ॥ সভ্যতার ধারক বাহক রক্ষাকর্তা কে?

কোরাস ॥ প্রভু তুমি!

কর্তা ॥ কিচ্ছু ভাবিস নে বাবারা, তোদের আমি সভ্য রাখবো। সাম্যবাদ পশুদের ধর্ম! ভুলে যাস নি, তোরা পশু নোস, তোরা মানুষ।

কোরাস ॥ কিন্তু প্রভু, আমরা যে দুঃখে মরে যাচ্ছি?

কর্তা ॥ মরে স্বর্গে যাবি, তখন সুখ পাবি—স্বর্গসুখ! পশুদের স্বর্গ নেই। তোরা যেন

মানুষ হয়ে মরতে পারিস—এই আশীর্বাদ করি।
[কর্তা চলে গেলো। আবার একপায়ে নাচ আর গান।]

কোরাস॥ (গান) মানুষ হ। মানুষ হ। মানুষ হ! মানুষ হ!
[তারপর ক্লান্তভাবে হাঁটা]

এক॥ তিন বছরেও চাকরি হোলো না, বাবা রিটায়ার করে গেলো।

দুই॥ কারখানায় আজ ছত্রিশ দিন লক্-আউট্, ঘরে হাঁড়ি চড়ে না।

তিন॥ অকালে বৃষ্টি হয়ে ধান পচে গেলো, মহাজনের কাছে দেনার পাহাড়।

চার॥ ভেজাল তেল খেয়ে বাড়ি শুদ্ধু শয্যাশায়ী, ডাক্তার ডাকবার পয়সা নেই।

পাঁচ॥ ভাইটাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেলো, পিটিয়ে মেরে ফেললো।

এক॥ ছন্দা আমাকে বিয়ে করবে না, বলে দিয়েছে।

দুই॥ ছেলেটা পরীক্ষা দিলো না, রাস্তায় মস্তানি করে বেড়ায়।

তিন॥ দাদা বৌদিকে নিয়ে ভিন্ন হয়ে গেলো, চিঠিও লেখে না।

চার॥ বাড়ির কারো সঙ্গে কারো বনে না, চব্বিশ ঘণ্টা খিটিমিটি।

পাঁচ॥ আর্ট স্কুলে ফার্স্ট হয়ে ছবি আঁকতে পারি না, সাবানের ক্যান্‌ভাসার।

কোরাস॥ প্রভু আর তো পারি না।
[কর্তা এলো। হাতে একটা মদের বোতল। ওরা কর্তার কাছে গেলো।]
প্রভু আর তো পারি না।

কর্তা॥ এই নে, নিয়ে যা।

কোরাস॥ কী প্রভু?

কর্তা॥ অমৃত। দুঃখ ভুলে যাবি।
[বোতল দিয়ে কর্তা চলে গেলো। ওরা কাড়াকাড়ি করে চুমুক দিলো। তারপর বোতলটা ঐখানে রেখে স্খলিত পায়ে হাঁটতে লাগলো; জড়িত কণ্ঠে কথা।]

কোরাস॥ মানুষ হ। এই, মানুষ হ। হ্যাঁ, মানুষ হ।
[চলে গেলো ওরা। বুড়ো এলো। বোতলটা হাতে তুলে দেখলো।]

বুড়ো॥ সুরা। সোমরস। লিকার। দারু। হারিয়ে যাওয়ার ভালো দাওয়াই। হারাও হারাও, শুধু হারাও, খোঁজা চুলোয় যাক।
[এগিয়ে গেলো]
খোকা হারিয়ে গেছে কবে! পথে পথে মিছিলে মিছিলে খুঁজে খুঁজে বুড়ো হোলো আজ। তবু খোঁজার শেষ নেই আজও। তবে এই মা-কালী দু'নম্বর—এটা কেন হাতে? ও, বুঝেছি কমিক রিলীফ্। দুনিয়ার এই বস্তাপচা থিয়েটারে হাস্যরসের মশলা—কমিক রিলীফ্।
[বোতলে চুমুক দিয়ে মাতালের ভূমিকা নিলো]

(গেয়ে) কোন্ পথে গেলি শ্যাম? ওরে শ্যাম রে, কোন্ পথে গেলি বাপ? (গান থামিয়ে) শ্যাম যে পথেই যাক্, এই পথটা কোথায় গেছে সেইটা আপাতত জানা দরকার। তখন থেকে হাঁটছি, ঘুরে ফিরে শালা একই জায়গায় এসে পৌঁছোচ্ছি! আর, হাঁটা কি সোজা? একবার রাস্তার ডান দিকটা তাড়া করে, একবার বাঁ দিকটা তেড়ে আসে। দাঁড়াও বাবা, এবার উত্তর-দক্ষিণ ঠিক করে হাঁটতে হবে, জাহাজ যেমনি করে হাঁটে। কম্পাসের কাঁটা—সিধে উত্তর। (পকেট চাপড়ে) যাঃ শালা, কম্পাস নেই! তাহলে যাবো কী করে? ভোরবেলা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ হাতটা হয় উত্তর। হাঁ হাঁ বাবা, ইস্কুলের পাঠ—এখনো মনে আছে। তবে? ব্রিলিয়ান্ট স্কলার! সূর্য কোথায়? হ্যাত্তেরি, ডুবে গেছে! তা হলে? ধ্রুবতারা উত্তরে, ঠিক কথা! ধ্রুবতারা—কোন্টা ধ্রুবতারা রে বাবা? সবই তো তারা, ওর মধ্যে ধ্রুব কোন্টা কে বলে দেবে আমায়? ঐটে বোধ হয়। ঠিক আছে, ঐটা ধরে হাঁটো, দেখো উত্তর মেলে কি না।

[বগলে বোতল নিয়ে আকাশে আঙুল উঁচিয়ে হাঁটলো। স্বভাবতই দর্শকদের কাছে এসে পথ আটকালো। বাঁদিকে পথ আছে।]

মাপ করবেন স্যার, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম—যাচ্চলে, এ দিকে তো রাস্তাই নেই! তবে উত্তর দিকে যাবো কী করে? যাওয়া যাবে না। শুধু এইদিকে যাওয়া যাবে। এটা কোন্ দিক? দাঁড়াও, এটা উত্তর হলে এই বাঁহাত, নাক বরাবর সূয্যি—পুব, উল্টোদিক হলো পশ্চিম। চলো. পশ্চিমেই চলো।

[অল্প এগিয়ে আবার পথ বন্ধ]

যাব্বাবা! ঘুরতে না ঘুরতেই ফের ঘুরে গেলো? এটা কোন দিক? এটা যদি পশ্চিম হয়, তবে উল্টোদিকে পুব—সূয্যিমামা, তা হলে বাঁহাতে হোলো—ধুত্তোরি! অঙ্ক কষতে গিয়ে পয়সার নেশাটা ছুটে যাচ্ছে। তার চেয়ে হাঁটো যেদিকে হাঁটা যায়, দেখো পৌঁছোনো যায় কি না।

[হাঁটতে লাগলো মোড় ঘুরে ঘুরে]

কোন পথে যাবি শ্যাম—রাস্তা বন্ধ, ডান দিকে—কোন পথে যাবি—বাঁদিক—কোন পথে—

[দপ করে সব আলো নিভে গেলো]

আজ মালে কী ছিল রে? এক বোতলেই ব্ল্যাক আউট? যাক, ভালোই হোলো। আউট হয়ে গেলে হাঁটা যায় না। ও ভোর হলে সূয্যি দেখে বাঁহাতি উত্তর।

[শুয়ে পড়লো]

(গেয়ে) এই পথে শোবো শ্যাম।

[কোরাসের ছেলেরা ঢুকেছে অন্ধকারে, ছড়িয়ে পড়েছে সারা পথে। কোরাসের মধ্যে খোকাও আছে, কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে চাপা কণ্ঠস্বর শুধু।]

এক॥ এই, আলো জ্বালিস না, দেখে চলিস।

দুই॥ কোনদিকে গেছে বল্ তো?

তিন॥ মনে হচ্ছে এই দিকে।

চার॥ যে দিকেই যাক, আজ বাছাধনের রক্ষে নেই।

পাঁচ॥ ঐ যে, ঐ যাচ্ছে! ঐ লুকোলো!

এক॥ চুপ, চ্যাঁচাস নি!

দুই॥ তুই ওদিকটা আটকা, আমি এদিকে আছি।

তিন॥ দেখিস, ফস্কে না যায়!

চার॥ ফস্কাবে? অতো সস্তা নয়!

পাঁচ॥ এইবার—রেডি!

[খোকার আর্তনাদ। কোরাসের পাঁচজন পালিয়ে গেলো। অন্ধকারে বুড়োর কণ্ঠস্বর।]

বুড়ো॥ এ কী গোলমেলে নেশা রে বাবা, গোলমালে কান ফেটে যায়?

[একটা ইলেকট্রিক টর্চের আলো দর্শকদের মুখের উপর দিয়ে ঘুরে গেলো। টর্চ নিভলে কোটালের কণ্ঠ।]

কোটাল॥ সব ঠিক আছে, যাও বাড়ি যাও।

[কোটাল চলে গেলো]

বুড়ো॥ (আপন মনে) বাড়ি যাও! সূয্যি ডুবে খালাস, ধ্রুবতারা আকাশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, দশ পা হাঁটলে রাস্তা বন্ধ, বলে—বাড়ি যাও! ঢের ঢের নেশাখোর দেখেছি, তোমার নেশার বাবা জবাব নেই। তার ওপর যে আউট্ হয়ে গেছি, সে কথা তো তুলিই নি!

[আলো জ্বলে উঠলো। মাটিতে শুয়ে বুড়ো, চোখে হাত। অন্য জায়গায় খোকা পড়ে আছে।]

এ কী রে বাবা, আলো? আউট্ থেকে ইন্? কই, সূয্যিও তো ওঠে নি?

[উঠে দাঁড়ালো]

কেলেঙ্কারি! ফের ঘুরে মরো! আউট্ না হলে বাড়ির রাস্তা খুঁজতেই হবে—তাই নিয়ম।

[হাঁটতে শুরু করলো]

কী ভেজাল মাল খাওয়ালো—শালা সূয্যি নেই কিচ্ছু নেই, আউট্ থেকে ইন্! কাল বেটাকে পেলে একবার—

[খোকার পড়ে থাকা শরীরে হোঁচট খেলো]

দেখো, শালা আর এক নেশাখোর! এই, ওঠো ওঠো! আলো জ্বলে গেছে, বাড়ি যেতে হবে। ওঠো, এই!

খোকা ॥ আমি খুন হয়েছি।

বুড়ো ॥ বেশ করেছো, এখন বাড়ি চলো।

[খোকা মুখ তুললো]

খোকা ॥ কী করে যাবো? আমি মরে গেছি।

বুড়ো ॥ ওরকম মনে হয় বাবা। আমিও ভেবেছিলাম—ব্ল্যাকআউট্। এখন চলো তো!

খোকা ॥ কোথায় যাবো?

বুড়ো ॥ কোথায় আবার? বাড়ি! কোথায় বাড়ি তোমার?

খোকা ॥ বাড়ি নেই। বাড়ি ছিল, এখন নেই। আমি খুন হয়েছি।

বুড়ো ॥ বুঝতে পেরেছি, রাস্তা হারিয়ে ফেলেছো। অতো ঘুরিয়ে কথা বলো কেন বাবা? এই তোমাদের যুগের দোষ—সিধে করে কিছু বলতে পারো না, খালি কবিতা বানাও!

খোকা ॥ আপনি বুঝতে পারছেন না—

বুড়ো ॥ খুব বুঝেছি! মাতাল বলে ভেবো না বোধশক্তি লোপ পেয়েছে! অনেক শক্ত শক্ত অঙ্ক কষে তবে এইখানে পৌঁছেছি, বুঝলে? এখন চলো দেখি।

খোকা ॥ কী করে যাবো?

বুড়ো ॥ ও হ্যাঁ, তাই তো। যাবার রাস্তাটাই তো গণ্ডগোল। ঠিক আছে, আমার বাড়ি চলো। আমার বাড়ি উত্তর দিকে। এই, উত্তরদিক কোনটা বলতে পারো?

খোকা ॥ জানি না।

বুড়ো ॥ যা ভেবেছিলাম! ধ্রুবতারা কোনটা জানো?

খোকা ॥ না।

বুড়ো ॥ সূর্য কোনদিকে ওঠে জানো?

খোকা ॥ পুবদিকে।

বুড়ো ॥ সেটা আমিও জানি বাপ। পুবদিক কোনটা?

খোকা ॥ যেদিকে সূর্য ওঠে।

বুড়ো ॥ (ধৈর্যশীল শিক্ষক) আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শোনো বাবা, প্রশ্নটা

বোঝো। পুবদিক, অর্থাৎ সূর্যটা যে দিকে ওঠে, সে দিকটা আঙুল দিয়ে দেখাতে পারো?

[খোকা দেখালো]

খোকা॥ ঐ তো।

বুড়ো॥ (মহানন্দে) বাঃ বাঃ এই তো! ওঠো তো বাবা, একটু উঠে দাঁড়াও—

[খোকাকে টেনে তুললো]

ঐ দিকে ফিরে দাঁড়াও—হ্যাঁ। এবার বাঁ হাতটা তোলো—এই পেয়েছি, চলো!

[তোলা বাঁ হাতের কব্জি ধরে হাঁটা দিলো]

খোকা॥ কোথায় যাবো?

বুড়ো॥ কোথায় আবার? উত্তর দিকে, সিধে বাঁ-হাতি!

[কয়েক পা যেতেই সামনে দর্শক]

এই মরেছে, এ দিকটা বন্ধ যে?

[যে দিকে খোলা, খোকা সেদিকে দেখালো]

খোকা॥ কই না, এই তো খোলা রাস্তা?

বুড়ো॥ পেয়েছো? চলো।

[খোকা ঘুরে ফিরে বাঁ হাত খোলা রাস্তার দিকে রেখে এগিয়ে চললো। বুড়ো মহানন্দে তার পেছন পেছন চলেছে।]

(গেয়ে) এই পথে যাবো শ্যাম। ওরে শ্যাম রে—

[পুরো পথটা এক পাক খেয়ে, যেখানে খোকা পড়ে ছিল সেখানে আবার ফিরলো ওরা। বুড়ো দাঁড়িয়ে গেলো।]

এই এই দাঁড়াও তো! জায়গাটা চেনা চেনা লাগছে। মনে হচ্ছে যেন এইখানেই তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিলো?

খোকা॥ হ্যাঁ, এইখানে।

বুড়ো॥ তবে? মাতাল হলে কী হবে, রাস্তা আমার কক্ষনো ভুল হয় না। একবার যেখানে দিয়ে গেছি—ঠিক চিনে রেখে দিতে পারি। ঐ জন্যে রাস্তা হারালে আমি চট করে টের পেয়ে যাই।

[আত্মপ্রসাদের আবেগে বুড়ো অন্যদিকে ফিরে গিয়েছিলো। এর মধ্যে খোকা আবার ঠিক আগের ভঙ্গীতে শুয়ে পড়েছে। বুড়ো এখন ফিরে দেখে আঁৎকে উঠলো।]

ও কী ও কী—আবার শুয়ে পড়লে কেন?

খোকা॥ আমি খুন হয়েছি। এইখানে!

বুড়ো ॥ আরে ধ্যাৎ, তখন থেকে খালি খুন হয়েছি খুন হয়েছি! ওঠো! চলো! কী হোলো? উঠবে না? নাঃ, আজ আর হোলো না বাড়ি ফেরা!

[গাইতে গাইতে কোরাস ঢুকলো]

কোরাস ॥ (গান)

ভজো গৌরাঙ্গ কহো গৌরাঙ্গ লহো গৌরাঙ্গের নাম হে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ হে॥

[বুড়ো পিছু নিলো। গানের মধ্যে ডাকাডাকি করতে লাগলো।]

বুড়ো ॥ এই যে, ও দাদারা! উত্তর দিক কোনটা জানেন? ও গৌরাঙ্গ দাদারা!

[ওরা দেখতে পাচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছে না, গেয়ে চলেছে।]

কোরাস ॥ (গান)

ভজো গৌরাঙ্গ কহো গৌরাঙ্গ লহো গৌরাঙ্গের নাম হে।
যে জন প্রত্যহ মরে সে হয় আমার হে॥

বুড়ো ॥ ধ্রুবতারা কোনটা জানেন? ও প্রাণদাদা! সুয্যি কোনদিকে ওঠে জানেন? বাঁদিক চেনেন? ও দাদারা—ধুত্তোরি!

[ওরা গাইতে গাইতে খোকার দেহ তুলে নিয়ে নিয়েছে কাঁধে। আগের মতোই গানটা 'বলহরি হরিবোল' ধ্বনিতে পরিণত হোলো! খোকার দেহ নিয়ে চলে গেলো ওরা। বুড়ো থেমে গেছে, চোখে বিস্ময়।]

বলহরি হরিবোল? তবে কি সত্যি সত্যি খুন হয়ে গেলো না কি?

[কোটাল এসে দাঁড়িয়েছে এর মধ্যে]

কোটাল ॥ কে খুন হয়েছে? কেউ খুন হয় নি, যাও বাড়ি যাও।

বুড়ো ॥ সেই বেটা নেশাখোর!

কোটাল ॥ (ধমকে) কী বললে?

বুড়ো ॥ না, বলছিলাম—বাড়ির রাস্তাটা খুঁজে পাচ্ছি না বাবা।

কোটাল ॥ আমি বলে দিচ্ছি। চলো, হাঁটো।

বুড়ো ॥ কোনদিকে হাঁটবো?

কোটাল ॥ যেদিকে তোমার ইচ্ছে।

বুড়ো ॥ (বিড়বিড় করে) পড়েছি মাতালের হাতে—

[বাঁ হাত তুলে সেইদিকে হাঁটলো। প্রতি মোড়ে কোটাল পথ বলে দিচ্ছে, বুড়ো সেই পথে হাঁটছে।]

কোটাল ॥ বাঁয়ে। বাঁয়ে। ডাইনে। ডাইনে। বাঁয়ে। ডাইনে। বাঁয়ে।

[বুড়ো একটা প্রবেশপথে পৌঁছেছে।]

ঐ বাড়ির রাস্তা। পেয়েছো?

বুড়ো॥ (তাকিয়ে দেখে) হ্যাঁ, পেয়েছি। কিন্তু ছেলেটা সত্যি সত্যি খুন হয়েছে—

কোটাল॥ (ধমকে) কী বললে?

[তাড়া করলো। বুড়ো ছুটে পালালো, পেছনে কোটাল। বাইরে থেকে কোটালের হাঁক শোনা গেলো।]

সামনেসে তেজ চলেগা তেজ্ চল্! এক দো এক দো—

[পা মিলিয়ে 'এক দো এক দো' বলতে বলতে কোরাস ছুটে এলো। পথের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়ালো।]

এক॥ এ দেশের দরকার মিলিটারি ডিক্টেটরশিপ। সব তেড়িবেড়ি পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেওয়া দরকার।

দুই॥ পার্কে দেখলাম—ছেলে-মেয়ে জোড়ায় জোড়ায় গা ঘেঁসে বসে আছে। দেশের হোলো কী?

তিন॥ খালি স্ট্রাইক আর ঘেরাও! এই জন্যেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে।

চার॥ কাল মঠে শ্রীবিষ্ণু মহারাজের বাণী শুনলাম। আহা—অমৃত!

ছয়॥ সব্বাই রোজ রকমারি শাড়ি পরে আসবে, আর আমি একটা শাড়ি চাইলেই দোষ!

পাঁচ॥ দুনিয়ার সব শালা লুটেপুটে খাচ্ছে, আমি কেন খাবো না?

['এক দো এক দো' বলে স্থান পরিবর্তন করে আবার দাঁড়ালো।]

এক॥ আমরা কি চিরদিনই দুর্বল জাতি হয়ে থাকবো? সবে অ্যাটম বোমা তৈরি শুরু হোলো!

দুই॥ বামুনের ছেলে হয়ে সদ্‌গোপের মেয়ে বিয়ে করলো! একেই বলে—যার সঙ্গে মজে মন, কী বা হাড়ি কী বা ডোম!

তিন॥ ছোটলোকদের যে কী বাড় বেড়েছে আজকাল! রিক্সাওয়ালা পর্যন্ত চোখ রাঙিয়ে কথা বলে?

চার॥ পুরো দুনিয়াটা নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। ধর্ম বলতে যা কিছু--এই দেশেই ছিল, তাও যেতে বসেছে!

ছয়॥ সে দিন বিয়েবাড়িতে—কী লজ্জা। আদ্যিকালের পুরোনো শাড়ি—সকলের সামনে ফেঁসে গেলো!

পাঁচ॥ খাবো দাবো বগল বাজাবো—মাইরি, এই হোলো সার কথা! বড়ো বড়ো বুলি ঢের শুনেছি!

[আবার স্থান পরিবর্তন]

এক॥ চাবুক! চাবুক চাই! চাবুক ছাড়া সিধে হবে না কেউ!

দুই॥ বাড়ির বৌগুলো রান্নাঘর ছেড়ে ধিঙ্গি হয়ে চাকরি করছে! বলি, উচ্ছন্নে যাবার আর বাকি রইলো কী?

তিন॥ চাকর বলছে—মাইনে বাড়াও। নেমকহারাম আর কাকে বলে?

চার॥ আমেরিকা আজ হরেকৃষ্ণ বলতে অজ্ঞান, এ দেশের টনক নড়ে না!

ছয়॥ সপ্তায় দু'টোর বেশি সিনেমা দেখি না, তাই নিয়ে কী হৈ চৈ!

পাঁচ॥ মেয়েটা তাকিয়েছে আজ। কাল শালা দোবো একটা চিঠি ঝেড়ে—যা থাকে কপালে!

[আবার দৌড়। এবার 'এক দো' না বলে 'মিছিল মিছিল' ধ্বনি। 'এক' দাঁড়িয়ে গেলো, অন্যরা তার কাছে গিয়ে জমা হোলো। ব্যান্ডপার্টি। ব্যান্ডে সুর—ধনধান্য পুষ্প ভরা। তারপর ঐ সুরে গান।]

কোরাস॥ (গান)

পাঁচমিশালি মশলা-ঠাসা আমাদের এই জগৎ খাসা,
তারই মাঝে আছে দেশ এক সব খিচুড়ির রাজা,
সে যে হরেক মালে তৈরি সে এক সাড়ে বত্রিশ ভাজা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি,
সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।

[গাইতে গাইতে হাঁটছে ওরা। খোকা ছুটে এলো। পেছনে কোটাল।]

খোকা॥ বন্ধ করো! এ সব ধাপ্পা বন্ধ করো! এ সব আসল কথা নয়! (দর্শকদের) আপনারা কেন এ সব সহ্য করছেন বসে বসে? বুঝতে পারছেন না—এ সব বাজে কথা? জোচ্চুরি? গুলিয়ে দেবার চেষ্টা? আমি খুন হয়েছি, রোজ খুন হচ্ছি, রোজ খুন হবো—এইটা আসল কথা! রাতের অন্ধকারে, দিনের গোলমালে, প্রত্যেক দিন সে কথাটা তোমরা চাপা দেবার চেষ্টা করো। কিন্তু হবে না! আমি দেবো না চাপা দিতে! আপনারা দেবেন না চাপা দিতে!

[খোকা আসার পর কোরাস মৃদু স্বরে গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেছে। খোকার পেছনে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দৈত্যের ভঙ্গীতে কোটাল, খোকাকে ধরবার চেষ্টা করছে। এইবার মুখ চেপে ধরলো এক হাতে, অন্য হাতে তুলে নিলো তাকে। খোকা ছটফট করছে। কর্তা এলো।]

কর্তা॥ কী হয়েছে? এত গোলমাল কিসের?

কোটাল॥ কিছু হয় নি স্যার, সব ঠাণ্ডা।

কর্তা॥ বেশ বেশ। মানুষকে সুখে রেখো, শান্তিতে রেখো, শৃঙ্খলায় রেখো। মানুষ আনন্দ করুক। শিল্প দাও, কৃষ্টি দাও, সংস্কৃতি দাও। আর্ট। কালচার। রসে

ডুবিয়ে দাও মানুষকে। যতো নোংরা প্রশ্ন মনে ওঠে—রসে চাপা দাও। মনে রেখো—মানুষ পশু নয়। রসের বন্যায় ভেসে যেতে, ডুবে যেতে, মানুষই পারে।

কোটাল॥ ইয়েস স্যার।

[মুখবন্ধ খোকাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো। কর্তা চলে গেলো। 'এক' এলো।]

এক॥ আপনারা চুপ করে বসুন, গণ্ডগোল করবেন না। আমাদের শিল্পীদের দয়া করে আর গান গাইতে অনুরোধ করবেন না। (কোনো দর্শককে) এই খোকা, সামনে বসে একদম গণ্ডগোল করবে না! আপনারা শান্ত হয়ে বসুন, এখনো বহু শিল্পী বাকি আছেন। গণ্ডগোল করলে আমরা ফাংশন বন্ধ করে দেবো। আপনারা চুপ করে বসুন, এখন আপনাদের সামনে সংগীত পরিবেশন করে শোনাচ্ছেন—

['এক' চলে গেলো। কোরাসের একজন উচ্চাঙ্গ অথবা রাগ-প্রধান গাইতে গাইতে এলো। সে একপাক ঘুরে চলে যেতে না যেতেই আর একজন—রবীন্দ্রসংগীত। তারপর আর একজন--হাল্কা আধুনিক। তারপর একজন লাফিয়ে পড়লো অতি চটুল ফিল্মের গান হেঁকে, তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী আর নাচ। সে বেরোতেই কোরাসের পাঁচটি ছেলে এলো বিভিন্ন পশুপক্ষী হয়ে ডাকতে ডাকতে—গাধা, ছাগল, শুয়োর, বেড়াল, হাঁস ইত্যাদি। পেছনে রাশভারি ডালকুত্তা হয়ে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে কোটাল। কর্তা এলো। কর্তাকে কাঁধে তুলে মিছিল। সামনে কোটাল, হাতের বেটনটা পেছনে ল্যাজ হয়ে নড়ছে। কর্তার প্রতি কথার শেষে 'ভৌ' করে সাড়া দিচ্ছে সে।]

কর্তা॥ ঐতিহ্যের শক্তিতে—ভগবানে ভক্তিতে—দেশপ্রেমের তৃপ্তিতে— অহিংসা ও শান্তিতে—সামাজিক দায়িত্বে—ব্যবহারিক বুদ্ধিতে— সংবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে--পরিকল্পনার প্রস্তুতিতে—আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে— শ্রেণী-ঐক্যের ভিত্তিতে--সহনশীল নীতিতে—ধৈর্যশীল প্রীতিতে—ধীরস্থির গতিতে—আইন শৃঙ্খলার বন্ধনীতে—নেতাদের প্রতিশ্রুতিতে।

[ওরা বেরিয়ে গেলো। বুড়ো এলো।]

বুড়ো॥ মিছিলে কতো রঙ, কতো রূপ। মিছিলে কতো শব্দ, কতো ধ্বনি। মিছিলের পতাকার রঙে, মিছিলের পায়ের শব্দে আমি হারিয়ে আছি, হারিয়ে ঘুরছি, হারিয়ে ফিরছি—বাড়ি যাবার রাস্তা পাচ্ছি না। সত্যি বাড়ির রাস্তা, সত্যিকারের সত্যি বাড়ি। রাস্তা দেখাবে—সে মিছিল কোথায়? সত্যিকারের সত্যি মিছিল? ঐ—আবার! আবার মিছিল, আরো মিছিল, ঐ আসছে—ঐ!

[কোরাস এলো মিছিল করে ধ্বনি দিতে দিতে]

কোরাস ॥ কন্‌সলিডেটেড্ পে স্কেল—দিতে হবে দিতে হবে।
পে কমিশনের অন্তর্বর্তীকালীন সুপারিশ—চালু করো চালু করো।
বেআইনিভাবে ছাঁটাই করা—চলবে না চলবে না!
কমরেড দুর্গা মজুমদারের উপর থেকে শো-কজ্ নোটিস—তুলে নাও তুলে নাও।
অটোমেশন রুখতে হবে—রুখতে হবে রুখতে হবে!
[এবার মিছিল ঘুরে উল্টোদিকে হাঁটলো। বুড়ো কান পেতে ধ্বনি শুনছে, চোখ মেলে মিছিল দেখছে। পিছিয়ে পড়ছে, আবার ছুটে যাচ্ছে কাছে। খুঁজছে সে।]
ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
দুনিয়াকা মজদুর এক হো—এক হো এক হো!
ইনক্লাব জিন্দাবাদ—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত—ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও!
পুঁজিবাদী শোষণ শাসন—খতম করো খতম করো।

[মিছিল চলে গেলো]

বুড়ো ॥ মিছিল। মিছিল। আসছে। আসবে। একদিন আসবে! সত্যিকারের সত্যি মিছিল! কখন আসবে? কবে আসবে? কবে? কবে?
[বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেলো। মিছিল আবার এসেছে।]

কোরাস ॥ কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
খেঁকশিয়ালি পালায় ছুটি—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
গোরু বাছুর দাঁড়িয়ে আছে—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
ঘুঘুপাখি ডাকছে গাছে—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
ঙ নৌকা মাঝি ব্যাং—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
চিতাবাঘের সরু ঠ্যাং—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
ছাগলছানা লাফিয়ে চলে—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
জাহাজ ভাসে সাগর জলে—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
ঝাড়ু হাতে এলো কানাই—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
ঞ-য়ে চড়ে নাচছে দু'ভাই—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
টিয়াপাখির ঠোঁটটি লাল—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
ঠাকুরদাদার শুকনো গাল—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!
[খোকা ছুটে এলো। কোরাস বেরিয়ে গেলো।]

খোকা॥ বন্ধ করো-ও-ও—আমি বিশ্বাস করি না তোমাদের মিছিলে! সব মিছিল—মৃত্যু মিছিল! শুধু মৃত্যু—মৃত্যু!

[পড়ে গেলো। তারপর উঠলো কথা বলতে বলতে।]

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়—আমি উপবাসে মরে গেলাম। এই পৃথিবীতে প্রতি ছ'সেকেন্ডে একটা করে আমি মরছি না খেতে পেয়ে। বুম্‌ম্‌ম্‌!

[আবার ছিটকে পড়লো]

একটা বিস্ফোরণ! প্রকাণ্ড এক শহরে ইঁটকাঠের ধ্বংসস্তূপে দেড় লক্ষ আমি মরে গেলাম।

[আবার উঠেছে]

ঠা-ঠা-ঠা-ঠা-ঠা-ঠা! প্রতিনিদ যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার হাজার আমি মরে যাচ্ছি! (দর্শকদের) আপনারা রাস্তার দু'পাশে বসে মিছিল দেখছেন, (চিৎকার করে) খুন দেখছেন—খুন! চুপ করে বসে খুন দেখছেন, খুন হচ্ছেন, খুন করছেন! হ্যাঁ,করছেন, খুন করছেন! আমি করছি, আপনারা করছেন—সবাই খুনি! আমরা সবাই খুন করি, খুন হই! চুপচাপ বসে থেকে খুন করি, খুন হই! বন্ধ করো! বন্ধ করো!—

[ছুটে যেতে গিয়ে কোটালের মুখোমুখি হয়ে থেমে গেলো। কোটালের পেছনে কোরাসের পাঁচটি ছেলে। সকলের মুখ গম্ভীর। চলাফেরায় সামরিক শৃঙ্খলা। বিভিন্ন জায়গায় খোকাকে নিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। প্রথমে শিরশ্ছেদ। ঝুঁকে থাকা মানুষের ঘাড়ের উপর খোকার গলা পেতে দিলো কোটাল। খোকার হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। কোটালের নির্দেশে জহ্লাদ কাল্পনিক খাঁড়ার ঘায়ে মুণ্ডচ্ছেদ করলো। তারপর কোরাস ফাঁসিকাঠ হোলো। কোটাল খোকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে গলায় কাল্পনিক দড়ি পরালো। পরের বার ফায়ারিং স্কোয়াড। তারপর মানুষ-ঘেরা গ্যাস চেম্বার। সর্বশেষে কোটাল এবং কোরাস বোমারু বিমানপোত হয়ে খোকাকে ঘিরে একযোগে বোমা ফেললো। আলো নিভে গেলো, অন্ধকারে খোকার মৃত্যু-আর্তনাদ। কোরাস চলে গেলো। বুড়ো এলো। বুড়োর কথা আরম্ভ হতেই আলো জ্বললো। খোকা পড়ে আছে পথে।]

বুড়ো॥ শুনতে পেলেন? শুনতে পেয়েছেন আপনারা? কে যেন চ্যাঁচালো! যেন মরে গেলো কেউ! মরে গেলো? মরে গেলে কী করে হবে?

[হাঁটতে লাগলো]

মনে হোলো যেন একটি ছেলে চ্যাঁচালো। খোকা চ্যাঁচালো—খোকা! কিন্তু খোকা তো মরে নি? খোকা হারিয়ে গেছে। হারিয়ে হারিয়ে বুড়ো হয়েছে—

[খোকার কাছে পৌঁছেছে]

এ কী! তুমি আবার? ওঠো ওঠো, শিগ্‌গির ওঠো।

খোকা॥ আমি খুন হয়েছি।

বুড়ো॥ (শান্ত কণ্ঠে) না, তুমি খুন হও নি। তুমি হারিয়ে গেছো।

খোকা॥ আমাকে খুন করেছে, আমি মরে গেছি।

বুড়ো॥ না মরো নি, হারিয়ে গেছো। আমার মতো।

খোকা॥ ও একই কথা!

বুড়ো॥ একই কথা? কিন্তু হারালে খোঁজা যায়, খুঁজলে পাওয়া যায়। মরে গেলে কি খোঁজা যায়? না খুঁজলে কি পাওয়া যায়?

[খোকা লাফিয়ে উঠলো]

খোকা॥ বাজে কথা! ও সব বাজে কথা—মিথ্যে কথা! কিচ্ছু খোঁজবার নেই, কিচ্ছু পাবার নেই! শুধু মৃত্যু!

[হাঁটা দিলো]

বুড়ো॥ কোথায় চললে?

খোকা॥ মরতে! খুন হতে।

বুড়ো॥ চলো, আমি তোমার পেছনে আছি।

[পিছু নিলো। খোকা ফিরে দাঁড়ালো।]

খোকা॥ পেছনে আছি মানে? পেছনে আছো কেন?

বুড়ো॥ সামনে যাবার কথা ছিল। পারি নি। তার আগেই হারিয়ে গেছি। তাই পেছনে আছি।

খোকা॥ (অল্পক্ষণ) তাকিয়ে থেকে) আমি ও দিকে যাবো!

[বুড়োর পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে হাঁটলো। বুড়োও ফিরলো।]

বুড়ো॥ ঠিক আছে, চলো। আমি পেছনে আছি।

[খোকা দাঁড়িয়ে গেলো]

খোকা॥ কেন আমার পিছু নিয়েছো? ফিরে যাও!

বুড়ো॥ কোথায় ফিরবো?

খোকা॥ বাড়ি ফিরে যাও!

বুড়ো॥ বাড়ি নেই। হারিয়ে গেছি যে? তোমার বাড়ি আছে?

খোকা॥ না, কিন্তু আমি তো মরে গেছি!

বুড়ো॥ না মরো নি। হারিয়ে গেছো।

খোকা॥ যাও! যাও তুমি!

[খোকা সবেগে হাঁটলো। বুড়ো ধীর পদক্ষেপে তার পেছনে চললো। খোকা ঘুরে বুড়োর কাছে আসতেই বুড়ো দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিলো।]

বুড়ো॥ এগিয়ে যাও, আমি পেছনে আছি।

[খোকা দাঁড়িয়ে গেলো। অল্পক্ষণ বুড়োর দিকে চেয়ে ক্লান্তভাবে এগোলো। বুড়ো পেছনে।]

খোকা॥ কোথায় যাবো? সেই একই রাস্তা। ঘুরে ফিরে সেই একই, সেই একই—

বুড়ো॥ আর একটু, ঐ মোড় অবধি, ঐ মোড়ের পরে কী আছে—

খোকা॥ একই রাস্তা, সেই একই, সেই একই—

বুড়ো॥ তবু আমি খুঁজেছি, আর একটু, ঐ মোড়—

খোকা॥ খুঁজে খুঁজে হারিয়ে গেছো?

বুড়ো॥ হারিয়ে গেছি বার বার হারিয়ে গেছি—

খোকা॥ তবু ফেরো নি?

বুড়ো॥ তবু ফিরি নি। ফেরা যায় না, হারিয়ে গেলে আর ফেরা যায় না—

খোকা॥ মরো নি কেন?

বুড়ো॥ মরা যায় না, মরে গেলে খোঁজা যায় না—

খোকা॥ খুঁজে কী হয়?

বুড়ো॥ খুঁজলে পাওয়া যায়, মরে গেলে পাওয়া যায় না—

খোকা॥ আমি খুঁজেছিলাম। অনেক দিন। তোমার পেছনে—

বুড়ো॥ আমি পাই নি। আমি খুঁজছি। এখন। তোমার পেছনে।

[খোকা দাঁড়ালো। বুড়োও দাঁড়িয়ে গেলো তার কাছে এসে। কয়েক মুহূর্ত দু'জন মুখোমুখি।]

খোকা॥ একসঙ্গে খুঁজবে?

বুড়ো॥ অনেক ফাঁক। পারা যাবে?

খোকা॥ জানি না। খুঁজে দেখবে?

বুড়ো॥ চলো দেখি।

[কোনো আশা ফুটলো না দু'জনের কারো কথাতেই। তবু একসঙ্গে হাঁটলো দু'জন।]

খোকা॥ (অল্প পরে) তোমার নাম কী?

বুড়ো॥ আমার নাম খোকা। ছিল। তোমার নাম কী?

খোকা॥ আমার নাম খোকা। আছে।

বুড়ো॥ (আপন মনে) ছিল। আছে। ছিল। আছে।

খোকা॥ (আপন মনে) আছে। ছিল। আছে। ছিল।

[নিজেদের অজ্ঞাতসারে কথার ছন্দে পা মিলে যাচ্ছে ক্রমে। কথার জোর বাড়ছে।]

বুড়ো ॥ ছিল। আছে। ছিল। আছে।

খোকা ॥ আছে। ছিল। আছে। ছিল।

[পা মিলিয়ে হাঁটছে দু'জন। হাত ধরে ফেলেছে। চোখে চোখ পড়তে একবার হাসি। ক্লান্ত পদক্ষেপ দৃঢ় এখন। আশা নয় এখনো, শুধু চলার নেশা, ছন্দের নেশা।]

বুড়ো ॥ ছিল! আছে! ছিল! আছে!

খোকা ॥ আছে। ছিল! আছে! ছিল!

[ছন্দ চঞ্চল হচ্ছে, গতি বাড়ছে। দু'জনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে চলেছে— ছিল আছে ছিল আছে।]

বুড়ো ॥ কেমন লাগছে?

খোকা ॥ ভালো লাগছে।

বুড়ো ॥ খুঁজে পাবে?

খোকা ॥ জানি না। কী খুঁজছি?

বুড়ো ॥ বাড়ির রাস্তা।

[চমকে থেমে গেলো খোকা। হাত ছাড়িয়ে নিলো। তার চোখে ভয়।]

খোকা ॥ ঐ বাড়ি?

বুড়ো ॥ না। অন্য বাড়ি। সত্যি বাড়ি। সত্যিকারের বাড়ি।

খোকা ॥ (আবার ক্লান্ত, হতাশ) একই রাস্তা একই রাস্তা একই—

বুড়ো ॥ (হঠাৎ) চুপ!

[বুড়োর দৃষ্টি বাইরের দিকে। সেখান থেকে খুব ক্ষীণ একটা সুর ভেসে আসছে।]

খোকা ॥ কী?

বুড়ো ॥ আসছে বোধ হয়।

খোকা ॥ কে আসছে?

বুড়ো ॥ মিছিল।

[সুর আস্তে আস্তে জোর হয়ে উঠছে]

খোকা ॥ কিসের মিছিল?

বুড়ো ॥ যে মিছিল পথ দেখাবে। বাড়ি যাবার পথ।

খোকা ॥ (ক্লান্তস্বরে) আমি অনেক মিছিল দেখেছি। কেউ পথ দেখায় না। সব একই রাস্তা, একই—

বুড়ো ॥ চুপ! ঐ শোনো!

[বুড়োর গলায় চাপা উত্তেজনা। গানের সুর আরো জোর।]

ঐ আসছে!

খোকা ॥ (অল্প আশা) সত্যি বলছো? সত্যি মিছিল?

বুড়ো ॥ মনে হচ্ছে—সত্যি মিছিল।

খোকা ॥ কাদের মিছিল?

বুড়ো ॥ মনে হচ্ছে—মানুষের।

[কোরাস মিছিল হয়ে এলো। সঙ্গে গানের সুর। আশার গান। ভবিষ্যতের গান। এ মিছিল স্বপ্নের। এ গান স্বপ্নের। বুড়ো আর খোকার স্বপ্ন। মিছিল হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। বুড়ো খোকার হাত ধরে কাছে গেলো, হাত ধরে মিছিলের সঙ্গে মিশলো, গানে কণ্ঠ মেলালো। সবাই দর্শকদের ইঙ্গিতে ডাকলো মিছিলে যোগ দিতে। যাঁরা যোগ দিলেন, তাঁদের নিয়ে চললো মিছিল।]

— শেষ —

লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী

মুখবন্ধ

লিখেছিলাম শহরের জন্য। আমার শহরে বড়ো হওয়া; গ্রামের খবর না জেনে কেটে গেছে জীবনের বেশির ভাগ। তার মানে দেশের বারো-আনার খবর না জেনে।

যখন জানতে শুরু করলাম, তখন মনে হোলো, আমারই মতো অনেক শহরবাসী যা এতোদিন জানেন নি, তাঁদের জানানো দরকার। যেটুকু জ্ঞান হয়েছে, সেইটুকুই জানানো দরকার। তাই এই কবিগান লিখেছিলাম শহরবাসীকে উদ্দেশ করে।

আমাদের নাট্যগোষ্ঠী 'শতাব্দী' অভিনয় করতে গিয়ে কিন্তু দেখলো—শহরের চেয়ে গ্রামেই এ গান চলছে বেশি। সব খবর গ্রামের লোকের জানা, তবু তাঁদের আগ্রহ বেশি। হয় তো তাঁদের কথা বলা হচ্ছে বলেই। সে যাই হোক, প্রধানত তাঁদেরই দাবিতে 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী' ছাপা হোলো এবং বিনা লাভে বিক্রির ব্যবস্থা হোলো।

এ নাটক প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৭৫ সালে। তৃতীয় থিয়েটারে কমপক্ষে পঁচাশিবার অভিনীত হয়েছে।

একটা কথা। এ নাটকে দরদাম বা মজুরির যার যা থাকে, তা লেখার সময়কার।

এ পাঁচালী গাইতে কোনো অনুমতি লাগবে না, কোনো দক্ষিণা দিতে হবে না। শুধু কারা কোথায় করছেন জানালে সুখী হবো।

বাদল সরকার

লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী

চরিত্রলিপি

পচা
খুড়ো

[ঢোল ইত্যাদি নিয়ে দোহারের দল বসেছে। কবিদের একজন বয়স্ক, গ্রাম সম্পর্কে অন্য কবির খুড়ো, ধুতি চাদর পরিধানে। তরুণ কবিটির পরিধানে লুঙ্গি ও গেঞ্জি, কাঁধে গামছা। এর নাম ধরা যাক পচা।]

পচা॥ (গান : পাঁচালী সুর)

হে মা লক্ষ্মী তোমার পূজা সর্ব ঘরে ঘরে।
তোমারই বন্দনা মা গো সর্ব নারী করে॥
সারাজীবন তবু তোমার দেখা নাহি মেলে।
তোমার বুঝি নাই মা মনে আমরা তোমার ছেলে॥
আমরা যারা গতর খাটাই ফসল ফলাই ক্ষেতে।
দু'টি বেলা দু'মুঠো ভাত তাও জোটে না পাতে॥
মাঠে মাঠে সোনার বরণ দেখি তোমার হাসি।
হেঁসেল ঘরে নাই মা তুমি সবাই উপবাসী॥
নাই মা ঘরে নাই উঠোনে পাড়ায় কোথাও নাই।
খুঁজে খুঁজে মরি তবু দেখা নাহি পাই॥
অবশেষে পেলাম দেখা তুমি বস্তা বাঁধা।
মহাজনের গোলা থেকে লরীর উপর গাদা॥
হে মা লক্ষ্মী তোমার কাছে বৃথা গেলো ভিক্ষা।
তোমার পূজা করবো না আর হয়ে গেছে শিক্ষা॥
ঢের হয়েছে এবার মাগো পেন্নাম তোমার খুরে।
লক্ষ্মীছাড়া হলাম আমি তুমি থাকো দূরে॥
ওরে লক্ষ্মীপেঁচার ছাঁ, ঘাড়ে করে মাকে নিয়ে ব্যাঙ্কে চলে যা।
ওরে লক্ষ্মীপেঁচার ছাঁ, মহাজনের গোলা হয়ে ব্যাঙ্কে চলে যা।
ওরে লক্ষ্মীপেঁচার ছাঁ, মজুতদারের লরী চেপে ব্যাঙ্কে চলে যা।
ওরে লক্ষ্মীপেঁচার ছাঁ, কালোবাজার আলো করে ব্যাঙ্কে চলে যা।
ওরে যা যা যা যা!

খুড়ো॥ আরে বাপরে বাপরে বাপরে বাপরে বাপরে বাপরে বাপ!
শুনলেন বাবুরা? শুনলেন? নাস্তিক! ঘোর নাস্তিক!
লক্ষ্মী ছেড়ে লক্ষ্মীছাড়া? ঘোর কলি ডুবলো ধরা!
মতিচ্ছন্ন হোলো পুরা, উচ্ছন্নে গিয়েছে ওরা,
আনছে ডেকে সর্বনাশা ঝড়!

ডুববে ওরা, ডুববো মোরা, ডুববো সবাই,
ডুববে সকল বিশ্বচরাচর!
তার চেয়ে শুনুন বাবুরা! আমার বন্দনা শুনুন।
(গান : সুর—'মেরা জুতা হ্যায় জাপানী')
এসো মা লক্ষ্মী চলিয়া ওদের কর্ণটি মলিয়া
বাবুর সিন্দুক আছে খোলা তুমি আসিবে বলিয়া।
বাবু নিত্য তোমার ভৃত্য তোমার চরণ ধরে
মা গো তোমার চরণ ধরে।
ভক্তিভরে ঠাকুরঘরে মার্বেল বাঁধাই করে
মা গো মার্বেল বাঁধাই করে।
কতো খাটিয়া খাটিয়া দিছে দাদন বাঁটিয়া
মা গো ফসল তো ওঠে এসো হাঁটিয়া হাঁটিয়া।
এসো মা লক্ষ্মী চলিয়া...
বাবু শক্ত তোমার ভক্ত সদাই দিবস রাতে
মা গো সদাই দিবস রাতে।
রূপোর পাটে সোনার খাটে তোমার আসন পাতে
মা গো তোমার আসন পাতে।
এসো দাদনে ও ধারে এসো চক্রবৃদ্ধিহারে
এসো বেনামী জমিতে এসো শ্রীকৃষ্ণ-বাজারে
এসো মা লক্ষ্মী চলিয়া...

পচা॥ বাঃ বাঃ কবিখুড়ো, ভালো বন্দনা গেয়েছো! বলি গানের সুরটা কোত্থেকে পেলে?

খুড়ো॥ এই সুর এখন সব্বাই নিচ্ছে!

পচা॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, গণসঙ্গীত, বোম্বাই থেকে আমদানি। আরো আমদানি করো খুড়ো, গাঁয়ে গাঁয়ে ছড়িয়ে দাও তোমার গণসঙ্গীত।

খুড়ো॥ তুই বাজে কথা ছেড়ে গাওনা শুরু কর দেখি?

পচা॥ করবো বই কী, নিশ্চয় করবো। দেখুন বাবুরা, ইনি আমার খুড়ো হন, কবিখুড়ো। এনার ঘাড়ের ওপর মাথা, সে মাথা বন বন করে ঘোরে। লাট্টুর মতো ঘোরে। সে লাট্টুর লেত্তি আছে গাঁয়ের মাথা সমাজের মাথা দেশের মাথা কর্তাবাবুদের হাতে।
বলি ওহে কবিবর!
একটি কথা শুধাই তোমায় দাও দেখি উত্তর।

খুড়ো ॥ একটা কেন, দশটা শুধাও না!

(গান : পাঁচালীর সুর)

পচা ॥ আমিও মানুষ বাবুও মানুষ দু'টো করে হাত
দু' পা দু' চোখ তবুও কেন আমরা ভিন্ন জাত?

খুড়ো ॥ হায় রে।

(গান)

লক্ষ্মী গেলে বুদ্ধিও যায় প্রমাণ এইখানেই
কে বলেছে ভিন্ন তোরা? কোনোই তফাৎ নেই।
ভারতমাতার সন্তান সব বাবু তুমি মোরা,
মায়ের চোখে সবাই সমান বুঝিস না কি তোরা?

পচা ॥ তাই যদি হয় তবে কেন বাবুর দালান কোঠা?
বাবুর ছেলে রাজভোগেতে হচ্ছে কেন মোটা?
(আর) আমার চালে খড় নেইকো দেয়াল ভেঙ্গে পড়ে,
আজ জোটে ভাত কালকে আবার হাঁড়ি নাহি চড়ে।
বাবুর ঘরে জ্বলতেছে আজ ইলেক্‌টরি বাতি
তেল নেইকো আমার ঘরে সদাই আঁধার রাতি।
বাবুর কথায় ওঠে বসে পুলিস চৌকিদার
আমার বেলায় ট্যাঁ ফোঁ হলেই জোটে চোরের মার।

খুড়ো ॥ একেই বলে পাঁঠা। এমন মুখ্যু পাবে নাকো খুঁজলে সারা গাঁ-টা।

(গান)

(বলি) পাঁচটা আঙুল হাতে আছে, সমান তারা হয়?
এক মায়েরই পাঁচটা ছেলে এক রকম তো নয়?
ঢ্যাঙা আছে বেঁটে আছে, আছে ফর্সা কালো,
বোকা আছে চালাক আছে, আছে মন্দ ভালো,
কেউ বা আছে সুবোধ বালক, সুবোধ মতিগতি,
কোনোটা বা পাজির হাঁড়ি, সর্বদা দুর্মতি।
সবাই জানে সুবোধ যারা মানুষ তারাই হয়,
গাড়িঘোড়া তারাই চড়ে লক্ষ্মী তাদের রয়।
(আর) দুষ্টু যারা বুদ্ধু যারা লক্ষ্মী তাদের ছাড়ে,
ভাত জোটে না, মরে তারা দেনার বোঝা ঘাড়ে।

পচা ॥ বলি কবি খুড়ো! তুমি তো আমাকে চেনো, না কি?

খুড়ো ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ চিনবো না কেন? তুই তো পরাণ মণ্ডলের বেটা পচাই মণ্ডল।

পচা ॥ তবে একবার বুকে হাত দিয়ে বলো খুড়ো, কোন দোষে আমার এমন হাল।

(গান)

বলো কোন দোষেতে আমার এমন হাল?
কী পাপ করেছি, (আমি) কী পাপ করেছি যে মোর
নেইকো চুলোচাল?
বলো কোন দোষেতে আমার এমন হাল?

খুড়ো ॥ (গান : সুর—শুকসারী সংবাদ)

ছেলেবেলায় পাঠশালাতে বছর খানেক গেলি
তারপরে যে লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিলি
ও তোর সেই হোলো কাল।

পচা ॥ গুরুমশাই সিধে নেবেন প্রতি মাসে মাসে
ভাত জোটে না সিধে বলো কোথা থেকে আসে
তাই তো ছাড়ি পাঠশাল।

খুড়ো ॥ ভাত জোটে না সেও তো তোমার দোষের কথাই হোলো
কুঁড়েমি আর ফাঁকিবাজি দেশটাকে ডোবালো
সে আর বলবো কতো।

পচা ॥ জেনেশুনে মিছে কথা বলছো কেন খুড়ো
ফসল কাটার সময় মাঠে খাটে ছেলে বুড়ো
খাটে গাধার মতো।

খুড়ো ॥ ঐ তো বলি বছরে তো ছ'মাসও খাটো না।
বাকি সময় ক্ষেতে মাঠে কখনো হাঁটো না
ফসল একটি করে।

পচা ॥ জল না পেলে সার না পেলে ক'টা ফসল হবে
পাম্পু বসাও সার এনে দাও দেখবে ফসল তবে
সারা বছর ধরে।

খুড়ো ॥ ও সব বলে এখন কেবল নিজেরই দোষটি ঢাকা
বিদ্যেবুদ্ধি পরিশ্রমে বাবুর হোলো টাকা
তাতে চক্ষু টাটায়।

পচা ॥ বাবুর টাকা বিদ্যেবুদ্ধি পরিশ্রমে নয়
আমাদেরই রক্ত চুষে বাবুর টাকা হয়
আরো টাকা খাটায়।

খুড়ো ॥ দেখো দেখো দেখো দেখো দেখো দেখো দেখো দেখো বিটকেল যুক্তি।
এই করে গেলো দেশ গেলো দেশ গেলো দেশ নেই কো মুক্তি!

(গান)

লক্ষ্মীছাড়া ওরে
ক্যামনে বোঝাই তোরে,
আমরা সবাই এক পরিবার এক হেঁসেলে খাই,
(কিন্তু) পরিবারের মাথার উপর কর্তা থাকা চাই।
তাই যদি না হবে
শান্তি কোথায় রবে?
যার যা খুশি করলে তখন ভাঙবে পরিবার,
মারকাটারি চলবে কেবল জুটবে না আহার!

পচা ॥ আহা মরি মরি
কর্তাকে গড় করি,
এখন কতো জুটছে আহার দুই বেলা পেট ভরি!
আটা গোলার পিণ্ডি খেয়ে লম্বা ঢেকুর ছাড়ি।
বলবো কতো আর
এমন পরিবার
কর্তা মুটোয় ঘি দুধ খেয়ে উপোস আর সবার।

খুড়ো ॥ নেমক হারাম তাকেই বলি এমন বিচার যার!
শুনুন বাবুমশাই শুনুন! চাষার কথাটা শুনুন একবার! বলি—

(গান : কীর্তন)

ঘরে যখন থাকে না চাল, ছেলে মেয়ের জোটে না ভাত,
কাহার কাছে পাতো তখন সিড়িঙ্গে ঐ লম্বা হাত?
বান ভাসিলে আকাল হলে কাহার কাছে যাও রে চলে,
কে তখন বাঁচায় রে তোদের, কাহার দয়ায় ভরে রে পাত?
(ঐ) বাবুরা বাঁচায়!
কর্জ দিয়ে বাবুরা বাঁচায়।
উপুর হস্তে কর্জ দিয়ে
বিপদকালে বাবুরা বাঁচায়।
ঘরের টাকা পরকে দিয়ে
বিপদকালে বাবুরা বাঁচায়।
(আহা) মায়ার শরীর দয়া গভীর

তোদের তখন বাবুরা বাঁচায়।
বিপদকালে বাবুরা বাঁচায়।
উপোস থেকে বাবুরা বাঁচায়।
কর্জ দিয়ে বাবুরা বাঁচায়।

পচা ॥ বলো খুড়ো আরো বলো, শুনতে বড়ো লাগছে ভালো,
সাত টাকা মাস চক্রবৃদ্ধি, বাবু আমায় নুন খাওয়ালো!
(আর) ফসল যখন ওঠে ঘরে, বাবু তখন নড়ে চড়ে,
দেনার দায়ে জলের দরে ফসল কিনে বাসে ভালো।

তারপর— ছ'মাস গেলে
(আমার) ধান ফুরোলো চাল ফুরোলো
সব ফুরোলো ছ'মাস গেলে
ডাল ফুরোলো তেল ফুরোলো
সব ফুরোলো ছ'মাস গেলে
কবি রে! কবি রে!
ফুরোলো তো সবই, খেতে থাকে খাবি, প্রাণ তো বাঁচে না;
ফুরোলো তো সবই, ফুরোলো না শুধু বাবুদের কাছে দেনা!

তখন— আবার ছুটিয়া যাই আবার কর্জ চাই
সাত টাকা মাসে সুদ তাই সই
বাজারে সাজানো মাল আমারই তৈরি চাল
তিনগুণ দরে তাই কিনে খাই।
(তবু) নুন খেয়েছি
বাবুদের নুন খেয়েছি,
বিপদকালে চড়া সুদে
বাবুর কাছে নুন খেয়েছি।
(তাই) গুণ গেয়েছি
আমার চাল সে আমিই খেয়ে
বাবুর নুনের গুণ গেয়েছি।
কপালটাকে দোষী করে
বাবুর নুনের গুণ গেয়েছি।
পরিবারের কর্তাবাবু
নুন দিয়েছে গুণ গেয়েছি।

তারপর, শুনুন বাবুরা,

তারপর একদিন সুদে সুদে অন্ধকার
জমি গেলো ক্রোক হয়ে ডুবে গেলো সংসার।
তখন— বাবুদের দরবারে বলি দিয়ে ধরণা
জমিটাকে আমারেই ভাগচাষে দ্যান না?
তখন, বাবুর যদি দয়া হয়, ভেবেচিন্তে বাবুর যদি দয়া হয়, বাবু বলতে পারেন—
দিতে পারি,
তোমায় আমি দিতে পারি,
গবর্মেন্টে রেজিস্টারি
না করিলে দিতে পারি।
খাতায় খারিজ না করালে
ভাগে তোমায় দিতে পারি।
আধি ভাগ দিলে পরে
ভাগে তোমায় দিতে পারি।
শুনুন বাবুরা!
সরকারি আইন বলে—ভাগচাষীর ভাগ বারোআনা,
বাবুদের সিধে কথা—আধার বেশি কেউ পাবে না।
সরকারি আইন বলে—ভাগচাষীর নাম খাতায় লেখো,
বাবুদের সিধে কথা—তা যদি হয় রাস্তা দেখো!
এই যে, কবিখুড়ো। এই আমাদের পরিবারের কর্তাবাবু! তা কর্তাবাবুর নুন খেয়েছি। তাই সই। আধাভাগ দেবো, খাতায় নাম লেখাবো না, যদি ভাগে দেন। আর যদি সে দয়া না হয়?
তবে মজুর হইয়া খাটিয়া খাটিয়া তিন টাকা রোজ পাবো
চাল কিলোপ্রতি সাড়ে তিনটাকা তবু তো যা হোক খাবো
কারণ? কাজ মেলে না,
প্রতিদিন কাজ মেলে না,
মাসের মধ্যে দশ বারো দিন
তাও তো দেখি কাজ মেলে না।
হাজার হাজার জমিহারা
সবাই ঘোরে কাজ মেলে না।
তিন টাকা রোজ তাও মেলে না।
কাজ না পেলে পেট চলে না।
খুড়ো॥ আরে আরে এই ব্যাটা! সব গান তুই যে একাই গেয়ে দিলি রে? ভেবেছিস

এই করে আসর মাতাবি? ভেবেছিস তোর যতো বাজে কথা মিথ্যে কথা শুনে বাবুরা সব ভুলে যাবেন?

পচা॥ তো কও না খুড়ো! হিম্মৎ থাকে তো জবাব দাও।

খুড়ো॥ আরে জবাব দেবো কী রে ব্যাটা? তোর সওয়াল থাকলে তো জবাব দেবো? তুই বলেছিসটা কী? ফসল কেনা বেচা, জমি কেনা বেচা, ভাগে জমি দেওয়া, জন খাটানো—এই তো সাত কাহন গাইলি! তা এর মধ্যে কোনটা অন্যায্য বল? বলুন বাবুরা, অন্যায্য কোনটা? সব বাজারের রেট দর যখন যেমন আছে, তেমনি লেনদেন হচ্ছে। বলুন বাবুরা, অন্যায্য কোনখানে হোলো? অন্যায্য হলে—থানাপুলিশ আছে, কোর্টকাছারি আছে, এ বাবা মহারানির রাজত্ব। মগের মুলুক তো নয়?

(গান : সুর—রামপ্রসাদী)

মা গো এদের বুঝিয়ে দে না।
এদের ধ্যান ধারণা নেইকো কিছুই, গণতন্ত্র তাও বোঝে না।
মা গো এদের বুঝিয়ে দে না।
গণতন্ত্রে সবাই স্বাধীন, সবাই থাকে বেঁচে বর্তে,
সাধ্যি থাকলে বুদ্ধি থাকলে সবাই পারে খেতে পরতে।
যারা অবোধ, শুধু তাদের মা গো
এমন রাজ্যেও ভাত জোটে না।
মা গো এদের বুঝিয়ে দে না।
খোলা বাজার আছে পড়ে স্বাধীনভাবে বেচা কেনা,
আইন কানুন সবার তরে, গা বাঁচিয়ে লুঠে নে না!
শুধু বোকার মতো চিড়বিড়িয়ে ভাঙলে আইন পার পাবে না!
মা গো এদের বুঝিয়ে দে না।

পচা॥ ঠিক বলেছো খুড়ো। এই এতোক্ষণে একটা সত্যি কথা বলেছো। 'খোলা বাজার আছে পড়ে, গা বাঁচিয়ে লুঠে নে না!'

খুড়ো॥ কী কী কী—আমি তাই বলেছি? আমি তো বললুম—'আইন কানুন সবার তরে, গা বাঁচিয়ে—'

পচা॥ ঐ একই কথা খুড়ো, মনের কথা ফস করে বেরিয়ে পড়েছে।

খুড়ো॥ দেখ দেখ মিথ্যে কথা বলিস নি। বাবুরা সব ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না, বুঝলি? বলুন বাবুরা। বাজার আছে, আইন কানুন আছে, জিনিসপত্র কম থাকলে দাম বাড়ে, বেশি থাকলে দাম কমে। ন্যায্য বাজারে ন্যায্য দরে—

পচা॥ বাজে কথা খুড়ো। জিনিসপত্র কম করে বানায়, মজুত করে রাখে, বাজার

দর বাড়াতে। তোমাদের কাছে দুনিয়াটা একটা বাজাব, মানুষ কিছুই না।

খুড়ো॥ আরে পাঁঠা, মানুষের জন্যেই তো বাজার?

পচা॥ না খুড়ো, বাজার তোমাদের, তোমরা মানুষ নও। মানুষ নিয়ে বাজারে তোমরা কেনা বেচা করো। ওসব আর চলবে না খুড়ো।

খুড়ো॥ বাজার তো খোলা পড়ে আছে! তোরাও কেন এসে—

পচা॥ না খুড়ো! খোলা বাজার আমাদের দরকার নেই। বাজারই দরকার নেই আমাদের! আমরাই বানাবো, আমরাই খাবো, বেচা কেনার ধার ধারবো না।

খুড়ো॥ দেখো শালার বুদ্ধি। বেচা কেনা চিরকালই আছে!

পচা॥ মিথ্যে কথা খুড়ো! চিরকাল ছিল না, চিরকাল থাকবেও না। অনেক বানাতে পারি আমরা, সবাই মিলে ভাগ করে খেতে পারি। কিসের বাজার? কিসের বেচা কেনা? কিসের টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি?

(গান : সুর ভাটিয়ালী)

(আমরা) যা কিছু চাই সবই তো বানাই,
ফালতু কেন বাজার যাবো?
টাকার চাকর কেন হবো?
ভাগ করে সব খাবো,
(এসো) ভাগ করে সব খাবো।
এই দুনিয়ায় যা কিছু দরকারী,
আমরা সবাই মিলে বানিয়ে নিতে পারি,
সাধ্যমতো খাটবো সবাই,
যার যা দরকার নিয়ে যাবো,
কেনা বেচায় কী ফল পাবো?
ভাগ করে সব খাবো।
আমার তোমার কেন বলি? টাকা কেন জমিয়ে চলি?
সবার তরে সবাই মোরা, এই কথাটা কেন ভুলি?
সবই বানাই সব যদি পাই তবে
বিষয় আশয় জমিয়ে কী আর হবে?
থানা পুলিশ ব্যাঙ্ক আদালত উঠিয়ে দিয়ে ঘর বানাবো,
ভালোবাসার বান ভাসাবো,
আবার মানুষ হবো,
(ও ভাই) আবার মানুষ হবো।

— শেষ —

নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র

[নাট্যকার এলো। ত্রস্তভাবে এদিক ওদিক তাকালো, যেন কেউ তাড়া করেছে তাকে। এরপর ছুটে দর্শকদের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো। একটু পরে দামী পোশাক পরা একজন ভারিক্কে লোক এলো। চারিদিক খুঁজে দেখলো।]

দামী ॥ এইখানে একটু আগে একটা লোক দাঁড়িয়েছিলো, কোথায় গেলো বলতে পারেন? আপনারা কেউ দেখেছেন তাকে? এইমাত্র ছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছি। যদি কেউ দেখে থাকেন কাইন্ডলি বলুন। তাকে আমার বিশেষ দরকার। আমার দরকার মানেই আমাদের দরকার। অর্থাৎ আপনাদেরও দরকার। কারণ আমি মানেই আমরা এবং আপনারা। দেখেন নি কেউ? যদি দেখে থাকেন, নিজের স্বার্থে আমাকে জানান। ইন ইওর ওন ইন্টারেস্ট। আমি আপনাদেরই রিপ্রেজেনটেটিভ, মানে প্রতিনিধি, আপনাদের সুখদুঃখের রক্ষী। আপনাদের ইন্টারেস্ট দেখাই আমার কাজ। দেখেন নি? দেখেন নি কেউ? (হঠাৎ দেখে) ঐ তো! ঐ তো! শুনুন, শুনুন দাঁড়ান, ভয় পাবেন না! দাঁড়ান, নইলে বিপদ হবে। পালিয়ে বাঁচবেন না। ইউ কান্ট এস্‌কেপ। দাঁড়ান বলছি! আমাদের ডিটেকটিভ আছে, কুকুর আছে, পালিয়ে পার পাবেন না—দাঁড়ান! দাঁড়ান!

[বলতে বলতে পলাতক নাট্যকারকে তাড়া করে চলে গেলো। নাট্যকার ঘুরে আবার ঢুকলো। আবার লুকোলো। মাঝারি পোশাক পরা একজন এলো।]

মাঝারি ॥ কোথায় গেলো? আপনারা দেখেছেন কেউ? যে ভদ্রলোক এইখানে দাঁড়িয়েছিলেন একটু আগে? আমার ভীষণ দরকার তাকে। বহুদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি, ধরতে পারছি না। ঐ ভদ্রলোক আমাকে বাঁচাতে পারেন। আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। যদি কেউ দেখে থাকেন, প্লীজ, প্লী—জ আমাকে বলুন। দেখেন নি? কেউ দেখেন নি? ঐ তো! ঐ তো!

[তাড়া করলো। নাট্যকার পালাচ্ছে।]

দাঁড়ান! প্লীজ দাঁড়ান! আমার ভীষণ দরকার আপনাকে। প্লীজ প্লী—জ! আপনাকে ছাড়া আমার চলবে না! আমি মরে যাবো, প্লী—জ!

[নাট্যকার ঘুরে আবার এলো। আবার পালালো। সস্তা কাপড় পরা খালি গায়ে একটা লোক এলো।]

সস্তা ॥ এই দ্যাকো। ফের কোতা চলি গ্যালেন? বাবুরা, আপনারা কেউ দেকিচেন? এক ভদ্দরলোক এইকেনে দাঁড়িয়ে ছ্যালেন এই মাত্তর? যদি দেকে থাকেন,

বইল দ্যান বাবুরা। কোনদিকি গ্যাছে একটু বলে দ্যান। আমার পরাণটা বাঁচান। ওনারে না পেলে আমার নিশ্চিত মিত্যু। বিশ্বেস করেন বাবুরা, বিশ্বেস করেন। —ঐ তো! ঐ তো! বাবু, শোনেন, ও বাবু। চলি যাবেন না। আমি মারা যাচ্ছি বাবু। চলি যাবেন না, এট্টু দয়া করেন—ও বাবু!

[তাড়া করে চলে গেলো। নাট্যকার ঘুরে ফের এলো। এতোক্ষণে যেন নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছেছে।]

নাট্যকার॥ (ঘাম মুছে) বাব্বা! এতোক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। শ্ শ্ শ্ শ্। কাউকে বলবেন না আমি এখানে আছি। পাগল করে দিচ্ছে আমাকে ঐ তিনটে লোক। খাওয়া নেই ঘুম নেই, পালিয়ে বেড়াচ্ছি। একদিন দু'দিন নয়, মাসের পর মাস। বছরের পর বছরও বলা যায় বোধ হয়। ঐ তিনটে সর্বনাশা লোক।

[বলতে বলতে তিনজন হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।]

দামী॥ (পাইপটাকে পিস্তলের মতো উঁচিয়ে ধরে) হ্যান্ডস্ আপ্।

মাঝারি॥ (নাট্যকারের গলা জড়িয়ে ধরে) এই তো পেলাম এতোদিনে।

সস্তা॥ (উবু হয়ে বসে হাত জোড় করে) বাবু, দয়া হোলো তাহলি।

দামী॥ বলেছিলাম পালিয়ে পার পাবেন না।

মাঝারি॥ কেন ভাই পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে?

সস্তা॥ আপনি না দেখলি আমারে আর কে দ্যাখবে বাবু!

দামী॥ আর পালাবার চেষ্টা করবেন না।

মাঝারি॥ আমার কথাটা রাখো ভাই, আর পালিও না।

সস্তা॥ আবার চলে গেলি আমি মারা যাবো বাবু।

[নাট্যকার ইতিমধ্যে মাঝারির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে।]

নাট্যকার॥ (দীর্ঘশ্বাসে) না! আর পালাবো না। পালিয়ে লাভ নেই।

দামী॥ পথে আসুন।

মাঝারি॥ বাঃ, এই তো। এই তো।

সস্তা॥ বাঁচালেন বাবু।

(তিনজন বসলো তিনদিকে)

নাট্যকার॥ (দর্শকদের) আপনরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই! না বোঝার কিছু নেই। নাটকের নামেই মালুম—নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র। নামটাব জন্যে আমি ইটালির পিরানদেল্লো সাহেব, নান্দীকারের অজিতেশ বাবু এবং এই তিনটি নাছোড়বান্দা চরিত্রের কাছে ঋণ স্বীকার করছি। বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনা, আমিই হতভাগ্য নাট্যকার। মনে হচ্ছে আপনারা দু'একজন সে সন্দেহ আগেই করেছেন।

দামী ॥ ওহে নাট্যকার, ভূমিকা ছেড়ে নাটকে আসুন।

নাট্য ॥ ইয়েস স্যার। বলুন।

(দামী উঠলো)

দামী ॥ চেম্বার অফ্ কমার্স, ডিবেঞ্চার শেয়ার, বুলিয়ন মার্কেট, কম্পিটিশন, ইনফ্রেশন, থার্টিন পারসেন্ট ডিভিডেন্ট, মার্কেট রিসার্চ, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, বুল অ্যান্ড বেয়ার। ক্লীয়ার?

নাট্য ॥ হ্যাঁ স্যার, ক্লীয়ার। তবে কিনা—ইংরিজি কথা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?

দামী ॥ তাতে কী? সিম্পল্ ইংলিশ। এটুকু ইংরিজি বাঙালি দর্শকের কে না বুঝবে?

নাট্য ॥ তা বটে, তবে—

দামী ॥ তা ছাড়া বাংলা কথাও তো অনেক দিলাম। শেয়ার, পারসেন্ট, কন্ট্রোল—এগুলো কি আর ইংরিজি?

নাট্য ॥ না স্যার। ঘুষের শেয়ার, ব্ল্যাক মার্কেট, কন্ট্রোলের চাল—এসব আজকাল গাঁয়ের অশিক্ষিত লোকেরাও বোঝে।

সস্তা ॥ হ্যাঁ বাবু, ও সব কতা আমাদের জানা।

দামী ॥ আস্ক হিম নট্ টু ইন্টারাপ্ট।

সস্তা ॥ এটা বুঝলাম না বাবু!

নাট্য ॥ তোমার কথা পরে শুনবো ভাই। আগে এনাকে বলতে দাও।

সস্তা ॥ বলেন বাবু বলেন, আমি আর কতা বলবো নি।

দামী ॥ প্রশ্নটা হোলো—ইগ্‌নোরেন্স। একটা কলোস্যাল ইগ্‌নোরেন্স।

নাট্য ॥ (দর্শকদের) অজ্ঞতা। একটা পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা।

দামী ॥ ইয়েস, পর্বত প্রমাণ। কার?

নাট্য ॥ (দর্শকদের) কার?

দামী ॥ অবভিয়াসলী—অফ দ্য জেনারেল পাবলিক।

নাট্য ॥ (দর্শকদের) স্পষ্টতঃই—জনসাধারণের।

দামী ॥ এখন কথা হোলো, এই ইগ্‌নোরেন্সটাকে ফাইট করতে হবে।

নাট্য ॥ (দর্শকদের) এই অজ্ঞতার সঙ্গে লড়তে হবে।

দামী ॥ তা যদি না হয়, তবে ইন্ডিয়া কখনোই পৃথিবীতে তার নিজের জায়গা করে নিতে পারবে না।

নাট্য ॥ (দর্শকদের) ইন্ডিয়া মানে ভারতবর্ষ, আর সব বাংলা আছে।

দামী ॥ (দর্শকদের) ইয়েস ইয়েস, বাংলাতেই বলছি। বাংলাতেই বলবো। আফটার অল আমরা বাংলা দেশের লোক।

নাট্য ॥ না স্যার, পশ্চিমবঙ্গ।

দামী ॥ হোয়াটস্ দ্যাট? ও ইয়েস, ওয়েস্ট বেঙ্গল। তবে কিনা, আমি ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছিলাম। মানে ভাষা। বাংলা ভাষা।

নাট্য ॥ (গেয়ে) আ মরি বাংলা ভাষা / মোদের গরব মোদের আশা—

দামী ॥ ওটা কী হচ্ছে?

নাট্য ॥ ভাবছি একটা গান দেবো এখানে। নাটকে গান জিনিসটা আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

দামী ॥ হ্যাঁ, ওটা আমিও লক্ষ করেছি। গুড আইডিয়া। আসলে এই জন্যেই তো আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আপনি নাটক জিনিসটা রিয়েলি বোঝেন। থিয়েটার-গোইং পাবলিকের পাল্‌স আপনার হাতে।

নাট্য ॥ এটা কি বাংলা করে দেবো স্যার?

দামী ॥ না না, এটা একটা কমেন্ট অ্যাসাইড।

নাট্য ॥ (দর্শকদের) এটা জনান্তিকে একটা মন্তব্য।

দামী ॥ (সন্দেহে) আই হোপ ইউ আর নট ট্রাইং টু পুল মাই লেগ?

নাট্য ॥ (দর্শকদের) আশা করি আপনি আমার ঠ্যাং টানবার চেষ্টা— (সচেতন হয়ে) না স্যার, একদম না। আমি নাটকটাকে বাংলা করবার চেষ্টা করছিলাম।

দামী ॥ ও. কে., ও. কে.। লেটস্ গেট্ অন। কী বলছিলাম?

নাট্য ॥ জনসাধারণের নাড়ি আমার হাতে—

দামী ॥ না না, ওটা তো অ্যাসাইড। তার আগে—

নাট্য ॥ বাংলা ভাষা—

দামী ॥ না না, আসল কথাটা—

নাট্য ॥ অজ্ঞতা।

দামী ॥ ইয়েস, অজ্ঞতা। কলোস্যাল, মানে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতা।

নাট্য ॥ হ্যাঁ স্যার। লড়তে হবে।

দামী ॥ এবং লড়তে গেলে কী করতে হবে? কী অস্ত্র আমাদের?

নাট্য ॥ (ঘাবড়ে) অস্ত্র স্যার?

দামী ॥ রিমেম্বার—দ্য পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দ্য সোর্ড।

নাট্য ॥ হ্যাঁ স্যার। কলম তরবারির চেয়ে শক্তিশালী।

দামী ॥ আপনার সেই শক্তিশালী কলমকে ব্যবহার করতে হবে। অবশ্য আমাদের খবরের কাগজ আছে, বাছা বাছা প্রবন্ধ লেখক, সাহিত্যিক আছে। কিন্তু তবু আপনাকে খুঁজে বার করলাম কেন?

নাট্য ॥ আমার দুর্ভাগ্য।

দামী ॥ হোয়াটস্ দ্যাট?

নাট্য ॥ না স্যার, কিছু না। বলছিলাম, আমার সৌভাগ্য।

দামী ॥ না না, আপনার সৌভাগ্য-টাগ্য নয়। দরকারটা আমারই। আপনাকে বার করলাম, কারণ আপনি নাটক লেখেন। এবং নাটক এমন একটা জিনিস যা অভিনয় হয়। এবং অভিনয় এমন একটা জিনিস যা দেখতে বুঝতে লেখাপড়া জানা দরকার হয় না। এবং উই মাস্ট রিমেম্বার—

নাট্য ॥ আমাদের মনে রাখতে হবে—

দামী ॥ আমাদের দেশের সেভেন্টি পার্সেন্ট লোকই ইল্‌লিটারেট—

নাট্য ॥ শতকরা সত্তর ভাগই নিরক্ষর—

মাঝারি ॥ বোগাস।

দামী ॥ হোয়াটস্ দ্যাট?

মাঝারি ॥ প্রকৃত রসবোদ্ধা যারা, তারা কেউই নিরক্ষর নয়।

দামী ॥ লুক হিয়ার, ইয়াং ম্যান—

নাট্য ॥ (তাড়াতাড়ি) স্যার দেরি হয়ে যাচ্ছে। নাটকটা—

দামী ॥ ও ইয়েস। আপনি তা হলে উদ্দেশ্যটা কি বুঝতে পারছেন?

নাট্য ॥ হ্যাঁ স্যার। অজ্ঞতার সঙ্গে লড়া।

দামী ॥ ইয়েস। একটা একটা করে লড়া যাক। আমাদের দেশের সাধারণ লোক দেশের ইকনমিক ক্রাইসিস, অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে একেবারেই কন্‌সাস নয়।

নাট্য ॥ সচেতন নয়।

দামী ॥ সচেতন নয়। তারা মনে করে, অভাব যখন আছে, চিৎকার করো, স্লোগান দাও, স্ট্রাইক করো, ঘেরাও করো—অমনি অভাব মিটে যাবে। ঘটনাটা তো তা নয়? ঘটনাটা হোলো অর্থনৈতিক সংকট আছে বলেই অভাব আছে, এবং গোলমাল করলে, স্ট্রাইক করলে ঐ অর্থনৈতিক সংকটটাকেই আরো ডীপেন করা হয়—

নাট্য ॥ গভীর করা হয়।

দামী ॥ ঠিক। এই একটা একজ্যাম্পল দেখুন। ২২শে মে-র আনন্দবাজারে প্রথম পাতায় খবর—চার কলাম হেডলাইন—ফুটপাতে ভিড় বাড়ছে, কলেরাও ছড়াচ্ছে। কারণ? এই দেখুন লিখছে "রেল ধর্মঘটের সুযোগে বিনা টিকিটে গ্রামের দুঃস্থ মানুষ হাজারে হাজারে শহরে এসে ভিড় করছেন। কলকাতার ফুটপাথে তাদের আস্তানা।' তা হলে কী দাঁড়ালো।

নাট্য ॥ কলেরা।

দামী ॥ ইয়েস, কিন্তু সেটা আসল কথা নয়।

নাট্য ॥ তবে?

দামী ॥ বুঝতে পারছেন না? রেল ধর্মঘট যদি না হোতো, তবে তো এরা কলকাতায় মরতে আসবার টিকিট কাটতে পারতো না? এদিকে রেভিনিউয়ের ক্ষতি। তার ওপর এই দেখুন লিখছে— "এই অভিযানে প্রায় ছ' হাজার ফুটপাতবাসীকে কলেরা ও বসন্তের ইঞ্জেকশন ও টিকা দেওয়া হয়।" এই যে ইঞ্জেকশন আর টিকের খরচ, এর কোনো রিটার্ন আছে? এতে আমাদের অর্থনীতি এক ইঞ্চিও এগোলো? না কি পেছোলো?

নাট্য ॥ (উজ্জ্বল মুখে) বুঝতে পেরেছি স্যার। তাছাড়া কলকাতার ফুটপাতে মরলে জঞ্জাল পরিষ্কারের একটা খরচ আছে, তারও রিটার্ন নেই। কিন্তু গ্রামে মরলে শেয়াল কুকুর বিনা খরচে—

দামী ॥ না না না না—আপনি একটু অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন—

সস্তা ॥ হ্যাঁ বাবু, ঠিকই বলিচেন। হাজারে হাজারে লোক কলকাতায় চলি আসতেচে। গেরামে বাঁচবার কোনো রাস্তা নেই বাবু—

দামী ॥ ওঃ, শাট্ আপ!

নাট্য ॥ ইয়ে, তুমি ভাই একটু পরে বোলো।—হ্যাঁ বলুন স্যার।

দামী ॥ তা হলে আপনার কাছে মোটামুটি ক্লীয়ার? এই অর্থনৈতিক সংকটটা পাবলিককে ভালো করে বোঝাতে হবে।

নাট্য ॥ ইয়ে, দু' একটা পয়েন্ট যদি দেন—

দামী ॥ অবভিয়াস। প্রথম কথা জনসংখ্যাবৃদ্ধি। যতো অজ্ঞতা, ততো লোক বাড়ছে। প্রাণপণে চেষ্টা করেও এতো লোককে খেতে দেওয়া যাচ্ছে না। ফ্যামিলি প্ল্যানিং অবশ্য আছে। সেটাও নাটকে ভালো করে দেওয়া দরকার।

নাট্য ॥ আর?

দামী ॥ ধর্মঘট তো বললামই। তা ছাড়া আছে—কিছু পলিটিক্যাল পার্টির ইরেসপন্সিব্‌ল বিহেভিয়ার।

নাট্য ॥ (দর্শকদের) কিছু রাজনৈতিক দলের দায়িত্বহীন কার্যকলাপ।

দামী ॥ কলাপ—ইয়েস। এবং এর পেছনে আছে বিদেশী রাষ্ট্রের প্ররোচনা।

নাট্য ॥ খাঁটি বাংলা বলেছেন স্যার।

দামী ॥ এবং খাঁটি কথা। কী বলেন?

নাট্য ॥ সে আর বলতে?

দামী ॥ তাছাড়া সাবোতাজের কথাটাও ভুলে গেলে চলবে না।

নাট্য ॥ সাবোতাজ? মানে নাশকতামূলক কার্যকলাপ?

দামী ॥ সার্টেনলি। আমি ছোটখাটো সাবোতাজের কথা বলছি না শুধু। এখানে একটা বাস পোড়ানো, ওখানে একটা ফিসপ্লেট সরানো—এগুলো কিছুই নয়।

নাট্য ॥ তবে?

দামী ॥ এই যে রেল ধর্মঘট ঘটানো, এইটাই তো একটা বিরাট সাবোতাজ! আরো ডেঞ্জারাস লক্ষণ আছে।

নাট্য ॥ কী রকম?

দামী ॥ এই যে আমরা অ্যাটম বম্ বার করে ফেললাম। কিছু লোক বলছে—কাজটা না কি ভালো হয়নি।

নাট্য ॥ না না স্যার, কী বলছেন? দক্ষিণ বাম মধ্য সবাই উল্লাস প্রকাশ করেছেন। খবরের কাগজের পাতায় পাতায় আনন্দ সংবাদ—

দামী ॥ ইউ ডোন্ট নো নাট্যকার, ইউ ডোন্ট নো। ওরা বলছে, দেশের লোক যখন না খেয়ে মরছে, তখন এতো টাকা খরচ করে অ্যাটম বম্ তৈরি করা কেন?

নাট্য ॥ সত্যি স্যার?

দামী ॥ ইয়েস। আরো বলছে—অ্যাটম বম্ যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে শুধু খনি খোঁড়বার জন্য ব্যবহার হবে সে সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করছে তারা। সী, হাউ ডেঞ্জারাস ইট ইজ!

নাট্য ॥ হ্যাঁ স্যার, অত্যন্ত বিপজ্জনক।

দামী ॥ এবং এরা কারা?

নাট্য ॥ কারা?

দামী ॥ বিদেশী গুপ্তচর। তা ছাড়া কী? আপনি জানেন, অলরেডি কানাডা জেনে গেছে বেসিক ফরমুলাটা?

নাট্য ॥ শুনেছি স্যার ওরাই ফরমুলাটা দিয়েছে আমাদের?

দামী ॥ এই দেখুন, এই দেখুন! আপনিও তাহলে ঐ ধরণের মিথ্যা প্রচারের ভিক্‌টিম! আরে বাবা, কানাডা যদি দিতো, তবে সে নিজেই বানালো না কেন অ্যাটম বম্?

নাট্য ॥ তা ঠিক স্যার।

দামী ॥ তবে? আপনিও যদি ওদের সিক্রেট প্রোপাগান্ডায় কান দেন তবে দেশের অজ্ঞ জনসাধারণ কী না ভাবতে পারে? বলুন?

নাট্য ॥ ঠিক কথা স্যার।

দামী ॥ একটা ভালো কাগজ, সব কিছু ভালো কথা লিখে ফিফ্‌থ্ পেজে লিখে বসলো—কোন্ এক লিচুওয়ালা না কি বলেছে— অ্যাটম বম্ তৈরি হয়েছে তো আমার কী? জাস্ট সী! একটা সত্যিকারের রিলায়েব্‌ল কাগজে কী রকম ইনফিলট্রেশন।

নাট্য ॥ বিদেশী গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ স্যার। নির্ভরযোগ্য খবরের কাগজে।

দামী ॥ আমার কী? ভারতবর্ষ দুনিয়ার ছ' নম্বর হোলো। আর বলে কি না— আমার কী? কেন এটা বললো?

নাট্য ॥ বোধ হয় গরিব লোক—

দামী ॥ নো নো নো নো নো। গরিবির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এর! ইগ্‌নোরেন্স! অজ্ঞতা! এবং তার সুযোগ নিচ্ছে বিদেশী স্পাইরা আর বিদেশী সাহায্যপুষ্ট পলিটিক্যাল পার্টিগুলো! গরিবি! তা ছাড়া গরিবি তো হটে যাবে? অ্যাটম বম্ তৈরি হচ্ছে বলে কি আমরা 'গরিবি হটাও' স্লোগান ভুলে গেছি? একটা প্রতিশ্রুতিও কি কম দেওয়া হচ্ছে?

নাট্য ॥ (উজ্জ্বল মুখে) তা ছাড়া স্যার, হয়তো অ্যাটম বোমের সাহায্যেই গরিবি হটানো যেতে পারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কথা ভাবুন। আমরা আমেরিকা রাশিয়া চীনের সঙ্গে না পারি, নেপাল ভুটান আফগানিস্থান শ্রীলঙ্কা—এদের যদি দখল করা যায়, কিম্বা ধরুন বাংলাদেশ—

দামী ॥ না না না না। আপনি আবার ভুল লাইনে চলে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষ কখনো ইম্পিরিয়ালিস্ট হতে পারে না।

নাট্য ॥ তবে স্যার, এই অ্যাটম বম্—

দামী ॥ শুধু শান্তির জন্য। আর প্রতিরক্ষা—ডিফেন্স। অন্যভাবে ভাবুন।

নাট্য ॥ বলুন স্যার, কীভাবে ভাববো?

দামী ॥ একটা অ্যাটম্ বম্ ফাটানো হয়েছে, এইটাই তো সব নয়?

নাট্য ॥ না স্যার।

দামী ॥ যদি সত্যি সত্যি শক্তিশালী হতে হয় তবে আরো বানাতে হবে। সেগুলো ছোঁড়বার ব্যবস্থা চাই। রকেট চাই, প্লেন চাই, কতো কি চাই।

নাট্য ॥ হ্যাঁ স্যার, কাগজে দেখছিলাম—এই বম্‌টার দাম পড়েছে এক কোটি মাত্র। কিন্তু তিরিশটা কুড়ি হাজার টন বম্ বানানো, ফেলার ব্যবস্থা ইত্যাদি করতে খরচ পড়বে আঠারো হাজার কোটি টাকা।

দামী ॥ দেয়ার ইউ আর! ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে পাঁচ বছরে কতো টাকা বরাদ্দ ছিল?

নাট্য ॥ জানি না স্যার।

দামী ॥ ষোলো হাজার কোটিরও কম। আর এখানে, একটা প্রোজেক্ট আঠারো হাজার কোটি। বুঝতে পারছেন কী পরিমাণ অর্থনৈতিক অগ্রগতি হবে দেশের? কতো লোক চাকরি পাবে?

নাট্য ॥ (উজ্জ্বলমুখে) হ্যাঁ স্যার, দু' একটা জায়গা বুঝে ফাটিয়ে দিলে জনসংখ্যাও কমিয়ে দেওয়া যায়।

দামী ॥ নাট্যকার! আপনি খানিকক্ষণ বেশ বোঝেন, তারপর হঠাৎ উল্টোপাল্টা বকেন কেন বলুন তো?

নাট্য ॥ সরি স্যার। একটা আইডিয়া।

দামী ॥ ভুল আইডিয়া! যদি ঠিকও হয়, ওরকম ভাবে বলাটা ভুল।

নাট্য ॥ না স্যার, ওটা নাটকে দেবো না।

দামী ॥ গুড। এবার দেখা যাক্ আর কী পয়েন্ট আছে—

নাট্য ॥ স্যার পয়েন্ট যা দিয়েছেন, তাতেই দু'তিন ঘণ্টার একটা নাটক হয়ে যাবে।

দামী ॥ আর ইউ শিওর?

নাট্য ॥ হ্যাঁ স্যার।

দামী ॥ তা একটা নাটক লিখলেই তো হবে না? আরো অনেক লিখতে হবে। একটার পর একটা—

নাট্য ॥ অ্যাটম বমের মতো।

দামী ॥ হোয়াটস্ দ্যাট?

নাট্য ॥ বলছিলাম, অ্যাটম বম্ যেমন একটার পর একটা বানাতে হবে, তেমনি নাটকও একটার পর একটা লিখে যেতে হবে। তাছাড়া আপনি তো বলেইছেন—পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান দ্যা অ্যাটম বম্! অর্থাৎ কলম আণবিক বোমার চেয়েও—

দামী ॥ ওয়েল, আয়্যাম নট সো শিওর অফ দ্যাট। বাট এনিওয়ে—

নাট্য ॥ তরবারির থেকে তো বটেই? হয়তো পাইপগানকেও ছাড়িয়ে যাবে চেষ্টাচরিত্র করলে।

দামী ॥ কথা তা নয়। বলছিলাম আরো কিছু পয়েন্ট নিয়ে রাখলে আপনার পরের নাটকে—

নাট্য ॥ গুলিয়ে যাবে স্যার। আমি বেশি কথা এক সঙ্গে মনে রাখতে পারি না। ঐ জন্যেই তো স্যার লেখাপড়া বেশি হোলো না, নাট্যকার হলাম।

দামী ॥ ও. কে. ও. কে.। হ্যাভ ইট ইয়োর ওন ওয়ে। আপনারা আর্টিস্ট, আপনাদের ওপর বেশি জোর করা চলে না। জানেন, আমি আর্ট বড়ো ভালোবাসি। শুধু যে দামী দামী আর্ট কিনে রাখি তাই নয়, যাতে

সত্যিকারের ভালো আর্ট তৈরি হয়, তার জন্যে সব সময়ে চেষ্টা করি। সেই জন্যেই তো আপনাকে—

নাট্য ॥ গোরু খোঁজা খুঁজেছেন এতোদিন।

দামী ॥ ইয়েস।

নাট্য ॥ কিছু ভাববেন না স্যার, আমি গোয়ালে আছি।

দামী ॥ গোয়াল? গোয়াল কেন?

নাট্য ॥ কথাটাকে একটু আর্টিস্টিক্যালি বলবার চেষ্টা করলাম স্যার। একটা ইমেজ্ আর কী, একটু লিরিক্যালি—

দামী ॥ ও আচ্ছা আচ্ছা, আর বলতে হবে না। আর্ট, ইমেজ, লিরিক—ও সব আমার টপ ফেভারিট, বুঝলেন?

নাট্য ॥ হ্যাঁ স্যার, সে কথা কে না জানে?

দামী ॥ তবে আমি আসি। আমার একটা বোর্ড মিটিং আছে। আপনি লিখে ফেলুন যতো তাড়াতাড়ি পারেন।

নাট্য ॥ এক্ষুনি বসে যাচ্ছি স্যার।

[দামী চলে গেল। মাঝারি আর সস্তা একসঙ্গে উঠলো।]

মাঝারি ॥ যাক্, এতোক্ষণে পাওয়া গেলো।

সস্তা ॥ (প্রায় একসঙ্গে) এখন তালি আমার কতা শোনবেন বাবু?

মাঝারি ॥ (সদয় কণ্ঠে) তুমি বোসো ভাই। তোমার কিছু বলার দরকার হবে না।

সস্তা ॥ সে কী বাবু? আমি যে সেই কবে থেকে খুঁজে বেড়াচ্চি এনারে, আমার দু'টো কতা বলবো বলে—

মাঝারি ॥ আমি জানি। তোমার কথা সব জানি আমি। আমিই বলে দেবো তোমার হয়ে। অতোটা গুছিয়ে তুমি তো বলতে পারবে না?

সস্তা ॥ আমার কতা আপনি জানবেন কেমন করি? আপনি তো আমারে চেনেন না!

মাঝারি ॥ কে বললো চিনি না? তুমি জনগণ।

সস্তা ॥ আজ্ঞে না বাবু, আমার নাম মহাদেব মণ্ডল। দ্যাখলেন তো? আমারে আপনি চেনেন না। আমার কতা আপনি—

নাট্য ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, তোমার কথা শুনবো। তোমার মুখেই শুনবো। আগে একটু এর কথা শুনে নিই।

সস্তা ॥ তা শোনেন। আমি বসচি ততোক্ষণ। বসে থাকা অভ্যেস আচে আমাদের। শুধু কতাটা না শুনে চলি যাবেন না।

মাঝারি ॥ কোনো দরকার ছিল না নাট্যকার। আমি তোমাকে যা বলতে খুঁজে বেড়াচ্ছি তার বেশির ভাগ এরই কথা।

নাট্য ॥ তা বেশ তো, বলো না? আগে না হয় কম ভাগটাই বলো।

মাঝারি ॥ তার মানে?

নাট্য ॥ মানে তোমার কথা, যেটা বেশির ভাগ নয়।

মাঝারি ॥ আমার কথা আলাদা করে কিছু নেই। কোনো সমাজসচেতন ব্যক্তির একেবারে নিজস্ব কথা কিছু থাকতে পারে না। সমাজ থেকে, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় সে।

নাট্য ॥ বাঃ বাঃ চমৎকার!

মাঝারি ॥ কী হোলো?

নাট্য ॥ ভারি সুন্দর খাঁটি বাংলা বলছো ভাই, বাঁচিয়েছো। ট্রানস্লেশন করতে হচ্ছে না একদম।

মাঝারি ॥ আমি ইংরিজি বাংলা দু'টো ভাষাই জানি, তাই দুটোকে মেশাবার দরকার হয় না আমার।

নাট্য ॥ এই কথাটা খুব পুরোনো একটা বাংলা সিনেমায় শুনেছিলাম। যতোদূর মনে পড়ছে—'উদয়ের পথে', রাধামোহন বিনতা—

মাঝারি ॥ আমি দেখিনি।

নাট্য ॥ দেখোনি? তবে তোমার ওরিজিন্যাল—মানে মৌলিক।

মাঝারি ॥ তাছাড়া, সিনেমার কথা হচ্ছিলো না।

নাট্য ॥ তবে কিসের কথা হচ্ছিলো?

মাঝারি ॥ নাটকের কথা। তোমাকে লিখতে হবে। লিখতেই হবে। এবং নাটক লিখতে হবে।

নাট্য ॥ বটেই তো। নাট্যকার নাটক লিখবে না তো কী লিখবে?

মাঝারি ॥ শুধু এইটুকু দেখো, সে নাটক যেন জীবনবোধ হারিয়ে না ফেলে। যেন বিচ্ছিন্নতার পঙ্কিল আবর্তে তলিয়ে না যায়।

নাট্য ॥ মনে হচ্ছে ট্রানস্লেশন লাগবে। আমারই জন্যে লাগবে।

মাঝারি ॥ কেন, তুমি বুঝতে পারছো না আমার কথা?

নাট্য ॥ বোঝাবুঝি পরে হবে। কী লিখতে হবে বলে দাও আপাতত।

মাঝারি ॥ কী লিখতে হবে, তুমি জানো না? তোমার কোনো সামাজিক 'সত্তা' নেই?

নাট্য ॥ তা জানি না। তবে ছোটবেলায় পিসীমার তৈরি আমসত্ত্বে নিজস্ব স্বত্ব আনবার একমাত্র শর্ত ছিল শত শত অসত্য বলে অসততার সপ্তসমুদ্রে সন্তরণ—

মাঝারি ॥ কী বলছো যা তা?

নাট্য ॥ সস্তা কথাটা খুব ভালো লাগলো, তাই দেখছিলাম অনুপ্রাসে কতোটা এগোনো যায়।

মাঝারি ॥ নাট্যকার, প্লীজ, একটু সিরিয়াস হও।

নাট্য ॥ এই মরেছে, আবার ইংরিজি মেশাতে গেলে কেন? এই বললে দু'টো ভাষাই জানো—

মাঝারি ॥ শোনো নাট্যকার। আমি বুঝতে পারছি তুমি আমাকে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা করছো—

নাট্য ॥ না না বিশ্বাস করো—

মাঝারি ॥ অথবা রাগিয়ে দেবার। কিন্তু পারবে না। আমার দায়িত্ব আমি পালন করবোই।

নাট্য ॥ করো। আমি তো তাই চাইছি।

মাঝারি ॥ সে দায়িত্ব কী তা জানো?

নাট্য ॥ বললেই জানতে পারবো।

মাঝারি ॥ তোমাকে তোমার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা।

নাট্য ॥ সচেতন হলাম।

মাঝারি ॥ কী সে দায়িত্ব?

নাট্য ॥ এই মরেছে। সচেতন হয়েও খালাস নেই?

মাঝারি ॥ এইখানেই আসছে ওর কথা। মানে—জনগণের কথা।

সস্তা ॥ যতো বলতেচি আমার নাম মহাদেব মণ্ডল—

মাঝারি ॥ ওর দিকে তাকিয়ে দেখো। ঐ শোষিত নিপীড়িত অত্যাচারিত জনগণের দিকে তাকিয়ে দেখো। কী আছে ওর? শুধু বন্ধন। শুধু শৃঙ্খল। স্বাধীনতা বলতে ওর আছে—উপোস করে মরে যাবার স্বাধীনতা। ওর অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, শিক্ষা নেই—

সস্তা ॥ (উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) হাঁ বাবু, ঠিক কতা, কিচুই নাই—

মাঝারি ॥ বোসো বোসো, ব্যস্ত হোয়ো না। আমি বলছি সব। (সস্তা বসলো।)

সস্তা ॥ বলেন বাবু, বলেন। কিচুই নাই আমাদের।

মাঝারি ॥ কিন্তু একটা জিনিস আছে।

সস্তা ॥ অ্যাঁ?

মাঝারি ॥ শক্তি। অফুরন্ত শক্তি। একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের বিস্ফোরণে পৃথিবী ওলট-পালট করে দেবার শক্তি। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের শক্তি।

সস্তা ॥ ঠিক বুঝতেচি না বাবু, এটটু সহজ করি বলেন।

মাঝারি ॥ এই! দেখেছো নাট্যকার? এইটাই কথা। ও বুঝতে পারছে না। ওর এই

অফুরন্ত শক্তি সম্বন্ধে ও সচেতন নয়। ওকে সচেতন করতে হবে।

নাট্য ॥ এ তো ভালো কথা, করো না?

মাঝারি ॥ নিশ্চয়ই করবো। আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু তুমি?

নাট্য ॥ আমি?

মাঝারি ॥ তুমি কী করবে?

নাট্য ॥ আমি? ইয়ে—আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবো।

মাঝারি ॥ কী সে দায়িত্ব?

নাট্য ॥ এই মরেছে। ঘুরে ফিরে সেই একটা জায়গায় এসে ঠেকে গেলাম যে?

মাঝারি ॥ আমি বলছি শোনো।

নাট্য ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো। তুমিই বলো। ওর কথা যেমন বলছো, আমার কথাটাও সেইসঙ্গে বলে দাও।

মাঝারি ॥ নাট্যকার হিসেবে তোমার দায়িত্ব—ওকে সচেতন করা। ওকে বুঝিয়ে দেওয়া—কী প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী ও। ওর মনে বিশ্বাস জাগানো। ওর বুকে সাহস আনা। ওর চোখে আশার আলো ফোটানো।

নাট্য ॥ কিন্তু আমি তো ওকে ভালো চিনি না—

মাঝারি ॥ আমি চিনিয়ে দেবো।

নাট্য ॥ তার চেয়ে বরং ওর সঙ্গে একটু আলাপ করে—

মাঝারি ॥ (অধৈর্য হয়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ আলাপ করবে বৈ কি, কিন্তু ওদের যা মূল সমস্যা সেটা তার আগে তোমাকে বুঝতে হবে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, শোনো। এই সমাজ—শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীবিন্যাস কীরকম হয়, সেটা আগে জানা দরকার। তারপর জানা দরকার আমাদের ভারতবর্ষের আধা-ঔপনিবেশিক পরিবেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশ এবং সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর বর্তমান—

[দামী এলো]

দামী ॥ হ্যালো নাট্যকার, হয়েছে তোমার?

নাট্য ॥ শুরুই করতে পারলাম না এখনো।

দামী ॥ কেন কেন? বাধা কী? হোয়াটস্ স্টপিং ইউ?

নাট্য ॥ এই এর কথা একটু শুনছিলাম।

দামী ॥ ইনি কে?

নাট্য ॥ আমার কলেজের সহপাঠী।

দামী ॥ ইনি কী বলছেন?

নাট্য ॥ ও বলছে—আমাকে আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। সে দায়িত্ব

হোলো জনগণকে তাদের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করা। যাতে তাবা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের বিস্ফোরণে—

দামী ॥ ও মাই গড!

নাট্য ॥ ইয়েস স্যার।

দামী ॥ কী বললেন?

নাট্য ॥ বললাম ইয়েস স্যার। অর্থাৎ—ও মাই গড।

দামী ॥ (চিন্তিতভাবে) কলেজের সহপাঠী বললেন? কতোদূর পড়েছে?

নাট্য ॥ বি. এস-সি. পাস করেছে।

দামী ॥ (মাঝারিকে) দ্যাটস্ ভেরি গুড। অনার্স ছিল?

মাঝারি ॥ ফিজিক্স অনার্স।

দামী ॥ ফার্স্ট ক্লাস?

মাঝারি ॥ না, তবে হাই সেকেন্ড ক্লাস।

দামী ॥ স্প্লেন্ডিড! কোথায় কাজ করছেন এখন?

মাঝারি ॥ কাজ পাই নি এখনো।

দামী ॥ হোয়াট? কতোদিন আগে পাস করেছেন?

মাঝারি ॥ দেড় বছর হয়ে গেছে।

দামী ॥ ইমপসিব্‌ল! আর আমার এন্টারপ্রাইজে একজন ভালো সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যাচ্ছি। অবশ্য মাইনে বেশি দিতে পারছি না গোড়াতে। পাঁচশো টাকা স্টার্টিং। বি. এস-সি. অনার্স পাওয়া—

মাঝারি ॥ পাঁচশো টাকা স্টার্টিং?

দামী ॥ ওর বেশি এক্ষুনি দেওয়া শক্ত। অন্য ডাইরেক্টরদের প্রেজেন্ট সিচুয়েশন সম্বন্ধে ধারণা এতো কম! আমি বলেছিলাম—অন্তত সাড়ে ছ'শো করো। তা ওরা বললো—নাথিং ডুইং। এক বছর কাজ করুক স্যাটিসফ্যাক্টরিলি, তখন সাড়ে ছ'শো—সাড়ে এগারোশো স্কেলে যাবে, তার আগে নয়। কিন্তু এ সব কথা আপনাকে বলে কী লাভ? আপনি তো করবেন না?

মাঝারি ॥ কেন করবো না? আমরা মেহনতি মানুষ, পরিশ্রম করেই আমাদের খেতে হবে।

দামী ॥ একশোবার। কিন্তু যদি না পোষায়, তাহলে—

মাঝারি ॥ সেটা কোনো কথা নয়। বর্তমান সমাজব্যবস্থায়—

দামী ॥ একজ্যাক্টলি! আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। পরশু দশটায় একবার অফিসে আসুন কাগজপত্র নিয়ে—ঠিক ইন্টারভিউ নয়। একটা ফর্ম্যালিটি।

মাঝারি ॥ কোন অফিস?

দামী ॥ ...ব্যাঙ্ক। হেড অফিস।

নাট্য ॥ ব্যাঙ্কে সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট?

দামী ॥ হাঃ হাঃ হাঃ নাট্যকার! ব্যাঙ্কিং এখন কতোটা সায়েন্টিফিক হয়ে গেছে জানেন? ও. কে., টিল্ পরশু দশটা। আপনি ওটা শুরু করে দিন ঝটপট! আর, ইয়ে—ও সব বিক্ষোভ বিস্ফোরণ এখন দেবেন না। পীপ্‌লের মাইন্ড এখনো তৈরি হয়নি; কনফিউশনের সৃষ্টি হবে। (মাঝারিকে) আই হোপ ইউ এ্যাগ্রী?

মাঝারি ॥ আমি তো সেই কথাই বলছিলাম একে। আগে জনগণকে সচেতন করতে হবে। শিক্ষিত করতে হবে।

দামী ॥ একজ্যাক্টলি! পার্টিকুলারলি ইন ফ্যামিলি প্ল্যানিং। ঐ এডুকেশনটাই বেসিক্যালি দরকার। আচ্ছা চলি। নাট্যকার, প্লীজ বি শার্প!

[দামী চলে গেলো।]

নাট্য ॥ কই, কী বলছিলে বলো।

মাঝারি ॥ অ্যাঁ? হ্যাঁ, বলছিলাম, জনগণকে সচেতন করা দরকার। তাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, নিজেদের সরকার নিজেদেরই গঠন করবার অধিকার, অর্থাৎ—

নাট্য ॥ অর্থাৎ ভোটের অধিকার?

মাঝারি ॥ হ্যাঁ। কিন্তু ভোট তাদের সচেতনভাবে দিতে হবে। শত্রু মিত্র চিনতে হবে তাদের। ঐক্য আর সংগঠন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা—

নাট্য ॥ আর ঐ যে বিক্ষোভ আর বিস্ফোরণের কথা বলছিলে—

মাঝারি ॥ সময় লাগবে, সময় লাগবে। হঠকারী হলে শুধু শক্তিক্ষয় হবে। আগে ওদের দরকার—গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে—

নাট্য ॥ ভোট দেওয়া।

সস্তা ॥ কিসের ভোট বাবু? ভোট তো হয়ে গেলো। এই গতবছর? শুনলাম, এবার খালটা কাটা হবে, ইলেকটরি আসবে—তা কোতায় কী? শুধু জিনিসের দর বেড়ে যাচ্চে হু হু করে—

মাঝারি ॥ মূল্যবৃদ্ধি! আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসপেক্ট। ইনফ্লেশনারি।

নাট্য ॥ এই মরেছে। ইংরিজি শুরু করলে কেন? বেশ তো বাংলা বলছিলে?

মাঝারি ॥ (ঘড়ি দেখে) হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি গুছিয়ে বাংলায় লিখে ফেলো। আমি চলি দেরি হয়ে গেছে।

নাট্য ॥ কোথায় চললে?

মাঝারি ॥ এক বন্ধুর বাড়ি। একটা স্যুট দরকার পরশু। ওর স্যুটটা আমার ফিট করে।

নাট্য ॥ তাহলে বিস্ফোরণ বিক্ষোভ সব বাদ দেবো?

মাঝারি ॥ গণতন্ত্র, শান্তি আর প্রগতি, এইগুলো আগে ভালো করে বোঝাও। তা না করে বিক্ষোভ বিস্ফোরণ বললে ইয়ের সৃষ্টি হবে, বুঝলে?

নাট্য ॥ কনফিউশন সৃষ্টি হবে, বুঝেছি।

মাঝারি ॥ একজ্যাক্টলি। আজ চলি। আমি আবার আসবো—কদ্দুর লিখলে খোঁজ করে যাবো। দরকার হলে তখন আরো ভালো করে বুঝিয়ে দেবো এখন।

[চলে গেলো]

সস্তা ॥ (উঠে) বাবু, এবার আমার কতা শোনবেন?

নাট্য ॥ তোমার কথা? তোমার কথা তো এনারা সব বলে গেলেন? আবার কী কথা?

সস্তা ॥ ওনাদের কথা কিছু বোঝলাম না। মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, ইংরিজি বুঝবো কেমন করে বলেন?

নাট্য ॥ কেন? এই ভদ্রলোক তো বাংলাতেই বললেন, বেশির ভাগ।

সস্তা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, ওনার কথা একটু আধটু বুঝিচি। উনি মনে হোলো আমাদের ভালোই চান।

নাট্য ॥ আমরা সবাই তোমাদের ভালো চাই।

সস্তা ॥ তা আর জানি নে বাবু? জানি বলিই তো আপনার কাচে এইচি।

নাট্য ॥ আমি কী করতে পারি বলো?

সস্তা ॥ শুনিচি আপনি নাটক লেখেন। সে নাটকে যদি আমাদের গরিবদের কতা এটটুখানি লিখে দ্যান—

নাট্য ॥ কী কথা?

সস্তা ॥ এই ধরেন—জলেব কতা।

নাট্য ॥ (অবাক হয়ে) জল?

সস্তা ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, জল। ও বাবুরা তো জলের কতা কিছু বললেন নি?

নাট্য ॥ জল?

সস্তা ॥ শুধু জল কেন? সারের কতা ধরেন।

নাট্য ॥ সার?

সস্তা ॥ সার আচে, ওষুধ আচে—

নাট্য ॥ ওষুধ?

সস্তা ॥ কিচুই মেলে না বাবু। কালোবাজারে মেলে, তা সে আগুন দর, ছুঁতি পারি নে। সরকার সারের দাম দ্বিগুণ করে দ্যালেন, ইউরিয়া এখন পাঁচ ট্যাকা

কেজি। এদিকি জল কিনতি গেলি পাঁচ টাকা ঘণ্টার কমে কেউ দিতি চায় না। ছ'ট্যাকাও চায়। বলে, কী করবো? খোলা বাজারে ছ'ট্যাকা লিটার ডিজেল কিনে এর থেকে কমে কী করি দেবো?

নাট্য ॥ দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। তুমি জনগণ তো?

সস্তা ॥ না বাবু, আমি মহাদেব মণ্ডল।

নাট্য ॥ হ্যাঁ, ঐ হোলো। মানে গরিব তো?

সস্তা ॥ গরিব বলে গরিব? একবার ভাবেন না বাবু, পনেরো কাঠা জমি কুল্লে, আর ভিটেটা তিন কাঠা। দু'বিঘে ভাগে পেয়েছিলুম গত বছর। তা বিষ্টিতি—

নাট্য ॥ কিন্তু ঐক্য? শ্রেণী? সংগ্রাম?

সস্তা ॥ আজ্ঞে?

নাট্য ॥ শক্তি? বিক্ষোভ? বিস্ফোরণ?

সস্তা ॥ বোঝলাম না বাবু।

নাট্য ॥ বুঝলে না? জল ওষুধ ইউরিয়া ডিজেল—এগুলো তো বোঝো?

সস্তা ॥ তা না বুঝলি আমাদের চলবে কেন বাবু? চাষ করি খাই—

নাট্য ॥ কিন্তু ওগুলো যে আমি কিচ্ছু বুঝছি না ভাই!

সস্তা ॥ আপনি গেরামে কোনোদিন যান নি?

নাট্য ॥ না! গ্রামে যাবো কেন? আমি শহরে থাকি। নাটক লিখি।

সস্তা ॥ সেই কতাই বলতেছি বাবু। একবার গেরামে চলেন। গেরামের কতা নাটকে লেখেন।

নাট্য ॥ গ্রামের কথা নিয়ে অনেক নাটক আছে।

সস্তা ॥ আচে? তাতে কী আচে বাবু?

নাট্য ॥ তাতে আছে—চাষিদের অবর্ণনীয় দারিদ্র্য। জমিদার জোতদার মহাজনের অত্যাচার, খাজনার দায়ে দেনার দায়ে জমি কেড়ে নেওয়া, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, বৌ মেয়ে লুট করা। তারপর কৃষকের ঐক্যবদ্ধ বিক্ষোভ, সংগ্রাম। ইউরিয়া ডিজেল কোথাও দেখিনি। ইউরিয়া দিয়ে কি নাটক হয়?

সস্তা ॥ কিন্তু বাবু, ইউরিয়া ছাড়া যে চাষ হয় না? শুধু আমনে পেট চলে না। গতবছর পনেরো কাঠায় আই. আর. এট্ করিছিলেম বহু কষ্টে, তা ঠিক সময়ে চাপান সার না পেয়ে ধান লাল হয়ি গেলো। ইউরিয়া তকন বেলাকে ছিল তিন ট্যাকা। কল্‌টোলে এক ট্যাকা পনেরো। কিন্তু সে কোতায় পাচ্চি। সেই পেরথম বি.ডি.ও. অফিস থেকি পাঁচ কেজি পেয়েছিলুম, বাস! তা ঐ তিন ট্যাকা কেজি সারের দশ কেজি তিরিশ ট্যাকা হরেন সা'র কাছ থেকি

মাসে সাত ট্যাকা সুদে নিয়ে তবে ধান বাঁচাই। তাও মাজরাপোকা লাগলো। ওষুদ পাইনে। যেকেনে পনেরো কাঠায় গড়ে আঠারো উনিশ মণ পাবো ভেবেছিলেম সেকেনে পাঁচ কুইন্টলও পুরলো না—

নাট্য ॥ কুইন্টাল!

সস্তা ॥ না বাবু, আপনার কাচে মিচে কতা বলবো না, পাঁচ কুইন্টাল সত্তর মতো পেইচি।

নাট্য ॥ বি.ডি.ও.! মাজরাপোকা! কুইন্টাল! আই. আর. এট্!

সস্তা ॥ আই. আর. এটের বীজটা বি.ডি.ও.-র অফিসে পেলুম, তাই। নইলে আমারই পাশের জমিতি নগেন বারুই রত্না লাগায়ে বিঘেতে গড়ে ছাব্বিশ মণ, হ্যাঁ, তা হবে! ওর অবিশ্যি নিজির শ্যালো পাম্প্সেট আচে। আর আমারে ওর কাচ থে-ই জল কিনতি হয় সাত ট্যাকা ঘণ্টায়। তার ওপর ধরেন—

নাট্য ॥ (চিৎকার করে) চুপ করো।

সস্তা ॥ (ঘাবড়ে) আজ্ঞে?

নাট্য ॥ আই. আর. এট্, কুইন্টাল, বি.ডি.ও., ডিজেল, রত্না পাম্পসেট, ইউরিয়া, শ্যালো—কী পেয়েছো কী! এই সব নিয়ে নাটক হয়!

সস্তা ॥ আজ্ঞে বাবু, এই সব না হলি যে চাষ হয় নে?

নাট্য ॥ চাষ? চাষ কী হবে? চাষের কথা নাটকে কী হবে? দরকার 'চাষির কথা', চাষের কথা কেন?

সস্তা ॥ চাষ বাদ দিয়ে চাযির কতা কি করি হবে বাবু?

নাট্য ॥ না যদি হয়, তবে নাটকও হবে না। অন্তত আমার দ্বারা হবে না! আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা।

[চলে গেলো।]

সস্তা ॥ ও বাবু, শোনেন। ও বাবু! একবারটি গেরামে চলেন বাবু, নিজির চোখে অবস্তাটা—

[পেছন পেছন চলে গেলো। মাঝারি এলো।]

মাঝারি ॥ নাট্যকার! নাট্যকার! নাট্যকার কোথায় গেলো জানেন? নাট্যকার!

[ডাকতে ডাকতে চলে গেলো। দামী এলো।]

দামী ॥ নাট্যকার হ্যালো নাট্যকার! আপনারা দেখেছেন কেউ প্লেরাইটকে? মানে নাট্যকারকে? দেখেন নি? হ্যালো নাট্যকার!

[চলে গেলো। দূর থেকে ওদের তিনজনের ডাকাডাকি শোনা যেতে লাগলো। নাট্যকার ঢুকলো। কাঁধে একটা ঝুলি।]

নাট্য ॥ শ্‌ শ্‌ শ্‌ শ্‌। ওদের বলবেন না! ওরা এখনো আমাকে খুঁজছে। একটুক্ষণ চেপে থাকুন। তারপর ওরা আর আমাকে খুঁজে পাবে না। আপনাদের চুপি চুপি বলে রাখি, আমি হিমালয়ে যাচ্ছি। চললাম, দেরি হয়ে গেছে—এখনো চিম্‌টে, কমণ্ডলু আর ফিল্ম্‌ কেনা হয় নি।

[যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু এক অদৃশ্য দেওয়ালে আটকে গেলো। কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে ফিরে এলো।]

নাঃ হোলো না। ঐ ইউরিয়া আর শ্যালো টিউবওয়েল! আর শক্তি আর সংগ্রাম। এ মেলাতে না পারলে হিমালয় গিয়েও শান্তি পাবো না। নাটক লেখা হোক না হোক, গ্রামে একবার আমাকে যেতেই হবে। এবং গিয়ে পড়ে থাকতে হবে, যদ্দিন না জমি-সার-জল, শক্তি-শ্রেণী-সংগ্রাম, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ডিজেল-অ্যাটমবম্‌—এই সব কটাকে মেলাতে পারি। এই সব কটা—কোনো একটা জায়গায়—এক করে—নাটক—না না, নাটক পরের কথা, আগে নিজের মাথায় পরিষ্কার একটা—আপনারা বুঝতে পারছেন না তো? কী করে বুঝবেন, আমি যে নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না। আসলে ঐটাই কথা বোধ হয়—বোঝা দরকার! আমি চললাম! গ্রামে। কোন্‌ গ্রামে এখন বলবো না, আপনারা জেরায় পড়ে কখন ফাঁস করে দেবেন তার ঠিক নেই। ওরা কেউ জিজ্ঞেস করলে--বুঝলেন—ঐ হিমালয় বলাই ভালো।

[প্রস্থান]

রূপকথার কেলেঙ্কারী

[কাগজওয়ালা হাঁকতে হাঁকতে ছুটে এলো। তার সব 'স'-এব উচ্চরণ 'S'-এর মতো।]

কাগজওয়ালা। তেপান্তর তেপান্তর—দৈনিক তেপান্তর। আবার, আবার বজ্রকুমার—
আবার বজ্রকুমার—উত্তপ্ত সংবাদ—দৈনিক তেপান্তর—

[কোরাসের চাব জন এসে পর পর কাগজ কিনে চারপাশে দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করলো।]

১। দুঃস্বপ্ন রজনীর অবসান।
২। তাম্রপুরী বিভীষিকামুক্ত।
৩। বজ্রকুমারের সপ্তম সাফল্য।
৪। তেপান্তরের বিশেষ সংবাদদাতা।
১। সুবর্ণপুর—
২। রজতনগর—
৩। মুক্তারাজ্য—
৪। হীরক দ্বীপ—
১। পান্নাদেশ—
২। মাণিক্যধাম—
৩। পর পর ছয়টি রাজ্যের—
৪। কালান্তক বিভীষিকা—
১। ছয়টি ভয়ঙ্কর নরখাদক রাক্ষসকে—
২। যমের দক্ষিণদ্বার প্রদর্শন করাইয়া—
৩। মহাবীর রাজপুত্র বজ্রকুমার—
৪। গতরাত্রে প্রচণ্ড সংগ্রামে—
১। আবার এক দুর্দান্ত রাক্ষসকে বধ করিয়া—
২। তাম্রপুরীকে রাহুমুক্ত করিলেন।
৩। বজ্রকুমারের ইহা সপ্তম রাক্ষস নিধন।
৪। প্রতিবারের মত এবারও রাক্ষসের দেহ—
১। খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া—
২। পৃথিবীর প্রান্তে সপ্ত সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে—
৩। চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নাই।

৪। আছে শুধু বজ্রকুমারের খড়্গে রক্তের জয়তিলক। কাগজওয়ালা। তেপান্তর, তেপান্তর, দৈনিক তেপান্তর! —আবার, আবার বজ্রকুমার—

১। প্রতিদিন একটি করিয়া নধরকান্তি নাগরিককে—

২। এই হিংস্র রাক্ষসের জলযোগের জন্য প্রেরণের দাবির ফলে—

৩। গত তিন দিবসরাত্রি তাম্রপুরীর অধিবাসীদিগের—

৪। আহার নিদ্রা বন্ধপ্রায়।

১। কিন্তু বিচক্ষণ মন্ত্রী মহোদয়ের সুপরামর্শে—

২। মহামহিমান্বিত তাম্ররাজ অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার প্রতিশ্রুতি দিয়া—

৩। ষড়-রাক্ষস বিজয়ী রাজপুত্র বজ্রকুমারকে—

৪। ঝটিতি আমন্ত্রণ করিয়া—

১। যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন—

২। তাহার তুলনা নাই।

৩। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে—

৪। বজ্রকুমার অর্ধেক রাজত্ব গ্রহণ করিলেও—

১। আজ পর্যন্ত কোনো ক্ষেত্রেই—

২। রাজকন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হন নাই।

৩। বরাবরই পরিবর্তে উপযুক্ত পরিমাণ—

৪। কাঞ্চন মূল্য গ্রহণ করিয়াছেন।

১। তাহার ফলে আজ বজ্রকুমার—

২। রূপকথার দেশে সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী রাজা—

৩। কিন্তু অদ্যাদপি অবিবাহিত।

৪। তাম্রপুরীর সমগ্র নাগরিক সম্প্রদায়—

১। পরম কৌতূহলে অপেক্ষা করিয়া আছেন—

২। এবারও কি বজ্রকুমার কাঞ্চনমূল্য দাবি করিবেন?

৩। না তাম্ররাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া—

৪। তাঁহার এতদিনের ব্রত ভঙ্গ করিবেন?

[কোরাস এক জায়গায় জমা হোলো। কাগজওয়ালা নতুন কাগজের বাণ্ডিল নিয়ে বিক্রি শুরু করলো।]

কাগজওয়ালা। তেপান্তর তেপান্তর—বিশেষ সান্ধ্য সংস্করণ। বজ্রকুমারের সিদ্ধান্ত।

[সবাই ছুটে এসে কাগজ কিনে আবার চার কোণে দাঁড়ালো।]

১। বজ্রকুমারের ব্রত এবারও অক্ষুণ্ণ।

২। অর্ধেক রাজত্ব গ্রহণ, কিন্তু—

৩। রাজকন্যার পরিবর্তে আবার কাঞ্চনমূল্য।
৪। কাঞ্চন মূল্যের পরিমাণ সামান্য নহে,—
১। কিন্তু বজ্রকুমারের অসীম শৌর্য্য—
২। এবং তাম্রপুরীর রাহুমুক্তির তুলনায়—
৩। এ মূল্য অবশ্যই যথোপযুক্ত।
৪। অতএব রূপকথার রাজ্যের গণপ্রতিনিধি তেপান্তর—
১। বজ্রকুমারের এই বীরোচিত সিদ্ধান্তকে—
২। অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাইতেছে।
৩। আশা করি নিজ আদর্শে অটল থাকিয়া বজ্রকুমার—
৪। আরো বহু রাজ্যকে রাক্ষস হইতে রক্ষা করিবেন।

[সবাই কাগজ ফেলে উর্ধ্ববাহু হয়ে ধ্বনি দিতে লাগলো।]

কোরাস। জয় বজ্রকুমারের জয়। বজ্রকুমার—যুগ যুগ জীও।

[বলতে বলতে বেরিয়ে গেলো।]

কাগজওয়ালা। নমস্কার স্যার। আপনারা এইসব সংস্কৃত মার্কা শুদ্ধ ভাষা শুনে ঘেবড়ে গেছেন তো? কিছু মনে করবেন না স্যার, রূপকথার ভাষাটা একটু খটোমটো হতে হয়, নইলে রূপকথার সুগন্ধটা ঠিক ছাড়ে না। আমি স্যার ও সব বুঝি না, তবু 'সান্ধ্য সংস্করণ', 'উত্তপ্ত সংবাদ' এ সব হাঁকতে হয়, নইলে সবাই কাগজ না কিনে ফুটে যায়। সে যাই হোক, ভাষাটা শক্ত হলেও মোদ্দা কথাটা বুঝেছেন বোধ হয়? মানে—রূপকথার দেশে মধ্যে মধ্যে রাক্কোস, খোক্কোস দত্যি দানা আসে। রোজ একটা করে মোটা সোটা নধর মানুষ তার চাই, নাহলে রাজ্য সুদ্ধ দেবে পেটে পুরে। তখন রাজা ঘোষণা করেন, ঘোষণা বুঝলেন না? ডিক্লেয়ার আর কী? রাজা ডিক্লেয়ার করেন—যে রাক্কোস মেরে দেশোদ্ধার করবে, তাকে অদ্দেক রাজত্বি আর রাজকন্যে—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার. রাক্কোস যে দেশে আসবে, রাজকন্যে সে দেশে একটা থাকবেই—তাই নিয়ম। তারপর সারি সারি রাজপুত্তুর আসবে। তলোয়ার এঁটে পাহাড় ভেঙে রাক্কোসের গর্তে যাবে। আর রাক্কোস তাকে সাঁটিয়ে ঢেকুর তুলবে। তারপর আসবে হীরো রাজপুত্তুর—ব্যাস! রাক্কোস খতম, রাজকন্যের বে, সানাই, পোলাও-কালিয়া, ধুম-ধাম, অদ্দেক রাজত্বি, সুখশান্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব তো আপনাদের জানা। কিন্তু আমাদের এই গুরু রাজকুমার—ইনি খাঁড়া হাতে রাক্কোস মেরে চলেছেন আজ এক বছরের ওপর, সাত রাজ্যে সাতটা হোলো আজ পর্যন্ত, কিন্তু বিয়ে করবার নামটি নেই। প্রথম যখন সুবর্ণপুরে বললো—রাজকন্যা চাইনে, তার বদলে

নগদ, রাজ্যসুদ্ধ ভেবেই পায় না—হাসবে, না কাঁদবে, না ইনসল্ট হবে। এ কী বিদঘুটে বায়না রে বাবা? তখন আমাদের কাগজ এই তেপান্তর—আমাদের মানে আমি অবিশ্যি শুধু বেচি কমিশনে—এই তেপান্তর তখন গরম সম্পাদকীয় ছাড়লো—দেশের কল্যাণব্রত, মহান আদর্শ, ব্রহ্মচারী বীর—এমনি সব বাঘা বাঘা কথা! দেশসুদ্ধু তখন বললো—ঠিক ঠিক! আর আজ তাই দেখুন—সুবর্ণপুর, রজতনগর, মুক্তারাজ্য, হীরকদ্বীপ, পান্নাদেশ, মাণিক্যধাম, তাম্রপুরী—সব রাজ্যের রাজকন্যে আইবুড়ো বসে আছে, আর বজ্রকুমার জমিদারী আর নগদে ফুলে ফেঁপে শাহেনশা। একবার ভেবে দেখুন স্যার—সাত আদ্দেক সাড়ে তিন রাজ্য, তার ওপর কাঞ্চনমূল্য—সে হিসেব নেই গুরু—কমপক্ষে সাত লটারির ফার্স্ট প্রাইজ! এই তো শুনলেন তাম্রপুরীর কথা? সবে এক মাসও যায়নি, আবার শুনুন—(ছুটে গিয়ে ফের কাগজ বিক্রী শুরু করলো।) তেপান্তর তেপান্তর দৈনিক তেপান্তর—লৌহগড়ে রাক্ষসের হানা—প্রতিদিন মানুষ ভক্ষণের দাবি। রাজার ঘোষণা—অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা পুষ্পবতী—সুন্দরী সুশিক্ষিতা সুগায়িকা রাজকর্মনিপুণা রাজকন্যা পুষ্পবতী—তেপান্তরে ছবি পাবেন স্যার—তেপান্তর দৈনিক তেপান্তর—(দর্শকদের) আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার আমি এখন লৌহগড়ে কাগজ বেচছি। রূপকথার দেশে এমন হয়—(আবার চিৎকার) তেপান্তর তেপান্তর—উত্তপ্ত সংবাদ।

[কোরাস চার জন এসে কাগজ কিনে দাঁড়িয়ে গেলো।]

১। আবার রাক্ষস—

২। এবার লৌহগড়!

৩। এবারও কি বজ্রকুমার?

৪। এবারো কি সফল অভিযান?

[ওরা মাঝখানে এসে নীরবে আলোচনা করছে। কাগজওয়ালা নতুন কাগজ নিয়ে হাঁকলো।]

কাগজওয়ালা। তেপান্তর তেপান্তর—উত্তপ্ত সংবাদ—বজ্রকুমার। (সবাই কিনলো।)

কোরাস। বজ্রকুমার আসিবেন। বজ্রকুমার আসিতেছেন। বজ্রকুমার আসিয়াছেন।

[বজ্রকুমারের বীরোচিত প্রবেশ।]

জয়, গুরু বজ্রকুমারের জয়! গুরু বজ্র—যুগ যুগ জীও।

[বীর পরিক্রমায় রাজকুমার নিষ্ক্রান্ত হলেন। পেছনে কোরাস ও কাগজওয়ালা। ঘোষক এলো।]

ঘোষক। লৌহগড়-অধীশ্বর রাজাধিরাজ কন্দর্পকান্তি লৌহবর্মা—আ—আ—আ।

[বৃদ্ধ রাজা ও তস্য মন্ত্রীর প্রবেশ]

রাজা। মন্ত্রী, রাক্ষসের সপ্তমদিবসের সময়সীমা কি উত্তীর্ণ?

মন্ত্রী। (ক্লান্তভাবে) আজই সপ্তম দিবস মহারাজ। এই নিয়ে সপ্তদশবার রাজকর্ণে নিবেদন করলাম।

রাজা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। ইয়ে—বজ্রকুমার কি আগত?

মন্ত্রী। বজ্রকুমার আগত এবং রাক্ষস ধ্বংসের চেষ্টায় বহির্গত—মহারাজ কি আবার সে কথা বিস্মৃত হলেন?

রাজা। হাঁ হাঁ বলেছিলে বটে। তা, কীরূপ বোধ হয় মন্ত্রী? বজ্রকুমার কি সাফল্যমণ্ডিত হবে?

মন্ত্রী। সমস্ত দেশবাসীর সেইরূপই আশা। মহারাজা কি ঘন ঘন জয়ধ্বনি শোনেন নি? আমার তো কর্ণপটহ বিদীর্ণপ্রায়।

রাজা। কিন্তু, মন্ত্রী—

মন্ত্রী। আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা। পুষ্পবতীর মাতা বলছিলেন—নাঃ থাক। ঘরের কথা সর্বসমক্ষে আলোচনা সমীচীন নয়।

মন্ত্রী। যথার্থ বলেছেন মহারাজ। (দর্শকদের) রাজ্যসুদ্ধ জানে—রানিমা বজ্রকুমারকে জামাতা করার জন্য হেদিয়ে উঠেছেন, আর ইনি এখন বলছেন—'সর্বসমক্ষে আলোচনা সমীচীন নয়!'

রাজা। মন্ত্রী, কিছু নিবেদন করছ কি?

মন্ত্রী। না মহারাজ, একটা হিসাব করছিলাম।

রাজা। কী হিসাব?

মন্ত্রী। বজ্রকুমারের কাঞ্চনমূল্য বাদ গেলে, আমাদের অর্ধেক রাজত্বের আর্থিক অবস্থা কীরূপ দাঁড়াবে,—তাই।

রাজা। কাঞ্চনমূল্য কেন? আমার তো মনে হয়, পুষ্পবতীকে স্বচক্ষে দেখলে বজ্রকুমার বিবাহ করতে অনিচ্ছুক হবেন না। তোমার কী মত?

মন্ত্রী। আমার মতে মহারাজ—সে গুড়ে বালুকা। পর পর সাতবার তো দেখলাম।

রাজা। সাতবার যা হয়েছে, অষ্টমবারেও যে তাই হবে তা কে বলতে পারে?

মন্ত্রী। যথার্থ বলেছেন মহারাজ এবারে বজ্রকুমারের সমাপ্তি রাক্ষসের পাকস্থলীতেও হতে পারে।

রাজা। মন্ত্রী, তুমি বিচক্ষণ এবং কর্মপটু, কিন্তু বড়ই নিরাশাবাদী এবং বেশ কিছুটা দুর্মুখ। এতটা আগে ছিলে না।

মন্ত্রী। মার্জনা করবেন মহারাজ। প্রবল দুশ্চিন্তায় এইরূপ হচ্ছে।

রাজা। অবশ্যই। রাক্ষসের এই ভীষণ প্রস্তাবে দুশ্চিন্তা না হয়ে পারে না, কিন্তু তাই বলে—

মন্ত্রী। দুশ্চিন্তা সে কারণে নয় মহারাজ।

রাজা। তবে?

মন্ত্রী। আগের সাতটি রাজ্যই বজ্রকুমারের প্রাপ্য মেটাবার পর মন্ত্রীদের বেতন কমাতে বাধ্য হয়েছে!

[দূতের প্রবেশ]

দূত। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। কী সংবাদ দূত।

দূত। মহারাজ! আমি পাহাড়ের নিচে ছিলাম।

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো।

দূত। বজ্রকুমার পাহাড় থেকে নেমে আসছেন। হাতে রক্ত মাখা খড়্গ।

রাজা। (উল্লাসে) ধন্য বজ্রকুমার! দূত, তোমার প্রদত্ত সুসংবাদে আমার মন ভারমুক্ত, হৃদয় উল্লসিত—

[গলা থেকে হার খুললেন। মন্ত্রী শশব্যস্তে হার চেপে ধরলেন।]

মন্ত্রী। করেন কী মহারাজ! রাজত্ব অর্ধেক গেলে ঐ মণিহারের দাম দ্বিগুণ, তদুপরি কাঞ্চনমূল্য বেরিয়ে গেলে তিনগুণ।—দূত, তোমার সংবাদে অতীব প্রীত হয়ে মহারাজ পঞ্চ রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। কাল দ্বিপ্রহরে কোষাধ্যক্ষের কাছে গেলেই পেয়ে যাবে। নগদ পাবে ডিউ স্লিপ নয়।

দূত। (হতাশায়) মহারাজের জয় হোক।

[প্রস্থান]

রাজা। ওরে তোরা শঙ্খধ্বনি কর! জয়ধ্বনি কর! চলো মন্ত্রী, বীরের অভ্যর্থনায় সদলবলে অগ্রসর হই। ওরে কে আছিস, রানিকে বল পুষ্পবতীকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে আসতে—

মন্ত্রী। মহারাজ, আমার মতে রাজকন্যাকে না নিয়ে কোষাধ্যক্ষকে সঙ্গে নেওয়াই অধিকতর সমীচীন।

রাজা। মন্ত্রী, তোমার নিরাশাবাদ নিপাত যাক! কোষাধ্যক্ষকে নিতে চাও নাও, কিন্তু পুষ্পবতী যাবেই।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

[ওদের প্রস্থান। কোরাসের প্রবেশ।]

কোরাস। বজ্রকুমার—যুগ যুগ জীও। জয় গুরু বজ্রকুমারের জয়।
অষ্টম রাক্ষসবিজয়ী বজ্রকুমার—যুগ যুগ জীও।

[কাগজওয়ালার প্রবেশ।]

কাগজওয়ালা। তেপান্তর, দৈনিক তেপান্তর—অতি উত্তপ্ত সংবাদ'। বিনা মেঘে বজ্রপাত!

[সবাই কিনলো।]

১। এ কী!

২/৩/৪। এ কী!

১। বিনা মেঘে বজ্রপাত!

২। রাজকন্যা দর্শনে ব্রহ্মচারী বজ্রকুমারের ব্রত ভঙ্গ!

৩। কাঞ্চন নহে—পুষ্পবতী!

৪। অষ্টম দিবসে বিবাহ স্থির!

কোরাস বজ্র পুষ্প—যুগ যুগ জীও।

[ধ্বনি দিতে দিতে বেরিয়ে গেলো।]

কাগজওয়ালা। দেখলেন স্যার? হেডিং পড়েই সবাই নেচে উঠলো। সম্পাদকীয়তে কী লিখেছে একবার উল্টে দেখলো না! এই হোলো দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির নমুনা। আমি স্যার কাগজ বেচে খাই, কিন্তু সম্পাদকীয় না পড়ে রাস্তায় নামি না। এই শুনুন স্যার কী লিখেছে—"বজ্রকুমার বিবাহ করিতেছেন, সুখের কথা। কিন্তু দেশের কল্যাণ যাঁহার ব্রত, তাঁহার আদর্শ আরো কঠোর হওয়া উচিত নয় কি? বজ্রকুমারের ন্যায় রূপকথার দেশের এমন অসাধারণ বীর যদি আর পাঁচজনের মতো নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকেই বড়ো করিয়া দেখেন, তবে তাঁহার নিকট হইতে দেশ আর কী আশা করিতে পারে?"—ইত্যাদি ইত্যাদি কী গরম কথা। সে সব কিছু দেখলো না, বিয়ের নাম শুনেই মেয়েমানুষের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়লো। যা বেটারা, এক একটা শাঁখ নিয়ে দাঁড়িয়ে যা।

[কোরাসের প্রবেশ]

কোরাস। বজ্র পুষ্প যুগ যুগ জীও।

কাগজওয়ালা। তেপান্তর তেপান্তর—বজ্রকুমারের মত অপরিবর্তিত –বিবাহের ছয় দিন বাকি।

কোরাস। বজ্র-পুষ্প—যুগ যুগ জীও।

কাগজওয়ালা। তেপান্তর তেপান্তর—বজ্রকুমারের দুর্বলতা অটুট—পাঁচদিন বাকি।

কোরাস। (স্বর দুর্বল হয়ে আসছে) বজ্র-পুষ্প—যুগ যুগ জীও।

কাগজওয়ালা। তেপান্তর তেপান্তর—বজ্রকুমার আজও মোহাচ্ছন্ন—চারদিন বাকি।

কোরাস। (গলা আরও নিচে) বজ্র-পুষ্প—যুগ যুগ জীও।

কাগজওয়ালা। [প্রচণ্ড হেঁকে] তেপান্তর তেপান্তর। বজ্রকুমারের বুজরুকি। রূপকথার দেশে দুর্নীতি। বজ্রকুমারের সকল কীর্তি ফাঁস। তেপান্তর—উত্তপ্ত অতি উত্তপ্ত সংবাদ।

[সবাই কিনলো।]

১। রূপকথার দেশের অনেক রাজ্যেই তো বজ্রকুমার রাক্ষস মারিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

২। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি রাক্ষসের মৃতদেহ কেহ দেখিয়াছেন কি?

৩। সেই পর্বত প্রমাণ লাশ যখন প্রতিবারই অনুপস্থিত,

৪। তখন বজ্রকুমারের কীর্তি বিশ্বাস করা কি সম্ভব?

কোরাস। (পরস্পরকে ফিস্‌ফিস্‌ করে) রাক্ষস—লাশ—বজ্রকুমার—বুজরুকি—রাক্ষস—লাশ—বজ্রকুমার—বুজরুকি—

[কোরাসের প্রস্থান]

কাগজওয়ালা। দেখেছেন স্যার? তেপান্তর গোড়া থেকে আঁচ করেছে। সম্পাদকীয় তো পড়বে না!

[প্রস্থান। রাজা ও মন্ত্রীর প্রবেশ।]

রাজা। প্রাচীরপত্র?

মন্ত্রী। হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা। জনসভা?

মন্ত্রী। হ্যাঁ মহারাজ!

রাজা। শোভাযাত্রা?

মন্ত্রী। হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা। সব বজ্রকুমারের বিরুদ্ধে?

মন্ত্রী। বিরুদ্ধে কি পক্ষে তা জানি না মহারাজ। তবে প্রত্যেকটিতেই দাবী রাক্ষসের লাশ দেখতে চাই।

রাজা। আর এ সমস্ত হচ্ছে ঐ নূতন পত্রিকা 'তেপান্তর'টার প্ররোচনায়?

মন্ত্রী। নিঃসন্দেহে মহারাজ।

[কোরাসের প্রবেশ]

কোরাস। রাক্ষসের লাশ—কোথায় গেলো? বজ্রকুমার জবাব দাও। বজ্রকুমারের রাক্ষসবধের—প্রমাণ চাই—প্রমাণ চাই!

[প্রস্থান]

রাজা। (হুংকারে) বন্ধ করো সব! নগরপাল কোথায়? সেনাপতি কোথায়? জরুরি অবস্থা ঘোষণা করো! নিরাপত্তা আইনে বন্দী করো!

মন্ত্রী। মহারাজ, গণতন্ত্র বলবৎ, অনেক প্রশ্ন উঠে পড়বে—সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জনসভায় অধিকার ইত্যাদি প্রভৃতি।

রাজা। গণতন্ত্র? রাজপরিবার অপদস্থ হলে গণতন্ত্র রেখে কী হবে?

মন্ত্রী। মহারাজ, রাজপরিবারের সুরক্ষার জন্যই গণতন্ত্র প্রয়োজন। এটা পরীক্ষিত সত্য। অধীর হয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবেন না।

রাজা। তবে উপায়? তদন্ত কমিশন?

মন্ত্রী। মহারাজ, অপরাধ ক্ষমা করবেন। পর পর খান দশেক তদন্ত কমিশনের নমুনা দেখে দেশবাসী এখন কথাটা শুনেই হাসে। যদি বা না হাসে, তেপান্তর হাসিয়ে ছাড়বে।

রাজা। তাহলে?

মন্ত্রী। আমার মতে মহারাজ, প্রকাশ্য বিচার ছাড়া উপায় নেই। নইলে রাজপরিবারের ভাবমূর্তি বজায় থাকবে না।

রাজা। প্রকাশ্য বিচার? রাজসভায় রাজ-জামাতার অপমান?

মন্ত্রী। মহারাজ, জামাতা হতে এখনো দু'দিন বাকি।

রাজা। না না অসম্ভব। তা ছাড়া—(থেমে গেলেন)

মন্ত্রী। আদেশ করুন মহারাজ।

রাজা। বজ্রকুমারের বীরত্ব, ঐশ্বর্য্য এবং প্রতিপত্তির কথাটা ভেবে দেখেছো? কৈফিয়ৎ চাইলে কী করে বসবে বলা যায়?

মন্ত্রী। এটাই আসল ভয় মহারাজ। আমাদের কৈফিয়ৎ চাওয়া দূরের কথা, পত্রিকা পড়ে অথবা প্রাচীরপত্র দেখে তিনিই এসে আমাদের কৈফিয়ৎ চেয়ে না বসেন?

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। কী সংবাদ প্রহরী?

প্রহরী। রাজপুত্র বজ্রকুমার মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

মন্ত্রী। সর্বনাশ!

রাজা। কৈফিয়ৎ!

প্রহবী। (বিস্মিত) মহারাজ?

রাজা। কিছু না। সসম্মানে নিয়ে এসো।

[প্রহরীর প্রস্থান।]

রাজা। কী হবে মন্ত্রী?

মন্ত্রী। দ্রুত চিন্তা করছি মহারাজ।

রাজা। মনে হচ্ছে কাঞ্চনমূল্যই ছিল ভালো! মন্ত্রী, চিন্তা দ্রুততর করো।

মন্ত্রী। হ্যাঁ মহারাজ।

রাজা। কিছু পেলে?

মন্ত্রী। কী মহারাজ?

রাজা। কী আবার? কৈফিয়ৎ। যা চাইতে আসছে।

মন্ত্রী। চেষ্টা করছি মহারাজ।

রাজা। আর চেষ্টা বৃথা। ঐ দেখো বজ্রকুমার আগত।

[বজ্রকুমারের প্রবেশ।]

বজ্র। মহারাজ, আমি বিচার চাই।

মন্ত্রী। বিচার!

রাজা। কৈফিয়ৎ নয়?

বজ্র। কী বললেন মহারাজ?

মন্ত্রী। ইয়ে—কিসের বিচার কুমার?

বজ্র। আমার নিজের বিচার। শুনছি আমার রাক্ষস-বধের ব্যাপারটা বুজরুকি বলে কথা উঠেছে। তারই বিচার চাই আমি।

মন্ত্রী। আরে রামঃ, ও সব কথা আবার ধর্তব্য? আপনি রাক্ষস মারেননি তো মারলো কে? তবে কি না—

বজ্র। সেই 'তবে কি না'-র জন্যই আমার বিচার চাই। সকলের মাঝে খোলা সভায় আমার বিচারের ব্যবস্থা করুন।

[প্রস্থান]

রাজা। মন্ত্রী?

মন্ত্রী। শুভসংবাদ মহারাজ। বজ্রকুমারই বাঁচালেন আমাদের।

রাজা। তবে বিচার সভা ডাকো কাল।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা। কোনো গণ্ডগোল হবে না তো?

মন্ত্রী। হলে তখন দেখা যাবে। আপাততঃ রাজ্যের এই গণতান্ত্রিক গণ্ডগোলটা থেকে তো বাঁচি।

[দুজনের স্থান পরিবর্তন। কাগজওয়ালার প্রবেশ।]

কাগজওয়ালা। তেপান্তর তেপান্তর—বজ্রকুমারের বিচার—তেপান্তর তেপান্তর—উত্তপ্ত সংবাদ।

[কোরাস এবং অন্যান্যদের প্রবেশ ও স্থান গ্রহণ। বজ্রকুমারও আছেন।]

মন্ত্রী। মহারাজ, সেনাপতি, নগরপাল, সভাসদমণ্ডলী ও উপস্থিত জনসাধারণ! রাজ্যে একটা গুজব রাষ্ট্র হয়েছে—বজ্রকুমার না কি রাক্ষস বধ করেননি, ফাঁকি দিয়ে রাজত্ব ও কাঞ্চনমূল্য আদায় করেছেন। সবাইকার মত এরকম নয়, তবু, রাক্ষসগুলোর লাশ যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন বজ্রকুমারের কাছ থেকে এ বিষয়ে কিছু শুনতে পেলে ভালো হয়।

বজ্র। মন্ত্রীমশায়, গুজব যা রটেছে তা মিথ্যে নয়।

[সভায় চাপা গুঞ্জন, বজ্রকুমার ইঙ্গিতে থামালেন]

কিন্তু আমার অপরাধের শাস্তি নেবার আগে দুজন সাক্ষী আমি ডাকতে চাই ব্যাপারটা পরিষ্কার করবার জন্য। আমার প্রথম সাক্ষী—

[হাততালি। রাক্ষসের প্রবেশ। ভদ্রস্থ চেহারা।]

জনতা। (সভয়ে) রাক্ষস।

বজ্র। হ্যাঁ রাক্ষস স্বয়ং। ভয় পাবেন না। এ শুধু সাক্ষ্য দেবে, কোনো কিছু ভোজন করবে না। মন্ত্রীমশাই সাক্ষ্য গ্রহণ করতে আজ্ঞা হয়।

মন্ত্রী। সা সা সা স্ সাক্ষী—

রাক্ষস। (হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠে) দোহাই ধর্মাবতার, আমি নেহাৎ মুখুসুখ্যু সাদাসিদে রাক্ষস; রাক্ষসকুলের সাবেকি সনদের জোরে পুরুষানুক্রমে রূপকথার দেশে একটু আধটু উপদ্রব করে আসছি। দুষ্টু লোকের পরামর্শে আজ আমার এই দুর্দশা। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ধর্মাবতার, ক্ষমা করুন।

মন্ত্রী। (সাহস সঞ্চয় করে) ইয়ে—হুম, কান্না থামাও। লজ্জা করে না কাঁদতে? বুড়োধাড়ি হয়ে মরবার বয়স হোলো।

রাক্ষস। (চোখ মুছে) আজ্ঞে সেই দুঃখেই তো কাঁদি। রাক্ষসকুলে আমার মতো আর কেউ নেই। কোথায় বয়সকালে বাপ-পিতেম'র নাম রেখে রাজপুত্রের খাঁড়ায় মারা যাবো, না, লোকের কুপরামর্শ শুনে লোভে পড়ে বুড়ো হবার জ্বালা ভোগ করছি। কেন যে আমার দুর্মতি হয়েছিলো—

মন্ত্রী। কী জ্বালা, তবু কাঁদে। আরে কে তোমায় কুপরামর্শ দিয়েছিলো শুনি?

রাক্ষস। তার নাম জানি না ধর্মাবতার, তবে গন্ধটা চিনি। সে গন্ধটা যেন এখানেও পাচ্ছি।

[রাক্ষস এদিক ওদিক দেখে এবং শুঁকে একদিকে আঙুল তুলতেই দেখা গেলো একজন পালাচ্ছে। বজ্রকুমার একলাফে গিয়ে তার কব্জি চেপে ধরলেন।]

বজ্র। এই আমার দ্বিতীয় সাক্ষী। তেপান্তর পত্রিকার মালিক এবং সম্পাদক।

লোকটা। এই ভালো হোবে না বোলছি—ছোড়ে দাও। মিছিমিছি নাকাল কোরলে, কেস হোবে। তেপান্তরেভি এমন লেখা লিখবো—

মন্ত্রী। তেপান্তরের সব লেখা কি আপনিই লেখেন?

লোকটা। হামি কেনো লিখবো? হামি কি কেরানি আছি? হামি বুদ্ধি দিয়ে লিখিয়ে লি। ভালো তন্‌খা দিয়ে ভালো ভালো লিখিয়ে রাখি।

মন্ত্রী। বেশ বেশ। আপনার নাম?

লোকটা। কুবেররাম ফাট্‌কাবাজারিয়া।

মন্ত্রী। ফাট্‌কাবাজারিয়া? এ তো রূপকথার নাম নয়? রূপকথার দেশে কেমন করে এলেন?

কুবের। কেনো? রূপকথায় কি হামাদের মানা আছে? হামিলোগ কুথায় নাই? আজকাল ফিলম্ বানাই। কোতো পৌরাণিক গল্প পটাপট কাটিয়ে বদল করিয়ে দিই। পার্টি বানাই, বিপ্লব বানাই, থিয়েটার বানাই, মন্দির ভি বানাই। রূপকথায় কেনো আসবো না?

মন্ত্রী। কিন্তু কুপরামর্শ দিয়ে রাজ্যের ধারা বিগড়ে দেবার অধিকার তো আপনার নেই।

কুবের। (চটে) কুপোরামোর্শো? হ্যাঁ আখুন তো কুপোরামোর্শো বোলবেই। কুথায় থাকতো এতোদিন ঐ হাঁদা রাক্ষস? কোন রাজপুত্রের খাঁড়ার ঘায়ে কোবে কাবার হইয়ে যেতো। এমোন সাজগোজ করিয়ে রাজসভায় আসতে হোতো না। আর ঐ রাজপুত্র বজ্রকুমার? তাঁরই বা কি দোশা হোতো? হজম হইয়ে যেতো, নয়তো বড়োজোর একটা রাক্ষস মেরে একরত্তি রাজ্যের আধি আর রাজকন্যা লিয়ে খুশি থাকতে হোতো চিরদিন। এই যে এতো বড়ো জমিদারি—সাত আধা সাড়ে তিন রাজ্য, তার উপর এত নগদ সোনা চাঁদি, ই সব কার দৌলতে? রাক্ষসের সঙ্গে রফা করে দেশে দেশে তাকে মারবার বুদ্ধি কে দিয়েছে? এই কুবেররাম! তার বদলে কুবেররাম কী লিয়েছে? খালি ছে আনা বখরা। আজ লিজের আহাম্মকিতে এমোন লাভের বেওসা নষ্ট করিয়ে দিলো। রাজকন্যা দেখে মাথা ঘুরিয়ে গেলো। বিয়ের নামে ক্ষেপিয়ে উঠলো। তাই তেপান্তরকে ভি উল্টো লিখতে হোলো। নইলে এ মকদ্দমা উঠতো? আর আপনি বোলছেন কুপোরামোর্শো! [বজ্রকে] বলি এখুনকার এই আহাম্মকিটা কার পোরামোর্শে কোরলে তুমি, সিটা বোলবে?

বজ্র। আমার বিবেকের।

কুবের। বিবেকরাম? সে বেওসার কী জানে? হামি নাম ভি শুনে নাই। কুথায় গদি তার?

মন্ত্রী। তার গদির ঠিকানা জেনে আপনার লাভ নেই, কুবেররামজী। আপনার ব্যবসায় বুদ্ধির কাছে সে দাঁড়াতে পারবে না। আপনি শূন্যকে সোনা করতে পারেন।

কুবের। (খুশি হয়ে) এই দেখো। মন্ত্রী ভি বোলছে! আর তুমি কি না—

মন্ত্রী। কিন্তু কুবেররামজী, রূপকথার রাজ্য এখনো আপনার কদর বুঝবার উপযুক্ত হয়নি। অতএব আপনাকে নির্বাসন দণ্ডই দিতে হবে।

কুবের। হাঁ হাঁ, খুশিসে যাবে হামি। ই রাজ্যে অউর মার্কিট কুথা?

বজ্র। কোন রাজ্যে যাবে এবার কুবেররাম?

কুবের। বাংলা মুলুক। বহুৎ আচ্ছা মার্কিট। চাওল তেল বেবীফুড পারমিটসে লেকর ফুটপাথকা দুকান। রাম রাম রাজামশাই। রাম রাম মন্ত্রীজী।

[প্রস্থান]

বজ্র। এবার আমার বিচার মহারাজ।

রাজা। মন্ত্রী?

মন্ত্রী। মহারাজ, বজ্রকুমার রাক্ষস মারুন না মারুন, প্রতি রাজ্যকে রাক্ষসের উৎপাত থেকে বাঁচিয়েছেন—এ কথা তো সত্য।

বাজা। অবশ্যই। এবং অর্ধেক রাজত্ব আর কাঞ্চনমূল্যও সেই হেতু ওর প্রাপ্য ছিলো। আমার কাছ থেকেও প্রাপ্য।

মন্ত্রী। কুমার, রাজকন্যা বলেই অর্ধেক রাজত্ব প্রাপ্য বলে মানছি। কাঞ্চনমূল্য চাইলে মামলা অন্যরকম হোতো। কী মহারাজ, যথার্থ কিনা?

রাজা। অতো জানি না মন্ত্রী। শুধু জানি, রাজকন্যা না হলে রাজকন্যার মাতা আমাকে আস্ত রাখবেন না।

মন্ত্রী। সুতরাং বিবাহটা পাকা।

রাক্ষস। কিন্তু মহারাজ, আমার কী গতি হবে? এতদিন ঘি দুধ খেয়ে আমি তো মানুষ খেতেও ভুলে গেছি!

বজ্র। কিছু ভেবো না রাক্ষস, অনেক কাঞ্চনমূল্য জমিয়েছি। তার থেকে তোমার পেনসনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মন্ত্রী। রূপকথার রীতি অনুযায়ী সব কিছুই ভালোয় ভালোয় চুকলো। অতএব—হে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, বজ্র-পুষ্প—

সকলে। যুগ যুগ জীও।

[ধ্বনি দিতে দিতে সবাই চলে গেলো। পড়ে রইল কাগজওয়ালা।]

কাগজওয়ালা। উত্তপ্ত সংবাদ—লৌহগড় সমাচার। লৌহগড় সমাচার। বজ্রকুমার-পুষ্পবতী বিবাহ সংবাদ—লৌহগড় সমাচার। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, তেপান্তর উঠে গেলো। এ কচুর সরকারী কাগজ মাইরি বিক্কিরি হয় না একদম। —দূর শালা। আমিও চললাম বাংলা মুলুক। সেখানে কুবেররাম ফাট্‌কাবাজারিয়া একটা চালু কাগজ নির্ঘাৎ বের করে ফেলেছে অ্যাদ্দিনে!

[প্রস্থান]

ভোমা

মুখবন্ধ

সুন্দরবন অঞ্চলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় রাঙ্গাবেলিয়া গ্রামের হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক তুষারবাবুর কাছে। ভোমার গল্প তাঁর কাছেই শুনেছিলাম।

কিন্তু ভোমার ‘গল্প’ এ নাটকে নেই। চারিপাশে যা দেখে যা শিখে যা অনুভব করে ধাক্কা খাই, আঘাত পাই, রেগে যাই, তাই বেরিয়ে এসেছিলো নাটকের চেহারার টুকরো টুকরো ছবিতে। তিন বছর ধরে এই সব টুকরো ছবি জমে চলেছিলো। ভোমার ছবি তখন ছিল ঐ টুকরোগুলির একটি। কিন্তু ছবিগুলি গেঁথে একটা নাটক তৈরি করার সময়ে ভোমার ছবিটাই হয়ে উঠতে লাগলো যোগসূত্র। এবং শেষ পর্যন্ত নাটকটার নামও ‘ভোমা’ ছাড়া আর কিছু দেওয়া গেলো না।

টুকরো গেঁথে নাটক করার সময়ে আমাদের নাট্যগোষ্ঠী শতাব্দীর আরো দু'একজন তাঁদের অভিজ্ঞতা-অনুভূতির ভিত্তিতে ছবি তৈরি করেছিলেন। তার কিছু এ নাটকে আছে। সে হিসাবে ‘ভোমা’ সম্পূর্ণভাবে আমার রচনা নয়।

এ নাটকে চরিত্র নেই, গল্প নেই, ধারাবাহিকতা নেই। যা বলার তা অভিনেতারা সরাসরি বলেন দর্শকদের, কথা দিয়ে, শব্দ দিয়ে, সারা শরীর দিয়ে। শতাব্দী সেইভাবেই ‘ভোমা’ অভিনয় করেছে। প্রথম অভিনয় হয়েছে রাঙ্গাবেলিয়া গ্রামে ১৯৭৬ সালের ২১শে মার্চ।

‘ভোমা’ নাটকে পাঁচ থেকে আট-দশজন অভিনয় করতে পারেন। শতাব্দী করেছে ছ'জনে, সঙ্গে চার-পাঁচজন বসে সুর ও শব্দে যোগ দিয়েছেন। ‘এক’ ভোমাকে খুঁজছে, এবং ‘তিন’ ভালোবাসার কথা বলছে, এই সঙ্গতিটুকু বজায় রেখে বাকি কথাবার্তা নাট্যগোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুসারে ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। অভিনেতার অদলবদলের কারণে শতাব্দীকেও এ রকম পরিবর্তন করতে হয়েছে মাঝে মাঝে। ছাপবার সময়ে তারই একটা রূপ রাখা হোলো। অভিনয় সম্বন্ধে যেটুকু নির্দেশ আছে তাও স্বভাবতই শতাব্দীর প্রয়োগ অনুযায়ী।

নাটকে দু'টি সুর ব্যবহার করেছে শতাব্দী। সুর দুটির স্বরলিপি নাটকের শেষে দেওয়া হোলো।

ভোমা সুসজ্জিত মঞ্চে সামনের সারির সুসজ্জিত দর্শকদের চিত্তবিনোদন করবার নাটক নয়। যাঁরা সেভাবে থিয়েটার করেন, আশা রাখি তাঁরা এ নাটক করতে এমনিতেই উৎসাহ বোধ করবেন না।

বাদল সরকার

[ছ'জন অভিনেতা। একই পোশাক। অভিনয়ে একাত্ম হবার উদ্দেশ্যে কিছু ব্যায়াম তারা করে নিতে পাবে। ব্যায়ামের শেষে হাত ধরাধরি করে পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি-সম্পর্ক স্থাপন। তারপর প্রত্যেকে পৃথকভাবে ঘুরে ঘুরে চারিপাশে বসে থাকা দর্শকদের চোখে চোখ মিলিয়ে দৃষ্টি-সম্পর্ক। শেষে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়ালো সবাই। একটা সুর সমবেত কণ্ঠে (সুর-১)। ওরা শরীর গুটিয়ে বসে বা শুয়ে বীজ হোলো। বীজ থেকে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে গাছ। বাতাসেব শব্দ, পাখির গান। দু'জনে কাঠুরে হয়ে গাছ কাটছে— 'মারো জোয়ান হেঁইও, জঙ্গল হাসিল হেঁইও,' ইত্যাদি। সুর থেমেছে। গাছ পড়লো। পরপর চাষ করা, ধান বোয়া, ধান কাটা। শেষে সবাই মিলে একটা মেশিন।]

এক। আমি জানি।
দুই। কী জানো?
এক। আমি জেনেছি। আগে জানতাম না।
তিন। কী জানতে না?
এক। অনেক অনেক দিন কেটে গেছে না জেনে। এখন জেনেছি।
চার। কী জেনেছো?
এক। অনেক কথা। অনেক অনেক কথা।
পাঁচ। কী কথা?
এক। সে কথা এখনো অনেকে জানে না। যেমন আমি আগে জানতাম না।
দুই। কী জানতে না?
এক। আমি বলতে চাই। যারা এখনো জানে না, তাদের বলতে চাই।
তিন। কী বলতে চাও?
এক। অনেক কথা। ভোমার কথা।
চার। কে ভোমা?
এক। কে তা পুরো জানি না। দেখি নি তাকে কোনোদিন। শুধু শুনেছি।
পাঁচ। শোনা কথা?
এক। হ্যাঁ, শোনা কথা।

[মেশিন থামলো হঠাৎ]

অন্যরা। তবে যে বললে জেনেছো?
এক। হ্যাঁ জেনেছি। ভোমা আছে, তা জেনেছি। আগে তাও জানতাম না।
অন্যরা। চুপ করো, বাজে বোকো না।

[নীরবতা। 'এক' মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরা ছড়িয়ে পড়ে বসেছে শুয়েছে বিভিন্ন জায়গায়।]

দুই। মাছের রক্ত ঠাণ্ডা।

এক। মানুষের রক্তও ঠাণ্ডা!

[চলে গেলো একপাশে। 'তিন' উঠলো।]

তিন। না, মানুষের রক্ত গরম।

এক। আগে ছিল। এখন ঠাণ্ডা। বিবর্তন। ডারউইনের থিওরি। রক্ত ঠাণ্ডা না হয়ে গেলে মানুষ টিঁকতো না।

তিন। তবে কী করতো?

এক। মরে যেতো, লুপ্ত হয়ে যেতো। ডাইনোসরাসের মতো।

তিন। ডাইনোসরাসের রক্ত ঠাণ্ডা ছিল, না গরম?

এক। জানি না।

তিন। ডাইনোসরাস তো সরীসৃপ ছিল? সরীসৃপের রক্ত তো ঠাণ্ডা?

এক। হতে পারে।

তিন। তবে ডাইনোসরাস টিঁকলো না কেন?

এক। জানি না! ও সব কথা ভালো লাগছে না এখন!

[বিরক্ত ভাবে চলে গেলো অন্যদিকে। 'তিন' তার কাছে গেলো। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'কাঁধে হাত রাখলো।]

তিন। তোমার রক্ত ঠাণ্ডা না গরম?

['তিন'-এর হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে 'এক' অন্যদিকে গিয়ে বসলো।
'দুই' উঠে পায়চারি করতে করতে একঘেয়ে সুরে বলে চললো।]

দুই। আমি স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানির অফিসে স্টেনোগ্রাফার আমার মাইনে এখন চারশো পঞ্চান্ন টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বাদ দিয়ে হাতে পাই চারশো আঠাশ টাকা চল্লিশ পয়সা আমার বাড়িতে আছে স্ত্রী দু'টি ছেলে একটি মেয়ে মা দুই ভাই একটি ছোট বোন মেজো ভাই বি-এস্-সি পাস দেড় বছর চাকরি নেই দু'টো টিউশানি করে একশো দশ টাকা পায় ছোট ভাই পার্ট ওয়ান দেবে বোন ক্লাস টেন স্ত্রী স্কুল ফাইন্যাল পাস রান্না করে মা রান্না করে বড়ো ছেলে ক্লাস ফোর—

তিন। (চিৎকার করে) চুপ করো!

[নীরবতা]

এই জানো, আমি একটি মেয়েকে ভালোবাসতাম—

[অন্যরা সজোরে হেসে উঠলো। ওব গুলিয়ে গেলো]

না না, একটি মেয়ে আমায় ভালোবাসতো—মানে আমি একটা ভালো—একটা মেয়ে বাসতো—আমি তাকে—মানে ঐ মেয়েটাকে—সে ভালোবাসতো—আমি—আমাকে—

[হাসি এখন অট্টহাস্যে দাঁড়িয়েছে। 'তিন' দুহাতে কান চাপা দিলো।]

খুন করে ফেলবো!

[হাসি আরো জোরে। 'তিন' লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। হাসি আস্তে আস্তে কমে থেমে গেলো শেষে।]

এক। (উঠে) শেয়ালদা স্টেশনের এনকোয়ারি অফিসের সামনে একটি বৃদ্ধ মরেছে।

দুই। (উঠে) শেয়ালদা স্টেশনের বুকস্টলের পেছনে একটি শিশু জন্মেছে।

[সবাই উঠলো]

চার। শেয়ালদা ছেড়ে ভি-আই-পি রোড ধরো। চলো দমদম এয়ারপোর্ট—সী ইন্ডিয়া!

['তিন' মাঝখানে, অন্যরা চক্রাকারে ঘুরছে।]

পাঁচ। গ্রীষ্মে দার্জিলিং, পুজোয় কাশ্মীর, শীতে ওয়ালটেয়ার!

চার। বসন্তে মরশুমী ফুল। টিকে নিতে ভুলবেন না।

পাঁচ জল ফুটিয়ে খাবেন। না হয় খাবেন শুধু কোকাকোলা।

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। সী ইন্ডিয়া! সী ইন্ডিয়া! সী ইন্ডিয়া!

['তিন' ওদের থামাতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে।
'এক' লাফিয়ে পড়লো মাঝখানে।]

এক। ইন্ডিয়া-আ-আ-আ!

দুই। ভারতবর্ষ-অ-অ-অ!

এক। মহেঞ্জোদারো অযোধ্যা পাটলিপুত্র-অ-অ-অ!

দুই। নগর মহানগর মহা-মহা-মহা-মহানগ-অ-অ-অ-র!

এক। হরাপ্পা ইন্দ্রপ্রস্থ বারাণসী আর?

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। কলকাত্তা!

এক। দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ আর?

দুই-চার-পাঁচ-ছয। কলকাত্তা!

এক। মহা-মহা-মহা-মহানগর?

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। কলকাত্তা!

[সার্কাসের রিং-মাস্টারের মতো 'এক' চাবুক আছড়াচ্ছে। 'দুই-চার-পাঁচ-ছয়' সার্কাসের ঘোড়ার মতো চক্রাকারে ছুটছে। 'তিন' যেন ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে গেছে চক্রের বাইরে।]

দুই। হিন্দুস্থান! ফিয়াট! মারুতি আসছে! মারুতি আসবে!

চার। টেলিভিশন! টেলিভিশন! এসে গেলো! আর ভয় নেই!

পাঁচ। পাতাল রেল! উড়াল পুল! দ্বিতীয় সেতু! আর ভয় নেই!

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। আর ভয় নেই আর ভয় নেই আর ভয় নেই—

তিন। (চিৎকার করে) চুপ করো!

[সবাই স্থাণু। নীরবতা। 'এক' একপাশে গেলো।]

এক। ভারতবর্ষের বারো আনা লোক কিন্তু নগরে থাকে না, থাকে গ্রামে।

তিন। তাতে কী আসে যায়?

এক। গ্রাম?

['দুই-চার-পাঁচ-ছয়' আবার চক্রাকারে ঘুরছে]

চার। পল্লীগ্রাম! পল্লীশ্রী! পল্লীসমাজ!

পাঁচ। রেডিওর পল্লীমঙ্গল আসর!

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। (গান) গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে—

এক। গ্রাম।

তিন। কী গ্রাম-গ্রাম করছো? গ্রাম শহর—কী আসে যায়?

এক। তবে কিসে আসে যায়?

তিন। আসে যায়—আসে যায়—এই, জানো জানো—সেই মেয়েটি হাসলে মানিক কাঁদলে মুক্তো—

চার। শেঠ মানিকলাল মুক্তারাম জহুরি!

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। মানিকলাল! মুক্তারাম! মানিকলাল! মুক্তারাম!

পাঁচ। শেঠ হীরালাল পান্নালাল মতিলাল চুনীলাল রতনলাল মণিলাল!

[একটা নাচ। লোভের নাচ। আহরণের, সঞ্চয়ের নাচ।]

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। হীরা! পান্না! মতি! চুনী! রতন! মানিক! রজত! কণক! কাঞ্চন!

এক। (হঠাৎ ডাক ছেড়ে) ভোমা-আ-আ-আ!

[সবাই থেমে গেলো]

দুই। তার মানে?

তিন। তার মানে?

চার। তার মানে?

পাঁচ। তার মানে?

ছয়। তার মানে?

এক। ভোমা মানে জঙ্গল। ভোমা মানে আবাদ। ভোমা মানে গ্রাম।

দুই। আর শহর।

[একটা সুর (সুর-১)]

এক। ট্যাক্সির জানলায় বেলফুলের মালা-আ-আ—

অন্যরা। বেলফুল বেলফুল বেলফুল—

এক। তারপরেই বাচ্চা কোলে ভিখিরি মা।

অন্যরা। ভিখিরি মা ভিখিরি মা ভিখিরি মা—

এক। এক মুঠো সবুজ—

অন্যরা। সবুজ সবুজ—

এক। আর বিঘের পর বিঘে রুখো শুখো মাটি।

অন্যরা। রুখো শুখো মাটি রুখো শুখো মাটি রুখো শুখো মাটি--

এক। এক মুঠো সবুজ বোরোধান ধূসর মাটির সমুদ্রে।

অন্যরা। বোরো ধান? কাকে বলে?

[সুর থামলো]

এক। রবিখন্দের ধান। যখন বৃষ্টি নেই। যখন মাটি শুখো।

[সবাই কাজ করছে, ভঙ্গীতে জল তোলার আভাস]

দুই। জল চাই জল দাও জল চাই জল দাও জল চাই জল দাও—

চার। পাতালে অনেক জল পাতালে অনেক জল পাতালে অনেক—

পাঁচ। তোলে কে? কে তোলে? তোলে কে? কে তোলে? তোলে—

দুই। সার চাই সার দাও বীজ চাই বীজ দাও জল চাই জল দাও—

চার। নাই নাই নাই--

অন্যরা। নাই নাই নাই--

এক। জল নাই সার নাই বীজ নাই জমি নাই ভাত নাই কাপড় নাই কাজ নাই জল নাই—

['তিন' বাদে অন্যরা সমানে নাই নাই বলে যাচ্ছে 'এক'-এর কথার উপরে। 'তিন' হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো।]

তিন। আছে!

[নীরবতা। সবাই স্থাণু।]

এক। কী আছে?

তিন। ভালোবাসা!

এক। ছিল। মরে গেছে। মানুষের রক্ত ঠাণ্ডা।

তিন। না!

[আবার সুর-১]

এক। লাল রক্ত শিরাতে—

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। লাল রক্ত শিরাতে—

এক। লাল রক্ত মাটিতে পড়ে কালো জমে কালো—

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। মাটিতে পড়ে কালো জমে কালো—

এক। মাটিতে পড়ে কালো জমে কালো—

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। মাটিতে পড়ে কালো জমে কালো—

এক। লাল রক্ত পূবের আকাশে—

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। পুবের আকাশে পূবের আকাশে—

এক। লাল রক্ত ঠাণ্ডা!

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। হয়ে গেছে—

এক। ঠাণ্ডা—

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। হয়ে গেছে—

এক। ঠাণ্ডা—

তিন। (ওদের কথার মধ্যে) না না, শোনো শোনো—আমি—আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম—

[অন্যরা হাসিতে ফেটে পড়লো]

না না শোনো—একটা মেয়ে আমাকে—মেয়েটা ভালো— ভালোবাসতো —খুন করে ফেলবো!

[প্রচণ্ড হাসি। 'চার' আর 'ছয়' হঠাৎ লাফিয়ে উঠে যেন ছোরা পিস্তল হাতে দর্শকদের মুখোমুখি দাঁড়ালো।]

চার। খবরদার স্‌সালা, নড়বে না কেউ একদম!

[হাসি থেমে গেলো আচমকা]

ছয়। একটা আওয়াজ করলে লাস ফেলে দোবো!

চার। এইবার দাদারা টাকাকড়ি ঘড়ি আংটি কী আছে এক এক করে বের করে দিন তো!

ছয়। মেয়েছেলেরা গয়নাগাঁটিগুলো হড়কে দিন সব!

চার। বেগড়বাই করেছেন কি পেট ফাঁসিয়ে দোবো একেবারে!

ছয়। স্‌সালা!

[সবাই স্থির। নীরবতা।]

দুই। মাছের রক্ত ঠাণ্ডা।

তিন। কিন্তু মানুষের রক্ত তো গরম। মানুষের রক্ত?

[প্রত্যেকের কাছে যাচ্ছে। সাড়া নেই। মুখে নির্বিকারতা, অথবা বিদ্রূপ।]

(ভাঙা গলায়) মানুষের রক্ত? মানুষের রক্ত—মানুষের রক্তও ঠাণ্ডা।
[বসে পড়লো হাল ছেড়ে। গুনগুন করে একটা চটুল সিনেমা-সঙ্গীতের সুর। 'দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়' সুরের তালে তালে উঠছে নাচতে নাচতে। 'এক' চমকে উঠলো। ওরা ঘুরে ঘুরে নাচছে। 'এক' হঠাৎ ঠেলে ওদের ভিতরে ঢুকলো।]

এক। শুনুন শুনুন—আমি আজ আপনাদের একটা গল্প শোনাবো!
[গল্পটা চলতে থাকবে। ওরা নিজেদের তালে গুনগুন করে গাইবে আর নাচবে।]
একটা ছোট্ট গ্রাম, গ্রামের নাম ভাদুরিয়া, অঞ্চল শিমুলপুর, জেলা চব্বিশ পরগণা, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, দেশ ভারতবর্ষ। গ্রামে আড়াইশো পরিবার, তার ষাটটা পরিবারের জমি তিন বিঘের কম, নব্বইটা পরিবারের কোনো জমিই নেই, তারা পরের জমিতে জন খাটে, দিনে চার টাকা মজুরি পায়। এক একটা পরিবারে পাঁচ ছয় দশজন পোষ্য, চার টাকা রোজে চাল জোটে না, গম, তা রুটি বানানো পোষায় না, জলে আটা গুলে নুন দিয়ে রাঁধলে কম আটা বেশিক্ষণ পেটে থাকে। গমের আটা না জুটলে ভুট্টার আটা, তাও না জুটলে উপোস। চার টাকা রোজের কাজ রোজ জোটে না, বছরে একশো সোয়া-শো দিন, আজকাল তবু নলকূপের কল্যাণে কিছু রবিশস্য গম বোরোধান হচ্ছে তাই ফাল্গুন থেকে বৈশাখেও কিছু কাজ জোটে, কিন্তু ইলেকট্রিসিটি নেই, ডিজেল পাম্প, তা ডিজেল মেলে না, সার মেলে না, সারের দাম দ্বিগুণ হয়ে গেলো, ইউরিয়া কন্ট্রোলে আগে ছিল এক টাকা পনেরো পয়সা কে-জি, এখন এক টাকা পঁচানব্বই পয়সা কে-জি—

দুই। রাস্তায় জল জমছে প্রতি বছর, কলকাতা গ্রাম না শহর?

তিন। কলকাতায় আজও কম্পোজিট স্টেডিয়াম হোলো না, ছি ছি ছি!

চার। হুগলি নদীর দ্বিতীয় সেতু নিয়ে খালি টালবাহানা, কবে কাজ হবে?

পাঁচ। পাতাল রেল কলকাতায়—ভারতে প্রথম, কিন্তু হচ্ছে কই?

[প্রত্যেকে কথা শেষ করেই নাচে ফিরে যাচ্ছে]

এক। শুনুন শুনুন, আমার গল্পটা শেষ হয় নি। ইলেকট্রিসিটি নেই, কিন্তু খুঁটি আছে তার আছে—আজ তিন বছর। খুঁটি হেলে গেছে, তার খুলে এনে গেরস্থ কাপড় শুকোয়! যদি ইলেকট্রিসিটি আসে, যদি খালটা সংস্কার হয়, যদি আরো নলকূপ বসে—মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ, তবে সোনা ফলে যাবে সারা শিমুলপুর অঞ্চলের দশ হাজার বিঘে জমিতে—

দুই। দ্বিতীয় সেতু—কবে হবে?

তিন। স্টেডিয়াম—কবে হবে?

চার। পাতাল রেল—কবে হবে?

এক। শুনুন শুনুন, পুরোনো আমন ধান আকাশের জলে বিঘেয় ছ'মণ, এক চাষ হলে বিঘেতে মাত্র ছ'মণ, আর উচ্চফলনশীল ধান গম সব্জি তিন চাষ--যদি জল পাওয়া যায়, একই জমিতে চারগুণ ফসল, যদি জল মেলে—মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা—

দুই। দ্বিতীয় সেতু মাত্র ষাট কোটি টাকা—

তিন। সি-এম-ডি-এ গর্ত খুঁড়ে মাত্র দু'শো কোটি টাকা—

চার। পাতালরেল মাত্র তিনশো কোটি টাকা—

এক। মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা, আমি হিসেব করে দেখেছি—শিমুলপুর অঞ্চল মাত্র সাঁইত্রিশ লক্ষ! দান চাই না, ধার দিন! ব্যাঙ্কের সুদে, চোদ্দ, পার্সেন্ট সুদে ধার দিন, ফসল তুলে সুদ শুদ্ধ শোধ করে দেবে চাষী, সোনা ফলে যাবে, ক্ষেতমজুর সারা বছর কাজ পাবে, মজুরি বাড়বে—

পাঁচ। এই যে বাবু, এসে গেলো, ভারতের মর্যাদা—অ্যাটম বম্! সস্তা সস্তা জলের দর, ভারতের মর্যাদা—আর্যভট্ট! বলুন বাবু, ফুরিয়ে গেলে আর পাবেন না, সস্তা সস্তা সস্তা—

দুই। কলকাতা ডুবে যাচ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও!

তিন। ষাট কোটি, দুশো কোটি, তিনশো কোটি!

চার। দ্বিতীয় সেতু, জল নিকাশ, পাতাল রেল!

এক। সাঁইত্রিশ লক্ষ—মাত্র সাঁইত্রিশ—

[নাচতে নাচতে কোমরের ধাক্কায় ফেলে দিচ্ছে 'এক'-কে। গানটা জোর হয়ে উঠেছে।]

(ভাঙা গলায়) জল চাই, জল দাও। সার চাই, সার দাও। জমি চাই, জমি দাও। জল চাই, জল দাও।

[অন্যরাও যেন ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছে এর মধ্যে। 'দুই' হঠাৎ উঠে ঘুরে ঘুরে একঘেয়ে সুরে কথা বলতে আরম্ভ করলো।]

দুই। আমি স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানির অফিসে স্টেনোগ্রাফার আমার মাইনে এখন চারশো পঞ্চান্নো টাকা প্রভিডেন্ড ফান্ড বাদ দিয়ে হাতে পাই—

পাঁচ। (উঠে) স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানির ডিজেল পাম্পসেট—স্যামবার্ড!

['এক', 'দুই', 'তিন', 'ছয়' উঠে একটা মেশিন হোলো]

পাঁচ হর্স পাওয়ার, তিন বছরের গ্যারান্টি, তিন বছর ফ্রী সার্ভিস।

['চার' গেলো 'পাঁচ-এর কাছে]

চার। স্যার, আমরা কিছু ধার পেতে পারি আপনার ব্যাঙ্ক থেকে? লোন?

পাঁচ। কতো টাকা?

চার। হাজার বিশেক?

পাঁচ। আপনারা কারা?

চার। মহামায়া এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি, বেলিলিয়াস রোড, হাওড়া।

পাঁচ। কী তৈরি করেন?

চার। তৈরি করি স্যার ডিজেল পাম্পসেট—স্যামবার্ড, পাঁচ হর্সপাওয়ার।

পাঁচ। সে তো স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানির?

চার। আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানির। আমরাই সাপ্লাই দিই।।

পাঁচ। পার্টস্?

চার। পার্টস্ নয় স্যার, পুরো সেট অ্যাসেম্বল করে। ওদের নেম-প্লেটটাও আমরা লাগিয়ে দিই। স্পেসিফিকেশনের লিটারেচারও তৈরি করে ছেপে দিই।

[মেশিন থামলো]

দুই-তিন-ছয়। স্যামবার্ড! স্যামবার্ড!

এক। ডিজেল পাম্প সেট!

দুই-তিন-ছয়। স্যামবার্ড! স্যামবার্ড!

এক। মাত্র চার হাজার ছ'শো পঁচিশ টাকা।

চার। আমরা পাই আড়াই হাজার ওদের কাছ থেকে। কিন্তু নগদ পাই না, ওদের বিক্রি হলে তবে দেয়। নতুন সেট তৈরি করার পুঁজি নেই স্যার, তাই ধার চাইছি।

পাঁচ। ব্যাঙ্কের ইন্টারেস্ট এখন চোদ্দ পার্সেন্ট।

চার। জানি স্যার, চোদ্দ পার্সেন্ট। সেই জন্যেই চাইছি। বাজারে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টের নিচে পাই না।

পাঁচ। অ্যাসেট কী আছে?

চার। অ্যাসেট স্যার—কারখানার শেডটা—

পাঁচ। কতো বড়ো?

চার। এগারোশো স্কোয়ার ফুট—

পাঁচ। নিজস্ব না ভাড়া?

চার। জমি বিশ বছরের লীজ, শেডটা নিজের স্যার—

পাঁচ। ক'জন খাটে?

চার। খাটে স্যার, স্কিল্ড্ আন্‌স্কিলড্, মিলিয়ে আঠাশজন—

পাঁচ। দেনা আছে?

চার। দেনা স্যার, ছ' হাজার—

পাঁচ। কোন ব্যাঙ্ক?

চার। ব্যাঙ্ক নয় স্যার, ব্যাঙ্কের লোন তো পাই নি আগে। চিট ফাণ্ড, পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট—

পাঁচ। কী বন্ধকিতে?

চার। বন্ধকি স্যার, ঐ কারখানার শেডটা—

['পাঁচ' এতক্ষণ তার কথাগুলো না বলে একটা ক্যাঁচম্যাচ শব্দে কথাগুলোর সুর প্রকাশ করে যেতে পারে। তা করে থাকলে এইবার প্রথম কথা বলবে সে।]

পাঁচ। তা হলে এখানকার সিকিওরিটি কী হবে?

চার। ঐ বিশ হাজার থেকে ছ'হাজার দিয়ে শেডটা ছাড়িয়ে নেবো স্যার। বাকি চোদ্দ দিয়ে নতুন মাল তৈরি করে এখানকার অর্ডারটা মীট করতে হবে, এর মধ্যে পুরোনো সাপ্লাইয়ের পাওনা সাড়ে-সতেরো হাজার পেয়ে যাবো নির্ঘাৎ।

পাঁচ। হবে না।

চার। স্যার?

পাঁচ। সিকিওরিটি ছাড়া হবে না! আগে শেডটা ছাড়িয়ে আনুন, ওটার উপর দশ হাজার পর্যন্ত দিতে পারি, যদি অন্য সব কিছু স্যাটিসফ্যাক্টরি থাকে।

[মুখে ফোনের শব্দ করলো। কাল্পনিক ফোন ধরলো]

হ্যালো।...হ্যাঁ, বলুন স্যার!...কতো?...এক লাখ তিরিশ? হ্যাঁ ঠিক আছে।...(হেসে) ও তো ফর্ম্যালিটি, আপনাদের সিকিওরিটি নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন নেই!...হ্যাঁ...হ্যাঁ...ও-কে।

[ফোন নামালো।]

চার। স্যার।

পাঁচ। বললাম তো হবে না।

চার। স্যার যদি পনেরো হাজার অন্তত—

পাঁচ। কেন ছেলেমানুষি করছেন? বিনা বন্ধকিতে লোন দিতে পারে কোনো ব্যাঙ্ক?

চার। স্যার এই অর্ডারটা মীট না করতে পারলে কারখানা উঠে যাবে—

পাঁচ। আর আপনাকে বিনা সিকিওরিটিতে লোন দিলে যে ব্যাঙ্ক উঠে যাবে, তার কী করবো বলুন?

[আবার ফোন তুললো]

হ্যালো। মুখার্জি?...এক লাখ তিরিশ, টুয়েলভ্ পার্সেন্ট, টু স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানি...ইয়েস।

[ফোন নামালো। তারপর ঘোষণা করলো।]

সামবার্ড! ডিজেল পাম্পসেট্! অঢেল শক্তি অঢেল ফসল. কম খরচে অঢেল জল। চাষী ভাইয়ের মস্ত সহায়—স্যামবার্ড।

[এর মধ্যে 'চার' এসে মেশিনে হাত দিয়েছে। মেশিন ভেঙে পড়েছে। 'চার'ও ভেঙে পড়লো পাশে। একটা সুর (সুর-২)। 'এক' আর 'দুই' পরস্পরের হাতে হাত রেখে আস্তে আস্তে উঠছে।]

এক। আমার বুক ছেঁড়া রক্ত মাটিতে পড়লে
একটা কাঁটা গাছও কি জন্মাবে?

দুই। ও মাটি রক্ত তো আগেও শুষেছে অনেক, শোষে নি?

এক। হ্যাঁ, ফাঁপা মাটি। নিচে, বহু নিচে,
চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত জল হয়েছে পাতালের চৌবাচ্চায়।

দুই। প্রকাণ্ড ধূসর মাঠে এক ফালি সবুজ চাদর
চৈত্রের শেষে
পাতাল থেকে টেনে তোলা জলে তৈরি।

এক। পাতাল থেকে টেনে তোলা জল।

দুই। তোলে কে? কে তোলে?

পাঁচ। স্যামবার্ড!

দুই। রক্তে কি বোরোধান ফলে?

এক। বুকের রক্ত সোনালি ধানের শিষ বেয়ে ঝরে যায়।

দুই। সোনালি ধান? সে শুধু ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা।

এক। ঢেউ ঢেউ বাতাসে দূরের কাঁপা রং
বুক থেকে বহুদূরে,

দুই। রক্ত থেকে আরো আরো দূর—

এক। ধানের সোনা আর রক্তের লাল তবু কেন একাকার হোলো—কেউ বলে দিতে পারো?

দুই। বলে দিতে পারো?

এক-দুই-তিন-ছয়। বলে দিতে পারো? বলে দিতে পারো?

পাঁচ। স্যামবার্ড।

['এক' আর 'দুই' ছিটকে সরে দাঁড়ালো।]

পাতাল জলে সোনা ফলে, চাষী ভাইয়ের বরাত খোলে, স্যামবার্ড।

চার। (ভাঙা গলায়) হাওড়া বেলিলিয়াস রোডে ডিজেল পাম্পসেট তৈয়ারির যন্ত্রপাতি সমেত চালু কারখানা এগারো শত বর্গফুট সুবিধাদরে সত্বর বিক্রয়। বক্স নাম্বার—

পাঁচ। (বক্তৃতার ঢঙে) কৃষি এবং শিল্পের ক্রমবর্ধমান উন্নতিকে ভিত্তি করে ভারতবর্ষ আজ দৃঢ় পদক্ষেপে স্বয়ংনির্ভরতার দিকে এগিয়ে চলেছে—এ কথা যারা

অস্বীকার করে, তারা যে শুধু মুর্খের স্বর্গে বাস করছে তাই নয়, তারা পরোক্ষে ভারতবর্ষের শত্রুদেরই হাত শক্ত করছে। আর যে সমস্ত মতলববাজরা দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে—

[এর মধ্যে 'দুই' চাষের নিড়ানির কাজে লেগেছে, 'এক' যেন দূর থেকে ক্ষেত দেখছে।]

এক। কত্তা! ও কত্তা!

দুই। আজ্ঞে বলেন বাবু, কী বলতিছেন?

এক। কী লাগালে?

দুই। আজ্ঞে এইখেনে দেড় বিঘে-টাক জয়া লাগিয়েছি, আর ও পাশটায় আই-আর-এট্ কাঠা পনেরোমতো—

এক। ফলন তো ভালোই হচ্ছে মনে হয়।

দুই। আজ্ঞে তা আপনাদের আশীব্বাদে, পোকা যদি বেশি না লাগে তো বিঘেতে গড়পড়তা আঠারো বিশ মন পাবো মনে করতেছি।

এক। আঠারো বিশ? আমার তো মনে হয় পঁচিশের কম হবে না।

দুই। হোতো, যদি চাপান সারাটা ঠিক মতো পড়তো। তা তো দিতে পারলুম না টাকার অভাবে।

এক। নিজের শ্যালো মেশিন আছে?

দুই। না বাবু, কোথায় পাবো? তিন বিঘে মাত্তর জমি, তাও মহাজনের কাছে বাঁধা। ব্যাঙ্কের ধার নোবো কিসের ওপর?

এক। ও পাম্পসেট তাহলে কার?

দুই। গদাই মিত্তির। ওনার এদিকটায় বেশি জমি নাই, জল বেশির ভাগ বিক্কিরি হয়।

এক। কী দর?

দুই। এ বছর বাবু উঠে গেছে সাত টাকা ঘণ্টায়। গত বছর পজ্জন্ত পাঁচ টাকায় পেইছি। আমাদের মতো লোকের বাবু রবিখন্দে ধানচাষ—গরিবের ঘোড়ারোগ বলতি পারেন। এই পৌনে তিনি বিঘেতে ধরেন কমপক্ষে বারোশো টাকা শুধু জলের জন্যি। তারপর সার আছে, ওষুধ আছে। তবু যদি পোকাটা তেমন না লাগে, তবে যা হয় কিছু আপনাদের আশীব্বাদে—

এক। গদাই মিত্তির পাম্প করলো কী করে?

দুই। আজ্ঞে ওনার ভাবনা কী? আশি বিঘে জমি আছে, ওদিকে নিজের রাস্টন পাম্পসেট পাঁচ ঘোড়ার, আর গেলো বছর ব্যাঙ্কের লোন নিয়ে এই স্যামবার্ডটা করেছে—

['তিন' আর 'ছয়' ডোঙা দিয়ে জলসেচের ভঙ্গী করছিল এতক্ষণ।]

তিন-ছয়। স্যামবার্ড! স্যামবার্ড!

পাঁচ। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক—কৃষির সেবায়!

['তিন-ছয়' আবার জল তুলছে। 'চার' মাটিতে শুয়েই আছে।]

চার। সুবিধাদরে চালু কারখানা বিক্রয়।

এক। ওদিকের জমিটা কার? গদাই মিত্তিরের?

দুই। জমি ওখানে তিনজনার আছে। গদাই মিত্তির ভাগে নিয়ে চাষ করে।

এক। সে কী? গদাই মিত্তিরের মতো লোক ভাগচাষী?

দুই। আজ্ঞে এ সে রকম ভাগচাষ নয়। ওদের টাকা নাই, রবিখন্দে চাষ করবে কী করে? জমি পড়ে থাকতো। গদাই মিত্তির ভাগে নিয়ে চাষ করে, বিঘেতে দু'বস্তা করে দেবে ওদের।

এক। দু'বস্তা? মানে তিন মন? ফলবে তো কমপক্ষে বিশ মন?

দুই। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, এই এখন চলে সারা গাঁয়ে। আমিও যদি এবার মার খাই, তবে আসছে বছর আমার জমির হালও অমনি হবে। কী করবো বাবু, টাকা তো নাই?

পাঁচ। (ফোনে) এক লাখ তিরিশ? মাত্র? আরো নিন না? পুরো দু'লাখ নিয়ে নিন বরং। আপনাদের ভাবনা কী? আপনারা হলেন স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানি—

['দুই' উঠে পায়চারি শুরু করেছে]

দুই। কোম্পানির অফিসে স্টেনোগ্রাফার আমার মাইনে এখন চারশো পঞ্চান্নো টাকা—

['চার' আর্তনাদ করলো। 'এক' ক্লান্তভাবে হাঁটছে।]

এক। জল চাই, জল দাও। জল চাই, জল দাও। জল চাই, জল দাও।

তিন-ছয়। রক্ত-অ-অ-অ—

এক। জ-অ-অ-ল—

তিন-ছয়। রক্ত-অ-অ-অ—

এক। জ-অ-অ-অ-ল—

['চার'-এর আর্তনাদ আবার]

তিন-ছয়। রক্ত-অ-অ-অ—

দুই। ঠাণ্ডা।

তিন-ছয়। কী?

দুই। মাছের রক্ত।

এক। মানুষের রক্তও ঠাণ্ডা।

সকলে। ঠাণ্ডা-আ-আ। ঠাণ্ডা-আ-আ। ঠাণ্ডা-আ-আ—

[বলতে বলতে সবাই বসেছে বিভিন্ন জায়গায়। 'পাঁচ' হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো।]

পাঁচ। মিথ্যে কথা! ভারতবর্ষের মানুষের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, যখন রক্তলোলুপ পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে!

দুই। (উঠে) যখন সাম্রাজ্যলোভী চীন ভারত আক্রমণ করে!

তিন। (উঠে) যখন ভারতীয় টীম ক্রিকেট খেলায় হেরে যায়!

পাঁচ। কলকাতার মানুষের রক্ত গরম হয়ে ওঠে—

চার। (উঠে) যখন স্টেডিয়াম বানাবো বানাবো করে বানায় না—

ছয়। (উঠে) যখন টেলিভিশন দেখাবো দেখাবো করে দেখায় না—

দুই। যখন দ্বিতীয় সেতু করবো করবো করে করে না—

তিন। যখন পাতাল রেল পাতবো পাতবো করে পাতে না—

এক। (পাঁচকে) তাহলে দাঁড়ালো কী? মানুষের রক্ত গরম?

পাঁচ। আলবাৎ! রক্তের হিন্দী কী?

এক। খুন।

পাঁচ। (হেঁকে) তুম মুঝকো খুন দো, ম্যয় তুমকো নোকরি দুঙ্গা!

এক। কাকে বলছো?

পাঁচ। দেশের যুবশক্তিকে। (হেঁকে) তুম মুঝকো খুন দো, ম্যায় তুমকো পারমিট দুঙ্গা!

এক। ওরা আসবে?

['দুই-তিন-চার-ছয়' যেন মিছিল করে আসছে]

পাঁচ। 'আসবে' কী? আসছে! এসে গেছে! চুল দুলিয়ে জুলপি ফুলিয়ে—ঐ দেখো ঐ আসে ভৈরব হরষে—

এক। খুন দিতে?

পাঁচ। নিশ্চয়!

এক। নিজের খুন?

পাঁচ। নিজের কেন?

এক। তবে কার?

পাঁচ। আমার শত্রুর। আমার পার্টির শত্রুর। অর্থাৎ দেশের শত্রুর। (হুঙ্কারে) তুম মুঝকো খুন দো, ম্যায় তুমকো রাজা বনা দুঙ্গা!

[ওরা হাততালি দিয়ে উঠলো। তারপর 'চার' আর 'ছয়' লাফিয়ে পড়লো দুদিকে, ছোরা পিস্তল হাতে।]

চার। খবরদার স্‌সালা! ট্যাঁ ফোঁ করেছো কি রক্তগঙ্গা বইয়ে দোবো একেবারে!

ছয়। গুরু, কতো খুন চাই?

পাঁচ। সাবাস, জিতা রহো বেটা। ('এক'-কে জনান্তিকে) মাঝে মাঝে গোলমালে অবশ্য নিজের খুনও ঝরে যায়।

চার। গুরু, আজ কিছু ছাড়বে না মাইরি?

পাঁচ। কাল তো নিলি, আবার আজ কী?

ছয়। সে গুরু, কালকের মাল তো কালকেই হজম। আজকের মাল কোত্থেকে আসবে?

চার। তোমার জন্যে কতো রিক্‌স্‌ লিচ্ছি বলো?

পাঁচ। তা বলে রোজ রোজ?

ছয়। কী করবো বলো? বল্লাম ভাইটাকে একটা চাকরিতে হড়কে দাও, তা তো আজও দিলে না!

পাঁচ। ঠিক আছে ঠিক আছে, বাড়িতে আয়, আমি যাচ্ছি।

চার। যুগ যুগ জীও গুরু!

ছয়। যুগ যুগ জীও!

[পায়ের ধুলো নিলো।]

দুই। মাছের খুন।

তিন। মানুষের খুন।

চার। খবরদার স্‌সালা, সব ঠাণ্ডা করে দোবো!

এক। ঠাণ্ডা।

দুই। খুন ঠাণ্ডা।

তিন। রক্ত ঠাণ্ডা।

দুই। মাছের রক্ত—

তিন। মানুষের রক্ত—

সবাই। ঠাণ্ডা-আ-আ! ঠাণ্ডা-আ-আ। ঠাণ্ডা-আ-আ—

['এক' শুয়ে আছে। 'তিন-চার-পাঁচ-ছয়' বিভিন্ন জায়গায় যেন বিভিন্ন কাজ করছে। 'দুই' কথা বলছে মুগ্ধস্বরে।]

দুই। আমি দেখেছি।

তিন। কী দেখেছো?

দুই। ভোরবেলা সমুদ্র থেকে উঠে আসা রঙিন সূর্য।

চার। আর কী দেখছো?

দুই। সকালবেলা কাঞ্চনজঙ্ঘায় রূপোলি রোদের ঝিলিক।

পাঁচ। আর কী দেখেছো?

দুই। গ্রীষ্মের দুপুরে শালবনের ডালপালায় শিহরণের হল্কা।

ছয়। আর কী দেখেছো?

দুই। সন্ধ্যারাতে মাতলা নদীর কালো জলে নতুন জোয়ারের উচ্ছ্বাস।

তিন। আর কী দেখেছো?

দুই। পূর্ণিমার আলোয় দিগন্ত-ছোঁয়া খোলা মাঠ।

চার। আর কী দেখেছো?

দুই। (যন্ত্রণায়) বিয়েবাড়ির এঁটোপাতা খুরি-গেলাস ভিখিরি আর কুকুরের ঝগড়া!

এক। ও ঝগড়া ডুবিয়ে দাও রবিশঙ্করের সেতারের ঝঙ্কারে।

দুই। রবিশঙ্কর আমেরিকায়।

এক। রেকর্ড আছে আমার কাছে। নেবে?

দুই। নেবো। আর কী দিতে পারো বাঁচবার হাতিয়ার?

এক। (কাছে গিয়ে) অনেক কিছু। অনেক অনেক কিছু। দিতে হবে না, চোখ মেললেই দেখতে পাবে। জীবনের দেওয়ালে অনেক তাক অনেক কুলুঙ্গি। থরে থরে সাজানো আছে হরেক রকম মনোহারী চীজ। দেখে নাও, চিনে নাও, বেছে নাও।

['দুই'-কে ঠেলে দিলো কাল্পনিক দেওয়ালের দিকে। 'তিন' ছাড়া অন্য সকলেও যেন সামনে দেওয়াল পেয়েছে। সকলের চোখে লোভ।]

দুই। এ সব—এ সব—আমার?

এক। সব তোমার। সব তোমার—হতে পারে।

[ওরা হাতড়াচ্ছে]

দুই। হাত পাচ্ছি না যে!

এক। পাবে পাবে, চেষ্টা করো।

দুই। খাড়া দেওয়াল, উঠবো কী করে?

এক। খাঁজ আছে। ঐ দেওয়ালেই খাঁজ আছে। খোঁজো।

দুই। পাচ্ছি না! পাচ্ছি না!

এক। পাবে, পাবে। খুঁজে চলো, হাতড়ে চলো। দেওয়াল ভেঙো না! তাহলে ঐ সব তাক কুলুঙ্গি ভেঙে যাবে।

দুই। পাচ্ছি না। পাচ্ছি না।

['তিন' এতক্ষণ অবাক হয়ে দেখছিলো। এখন 'এক'-এর কাছে এলো।]

তিন। ঐ তাকে, ঐ কুলুঙ্গিতে, ভালোবাসা আছে?

এক। (গম্ভীর হয়ে) তাকে নেই! কুলুঙ্গিতে নেই।

তিন। তবে কোথায় আছে?

এক। অশ্বত্থ গাছের চারা। শুকনো দেওয়ালে শিকড় গুঁজে ফাটল আনছে। ভালোবাসায় বিশ্বাস কোরো না।

তিন। তবে কিসে বিশ্বাস করবো?

এক। জিনিসে। জিনিস জিনিস আরো জিনিস।

তিন। শুধু জিনিস?

এক। ভগবানেও বিশ্বাস করতে পারো। যে ভগবান জিনিস পাইয়ে দেয়। যে ভগবান অবিশ্বাসীদের জিনিস কেড়ে নেয়।

['তিন' 'দুই'-এর কাছে গেলো।]

তিন। এই জানো—আমি একটা মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম—

[সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো।]

মানে, একটা মেয়ে আমাকে—একটা মেয়েকে ভালো—

এক। (চিৎকার করে) ভোমা-আ-আ!

[আছড়ে পড়লো মাটিতে]

দুই। কে ভোমা?

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। ভোমা কে?

[ওরা মাঝখানে জমা হয়েছে গোল হয়ে]

এক। ভোমা তোমার কথা ধারালো সোজা তলোয়ারের ফলার মতো ঝলসে উঠছে না কেন? সব জড়িয়ে পাকিয়ে গুলিয়ে যাচ্ছে মরচে ধরা কাঁটাতারের স্তূপের মতো!

দুই। কে ভোমা?

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। ভোমা কে?

এক। ভোমাকে আমি দেখি নি। কিন্তু ভোমা আছে। আরো জানি—ভোমা না বাঁচলে, ভোমা না বাঁচালে আমি বাঁচি না আমরা বাঁচি না কেউ বাঁচে না!

দুই। কে ভোমা?

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। ভোমা কে?

['এক' লাফিয়ে উঠে ঠেলে ওদের মধ্যে ঢুকলো]

এক। ভোমা একজন—ভোমা একটা—ভোমা হচ্ছে—

[কিন্তু ওদের চোখে নির্বিকারতা। 'এক' হাল ছেড়ে বেরিয়ে এলো।]

পারছি না ভোমা। তোমাকে নিটোল ছিমছাম প্রাঞ্জল একটা ফরমুলায় কিছুতেই ফেলতে পারছি না।

দুই। ভোমা নেই।

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। ভোমা নেই ভোমা নেই ভোমা নেই—

[ওরা একদিকে সারি দিলো, যেন দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হবে]

দুই। ভোমা নেই, আমি আছি!

[দৌড় আরম্ভ। প্রত্যেকে অন্যকে ঠেলে ফেলে এগোতে চেষ্টা করছে।]

তিন। না, আমি—

চার। না তুমি না, আমি—

পাঁচ। এই না, আমি আমি—

ছয়। না না, আমি—

সবাই। আমি আমি আমি আমি—

এক। (ওদের কথার উপরে) আমি-আমি-আমি-আমি আর একটু আরাম। আমি-আমি-আমি-আমি আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য। আমি আমি-আমি-আমি আর একটু বিলাস। ভোমা তুমি আমি এরা সবাই মিলে কবে 'আমরা' হবো বলতে পারো? ভোমা-আ-আ!

[বসে পড়লো। ওরা উপুড় হয়ে পড়েছে, তবু আমি-আমি করে যাচ্ছে। 'দুই' উঠলো।]

দুই। আমি স্যামসন অ্যান্ড ব্ল্যাকবার্ড কোম্পানির অফিসে স্টেনোগ্রাফার আমার মাইনের চারশো পঞ্চান্নো টাকা আমার ছেলের স্কুলের মাইনে ষাট টাকা।

এক। কেন?

দুই। আমার মাইনে চারশো পঞ্চান্নো টাকা। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া থাকলে আজ আমার মাইনে হোতো হাজার টাকা।

এক। কেন?

দুই। কেন কী? ভালো ইংরিজি বলতে পারলে এইখানে পড়ে থাকি? দু'টো চাকরি বদলে কোনো বিলিতি কোম্পানির বড়ো সাহেবের পি-এ হয়ে যেতাম কবে!

এক। কেন?

দুই। কী তখন থেকে ভাঙা রেকর্ডের মতো কেন কেন কেন! যা হয়, যা হয়ে আসছে—তাই বলছি।

তিন। যা হয় তাই হয়।

চার-পাঁচ-ছয়। যা হয় তাই হবে।

এক। কী হয়? কী হবে?

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। যা হয় তাই হবে! যা হয় তাই হবে।

দুই। আমার ছেলেকে আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াবো! তারপর পড়াবো আই-আই-টি-তে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি—খড়গপুর!

[ওরা এক এক করে লাফিয়ে উঠছে]

তিন। কানপুর!

চার। দিল্লী!

পাঁচ। বোম্বাই!

ছয়। মাদ্রাজ!

তিন। হ্যাঁ হ্যাঁ পড়াও পড়াও!

দুই। ঘটিবাটি বেচে পড়াবো।

তিন। হ্যাঁ হ্যাঁ ঘটিবাটি বেচো।

চার। তোমার দেশও তাকে পড়াতে ঘটিবাটি বেচবে।

পাঁচ। হাজার হাজার ঘটিবাটি খরচ হবে তোমার ছেলেকে মানুষ করতে।

ছয়। মানুষ হয়ে তোমার ছেলে সগৌরবে চলে যাবে আমেরিকায়।

দুই। আমি খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়ে খবর দেবো।

তিন। হাজার হাজার ডলার রোজগার করবে তোমার ছেলে আমেরিকায়।

চার। তুমি আমেরিকা-প্রবাসী পুত্রের জন্য পাত্রী চেয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবে।

পাঁচ। ইতিমধ্যে তোমার ছেলে নীল চোখ সোনালি চুল আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করবে।

দুই। যদি করে, মেনে নেবো। আমার কোনো প্রেজুডিস নেই। ছেলে তো মানুষ হোলো!

এক। (উঠে) মানুষ। মানুষ!

[ওরা মার্চ করতে আরম্ভ করলো।]

দুই। মানুষ মানুষ মানুষ মানুষ মানুষ মানুষ মানুষ মানুষ—মনুষ!

তিন। মনুষ মনুষ মনুষ মনুষ মনুষ মনুষ মনুষ মনুষ—ডনুস!

চার। ডনুস ডনুস ডনুস ডনুস ডনুস ডনুস ডনুস ডনুস—ডলুস!

পাঁচ। ডলুস ডলুস ডলুস ডলুস ডলুস ডলুস ডলুস ডলুস—ডলাস!

ছয়। ডলাস ডলাস ডলাস ডলাস ডলাস ডলাস ডলাস ডলাস—ডলার!

দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়। ডলার! ডলার! ডলার! ডলার!

দুই। হে ঈশ্বর! আমাকে ডলার দাও।

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। ডলার দাও।

এক। (সাহেবি উচ্চারণে) ডলার লইয়া কী করিবে?

দুই। পুরোনো ডলারের দেনা সুদে-আসলে শোধ করবো।

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। শোধ করবো।

এক। তাহাতে কতো যাইবে?

দুই। এখন যাচ্ছে নতুন পাওয়া ধারের শতকরা ষাট ডলার।

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। ষাট ডলার।

এক। বাকি চল্লিশ লইয়া কী করিবে?

দুই। উৎপাদন বাড়াবো যাতে আর ধার করতে না হয়।

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। না হয়।

এক। (ধমকে) কী বলিলে?

দুই। না প্রভু! কলকাতা শহরে উচ্চ সেতু বানাবো।

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। উচ্চ সেতু বানাবো।

দুই। পাতাল রেল বানাবো।

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। পাতাল রেল বানাবো।

দুই। গর্ত খুঁড়বো, গর্ত বোজাবো।

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। গর্ত খুঁড়বো, গর্ত বোজাবো।

দুই। কলকাতা শহর—

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।

এক-তিন-চার-পাঁচ-ছয়। কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে! কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে!

[সবাই তালে তালে নাচতে লাগলো। 'এক' হঠাৎ থামলো।]

এক। আর আমার ডলার শোধ দিবে কে?

দুই। তুমি দেবে প্রভু। তুমি আরো ধার দেবে, আরো শোধ নেবে। যতো দেবে, ততো বেশি বেশি শোধ নেবে। শতকরা ষাট!

তিন। সত্তর!

চার। আশি!

পাঁচ। নব্বই!

দুই। হে ঈশ্বর, আমাকে ডলার দাও, আমি কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবো।

তিন-চার-পাঁচ-ছয়। একশো!

এক। একশো?

দুই। হ্যাঁ প্রভু, একশো।

এক। একশো ধার করিয়া একশোই শোধ?

দুই। তাই তো দাঁড়াচ্ছে প্রভু।

এক। তাহার মানে তুমি তখন দেউলিয়া?

দুই। বালাই ষাট! দেউলে হবে দেশ, আমি কেন হতে যাবো? আমার টাকা আছে সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে।

এক। তোমাকে যে দেশের লোক দেশদ্রোহী বলিবে?

দুই। কোন শালা বলে? আমি দেশপ্রেমিক আছি, থাকবো।

এক। কী করিয়া?

দুই। মাইক্রোফোন। খবরের কাগজ। রেডিও। টেলিভিশন। সর্বোপরি—মানুষের 'আমি।'

দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়। আমি। আমি। আমি। আমি।

[তালে তালে নাচ]

দুই। প্রত্যেক 'আমি'-র চোখের সামনে আলাদা করে মেলে দেবো—সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কের রাস্তা।

এক। ক'টা 'আমি' সুইজারল্যান্ডে পঁহুছিবে?

দুই। দু'টো একটা। কোটিতে একটা। কিন্তু তাতে কী? এর নাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এর নাম 'মানুষ হওয়া।' (হেঁকে) হে ভারতবর্ষের মহান জনগণ! তোমরা শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলো। আজকের আটা-গোলা আগামী কাল মাংসের কালিয়া হবে!

['এক' গিয়ে দাঁড়িয়েছে এক কোণে। 'তিন' এগিয়ে এসে স্যালুট ঠুকলো।]

তিন। স্যার, আমার মাইনে বড়ো কম।

দুই। ট্রাফিক কন্ট্রোল। প্রচুর লরী পাবে।

['চার-ছয়' এগিয়ে এলো]

চার। কিন্তু গুরু, আমাদের মাইরি আটা গোলা হজম হয় না।

দুই। তোমরা কাটলেট পাবে। কিন্তু দেখো—জনগণ যেন সমাজতন্ত্রের পথে থাকে।

চার। সে আর বলতে হবে না গুরু!

ছয়। ও ভেড়ার পাল তোমার পেছনে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে আমরাই কাফি আছি! কী বে?

চার। হাঁ!

এক। জাতীয় কুত্তা—যুগ যুগ জীও!

['চার-ছয়' লাফিয়ে উঠলো]

চার। এই, কে বে? কে বে?

ছয়। কোন শালা আওয়াজ দিলো বে?

['পাঁচ' এর মধ্যে গিয়ে এক পাশে শুয়েছে]

পাঁচ। বাবু!

এক। (চমকে ফিরে) কে?

চার-ছয়।(ভয়ে চমকে) অ্যাই, কে? কে?

পাঁচ। আমি ভোমা।

এক। কে ভোমা? কী ভোমা? ভোমা মানে কী?

চার-ছয়।(ছোরা-পিস্তল বাগিয়ে) অ্যাই অ্যাই—খবরদার স্‌সালা!

পাঁচ। ভোমা ভাত খাবে বাবু।

এক। ভাত? ভোমা?

চার-ছয়।খবরদার স্‌সালা!

এক। তোমাকে খুঁজে পাচ্ছি না ভোমা! তুমি কোথায়?

[সাড়া নেই। 'চার-ছয়' ভয়ার্ত, তটস্থ।]

(চিৎকার করে) ভোমা।

চার। খবরদার স্‌সালা!

ছয়। রক্তগঙ্গা বইয়ে দোবো!

এক। রক্ত?

দুই। মাছের রক্ত।

তিন। মানুষের রক্ত।

সবাই। ঠাণ্ডা-আ-আ। ঠাণ্ডা-আ-আ। ঠাণ্ডা-আ-আ।

['দুই-চার-পাঁচ-ছয়' পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে বৃত্তাকারে ঘুরছে, যেন পৃথিবী। 'এক' অন্যদিকে হাঁটু গেড়ে বসে। 'তিন' শুয়ে ছিল, হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো।]

তিন। মানুষের রক্ত যদি ঠাণ্ডা হয়, তবে মানুষ ভালোবাসে কী করে? বলো! জবাব দাও! ভালোবাসে না মানুষ? ভালোবাসা কি মরে গেছে? তোমরা ভালোবাসাকে মেরে ফেলতে চাও? পারবে মেরে ফেলতে? পারবে?

['এক' ধীরে ধীরে বিকলাঙ্গ একটা মানুষে পরিণত হয়েছে। মুখে যেন একটা ক্লাউনের হাসি চিরস্থায়ী হয়ে আছে তার।]

পারবে না! তার আগে পৃথিবী মরে যাবে!

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। এই পৃথিবী।

তিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার আগে পৃথিবী—

['এক' কাছে এগিয়ে এসেছে। 'তিন' ভীষণ চমকে উঠলো।]

এ কী! তুমি কে?

এক। আমি বিশ লাখের একজন।

তিন। কী বিশ লাখ? কোন বিশ লাখ?

এক। উনিশশো বাষট্টি পর্যন্ত যে ক'টি আণবিক বোমার পরীক্ষা হয়েছে এই পৃথিবীতে—

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। এই পৃথিবী।

এক। তার তেজস্ক্রিয়তার ফলে বিশ লক্ষ বিকলাঙ্গ শিশু জন্মেছে। আমি তাদের প্রথম দফার একজন।

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। এই পৃথিবী।

এক। আজও জন্মাচ্ছে। এর পর রোজই জন্মাবে।

তিন। ওসব—ওসব এ দেশের ব্যাপার নয়।

এক। এখনো নয়। এইবার হবে।

[ওরা মিছিল করে হাঁটছে]

দুই-চার-ছয়। আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!

পাঁচ। আঠেরোই মে, উনিশশো চুয়াত্তর!

দুই-চার-ছয়। আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!

পাঁচ। ভারতবর্ষ পরমাণু-শক্তিধর হোলো!

দুই-চার-ছয়। আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!

পাঁচ। বিশ্বের দরবারে ছ' নম্বর!

[আবার 'পৃথিবী' হয়ে ঘুরছে]

এক উনিশশো বাষট্টিতে বিশ লক্ষ। আজ আঠেরোই মে, উনিশশো চুয়াত্তর।

তিন। না না, এখানে ছোট বোমা--

এক। ষোল হাজার টন টি-এন্-টি। হিরোশিমার বোমাটার শক্তি ছিল কুড়ি হাজার টন টি-এন্-টি।

তিন। এখানে মাটির নিচে, তেজস্ক্রিয়তা নেই।

এক। কে বলে নেই?

তিন। এখানে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার!

এক। (খানিকটা আপন মনে) আমি শান্তিতে জন্মেছি। আমরা সবাই। বিশ লাখের সবাই। শান্তভাবে জন্মেছি, এখনো জন্মাচ্ছি।

তিন। না না, তা নয়! পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার—

এক। (আগের মতো) শান্তি। শান্ত। আমরা সবাই শান্ত। শান্তির শান্ত সান্ত্বনা। শান্তিপূর্ণ জন্ম। শান্তিপূর্ণ মৃত্যু। মাঝখানে—শান্ত বিকলাঙ্গ জীবন।

তিন। চলে যাও তুমি!

এক। বাষট্টি সাল পর্যন্ত বিশ লক্ষ। এখন উনিশশো আশি, এখন কতো হবে?

তিন। চলে যাও বলছি!

এক। দেখি দেখি, বাঃ! তোমার হাত দু'টো বেশ সোজা তো! মুখটা কতো পরিষ্কার! তুমি জন্মে গেছো ফস্কে।

তিন। আঃ, যাও! যাও!

এক। তোমার ছেলে? তোমার ছেলে জন্মে গেছে তো?

তিন। আমি শুনতে চাই না ও সব কথা!

এক। অনেক পরীক্ষা। অনেক বোমা। কতো বোমা জানো?

তিন। চাই না জানতে!

এক। যতো বোমা জমেছে, তা দিয়ে এই পৃথিবীটাকে পুরো ধ্বংস করা যায়— চারশোবার।

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। এই পৃথিবী।

এক। কিন্তু দরকার হবে না। একবারই যথেষ্ট।

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। এই পৃথিবী। একটাই পৃথিবী।

তিন। আমি বিশ্বাস করি না!

এক। বিশ্বাস করো না?

তিন। না, করি না।

এক। তুমি তবে কী বিশ্বাস করো? শান্তিপূর্ণ ব্যবহার?

তিন। হ্যাঁ করি!

এক। বোমাই ফাটাও আর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারই করো, ভস্মাবশেষ থাকবেই। অ্যাটমিক ওয়েস্ট। তার তেজস্ক্রিয়তার কী হবে?

তিন। সে সব নষ্ট করে ফেলা হবে!

এক। কী করে? সীসের বাক্সে ভরে নুনের খনিতে গুঁজে রেখে? তাই রাখা হয়। কিন্তু ক'টা নুনের খনি আছে এই পৃথিবীতে?

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। এই পৃথিবী।

এক। ক'টা বাকি থাকবে?

তিন। বাজে কথা! সব বাজে কথা!

এক। তাতেও তেজস্ক্রিয়তা নষ্ট হতে সবচেয়ে কম সময় লাগবে—চারশো বছর। সবচেয়ে বেশি সময় কতো লাগতে পারে জানো?

তিন। কতো?

এক। চব্বিশ হাজার বছর।

তিন। চব্বিশ—?

এক। চব্বিশ হাজার বছর! মানব সভ্যতার বয়স পাঁচ হাজার বছর। এর মধ্যে আগামী চব্বিশ হাজার বছরের ব্যবস্থা করে ফেলেছে মানুষ।

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!

এক। চব্বিশ হাজার বছর। বারো বছরে এক যুগ ধরলে দু' হাজার যুগ। পৃথিবীর আণবিক অভিযান—যুগ যুগ জীও।

[ওরা 'পৃথিবী' ছেড়ে বেরুলো, যেন মার্চ করছে]

দুই। যুগ যুগ যুগ যুগ!

চার। দশ যুগ!

পাঁচ। বিশ যুগ!

ছয়। একশো যুগ!

দুই। দু'শো যুগ!

চার। হাজার যুগ!

পাঁচ। দু'হাজার যুগ!

ছয়। হাজার হাজার যুগ!

দুই-চার-পাঁচ-ছয়! হাজার হাজার যুগ! হাজার হাজার যুগ—

তিন। (চিৎকার করে) চুপ করো-ও-ও!

[ওরা 'পৃথিবী' হোলো আবার। এক মুহূর্ত নীরবতা। 'এক' ওদের কাছে গেলো।]

এক। আমার হৃৎপিণ্ডটা শুকিয়ে চামড়া হয়ে গেছে। এক ফোঁটা জল দেবে, ভিজিয়ে নেবো?

দুই। মাপ করো, আগে যাও।

এক। আগে। আগে। আরো আগে। দশ বিশ একশো দু'শো হাজার দু'হাজার যুগ আগে। বিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ। চল্লিশ লক্ষ। চার কোটি। চার কোটি? চার কোটি হয় তো হয়ে গেছি এখনই। আরো আগে—চল্লিশ কোটি। এক ফোঁটা জল দেবে বাবা?

চার। মাপ করো, আগে যাও।

এক। আরো আগে? চারশো কোটি? পৃথিবীর জনসংখ্যা?

দুই-চার-পাঁচ-ছয়। এই পৃথিবী।

এক। চারশো কোটি হলেই মানুষ খতম! যুদ্ধ লাগবে না! শুধু প্রস্তুতি। শুধু পরীক্ষা। শুধু শান্তিপূর্ণ ব্যবহার—

['তিন' এগিয়ে এসে যেন ভিক্ষা দিলো ওর হাতে।]

তিন। এই নাও! যাও!

এক। ভগবান তোমার ভালো করবে বাবা। তোমার ছেলে আস্ত জন্মাবে।

তিন। দিয়েছি তো! আবার কেন আজে বাজে বকছো?

এক। এক ফোঁটা জল চেয়েছি বাবা, আজে বাজে বকিনি। আমার হৃৎপিণ্ডটা শুকিয়ে জুতোর সুকতলা হয়ে গেছে।

[ওরা 'পৃথিবী' ভেঙে লাফিয়ে পড়ছে একে একে]

দুই। সাবধান! সাবধান! যে কোনো মুহূর্তে দেশ আক্রান্ত হতে পারে, প্রস্তুত থাকো!

চার। যতো বড়ো শত্রুই হোক, তাকে রুখবার শক্তি আমরা রাখি!

ছয়। আমাদের দেশাত্মবোধ!

দুই। আমাদের দেশপ্রেম!

চার। তার উপরে আমাদের অ্যাটম বম্!

ছয়। বম্ কালী কলকাত্তাওয়ালী!

দুই। বম্ বম্ অ্যাটম বম্!

চার। এইচ্ বম্!

ছয়। কোবাল্ট বম্!

পাঁচ। (হেঁকে) ওঠো, জাগো, পৃথিবীর যতো গর্ভধারিণী! গর্ভে গর্ভে টেনে নাও আণবিক তেজস্ক্রিয়তা! জন্ম দাও পঙ্গু বিকলাঙ্গ আণবিক সন্তানদের!

দুই। জন্মাও! হামা দাও! হাঁটো!

['এক' হাঁটু গেড়ে হাঁটছে। ওরাও যেন বিকলাঙ্গে পরিণত হচ্ছে।]

চার। হাঁটি হাঁটি পা পা—

ছয়। অ্যাটম্ হাঁটে দেখে যা—

দুই-চার-ছয়। হাঁটি হাঁটি পা পা, অ্যাটম্ হাঁটে দেখে যা—

['এক' উপুড় হয়ে পড়েছে। 'দুই-চার-ছয়' পড়ে গেছে। 'পাঁচ' দূরে এক পাশে গিয়ে শুয়েছে। 'তিন' 'এক'-এর কাছে এলো।]

তিন। না, এ হবে না! এ হতে পারে না! এ হতে দেবো না!

এক। কে হতে দেবে না?

তিন। মানুষ! মানুষই বানিয়েছে এ সব, মানুষই বন্ধ করবে।

এক। কিসের জোরে?

তিন। ভালোবাসা! মানুষ তো আজও মানুষকে ভালোবাসে, তাই না? বলো! বলো! ভালোবাসে না?

এক। হ্যাঁ বাসে। এখনো বাসে।

তিন। তা হলে?

এক। কিন্তু রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে মানুষের। কতোদিন ভালোবাসতে পারবে— জানি না।

তিন। কোনো উপায় কি নেই তাহলে? কোনো উপায় নেই? রক্ত গরম রাখবার? ভালোবাসা ফিরিয়ে আনবার? দুনিয়াটাকে বদলাবার?

এক। (প্রায় আপনমনে) ভোমা।

তিন। কী বললে?

এক। ভোমা।

['এক' মুখ তুলছে। বিকলাঙ্গ নয় সে আর।]

তিন। কে ভোমা?

এক। একটা মানুষ। ভোমা ভাঙে না। ভোমা সৃষ্টি করে। ভোমাকে ভাঙি আমরা।

তিন। কী বলছো বুঝতে পারছি না। কে ভোমা?

এক। ভোমা জঙ্গল। ভোমা আবাদ। ভোমা গ্রাম। ভারতবর্ষের বারো আনা লোক গ্রামে থাকে। কোটি কোটি ভোমা। ভোমাদের রক্ত খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি শহরে।

তিন। রক্ত খেয়ে?

এক। হ্যাঁ। ভোমারা যদি ভাত খেতো, আমরা খেতে পেতাম না। ভোমার লাল রক্ত সাদা যুঁইফুল হয়ে ফুটে ওঠে আমাদের ভাতের থালায়। রোজ দু'বেলা।

তিন। কী আজে বাজে বকছো।

[হঠাৎ লাফিয়ে উঠে জ্বলন্ত চোখে 'তিন'-এর দিকে তাকালো]

এক। যাও! চলে যাও তুমি! যাও, খোঁজো তোমার ভালোবাসা! আমি ভোমাকে খুঁজছি, খুঁজতে দাও!

['এক' হাঁটতে শুরু করলো। 'দুই-চার-ছয়' উঠে উল্টো দিকে হাঁটছে, যেন তিন বন্ধু।]

ছয়। এরা কী সব বলছে রে? কে ভোমা?

চার। কে জানে? নাম শুনে তো মনে হচ্ছে—চাষা ভুসো ক্লাসের কেউ হবে।

দুই। এই শালা, তাড়াতাড়ি পা চালা, দেরি হয়ে গেছে।

চার। আরে দূর! গোড়ায় তো শুধু সাবানের বিজ্ঞাপন দেখবি!

ছয়। চোপ বে! ওটাই তো আসল—ছুপিয়ে মাল দেখা যায়!

তিন। ('এক'-কে) কোথায় চললে?

এক। শেয়ালদা স্টেশন। সেখান থেকে ক্যানিং। ক্যানিং থেকে মোটর লঞ্চে সুন্দরবন।

তিন। সুন্দরবনে কি ভোমা আছে?

এক। কী জানি? থাকতেও পারে। কিম্বা হয় তো থেকেও নেই।

তিন। তার মানে?

এক। মানে ফিরে এসে বলবো। এখন জানি না।

পাঁচ। বাবু।

['এক' আর 'তিন' চমকে উঠলো।]

তিন। কে?

পাঁচ। ভোমা ভাত খাবে বাবু।

তিন। কে? কোথায়?

এক। (উত্তেজিতভাবে) ভোমার গলা, বুঝতে পারছো না? আমি চললাম!

[ছুটতে আরম্ভ করলো]

তিন। (চেঁচিয়ে) মানুষের রক্ত ঠাণ্ডা না গরম বলে যাও!

এক। (যেন দূর থেকে চেঁচিয়ে) তোমাকে না দেখলে বুঝতে পারছি না, ফিরে এসে বলবো!

[ছ'জনই বৃত্তাকারে দৌড়োচ্ছে। 'এক' বৃত্তের কেন্দ্রে এসে থামলো।]

এই ভারত।

অন্যরা। বিশাল ভারত।

এক। এই ভারত।

অন্যরা। সোনার ভারত।

এক। এই পুণ্য পবিত্র ভারতভূমি।

দুই। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা—

তিন। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর—

চার। গঙ্গাসাগর সাগর সাগর—

সবাই। সাগর সাগর সাগর সাগর—

এক। এই সাগর।

অন্যরা। বিশাল সাগর।

এক। এই সাগর।

অন্যরা। নুনের সাগর।

এক। এই সাগর গঙ্গাসাগর সাগর সাগর—

অন্যরা। সাগর সাগর সাগর সাগর—

এক। সাগরের দেশ। সাগরের দ্বীপ। সাগরের মাটি। সাগরের বন। সুন্দরী বন। সুন্দর বন। সুন্দরবন!

অন্যরা। সুন্দরবন?

দুই। বাঘ?

তিন। সাপ?

চার। কুমীর?

দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়। দেখেছো?

এক। না।

অন্যরা। তবে? কী দেখলে?

এক। দেখলাম—নদীর পর নদী।

অন্যরা। নদীর পর নদী। নদীর পর নদী। নদীর পর নদী—

এক। ঘাটের পর ঘাট। ভাঙা ঘাট ভাঙা জেটি, হাঁটু ডোবা কাদামাটি, ওঠা নামা গাদাগাদি, বাচ্চাকাচ্চা বস্তা ঝুড়ি। সুন্দরবনে সুন্দর নদী, সুন্দর জলে সুন্দর লঞ্চ।

[ওদের অঙ্গ চালনায়, কণ্ঠস্বরে এতক্ষণ ফুটে উঠছিলো নদীর আভাস, নৌকার গতি। এখন ওরা দু'ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে মুখোমুখি। লঞ্চের ভোঁ, ইঞ্জিনের শব্দ।]

মোটর লঞ্চ!

['এক' ঝাঁপ দিলো ওদের প্রসারিত হাতে। লঞ্চের শব্দ করতে করতে ওরা 'এক'-কে বয়ে নিয়ে চললো।]

টাং! ভাড়া এক টাকা পঁয়ষট্টি। টাং টাং! ফার্স্ট ক্লাস দেড়া ভাড়া দু'টাকা আটচল্লিশ। টাং! ক্যানিং পোর্ট থেকে গোসাবা।

[ওরা নামিয়ে দিলো 'এক'-কে]

গোসাবা-আ-আ-আ—

[দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয় 'এক'-এর সামনে। 'পাঁচ' দূরে একপাশে গিয়ে শুয়েছে।]

দুই-তিন-চার-ছয়। আর কী দেখলে?

এক। গোসাবা থেকে কাঁচামাটির বাঁধ হেঁটে রাঙাবেলিয়া পাখিরালা।

দুই। বাঘ?

তিন। সাপ?

চার। কুমীর?

এক। না।

দুই-তিন-চার-ছয়। না? তবে ওটা সুন্দরবনই না!

এক। না। এখন না। এখন বন না। বন হাসিল হয়ে গেছে।

দুই-তিন-চার-ছয়। হাসিল? সে আবার কী?

এক। ওরাওঁ। মুণ্ডা। সাঁওতাল। বন হাসিল। বন হাসিল করে আবাদ।

দুই-তিন-চার-ছয়। আবাদ? সে আবার কী?

['পাঁচ' উঠে এসেছে এর মধ্যে 'এক'-এর কাছে]

পাঁচ। বাবু!

এক। (চমকে ফিরে) কে?

পাঁচ। আমি ভোমা।

এক। (অবাক হয়ে) ভোমা?

পাঁচ। ভোমা ভোমা!

এক। কে ভোমা?

পাঁচ। ভোমা ভাত খাবে বাবু, চাল নিতে বলেন।

[ফিরে গেলো তার জায়গায়]

দুই। কে ভোমা?

তিন-চার-ছয়। ভোমা কে?

এক। ভোমা। সুন্দরবনের ভোমা।

দুই। কে ভোমা?

তিন-চার-ছয়। ভোমা কে?

এক। ভোমার বয়স যখন ষোলো তখন সে এসেছিলো বন হাসিল করতে। বাপ, মা, দু'টো ছোট ভাই। সুন্দরবন।

পাঁচ। ভাত হোক বাবু, ভোমা শুলো।

[শুয়ে পড়লো]

এক। বন হাসিল। সুন্দরবন।

দুই-তিন-ছয়। আজকের প্রধান বক্তা ডক্টর সর্বাঙ্গসুন্দর সুন্দরাইয়া। চীফ্ প্ল্যানিং অ্যাডভাইজার, সুন্দরবন প্ল্যানিং কমিশন।

[শ্রোতা হয়ে বসলো 'চার'-এর সামনে]

চার। (বক্তৃতার ঢঙে) জাতীয় উপার্জনের নিম্নমুখী গতি চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে—

এক। ভোমার বয়স যখন কুড়ি, তখন সে তিন ঘণ্টায় একা যে গাছ ফেলতো, দু'জনে সারাদিনে সে গাছ ফেলতে পারতো না।

চার। সঞ্চয়ের মূল্যমানে যে তারতম্য দেখা যায়, তার সামগ্রিক সমষ্টিগত সমীকরণ—

এক। ভোমার বয়স যখন বাহাত্তর, তখনো সে দু'কিলো চালের ভাত খেতে পারতো।

চার। বৈদেশিক বাণিজ্যের অসম প্রতিযোগিতা অপ্রত্যাশিতভাবে—

এক। ভোমার এখন বয়স নেই, ভোমা মরে গেছে।

চার। মূলধন বিনিয়োগের অতিরিক্ত হ্রাসবৃদ্ধি—

এক। ভোমার মা মরেছিলো সাপের কামড়ে। বাপকে কুমীরে টেনে নিয়ে গেছে ভোমার চোখের সামনে। ছোট ভাইটা লোনা জলে তেঁতুল মিশিয়ে খাওয়া সহ্য করতে না পেরে পেটের ব্যামোয় গেলো।

চার। সুদের হারের অবশ্যম্ভাবী ঊর্ধ্বগতি—

এক। ভোমার ডান চোখটা কানা, ডান গালে এক খাবলা মাংস নেই—গর্ত। সে বাঘটাও বেঁচে নেই, মরেছে ভোমা আর তার ভাইয়ের কুড়ুলের কোপে।

চার। লগ্নীকৃত আমানতের অসম বণ্টনের পটভূমিকায়--

এক। ভোমার পরের ভাইটা আজও বেঁচে আছে। রাঙাবেলিয়ার সর্দারপাড়ায় থাকে। জমি নেই, ক্ষেতমজুর। বছরে নব্বই দিন কাজ পায়, দিনে তিন টাকা মজুরি।

চার। মুদ্রাস্ফীতির বিপর্যয় আপাতদৃষ্টিতে যতোখানি তীব্র বলে মনে হয়—

পাঁচ। (শুয়ে শুয়ে) ভাত হোলো বাবু? ভোমার ক্ষুধা লাগে।

['দুই-তিন-ছয়' ঘুরে 'এক'-এর মুখোমুখি]

দুই। কিন্তু বাঘ?

তিন। সাপ?

ছয়। কুমীর?

এক। সব ছিল। ভোমার আমলে ওরা সবাই ছিল। ওরা ভোমাকে খেয়েছে, ভোমা ওদের খেয়েছে। সব ছিল—বাঘ, সাপ, কুমীর, ভোমা।

দুই-তিন-ছয়। কিন্তু এখন?

এক। এখন নেই। এখন আবাদ। বন হাসিল হয়ে গেছে।

দুই-তিন-ছয়। তবে ওটা সুন্দরবনই না।

দুই। এই, পিকনিকে যাবি?

তিন-ছয়। (নেচে উঠে) পিকনিক? হো হো পিকনিক!

দুই। সুন্দরবনে?

তিন-ছয়। সুন্দরবনে? হো হো সুন্দরবন!

দুই। লঞ্চ ভাড়া করে?

তিন-ছয়। লঞ্চভাড়া? হো হো মোটর লঞ্চ!

[ওরা নাচতে শুরু করলো। 'চার'-ও যোগ দিলো।]

দুই। সুন্দরবন।

তিন-চার-ছয়। সুন্দরবন।

দুই। অভয়ারণ্য।

তিন-চার-ছয়। অভয়ারণ্য।

দুই। ব্যাঘ্রসুমারী।

তিন-চার-ছয়। ব্যাঘ্রসুমারী।

দুই। ব্যাঘ্র বাঁচাও।

তিন-চার-ছয়। ব্যাঘ্র বাঁচাও।

দুই। সুন্দরী বাঘ।

তিন-চার-ছয়। সুন্দরী বাঘ।

দুই। সুন্দর বাঘ।

তিন-চার-ছয়। সুন্দর বাঘ।

দুই। সুন্দর সাপ।

তিন-চার-ছয়। সুন্দর সাপ।

দুই। সুন্দর কুমীর।

তিন-চার-ছয়। সুন্দর কুমীর।

দুই। সুন্দরবন।

তিন-চার-ছয়। সুন্দরবন।

['দুই-তিন-চার-ছয়' 'সুন্দরবন সুন্দরবন' বলে নেচে চললো]

এক। ডাক্তার নেই। বিদ্যুৎ নেই। জল জোটে না। জীপ চলে না। খুন হলে পুলিস পৌঁছোয় তিন দিন পরে।

[ওরা নেচে চলেছে, 'পাঁচ' শুয়েই আছে। 'এক' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো।]

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ! সাইক্লোন!

[ওদের দেহের ভঙ্গীতে মুখের শব্দে ঝড়। 'পাঁচ' লাফিয়ে উঠে হাঁকলো।]

পাঁচ। আরে হেই জলদি আসো বাঁধ ভাঙে!

অন্যরা। বাঁধ ভাঙে বাঁধ ভাঙে!

[সবাই কোদাল চালাচ্ছে]

এক। ঝপাঝপ ঝপাঝপ ছেলে বুড়ো চাষী বেনে মাস্টার ছাত্র ঝপাঝপ ঝপাঝপ মাটি পড়ে কোদাল চলে—

অন্যরা। লোনা জল! লোনা জল! জমি গেলো! ফসল গেলো! কোদাল মারো!

পাঁচ। আরে হেই বাঁধ ভাঙে জলদি আসো!

এক। (কোদাল ফেলে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে) ভোমা-আ-আ-আ!

পাঁচ। (চিৎকারে) ওখানে খাড়ায়ে কী দেখো কত্তা জলদি আসো বাঁধ ভাঙে!

এক। (আর্ত চিৎকারে) বাঁধ ভেঙে গেছে ভোমা, ঐ দেখো লোনা জল ঢোকে!

[সবাই চেয়ে দেখলো কোদাল ছেড়ে। ক্লান্ত, হতাশ। জল ঢুকছে হিস্ হিস্ শব্দে। সুর-২ আরম্ভ হোলো ধীর লয়ে। 'পাঁচ' পড়ে আছে। 'দুই-তিন-চার-ছয়' বিভিন্ন জায়গায় মাথায় হাত দিয়ে বসে। 'এক' তাদের কাছে যাচ্ছে এক এক করে, দেখছে।]

দুই। লোনা জল।

তিন। জমি গেলো।

চার। ফসল গেলো।

দুই। ভিটে গেলো।

তিন। তিন বিঘে জমি খেলো বিদ্যা নদী আজ তিন বছর।

চার। সে জমির খাজনা আজও দিতে হয়।

দুই। দিয়ে চলতে হবে, যতোদিন না নতুন জরীপ হয়।

তিন। আমার জমি খেলো বিদ্যা নদী।

চার। আমার ভিটে খেলো গোমর নদী।

দুই-তিন-চার-ছয়। বিদ্যা নদী। গোমর নদী। বিদ্যা নদী। গোমর নদী—

এক। মাঝখানে এক ফালি গ্রাম—রাঙাবেলিয়া। দু'দিকেই পাড় ভাঙে। বিদ্যা খায়। গোমর খায়। রাঙাবেলিয়া সরু হয়। সরু হয়। সরু হয়।

দুই। মিশে যাবে, দেখো!

তিন। বিদ্যা-গোমর মিশে যাবে একদিন।

ছয়। রাঙাবেলিয়া ডুবে যাবে লোনা জলে।

['চার' এর মধ্যে উঠে বক্তার ভঙ্গী ধরে দাঁড়িয়েছিলো]

চার। অতএব বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ—

পাঁচ। ভাত হোলো বাবু? ভোমার ক্ষুধা লাগে।

এক। ভোমার ক্ষুধা। বিদ্যার ক্ষুধা। গোমরের ক্ষুধা।

চার। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ—

এক। সাগরের ক্ষুধা। এই সাগর।

দুই-তিন-ছয়। বিশাল সাগর।

এক। এই সাগর।

দুই-তিন-ছয়। নুনের সাগর।

এক। এই ভারত।

দুই-তিন-ছয়। বিশাল ভারত।

এক। এই ভারত।

দুই-তিন-ছয়। সোনার ভারত।

এক। এই পুণ্য পবিত্র ভারতভূমি।

দুই। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা।

তিন। গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর।

ছয়। গঙ্গাসাগর সাগর সাগর—

দুই-তিন-ছয়। সাগর সাগর সাগর—

এক। সাগরে কতো নুন।

দুই। সাগরে নুন।

তিন। বিদ্যায় নুন।

ছয়। গোমরে নুন।

পাঁচ। ক্ষুধা লাগে। ভোমার ক্ষুধা লাগে।

চার। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যথেষ্ট শক্ত।

এক। শক্ত?

দুই। রক্ত।

তিন। বনের রক্ত।

ছয়। আবাদের রক্ত।

দুই। বাঘের রক্ত।

তিন। সাপের রক্ত।

ছয়। কুমীরের রক্ত।

দুই। মাছের রক্ত।

তিন। মানুষের রক্ত—

দুই-তিন-চার-ছয়। ঠাণ্ডা-আ-আ-আ—

[বলতে বলতে শুয়ে পড়েছে ওরা। 'এক' হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো।]

এক। না! একটু দাঁড়াও! মানুষের রক্ত ঠাণ্ডা না গরম এখনই বলা যাচ্ছে না! হয় তো—হয় তো—

[ওরা পড়েই আছে]

নাঃ। আবার সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। সব জড়িয়ে পাকিয়ে—কে ভোমা? একটা আদিবাসী বুনো কাঠুরে! কেন তাকে নিয়ে আমি—কেন তাকে গিয়ে আমরা—

পাঁচ। ভোমা খাবে বাবু। ভাত খাবে।

এক। (ক্লান্ত স্বরে) কী করে খাবে ভোমা? তুমি ভাত খেলে আমার পোলাও জোটে না। আজব এক ছবি বানিয়েছি ভোমা। এক টাকার ছবি, পাঁচ টাকার ছবি, দশ বিশ একশো টাকার ছবি—তাই দিয়ে তোমার রক্ত কিনে নিয়েছি ভোমা, তোমার মুখের ভাত—না না! আবার সব গুলিয়ে যাচ্ছে! এই মাটিটাকে ধরো প্রথমে, এই পৃথিবীটাকে—

দুই-তিন-চার-ছয়। এই পৃথিবী।

এক। এই পৃথিবীটা তো সকলের, তাই না ভোমা? এই পৃথিবীটার কৃপণ হাত থেকে ভাত খুঁড়ে বার করতে তো তুমি কুড়ুল ধরেছিলে ভোমা, বাঘ মেরেছিলে, বাঘের থাবা খেয়েছিলে, তাই না ভোমা? এই পৃথিবীটা—

দুই-তিন-চার-ছয়। এই পৃথিবী।

এক। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই পৃথিবীটার মালিক তো আমরা সবাই, তাই না ভোমা? আমরা সবাই যদি প্রাণপণে খেটে সব কিছু বানাতাম, বানিয়ে সবাই মিলে ভাগ করে

নিতাম, তাহলে ঐ আজব ছবিটা—যার জোরে ভোমা তোমার রক্ত আমরা কিনে খাই, আর যার অভাবে তুমি ভাত্ পাও না, ঐ আজব অশ্লীল ছবিটার পাট জন্মের মতো চুকিয়ে দিয়ে—আমি বোঝাতে পারছি না ভোমা! শুধু বুঝতে পারছি—তুমি কুড়ুল হাতে উঠে না দাঁড়ালে এই বিষাক্ত গাছের জঙ্গল হাসিল হবে না ভোমা! আমার আবাদ, আমাদের আবাদ—আমাদের স্বপ্নের আবাদ—

['এক' একজনের কাছে ছুটে গিয়ে মুখ দেখবার চেষ্টা করছে, কাঁধ ধরে নাড়া দিচ্ছে।]

ভোমা! ভোমা। ভোমা!

দুই। কোথায় ভোমা? ভোমা সুন্দরবনে।

তিন। বুনো ভোমা, গায়ে বনের গন্ধ, বাঘের গন্ধ।

চার। ভোমার মা সাপের বিষে নীল।

ছয়। ভোমার বাপ কুমীরের দাঁতে লাল।

দুই। ভোমার ভাই নুনের তেজে কালো।

তিন। (উঠে) কই, না? ঐ তো ভোমার মা—ভাঙা পাঁচিলে ঘুঁটে দিচ্ছে।

['এক' ছুটে গেলো দেখতে]

চার। (উঠে) ঐ তো ভোমার বাপ—ঝোপড়িতে ছেঁড়া চট টাঙাচ্ছে।

ছয়। (উঠে) ঐ তো ভোমার ভাই—শুয়োরের পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

দুই। (উঠে) ঐ তো ভোমা—ছেঁড়া গালে চোখের নোন্তা জলের দাগ।

তিন। নোন্তা জল। সাগরের লোনা জল।

চার। নোন্তা রক্ত। সাগরের লোনা রক্ত।

ছয়। ভোমারা দলে দলে কলকাতায়।

দুই। শেয়ালদা, তপসিয়া, বেদিয়াডাঙা, ধাপা, কুসুমকুমারীর মাঠ—

তিন। ভোমার মা, ভোমার বৌ, ভোমার বোন, ভোমার মেয়ে—

চার। বাবুর বাড়ি বাসন মাজে—

ছয়। বাবুর ছেলে পেটে ধরে—

দুই। যুঁইফুল—

দুই-তিন-চার-ছয়। যুঁইফুল—

তিন। সাদা যুঁইফুল—

দুই-তিন-চার-ছয়। সাদা যুঁইফুল—

চার। যুঁইফুলের মতো সাদা গরম ভাতের স্বপ্ন—

দুই-তিন-চার-ছয়। গরম ভাতের স্বপ্ন—

এক। (ক্লান্তস্বরে) এ কোথায় এলে ভোমা?

পাঁচ। ভাত হোলো বাবু? ভোমার ক্ষুধা লাগে।

দুই। কলকাতার ফুটপাথবাসীদের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ—

তিন। এই টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরিতে ক্যালকাটার মতো রিনাউন্ড্ সিটিতে এতগুলো পেভ্‌মেন্ট ডুয়েলার!

চার। শেমফুল! এই জন্যেই তো টুরিস্টরা আসতে চায় না ক্যালকাটায়!

ছয়। শালা, কী দেশেই জন্মেছি মাইরি!

দুই। দাদা, এবার টেস্ট ম্যাচের দু'টো টিকিট না দিলে কিন্তু ছাড়বো না!

তিন। পনেরো সপ্তা হাউস ফুল! গুরু এবার ফাটিয়ে দিয়েছে মাইরি!

চার। ইন্ডিয়া যদি জেতে, তোদের সব্বাইকে চিকেন চাও মিয়েন আর ফ্রায়েড রাইস—

['ছয়' একটা চটুল হিন্দী গান গেয়ে উঠলো]

পাঁচ। ভাত হোলো বাবু?

[এক মুহূর্ত নীরবতা]

এক। ভাত নেই ভোমা।

পাঁচ। ভাত নেই বাবু? তালে ভোমা শুলো।

এক। ভাত নেই ভোমা। নুন আছে। নুন নেবে, নুন? তোমার গালের ছেঁড়া মাংস, তোমার চোখের ছেঁড়া মাংস শুকিয়ে গেছে ভোমা? নুন দিলে জ্বলবে না আর?

পাঁচ। ভোমা শুলো বাবু।

এক। শুয়ো না ভোমা। তোমার বাপ শুয়ে আছে লোনা জলে। মা শুয়ে আছে লোনা মাটিতে। ভাই শুয়ে আছে পেটে নুন নিয়ে। তেঁতুল ধুয়ে গেছে, শুধু নুন।

পাঁচ। ভোমা শুলো।

এক। শুয়ো না ভোমা। তোমার ঐ ছেঁড়া গাল আবার ছিঁড়ে দাও। তোমার ঐ থাবা, ঐ বাঘমারা থাবা দিয়ে ছিঁড়ে দাও, রক্ত বার করে নিয়ে এসো। তারপর— এই নাও নুন! নুন ঘষে দাও! রক্তের নুনে ঘষে দাও নুন, জ্বলুক! জ্বলুক!

পাঁচ। ভাত নাই বাবু? তা'লে ভোমা শুলো।

এক। (উন্মত্তের মতো) না শুয়ো না! নুন ঘষো! ছেঁড়া ঘায়ে নুন ঘষে দাও ভোমা। জ্বলে উঠুক! ঘা জ্বলে উঠুক! নুন ঘষো, নুন! রক্তের নুন, চোখের নুন, বিদ্যা-গোমরের নুন, সাগরের নুন—

['দুই-তিন-চার-ছয়' এর মধ্যে একদিকে বসে যেন সিনেমা দেখছে।]

ছয়। দু'প্যাকেট সল্টেড বাদাম কেন্ না মাইরি! খালি মুখে সিনেমা দেখতে ভাল্লাগে?

এক। (চিৎকার) ভোমা-আ-আ!

দুই-তিন-চার-ছয়। স্ স্ স্ স্!

তিন। কথা বলতে হয় তো বাইরে যান না মশাই!

চার। এমন একটা রোম্যান্টিক সীনের মধ্যে—

ছয়। দে না বে—দু'টো রদ্দা মেরে ফুটিয়ে!

দুই। আই বাপ, দেখেছিস? গুরু কী এক্সপ্রেশানটা দিলো মাইরি!

চার। গুরু তোমার জবাব নেই!

ছয়। লে লে!

[এক মুহূর্ত নীরবতা]

এক। (ধীরে ধীরে) জ্বললো না। জ্বললো না। জ্বলছে না। আজো জ্বলছে না।

পাঁচ। ভোমার ক্ষুধা লাগে।

['এক' ধীরে ধীরে উঠলো। যেন দর্শকদের বলছে।]

এক। ক্ষুধা। ক্ষুধায় নির্জীব হয়ে পড়ে আছে ভোমা। ভিখিরি ভোমা। ওর কুড়ুলে মরচে ধরছে। চারিপাশে আগাছা পরগাছার বিষাক্ত জঙ্গল বেড়ে উঠছে। বিষ। বাতাসে বিষের গন্ধ। জিভে ভোমার রক্তের স্বাদ। ভোমার রক্ত খেয়ে আমরা হাসছি, খেলছি, দুকষ বেয়ে রক্ত ঝরছে, ঝরছে, বিষগাছ বাড়ছে, বাড়ছে, আমার রক্ত, মানুষের রক্ত, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, ঠাণ্ডা—ঠাণ্ডা—

[শুয়ে পড়ছে। সুর-২ আরম্ভ হয়েছে। 'পাঁচ' শুয়েই আছে, অন্যরাও শুয়ে পড়ছে নির্জীব হয়ে।]

কিন্তু ভোমা আছে! আমি জানি ভোমা আছে! জানি, তাই আমার স্বপ্ন আছে। স্বপ্ন। ভোমা উঠছে। ভোমা উঠছে। মরচে ধরা কুড়ুল কুড়িয়ে নিচ্ছে হাতে, শান দিচ্ছে। চারিপাশে জঙ্গল। ভোমার চোখে জঙ্গল। হাত শক্ত হচ্ছে ভোমার! সাঁড়াশি আঙুল কুড়ুলের হাতলে চেপে বসছে। ছেঁড়া চোখে বাঘমারা আগুন জ্বলে উঠছে! ভোমা উঠছে! আমরা উঠছি!

['এক'-এর কথার মধ্যে সবাই উঠছে ধীরে ধীরে। কষ্টে, অন্ধচোখে, তবু উঠছে। হাতড়ে কুড়ুল ধরছে, তুলতে চাইছে।]

জঙ্গল! জঙ্গল! বিষবন! কুড়ুল তোলো ভোমা! বড়ো ভারি, আমি পারছি না! তুমি তোলো ভোমা!

[যেন শেষ শক্তিতে কোনোমতে মাটি থেকে কুড়ুল ওঠালো 'এক']

মারো জোয়ান—

[লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ড তেজে কুড়ুলের কোপ বসালো 'পাঁচ']

পাঁচ। হেঁইও!

[সবাই উঠলো। কুড়ুল চালাতে লাগলো হেঁইও বলে।]

এক। মারো জোয়ান—হেঁইও! জঙ্গল কাটো—হেঁইও! বিষের জঙ্গল—হেঁইও! জঙ্গল হাসিল—হেঁইও। ভোমার কুড়ুল—হেঁইও! বিষ ঝাড়াবে—হেঁইও! ভোমা হাঁকে—হেঁইও। বাঘ ডেকেছে—হেঁইও! বাঘের থাবা—হেঁইও! ভোমার থাবা—হেঁইও! সাপতাড়ুয়া—হেঁইও! কুমীর-মারা—হেঁইও! নুনের সাগর—হেঁইও! রক্তের নুনে—হেঁইও! আগুন জ্বলে—হেঁইও! ভোমার চোখে—হেঁইও! আগুন জ্বলে—হেঁইও!

পাঁচ। (হঠাৎ হেঁকে উঠে) আরে হেই, জলদি আসো, বিষগাছ বাড়ে!

[আবার প্রচণ্ড তেজে কুড়ুল চালানো সুরু হোলো। চালাতে চালাতে বেরিয়ে যাচ্ছে সবাই।]

এক। বিষগাছ বাড়ে—হেঁইও! বিষের জঙ্গল—হেঁইও! জঙ্গল হাসিল—হেঁইও! হাসিল করো—হেঁইও! সাগরপারে—হেঁইও! আবাদ ওঠে—হেঁইও! ভোমার কুড়াল—হেঁইও!

[বেরিয়ে গেলো সবাই। দূর থেকে হেঁইও ধ্বনি ভেসে আসতে আসতে অবশেষে মিলিয়ে গেলো ধ্বনি।]

স্বরলিপি

সুর—১

মা—গা—রে—সা—॥

সুর—২

সা—সারে—নিসা— — —

পা—পামা—মাগা—গারে—নিসা— — — —॥

সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস

মুখবন্ধ

'শতাব্দী' নাট্যসংস্থা এই নাটকের প্রথম অভিনয় করে থিওজফিক্যাল সোসাইটি হলে ১৯৭৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। সবসুদ্ধু বাহান্নোটি অভিনয় হয়েছে।

এই নাটকের তথ্য প্রধানত রজনী পাম্‌ দত্ত-র 'India Today' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

বাদল সরকার

সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাস

চরিত্রলিপি

কর্তা

শিক্ষকরা

ছাত্ররা

ব্রিটানিয়া

মা

সূত্রধার

[এ নাটক প্রচলিত মঞ্চে অভিনয়ের জন্য নয়। খোলা মাঠে অথবা ঘরের মেঝেকে অভিনয় করতে হয়। দর্শকরা বসবেন অ্যারিনার মোটামুটি তিন দিকে। চতুর্থ দিকে একটি প্ল্যাটফর্ম, তার দু'পাশ থেকে প্রবেশপথ। প্ল্যাটফর্মের পিছনে একটি পর্দা বা পার্টিশন, যার আড়াল থেকে সরাসরি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করা যায়।

তিন দিকের দর্শক যেন তিনটি ক্লাসের ছাত্র। প্রতি ক্লাসে কমপক্ষে দু'জন করে অভিনেতা ছাত্রের ভূমিকায়—দর্শকদের প্রথম সারিতে বসা গোড়া থেকেই। এ ছাড়া অভিনয়ে আছে তিনজন শিক্ষক, কর্তা, ব্রিটানিয়া এবং ভারতমাতা (বা সংক্ষেপে 'মা')। শেষের দু'জন, বলা বাহুল্য, মহিলা। কর্তা প্ল্যাটফর্মে। ঘণ্টা বাজছে। তিনজন শিক্ষক এসে কর্তার মুখোমুখি দাঁড়ালো। ঘণ্টা থামলো।]

কর্তা ॥ ফার্স্ট পিরিয়ড্। হিস্ট্রি। হিস্টোরি। স্টোরি। গল্প। ইতিহাসের গল্প। ইতিহাস। টীচার্স—অ্যাটেন্‌শন্।

শি-১ ॥ স্যার, কোন্ দেশের ইতিহাস?

কর্তা ॥ এই দেশের। ভারতবর্ষ। হিন্দুস্থান। হিন্ডোস্টান। হিন্ডিয়া। ইন্ডিয়া।

শি-২ ॥ স্যার, কোন্ পিরিয়ড্?

কর্তা ॥ ফার্স্ট পিরিয়ড্।

শি-৩ ॥ না স্যার, ভারতের ইতিহাসের কোন্ পিরিয়ড্?

কর্তা ॥ ডার্ক পিরিয়ড্। অন্ধকার যুগ। ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্ধকার যুগ। কিন্তু ইন্ডিয়ার ইতিহাসের? কোন্ পিরিযড্? কে বলতে পারে?

শিক্ষকরা ॥ স্যার, ফার্স্ট পিরিয়ড্।

কর্তা ॥ রাইট! গুড্ টীচার্স। ইন্ডিয়ার ফার্স্ট পিরিয়ড্। নাও—টু ক্লাস!

[শিক্ষকরা ক্লাসে গেলো—প্রত্যেকে এক এক দিকের দর্শকর মুখোমুখি। ছাত্ররা উঠে দাঁড়ালো।]

অ্যাটেন্‌শন্! প্রার্থনা। স্টার্ট।

[শিক্ষক এবং ছাত্ররা সমস্বরে গান ধরলো—'সংকোচের বিহ্বলতা'-র সুরে।]

শিক্ষক-ছাত্র ॥ (গান)

বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভে কতো উপকার পাই
শিক্ষা বিনা আমাদের কোনো সদ্গতি নাই
আ হা হা হা হা হা হা হা॥
ফাঁকি কভু নয়

সজাগ থেকো, খাটিতে শেখো, কুঁড়েমি করো জয়
আ হা হা হা হা হা হা হা॥
ভারতের ইতিহাস বড্ডো দামী জেনো
ইতিবৃত্ত চর্চা করে বর্তমানকে চেনো
ফাঁকি কভু নয়
কোরো না খেলা, রোজ দু'বেলা পড়াটি যেন হয়
আ হা হা হা হা হা হা হা॥

শিক্ষকরা॥ সিট ডাউন।
[ছাত্ররা বসলো। রোলকল শুরু হোলো। শিক্ষকরা নেচে নেচে ওয়ান-টু করে ফিফ্‌টি অবধি হেঁকে খাতা রেখে এসে আবার দাঁড়ালো ক্লাসে।]
বলো—রাম?

ছাত্ররা॥ রাম।

শিক্ষকরা॥ সাম্‌?

ছাত্ররা॥ সাম্‌।

শিক্ষকরা॥ রাজ?

ছাত্ররা॥ রাজ।

শিক্ষকরা॥ রাজ্য?

ছাত্ররা॥ রাজ্য।

শিক্ষকরা॥ রামরাজ্য?

ছাত্ররা॥ রামরাজ্য।

শিক্ষকরা॥ সাম্রাজ্য?

ছাত্ররা॥ সাম্রাজ্য।

শিক্ষকরা॥ গুড্‌। ভেরি গুড্‌। সাম্রাজ্য। ভারতের সাম্রাজ্য। আর্য। শক। হুণ। পাঠান। মোগল। আর্শখুনপাঠাঙ্গোল। বলো—

ছাত্ররা॥ আর্শখুনপাঠাঙ্গোল।

শিক্ষকরা॥ মোঙ্গল। মোগল। মোগল সাম্রাজ্য। ক্লীয়ার?

ছাত্ররা॥ ইয়েস্‌ স্যার।

কর্তা॥ ভারতবর্ষের গ্রামসমাজ। অসংখ্য ছোট ছোট গ্রামে অসংখ্য গ্রামসমাজ।

শিক্ষকরা॥ গ্রামসমাজ।

কর্তা॥ চাষের জমির মালিক—ব্যক্তি নয়, গ্রামসমাজ। গ্রামে গ্রামে কুটিরশিল্প। তাঁতি , কামার, কুমোর, ছুতোর, কাঁসারি, স্যাকরা ইত্যাদি। গ্রামের খাদ্য, গ্রামের সব কিছু, গ্রামেই হয়।

শিক্ষকরা ॥ গ্রামসমাজ।

কর্তা ॥ লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম। মাথার উপর রাজা, বাদশা। তারা রাজস্ব নেয়—ফসলের অংশ। ফসল কম হলে কম, বেশি হলে বেশি। তার বদলে পুকুর খাল কাটে, রাস্তাঘাট বানায়, রক্ষণাবেক্ষণ করে।

শিক্ষকরা ॥ ক্লীয়ার?

ছাত্ররা ॥ ইয়েস স্যার।

কর্তা ॥ মাথার উপর রাজারা আসে, যায়, সাম্রাজ্য ভাঙে, গড়ে।

শিক্ষকরা ॥ আর্শখুনপাঠাঙ্গোল।

ছাত্ররা ॥ আর্শখুনপাঠাঙ্গোল।

কর্তা ॥ গ্রামসমাজ টিঁকে থাকে একই চেহারায়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, তাতে মধ্যে মধ্যে উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। কিন্তু গ্রামসমাজ মরে না। এখানে ধ্বংস হয় তো ওখানে গজায়।

শিক্ষকরা ॥ গ্রামসমাজ।

[ছাত্ররা উঠে এলো। শিক্ষক-ছাত্র মিলে মেঝেতে গোল হয়ে বসলো। কাওয়ালির সুরে গান শুরু হোলো।]

শিক্ষক-ছাত্র ॥ (গান)

মাথার ওপর রাজ্য গড়ে, ফের সে রাজ্য ভেঙে যায়, গ্রামসমাজ টিঁকে থাকে একই রকম চেহারায়॥ আর্শখুন আর পাঠাঙ্গোলে ওপরতলায় খেল দেখায়, নিচের মহল গ্রামের সমাজ তেমন কিছুই টের না পায়॥ রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে উলুখাগড়ার প্রাণটি যায়, গ্রামসমাজ হেথায় মরে, হোথায় গিয়ে ফের গজায়॥

[ছাত্ররা আর শিক্ষকরা যথাস্থানে ফিরে গেলো]

কর্তা ॥ সপ্তদশ শতাব্দী।

শিক্ষকরা ॥ মোগল সাম্রাজ্য।

কর্তা ॥ ভারতবর্ষের কুটিরশিল্প জগদ্বিখ্যাত। ভারতের সুতি-রেশমের কাপড়, ধাতুর কাজ, সারা পৃথিবী চায়। বিশেষ করে ইওরোপ।

শি-১ ॥ সপ্তদশ শতাব্দী।

শি-২ ॥ মোগলসম্রাট আকবর।

শি-৩ ॥ আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর।

ছাত্ররা ॥ জাহাঙ্গীরের পুত্র—

শিক্ষকরা ॥ (বাধা দিয়ে) না, দাঁড়াও।

শি-১ ॥ তার আগে এলো বিদেশী বণিক।

শি-২ ॥ বাণিজ্য করতে।

শি-৩ ॥ শিল্পে সমৃদ্ধ ভারতবর্ষে।

[ছাত্ররা হাত তুললো]

ইয়েস?

ছাত্ররা ॥ স্যার বাণিজ্য মানে কী?

শিক্ষকরা ॥ বিনিময়।

শি-১ ॥ আমি তোমায় কিছু দিলাম—

শি-২ ॥ তুমি আমায় কিছু দিলে।

শি-৩ ॥ এমন কিছু, যার দাম তোমার কাছে আমার কাছে—

শি-১ ॥ সমান সমান মনে হয়।

শিক্ষকরা ॥ ক্লীয়ার?

ছাত্ররা ॥ ইয়েস স্যার।

কর্তা ॥ বাণিজ্য। বণিক। ইওরোপের বণিক।

শিক্ষকরা ॥ ব্রিটেনের বণিক?

ছাত্ররা ॥ ইংরাজ।

শিক্ষকরা ॥ ফ্রান্সের বণিক?

ছাত্ররা ॥ ফরাসি।

শিক্ষকরা ॥ হল্যান্ডের বণিক?

ছাত্ররা ॥ ওলন্দাজ।

শিক্ষকরা ॥ পর্তুগালের বণিক?

ছাত্ররা ॥ পর্তুগীজ।

কর্তা ॥ মোগলসম্রাটের কাছ থেকে বাণিজ্যের অনুমতি। সনদ। ব্রিটিশ বণিক, প্রথম সনদ।

শিক্ষকরা ॥ ষোলো শ খ্রীস্টাব্দ। কুঠি সুরাট?

ছাত্ররা ॥ ষোলো শ বারো।

শিক্ষকরা ॥ কুঠি ফোর্ট সেন্ট জর্জ, মাদ্রাজ?

ছাত্ররা ॥ ষোলো শ উনচল্লিশ।

শিক্ষকরা ॥ বোম্বাই দ্বীপপুঞ্জ লীস্?

ছাত্ররা ॥ ষোলো শ উনসত্তর।

শিক্ষকরা ॥ কুঠি কলিকাতা?

ছাত্ররা ॥ ষোলো শ ছিয়ানব্বই।

শিক্ষকরা ॥ ব্রিটিশ বণিক ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নতুন সনদ—একচেটিয়া বাণিজ্যের অনুমতি?

ছাত্ররা ॥ ষোলো শ আটানব্বই ॥

শিক্ষকরা ॥ গুড্।

[ছাত্ররা হাত তুললো। কর্তা চলে গেছে।]

ইয়েস ?

ছাত্ররা ॥ স্যার, কী নিতো, কী দিতো ?

শি-১ ॥ নিতো কাপড়—সুতি, রেশম, মসলিন, বেনারসি—

শি-২ ॥ নিতো লোহা, কাঁসা, পেতলের সামগ্রী—

শি-৩ ॥ নিতো কতো কী !

ছাত্ররা ॥ আর দিতো কী ?

শিক্ষকরা ॥ (ধমকে) সায়লেন্স ! (অল্প থেমে) নো নয়েজ প্লীজ। আমি আসছি।

[শিক্ষকরা মাঝখানে এসে আহ্বান জানালো]

মা মা ব্রিটানিয়া !

[প্ল্যাটফর্মে ব্রিটানিয়ার আবির্ভাব। ইউনিয়ন জ্যাক পতাকায় সজ্জিতা।]

ব্রিটানিয়া ॥ কী চাই বৎস ?

শিক্ষকরা ॥ রূপো চাই মা।

ব্রিটানিয়া ॥ রূপো কেন বৎস ?

শি-১ ॥ না হলে হিন্ডোস্টানের মাল কিনবো কী দিয়ে ?

ব্রিটানিয়া ॥ আর কিছু দেওয়া যায় ?

শি-২ ॥ আর সব কিছু ওরাই ভালো বানায়।

ব্রিটানিয়া ॥ কেন, পশম ?

শি-৩ ॥ গরম দেশে পশম নেবে কে ?

ব্রিটানিয়া ॥ তা হলে উপায় ?

শিক্ষকরা ॥ উপায় নাই। রূপো চাই।

ব্রিটানিয়া ॥ রূপো পাই কোথায় ?

শি-১ ॥ সাত সাগরের পার আমেরিকায়।

ব্রিটানিয়া ॥ কতোটুকু ? বেশির ভাগ অন্যের দখলে। তাদের বেচবো কী ?

শি-২ ॥ মানুষ। ওখানে মানুষের দারুণ বাজার।

শি-৩ ॥ খনির কাজে মানুষ দরকার।

ব্রিটানিয়া ॥ মানুষ পাই কোথায় ?

শিক্ষকরা ॥ আফ্রিকায়।

শি-১ ॥ মানুষ ধরে বেচে দাও—

শি-২ ॥ তার বদলে রূপো নাও—

শি-৩ ॥ রূপো নিয়ে ভারত যাও।

ব্রিটানিয়া ॥ রুপো দামী।

শি-১ ॥ ভারতের মাল আরো দামী!

শি-২ ॥ আরো নামী!

শি-৩ ॥ রূপো দিলেও লাভ থাকে।

ব্রিটানিয়া ॥ অগত্যা।

[কর্তা এসেছে। ব্রিটানিয়া চলে গেলো।]

কর্তা ॥ বৎসরে ত্রিশ সহস্র স্টার্লিং পাউন্ড মূল্যের রৌপ্য ভারতে রপ্তানি করিবার অনুমতি দেওয়া হইল।

শিক্ষকরা ॥ থ্রী চীয়ার্স ফর ব্রিটানিয়া। হিপ হিপ্ হুররে! হিপ্ হিপ্ হুররে!

[ছাত্ররা হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে এসে লড়াই শুরু করলো। ঘোড়ায় চড়া তরবারি-বল্লমের লড়াই, সকলের সঙ্গে সকলের লড়াই। শিক্ষকরা মহা আনন্দে দেখছে, উস্কানি দিচ্ছে।]

কর্তা ॥ কী সংবাদ?

[ছাত্ররা যে যার ভঙ্গীতে স্থির, নিঃশব্দ]

কী সংবাদ?

শি-১ ॥ সম্রাট ঔরঙ্গজেব।

শি-২ ॥ মোগল সাম্রাজ্যের পতন।

শি-৩ ॥ সবার সঙ্গে সবার লড়াই।

শিক্ষকরা ॥ লড়াই! লড়াই! লড়াই!

[আবার লড়াই, চিৎকার, উস্কানি]

কর্তা ॥ ফরাসি? ওলন্দাজ? পর্তুগীজ?

শিক্ষকরা ॥ লড়াই! লড়াই! লড়াই!

[একটা আর্ত চিৎকার করে ছাত্ররা একসঙ্গে পড়তে শুরু করলো— ধীরগতি চলচ্চিত্রের ভঙ্গীতে]

শি-১ ॥ ব্রিটানিয়া!

শি-২ ॥ ব্রিটানিয়া

শি-৩ ॥ ব্রিটানিয়া

[মাঝখানে ছাত্রদের শরীরের স্তূপ। কর্তা নেমে এসে স্তূপের উপর পা রেখে দাঁড়ালো। মৃত বাঘের উপর পা রেখে যেমন শিকারী দাঁড়ায় ছবি তোলার জন্য।]

কর্তা ॥ থ্রী চীয়ার্স ফর রবার্ট ক্লাইভ! হিপ্ হিপ্—

শিক্ষকরা ॥ হুররে!
কর্তা ॥ থ্রী চীয়ার্স ফর ব্যাট্‌ল্ অফ প্লাসী! হিপ্ হিপ্—
শিক্ষকরা ॥ হুররে!
কর্তা ॥ থ্রী চীয়ার্স ফর ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি!! হিপ্ হিপ্—
শিক্ষকরা ॥ হুররে!
কর্তা ॥ লং লিভ ব্রিটিশ—
শিক্ষকরা ॥ হিন্ডিয়া!
কর্তা ॥ ব্রিটিশ—
শিক্ষকরা ॥ হিন্ডিয়া!
কর্তা ॥ ব্রিটিশ—
শিক্ষকরা ॥ হিন্ডিয়া—য়া—য়া!

[কর্তা প্ল্যাটফর্মে ফিরে ঘণ্টা বাজালো। ছাত্রবা আর শিক্ষকরা যথাস্থানে ফিরলো।]

কর্তা ॥ টীচার্স অ্যাটেনশন্! স্ট্যান্ড অ্যাট ঈজ। স্টার্ট!

[শিক্ষকরা হাত-মুখ নাড়ছে, কর্তা কথা বলছে]

আর ভাবনা নেই। আর রূপো লাগবে না। বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি। নবাব হাতের পুতুল। যা কিনবো তা সিকি দামে কিনবো, যা বেচবো তা চারগুণ দামে বেচবো।

শিক্ষকরা ॥ চার চারে ষোলো।
ছাত্ররা ॥ চার চারে ষোলো।
শিক্ষকরা ॥ ষোলো আনায় রূপোর টাকা।
ছাত্ররা ॥ ষোলো আনায় রূপোর টাকা।
শিক্ষকরা ॥ রূপোর টাকা সিক্কা টাকা।
ছাত্ররা ॥ রূপোর টাকা সিক্কা টাকা।
শিক্ষকরা ॥ খাজনা আদায় সিক্কা টাকা।
ছাত্ররা ॥ খাজনা আদায় সিক্কা টাকা।
শিক্ষকরা ॥ সেই টাকাতেই ব্যবসা পাকা।
ছাত্ররা ॥ সেই টাকাতেই ব্যবসা পাকা।
কর্তা ॥ ঈস্ট হিন্ডিয়া কোম্পানি—
ছাত্ররা ॥ হুররে!

[কর্তা নেমে উল্টোদিকে গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো। ব্রিটানিয়া প্ল্যাটফর্মে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে, পিঠে ইউনিয়ন জ্যাক। কর্তা চিঠি পড়ছে, ব্রিটানিয়ার কোমর দুলছে।]

কর্তা ॥ তিরিশে সেপ্টেম্বর, সতেরো শ পঁয়ষট্টি খ্রীস্টাব্দ। মাননীয় পরিচালকবৃন্দ। আপনাদিগের কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি হইতে বর্তমান বৎসরে আড়াই কোটি সিক্কা টাকা খাজনা আদায় করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। পরবর্তীকালে বৎসরে বিশ-ত্রিশ লক্ষ টাকা বাড়িবে। এতদ্দেশে সরকারি ও সামরিক খাতে ব্যয় ষাট লক্ষের অধিক কোনোমতেই হইবে না। নবাবের ভাতা ইতিমধ্যেই বিয়াল্লিশ লক্ষে নামাইয়াছি, মোগল বাদ্‌শাহের ভাতা ছাব্বিশ লক্ষ। সুতরাং নীট লাভ দাঁড়াইতেছে—এক কোটি বাইশ লক্ষ সিক্কা টাকা, অর্থাৎ ষোলো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয় শত স্টার্লিং পাউন্ড। ইতি ভবদীয় রবার্ট ক্লাইভ।

[কর্তা চলে গেলো]

শিক্ষকরা ॥ সওয়া এক কোটি?

ছাত্ররা ॥ সিক্কা টাকা!

শিক্ষকরা ॥ ইকুয়াল টু সাড়ে ষোলো লাখ?

ছাত্ররা ॥ বিলিতি পাউন্ড।

[ব্রিটানিয়া ঘুরে দাঁড়িয়েছে]

ব্রিটানিয়া ॥ বৎস ঈস্ট হিন্ডিয়া কোম্পানি।

[শিক্ষকরা ছুটে গেলো]

শিক্ষকরা ॥ মা মা ব্রিটানিয়া।

ব্রিটানিয়া ॥ ঈস্ট হিন্ডিয়াতে ছয় বৎসর দেওয়ানি চালাইয়াছ। আমাকে কত পাঠাইয়াছ বৎস?

শি-১ ॥ চল্লিশ—

শি-২ ॥ লক্ষ—

শি-৩ ॥ সাঁইত্রিশ

শি-১ ॥ হাজার—

শিক্ষকরা ॥ পাউন্ড। চল্লিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাউন্ড।

ব্রিটানিয়া ॥ ভালো ভালো বৎস। আর কী পাইব?

শি-১ ॥ আমরা চাকরি করে--

শি-২ ॥ ব্যবসা করে—

শি-৩ ॥ 'ইত্যাদি' করে—

শি-১ ॥ যা কিছু জমাবো—

শি-২ ॥ ফেরার সময়ে—

শি-৩ ॥ সব কিছু—

শি-১ ॥ নিয়ে গিয়ে—

শি-২ ॥ তোমার পায়ে—

শি-৩ ॥ দেবো মা!

শিক্ষকরা ॥ (গান)

সব কিছু নিয়ে গিয়ে তোমার পায়ে দেবো মা

সব কিছু নিয়ে গিয়ে তোমার পায়ে দেবো মা

[গানের পর নাচ শুরু, মুখে কাঁসির শব্দ—ট্যাং ট্যান]

ছাত্ররা ॥ স্যার কী হোলো, কী হোলো, কী হোলো? স্যার কী হোলো, কী হোলো, কী হোলো?

[জবাব নেই, কাঁসি বাজিয়ে নাচ চলছে]

ব্রিটানিয়া ॥ বৎস, কী হইতেছে?

শি-১ ॥ মা তোমার পূজারী—

শি-২ ॥ তোমার আজ্ঞাধারী—

শি-৩ ॥ রবার্ট ক্লাইভ—

শি-১ ॥ অবসর লহিয়া—

শি-২ ॥ সোনাদানা বহিয়া—

শি-৩ ॥ তোমারই কোলে মা গো—

শিক্ষকরা ॥ ফিরিয়া যাইতেছে॥

[ছাত্ররা ছুটে এসে কাল্পনিক ক্লাইভকে কাঁধে তুললো। কেউ ছাতা ধরেছে, কেউ চামর দোলাচ্ছে, কেউ পাখা চালাচ্ছে। মুখে বিউগ্‌ল্ বাজাচ্ছে—'গড্ সেভ দ্য কুইন'। শোভাযাত্রা প্ল্যাটফর্মের কাছে গেলো।]

ব্রিটানিয়া ॥ আয় বাপ, কোলে আয়।

[কর্তা ব্রিটানিয়ার পিছনে। ব্রিটানিয়ার কাঁধের উপর দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিয়েছে, যেন মায়ের কোলে শিশু।]

সঙ্গে কী এনেছিস সোনামণি?

কর্তা ॥ মা, আলাই লক্ষ পাউন্দ্।

ব্রিটানিয়া ॥ সোনা আমার, মানিক আমার।

কর্তা ॥ আলো আছে মা, হিন্ডিয়াতে ছম্পত্তি কেনা আছে।

ব্রিটানিয়া ॥ তাই না কি? তা থেকে কতো আসবে?

কর্তা ॥ বছলে ছাতাশ হাজাল পাউন্দ্।

[শিক্ষকরা নানাবিধ যন্ত্রের ভঙ্গী আর শব্দ করছে]

ব্রিটানিয়া ॥ ঐ দেখ—কারা আসছে!

কর্তা ॥ কালা মা? ওলা কালা মা?

শি-১ ॥ আমি জেম্‌স্‌ ওয়াট। আমার আবিষ্কার—স্টীম এঞ্জিন।

শি-২ ॥ আমি হারগ্রীভ। আমার আবিষ্কার—স্পিনিং জেনী।

শি-৩ ॥ আমি আর্ক্‌রাইট। আমার আবিষ্কার—পাওয়ার লুম।

শি-১ ॥ হে ব্রিটানিয়া-দুলাল—

শি-২ ॥ ভারতের ননীচোরা—

শি-৩ ॥ রবার্ট ক্লাইভ!

শিক্ষকরা ॥ আমাদের সওয়া পাঁচ পাউন্ডের পূজা গ্রহণ কবো।

ছাত্ররা ॥ স্যার, ওরা পুজো দিচ্ছে কেন স্যার?

শিক্ষকরা ॥ সায়লেন্স্‌! স্ট্যান্ড আপ অন্‌ দ্য বেঞ্চ!

[ছাত্ররা বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালো]

ব্রিটানিয়া ॥ আহা বোকো না ওদের, অবোধ শিশু সব। আমি বুঝিয়ে বলছি বাবারা। আবিষ্কার এখানে আগেও হয়েছে। কাজে লাগে নি বাবারা। পেটেন্ট অফিসে ফাইল হয়ে ধুলো খাচ্ছে।

ছাত্ররা ॥ কেন কাজে লাগে নি স্যার?

শিক্ষকরা ॥ স্যার কী? মা বল্‌!

ছাত্ররা ॥ মা-আ-আ-আ!

শিক্ষকরা ॥ হুঁ-উ-উ-উ।

ব্রিটানিয়া ॥ পুঁজি ছিল না বাবারা। পুঁজি না থাকলে কলকারখানা খুলবে কী করে? কলকারখানা না খুললে আবিষ্কার কাজে লাগবে কী করে? বুঝেছিস বোকারা?

ছাত্ররা ॥ বুঝেছি মা-আ-আ।

শিক্ষকরা ॥ হুঁ-উ-উ-উ।

ব্রিটানিয়া ॥ এখন আমার সোনা আমার মানিক হিন্ডিয়া থেকে সোনা আনছে, রুপো আনছে, আমার ব্যাঙ্ক সব ফুলে ফেঁপে উঠছে, টাকা খাটাচ্ছে, এখন কলকারখানার ভাবনা কী?

ছাত্ররা ॥ বুঝেছি মা-আ-আ।

ব্রিটানিয়া ॥ আরো কতো আনবে, কতো আবিষ্কার হবে, কতো কলকারখানা হবে, শিল্প হবে—লন্ডন ম্যাঞ্চেস্টার ডান্ডি গ্লাসগো—আমার সোনামণি সোনামণি সোনামণি কুচুকুই-ই-ই!

[ছেলের গাল টিপে আদর করলো]

ছাত্ররা ॥ মা বসবো মা-আ-আ?

ব্রিটানিয়া ॥ এক-একবার কান মলে বসে পড়ো সব।

শিক্ষকরা ॥ সিট্-ডাউন।

[ওরা বসলো]

ব্রিটানিয়া ॥ চলো বাবা, তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দি।

[ব্রিটানিয়া চলে গেলো। কর্তা সামনে এসে ঘণ্টা বাজালো। শিক্ষকরা ক্লাসে গেলো।]

কর্তা ॥ টীচার্স, অ্যাটেনশন! হিস্টোরিক্যাল ম্যাথাম্যাটিক্স্। ম্যাথামেটিক্যাল হিস্টোরি।

শিক্ষকরা ॥ ঐতিহাসিক অঙ্ক। আঙ্কিক ইতিহাস।

কর্তা ॥ স্ট্যান্ড অ্যাট্ ঈজ্। স্টার্ট!

[শিক্ষকরা হাত মুখ নেড়ে যেন পড়াচ্ছে]

সতেরো শ ছেষট্টি থেকে সতেরো শ আটষট্টি—কতো বছর?

ছাত্ররা ॥ স্যার, তিন বছর।

কর্তা ॥ এই তিন বছরে ব্রিটেন থেকে হিন্ডিয়াতে মাল এসেছে কতো টাকার?

শি-১ ॥ ছয় লক্ষ—

শি-২ ॥ চব্বিশ হাজার—

শি-৩ ॥ তিন শ পঁচাত্তর—

শিক্ষকরা ॥ পাউন্ড। বলো—

ছাত্ররা ॥ ছয় লক্ষ চব্বিশ হাজার তিন শ পঁচাত্তর পাউন্ড।

কর্তা ॥ এই তিন বছরে হিন্ডিয়া থেকে ব্রিটেনে মাল গিয়েছে কতো টাকার?

শি-১ ॥ তেষট্টি লক্ষ—

শি-২ ॥ এগারো হাজার—

শি-৩ ॥ দু'শ পঞ্চাশ—

শিক্ষকরা ॥ পাউন্ড। বলো—

ছাত্ররা ॥ তেষট্টি লক্ষ এগারো হাজার দু'শ পঞ্চাশ পাউন্ড।

কর্তা ॥ কে বেশি পেলো?

ছাত্ররা ॥ ব্রিটানিয়া!

কর্তা ॥ ক'গুণ বেশি পেলো?

ছাত্ররা ॥ দশগুণ।

কর্তা ॥ একে বলে— ?

[ছাত্ররা চুপ]

শি-১ ॥ ইউ—

শিক্ষকরা ॥ স্ট্যান্ড আপ অন্ দ্য বেঞ্চ!

[ছাত্ররা বেঞ্চের উপর দাঁড়ালো]

কর্তা ॥ একে বলে— ?

শিক্ষকরা ॥ বা—ণি—জ্য।

ছাত্ররা ॥ বুঝেছি স্যার।

কর্তা ॥ রাজ্য।

শিক্ষকরা ॥ দেওয়ানি।

কর্তা ॥ খাজনা।

ছাত্ররা ॥ লুঠ।

কর্তা ॥ বাণিজ্য।

শিক্ষকরা ॥ মুনাফা।

কর্তা ॥ টাকা।

ছাত্ররা ॥ পুঁজি।

কর্তা ॥ আবিষ্কার।

শিক্ষকরা ॥ শিল্প।

কর্তা ॥ ব্রিটেনে ?

ছাত্ররা ॥ বিপ্লব।

শিক্ষকরা ॥ খবরদার!

কর্তা ॥ ঠিক করে বলো বাবারা!

শি-১ ॥ ইউ!

ছা-১ও ২ ॥ শিল্।

শি-২ ॥ ইউ!

ছা-৩ ও ৪ ॥ প।

শি-৩ ॥ ইউ!

ছা-৫ ও ৬ ॥ বিপ্।

শি-১ ॥ ইউ!

ছা-১ ও ২ ॥ লব্।

কর্তা ॥ এবার একসঙ্গে!

ছাত্ররা ॥ শিল্পবিপ্লব।

কর্তা ॥ গুড। নাও ইন্ ইংলিশ।

শি-১ ॥ ইউ!

ছা-১ ও ২ ॥ ইন্।

শি-২ ॥ ইউ!
ছা-৩ ও ৪ ॥ ডাস্।
শি-৩ ॥ ইউ!
ছা-৫ ও ৬ ॥ ট্রি।
শি-১ ॥ ইউ!
ছা-১ও২ ॥ আল্।
শি-২ ॥ ইউ!
ছা-৩ও৪ ॥ রে।
শি-৩ ॥ ইউ!
ছা-৫ও৬ ॥ ভো।
শি-১ ॥ ইউ!
ছা-১ও২ ॥ লিউ!
শি-২ ॥ ইউ!
ছা-৩ও৪ ॥ শন্।
কর্তা ॥ নাও, অল্ টুগেদার।
ছাত্ররা ॥ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভেলিউশন্।
[শিক্ষকরা আর ছাত্ররা মিলে কারখানার মেশিন তৈরি করলো। হুস্ হুস্ শব্দে যন্ত্র চলছে।]
মা ॥ খাজনা-আ-আ!
[ছুটে এসে মাটিতে পড়লো। ময়লা কাপড়, এলোচুল, যন্ত্রণাবিকৃত মুখ। ছাত্ররাও পড়েছে মাটিতে, ক্ষুধার যন্ত্রণা তাদের শরীরে। শিক্ষকরা ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে।]
শিক্ষকরা ॥ আরো চাই। আরো চাই। আরো চাই।
মা ও ছাত্ররা ॥ খাজনা-আ-আ।
শিক্ষকরা ॥ আরো। আরো। আরো।
কর্তা ॥ বাংলার শেষ নবাবের শাসনের শেষ বছর, জমি থেকে মোট খাজনা—আট লক্ষ সতেরো হাজার পাউন্ড। পরের বছর? কোম্পানির শাসনের প্রথম বছর?
শিক্ষকরা ॥ চোদ্দ লক্ষ সত্তর হাজার।
কর্তা ॥ খ্রীস্টাব্দ সতেরো শ পঁয়ষট্টি-ছেষট্টি।
মা ॥ এগারো শ বাহাত্তর সন।
[শিক্ষকরা সামনে চাপা গলায় 'আরো আরো' বলে যাচ্ছে। ভঙ্গীতে চাপ আর লুঠ, চোখে লোভ।]

কর্তা ॥ আর এক বছর!
মা ॥ এগারো শ তিয়াত্তর!
শি-১ ॥ পনেরো লক্ষ! ষোলো লক্ষ!
কর্তা ॥ আর এক বছর!
মা ॥ এগারো শ চুয়াত্তর!
শি-১ ॥ সতেরো লক্ষ! আঠারো লক্ষ!
কর্তা ॥ আর এক বছর!
মা ॥ এগারো শ পঁচাত্তর!
শি-১ ॥ উনিশ লক্ষ। কুড়ি লক্ষ।
কর্তা ॥ আর এক বছর!
ম ॥ এগারো শ ছিয়াত্ত—র!
ছাত্ররা ॥ ছিয়াত্ত—র!
শি-১ ॥ একুশ লক্ষ! বাইশ লক্ষ!
মা ॥ মন্বন্ত—র!
ছাত্ররা ॥ ছিয়াত্তরের মন্বন্ত—র।

[শিক্ষকরা শকুন হয়ে গেলো। চ্যাঁ চ্যাঁ করছে, মা আর ছাত্রদের পড়ে থাকা মৃতপ্রায় দেহ খুবলে খাচ্ছে।]

কর্তা ॥ ওয়ারেন হেস্টিংস রিপোর্টিং। ওয়ারেন হেস্টিংস্ রিপোর্টিং! গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে বেঙ্গলের অধিবাসীদিগের তিন ভাগের এক ভাগ মরিয়া গিয়াছে।
শিক্ষকরা ॥ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ।
কর্তা ॥ চাষের জমির তিন ভাগের এক ভাগ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।
শিক্ষকরা ॥ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ।
কর্তা ॥ ভয় করা গিয়াছিল—খাজনা আদায়ও কমিয়া যাইবে।
শিক্ষকরা ॥ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ।
কর্তা ॥ কিন্তু দেখা যাইতেছে—কমে নাই, বরং বাড়িতেছে।
শিক্ষকরা ॥ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ।
কর্তা ॥ ইহার একমাত্র কারণ—কঠোরভাবে খাজনা আদায় করা হইয়াছে।

[শকুনরা যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো দেহগুলির উপর]

মা ॥ ছিয়াত্ত—র। মন্বন্ত—র।
ছাত্ররা ॥ (প্রতিধ্বনির মতো)অ—অ—র। অ—অ—র।
শি-১ ॥ আরো! আরো! আরো!...
কর্তা ॥ সতেরো শ একাত্তর, বাহাত্তর, তিয়াত্তর।

শি-২ ॥ তেইশ লক্ষ!

কর্তা ॥ চুয়াত্তর, পঁচাত্তর।

শি-৩ ॥ চব্বিশ লক্ষ!

[ওরা শকুনের ভঙ্গী ছাড়ে নি]

কর্তা ॥ ছিয়াত্তর, সাতাত্তর।

শি-২ ॥ পঁচিশ লক্ষ!

কর্তা ॥ আঠাত্তর, উনআশি।

শি-৩ ॥ ছাব্বিশ লক্ষ!

কর্তা ॥ আশি, একাশি।

শি-২ ॥ সাতাশ লক্ষ!

কর্তা ॥ বিরাশি, তিরাশি।

শি-৩ ॥ আঠাশ লক্ষ!

কর্তা ॥ চুরাশি, পঁচাশি।

শি-২ ॥ উনত্রিশ লক্ষ!

কর্তা ॥ ছিয়াশি, সাতাশি।

শি-৩ ॥ তিরিশ লক্ষ!

কর্তা ॥ অষ্টাশি, উননব্বই।

শি-২ ॥ একত্রিশ লক্ষ!

কর্তা ॥ নব্বই, একানব্বই।

শি-৩ ॥ বত্রিশ লক্ষ!

কর্তা ॥ বিরানব্বই।

শি-২ ॥ তেত্রিশ লক্ষ!

কর্তা ॥ সতেরো শ তিরানব্বই।

[শিক্ষকরা খাড়া হয়ে দাঁড়ালো]

শি-৩ ॥ লর্ড কর্নওয়ালিশ—গভর্নর জেনার‍্যাল।

শি-২ ॥ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

শি-১ ॥ খাজনার উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়া হোলো।

শিক্ষকরা ॥ চৌত্রিশ লক্ষ পাউন্ড!

কর্তা ॥ উনত্রিশ বছরে চারগুণ!

মা ও ছাত্ররা ॥ খাজনা-আ-আ!

[শিক্ষকরা শাঁখ বাজিয়ে হুলু দিয়ে মেয়েদের ভঙ্গীতে শুভানুষ্ঠান বোঝাচ্ছে। মা বুকে হেঁটে চলে গেছে।]

ছাত্ররা ॥ (উঠে বসে) স্যার কী হোলো কী হোলো কী হোলো? স্যার কী হোলো কী হোলো কী হোলো কী হোলো?

কর্তা ॥ মা ব্রিটানিয়ার দ্বিতীয় সন্তানের অন্নপ্রাশন।

[কর্তা ঘণ্টা বাজালো। শিক্ষকরা আর ছাত্ররা যথাস্থানে ফিরলো।]

টীচার্স, অ্যাটেন্‌শন্! হিস্টোরি—সেকেন্ড পিরিয়ড্। স্ট্যান্ড অ্যাট্ ঈজ্! স্টার্ট।

শিক্ষকরা ॥ হিস্টোরি অফ্ ব্রিটিশ হিন্ডিয়া। সেকেন্ড পিরিয়ড্। মার্কেন্টাইল ক্যাপিটাল ইজ্ রিপ্লেস্‌ড্ বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল।

ছাত্ররা ॥ বুঝতে পারছি না স্যার, বাংলায় বলুন!

শিক্ষকরা ॥ সায়লেন্স্!

[শিক্ষকরা মেশিনের ভঙ্গী করতে লাগলো]

কর্তা ॥ ভারত লুঠের টাকায় প্রাথমিক পুঁজি জমলো ব্রিটেনে। শিল্পবিপ্লব সম্ভব হোলো। কলকারখানা। জিনিস তৈরি হচ্ছে। জিনিস!

শিক্ষকরা ॥ জিনিস জিনিস জিনিস...

কর্তা ॥ অনেক জিনিস। ব্রিটেনের বাজার শেষ। ইওরোপের বাজার, আমেরিকার বাজার—তাও বেশি বাকি নেই। তারাও কলকারখানা খুলছে, জিনিস বানাচ্ছে।

[কর্তা নেমে উল্টো দিকে গেলো]

মা মা ব্রিটানিয়া!

শিক্ষকরা ॥ মা মা ব্রিটানিয়া!

[ব্রিটানিয়া এলো প্ল্যাটফর্মে। হাত জোড় করে বসলো শিক্ষকরা]

ব্রিটানিয়া ॥ ঈস্ট ইন্ডিয়া ক্লাইভ হেস্টিংস্ কোম্পানি! তুমি দূর হও!

কর্তা ॥ (আর্তস্বরে) মা, আমি তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র!

ব্রিটানিয়া ॥ তুমি কুপুত্র! একেবারে বখিয়া গিয়াছ। স্বর্ণডিম্বের লোভে তুমি ডিম্ব-প্রসবিনী হংস-মাতৃকাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ। ভারতবর্ষে তোমার অত্যাচার অনাচার জাল জুয়াচুরি ঘুষ লুঠ আমার পবিত্র নামে কলঙ্ককালিমা লেপন করিতেছে। (কোলের কাল্পনিক ছেলেকে) সোনামণি সোনামণি সোনামণি কুচকুই-ই-ই।

কর্তা ॥ কিন্তু তোমার ঐ সোনামণি কী খেয়ে বড়ো হোতো যদি আমি ভারতের টাকা না জোগাতাম?

ব্রিটানিয়া ॥ স্তব্ধ হও! টাকা জোগাইয়া মাথা কিনিয়া লইয়াছ নাকি? আমার সোনামণি কলকারখানা বসাইয়াছে, ভালো ভালো মাল প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি করিতেছে। সেই মালের বাজার প্রয়োজন।

কর্তা ॥ সেই বাজার দেবার জন্য আমার বাণিজ্যের সর্বনাশ করেছো মা। ভারত থেকে সিল্ক আর সুতির কাপড় যা পাঠাতাম, তার ওপর শতকরা সত্তর আশি টাকা শুল্ক বসিয়েছো, যাতে তোমার ছোটোসোনা তার কারখানার মাল দেশে বেচতে পারে।

ব্রিটানিয়া ॥ শৈশবে লালন-পালন প্রয়োজন, তাই শুল্ক বসাইয়াছি। আর তুমি! একটি দ্রব্য নিজে প্রস্তুত করিবার মুরোদ নাই, অন্যের তৈয়ারি মাল বেচিয়া গুমোরে বাঁচিতেছ না! তুমি বিদায় হও, আমার এই সোনামণির কলে তৈয়ারি মাল এখন ভারতবর্ষে যাইবে।

কর্তা ॥ এখানে কে চিনবে? এখনো এখানে ওর থেকে ভালো মাল তৈরি হয়।

ব্রিটানিয়া ॥ কেন হয়? কুপুত্র কুলাঙ্গার! তোমার বাণিজ্যরক্ষার জন্য? ও-সব ইয়ার্কি আর চলিবে না!

কর্তা ॥ এখানকার ভালো ভালো এত সব তাঁতি, কামার, স্যাকরা—এরা কী করবে?

ব্রিটানিয়া ॥ ওঃ, দরদ উথলাইয়া পড়িতেছে দেখি? বলপ্রয়োগে সিকি দলে মাল কিনিয়া লইবার বেলা দরদ কোথায় ছিল? তোমার চাপে কতো তাঁতি নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া তাঁত চালানো ছাড়িয়া দিল, তখন তো দরদ দেখি নাই? উহারা চাষ করিবে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এই ইতিহাস।

কর্তা ॥ সে কী কথা? কৃষি-প্রধান— ?

ব্রিটানিয়া ॥ হ্যাঁ, এই ইতিহাস। আজ হইতে। কালক্রমে ভারতবাসীও তাহা বিশ্বাস করিবে। আমার সোনামণি বিশ্বাস করাইয়া ছাড়িবে। সোনামণি সোনামণি কুচুকুই-ই-ই! ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি! তোমার অত্যাচার অনাচার দুর্নীতির বিচার হইবে। ওয়ারেন হেস্টিংস্ নাম ধারণ করিয়া আসামীর কাঠগড়ায় খাড়া হও।

[চলে গেলো]

শিক্ষকরা ॥ স্ট্যান্ড আপ অন দ্য বেঞ্চ!

[ছাত্ররা বেঞ্চে দাঁড়ালো]

কর্তা ॥ ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার। এড্‌মন্ড বার্ক।

শিক্ষকরা ॥ (আঙুল উঁচিয়ে) আই ইম্‌পীচ্!

কর্তা ॥ সতেরো শ অষ্টাশি খ্রীস্টাব্দ।

শিক্ষকরা ॥ (চাপা গলায়) অত্যাচার! অনাচার! দুর্নীতি! চুরি! ঘুষ! লুঠ!...

কর্তা ॥ (একই সময়ে) এড্‌মন্ড বার্ক স্পিকিং! এড্‌মন্ড বার্ক স্পিকিং! আজ যদি আমাদের ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে ওখানে এমন কিছু

বাকি থাকবে না যা থেকে বলা যেতে পারে যে আমাদের শাসনের এই অন্ধকার যুগটাতে ভারত ওরাং ওটাং বা বাঘের থেকে ভালো কোনো জীবের দখলে ছিল।

শিক্ষকরা॥ আহা, ভারতের জনগণের বন্ধু এড্‌মন্ড বার্ক।

কর্তা॥ ভারতের জনগণের এই 'বন্ধু' অবশ্য সৌভাগ্যক্রমে ফরাসি বিপ্লবের পর রাজা-উজিরের পক্ষ নিয়ে ফরাসি জনগণের আদ্যশ্রাদ্ধ করেছিলেন। সতেরো শ উননব্বই খ্রীস্টাব্দ, হেস্টিংসের বিচার একই সময়ে চলছে।

শিক্ষকরা॥ আই ইমপীচ্! অত্যাচার! অনাচার! দুর্নীতি! চুরি! ঘুষ! লুঠ!...

কর্তা॥ (একই সময়ে, ক্লান্ত যান্ত্রিক সুরে) সতেরো শ উননব্বই। সতেরো শ নব্বই। সতেরো শ একানব্বই। সতেরো শ বিরানব্বই। সতেরো শ তিরানব্বই। সতেরো শ চুরানব্বই। সতেরো শ পঁচানব্বই।

শিক্ষকরা॥ সতেরো শ পঁচানব্বই। ওয়ারেন হেস্টিংস বেকসুর খালাস। সিট্ ডাউন।

[ছাত্ররা বসলো]

কর্তা॥ কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার শেষ। ব্রিটেনের মাল ভারতের বাজারে।

[ব্রিটানিয়া এসে কাল্পনিক সন্তানকে কোল থেকে নামালো]

ব্রিটানিয়া॥ সোনামণি, ঐ ভারতের বাজার, খেলোগে। ওকানকার দুষ্টু ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছি। তোমার গুণ্ডা দাদাটাকেও ঠাণ্ডা করেছি। যাও, নিশ্চিন্তে খেলো।

[চলে গেলো]

কর্তা॥ টীচার্স, অ্যাটেন্‌শন্! হিস্টোরি, সেকেন্ড পিরিয়ড। স্ট্যান্ড অ্যাট্ ঈজ্। স্টার্ট!

শি-১॥ শুল্কের ঠেলায় ভারতের মাল ব্রিটেনে বিক্রি বন্ধ।

শি-২॥ শুল্কের আড়ালে ব্রিটেনের কলকারখানার উন্নতি।

শি-৩॥ কলে তৈরি ব্রিটিশ চালানি মালের প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটিরশিল্প খতম।

কর্তা॥ হিস্টোরি, সেকেন্ড পিরিয়ড্।

শি-১॥ ভারতের নিপুণ শিল্পীরা লাখে লাখে বেকার।

শি-২॥ ঢাকার লোকসংখ্যা দু'লক্ষ থেকে কমে তিরিশ হাজার।

শি-৩॥ মুর্শিদাবাদ, সুরাট—সব শিল্পকেন্দ্রের এক হাল।

কর্তা॥ হিস্টোরি, সেকেন্ড পিরিয়ড্।

শি-১॥ শিল্প-কৃষ্টির সমন্বয়ে সমৃদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ বিপর্যস্ত।

শি-২ ॥ বেকার শিল্পীরা দলে দলে গ্রামে গিয়ে চাষী।
শি-৩ ॥ গ্রামের চাষের জমির উপর অস্বাভাবিক চাপ।
কর্তা ॥ হিস্টোরি, সেকেন্ড পিরিয়ড্‌।
শি-১ ॥ ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কারখানার কাঁচামাল যোগানের কৃষিক্ষেত্র।
শি-২ ॥ পাট, তুলো, নীল, চাল, গম—সব ব্রিটেনের প্রয়োজনে উৎপাদন।
শি-৩ ॥ চাষের জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা, লাখে লাখে ভূমিহীন ক্ষেতমজুর।
ছাত্ররা ॥ বুঝতে পারছি না স্যার।
শিক্ষকরা ॥ সায়লেন্স্‌!
কর্তা ॥ লর্ড কর্নওয়ালিস, গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া—স্পিকিং।

[কর্তা নেমে উল্টো দিকে গেলো। প্ল্যাটফর্মে ব্রিটানিয়া।]

ব্রিটানিয়া ॥ বাবা কর্নু, আমার ছোটসোনা!
কর্তা ॥ বলো মা।
ব্রিটানিয়া ॥ আমার ছোটসোনার খেলা কেমন চলছে বাবা?
কর্তা ॥ খুব ভালো চলছে মা। কলে তৈরি সুতো, সুতির কাপড়—এখানে পড়তে পায় না মা। লোহা অ্যালুমিনিয়মের জিনিস, পশমের কাপড়—সব হু হু করে কাটছে। এখানে যা-কিছু তৈরি হোতো, প্রায় সবই মার খেয়ে উঠে গেছে। লোকে বিলিতি মাল চাইছে, বলছে—দেশী মাল বাজে!
ব্রিটানিয়া ॥ বেশ বেশ। চাষবাস?
কর্তা ॥ মা, তোমার বড়োছেলে প্রায় লাটে তুলে দিয়েছিলো। এখন ভালো চলছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে খাজনা বেঁধে দিয়েছি। আগে খাজনা ছিল ফসলের ভাগ। তাতে হোতো কী—অজন্মা হলে খাজনা কমে যেতো। জমির পরিমাণ অনুসারে খাজনা বেঁধে দিলে সে লোকসানটা হয় না।
ব্রিটানিয়া ॥ তা সে-ব্যবস্থা তো বড়ো খোকাই করেছিলো?
কর্তা ॥ তা করেছিলো। কিন্তু চাষের সব জমির মালিক ছিল গ্রাম-সমাজ, সেটা তো বদলায় নি?
ব্রিটানিয়া ॥ তাতে ক্ষতি কী?
কর্তা ॥ কী বলছো মা, ক্ষতি নেই? খাজনা আদায় না হলে জমি কেড়ে নেওয়া যেতো তখন? বড়ো জোর তার জিনিসপত্র বৌ-মেয়ে কেড়ে নেওয়া যেতো। তাতে আর কতোটুকু ওঠে?
ব্রিটানিয়া ॥ এখন কী ব্যবস্থা?

কর্তা ॥ এক দারুণ কল করেছি মা?

ব্রিটানিয়া ॥ কী কল?

কর্তা ॥ জমিদার।

ব্রিটানিয়া ॥ সেটা আবার কী?

কর্তা ॥ জমির মালিক। জমির চাষের স্বত্ব সে বিলি করে দেবে। চাষীদের কাছ থেকে খাজনা সে-ই আদায় করে আমাকে দেবে। কোনো চাষী খাজনা না দিলে তার বিলি নেওয়া জমি কেড়ে নিয়ে আর একজনকে দেবে।

ব্রিটানিয়া ॥ আর একজনকে পাবে কোথায়?

কর্তা ॥ কী বলো মা? চাষীর অভাব? যত স্যাকরা, কামার, কুমোর, কাঁসারি সব তো এখন চাষী। বেশির ভাগের তো জমিই নেই, এক টুক্‌রো জমি পেলে ধন্য।

শিক্ষকরা ॥ (মাটিতে বসে, ক্লান্ত সুরে) জমি চাই। জমি দাও। জমি চাই। জমি দাও।

কর্তা ॥ হে ভারতবর্ষের কৃষক! তোমরা এতদিন যে-জমিতে চাষ করিয়াছ, সে জমিতে তোমাদের কোনো স্বত্ব ছিল না। তোমরা গ্রামসমাজের হইয়া চাষ করিয়া মরিতে। এখন এই কুৎসিৎ প্রথা লোপ করিয়া ব্যক্তির অধিকার স্বীকার করা হইল। প্রত্যেক কৃষক জমির মালিক হইল।

শিক্ষকরা ॥ আহা বেশ বেশ বেশ।

ছাত্ররা ॥ আহা বেশ বেশ বেশ।

[শিক্ষক ছাত্র সব গোল হয়ে বসলো। কাওয়ালির সুরে গান।]

শিক্ষক-ছাত্র ॥ (গান)

জমিরি মালিক গ্রামের সমাজ,
তোমাদের তো স্বত্ব নাই
এখন থেকে জমির মালিক
তোমরা সবাই হলে ভাই ॥
কত রাজা এলো গেলো,
তোমাদের কী হোলো ছাই?
ব্রিটিশ রাজ এলো এবার,
মালিক তোমরা হলে তাই ॥

ব্রিটানিয়া ॥ সে কী রে? এই-সব চাষাভুষোগুলো জমিদার?

কর্তা ॥ না মা, জমিদার আলাদা। সে চাষ করে না, খাজনা আদায় করে। নিজের ভাগ শতকরা আড়াই টাকা রাখে।

ব্রিটানিয়া ॥ তাতে পোষায়?

কর্তা ॥ না পোষালে বেশি আদায় করে। সে কি আর আমি দেখতে যাই?

ব্রিটানিয়া ॥ কতো বেশি আদায় করে?

কর্তা ॥ ঠিক জানি না মা। তবে শুনেছি—চাষী সিধে আমাকে দিলে যা দিতো, তার তিনগুণ দিতে হয়।

ব্রিটানিয়া ॥ অতো?

কর্তা ॥ তাতে কী? আমি বিনা ঝামেলায় আমার ভাগ পাই জমিদারের কাছে। সে আবার তার ভাগ বিনা ঝামেলায় পেতে কয়েকজনকে ঠিকে দেয়। তারা আবার আরো কয়েকজনকে দেয়। এমনি জমিদারের ছানা জমিদার, তার পোনা জমিদার—সবাই কিছু কিছু মারে চাষ না করেই।

ব্রিটানিয়া ॥ কিন্তু তোর ভাগে যে বড্ডো কম পড়ে যায় বাবা! কতো রোগা হয়ে গেছিস।

কর্তা ॥ রোগা কোথায় মা? বরং মোটা হচ্ছি। কতো শান্তিতে আছি এখন।

ব্রিটানিয়া ॥ শান্তি?

কর্তা ॥ ঐ যে বললাম না—জমিদার এক দারুণ কল? আমরা থাকলে জমিদার থাকে, খাজনা আদায়ের ভাগ থেকে তার বড়োলোকি চলে। সব জমিদার ছানা-পোনা সমেত মা তোমার রাজত্ব এদেশে কায়েম রাখতে ব্যস্ত। তোমাকে আর বেশি সেপাই-শাস্ত্রী পাঠাতে হবে না মা, এরাই আমাদের কাজ চালাবে।

ব্রিটানিয়া ॥ বাঃ বাঃ বেশ।

কর্তা ॥ শুধু কি খাজনার ভাগ? তেজারতি কারবারের বড়ো সুযোগ এখন। আগে ঝুঁকি ছিল, এখন জমি বন্ধক রাখা যায়, অনাদায়ে বিক্রি করা যায়। জমিদারের রোজগারের ওটাও ভালো রাস্তা। শতকরা এক শ দু'শ তিন শ টাকা সুদ। এ-সব আমাদেরই কৃপায়।

ব্রিটানিয়া ॥ ইস্, তোর কী বুদ্ধি রে! আয় বাপ, কোলে আয়।

[কর্তা গিয়ে ব্রিটানিয়ার পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁধের উপর দিয়ে মাথা বাড়ালো আগের মতো। শিক্ষক-ছাত্র মিলে নেচে নেচে গান ধরলো শ্যামা সংগীতের সুরে।]

শিক্ষক-ছাত্র ॥ (গান)

মায়ের কোলে নাচছে ছেলে
দেখো চেয়ে দু'চোখ মেলে।
আহা দেখলে পরাণ জুড়িয়ে যাবে
উঠবে আবেগ বক্ষ ঠেলে॥

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে
ব্রিটিশ সূর্য যায় না অস্তে।
কর্নওয়ালিস স্বর্ণমণি
এমন বুদ্ধি কোথায় পেলে॥

[এক মর্মভেদী চিৎকার করে 'মা' এসে আছড়ে পড়লো]

মা॥ খোকা—আ—আ!

[কর্তা প্ল্যাটফর্ম থেকে লাফিয়ে পড়লো]

কর্তা॥ (চিৎকার করে) টেক্ হার আওয়ে!

[শিক্ষকরা ঘাড় ধরে চুলের মুঠি ধরে হাত মুচড়ে মাকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে]

ছাত্ররা॥ স্যার কী হোলো কী হোলো কী হোলো?

মা॥ খোকা ফিরে আয়! খোকা—আ—আ!

[শিক্ষকরা নিয়ে গেলো মাকে]

ব্রিটানিয়া॥ ও কে বাবা?

কর্তা॥ কেউ না মা, একটা নেটিভ্ উওম্যান।

ব্রিটানিয়া॥ কী হয়েছে ওর খোকার?

কর্তা॥ জানি না মা, বোধ হয় মারা গেছে।

ব্রিটানিয়া॥ তুই কিন্তু বাবা সাবধানে থাকিস।

কর্তা॥ কোনো ভয় নেই মা। ভারতে তোমার অনুগত অনেক তৈরি হয়েছে, তারাই রক্ষা করবে তোমার ছেলেকে।

[ব্রিটানিয়া চলে গেলো। শিক্ষকরা পুতুলনাচের ভঙ্গীতে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে এসে হাজির হোলো।]

শিক্ষকরা॥ ইয়েস স্যার। নো স্যার। ভেরি গুড্ স্যার। গুড্ মর্নিং স্যার। গুড্ ইভনিং স্যার। আই রিমেন স্যার, ইয়োর মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভ্যান্ট—

শি-১॥ নবাব কখগঘ—

শি-২॥ রাজা চছজঝ—

শি-৩॥ বাবু টঠডঢ—

শিক্ষকরা॥ জমিন্দার।

[শিক্ষক-ছাত্র মিলে টুইস্ট নেচে গান ধরলো বিলিতি সুরে]

শিক্ষক-ছাত্র॥ (গান)

জমি জম্‌জমি জম্‌জমিদার
জমি জম্‌জমি জম্‌জমিদার
ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ড ঢ

ক খ গ চ ছ ট ঠ ড
ক খ চ ট
জমিন্দার।

কর্তা ॥ থ্যাঙ্ক ইউ নবাব। থ্যাঙ্ক ইউ রাজা। থ্যাঙ্ক ইউ বাবু।

শিক্ষকরা ॥ মোস্ট ওয়েলকাম স্যার।

মা ॥ (নেপথ্যে) খোকা—আ—আ!

[কর্তা চমকে উঠে ঘণ্টা বাজাতে লাগলো। ছাত্ররা ছুটোছুটি করছে। যেন ক্লাস খুঁজে পাচ্ছে না। শিক্ষকরা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।]

কর্তা ॥ ব্যাক টু ক্লাস! হিস্টোরি থার্ড পিরিয়ড্! ব্যাক টু ক্লাস! ব্যাক টু ক্লাস!

[অবশেষে সবাই যথাস্থানে পৌঁছোলো]

হিস্টোরি থার্ড পিরিয়ড্। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটাল চেঞ্জিং টু ফিন্যান্স ক্যাপিটাল।

[চলে গেলো। ছাত্ররা হাত তুললো।]

শিক্ষকরা ॥ ইয়েস?

ছাত্ররা ॥ স্যার ঐ মেয়েটার কী হয়েছে স্যার?

শিক্ষকরা ॥ (গর্জন করে) শাট আপ্। সায়লেন্স। নীল ডাউন!

[ছাত্ররা মাঝখানে হাঁটু গেড়ে অর্ধচন্দ্র হয়ে বসলো। মা এলো ওদের কাছে বুকে হেঁটে]

মা ॥ আমার খোকা মরে গেলো বাবা। এই মাত্র। এর আগেও মরেছে। বার বার মরেছে। আবার মরবে। বার বার মরবে।

ছাত্ররা ॥ কিসে মরেছে?

মা ॥ দুর্ভিক্ষে। ছিয়াত্তরে গেলো এক কোটি খোকা। তারপর এক শ পঁচিশ বছরে একত্রিশটা দুর্ভিক্ষ। তাতে মরেছে কম করে তিন কোটি খোকা।

ছাত্ররা ॥ এত দুর্ভিক্ষ কেন?

মা ॥ খাল পুকুর সব মজে গেলো, সে-সব কেউ দেখে না আর। শুধু খাজনা খাজনা খাজনা। আর খোকা শুধু মরছে মরছে মরছে।

[ওরা একসঙ্গে গোল হয়ে বসেছে। মাথা নিচু। কর্তা এসেছে।]

কর্তা ॥ আঠারো শ সাতান্ন।

শি-১ ॥ সিপাহী বিদ্রোহ।

শি-২ ॥ ভারতে ব্রিটেনের মহারানির রাজত্ব।

শি-৩ ॥ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি খতম।

শিক্ষকরা ॥ ব্রিটানিয়া!

[এর মধ্যে ব্রিটানিয়া এসে কর্তার পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দু'জনে ঘুরছে, যাতে ব্রিটানিয়া সামনে আসে, কর্তা পিছনে।]

ব্রিটানিয়া ॥ সোনামণি সোনামণি সোনামণি। কতো সোনামণি, কতো কলকারখানা, কতো জিনিসপত্র! জিনিসপত্রের বাজার নিয়ে সোনামণিতে সোনামণিতে লড়াই।

[ঘুরে গেলো। কর্তা সামনে।]

কর্তা ॥ খোলা বাজার। প্রতিযোগিতা।

[ঘুরে গেলো।]

ব্রিটানিয়া ॥ বড়ো সোনামণিরা ছোট সোনামণিদের গিলে খায়। আরো বড়ো হয়।

[ঘুরে গেলো]

কর্তা ॥ খোলা বাজার। প্রতিযোগিতা।

[শিক্ষকরা এর মধ্যে একত্র হয়ে অক্টোপাসের ভঙ্গীতে শরীর হাত নাড়াচ্ছে]

শি-১ন কারখানা বাড়ছে।

শি-২ ॥ মজুর বাড়ছে।

শি-৩ ॥ জিনিস বাড়ছে।

কর্তা ॥ প্র-তি-যো-গি-তা।

শি-১ ॥ পুঁজি বাড়ছে।

শি-২ ॥ ব্যাঙ্ক বাড়ছে।

শি-৩ ॥ রাজ্যজয় বাড়ছে।

কর্তা ॥ প্র-তি-যো-গি-তা।

[ঘুরে গেলো]

ব্রিটানিয়া ॥ বড়ো সোনামণিরা আরো বড়ো হচ্ছে। কলে কারখানায় ব্যাঙ্কে মিলে মিশে ফুলে ফেঁপে প্রকাণ্ড সোনামণি। পুঁচকে চুনোপুঁটি সোনামণিদের গিলে খেয়ে কয়েকটা বড়ো বড়ো রাঘববোয়াল সোনামণি।

[ঘুরে গেলো]

কর্তা ॥ আরো বাজার চাই!

শি-১ ॥ বাজার খতম।

শি-২ ॥ ভাগ-বাঁটোয়ারা খতম।

শি-৩ ॥ পৃথিবী খতম।

কর্তা ॥ (হুংকারে) বাজার চাই।

[ঘুরে গেলো]

শিক্ষকরা ॥ বাজার নাই।

ব্রিটানিয়া ॥ আমার মোটা মোটা সোনামণিদের কী হবে? তাদের তৈরি মাল, তাদের জমা পুঁজির কী হবে?

[ঘুরে গেলো]

কর্তা ॥ ভারতবর্ষ! গ্রামে গ্রামে চলে যাও। পর্বতে, জঙ্গলে, মরুভূমিতে। যেখানে যেখানে লুকিয়ে আছে কিছু মানুষ, সেখানে সেখানে চলে যাও। জিনিস বেচো, কাঁচামাল কেনো।

শিক্ষকরা ॥ রাস্তা নাই।

কর্তা ॥ রাস্তা বানাও। রেলরাস্তা।

শিক্ষকরা ॥ টাকা চাই।

কর্তা ॥ টাকার অভাব নাই। ভারতের টাকা, সেই টাকার বাচ্চা টাকা, তার বাচ্চা টাকা, অনেক টাকা। খাটাবাব জায়গা চাই। রেলরাস্তা চাই!

[শিক্ষকরা এঞ্জিন হোলো। প্রতি এঞ্জিনে দু'জন করে ছাত্র জুড়ে তিনটে রেলগাড়ি।]

শিক্ষক-ছাত্র ॥ কু-উ-উ-ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্—

কর্তা ॥ চলে যাও চলে যাও, আনাচে কানাচে পাহাড়ে পর্বতে জঙ্গলে মরুতে পাহাড় ফুটো করে নদীনালা পার হয়ে চলে যাও চলে যাও—

[রেলগাড়ি তিনটে ছুটে চলেছে। মা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে, যেন থামাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু রেলগাড়িগুলো যেন তাকে চাপা দিতে চাইছে। কর্তা ঘুরে গেছে. ব্রিটানিয়া সামনে।]

ব্রিটানিয়া ॥ সোনামণিরা আরো মোটা হচ্ছে!

[ঘুরে গেলো]

কর্তা ॥ চা-বাগান কফি-বাগান রবার-বাগান! ভারতে সস্তা মজুর, ভারতে পুঁজি পাঠাও।

[ঘুরে গেলো]

শিক্ষকরা ॥ কু-উ-উ-উ।

ব্রিটানিয়া ॥ আরো মোটা হচ্ছে!

[রেলগাড়ি থামলো]

শি-১ ॥ রেলরাস্তা—

শিক্ষকরা ॥ তৈরি।

[ছাত্ররা ক্লাসে ফিরে বসলো]

ব্রিটানিয়া ॥ আরো মোটা হচ্ছে! আরো পুঁজি, আরো কল, আরো মাল—আমার সোনামণিদের কী হবে?

[কর্তা সরে এসে ব্রিটানিয়ার মুখোমুখি দাঁড়ালো]

কর্তা ॥ ক'জন আছে?

ব্রিটানিয়া ॥ সংখ্যায় কম। সবাই মোটা।

কর্তা ॥ লড়াই করে?

ব্রিটানিয়া ॥ লড়াই তো করতেই হবে। পুঁজির নিয়ম—প্রতিযোগিতা।

কর্তা ॥ ভাব করতে বলো।

ব্রিটানিয়া ॥ কী করে হবে? বাজার নিয়ে লড়াই!

কর্তা ॥ বাজারের জন্যেই ভাব। ভাব করুক, চুক্তি করুক, মাল তৈরি কমাক, মালের দাম বাড়াক। চুক্তি করে এক দাম—চড়া দাম। কম বাজার লাগবে, লাভ বেশি হবে।

ব্রিটানিয়া ॥ তা হলে কম মানুষ মাল কিনতে পারবে?

কর্তা ॥ বটেই তো! মাল তো মানুষের জন্যে বানাই না? বানাই লাভের জন্যে।

ব্রিটানিয়া ॥ এ তো ভালো উপায়?

কর্তা ॥ এই একমাত্র উপায়। (এগিয়ে এসে) ফিন্যান্স্ ক্যাপিটাল। মনোপলি ক্যাপিটাল। হিস্টোরি, থার্ড পিরিয়ড।

ছাত্ররা ॥ বুঝলাম না স্যার!

শিক্ষকরা ॥ একচেটিয়া ব্যবস্থা। বাজার দখলে। বলো—রাম?

ছাত্ররা ॥ রাম।

শিক্ষকরা ॥ সাম্?

ছাত্ররা ॥ সাম্।

শিক্ষকরা ॥ রাজ?

ছাত্ররা ॥ রাজ।

শিক্ষকরা ॥ রাজ্য?

ছাত্ররা ॥ রাজ্য।

শিক্ষকরা ॥ রামরাজ্য?

ছাত্ররা ॥ রামরাজ্য।

শিক্ষকরা ॥ সাম্রাজ্য?

ছাত্ররা ॥ সাম্রাজ্য।

ব্রিটানিয়া ॥ আরো লাভ! আরো পুঁজি! আরো মোটা! এবার কোথায় যাবো?

[শিক্ষকরা যেন মোটা হয়ে খুঁজছে চারিদিকে।]

শিক্ষকরা ॥ কোথায় যাবো? কোথায় যাবো? কোথায় যাবো?

ব্রিটানিয়া ॥ ও বাবা! ও বাবা!

কর্তা ॥ কী হোলো? কী হোলো?

ব্রিটানিয়া ॥ অন্য দেশের গুণ্ডা ছেলে, মোটা ছেলে! আমার সোনামণিদের মারতে আসছে।

শিক্ষকরা ॥ (মারমুখি ভঙ্গীতে) বাজার চাই! বাজার চাই! বাজার চাই!

কর্তা ॥ যুদ্ধ!

[শিক্ষক আর ছাত্ররা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেলো। বেয়নেট চার্জের ভঙ্গীতে যুদ্ধ, আর্তনাদ করে পড়ে যাওয়া, আবার উঠে আবার চার্জ। এর মধ্যে কথা বলছে, ব্রিটানিয়া তার পিছনে দাঁড়িয়ে দেখছে! 'মা' ছুটে এসে আছড়ে পড়লো।]

মা ॥ খোকা—আ—মা!

কর্তা ॥ উনিশ শ চোদ্দ। উনিশ শ পনেরো। উনিশ শ যোলো। উনিশ শ সতেরো।

মা ॥ (লাফিয়ে উঠে) উনিশ শ সতেরো! শেষ করে দে! পুঁজির গলা টিপে শেষ করে দে! লড়াই মারপিট শেষ করে দে!

[কর্তা লাফিয়ে পড়ে মাকে ধরলো]

কর্তা ॥ না! না! পুঁজি থাকবে! চিরকাল থাকবে!

[মা হাত ছাড়িয়ে শিক্ষক আর ছাত্রদের কাছে গিয়ে গিয়ে বলে চললো]

মা ॥ থাকবে না! থাকবে না! উনিশ শ সতেরো! শেষ করে দে! খোকা!

[শিক্ষক আর ছাত্ররা বিভ্রান্ত। কর্তা প্ল্যাটফর্মে উঠে ঘণ্টা বাজালো।]

কর্তা ॥ ছুটি! ছুটি! ছুটির ঘণ্টা! বাড়ি যাও সব! ক্লাস শেষ! ইতিহাস শেষ!

মা ॥ না, ইতিহাস শেষ নয়! ইতিহাস আরম্ভ! বলো—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—

শিক্ষক-ছাত্র ॥ ভারত ছাড়ো!

ব্রিটানিয়া ॥ কী চায় ওরা?

কর্তা ॥ কী চাও তেমরা?

মা ॥ স্বাধীনতা চাই!

শিক্ষক-ছাত্র ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতা: স্বাধীনতা!

ব্রিটানিয়া ॥ এ কী রে বাবা! এ কী রে বাবা!

কর্তা ॥ দাঁড়াও দেখছি। বাবু!

শি-১ ॥ ইয়েস?

কর্তা ॥ বাবু!

শি-২ ॥ ইয়েস?

কর্তা ॥ বাবু!

শি-৩ ॥ ইয়েস?

[শিক্ষকরা উঠে এলো একে একে। মা আর ছাত্ররা উল্টো দিকে জমা হয়ে বসেছে। নীরবে হাত তুলে তুলে যেন বক্তৃতা স্লোগান চলছে।]

কর্তা ॥ স্বাধীনতা দেবো, কিন্তু পুঁজি?

শিক্ষকরা ॥ আমাদের পুঁজি জমছে, আমরা খাটাবো।

[ফিরে গেলো]

ব্রিটানিয়া ॥ ওরা পুঁজি পেলো কোথায়?

কর্তা ॥ আমাদের মাল বিক্রির দালালি! কাঁচা-মাল জোগানের দালালি। জমিদারি, তেজারতি, ফাটকাবাজি।

ব্রিটানিয়া ॥ তাই বলে ওরাও কলকারখানা বানাবে?

কর্তা ॥ একটু একটু বানিয়েছে। একটু একটু বানাবে।

ব্রিটানিয়া ॥ তুমি বানাতে দিলে কেন?

কর্তা ॥ উপায় ছিল না মা। বাজার খুলতে আর কাঁচামাল আনতে রেলরাস্তা বানাতে হয়েছে। পুঁজি চালান করে সস্তা মজুর কাজে লাগাতে কিছু কারখানা বানাতে হয়েছে। কেরানির কাজের জন্যে কিছু লোককে লেখাপড়া শেখাতে হয়েছে।

মা ॥ বলো—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—

শিক্ষক-ছাত্র ॥ ভারত ছাড়ো!

ব্রিটানিয়া ॥ দেখো কী রকম চেঁচাচ্ছে! চাষা-মজুরগুলোকে ক্ষেপিয়েছে! লেখাপড়া শিখিয়ে কী সর্বনাশ হয়েছে দেখেছো?

কর্তা ॥ ঘাবড়িও না মা, লেখাপড়ার সুফলও আছে।

ব্রিটানিয়া ॥ কচু আছে!

কর্তা ॥ দেখো না চেয়ে।

[ব্রিটানিয়াকে বসিয়ে দিয়ে ঘণ্টা বাজালো। শিক্ষক আর ছাত্ররা অর্ধচন্দ্র হয়ে বসলো। কর্তা নেমে তাদের কাছে গেলো, বরদাতা দেবতার ভঙ্গী।]

কী চাও?

শি-১ ॥ পেট ভরে খেতে চাই।

ছাত্ররা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ।

কর্তা ॥ কী চাও?

শি-২ ॥ কাপড় গামছা লুঙ্গি চাই।

ছাত্ররা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ।

কর্তা ॥ কী চাও?

শি-৩ ॥ মাথা গোঁজবার ঘর চাই।
ছাত্ররা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ।
কর্তা ॥ কী চাও?
শি-১ ॥ অল্পবিস্তর লেখাপড়া চাই।
ছাত্ররা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ।
কর্তা ॥ কী চাও?
শি-২ ॥ রোগ হলে চিকিৎসা চাই।
ছাত্ররা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ।
কর্তা ॥ কী চাও?
শি-৩ ॥ মাঝে মধ্যে গান-বাজনা খেলাধুলো চাই।
ছাত্ররা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ।
কর্তা ॥ ব্যস, এই তো?
শিক্ষক-ছাত্র ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ এই।
কর্তা ॥ আর কিছু চাই না?
শিক্ষক-ছাত্র ॥ আর কী চাইবো?
কর্তা ॥ হিং টিং ছট্! তুমি! তুমি! তুমি!
[শিক্ষক তিনজনকে বেছে নিলো]
পেয়ে গেলে সব! খুশি তো?
শিক্ষকরা ॥ হ্যাঁ খুশি, তবে—
কর্তা ॥ তবে কী?
শি-১ ॥ বলছিলাম—হোটেলে কবিরাজি কাটলেট এক-আধদিন যদি—
শি-২ ॥ বলছিলাম—টেরেলিনের ভালো শার্ট প্যান্ট এক-আধটা যদি—
শি-৩ ॥ বলছিলাম—আর দু'টো ঘর আর পাকা দেওয়াল ছাদ যদি—
শি-১ ॥ বলছিলাম—ছেলেমেয়ের জন্যে প্রাইভেট টিউটর যদি—
শি-২ ॥ বলছিলাম—শহরের স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে একটা কল্ যদি—
শি-৩ ॥ বলছিলাম—টেস্ট ম্যাচের টিকিট আর থিয়েটারের ভালো সীট্ যদি—
কর্তা ॥ হিং টিং ছট্। পেয়ে গেলে সব। খুশি তো?
শিক্ষকরা ॥ হ্যাঁ খুশি, তবে—
কর্তা ॥ তবে কী?
শি-১ ॥ বলছিলাম—পার্ক স্ট্রীটের হোটেলে লাঞ্চ-ডিনার যদি—
শি-২ ॥ বলছিলাম—আর দু'টো স্যুট্ আর বৌয়ের গয়না যদি—
শি-৩ ॥ বলছিলাম—এয়ারকন্ডিশান, ফ্রিজ আর একটা কার যদি—

শি-১ ॥ বলছিলাম—ছেলের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আর বিলেতের ডিগ্রী যদি—

শি-২ ॥ বলছিলাম—কাশ্মীরে চেঞ্জ আর নার্সিং হোমে নাইট চিকিৎসা যদি—

শি-৩ ॥ বলছিলাম—ক্লাবে গল্‌ফ্ বিলিয়ার্ড আর হোটেলে নাইট ক্লাব যদি—

[কর্তা হাসতে হাসতে ফিরে গেলো প্ল্যাটফর্মে। ছাত্ররা খাটছে—খেটে খাওয়া মানুষ তারা।]

মা ॥ আর ওদের কী হবে?

শিক্ষকরা ॥ কাদের?

মা ॥ ঐ ওদের?

[ছাত্রদের দেখালো]

শি-১ ॥ ওরা চেষ্টা করুক, পাবে।

শি-২ ॥ ওদের জন্যে আমরা ভাববো।

শি-৩ ॥ ওদের সংখ্যা যাতে কমে—

শি-১ ॥ একটা বড়ো সার্ভে করে—

শি-২ ॥ একটা পলিটিক্যাল পার্টি করে—

শি-৩ ॥ দু'টো চ্যারিটি শো করে—

ছাত্ররা ॥ খেতে দাও। খেতে দাও।...

[শিক্ষকরা 'আরো দাও, আরো দাও' বলতে লাগলো। ছাত্ররা ক্লান্তভাবে মাটিতে বসে 'খেতে দাও, খেতে দাও' বলে চলেছে।]

কর্তা ॥ (হাসতে হাসতে) চাকরি। টাকা। খ্যাতি। ক্ষমতা। জিনিস। জিনিস। জিনিস। দেখেছো মা?

ব্রিটানিয়া ॥ (উঠে) কী হচ্ছে এ-সব?

কর্তা ॥ ইতিহাস! পৃথিবীর ইতিহাস। ভারতবর্ষের ইতিহাস। মুৎসুদ্দি বানিয়ান জমিদারের ইতিহাস। একা একা আলাদা আলাদ আরো-আরোর ইতিহাস।

ছাত্ররা ॥ খেতে দাও!

[আর্তনাদ করে মাটিতে পড়লো ছাত্ররা আর মা। শিক্ষকরা হঠাৎ নেকড়ে বাঘ হয়ে গজরাতে লাগলো।]

ব্রিটানিয়া ॥ কী হোলো কী হোলো?

কর্তা ॥ স্পেন! জার্মানি! ইটালি! জাপান!

ব্রিটানিয়া ॥ ও কী সর্বনাশা চেহারা?

কর্তা ॥ ওরা নেকড়ে। ওরা ডালকুত্তা।

[প্রচণ্ড গর্জন]

ব্রিটানিয়া ॥ ওরকম চ্যাঁচাচ্ছে কেন?

কর্তা ॥ ভালুক শিকারে যাবে। পৃথিবীর সবচেয়ে সর্বনাশা জন্তু—রুশ ভাল্লুক।

ব্রিটানিয়া ॥ কী করেছে রুশ ভাল্লুক?

কর্তা ॥ পুঁজি খতম করে দিয়েছে!

ব্রিটানিয়া ॥ কিন্তু নেকড়েগুলো যে সব দিকেই তেড়ে যাচ্ছে! ঐ দ্যাখ, আমাদের দিকেও আসছে।

কর্তা ॥ ভয় নেই, কায়দা করে খেলাতে হবে। ভাল্লুক খতম করবে, নিজেরাও জখম হবে। তখন আমরা ওদের মারবো।

শিক্ষকরা ॥ মহাযুদ্ধ।

কর্তা ॥ উনিশ শ উনচল্লিশ।

[শিক্ষক-ছাত্র দু দলে ভাগ হয়ে গেলো। প্রথমে বিমানযুদ্ধ। সাইরেনের আওয়াজ মুখে।]

উনিশ শ চল্লিশ।

[এবার ট্যাঙ্কের যুদ্ধ]

উনিশ শ একচল্লিশ।

[গ্রেনেড ছুঁড়ে সবাই উপুড় হয়ে পড়লো]

উনিশ শ বিয়াল্লিশ।

[মা, শিক্ষক আর ছাত্ররা লাফিয়ে উঠলো]

মা ॥ উনিশ শ বিয়াল্লিশ।

শিক্ষক-ছাত্র ॥ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—ভারত ছাড়ো! ডু অর ডাই! করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

ব্রিটানিয়া ॥ কী হোলো? কী হোলো?

কর্তা ॥ ভেবো না মা, সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।

[নেমে এলো, যেন বন্দুক, লাঠি, চাবুক চালাচ্ছে। একে একে পড়লো সবাই, স্তব্ধ হোলো। ব্রিটানিয়াকে স্যালুট করে কর্তা প্ল্যাটফর্মে ফিরলো।]

উনিশ শ তেতাল্লিশ।

মা ॥ মন্বন্ত—র।

ছাত্ররা ॥ মন্বন্ত—র। খেতে দাও। খেতে দাও।

কর্তা ॥ যুদ্ধ!

[আবার সাইরেন। মা পড়ে রইলো, শিক্ষক আর ছাত্ররা যেন হাতে বন্দুক নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলো। যান্ত্রিক গতি, শত্রুমিত্র নেই, হুকুমে চলেছে।]

উনিশ শ চুয়াল্লিশ।

[সাইরেন। শিক্ষকরা উল্টো দিকে ঘুরতে লাগলো।]

উনিশ শ পঁয়তাল্লিশ।

[আবার উল্টো দিকে ফিরে ঘোরা। সাইরেন বেজে শেষ হোলো। সবাই মাটিতে পড়েছে। এক মুহূর্তে নীরবতা।]

ব্রিটানিয়া॥ কী হোলো?

কর্তা॥ ঢুকেছে মা।

ব্রিটানিয়া॥ কোথায় ঢুকেছে? রুশ ভাল্লুক তো বেঁচেই আছে?

কর্তা॥ কী করবো মা, নেকড়েগুলোকে পুরো কায়দা করতে পারা গেলো না।

ব্রিটানিয়া॥ আর চীন?

কর্তা॥ ওটাও গণ্ডগোল হয়ে গেছে।

ব্রিটানিয়া॥ তা হলে উপায়?

কর্তা॥ ভাবতে দাও, উপায় একটা বেরোবেই।

[ভাবতে বসলো]

মা॥ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—

শিক্ষক-ছাত্র॥ ভারত ছাড়ো!

ব্রিটানিয়া॥ গেলো গেলো সব গেলো হায় হায় হায়!

কর্তা॥ আঃ থামো না! অতো চেঁচালে ভাবা যায়?

ব্রিটানিয়া॥ তুমি ভাবো বসে। ওদিকে ভারত গেলো! ভারত গেলে আমাদের থাকবে কী?

কর্তা॥ যাবে না, যাবে না, সব থাকবে।

[মা, শিক্ষক আর ছাত্ররা জমা হয়েছে প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকে। কর্তা নেমে ব্রিটানিয়ার দিকে ফিরে বসলো, যেন পূজারী ব্রাহ্মণ।]

মা মা ব্রিটানিয়া!

[ব্রিটানিয়া জিভ বার করে কালীমূর্তি ধারণ করলো]

মা, তোমার সংহারিণী চামুণ্ডামূর্তি সংবরণ করো মা। সুখদা বরদামূর্তি ধারণ করো।

[কালীমূর্তি বদলে প্রসন্ন বরদামূর্তি হলো। কর্তা উঠে এলো আবার।]

সুখদা বরদামূর্তি ধারণ করো। তোমার ব্রিটানিয়া নাম আপাতত সিন্দুকে তোলা থাক।

[বলতে বলতে ব্রিটানিয়ার অঙ্গ থেকে ইউনিয়ন জ্যাক খুলে সরিয়ে রাখলো। একটা পুজোর ঘণ্টা নিয়ে আবার নিচে গিয়ে বসলো।]

মা মা জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী জগত্তারিণী ডলারিয়া!

[ঘণ্টাধ্বনি]

ব্রিটানিয়া ॥ (ভঙ্গী ছেড়ে) ও সব কী বলছিস রে?
কর্তা ॥ আঃ, ভঙ্গিমা ছেড়ো না, ভঙ্গিমা রেখে যাও।
ব্রিটানিয়া ॥ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—
ছাত্ররা ॥ ভারত ছাড়ো!
শিক্ষকরা ॥ (মাকে ঠেলে সরিয়ে) বলো—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—
ছাত্ররা ॥ ভারত ছাড়ো!
ব্রিটানিয়া ॥ ঐ দেখ্! সর্বনাশ হয়ে গেলো!
কর্তা ॥ (ধমক) আঃ বলছি পোজ্ ছেড়ো না।
[ব্রিটানিয়া বরদামূর্তি ধরলো। কর্তা প্ল্যাটফর্মে উঠলো।]
কী চাও?
মা ॥ স্বাধীনতা!
শিক্ষকরা ॥ সায়লেন্স! স্বাধীনচা তাই।
ছাত্ররা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা!
কর্তা ॥ বাবু!
শি-১ ॥ ইয়েস?
কর্তা ॥ বাবু!
শি-২ ॥ ইয়েস?
কর্তা ॥ বাবু!
শি-৩ ॥ ইয়েস?
[উঠে এলো তিনজন]
কর্তা ॥ স্বাধীনতা 'তোমরা' নাও। পুঁজি বাঁচিয়ে রেখো।
মা ॥ পুঁজি খতম করো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—
ছাত্ররা ॥ ভারত ছাড়ো।
কর্তা ॥ ছাড়ছি ছাড়ছি ব্যস্ত হোয়ো না।
শিক্ষকরা ॥ ছাড়ছে ছাড়ছে ব্যস্ত হোয়ো না।
কর্তা ॥ দেখে শুনে নাও।
শিক্ষকরা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে শুনে নিচ্ছি। 'আমরা' দেখে শুনে নিচ্ছি।
কর্তা ॥ তোমাদের ভিতরে মারপিট আছে। কাকে ছেড়ে কাকে দেবো?
শিক্ষকরা ॥ ভাগাভাগি করে দাও।
মা ॥ না!
ছাত্ররা ॥ না!
শিক্ষকরা ॥ সায়লেন্স! বলো—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ—

ছাত্ররা ॥ ভারত ছাড়ো।

[ছাত্ররা মায়ের দিক থেকে ঘুরে শিক্ষকদের দিকে মুখ করে বসলো]

কর্তা ॥ এই ছাড়লাম। হিন্দুস্থান, পাকিস্তান—ঘরসংসার বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নাও।

শিক্ষকরা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে নিচ্ছি। 'আমরা' বুঝে নিচ্ছি।

ব্রিটানিয়া ॥ আমাব সোনামণির কী হবে?

কর্তা ॥ ভেবো না মা। পুঁজি যদি টিঁকে থাকে, তোমার সোনামণিও থাকবে। (চেঁচিয়ে) বলো—স্বাধীন ভারতকী—

[শিক্ষক-ছাত্র দু'ভাগ হয়ে গেলো]

শিক্ষক-ছাত্র ॥ (প্রথম ভাগ) জয়!

কর্তা ॥ আজাদ পাকিস্তান—

শিক্ষক-ছাত্র ॥ (দ্বিতীয় ভাগ) জিন্দাবাদ!

[কাঁসর আর তাসা বাজিয়ে নাচ, দু'ভাগ আলাদা আলাদা। মা ওদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, এক করবার চেষ্টা করছে, কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্রিটানিয়া চলে গেছে। কর্তা নেমে চুলের মুঠি ধরে মাকে মাটিতে ফেলে হিংস্র ভঙ্গীতে তার উপর লাফালো কয়েকবার। তারপর প্ল্যাটফর্মে উঠে ঘণ্টা বাজালো।]

কর্তা ॥ ক্লাস শেষ! ইতিহাস শেষ! ছুটি!

[কর্তা চলে গেলো]

ছাত্ররা ॥ ছুটি! ছুটি! হো-ও-ও-ও!

[ছাত্ররা হৈ হৈ করে বেরিয়ে গেলো। মা পড়ে রইলো মাটিতে। অল্পক্ষণ নীরবতা। তারপর মা আস্তে আস্তে মাথা তুললো।]

মা ॥ ছুটি। ছুটি। আমার খোকার ছুটি নেই। তার এখনো অনেক মরা বাকি। অনেক অনেক মরা।

[ছাত্ররা ছুটে ঢুকে মাকে ঘিরে দাঁড়ালো]

ছাত্ররা ॥ মা তুমি সাজবে না? সাজবে না? সাজবে না?

মা ॥ সাজবো? কেন?

ছাত্ররা ॥ আজকের দিনে তুমি সাজবে না? আজকের দিনে সাজবে না? সাজবে না?

মা ॥ আজ কী?

ছাত্ররা ॥ পনেরোই অগাস্ট উনিশ শ সাতচল্লিশ। সাজবে না?

মা ॥ হ্যাঁ সাজবো। কোনো একটা 'আজকের দিনে'। যেদিন থেকে খোকা আর মরবে না।

[শিক্ষকরা প্ল্যাটফর্মে]

শি-১ ॥ সে দিন আসছে।
শি-২ ॥ নদীতে বাঁধ, গ্রামে বিদ্যুৎ।
শি-৩ ॥ নতুন কলকারখানা।
মা ॥ খোকা মরছে। দুর্ভিক্ষ। দাঙ্গা।
শি-১ ॥ ও-সব শেষ।
শি-২ ॥ ও-সব ইতিহাস।
শি-৩ ॥ এখন ভবিষ্যৎ।
শিক্ষকরা ॥ চলো।
ছাত্ররা ॥ চলো।
মা ॥ কোথায়?
শিক্ষকরা ॥ এগিয়ে।
ছাত্ররা ॥ এগিয়ে।
শি-১ ॥ স্বাধীনতা।
শি-২ ॥ সমৃদ্ধি।
শি-৩ ॥ প্রগতি।
শিক্ষক-ছাত্র ॥ স্বাধীনতা। সমৃদ্ধি। প্রগতি।

[শিক্ষকরা মার্চ করে বেরিয়ে গেলো। ছাত্ররা মাকে ঘিরে মার্চ করে চলেছে।]

ছাত্ররা ॥ স্বাধীনতা। সমৃদ্ধি। প্রগতি।

[মার্চের তেজ কমে আসছে আস্তে আস্তে। শেষে ক্লান্ত পদক্ষেপ।]

স্বা-ধী-ন-তা। স-মৃ-দ্ধি। প্র-গ-তি। খাদি-নতা—খমৃদ্ধি—খগতি—খেতে দাও—খেতে দাও।

[ছাত্ররা মাটিতে পড়লো]

মা ॥ (ফিসফিস করে) খোকা মরছে।

[ছাত্রদের কাছে গিয়ে নাড়া দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করছে। সাড়া নেই, শুধু 'খেতে দাও'।]

খোকা মরছে! খোকা মরছে! (চিৎকার করে)
খোকা মরছে!

ছাত্ররা ॥ (নির্জীব কণ্ঠে) কে মারছে?
মা ॥ পুঁজি।
ছাত্ররা ॥ (বিড়বিড় করে) পুঁজি? পুঁজি। পুঁজি।

[মা আবার ছাত্রদের কাছে যাচ্ছে এক এক করে]

মা ॥ কে যেন বলেছিলো—

ছাত্র ॥ কী বলেছিলো?

মা ॥ কে যেন বলেছিলো—

ছাত্র ॥ কী বলেছিলো?

মা ॥ বলেছিলো—টাকা দুনিয়াতে এসেছে এক গালে রক্তের জন্মজড়ুল নিয়ে।

ছাত্ররা ॥ (বিড়বিড় করে) রক্তের জন্মজড়ুল—টাকা এসেছে—এক গালে—দুনিয়াতে—

মা ॥ আর একজন বলেছিলো—

ছাত্র ॥ কী বলেছিলো?

মা ॥ আর একজন বলেছিলো—

ছাত্ররা ॥ কী বলেছিলো?

মা ॥ বলেছিলো—তা যদি হয়ে থাকে, তবে পুঁজি দুনিয়াতে এসেছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত রক্ত আর পুঁজ মেখে!

ছাত্ররা ॥ রক্ত? পুঁজ?

[উঠতে শুরু করলো]

পুঁজ। রক্ত। রক্ত আর পুঁজ।

[কর্তা প্ল্যাটফর্মে]

মা ও ছাত্ররা ॥ পুঁজ। রক্ত। রক্ত আর পুঁজ।

কর্তা ॥ অ্যাই! কী হচ্ছে?

মা ও ছাত্ররা ॥ রক্ত। পুঁজ।

কর্তা ॥ পুঁজি। পুঁজি।

মা ও ছাত্ররা ॥ পুঁজি। পুঁজ। পুঁজি! পুঁজ।

[কর্তা লাফিয়ে নেমে এসে মাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে ফেললো]

কর্তা ॥ গেট আউট!

[প্ল্যাটফর্মে ফিরে প্রাণপণে ঘণ্টা বাজাতে লাগলো। ছাত্ররা আর মা দর্শকদের কাছে গিয়ে গিয়ে 'রক্ত আর পুঁজ' বলছে।]

টীচার্স! টীচার্স্! টীচার্স!

[শিক্ষকরা ছুটে এলো]

টীচার্স। টু ক্লাস!

[ওরা খাতা নিয়ে ক্লাসে ছুটলো]

অ্যাটেনশন! স্টার্ট!

['ওয়ান-টু' করে য়োলকলের পুতুলনাচ চালাতে লাগলো শিক্ষকরা। মা আর ছাত্ররা যা করছিলো, করে চলেছে।]

কর্তা ॥ গেট আউট! গেট আউট!

[কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না তার। দুঃস্বপ্নের মতো পা আটকে আছে প্ল্যাটফর্মে। ব্রিটানিয়া এসে সভয়ে দেখছে।]

ছুটি! বাড়ি যাও! গেট আউট!

[ছাত্ররা আর মা সারি বেঁধে শিক্ষকদের ঘিরেছে। ঠেলে নিয়ে আসছে। শিক্ষকরা রোলকল করতে করতে পিছু হটে এসে প্ল্যাটফর্মে ঠেকলো। একটা ঘণ্টাধ্বনি। ফ্রীজ। এবার সূত্রধারের কথা। একজন ছাত্র সূত্রধার হতে পারে।]

সূত্রধার ॥ ভারতবর্ষের ইতিহাস এই পর্যন্ত এগিয়ে গেলে ভালো হোতো। কিন্তু তা হয় নি। এখন যা আছে, তা হচ্ছে—

[আবার ঘণ্টাধ্বনি। ছাত্ররা মাটিতে পড়ে। শিক্ষকরা লোভার্ত ভঙ্গীতে আরো চাইছে।]

ছাত্ররা ॥ খেতে দাও। খেতে দাও।

শিক্ষকরা ॥ আরো দাও! আরো দাও! চাকরি। টাকা। খ্যাতি। ক্ষমতা। জিনিস। জিনিস। আরো দাও। আরো দাও।

[একটা ওয়াল্টজ্ সংগীতের সুর। কর্তা আর ব্রিটানিয়া নাচতে শুরু করলো। বিলিতি বলডান্স। দেখা গেলো—ব্রিটানিয়ার পিঠে একটা কাপড়ে ডলার চিহ্ন। আবাব ঘণ্টা। ফ্রীজ।]

— শেষ —

হট্টমালার ওপারে

মুখবন্ধ

শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী লীলা মজুমদারের যৌথ-ভাবে রচিত কিশোর উপন্যাস 'হট্টমালার দেশে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিলো 'সন্দেশ' পত্রিকায়। পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা হাতে এসেছিলো, মাঝখানে দু'একটি সংখ্যা বাদ, শেষটা একেবারেই পাই নি। এই অসম্পূর্ণ পাঠ 'হট্টমালার ওপারে' নাটকটির প্রেরণা।

নাটকটি 'শতাব্দী' নাট্যসংস্থা প্রথম অভিনয় করেন ১৯৭৭ সালের ২২শে জুলাই, তারপর আজ পর্যন্ত বহু অভিনয় হয়েছে কলকাতা ও বিভিন্ন স্থানে। পাণ্ডুলিপি থেকে আরো কয়েকটি নাট্যসংস্থা এ নাটক অভিনয় করেছেন ও করছেন। বলা বাহুল্য, এ নাটকের অভিনয় অঙ্গনমঞ্চে ও মুক্তমঞ্চেই হয়েছে, প্রচলিত প্রোসিনিয়ম মঞ্চে নয়; তাই হবার কথা।

নাটকটিকে প্রয়োজনে স্ত্রীচরিত্রবর্জিত করা যায় অল্প আয়াসে। অভিনেতার সংখ্যাও একটি সীমার ভিতরে কম-বেশি হতে পারে। শেষ গানটি আমার 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী' নাটকের শেষ গানের একটি অংশ, সুর ভাটিয়ালী।

নাটকটি প্রকাশ করবার অনুমতি দেবার জন্যে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীমতী লীলা মজুমদারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

[কুকুরের ডাক, হৈ হৈ চিৎকার, "চোর চোর ধর ধর" শব্দ! দুই চোর, কেনারাম আর বেচারাম উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পালাচ্ছে। লুকোলো এক কোণে। চারজন গ্রামবাসী তাড়া করে এলো।]

এক ॥ কোনদিকে গেলো বল্‌ তো?

দুই ॥ এই দিকেই তো এলো!

তিন ॥ ঠিক দেখেছিস?

চার ॥ ঐ দিকটায় গেছে বোধ হয়।

এক ॥ না না, এইদিকে—

দুই ॥ ধ্যাৎ! দেখলাম ওদিকে যেতে—

তিন ॥ (দেখে ফেলেছে) না না, ঐ তো ঐ তো!

[ওরা ধরবার চেষ্টায় আছাড় খেয়ে পড়লো, কিন্তু কেনা বেচা পিছলে পালিয়ে গেলো। ওরা "চোর চোর" বলে তাড়া করে গেলো, তারপর এক কোণে গোরু হয়ে বসলো, যেন গোয়ালঘর। কেনা বেচা অন্য দিক দিয়ে ছুটে ঢুকলো আবার।]

বেচা ॥ ও দাদা, এবার কোথায় যাই?

কেনা ॥ ঐ গোয়ালঘরটায় ঢুকে পড়।

[গোরুদের মধ্যে লুকোলো]

বেচা ॥ বললাম তখন—জমিদারবাড়িতে সিঁদ কাটতে যেও না।

কেনা ॥ (খিঁচিয়ে) না তো কি সিঁদ কাটবো দুখিরাম বাগ্‌দির চালাঘরে?

বেচা ॥ তাই বলে ওরকম ডালকুত্তার আখড়ায়—

কেনা ॥ জমিদার ডালকুত্তা পুষেছে আমি জানতাম? তুই জানতিস?

বেচা ॥ (অল্প পরে) ও দাদা, ভীষণ মশা যে!

কেনা ॥ তা গোয়ালঘরে মশা হবে না তো কি পরীরা উড়বে?

বেচা ॥ বড্ডো কামড়াচ্ছে যে!

কেনা ॥ তো মশারি খাটা! না তো তুই উল্টে কামড়া!

বেচা ॥ চটছো কেন দাদা?

কেনা ॥ আমার পিত্তির ধাত আছে, জানিস না?

বেচা ॥ উঃ, বাবা রে!

[ঠাস করে মশা মারলো। গোরুগুলো উঠে হাম্বা হাম্বা করতে লাগলো।]

কেনা ॥ দিলি তো শালা সব ডুবিয়ে! হেই হেই, চুপ।

[একটি বৌ—'পাঁচ'—এলো, যেন আলো হাতে]

পাঁচ ॥ মরণদশা! মাঝরাত্তিরে গোরুগুলো কী রকম হাম্বা হাম্বা কত্তিছে দেখো! হেই, হেই—

[ওদের দেখে চোখ ছানাবড়া]

চো-চো-চো-চ্চো—র চোর!

[ওরা লাফিয়ে উঠে বেবিয়ে ছুটে পালালো, লুকোলো এক কোণে। চারজন "চোর চোর" বলতে বলতে ছুটে এসে ঢুকলো, গোল হয়ে ঘুরতে লাগলো। ইতিমধ্যে 'পাঁচ' চলে গেছে। বেচা আর কেনা পালা করে ওদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে "চোর চোর" বলে একটু ঘুরে এক ধার দিয়ে পালিয়ে গেলো। ওরা থেমে একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার "চোর চোর" বলতে বলতে বেরিয়ে গেলো। কেনা বেচা ছুটে ঢুকলো অন্যদিক দিয়ে।]

বেচা ॥ কোনদিকে যাবো দাদা?

কেনা ॥ ঐ দিকে!

বেচা ॥ ও দিকে তো নদী!

কেনা ॥ নদীতেই ঝাঁপাবো।

বেচা ॥ ক্ষেপেছো? দারুণ স্রোত!

কেনা ॥ উপায় নেই। গা ভাসিয়ে ওপারে উঠবো।

বেচা ॥ কিন্তু—

কেনা ॥ বকিস নে, দম বাঁচা, ছোট্!

[ওরা ছুটতে ছুটতেই কথা বলছিলো। এখন যেন নদীতে পৌঁছে ঝাঁপ দিলো। সাঁতারের ভঙ্গী। চারজন "চোর চোর" বলতে বলতে ছুটে এসে নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে গেলো।]

এক ॥ হেই, গেলো গেলো গেলো গেলো—দেখেছো?

দুই ॥ শেষে নদীতে ঝাঁপ দিলো?

তিন ॥ হুই যাচ্ছে হুই! হুই ডুবে গেলো!

চার ॥ হুই আবার উঠেছে, হু—ই!

এক ॥ ডুবে যাবে, আর রক্ষে নেই!

দুই ॥ এর থেকে বাবা দু'বছর জেল খাটলেই পারতিস!

তিন ॥ চোরের জান এমনি করেই যায়!

চার ॥ যাই বলো, বড়ো নিখুঁত সিঁদ কাটতো কিন্তু, দু'টোতেই।

তিন ॥ হ্যাঁ, অমন সিঁদেল এ তল্লাটে আর পাবে না।

এক ॥ হাজার হোক, আমাদের এই হাটুয়া গ্রামের ছেলে তো!

দুই ॥ নাও এবার হরি হরি বলে বাড়ি চলো।

[ওরা "হরিবোল হরি" বলতে বলতে ফিরলো। তারপর মুখোমুখি দুই সারিতে হাঁটু গেড়ে বসে নদী হোলো, ঢেউয়ের মতো দুই বাহু দুলিয়ে। আরো তিনজন এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নদীতে। কেনা বেচা হাবুডুবু খাচ্ছে।]

বেচা ॥ দাদা, আছো?

কেনা ॥ আছি এখনো গ্ গ্ গ্—

[ডুবলো]

বেচা ॥ আমি আর বেশিক্ষণ গ্ গ্ গ্—

[ডুবলো]

কেনা ॥ (যেন ভেসে উঠে) ওরে বেচা—

বেচা ॥ (ভেসে উঠে) দাদা জজ্জল—জল—

কেনা ॥ হ্যাঁ জানি, আমিও ভিজে গেছি!

বেচা ॥ না না ভেজা নয়! জল খাচ্ছি—ক্রমাগত—

কেনা ॥ তাই নাকি? আমি তো আইস্—আইস্কিরিম্ খাচ্ছি!

বেচা ॥ দাদা গেগ্গেলাম গ্ গ্ গ্—

[ডুবলো]

কেনা ॥ বললে না পেত্যয় যাবি, আমিও গেলাম গ্ গ্ গ্—

[ডুবলো। দু'জনে তলিয়ে তলিয়ে অবশেষে যেন নিচে পৌঁছে শুয়ে পড়লো। কোরাসের সাতজন উঠে দাঁড়িয়ে ওদের ঘিরে গাছ হোলো। মুখে পাখির ডাক। কেনারাম চোখ মেললো প্রথম।]

আমি কোথায়? (উঠে বসে) কেউ নেই! আমি কোথায়—কে বলে দেবে তাইলে? দূর শালা, সিনেমাতে যা দেখায়—সব মিছে কথা! (বেচাকে দেখে) আরে, এই তো বেচারাম। (ঠেলে) বেচা! হেই বেচু! হেই দেখো, মরে গেলো না কি?

বেচা ॥ (চোখ খুলে) আমি কোথায়?

কেনা ॥ (ভেংচে) আমি কোথায়! সিনেমা পেয়েছিস?

বেচা ॥ (উঠে) দাদা তুমি! অ্যাঁ? কেনারাম দাদা?

কেনা ॥ উঁহু, আমি বরুণরাজদাদা!

বেচা ॥ (চারিদিকে তাকিয়ে) কিন্তু—আমি কোথায়?

কেনা ॥ সে কথা সিনেমাওয়ালাদের জিজ্ঞেস কর গে যা!

বেচা ॥ সিনেমা? ঐ সব নদী, গোয়ালঘর, ডালকুত্তা—সব কি সিনেমায় দেখলাম না কি?

[কেনারাম ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখছে]

কেনা ॥ আহা, তাই যদি হোতো রে।

বেচা ॥ কিন্তু—এ তো কিছুই চিনতে পারছি না। আমরা কোথায়?

কেনা ॥ (জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে) এক। দুই। তিন। চার। পাঁচ—

বেচা ॥ ও কী করছো দাদা?

কেনা ॥ গুণছি। ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, এগারো—

বেচা ॥ গুণছো? কী গুণছো?

কেনা ॥ কিছু না, শুধু গুণছি। বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো—

বেচা ॥ কেন?

কেনা ॥ (দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে) আমার গুরু বলতো—যখন রাগে জ্ঞান হারাবি, তখন খুনখারাবি করবার আগে একশো পর্যন্ত একবার আস্তে আস্তে গুণবি। (ঝড়ের বেগে) সতেরো-আঠারো-উনিশ-কুড়ি—

বেচা ॥ ও, তুমি রেগে গেছো দাদা?

কেনা ॥ তেইশ-চব্বিশ-পঁচিশ—

বেচা ॥ কার ওপর?

কেনা ॥ আঠাশ-তিরিশ-বত্রিশ-ছত্রিশ—

বেচা ॥ (হঠাৎ একদিকে চেয়ে) দাদা, দেখো দেখো!

কেনা ॥ (দাঁড়িয়ে গিয়ে) কী?

বেচা ॥ ধোঁয়া!

কেনা ॥ ধোঁয়া!

বেচা ॥ ঐ যে—হুই ধূ-ধূর কাছে।

কেনা ॥ ধোঁয়া থাকলেই আগুন থাকে, শাস্তরে বলেছে।

বেচা ॥ চিম্‌নির ধোঁয়া, বোধ হয় চালকল আছে।

কেনা ॥ বেটা গেঁয়ো ভূত! চালকল ছাড়া কারখানা হয় না?

বেচা ॥ ওটা তাহলে শহর বলছো?

কেনা ॥ নিয্যস্! কমপক্ষে রেল-ইস্টিশান তো হবেই। ভালোই হোলো, শহরেই যাবো এবার। এ শালা গাঁয়ে ছিঁচকে চুরি করে পোষায় না আর।

বেচা ॥ কিন্তু শহরে তো মেলা পুলিস-দারোগা শুনেছি!

কেনা ॥ তুই পুলিসের বাবা হবি, আমি জ্যাঠামশাই। নে, মেলা ফ্যাচফ্যাচ না করে হাঁট্ দিকি!

[ওরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলো, গাছগুলি চারিপাশে ঘুরে যেতে লাগলো, যেন ওরাই স্থান পরিবর্তন করছে হেঁটে।]

বেচা॥ দাদা দেখেছো? ক্ষেত-খামার কিছু নেই, অথচ জঙ্গলও নয়। যেন বাগান সাজিয়ে রেখেছে।

কেনা॥ যা যাঃ! এতো বড়ো বাগান সাজাবে, অমন জমিদার আমাদের তল্লাটে আছে নাকি?

বেচা॥ এটা বোধ হয় আমাদের তল্লাট নয় দাদা। কিছুই চেনা যাচ্ছে না। ঐ গাছটা দেখেছো? আমি তো অমন গাছ বাপের জন্মে দেখি নি।

কেনা॥ আরে ওটা তো ইয়ে গাছ, ঐ কী বলে? ও আমি দেখেছি, অনেক!

বেচা॥ আর ঐটা? ঐ যে চিলু চিলু পাতা?

কেনা॥ নে নে, পেকিতি বন্নন্ ছেড়ে একটু পা চালা দেখি!

বেচা॥ পা যে আর চলছে না দাদা, বড্ডো তেষ্টা পেয়েছে।

কেনা॥ নদীর অতো জল খেলি, আবার তেষ্টা?

['চার' গাছের দল থেকে বেরিয়ে আসছে]

বেচা॥ ও দাদা, কে যেন আসছে!

কেনা॥ আসছে তো কী হয়েছে? এখানে আমাদেব কে চেনে?

['চার' কাছে এসে গেছে]

ইয়ে, শোনো ভাই। এখানে খাবার জল পাওয়া যাবে কোথাও?

চার॥ জলের কল শহরে পাবে। এখানে ভালো জলের একটু অসুবিধে, তবে একটু এগোলে ডাব পাবে।

বেচা॥ ডাব?

চার॥ হ্যাঁ, খুব মিষ্টি জল। এগিয়ে যাও।

['চার চলে গেলো। আবার গাছ হোলো।]

কেনা॥ জল খুঁজলাম, শালা ডাব দেখিয়ে দিলো!

বেচা॥ মাইরি! ট্যাকে নেই ফুটো পয়সা!

[কোরাসের সবাই মুখে একটা বাজনার শব্দ করলো—দৃশ্য-পরিবর্তনের ইঙ্গিত। গাছগুলি দাঁড়িয়ে গেছে। 'পাঁচ' বুড়ি হয়ে একটা গাছের নিচে বসেছে।]

পাঁচ॥ ডাব খাবে বাবা? খুব মিষ্টি জল।

কেনা॥ কতো করে?

বেচা॥ সে কী দাদা?

কেনা॥ আঃ থাম্ না! ডাব কতো করে বুড়ি-মা?

পাঁচ॥ (হেসে) কতো করে কী আবার? যতো খেতে পারবে, ততো করে পাবে।

[ডাব কাটার ভঙ্গী]

বেচা ॥ হাঁ হাঁ করো কী করো কী—

পাঁচ ॥ কেন, কাটছি তো!

[কেনাকে ডাব দিলো]

বেচা ॥ না, মানে—

পাঁচ ॥ এই নাও। (বেচাকেও দিলো) খোলাটা ঐ গর্তে ফেলো।

[দু'জনে ডাব খেলো]

কেনা ॥ (গম্ভীরভাবে) কতো হোলো?

পাঁচ ॥ কতো কী হোলো?

কেনা ॥ যাক গে, তোমার সঙ্গে আর কী দর করবো। বেচা, ব্যাগটা দে তো।

বেচা ॥ (ঘাবড়ে) ব্যাগ?

কেনা ॥ বললাম যে পৈ-পৈ করে—তাকের ওপর আছে, নিয়ে আয়। (চোখ টিপে) ভুলে গেছিস তো?

বেচা ॥ (বুঝে) হ্যাঁ দাদা, একদম ভুলে গেছি!

কেনা ॥ নে! ডাব-টাব খেয়ে—কী করি এখন?

বেচা ॥ তাই তো!

কেনা ॥ ঠিক আছে। কাল তো আবার আসবো এই পথেই, তখন দিয়ে দেবো বুড়ি-মা।

পাঁচ ॥ কী দেবে?

বেচা ॥ ঐ—দামটা!

পাঁচ ॥ কী 'দাম'?

কেনা ॥ সে তুমি যা বলবে, দরাদরি নেই।

বেচা ॥ দরাদরি নেই।

কেনা ॥ বেচু পা চালা, দেরি হয়ে গেছে।

[দু'জনে হাঁটা দিলো]

পাঁচ ॥ 'দাম'? না কি 'আম' বললো? না 'জাম'? কী যে বলে গেলো?

[বাজনা। শহর তৈরি হোলো—বাড়ি বাগান ফোয়ার ফটক। ওরা ঢুকলো শহরে।]

বেচা ॥ উরিব্বাস! কী বড়ো বড়ো বাড়ি! বাগান! ফোয়ারা! পাকা রাস্তা! সব ঝকঝক তকতক করছে! এ কোথায় এলাম গো দাদা? কলকাতা?

কেনা ॥ তোর মাথা! কলকাতা অতো সোজা কি না? আমাদের হাটুয়া গ্রাম থেকে মহকুমা, তারপর হোলোগে সদর, সদর থেকে তবে কলকাতা! সে তোর

আমার মতো সিঁদেল চোরের কম্মো নয়। খুনে ডাকাত বা উঁচু দরের জালিয়াত বা চারশো-বিশ না হলে কলকাতার কয়েদে পাঠায় না, বুঝলি?

বেচা ॥ কিন্তু এতো বড়ো শহর?

কেনা ॥ কলকাতা এর থেকে অনেক বড়ো! তা ছাড়া কলকাতায় টেরাম্ গাড়ি আছে। এখানে দেখছিস কিছু সে রকম?

বেচা ॥ টেরাম্ গাড়ি কী?

কেনা ॥ সে একরকম গাড়ি, রেলগাড়ির মতো, কিন্তু ধোঁয়া-আগুনের ব্যাপার নেই।

বেচা ॥ তুমি দেখেছো?

কেনা ॥ আমার, ইয়ে—পিসেমশাইয়ের গুরুদেব দেখেছিলো।

বেচা ॥ তাই বলো!

কেনা ॥ (রেগে) বলি এটা যদি কলকাতা হবে, তবে পুলিস-পাহারাওলা কই? কলকাতার মোড়ে মোড়ে পুলিস, জানিস?

বেচা ॥ তা বটে। কিন্তু কলকাতা না হলেও, এতো বড়ো শহর, একটাও পুলিস নেই?

কেনা ॥ সব টিকটিকি বোধ হয়, সাদা পোশাকে ঘুরছে। এখানে সব উঁচু জাতের চোর, তাই পুলিসও টিকটিকি ছাড়া নেই।

বেচা ॥ তবে তো এখেনে আমাদের সুবিধে হবে না দাদা?

কেনা ॥ দাঁড়া, কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

[‘তিন’ আর ‘চার’ আসছে, যেন পথচারী]

এই যে ভাই, থানাটা কোন দিকে বলতে পারো?

তিন ॥ থানা? থানা বলে কোনো জায়গা তো—তুমি চেনো?

চার ॥ উঁহু।

কেনা ॥ জায়গা নয়! থানা, থানা, ফাঁড়ি।

চার ॥ হাঁড়ি?

কেনা ॥ কী জ্বালা! আচ্ছা, জেলখানাটা কোন দিকে জানো?

তিন ॥ ওঃ খানা? তাই বলো, খাবে! এই সোজা গিয়ে বাঁ-হাতে মোড় ঘুরেই ভোজনালয়।

[ওরা চলে গেলো]

কেনা ॥ এ কোন্ আহাম্মকের দেশে এলাম রে?—কী হোলো, দাঁড়িয়ে গেলি কেন?

বেচা ॥ ভাবছি।

কেনা ॥ ভাবছিস? তুই! কী দিয়ে?

বেচা ॥ ভাবছি—চোখে অন্ধকার দেখছি কেন? বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে।

কেন ॥ ক্ষিদে? হুঁ, কথাটা ভুল বলিস নি। সেই কাল সন্ধেরাত্তিরে দুটো পান্তাভাত খেয়েছি, তারপর ঐ দৌড়ঝাঁপ। চল দেখি, ভোজনালয় কোনখানে।

বেচা ॥ পয়সা?

কেনা ॥ দেখি ঐ ডাব খাবার মতো যদি কিছু করা যায়।

বেচা ॥ হ্যাঁ, সব তোমার ঐ রকম বোকা বুড়ি বসে আছে কি না!

কেনা ॥ চল্ না!

[চলে গেলো। বাজনা। ভোজনালয়, কয়েকজন খাচ্ছে। 'চার' আর 'পাঁচ' পরিবেশন করছে। 'এক' তদারক করছে। কেনা বেচা এলো।]

বেচা ॥ দাদা, গন্ধ দেখেছো? কী চাল গো?

কেনা ॥ বাসমতি।

বেচা ॥ কী করে জানলে? খেয়েছো কোনোদিন?

কেনা ॥ শুঁকেছি। অনেক।

বেচা ॥ মুড়ো দিয়ে ডাল। তরকারিটা বোধ হয় এঁচোড়, না?

কেনা ॥ কাঁচকলাও হতে পারে। বাসনগুলো দেখেছিস? সব এস্টেনলেস্ ইস্টিল। এক একটা থালা পঁচিশ টাকার কম হবে না।

বেচা ॥ রুই মাছের ঝোল! এরকম খেতে কতো পড়ে দাদা?

কেনা ॥ কে জানে? গোটা দশেক থালা আর খান কুড়ি গেলাস যদি ঝাড়া যায়—

বেচা ॥ দাদা—ছুঁচো!

কেনা ॥ (রেগে) কী বললি?

বেচা ॥ পেটে! ডন দিচ্ছে! বৈঠক! পালোয়ান ছুঁচো।

কেনা ॥ হুঁ। চল্ বসে পড়ি।

বেচা ॥ কিন্তু—

কেনা ॥ ধ্যাৎ, আয় না! (দু'জনে বসলো) কই ভাই, দেখি—এদিকে দু'টো।

[পরিবেশন। ওরা গোগ্রাসে খাচ্ছে।]

বেচা ॥ এঁচোড়! বললাম তখন!

কেনা ॥ হুঁ।

বেচা ॥ দাদা, দেখো দেখো—ঔদিকে দৈ মিষ্টি দিচ্ছে। আমরা খাবো?

কেনা ॥ যা দিচ্ছে, খেয়ে যা না!

বেচা ॥ তারপর?

কেনা ॥ তারপর—তারপর—ঐ লোকটা বোধ হয় মালিক, না? ঐ যে, খবরদারি করছে?

বেচা ॥ উঁহু। ঐ তো দু'জন বেরিয়ে গেলো, দাম চাইলো না তো লোকটা?

কেনা ॥ ওরা বাঁধা খদ্দের, মাসকাবারি বন্দোবস্ত।

['এক' এদিকে এলো]

এক ॥ কী গো, তোমাদের নতুন দেখছি? রান্না কেমন লাগছে?

বেচা ॥ হুঁ হুঁ—

কেনা ॥ উম্—মন্দ না—

এক ॥ ওহে, দৈ দিয়ে যাও এখানে!

বেচা ॥ ইয়ে মানে—দৈ?

এক ॥ কেন, দৈ খাও না? না কি ঠাণ্ডা লেগেছে?

কেনা ॥ না না, দিক না।

[পরিবেশন। 'এক' অন্যদিকে গেছে। ওরা খেয়ে উঠে মুখ ধুলো।]

অন্য দিকে ফিরে আছে। আর সবাই যেমন ভাবে বেরোচ্ছে, অমনি চল্ বেরিয়ে পড়ি সুট করে।

[ওরা বেরোবার আগেই 'এক' এগিয়ে এলো। যেখানে দাঁড়িয়েছে তাতে ওদের বেরোবার পথ আটকা।]

এক ॥ কী গো, পেট ভরেছে তো?

কেনা ॥ অ্যাঁ? হ্যাঁ, বেজায়—

বেচা ॥ কাল জল খেয়ে এতো ভরে নি—

কেনা ॥ ইয়ে, মশলা আছে?

এক ॥ ঐ তো, সামনে।

কেনা ॥ ও হ্যাঁ, তা ইয়ে—দোকানটা তোমার?

এক ॥ দোকান?

কেনা ॥ এই যে ভোজনালয়। এটা কার?

এক ॥ সবার! যে খায় তার।

কেনা ॥ বাব্বা, তুমি দেখছি বেশ উঁচুদরের কারবারি। বুঝলাম—তুমিই মালিক।

এক ॥ মালিক না, মল্লিক। শশধর মল্লিক আমার নাম।

কেনা ॥ ও! তা মল্লিকদাদা, তোমার হোটেলের খাওয়া-দাওয়া আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে—

বেচা ॥ বেশ পছন্দ—

কেনা ॥ ভাবছি—এখানেই রোজ খাবো।

এক ॥ তা বেশ তো। তোমরা বুঝি এ পাড়ায় নতুন এলে?

কেনা ॥ হ্যাঁ নতুনই—

বেচা ॥ মানে, খুবই নতুন—

এক ॥ তা এসো, জায়গা এখনো খালি আছে। তোমাদের নাম দু'টো বলো ভাই, খাতায় লিখে রাখি।

কেনা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই রাখো, মাসকাবারে একসঙ্গে দিয়ে দেবো।

এক ॥ কী দিয়ে দেবে?

বেচা ॥ ঐ যতো হয়! লিখে রাখো—বেচারাম কেনারাম।

[প্রতি কথার শেষে দু'জনেরই পাশ কাটিয়ে বেরোবার চেষ্টা]

কেনা ॥ আচ্ছা চলি, ওবেলা আসবো—

এক ॥ আটটা থেকে দশটার মধ্যে কিন্তু, দশটায় বন্ধ হয়।

বেচা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—

এক ॥ চত্বরের বড়ো ভোজনালয় অবশ্য খোলা থাকে সারারাত।

কেনা ॥ না না, দশটার মধ্যেই আসবো। চল্ বেচা—

[দু'জনে সরে পড়লো। বাজনা। অন্যরা বাগান সাজালো। কেনা-বেচা অন্যদিক দিয়ে ঢুকলো।]

বেচা ॥ সবাই দেখি ঐ বোকা বুড়ির মতো হাবা! এদের ব্যবসা চলে কী করে দাদা?

কেনা ॥ মনে হচ্ছে টিকটিকিগুলো খুব সেয়ানা। দেখ্ তো রে, পেছনে কেউ আছে?

বেচা ॥ দেখছি না তো কাউকে?

কেনা ॥ যাক, একটা খ্যাঁট অন্তত বিনি পয়সায় ভালোই হোলো, রাত্তিরটা কিছু না পেলেও চলে যাবে। কাল থেকে আর ভাবনা নেই।

বেচা ॥ ভাবনা নেই? ফের ওই ভোজনালয়ে যাবে নাকি?

কেনা ॥ যাবো। আজ মাঝ রাত্তিরে।

বেচা ॥ মাঝ রাত্তিরে? দশটায় যে বন্ধ হয়ে যায়?

কেনা ॥ বেটার বুদ্ধি যদি কোনোদিন পাকে। বন্ধ না হলে গিয়ে কী করবো?

বেচা ॥ ও বুঝেছি! সিঁদ দেবে!

কেনা ॥ কাঠিটা আছে কোমরে? না নদীতে বিসজ্জন দিয়েছিস?

বেচা ॥ না না, আছে।

কেনা ॥ ঠিক আছে। চল ঐ বাগানটায় শুয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক। তারপর শহরটা ঘুরে দেখা যাবে।

[বাগানে শুলো। বাজনা। কয়েকজন ফলের দোকান সাজালো। একজন—'এক'—তদারক করছে। কেনা বেচা শহর ঘুরছে।]

বেচা ॥ দাদা, শহর ঘুরে ঘুরে আবার ক্ষিদে পেয়ে গেলো যে?

কেনা ॥ খাবি খাবি। বাসনগুলো সরাই, কাল থেকে চার বেলা খাবি।

বেচা ॥ দাদা, দেখো!

কেনা ॥ কী?

বেচা ॥ কলা। আম। কমলা! বাবা, এই অসময়ে কমলা?

কেনা ॥ ফলের বাজার মনে হচ্ছে।

বেচা ॥ হ্যাঁ, কিন্তু দোকানিগুলো গেলো কোথায়?

কেনা ॥ ঐ যে একটা লোক, নজর রাখছে।

বেচা ॥ দাদা, এই দিকটা ফাঁকা আছে। নেবো না কি এক ছড়া কলা তুলে?

কেনা ॥ সাবধানে নিস। ওই লোকটাই বোধ হয় টিকটিকি পুলিস।

[বেচা দু'পা এগিয়েছিলো, পিছিয়ে এলো]

বেচা ॥ পুলিস? তাহলে কাজ নেই দাদা।

কেনা ॥ ধ্যাৎ, ভিতু কোথাকার। সর্, আমি নিচ্ছি।

[যেই তুলেছে, 'এক' ফিরে এলো। কেনা কলা রেখে দিলো আবার।]

এক ॥ নাও না! খুব ভালো কলা, দক্ষিণের বাগানের।

কেনা ॥ নাঃ, কলা সুবিধের মনে হচ্ছে না।

এক ॥ কী বলছো? খাও একটা, খেয়ে বলো!

[কেনাকে কলা দিলো]

তুমি খেয়ে দেখো।

[বেচাকে দিলো]

কী, কেমন লাগছে?

বেচা ॥ খু-উ-ব ভা—

কেনা ॥ (গোপনে বেচার পায়ে লাথি মেরে) একটা খেয়ে ঠিক বোঝা গেলো না।

এক ॥ তো খাও না, আর একটা খাও।

বেচা ॥ আমিও আর একটা খাবো?

এক ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, খাও না!

[ওরা খাচ্ছে]

এ শহরের সেরা কলা হোলো দক্ষিণের বাগানের। কী, বলো? ঠিক বলেছি কি না?

কেনা ॥ উম্—আম্—ইয়ে, এক ডজন কতো?

এক ॥ এক ডজন নেবে? এই নাও, এই ছড়াটা। দু'চারটে বেশিই আছে।

[কলা দিলো। 'সাত' এলো।]

সাত ॥ ও দাদা, লিচু আছে লিচু?

এক ॥ আছে, ঐ ভেতর দিকটায়। আচ্ছা চলো, দেখিয়ে দিই।

[দু'জনে গেলো ওদিকে]

কেনা ॥ চল্, এই বেলা কাটি।

[এগোতেই 'এক' ফিরে এলো, হাতে যেন প্রকাণ্ড এক কাঁঠাল]

এক ॥ ও ভাই শোনো।

বেচা ॥ দাদা গেছি!

এক ॥ শোনো, তোমরা ঐ দিকে যাচ্ছো?

কেনা ॥ হ্যাঁ না মানে, হ্যাঁ ওদিকেই—

এক ॥ ঐ সামনের মোড়টায় একটা ডাক্তারখানা আছে জানো তো? এই কাঁঠালটা ভাই দিয়ে দেবে একটু? ডাক্তারবাবু খুঁজে গেছলেন, তখনো আসে নি।

[বেচার হাতে কাঁঠাল গছিয়ে ফিরে গেলো। বাজনা। ডাক্তারখানা, ডাক্তারবাবু রোগী দেখছেন।]

বেচা ॥ কী হচ্ছে দাদা, কিছুই বুঝতে পারছি নে। এখানে সবই কি খয়রাতি না কি?

কেনা ॥ বোধ হয় আমাদের আর কেউ ভেবেছে ভুল করে।

বেচা ॥ তবে আর দাঁড়িও না দাদা। ধরতে পারলে অ্যাসান প্যাঁদান প্যাঁদাবে!

কেনা ॥ হ্যাঁ চল্।

[ওরা হাঁটলো। বেচা ডাক্তারখানার দরজায় থেমে গেলো।]

কীরে, দাঁড়িয়ে গেলি কেন?

বেচা ॥ এই তো ডাক্তারখানা। কাঁঠালটা দেবে না?

[কেনা ওকে টেনে নিয়ে গেলো]

কেনা ॥ শালা উজবুকের দেশে এসে তুইও উজবুক হয়ে গেলি? এমন খাজা কাঁঠাল—মাগনা দিয়ে দেবো? মামদোবাজি? চল্!

[বাজনা। কোরাসের সবাই দল বেঁধে নাচছে, গাইছে। কেনা বেচা তার মধ্যে ঘুরছে, বোকা হাসছে। তারপর সবাই বেরিয়ে গেলো, 'পাঁচ' আর 'ছয়' রয়ে গেলো ভোজনালয়ের দরজা হয়ে।]

বাব্বা, এ পোড়া শহরের মানুষগুলো যেন ঘুমোতে জানে না। এখানে গান, ওখানে বাজনা, হাসি, হট্টগোল—

বেচা ॥ সবাই বেশ ফুর্তিতে আছে বলে মনে হয়।

কেনা ॥ ঐ পেছনের গলিটায় চল্।

['পাঁচ' আর 'ছয়' পিছিয়ে গিয়ে পিছনের দেওয়াল হোলো বসে। কেনা বেচা গেলো সেখানে।]

কেনা ॥ এইটাই ভালো জায়গা। নে, লাগা।

[দুজনে কোমর থেকে সিঁদকাঠি বার কবে কাজে লেগে গেলো। 'পাঁচ' আর 'ছয়' বাহুর ভঙ্গীতে গর্ত তৈরি হওয়া দেখাচ্ছে।]

গাঁথনি বেশি পোক্ত নয়। কাঠি চলছে ভালো।

বেচা ॥ হ্যাঁ।

[দু'জনে গুণগুণ করে বেসুরো গান ধরলো]

কেনা-বেচা ॥ (গান)

রাম নাম বলো ভাই, সিঁদ কেটে চলো ভাই,
ফুটো হলে দেয়ালে, ঢোকো খুশ খেয়ালে।
মালকড়ি সেঁটে নাও, নিরিবিলি ভেগে যাও।

কেনা ॥ আর ক'টা খোঁচা দিলেই কাজ হাঁসিল। তুই ততোক্ষণ একবার ওদিকটা ঘুরে দেখে আয়, কেউ কোথাও জেগে আছে কি না।

[বেচা উঠতেই 'পাঁচ' 'ছয়' উঠে এসে আবার দরজা হোলো। কেনা স্থির হয়ে আছে সিঁদ কাটাব ভঙ্গীতে। বেচা দরজার কাছে এসে চমকে গেলো। সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখলো একবার। তারপর ফিরে এলো তাড়াতাড়ি। দরজা আবার পিছিয়ে দেওয়ালের গর্ত হোলো।]

ব্যস খতম! পা বাড়িয়ে দেখ্ দিকি বেচা?

বেচা ॥ পা বাড়াবে কী? ওদিকে সদর দরজা—সদর দরজা—

কেনা ॥ (উঠে) কী কী কী হয়েছে?

বেচা ॥ সদর দরজা একেবারে হাট করে খোলা!

কেনা ॥ সে কী রে? তার মানে কেউ বেরিয়েছে নিয্যস্!

বেচা ॥ খানিকক্ষণ দাঁড়ালাম। কেউ কোথাও নেই। শেষে ঘাপটি মেরে উঁকিও মারলাম। সব নিঃঝুম!

কেনা ॥ ফাঁদ পেতেছে না কি?

বেচা ॥ হতে পারে! পুলিস যখন সবই টিকটিকি!

কেনা ॥ চল্ দেখি! সাবধানে আয়।

[দু'জনে সন্তর্পণে এগোচ্ছে। এর মধ্যে 'দুই' এসেছে অন্য দিক দিয়ে। গর্তটা দেখে দাঁড়িয়ে গেলো। ওদেরও দেখলো।]

দুই ॥ বাঃ! এমন নিটোল ফুটো এইরকম পাকা দেওয়ালে, কী দিয়ে করলে ভাই?

[ওদের অবস্থা কাহিল]

ঐ সামান্য জিনিসটা দিয়ে?

[ওরা তাড়াতাড়ি সিঁদকাঠি পিছনে লুকোলো]

বাঃ বাঃ! হাতের কেরদানি তো খুব? কিন্তু এ আবার কী খেলা ভাই? রাত দুপুরে দেওয়ালে ফুটো?

[ওরা চুপ]

সত্যি ভাই, কী করছিলে বলো তো?

কেনা ॥ (তিক্তস্বরে) কী আবার করবো? তোমাদের দেওয়াল কেমন মজবুত, তাই দেখছিলাম।

দুই ॥ (সরল বিশ্বাসে) ও, তাই তো বটে। তোমরা স্থাপত্য-বিশারদ।

কেনা-বেচা ॥ কী?

দুই ॥ তোমরা তো বাড়িঘর কেমন মজবুত তার তদারক করে বেড়াও, তাই না?

কেনা ॥ দেখো, ফটকে দেবে তো দাও। এ গালাগাল-ঠাট্টা আর সহ্য হচ্ছে না!

দুই ॥ গালাগাল? ঠাট্টা? সে কী?

কেনা ॥ হাতেনাতে ধরেছো, যা করবার করো—চুকে যাক।

বেচা ॥ হ্যাঁ, ধরা তো কালকেই পড়েছিলাম প্রায়, না হয় আজকেই হোলো।

দুই ॥ কী ধরার কথা বলছো, কিছু বুঝতে পারছি না।

কেনা ॥ আরশোলা ধরা! তোমরা সব টিকটিকি তো, বুঝিনি ভেবেছো?

দুই ॥ টিকটিকি বলছো কেন ভাই? ওটা কেমন খারাপ শোনাচ্ছে, যেন গালাগাল দিচ্ছো।

কেনা ॥ আহা! আর তুমি যে আমাদের 'আপত্তি-বিষদাঁত' বললে? সেটা বুঝি খুব ভালো শোনালো?

[এর মধ্যে আরো দু'জন এসে জুটেছে—'তিন' আর 'চার']

চার ॥ কী হয়েছে ভাই?

তিন ॥ এই গর্তটা কি এরা করেছে?

দুই ॥ হ্যাঁ, ঐ দু'টো ছোট্ট যন্তর দিয়ে। চমৎকার হয় নি?

চার ॥ কিন্তু মাঝরাতে দেওয়ালে গর্ত কেন?

কেনা ॥ (চিৎকার করে) ঠাট্টা হচ্ছে? ভারি একদিন হাতে নাতে ধরে ফেলেছো বলে ঠাট্টা হচ্ছে?

বেচা ॥ হ্যাঁ, যা করতে হয় করো না? ও সব ধোলাই কয়েদ সব জানা আছে আমাদের!

দুই ॥ কী হোলো, অতো রেগে যাচ্ছো কেন?

তিন ॥ কে ভাই তোমরা?

কেনা ॥ আমরা চোর, হয়েছে? সিঁদেল চোর! একশোবার হাজারবার চোর! কী করবে করো।

দুই ॥ ও বুঝেছি, তোমরা হট্টমালা থেকে আসছো!

বেচা ॥ হট্টমালা? সে আবার কোথাকার দেশ?

দুই ॥ তা কি আর জানি? তবে সেই দেশেই শুনেছি যতো সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড।

চার ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও শুনেছি ছোটোবেলায় ঠাকুরমার কাছে!

দুই ॥ নাও, চলো এবার, ভেতরে চলো।

কেনা ॥ (নিশ্বাস ফেলে) চলো।

[ওরা এগোলো, কেনা বেচা পিছনে]

বেচা ॥ দাদা, ক'বছর মেয়াদ হবে মনে হয়?

কেনা ॥ কী করে বলবো? দেশে হলে বছর তিনেক তো হোতোই।

বেচা ॥ ওরা এগিয়ে গেছে দাদা, লম্বা দেবে?

কেনা ॥ শহর ভরতি টিকটিকি, দেখছিস না? ধরে আরো প্যাঁদাবে।

[এর মধ্যে 'এক' এসে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ওরা এসে ডাকলো।]

দুই ॥ শশাদা, ও শশাদা!

['পাঁচ' আর 'ছয়' চলে গেলো]

এক ॥ (উঠে) কে? (কেনা-বেচাকে দেখে) আরে, এ যে চেনা মুখ! তোমরাই না আজ সকালে এই ভোজনালয়ে—

কেনা ॥ হ্যাঁ খেয়েছি, পয়সা দিই নি! বেশ করেছি!

বেচা ॥ আরো খেয়েছি, ডাব খেয়েছি, কাঁঠাল খেয়েছি—ডাক্তারবাবুর কাঁঠাল! বেশ করেছি!

কেনা ॥ কী করবে করো!

এক ॥ এ সব কী বলছো ভাই? খেয়েছো তো কী হয়েছে?

[অন্যরা 'এক'-কে এক দিকে টেনে নিয়ে গেলো]

দুই ॥ হট্টমালার লোক!

এক ॥ হট্টমালা? যাঃ!

চার ॥ হ্যাঁ সত্যি! পেছনের দেওয়ালে এতো বড়ো ফুটো করেছে!

এক ॥ ফুটো? কেন?

তিন ॥ বলছে—আমরা সিঁদেল চোর।

এক ॥ সিঁদেল চোর? কথাটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে?

চার ॥ ঐ হট্টমালার গল্পেই আছে, ঠাকুরমার কাছে শুনেছি।

তিন ॥ ঠিক ঠিক। দেওয়ালে গর্ত করে গর্ত দিয়ে ঘরে ঢোকে।

এক ॥ কেন? সদর দিয়ে এলেই তো পারতো? অতো কষ্ট করে দেওয়াল ফুটো করবার কী দরকার ছিল?

[কেনা-বেচা সবই শুনছে]

কেনা ॥ দরকার ছিল! দরকার ছিল তোমার ঐ ইস্টিলের থালা-বাটিগুলো নেবার! সদর দিয়ে এলে তুমি দিতে?

বেচা ॥ দিতে?

এক ॥ বাঃ, দিতাম না? তোমার দরকার হলে দেবো না কেন?

দুই ॥ কিন্তু কী করতে ভাই ওগুলো নিয়ে? খেতে তো এখানেই আসতে?

তিন ॥ হ্যাঁ, মিছিমিছি বোঝা বয়ে কী হোতো?

কেনা ॥ বোঝা? এই বেচা? আঙুলটা একটু কামড়া তো, দেখি এটা স্বপন না জাগরণ!

[বেচা পরম উৎসাহে কামড়ালো]

উঃ হু-হু-হু ছাড়্ ছাড়্ ছাড়্—

[হাত ছাড়িয়ে ঠাস করে এক চড় বেচাকে]

এক-দুই-তিন-চার ॥ আহা করো কী করো কী—

বেচা ॥ মারলে কেন দাদা?

কেনা ॥ তুই কামড়ালি কেন অতো জোরে?

বেচা ॥ বা রে, তুমিই তো বললে কামড়াতে!

কেনা ॥ তখন কি জানতাম জেগে আছি?

এক ॥ এসব কী হচ্ছে?

চার ॥ এ খেলা বোধ হয় একরকম।

তিন ॥ হট্টমালার খেলা তো সুবিধের নয়?

দুই ॥ ভালো করে চিকিৎসা দরকার।

কেনা ॥ (ভয় পেয়ে) চিকিচ্ছে? কেন?

বেচা ॥ আমাদের কি রোগ হয়েছে না কি?

এক ॥ না না রোগ নয়, তবে কি না—

দুই ॥ এমনি, চলো না? ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয়—

কেনা ॥ ডাক্তার? কোন্ ডাক্তার?

বেচা ॥ ঐ মোড়ে যার ডাক্তারখানা?

তিন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, চেনো দেখছি? চলো না!

বেচা ॥ তা না? ডাক্তারের কাঁঠাল খেয়েছি—

কেনা ॥ হাতে পেলে ছাড়বে?

এক ॥ কাঁঠাল খেয়েছো তো কী হয়েছে? কাঁঠাল তো আমিও খাই?

বেচা ॥ ডাক্তারের কাঁঠাল খাও?

এক ॥ ডাক্তারের কাঁঠাল আবার কী? কাঁঠাল তো গাছে হয়, সবাই খায়।

তিন ॥ তবে পেট খারাপ হলে খাওয়াটা ঠিক না।

চার ॥ হ্যাঁ, সে খেয়ে একবার আমার—

কেনা ॥ বেচা, এদের মাথায় কিছু ঢুকবে না রে।

বেচা ॥ বলি ঐ ফলওয়ালা, বাজারে যার দোকান—

এক ॥ 'ফলওয়ালা'?

দুই ॥ 'বাজার'?

চার ॥ 'দোকান'?

কেনা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ দোকান! তোমার যেমন এটা খাবারের দোকান।

এক ॥ এ তো ভোজনালয়?

কেনা ॥ ঐ হোলো। খাবার তো বিক্রি হয় এখানে?

এক ॥ 'বিক্রি'?

কেনা ॥ বলি খেয়ে দাম দেয় না লোকে?

দুই ॥ 'দাম'?

চার ॥ এ স—ব কথা যেন ঠাকুমার গপ্পে ছিল!

কেনা ॥ বলি খেয়ে লোকে কিছু দেয় না? এমনি খেয়ে চলে যায়?

এক ॥ খেয়ে চলে যাবে না? খেতেই তো আসা এখানে?

তিন ॥ আবার দেবে কী?

কেনা ॥ তোমার তাহলে চলে কিসে?

এক ॥ 'চলে কিসে' মানে?

বেচা ॥ বলি তোমার খাওয়া জোটে কোত্থেকে?

এক ॥ ওঃ এই? আমি তো এখানেই খাই।

কেনা ॥ আর তোমার বৌ ছেলেমেয়ে?

এক ॥ ছেলেমেয়েরা স্কুলের ভোজনালয়ে খায়। বৌ শিউলিতলার লাইব্রেরিতে কাজ করে, সেখানে ভোজনালয় আছে। রাত্রে সবাই এখানে খাই।

বেচা ॥ কোথাও পয়সা লাগে না?

কে ॥ 'পয়সা'?

চার ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, পয়সা, টাকা—আমি জানি! গোল গোল চ্যাপ্টা গয়না, বোধ হয় রূপোর।

তিন ॥ আবার কাগজের তৈরিও ছিল, চিত্তির আঁকা কাগজ।

চার ॥ ইস্, ঠাকুমা বেঁচে থাকলে এই গপ্পোটা করতে পারতাম।

কেনা ॥ বেচা, আমি বোধ হয় পাগল হয়ে যাচ্ছি রে!

বেচা ॥ হ্যাঁ, তোমার বড়োমামা তো পাগল ছিল!

কেনা ॥ কী বললি? আমার বড়োমামা পাগল? মারবো টেনে এক চড়—

বেচা ॥ তুমি নিজে বলেছো—

কেনা ॥ দেখ্ বেচা—

[তেড়ে গেলো]

এক ॥ আবার ঐ হট্টমালার খেলা শুরু হোলো!

দুই ॥ তোমরা বরং ডাক্তারবাবুকে এখানেই ডেকে নিয়ে এসো।

বেচা ॥ ও দাদা, ডাক্তার ডাকছে! হাসপাতালে ভরবে, সুই দেবে!

[এক লাফে কেনার কোলে চড়ে বসলো]

কেনা ॥ এই না না, শোনো শোনো যেও না—আমরা বুঝিয়ে বলছি সব।

এক ॥ বলো বলো।

[ওরা ফিরে এসে বসলো। কেনা বেচাকে নামিয়ে দিলো।]

কেনা ॥ বেচা, বল্।

বেচা ॥ হ্যাঁ। অ্যাঁ? আমি কী বলবো দাদা, আমি নিজেই কিছু বুঝছি না!

[কেনাকে ঠেলে দিলো]

কেনা ॥ ঠিক আছে, আমিই বলছি। কী জানতে চাও বলো।

দুই ॥ ঐ গর্তটা কেন করলে ভাই—এখনো বুঝতে পারি নি।

কেনা ॥ ঐ গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকতাম।

বেচা ॥ ঢুকে ইস্টিলের বাসন যতো পারি নিতাম।

কেনা ॥ নিয়ে আবার গর্ত দিয়ে সটকাতাম।

এক ॥ তা দরজা দিয়ে ঢুকলে না কেন?

চার ॥ বাসন চেয়ে নিলে না কেন?

কেনা ॥ দরজা খোলা ছিল জানতাম না। নতুন কি না?

বেচা ॥ আর চাইলে কেউ দিয়ে দেয়, তাও জানতাম না।

এক ॥ বেশ বেশ, তারপর বলো।

তিন ॥ বাসন নিয়ে কী করতে?

কেনা ॥ বেচে দিতাম।

দুই ॥ 'বেচে' মানে?

কেনা ॥ বেচে, বিক্রি করে!

বেচা ॥ কাউকে ওগুলো দিয়ে তার বদলে টাকা নিতাম।

চার ॥ টাকা? মানে ঐ গোল গোল চাক্তি?

তিন ॥ না চিত্তির করা কাগজ?

দুই ॥ কিন্তু ওসব তো কারো কাছে নেই? শুধু বড়ো লাইব্রেরিতে আছে শুনেছি।

এক ॥ আর যদি বা থাকতো, কী করতে ও সব নিয়ে?

বেচা ॥ দাদা, এ দেশে টাকাই নেই, কী বোঝাবে এদের?

কেনা ॥ বুঝেছি, টাকা আবিষ্কারই হয় নি।

বেচা ॥ অনেক পিছিয়ে আছে।

কেনা ॥ আচ্ছা বেশ, টাকা না হয় নেই। বাসনগুলো কাউকে দিয়ে তার বদলে কিছু নিতাম।

দুই ॥ কিছু মানে? কী নিতে?

বেচা ॥ ধরো—খাবার দাবার?

এক ॥ সে তো ভোজনালয়ে এলেই পাবে?

কেনা ॥ ধরো—কাপড় জামা?

চার ॥ বস্ত্রালয়ে চলে যাও, যা দরকার নিয়ে নাও।

তিন ॥ বাসন দিতে হবে কেন তার জন্যে?

কেনা ॥ সব কিছু এমনি দেবে? ধরো—সোনার আংটি যদি চাই?

বেচা ॥ সোনার ঘড়ি? বোতাম?

দুই ॥ এমনি ভালো ঘড়ি মনোহারীতে পাবে।

তিন ॥ সোনার ঘড়ি আংটি বোতাম—এসব সাজবার গোজবার জিনিস লাইব্রেরিতে নাম লিখিয়ে নিয়ে নাও।

চার ॥ নিয়ে যদ্দিন ইচ্ছে ব্যবহার করো।

বেচা ॥ লাইবেরিতে তো বই থাকে?

কেনা ॥ তা নিতেও চাঁদা লাগে! কুড়ি পয়সা মাসে আমাদের জগত্তারিণী লাইবেরিতে।

এক ॥ বইও পাবে, আবার গয়না কাপড় যা সব-দিন লাগে না, তাও পাবে।

তিন ॥ ভালো ভালো ছবি, মূর্তি, ঘর সাজাবার টুকিটাকি—সব লাইব্রেরিতে পাবে।

বেচা ॥ গয়না? সোনার গয়না?

কেনা ॥ লাইবেরিটা কোন্ দিকে দাদা?

এক ॥ সবচেয়ে কাছেরটা ঐ মোড়ে ডাইনে বেঁকে, দু'মোড় ছেড়ে বাঁয়ে ঘুরে, ছ'টা বাড়ি পরে।

কেনা ॥ ডাইনে বেঁকে দু'মোড় ছেড়ে বাঁয়ে ঘুরে—ক'টা বাড়ি পরে?

এক ॥ ছ'টা। সাইনবোর্ড টাঙানো আছে।

কেনা ॥ (আউড়ে) ছ'টা বাড়ি পরে। ডাইনে বেঁকে দু'মোড় ছেড়ে বাঁয়ে ঘুরে ছ'টা বাড়ি। আচ্ছা আসি ভাই, আলাপ করে খুব ভালো লাগলো।

[রওনা দিলো]

তিন ॥ কিন্তু ঐ বাসন নিয়ে কী করতে, তা তো বললে না?

কেনা ॥ এমনি, খেলতাম একটু।

বেচা ॥ হ্যাঁ, আমাদের দেশে একটা মজার খেলা আছে—থালাবাটি খেলা!

চার ॥ (উৎসাহে) কী রকম—কী রকম খেলাটা?

কেনা ॥ ও কাল এসে শিখিয়ে দেবো।

বেচা ॥ হ্যাঁ, বড্ডো ঘুম পাচ্ছে।

[এগোলো]

দুই ॥ কিন্তু ঐ গর্তটা কেন করলে—

কেনা ॥ থালাবাটি খেলায় গর্ত একটা লাগে দেওয়ালে। চল্‌রে বেচা।

[দু'জনে কাটলো]

এক ॥ রোগ বেশ পুরোনো মনে হচ্ছে।

দুই ॥ হ্যাঁ, ডাক্তারকে ডেকে আনলেই হোতো।

চার ॥ ইস্, ঠাকুমা নেই আজ!

[বাজনা। ওরা চলে গেলো। সকাল। একপাশে চুল কাটার সেলুন, জুতোর দোকান, একজন করে আছে সেখানে। 'ছয়' জুতো বাছছে। কেনা আর বেচা এলো]

কেনা ॥ ডাইনে বেঁকে ছ'মোড় ছেড়ে বাঁয়ে ঘুরে দু'টো বাড়ি—এক, দুই। কই রে, এ তো চুল ছাঁটার দোকান?

বেচা ॥ ছ'মোড় ছেড়ে বাঁয়ে ঘুরে বলেছিলো না ডাইনে ঘুরে?

কেনা ॥ বাঁয়েই তো বললো; প্রথমে ডাইনে, তারপর বাঁয়ে।

বেচা ॥ ছ'টা বাড়ি পরে কী আছে চ'লো তো দেখি?

কেনা ॥ চল্। পাঁচ, ছয়—জুতোর দোকান!

ছয় ॥ কোন্ বাড়ি খুঁজছো ভাই?

বেচা ॥ লাইবেরি।

ছয় ॥ লাইব্রেরি? ঐ মোড়ে ডাইনে বেঁকে তিন মোড় ছেড়ে ডাইনে ঘুরে ছ'টা বাড়ি পরে।

কেনা ॥ ঠিক জানো? ঐ রকম আর একজন বলেছিলো। এসে দেখি—সেলুন!

ছয় ॥ আরে আমি ওখানে কাজ করি, আমি জানবো না?

কেনা ॥ (আগ্রহে) কাজ করো? আচ্ছা, কী কী আছে লাইবেরিতে?

ছয়॥ বাঃ লাইব্রেরিতে কী আছে জানো না? কোন্ দেশ থেকে আসছো? হট্টমালা?

কেনা॥ না হ্যাঁ মানে—বিদেশী বটে। বলো না কী আছে?

ছয়॥ দেশে যা কিছু ভালো জিনিস তৈরি হয়, সবই আছে। বই, ছবি, ঘর সাজাবার জিনিস, নক্সা-কাঁথা, পুতুল—কতো কী? সব কি বলা যায়? দশটায় খুলবে, এসে দেখে যাও না?

বেচা॥ আমাদের ঢুকতে দেবে?

ছয়॥ কেন দেবে না? সবাই পড়বে দেখবে বলেই তো রাখা? তাকের উপর সব সারি সারি সাজানো আছে।

কেনা॥ দামী জিনিস নেই কিছু?

ছয়॥ নেই আবার? অসম্ভব দামী জিনিস সব আছে।

কেনা॥ সেও অমন তাকের ওপর খোলা পড়ে থাকে?

ছয়॥ পাগল না কি? খোলা ফেলে রাখলে কে কখন টানাহ্যাঁচড়া করে কোণা ছিঁড়ে দিক আর কি?

বেচা॥ কোণা ছিঁড়ে দেবে?

কেনা॥ কিসের কোণা?

ছয়॥ বাঃ, সব দামী দামী হাজার দু'হাজার বছরের পুরোনো ছবি, নক্সা, পুঁথিপত্র—

বেচা॥ (হতাশায়) পুঁথিপত্র!

কেনা॥ কে যেন বলছিল—সোনার গয়না নেওয়া যায় লাইবেরি থেকে!

ছয়॥ হ্যাঁ, যাবে না কেন?

কেনা॥ সে সব তো তালাবন্ধ থাকে নিশ্চয়?

ছয়॥ না, ওসব তালাবন্ধ করতে গেলে সারা দেশের তালাচাবিতে কুলোবে না। ও সব মামুলি জিনিস যা যখন তখন তৈরি করা যায়—সব খোলাই থাকে। যা ভাঙলে ছিঁড়লে আর পাওয়া যাবে না, তাই শুধু বন্ধ থাকে।

কেনা॥ সোনার গয়না কি আর আছে? সব বোধ হয় নিয়ে গেছে লোকে ধার করে, তাই না?

ছয়॥ উঁহু। ফুলের গয়না ছেড়ে সোনারূপোর গয়না কে পরবে বলো? দু'একজন সেকেলে মহিলা নেয়, না তো দু'চার দিনের জন্যে কেউ নিলো সখ করে। বেশির ভাগ তাকেই সাজানো থাকে।

কেনা॥ লাইবেরি বন্ধ হয় ক'টায়?

ছয়॥ রাত দশটায়।

বেচা ॥ অতো রাতে?

ছয় ॥ বাবা, পড়ুয়াগুলোকে অতো রাতেও ঠেলে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করতে হয়!

কেনা ॥ দরজা বন্ধ থাকে রাতে?

ছয় ॥ বন্ধ না রেখে উপায় আছে? নইলে পাগলগুলো আবার ঢুকে বই নিয়ে ঘাড় গুঁজে বসবে না? আচ্ছা, চলি ভাই, খাওয়া দাওয়া সেরে যেতে হবে কাজে। দশটার পরে এসো, দেখাবো সব।

[চলে গেলো]

কেনা ॥ বেচা, কাল রাতে খাটনিটা বেকার গেলো রে! শালা, ইস্টিলের বাসনের জন্যে অতো বড়ো গর্ত? সিঁদ যদি দিতে হয় তো ঐ লাইবেরিতে।

বেচা ॥ সিঁদ দিয়ে কী হবে? গয়না ধার নিয়ে ফেরৎ না দিলেই হয়?

কেনা ॥ অতো সোজা ভেবেছিস? গয়না ধার নিলে ঠিক পেছনে টিকটিকি লাগবে! লাইবেরি বাবা অতো কাছাখোলা নয়, রাত্তিরে দরজায় তালাচাবি বন্ধ!

বেচা ॥ সে তো বললো পড়ুয়ারা—

কেনা ॥ আরে রাখ্—পড়ুয়া! খুব সেয়ানা দেশ এটা, বুঝলি? বাইরে দেখায় খোলামেলা, এদিকে আড়াল থেকে টিকটিকিরা নজর রাখে। নইলে কাল অতো রাতে লোকগুলো কোত্থেকে এসে জুটলো?

বেচা ॥ কিন্তু দাদা—

কেনা ॥ কী?

বেচা ॥ না, ভাবছিলাম।

কেনা ॥ কী হোলো তোর? বাপের জন্মে ভাবতে দেখলাম না, আর এই একদিনে দু'-দু'বার ভেবে ফেললি?

বেচা ॥ না না শোনো! মনে করো লাইবেরিতে সিঁদ দিলে—

কেনা ॥ মনে করবো কী? দেবো তো! আজ রাতেই!

বেচা ॥ আচ্ছা দিলে। গয়না নিলে।

কেনা ॥ চেঁছে পুঁছে নেবো!

বেচা ॥ তারপর? গয়নাগুলো নিয়ে করবে কী?

কেনা ॥ বেচবো! আবার কী?

বেচা ॥ দূর ছাতা, এখানে বেচা মানেই জানে না কেউ!

[কেনা থমকে গেলো]

কেনা ॥ তুই ভাবছিস এখানে সত্যি সত্যিই সব জিনিস মাগনা পাওয়া যায়?

বেচা ॥ তাই তো দেখছি। সবাই বলছেও তো তাই।

কেনা॥ আমরা যে এত কায়দা করলাম—ভাত খেতে, ডাব খেতে, কলা খেতে—সব ফালতু?

বেচা॥ তা ছাড়া কী?

কেনা॥ ঐ সিঁদটাও ফালতু কাটলাম?

বেচা॥ আবার কী?

কেনা॥ আমি বিশ্বাস করি না।

বেচা॥ বিশ্বাস কি ছাই আমারও হচ্ছে?

কেনা॥ আচ্ছা, ঐ দোকানে জুতো মাগনা দেবে? দাড়ি কাটলে পয়সা নেবে না?

বেচা॥ তাই তো মনে হচ্ছে।

কেনা॥ চল্, দেখি!

[দু'জনে জুতোর দোকানে গেলো, জুতো নিলো। সেলুনে গিয়ে দাড়ি কামালো। কোথাও কেউ কিছু চাইলো না।]

বেচা॥ দেখলে দাদা?

কেনা॥ (একটু ভেবে) কিন্তু গয়না? এত তো ঘুরলি শহরময়, গয়নার দোকান একটাও দেখেছিস?

বেচা॥ কেন, ফুলের গয়না তো অনেক দোকানে—

কেনা॥ ধ্যাৎ, ফুলের গয়নায় কী হবে? সোনার গয়না দেখেছিস?

বেচা॥ সোনার গয়না তো বললো ঐ লাইবেরিতে—

কেনা॥ তবে? ওগুলো কিছু ছাতা-জুতোর মতো অমনি দেয় না। নাম লিখিয়ে ধার নিতে হয়। লাইবেরিতে রাতে তালাও মারতে হয়।

বেচা॥ তা বটে।

কেনা॥ ঐ লাইবেরিতেই সিঁদ দিতে হবে, চল্। ডাইনে বেঁকে তিন মোড় ছেড়ে—তিন মোড় ছেড়ে—এই যাঃ, আবার ভুলে গেলাম—

বেচা॥ কিন্তু দাদা—

কেনা॥ দাঁড়া দাঁড়া গুলিয়ে দিস না! তিন মোড় ছেড়ে—

বেচা॥ শোনো না দাদা! মনে করো সোনার গয়না এমনি পেলে না, চুরি করেই নিলে। তারপর ? বেচতে তো পারছো না?

কেনা॥ আলবাৎ পারবো। যা অমনি পাচ্ছে না লোকে, তা আলবাৎ দাম দিয়ে কিনবে।

বেচা॥ দামটা দেবে কী? ভাত-লুচি? ধুতি-জামা? জুতো-ছাতা? সব তো এমনি পাচ্ছো, সোনা বেচে সে সব নিয়ে হবে কী তোমার?

কেনা ॥ (একটু থেমে) এখানে না হয় দেশে নিয়ে যাবো।

বেচা ॥ দেশে!

কেনা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ দেশে! যেখানে সোনার দাম লোকে বোঝে!

বেচা ॥ তা বুঝবে! গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে ফাটকে ভরবে তোমাকে আমাকে। জমিদারবাড়িতে সিঁদ দিয়েছিলে, মনে পড়ছে?

[কেনা থেমে গেলো অল্পক্ষণ। তারপর ফেটে পড়লো]

কেনা ॥ কলকাতা চলে যাবো! বিলেত চলে যাবো! তুই আমায় পাগলা করে দিস না বেচা, মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে দে!

[গুম হয়ে ঘাড় গুঁজে ভাবতে বসলো। বেচা চেয়ে রইলো অল্পক্ষণ।]

বেচা ॥ দাদা। ও দাদা। এখানে বসে থেকে কী হবে? তার চেয়ে চলো লাইবেরিটা দেখে আসি।

[সাড়া নেই]

তো তুমি বসে বসে ভাবো, আমি ঘুরে আসি।

[চলে গেলো। দু'জন যথাক্রমে সেলুন আর জুতোর দোকান ঘুরে গেলো। বেচা ফিরে এলো। তার মুখ উজ্জ্বল।]

দাদা এই দেখো! হীরের আংটি, সোনার ঘড়ি!

[কেনা লাফিয়ে উঠে হাত বাড়ালো]

লাইবেরিতে নাম লিখিয়ে ধার নিলাম।

[শুনেই কেনা হাত গুটিয়ে আবার বসলো আগের ভঙ্গীতে]

বললাম সাত দিন রাখবো, তা বললো—ঠিক আছে। তুমি পরবে দাদা? নাও না?

[সাড়া নেই]

তবে চলো খেয়ে আসি, ক্ষিদে পেয়েছে। চলো না? ধুত্তোর!

[চলে গেলো। দোকানে আবার লোকের আনাগোনা। বেচা ফিরলো।]

দাদা তুমি এখনো বসে? খাবে দাবে না? বেলা পড়ে এলো যে? ইলিস মাছ ভাজা করেছে আজ—কী স্বোয়াদ! ও দাদা! ওঠো না! ধ্যাত্তেরি কি!

[গেলো। দোকানে লোক আগের মতো। বেচা ফিরলো।]

দাদা, সিনেমা দেখে এলাম। চ্যানাচুর খেলাম, আইসকিরিম—সব ব্যবস্থা আছে! সিনেমাটা খুব ভালো দাদা, তবে মারপিট খুনখারাবি একদম নেই!

[কেনা আগের মতোই চুপ]

বলি খেতে যাবে, না কি? সকাল থেকে তো খাও নি কিছু? দূর ছাতামাতা!

[চলে গেলো। সেলুন আর জুতোর দোকান যেন বন্ধ করে চলে গেলো যারা ছিল সেখানে। বেচা ফিরে এলো।]

দাদা লুচি, আলুর দম, ছোলার ডাল, মাংস, দই! কী হোলো, তুমি কি এইখেনে হত্যে দেবে না কি? দশটা বেজে গেলো।

[কেনা এতোক্ষণে ফিরে তাকালো]

কেন ॥ ক'টা বললি?

বেচা ॥ (নবলব্ধ ঘড়ি দেখে) দশটা দশ!

কেনা ॥ রাত্তির?

বেচা ॥ না তো কী?

কেনা ॥ (উঠে) চল্।

বেচা ॥ কোথায়?

কেনা ॥ লাইবেরি বন্ধ হয়ে গেছে। চল্ এবার।

[সিঁদকাঠি বার করলো]

বেচা ॥ তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

কেনা ॥ না। চল্।

বেচা ॥ কী করবে?

কেনা ॥ সিঁদ দেবো। সোনার গয়না নেবো।

বেচা ॥ সোনার গয়না সোনার গয়না! এই তো সোনার গয়না আমার হাতে—ঘড়ি, আংটি, নাও না?

কেনা ॥ না, ও ধার করা সোনা। আমার নিজের সোনা চাই।

বেচা ॥ নিজের সোনা নিয়ে কী করবে শুনি?

[কেনা জ্বলন্ত চোখে এগোলো বেচার দিকে]

কেনা ॥ রেখে দেবো। হাত বুলোবো। বালিশের নিচে রেখে শোবো! মাটিতে পুঁতে রাখবো!

বেচা ॥ দাদা শোনো—

[হাত ধরতে গেলো। কেনা এক লাফে সরে গিয়ে সিঁদকাঠি তুলে রুখে দাঁড়ালো।]

কেনা ॥ খবরদার শালা, গায়ে হাত দিবি না আমার! আমি কেনারাম সিঁদেল—সিঁদেল চোর! কোনো শালা আমাকে অন্য কিছু বানাতে পারবে না!

বেচা ॥ দাদা শোনো—

কেনা ॥ (চিৎকার করে) তুই—তুই শালা সিঁদকাঠি ধরতে শিখলি আমার কাছে, তুই

আজ ধার করা সোনা পরে ইলিসমাছ খাচ্ছিস, বাইস্কোপ দেখছিস, জুতো পরছিস—নে, নিয়ে যা তোর জুতো! যা নিয়ে যা!

[পা থেকে জুতো খুলে ছুঁড়ে মারলো বেচার দিকে। কয়েকজন ছুটে এলো।]

দুই-তিন-চার-পাঁচ॥ কী হোলো কী হোলো—

[কেনা সিঁদকাঠি তুলে রুখে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়লো]

কেনা॥ খবরদার শালা, তফাৎ যাও।

দুই॥ সেই হট্টমালার লোক!

কেনা॥ হ্যাঁ হট্টমালার লোক, হাজারবার হট্টমালার লোক, তোদের বাপের কী? আমি—আমি শালা সিঁদ কেটে থালা-বাটি কাপড়-গামছা, বড়োজোর রূপোর দু'টো তাগা-মল পেলাম, মার খেলাম জেল খাটলাম ঘানি ঠেললাম, আজ অবধি এক রতি সোনায় হাত ঠেকাতে পারলাম না, আর আজ শালা তাল তাল সোনা হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দেবো? আমি—আমার হাতে সিঁদকাঠি থাকতে—

[ওদের দু'জন পিছন থেকে জাপটে ধরেছে ওর কোমর]

ছেড়ে দাও! ছেড়ে দাও আমাকে। সোনা! আমার সোনা চাই!

[ডাক্তার এসেছে]

ডাক্তার॥ কী হয়েছে কী? মাঝরাত্তিরে এত গোলমাল কিসের?

দুই॥ ডাক্তারবাবু, সেই হট্টমালী! যাদের কথা আপনাকে বলেছিলাম!

ডাক্তার॥ আহা ধরেছো কেন ওকে অমন করে? লেগে যাবে যে? ছেড়ে দাও!

চার॥ ডাক্তারবাবু, ছেড়ে দিলে হাতের যন্তরটা দিয়ে মেরে বসবে!

ডাক্তার॥ না না, মারবে না। ছেড়ে দাও। ছাড়ো তো?

[ওরা ছেড়ে দিলো]

দাও, ওটা দাও তো বাবা আমাকে?

[কেনা সিঁদকাঠি তুললো, যেন মারবে। কিন্তু ডাক্তার এগিয়ে কাছে গেলো।]

কই, দাও।

[কেনা সিদঁকাঠি দিলো না, কিন্তু নামিয়ে নিলো। চেয়ে রইলো সম্মোহিতের মতো।]

তোমার সঙ্গে আর একজন ছিল না?

বেচা॥ (মাথা চুলকে) আজ্ঞে এই যে আমি।

ডাক্তার॥ ও আচ্ছা। শুনলাম তোমরা না কি—

বেচা॥ হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আপনার কাঁঠালটা আমরা খেয়ে ফেলেছি মানে তখন ঠিক—

ডাক্তার॥ কাঁঠাল? ও হো! তা সে তো আমি আর একটা আনিয়ে নিলাম! ঐ একই গাছের। খুব মিষ্টি, না?

বেচা॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

ডাক্তার॥ কিন্তু আমি কাঁঠালের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম না। আমি শুনলাম তোমরা না কি পাকা দেওয়ালে খুব ভালো গর্ত করতে পারো। সত্যি?

কেনা॥ হ্যাঁ পারি! আলবাৎ পারি!

বেচা॥ আঃ দাদা! কেন লজ্জা দেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার॥ লজ্জা? কী আশ্চর্য! কেউ কিছু ভালো করে করতে পারলে লজ্জা পায় কখনো? আমি তো ভাবছিলাম তোমাদের কাছ থেকে শিখবো কাজটা। শেখাবে?

বেচা॥ আপনি—সিঁদ কাটতে শিখবেন?

ডাক্তার॥ ওকে 'সিঁদকাটা' বলে বুঝি? এটা দিয়েই হয়, না আর কিছু লাগে?

কেনা॥ নাঃ, এটাতেই পাহাড় ফুটো করে দেবো!

ডাক্তার॥ শিখতে অনেক দিন লাগে, না?

কেনা॥ সে তো বটেই! বেচাকে হাতে ধরে শিখিয়েছি, চার বছর লেগেছে আমার মতো শিখতে!

বেচা॥ (জিভ কেটে) কী যে বলো দাদা! তোমার মতো শিখতে আরো দশ বছর ঘসতে হবে কমপক্ষে!

ডাক্তার॥ ও বাবা, তা হলে কি আমার দ্বারা হবে? বয়স তো কম হোলো না?

কেনা॥ তা চেষ্টা থাকলে মোটামুটি রকম দিন কয়েকের মধ্যে—

ডাক্তার ॥ হবে? তবে আর দেরি করে কী লাভ? (বেচাকে) কই, তোমার কাছে আছে না একটা?

[বেচা সিঁদকাঠি বার করে দিলো]

নাও, এই পাদুকা ভাণ্ডারের দেওয়ালেই শুরু করা যাক। (অন্যদের) তোমরা ভাই নগরস্থপতির দপ্তরে আমার নাম করে একটু বলে দিও, কাল রাজমিস্ত্রি যেন সারিয়ে দিয়ে যায় এটা। নাও, শুরু করো।

[ওরা চলে গেলো। কেনা শেখাচ্ছে ডাক্তারকে, বেচা দেখছে।]

কেনা॥ না না, এমনি করে ধরুন—অ্যা! এই, ইদিকে একবার, উদিকে একবার—না না, এইরকম—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো হচ্ছে—

[খানিকক্ষণ নীরবে কাজ]

এটা পাকা দেওয়ালের কাজ শেখাচ্ছি। মাটির দেওয়াল হলে আবার অন্যরকম।

ডাক্তার॥ দাঁড়াও, এটাই আগে শিখি! হচ্ছে না বোধ হয় আমার?

কেনা॥ হবে হবে, ধৈর্য লাগবে। অতো ফসকালে চলবে না। টাইমটা খুব জরুরি ব্যাপার তো এ কাজে? প্রতিটি মার কাজের মার হতে হবে, হ্যাঁ।

ডাক্তার॥ (মারের তালে তালে) প্রতিটি মার—কাজের মার—কাজের মার—কাজের কাজ—কাজ—মানুষ কাজ—মানুষ কাজ করে—কেন করে—কেন করে—

কেনা॥ (অমনি তালে তালে) কাজ—না করে—থাকা—যায়?

ডাক্তার॥ (সিঁদকাঠি নামিয়ে) ঠিক। কাজ না করে থাকা যায় না। মানুষ কাজ করে। কাজ করে পৃথিবীর কাছ থেকে কতো কী আদায় করে নেয়; চাল-ডাল-নুন-তেল থেকে শুরু করে জামা জুতো বাড়ি ঘর বই কলম, কতো কী! সব আমরা কাজ করে বানাই, সবাই মিলে ভোগ করতে পারি, তাই না?

কেনা॥ (উঠে) ঘণ্টা পারি। তা পারলে আমরা চুরি করি? জেল খাটি? চোরের মার খাই?

ডাক্তার॥ কিন্তু ভেবে দেখো—এই দুনিয়াতে মানুষের দরকারে লাগে এমন সমস্ত জিনিস আমরা বছরে মাত্র দু'মাস খেটেই বানাতে পারি। বাকি দশ মাস তো শুধু শখের জিনিস বানাবো?

বেচা॥ তা যদি হয়, তবে আমাদের মতো লোক না খেয়ে মরে কেন?

ডাক্তার॥ সেইটেই তো ভাববার কথা। কেন মরে? খেতে না পাবার তো কথা ছিল না?

কেনা॥ সব ঐ শালা বড়োলোকেরা খেয়ে ফেলে!

ডাক্তার॥ কতো খাবে? এ দেশে দেখো না, আমরা সবাই খাই, খাই না?

কেনা॥ আমি আজ সারাদিন খাই নি।

বেচা॥ সে তো তুমি ইচ্ছে করে খেলে না?

ডাক্তার॥ খাও নি? তো চলো কিছু খাই। আমার বাড়িতেই চলো।

[ওরা হাঁটতে শুরু করলো]

কেনা॥ আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এখানে সত্যি সবাই সব কিছু মাগনা পায়?

ডাক্তার॥ না, মাগনা পায় না।

বেচা॥ কেন ডাক্তারবাবু? আমরা তো এসে অবধি মাগনা খাচ্ছি? তারপর জুতো পেলাম, দাড়ি কামালাম—

ডাক্তার॥ মাগনা নয়। আমরা সবাই কাজ করি, সাধ্যমতো কাজ করি। তাই সবাই দরকারমতো সব কিছু পাই। কাজ না করলে কিছুই পেতাম না।

বেচা॥ কিন্তু আমরা তো কোনো কাজই করি নি, তবু তো পেলাম?

ডাক্তার॥ আজ করো নি, কাল করবে! তোমার দাদা বললো না—কাজ না করে থাকা যায় না?

কেনা॥ কিন্তু আমরা তো সিঁদকাটা ছাড়া আর কোনো কাজ শিখিনি?

ডাক্তার॥ ওব্বাবা, ও কাজ কি সোজা কাজ না কি? তোমার সাগরেদের চার বছরে হয়েছে, আমার তো যা দেখলাম দশ বছরেও হবে না।

বেচা॥ কিন্তু এ কাজে তো দরকারী কিছু তৈরি হয় না?

ডাক্তার॥ ঠিক বলেছো। কিন্তু এই কাজ যারা শিখতে পেরেছে, জিনিস তৈরি করার কাজ শিখতে তাদের কতোদিন লাগবে?

কেনা॥ কী কাজ শিখবো?

ডাক্তার॥ ঐ তো কাল সকালে রাজমিস্ত্রিরা ফুটো সারাতে আসবে, ইচ্ছে করলে সে কাজটা শিখতে পারো। নয় তো, নতুন এসেছো, দু'চার দিন ঘুরে ফিরে দেখো। না হয় দু'চার মাসই দেখো, তারপর যা পছন্দ হয় তাই করবে।

বেচা॥ না না, দু'চার মাস বসে বসে খাওয়া—সে বড়ো বিচ্ছিরি!

কেনা॥ বেচা, রাজমিস্তিরির কাজ—কী মনে হয়, হবে?

বেচা॥ আমার দাদা, বলবো সত্যি করে? আজ দুপুরে বাগানে দেখছিলাম—মালী ফুলগাছ লাগাচ্ছে। গোড়া খুঁড়ে খুঁড়ে কেমন যত্ন করে—

ডাক্তার॥ বাঃ বাঃ, চমৎকার কাজ। এখানে রাজ্যসুদ্ধু ফুল ভীষণ ভালবাসে!

কেনা॥ আমার কিন্তু ঐ রাজমিস্তিরির কাজটাই মনে ধরেছে।

বেচা॥ কেন বলো তো?

কেনা॥ কী জানি? বোধ হয়—মানে ঐ দেওয়ালে ফুটো তো বহু করলাম জীবনে, তাই ভাবছিলাম—কী জানি, বলতে পারছি না ঠিক—

ডাক্তার॥ ভাবছিলে ফুটোগুলো ভরাট করলে কেমন হয়?

কেনা॥ ঠিক বলেছেন ডাক্তারবাবু? এই কথাটাই আমি ঠিক গুছিয়ে—

[কোরাস হাত ধরাধরি করে গান গাইতে গাইতে ঢুকলো। ডাক্তারের নীরব আহ্বানে ওরাও হাত ধরে মিশে গেলো দলে।]

কোরাস॥ (গান)

এই দুনিয়ায় যা কিছু দরকারী
(আমরা) সবাই মিলে বানিয়ে নিতে পারি।
সাধ্যমতো খাটবো সবাই, যার যা দরকার নিয়ে যাবো,
কেনাবেচায় কী ফল পাবো?
ভাগ করে সব খাবো,

(এসো) ভাগ করে সব খাবো।
(আমরা) যা কিছু চাই, সবই তো বানাই,
ফালতু কেন বাজার যাবো?
টাকার চাকর কেন হবো?
ভাগ করে সব খাবো।
(এসো) ভাগ করে সব খাবো।

গণ্ডী

মুখবন্ধ

বের্টোল্ট্ ব্রেশ্‌ট্-এর 'দ্য ককেশিয়ান চক্ সার্ক্‌ল্' নাটকটি ভালো লেগেছিলো বলেই তার বাংলা রূপান্তর করেছিলাম। ব্রেশ্‌ট্-এর কথা মনে না রেখে এটিকে বাংলা একটা নাটক হিসাবে গ্রহণ (বা বর্জন) করলে ভালো হয়।

নাটকটি প্রচলিত প্রোসিনিয়ম মঞ্চে অভিনয়ের জন্য নয়; কোনো ঘরে চারদিকে দর্শক বসিয়ে মেঝের উপর 'অঙ্গনমঞ্চ' পদ্ধতিতে অভিনয় অথবা খোলা মাঠে অভিনয়ের জন্য।

নাটকটির ভূমিকালিপি দীর্ঘ, কিন্তু 'শতাব্দী' নাট্যসংস্থা মাত্র পনেরোজনে (দশজন অভিনেতা, পাঁচজন অভিনেত্রী) অভিনয় করেন। একটি কথা—যাঁরা বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন, তাঁদেরই বিভিন্ন সূত্রধারের ভূমিকা নেওয়া উচিত; কোনো ক্ষেত্রেই কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী যেন বিশেষ করে সূত্রধারের ভূমিকায় নির্দিষ্ট না থাকেন। এবং এ নাটকে সূত্রধাররা নাটকের অঙ্গীভূত, বিচ্ছিন্ন ঘোষকের ভূমিকা নয় তাদের।

সূত্রধারদের প্রতিটি কথার অর্থ দর্শকের উপলব্ধিতে না পৌঁছোলে নাটকটি অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। তাই কথাগুলিকে সুর দিয়ে আমি ঢাকিনি। কোনো মঞ্চসজ্জা বা পোশাক আমরা ব্যবহার করিনি। কিছু পোশাকের আভাস—যেমন সেপাইদের কাপড়ের টুপি, উকিলের কালো পোশাকের আভাস, স্কার্ফ, গামছা, চাদর ইত্যাদির সাহায্যে চরিত্রের বিশেষত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছি।

বাদল সরকার

[দু'জন সূত্রধার এলো। এক কোণে দুই সেপাই সুবেদারের প্রাসাদের দরজায় পাহারা দিচ্ছে। অন্য কোণে জমা হয়েছে উমেদার-ভিখারির দল।]

সূত্র ১॥ রাজ্যের রাজধানীতে রাজসিংহাসনে মহারাজা।
সূত্র ২॥ সুবায় সুবায় মহারাজার শাসনকর্তা—সুবেদার,
সূত্র ১॥ শাসন চালান,
সূত্র ২॥ খাজনা আদায় করেন,
সূত্র ১॥ খান-দান গলা কাটেন।
সূত্র ২॥ সব থেকে জাঁদরেল সুবেদার—
সূত্র ১॥ রূপনগর সুবার অগ্নিপ্রতাপ সিং।

[নেপথ্যে মুখে তূর্যনিনাদের নকল]

সূত্র ২॥ রাজ্যের আর কোনো সুবেদারের এত ঘোড়া ছিল না ঘোড়াশালে,

[ঘোড়ার চিঁহি চিঁহি শব্দ]

সূত্র ১॥ এত উমেদার ছিল না দরবারে,

[উমেদারে-ভিখারিরা এগিয়ে এলো মাঝখানে সমস্বরে আবেদন জানাতে জানাতে। প্রাসাদের ভিতর থেকে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এসে দাঁড়ালো।]

সূত্র ২॥ এত সেপাই ছিল না কেল্লায়,

[সেপাই দু'জন 'হেই হপ্' শব্দে পা ঠুকলো]

সূত্র ১॥ এত ভিখিরি ছিল না দরজায়।
ভিখারিনী॥ আমার ছেলেটা মরে যাচ্ছে বাবা, দু'টি চাল—
উমেদার ১॥ ধর্মাবতার, আমার ভাই নির্দোষ, দুষ্ট লোকেরা মিথ্যে করে—
উমেদার ২॥ হুজুর আমাদের গ্রামে বড়ো জলকষ্ট, একটা কুয়ো যদি—
উমেদার ৩॥ হুজুর খাজনা দিন দিন বেড়েই চলছে, খেতে পাই না—
উমেদারনী॥ হুজুর আমার ছেলেটাকে ফৌজ থেকে ছেড়ে দিতে হুকুম হয়, ঐ একটি ছেলে বাকি—

[কর্মচারী আবেদন নিয়েছে। ভিক্ষা ছড়িয়ে দিয়েছে। তার নির্দেশে সেপাইরা উমেদার-ভিখারিদের তাড়িয়ে এক কোণে নিয়ে আটকে রাখলো। সূত্রধার দু'জন উমেদারদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলো। এখন বেরিয়ে এলো।]

সূত্র ২॥ জাঁদরেল সুবেদার,
সূত্র ১॥ তাঁর জাঁদরেল সুন্দরী বৌ,

সূত্র ১ ও ২॥ তাঁর সুন্দর ফুটফুটে ছেলে।

সূত্র ১॥ আজ পরবের দিনে জাঁদরেল সুবেদার পরিবার—

সূত্র ২॥ জমকালো প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে—

সূত্র ১॥ মন্দিরে চলেছেন পুজো দিতে।

[তূর্যনাদ। সুবেদার সুবেদারনী, কোলে শিশু নিয়ে ধাত্রী এবং বৈদ্য এলো মহা সমারোহে। শিশু আসলে রেশমের একটি সুদৃশ্য জামা, আর কিছু নয়।]

উমেদার ১॥ দেখি দেখি, ঐ বুঝি ছেলে?

ভিখারিনী॥ আ মর! ধাক্কা দিচ্ছিস কেন রে মিন্‌সে?

উমেদার ১॥ ছেলেটা কী ফর্সা দেখেছিস?

উমেদার ২॥ রাজা-রাজড়ার ছেলে ফর্সা হবে না তো কি তোর মতো কালাকুষ্টি হবে?

সূত্র ২॥ সুবেদারের বংশধর এই প্রথম এলো প্রাসাদের বাইরে,

সূত্র ১॥ ধাত্রীর কোলে,

সূত্র ২॥ দুই পাশে দুই বৈদ্য অষ্টপ্রহর।

সূত্র ১॥ এমন যে পরাক্রান্ত জমিদার বিপুলবপু বর্মা—

সূত্র ২॥ তিনিও এগিয়ে আসছেন অভিনন্দন জানাতে।

[বিপুল বর্মা এসেছে]

বিপুল॥ সুবেদারের জয় হোক। নমস্কার বৌরানি। আহা, এই বুঝি বংশধর? এ যে খুদে সুবেদার আপাদমস্তক। তা খবর সব ভালো?

সুবেদারনী॥ একটা ভালো খবর আছে। আপনার দাদা শেষ অবধি রাজি হয়েছেন।

বিপুল॥ হবেনই তো হবেনই তো, না হয়ে যাবেন কোথা? তা কিসে রাজি হলেন?

সুবেদারনী॥ বাঃ, দক্ষিণের মহলটার কথা কবে থেকে বলছি না? সেটা এবার তৈরি হচ্ছে। ওদিকের নোংরা বস্তিগুলো ভেঙে বাগান হবে।

বিপুল॥ বাঃ বাঃ, পর পর খারাপ খবরের পর এই একটি সুখবর।

সুবেদার॥ কী খারাপ খবর?

বিপুল॥ শুনছি না কি—যুদ্ধের খবর ভালো না?

সুবেদার॥ (অবজ্ঞায়) ওঃ, যুদ্ধ!

বিপুল॥ শুনলাম—গৌরবের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ। তা যুদ্ধে অমন হয়েই থাকে, ওতে কিছু প্রমাণ হয় না।

সুবেদারনী॥ এ কী, ভানু কাশছে যে! (বৈদ্যদের দিকে ক্রুদ্ধচোখে তাকিয়ে) ভানু কাশছে!

বৈদ্য ১॥ আমি বলেছিলাম—নাতিশীতোষ্ণ জলে স্নান করানোটা ঠিক হবে না, ঈষদুষ্ণ দরকার।

বৈদ্য ২॥ কিন্তু গুরু ত্রিলোকেশ্বর বৈদ্যরাজের নির্দিষ্ট বিধান হোলো—নাতিশীতোষ্ণ। আসলে পশ্চিমের জানলাটা খুলে রাখা ঠিক হয়নি, আমি আগেই বুঝেছিলাম।

সুবেদারনী॥ তা আপনারা একটু যত্ন নেবেন তো? জ্বর হয়েছে মনে হচ্ছে।

বৈদ্য ১॥ ভয়ের কিছু নেই, স্নানের জল এবার থেকে ঈষদুষ্ণ হবে।

[দ্বিতীয় বৈদ্যের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো]

বৈদ্য ২॥ ভয়ের কিছু নেই, পশ্চিমের জানলা এবার থেকে বন্ধ থাকবে।

[প্রথম বৈদ্যের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো]

বিপুল॥ ভালো, ভালো। আমার বাবা বলতেন—পেটে ব্যথা হয়েছে? তবে বৈদ্যের পশ্চাতে দশ বেত। তাঁর বাবা বলতেন—তবে বৈদ্যের গর্দান। আর আমরা? বড়োজোর বরখাস্ত করতে পারি। দিনে দিনে অধঃপতন হচ্ছে।

সুবেদার॥ চলো মন্দিরে চলো। এখানে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আরো ক্ষতি হবে।

বিপুল॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তাই চলুন।

[বিপুল এগোলো। তার পিছনে সুবেদারনী, ধাত্রী, দুই বৈদ্য বেরিয়ে গেলো। কর্মচারী সুবেদারের কাছে এলো। অল্প দূরে পত্রবাহক দাঁড়িয়ে।]

কর্মচারী॥ রাজধানী থেকে এক পত্রবাহক এসেছে জরুরি চিঠি নিয়ে। তাকে ডাকবো?

সুবেদার॥ পুজো দেবার আগে? তাই কি সম্ভব?

কর্মচারী॥ তা হলে আপনারা ফিরলে—

সুবেদার॥ ফিরে ভোজসভা, তার আগে তো হবে না।

কর্মচারী॥ দু'জন স্থপতি আসবার কথা আছে দক্ষিণের মহলের নক্‌শা নিয়ে—

সুবেদার॥ তারা ভোজসভায় আসবে।

[সুবেদার চলে গেলো। পত্রবাহক এগিয়ে এলো।]

কর্মচারী॥ পুজোর পর ভোজসভা। ভোজনের আগে সুবেদার কোনো খবর শুনতে চান না। বিশেষ করে খারাপ খবর—ধরে নিচ্ছি তুমি খারাপ খবরই এনেছো। আপাতত রান্নাশালায় গিয়ে খাওয়াদাওয়া সারো।

পত্রবাহক॥ খাওয়ার পর—

কর্মচারী॥ বিশ্রামের প্রহর। তারপর দক্ষিণের মহল নিয়ে স্থপতিদের সঙ্গে আলোচনা। তারপর দেখা যাবে।

পত্রবাহক ॥ কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিলো চিঠিটা ভীষণ জরুরি—

কর্মচারী ॥ দক্ষিণের মহল আরো জরুরি!

পত্রবাহক ॥ ঘোড়াটা দম ফেটে মরে গেলো। শেষ পাঁচ ক্রোশ পথ শুধু দৌড়েছি!

কর্মচারী ॥ সঠিক কাজ করেছো। রাজকার্যে তাই প্রয়োজন। ঘোড়াটাকে দেখে শেখো।

[কর্মচারী প্রাসাদের ভিতর গেলো। পত্রবাহকও। সেপাই দু'জন প্রাসাদের দরজায় নিজেদের জায়গায় ফিরে এলো। উমেদার-ভিখারির দল কলরব করতে করতে চলে গেলো অন্যদিকে। সূত্রধার দু'জনও ওদের সঙ্গে মিশে চলে গেলো। অন্য দু'জন এলো সূত্রধার হয়ে।]

সূত্র ১ ॥ শান্ত সকাল, শান্ত শহর।

সূত্র ২ ॥ মন্দিরের আলিসায় পায়রার বক্‌বকুম।

সূত্র ১ ॥ প্রাসাদের সিংহদ্বারে এক সেপাই, নাম সুমন—

[প্রাসাদের ভিতর থেকে সুমন এলো। বাইরের দিকে চেয়ে, যেন কারো অপেক্ষায় আছে।]

সূত্র ২ ॥ রান্নাশালার দাসী সোমার সঙ্গে—

সূত্র ১ ও ২ ॥ ঈষৎ রসালাপে মগ্ন।

[বাইরে থেকে সোমা এলো]

সুমন ॥ এ কী, মন্দিরে যাওয়া হয়নি? এ কী অধর্ম?

সোমা ॥ যাবো বলে তৈরি হয়েছিলাম। তা নেমন্তন্নর হাঁস কম পড়ে গেলো। গ্রামে যেতে হোলো হাঁস কিনতে।

সুমন ॥ গ্রামে? আচ্ছা, গ্রামে।

সোমা ॥ গ্রামে না তো কী?

সুমন ॥ গ্রামের ওপারে ঝরনার ধারে যাওয়া হয়নি তো?

সোমা ॥ ওখানে কেন যাবো?

সুমন ॥ আজ না হোক, অন্য কোনো দিন?

সোমা ॥ ওখানে তো যাই কাপড় কাচতে!

সুমন ॥ বটেই তো বটেই তো, কাপড় কাচা হয়। আর কিছুই করা হয় না।

সোমা ॥ কী বলতে চাওয়া হচ্ছে?

সুমন ॥ ভাবছিলাম—ঝরনার ওপারে যেন একটা হাস্নুহানার ঝোপ ছিল?

সোমা ॥ আছে তো, তাতে কী?

সুমন ॥ ঐ ঝোপের আড়ালে বসে অনেক কিছু দেখা যেতে পারে।

সোমা ॥ 'অনেক কিছু' মানে?

সুমন ॥ কাপড় কাচা আর,—'অন্য অনেক কিছু'।

সোমা ॥ 'অন্য অনেক কিছু'—কী? গরমের দিনে জলে হয়তো একটুখানি পা ডুবিয়ে বসেছি।

[কাপড়টা সামান্য তুলে দেখালো]

সুমন ॥ 'একটুখানি' নয়। আর একটু।

সোমা ॥ মোটেই না! বড়োজোর এই অবধি।

[আর একটু তুললো]

সুমন ॥ আরো একটু!

সোমা ॥ ছি ছি, লজ্জা হওয়া উচিত! ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে একটা মেয়ের জলে পা ডোবানো দেখা! বোধ হয় বন্ধুবান্ধবও নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো সঙ্গে?

[ছুটে চলে গেলো প্রাসাদের ভিতরে]

সুমন ॥ (আহত স্বরে) মোটেই না! বন্ধুবান্ধব নিয়ে কক্ষনো আমি—

[বলতে বলতে সেও ভিতরে গেলো। বিপুল বর্মা এলো সঙ্গে কয়েকজন সেপাইকে নিয়ে। প্রাসাদের দরজার দুই সেপাই আর ওদের সঙ্গে ফিসফিস করে কী সব বলে চলে গেলো। তার সঙ্গের সেপাইরা প্রাসাদে ঢুকলো।]

সূত্র ১ ॥ শান্ত সকাল, শান্ত শহর।

সূত্র ২ ॥ কিন্তু অতো সৈন্যসামন্ত কেন?

সূত্র ১ ॥ সুবেদারের শান্ত প্রাসাদ, সুবেদার ফিরলেন প্রাসাদে।

সূত্র ২ ॥ প্রাসাদ? না মরণ-ফাঁদ?

[সুবেদার, সুবেদারনী, শিশুসহ ধাত্রী, দুই বৈদ্য ফিরলো। কর্মচারী এসেছে ভিতর থেকে।]

সুবেদারনী ॥ দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে যেন বাগান ছাড়া আর কিছু দেখতে না হয়। ঐ যতো নোংরা বস্তি আছে সব যেন—

[বলতে বলতে প্রাসাদে ঢুকে গেলো ওরা। সূত্রধাররা চলে গেছে! দুই স্থপতি এসেছে।]

স্থপতি ১ ॥ আমরা রাজধানী থেকে আসছি।

স্থপতি ২ ॥ দক্ষিণের মহলের নক্‌শা নিয়ে।

কর্মচারী ॥ আসুন আসুন, চলুন ভোজ সভায়। সুবেদার বিকেলে নক্‌শা দেখবেন।

[প্রাসাদে ঢুকতে যেতেই দরজায় সেপাই দু'জন তার পথ আটকালো]

এর মানে কী? পথ ছাড়ো।

[স্থপতিরা সরে গেলো]

স্থপতি ১ ॥ মানে বুঝছো না? জমিদাররা তাহলে এই জন্যেই জমা হয়েছিলো রাজধানীতে!

স্থপতি ২ ॥ তার মানে মহারাজার দিন শেষ!

স্থপতি ১ ॥ তার সঙ্গে মহারাজার যতো সুবেদার।

স্থপতি ২ ॥ বর্তমানে জায়গাটা স্বাস্থ্যকর মনে হচ্ছে না!

স্থপতি ১ ॥ চলো এগোই—উল্টোদিকে!

[ওরা পালালো]

কর্মচারী ॥ পথ ছাড়বে কি না জানতে চাই!

[সেপাইরা নীরব, নিশ্চল]

(সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে) তোমরা—তোমরা তাহলে বিদ্রোহী?

[কয়েকজন এলো সূত্রধার হয়ে। কর্মচারী লুকোলো এক কোণে।]

সূত্র ১ ॥ যতো ক্ষমতা, ততোই দৃষ্টির ক্ষীণতা।

সূত্র ২ ॥ নুয়ে পড়া পিঠের উপর আসন—

[সূত্রধাররা নুয়ে পড়েছে]

সূত্রধাররা ॥ নুয়ে পড়া পিঠ, নুয়ে পড়া পিঠ—

সূত্র ১ ॥ ভাড়া করা মুঠির জোরে শাসন—

সূত্রধাররা ॥ ভাড়া করা মুঠি, ভাড়া করা মুঠি—

[কয়েকজন সেপাই 'এক দো এক দো' করতে করতে ছুটে ঢুকলো প্রাসাদের ভিতর থেকে। দরজার সেপাইরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিলো। সূত্রধারদের একবার ঘিরে মারমুখো ভঙ্গিতে তারা সবাই প্রাসাদের ভিতর চলে গেলো।]

সূত্র ২ ॥ বহুদিনের ক্ষমতায় অগাধ বিশ্বাস।

সূত্র ১ ॥ কিন্তু 'বহুদিন' চিরদিন নয়।

সূত্র ২ ॥ বদল হয়, ক্ষমতার বদল হয়,

সূত্র ১ ও ২ ॥ সেটাই হয়তো জনতার আশ্বাস।

সূত্রধাররা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই আশ্বাস, সেটাই জনতার আশ্বাস—

[বলতে বলতে প্রথম দু'জন ছাড়া অন্য সূত্রধাররা চলে গেলো। ভিতর থেকে সেপাইরা সুবেদারকে বেঁধে আনলে। হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বধ্যভূমির দিকে।]

সূত্র ২ ॥ ঐ চলেছেন জাঁদরেল সুবেদার!

সূত্র ১ ॥ দক্ষিণের মহল আর দরকার নেই তাঁর—

সূত্র ২ ॥ লক্ষ্য এখন যমের দক্ষিণদ্বার।

[সুবেদারকে নিয়ে সেপাইরা চলে গেছে]

সূত্র ১॥ শক্তিমানের প্রাসাদ যখন ভাঙে—

সূত্র ২॥ অনেক চুনোপুঁটিও তখন চাপা পড়ে মরে।

[বিভ্রান্ত শঙ্কিত দাসদাসীরা কলরব করতে করতে ঢুকে আবার চলে গেলো প্রাসাদের ভিতর]

সূত্র ১॥ শক্তিমানের সৌভাগ্যের ভাগ জোটে না তাদের—

সূত্র ২॥ দুর্ভাগ্যের অংশীদার তারা বরাবর।

[দাসদাসীরা আবার ঢুকলো ছুটে। সোমাও আছে।]

দাস ১॥ বাক্সগুলো রাখবো কোথায়?

দাসী॥ এই যে এখানে।

রাঁধুনি॥ পাঁচ দিনের খাবার ভরতে হবে ঝুড়িতে!

[বলেই রাঁধুনি চলে গেলো আবার]

সোমা॥ রানিমা মূর্চ্ছা গেছেন, তাঁকে তুলে আনতে হবে।

দাসী॥ মাঝখান থেকে আমরা খুন হবো, এই হয় বরাবর!

দাস ১॥ শহরে দারুণ হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেছে!

দাস ২॥ কে বললো? সুবেদাবকে জমিদাররা নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেছে। এইটাই পাকা খবর!

[বলতে বলতে দাস দু'জন চলে গেলো ভিতরে। ভিতর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলো দুই বৈদ্য।]

বৈদ্য ১॥ বৌরানিকে আজ আপনার দেখাশুনো করবার কথা!

বৈদ্য ২॥ মোটেই না, আজ আপনার দায়িত্ব!

বৈদ্য ১॥ বাচ্চাটাকে কাল কে দেখেছিলো? তুমি, না আমি?

বৈদ্য ২॥ তা বলে তোমার কথায় এখানে পড়ে থাকবো খুন হতে?

বৈদ্য ১॥ তুই ফাঁকি মেরে পালাবি?

বৈদ্য ২॥ তুই পড়ে থাক এখানে গুষ্টির পিণ্ডি চটকাতে।

বৈদ্য ১॥ শালা!

বৈদ্য ২॥ শুয়ার!

[মারামারি করতে করতে পালালো। সুমন এসেছে এর মধ্যে. দাস-দাসীরা চলে গেছে। সুমন সোমার কাছে গেলো।]

সুমন॥ এখন কী করা হবে?

সোমা॥ কী আর করবো? যদি কিছু না জোটে তো পাহাড়ে এক দাদা আছে, তার কাছে যাবো! সান্ত্রীজীর কী করা হবে?

সুমন ॥ আমার? সুবেদারনীর সঙ্গে পাহারাদার হয়ে যাত্রা।
সোমা ॥ কিন্তু প্রাসাদের সান্ত্রীরা শুনেছি বিদ্রোহ করেছে?
সুমন ॥ খাঁটি খবর।
সোমা ॥ তা সুবেদারনীর সঙ্গে গেলে বিপদ নেই?
সুমন ॥ কথায় বলে—ছুরি মারলে ছুরিটার বিপদ হবে না তো?
সোমা ॥ তুমি ছুরি নও, তুমি মানুষ। ঐ মেয়েছেলেটার সঙ্গে তোমার কী?
সুমন ॥ (হেসে) ঐ—যেমন বলা হোলো—'মেয়েছেলেটার' সঙ্গে আমার কিছুই না। হুকুম হয়েছে, যাচ্ছি।
সোমা ॥ এ সব গোঁয়ার্তুমি! শুয়োরের গোঁ!

[সুমন তবু হাসছে]

আমি—আমাকে ভেতরের মহলে যেতে হবে এক্ষুনি!

[সোমা ফিরতেই সুমন বাধা দিলো]

সুমন ॥ দু'জনেরই যখন তাড়া আছে, ঝগড়া করে লাভ নেই। ভালো করে ঝগড়া করতে সময় লাগে। তার চেয়ে—বাবা-মা বেঁচে আছেন কি না জানা যেতে পারে?
সোমা ॥ না নেই, শুধু এক দাদা।
সুমন ॥ দ্বিতীয় প্রশ্ন—শরীর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো তো?
সোমা ॥ ডান কাঁধে মাঝে মাঝে একটা ব্যথা হয়, তা নইলে ভালো। কাজ নিয়ে কেউ কখনো নালিশ করেনি।
সুমন ॥ বটেই তো, বটেই তো। আমার তৃতীয় প্রশ্ন—ধৈর্য কি যথেষ্ট আছে? শীতকালে আম না পেলে ছটফট করা হয় না তো?
সোমা ॥ না, তবে কেউ বিনা কারণে যুদ্ধে গেলো, আর কোনো খবর এলো না—সেটা খারাপ।
সুমন ॥ খবর আসবে, খবর আসবে। ইয়ে, আমার শেষ প্রশ্ন হোলো গিয়ে, মানে—
সোমা ॥ আমাকে ছুটতে হবে ভেতরে। আমার জবাব—হ্যাঁ।
সুমন ॥ (লজ্জা পেয়ে) কথায় বলে—ধীরেসুস্থে করো কাজ, তাড়াহুড়োয় মাথায় বাজ। আবার এ কথাও আছে—আমীর খায় চেখে চেখে, গরিব খায় গামলা থেকে। তা ইয়ে, আমার বাড়ি হোলো—
সোমা ॥ সোনাইগ্রাম?
সুমন ॥ (হেসে) আমার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেওয়া হয়েছে দেখছি। তবু বলি—আমার বয়স পঁচিশ। পরিবারে কেউ নেই। মাইনে—এখন

তিরিশ তঙ্কা, হাবিলদার হলে পাবো পঞ্চাশ তঙ্কা। আমি ঐ ইয়ে, কী বলে—

সোমা॥ বলেছি তো—হ্যাঁ।

সুমন॥ এই—এই তাবিজটা, মা দিয়েছিলো, যদি গলায় পরা হয়—

সোমা॥ দাও।

সুমন॥ আমি সুবেদারনীর সঙ্গে যাচ্ছি দিঘড়িয়া। সেখানে সুবেদারের কিছু বিশ্বস্ত ফৌজ আছে। যুদ্ধ শেষ হলে ফিরবো। দু'মাস, কি বড়োজোর তিনমাস। ধৈর্য থাকবে তো?

সোমা॥ থাকবে। আমি থাকবো। যতোদিন লাগে।

সুমন॥ আমি যাই, গাড়ি জুততে হবে।

সোমা॥ আমি যাই, ভেতরের মহলে কাজে।

[অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে সুমন একদিকে গেলো। সোমা গেলো ভিতরে। কর্মচারী এলো।]

কর্মচারী॥ হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী উল্লুক? গাড়ি জোত্ জলদি!

[সুমন ছুটে চলে গেলো। সুবেদারনী ছুটে এলো ভিতর থেকে। সঙ্গে দাস-দাসী।]

সুবেদারনী॥ আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, মাথা খারাপ হয়ে যাবে! এই, বাক্সগুলো গাড়িতে তোল, ভানু কোথায়, নিয়ে আয়, সুবেদারের খবর এলো কিছু?

কর্মচারী॥ না, কিন্তু এত দেরি করলে চলবে না! অতো বাক্স যাবে না গাড়িতে! যা নিতান্ত দরকার, শুধু তাই—

সুবেদারনী॥ শুধু তাই? সর্বনাশ! এই নামা নামা, বাক্সগুলো খোল্ শিগ্‌গির! ঐ সবুজ জামদানীটা নে, আর লাল বেনারসীটা—যমুনা কোথায় গেলো? এই এই ছিঁড়িস না!

দাসী॥ না না ছিঁড়বে কেন?

সুবেদারনী॥ ছিঁড়বে কেন? বললাম বলে তাই, নইলে এক্ষুনি ছিঁড়তো। যমুনাটা যে কোথায় গেলো—এই, ভানুকে সাবধানে ধর!

কর্মচারী॥ দোহাই আপনার। তাড়াতাড়ি করুন! শহরে লড়াই শুরু হয়ে গেছে!

সুবেদারনী॥ সর্বনাশ! ওরা কি আমাদের কিছু করবে না কি? কেন করবে? এই, ভানু কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

ধাত্রী॥ হ্যাঁ রানিমা।

সুবেদারনী॥ তবে ওকে একটু নামিয়ে রেখে দৌড়ে যা না, শোবার ঘরে আমার লাল

মখমলের চটি-জোড়া—দেখো দেখো, কী রকমভাবে গুছিয়েছে! কোনো যত্ন নেই?

[এর মধ্যে ধাত্রী বাচ্চাটিকে মাটিতে নামিয়ে ভিতরে গেছে]

যমুনা আসুক আজ, ওর দাঁত ভাঙবো আমি! এই ঝি-চাকরগুলো এমন হয়েছে না? খালি গিলবে, আর কাজের বেলা শুধু—

কর্মচারী॥ এক্ষুনি না বেরোলে—

সুবেদারনী॥ কিন্তু গোলাপি বেনারসীটা পাচ্ছি না যে, নশো তঙ্কা দাম ওটার—

কর্মচারী॥ নাঃ, আর গাড়ি হোলো না, ঘোড়ায় চেপেই যেতে হবে যা দেখছি—

সুবেদারনী॥ অ্যাঁ? এই যে যাচ্ছি—এই, কাপড়গুলো আন, ভানু কোথায়, নিয়ে আয়—আরে ওগুলো তুলবি তো গাড়িতে! হাঁ করে শুধু—

[বাইরে গোলমাল, 'মার-মার' শব্দ]

ও বাবা গো। এ কী হোলো—

[কর্মচারী ঠেলে নিয়ে গেলো সুবেদারনীকে। ধাত্রী এলো।]

ধাত্রী॥ দেখো! বাচ্চাটাকে ফেলে গেলো! এরা মানুষ, না জানোয়ার?

[বাচ্চাটাকে তুলে নিলো। একটু ইতস্তত করে সোমার কাছে গেলো।]

এই, ধরো তো একটু!

[সোমার কোলে শিশুকে দিয়ে পালালো। রাঁধুনি এসেছে।]

রাঁধুনি॥ এ কী, চলে গেলো? খাবার-দাবার সব তো পড়েই রইলো?

দাস ৩॥ বাব্বা! কতো জামাকাপড়!

দাস ১॥ এখানে থাকলেই মরবি! যা পারিস হাতিয়ে নিয়ে ছোট্।

[এক বুড়ি ঝি এলো]

বুড়ি ঝি॥ ও বাবা, ও বাবা, আমাদের কী হবে বাবা—

সোমা॥ সুবেদার-কর্তাকে কী করেছে ওরা?

দাস ১॥ কোতল।

বুড়ি ঝি॥ অ্যাঁ? কী বলছো গো? ওগো আমি কোথায় যাবো গো! এই সকাল বেলা সুস্থ মানুষটা—ওগো আমাদের কী হবে গো—

দাস ২॥ চেঁচিও না বুড়িদিদি, তোমার কিছু হবে না।

রাঁধুনি॥ বাবা, রানিমার চেয়ে বুড়িদিদির দরদ বেশি! ওদের কান্নাটাও আমাদের কেঁদে দিতে হয়!

দাস ৩॥ নে, চল্ চল্!

দাস ১॥ ওরে, পুব পাড়ায় আগুন লেগেছে!

রাঁধুনি॥ এ কী রে? বাচ্চাটাকে নিয়ে তুই কী করছিস?

সোমা॥ ওকে ফেলে গেছে।

দাস ১॥ নামিয়ে রাখ। তোর সঙ্গে ওকে দেখলে রক্ষে রাখবে না তোর!

দাস ৩॥ হ্যাঁ, বংশ শেষ না করে ছাড়বে না ওরা। নে চল্ চল্!

রাঁধুনী॥ শুনলি না? নামিয়ে রাখ ওকে।

সোমা॥ ধাই-মা বলে গেলো একটু ধরতে--

দাস ১॥ ধাই-মা এতোক্ষণে শহরের বার! বেটির বুদ্ধি!

রাঁধুনি॥ দেখ সোমা, তোর মনটা নরম, কিন্তু বুদ্ধিটা কাঁচা। আয়, আমার মিন্‌সের গরুর গাড়ি আছে, তোকেও নিয়ে যাবো। নে, নামা ওকে।

[সোমা শিশুকে নামালো। বাইরে কোলাহল।]

দাস ১॥ ওরে সেপাইরা আসছে রে! ছোট্ ছোট্।

[সবাই পালালো! সোমা শিশুকে নিয়ে দিশাহারা! জমিদার বিপুল বর্মা আসছে, সঙ্গে কিছু সেপাই সুবেদারের লাশ নিয়ে। সোমা লুকোলো। শিশু একপাশে মাটিতে।]

বিপুল॥ নে লাশটাকে ওখানে টাঙা—ঠিক মাঝখানে। না না, আর একটু বাঁদিকে—হ্যাঁ। ঠিক আছে।

[লাশ, অর্থাৎ সুবেদারের জামাটা, টাঙানো হোলো]

বৌটা বাচ্চাটাকে নিয়ে পালালো, এই যা দুঃখ। বংশের শেষ রয়ে গেলো। খুঁজে বের করবো ঠিকই। নে, চল।

[চলে গেলো ওরা। সোমা বেরিয়ে শিশুটিকে আবার কোলে নিলো। দ্বিধাগ্রস্ত। তারপর লাশটাকে দেখতে পেলো।]

সোমা॥ উঃ মা গো।

[তাড়াতাড়ি শিশুকে নামিয়ে রেখে ছুটলো। বহির্পথে দাঁড়িয়ে গেলো আবার। সূত্রধাররা যেন পথ আটকেছে তার। সূত্রধাররা ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। একজন কথা বলছে। অন্যরা মৃদুকণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করছে বাক্যের শেষাংশ, প্রতিধ্বনির মতো। সূত্রধারের কথা অনুযায়ী সোমার গতিবিধি।]

সূত্রধার॥ দরজার ভেতরে এক পা। বাইরে এক পা।
দরজার ভেতরে এক পা, বাইরে কে পা।
বাচ্চাটা ডাকছে। কাঁদছে না, কথা বলছে। বলছে—আমাকে বাঁচাও।
কেঁদে বলছে না। বলছে বুদ্ধিমানের মতো।
বলছে—বিপদে ডাক শুনে যে বাঁচায় না,
সে আদরের ডাকও শুনতে পাবে না কোনোদিন।
শুনতে পাবে না ভোরের পাখির গান। ঝরনার মিষ্টি হাসি।

কথা শুনে ফিরে এলো সোমা। ফিরে এলো সোমা। বসলো একটু।
অল্পক্ষণ বসবে বলে বসলো। অল্পক্ষণ বসবে।
যতোক্ষণ না ওর মা ফিরে আসে।
কিম্বা ধাই-মা। কিম্বা যে কেউ।
হ্যাঁ, ততোক্ষণ।
বড়ো বিপদ চারিদিকে! শহরে লড়াই! খুন! আগুন!
অল্পক্ষণ বসবে।
কতোক্ষণ?
ভালো হবার আকর্ষণ বড়ো ভয়ঙ্কর।
অল্পক্ষণ। অনেকক্ষণ। সারা সন্ধ্যা। সারা রাত।
বড়ো বেশিক্ষণ।
বড়ো বেশিক্ষণ দেখলো ঘুমন্ত শান্ত মুখটা।
ছোট্ট মুঠো-করা দু'টো হাত। শুনলো নরম নিঃশ্বাস।
বড়ো বেশিক্ষণ।
ভোর হোলো। আকর্ষণ জিতলো। নিঃশ্বাস ফেললো।
তুলে নিলো ঘুমন্ত শিশুকে।
যেন চোর তুলে নিচ্ছে চোরাই মাল চুপিসাড়ে।
পা টিপে টিপে চলে গেলো, যেন চোর।

[সোমা চলে গেলো']

চলে গেলো শহরের বাইরে,
উত্তরের পাহাড়ের পথে।
[সোমা এসেছে অন্যদিক দিয়ে। কোলে শিশু। এসেছে দু'জন সূত্রধার।]

সূত্র ১॥ কোথায় পালাবে ঐ মানব শিশু?

সূত্র ২॥ চারিদিকে ফাঁদ পাতা!

সূত্র ১॥ শিকারী কুকুর!

সূত্র ২॥ দুধ নেই।

সূত্র ১॥ দুধ কিনবে সোমা চাষীর ঘরে।

[সূত্রধার দু'জন দরজা হয়ে দাঁড়ালো। এক বুড়ো চাষী দরজা ঠেলে যেন ঘরে ঢুকলো। সোমা দেখেছে তাকে।]

সোমা॥ এইখানে একটু বসি আমরা। ঘাসের উপর চুপটি করে বসি। সোমা যাবে দুধ আনতে।

[শিশুকে নামিয়ে রেখে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলো]

দাদু! ও দাদু!

[দরজা খুলে বুড়ো চাষী বেবোলো]

দুধ হবে এক ভাঁড়? আর দুটো বাসি রুটি, যদি থাকে?

বুড়োচাষী॥ দুধ-টুধ নেই। সেপাইরা গরু কেড়ে নিয়ে গেছে। তাদের কাছে গিয়ে দুধ চাও।

সোমা॥ একটুখানি, এক ভাঁড়!

বুড়োচাষী॥ তারপর? 'ভগবান তোমার ভালো করবেন, বাবা'?

সোমা॥ 'ভগবান ভালো করবেন' কে বলেছে? রীতিমতো পয়সা দিয়ে নেবো!

[বুড়ো দুধ আনলো]

কতো নেবে?

বুড়োচাষী॥ তিন আনা। দুধ এখন আক্রা।

সোমা॥ তিন আনা? ঐ এক ফোঁটা দুধের দাম?

[বুড়ো দরজা বন্ধ করে দিলো]

শুনলি ভানু? তিন আনা! কোত্থেকে দেবো?

[শিশুকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো। তারপর নামিয়ে রেখে আবার দরজায় গেলো।]

ও দাদু, শোনো। দোর খোলো। পয়সা দেবো। (চাপা গলায়) মাথায় বাজ পড়ুক বুড়োর!

[বুড়ো দরজা খুললো]

দু' পয়সা তো দাম হয় ওটার। এক আনা নাও?

বুড়ো চাষী॥ দু'আনা।

সোমা॥ দু'আনা? —রোসো, রোসো দরজা দিয়ো না! কী করবো, বাচ্চাটাকে তো খাওয়াতে হবে? দাও।

[পয়সা দিয়ে দুধ নিলো]

দুধটা যেন ভালো হয়, এখনো অনেক পথ যেতে হবে। কী গলাকাটা ব্যবসা ধরেছো বাবা!

বুড়োচাষী॥ দুধ খেতে হলে সেপাইদের গলা কাটো তাহলে?

সোমা॥ ও সব ঠাট্টা ভালো না। কই, রুটি দেবে না দু'টো?

[বুড়ো রুটি এনে দিয়ে দরজা বন্ধ করলো]

নে বাবা, খা। এক সপ্তার খাটুনির পয়সা গেলো। ভানু রে, তোকে নিয়ে যে কী করি?

[সূত্রধাররা দরজা ছেড়ে এলো। বুড়ো চাষী চলে গেলো। সোমা শিশুকে নিয়ে হাঁটছে।]

সূত্রধাররা উত্তরে, উত্তরে, পাহাড়ের পথে। উত্তরে, উত্তরে, পাহাড়ের পথে।

সূত্র ১॥ পেছনে জমিদারের সেপাই—

সূত্র ২॥ শিকারী কুকুর—

সূত্র ১॥ কসাইয়ের দল।

[এক হাবিলদার এসেছে, পেছনে দুই সেপাই]

সূত্র ২॥ দিন নেই, রাত নেই—

সূত্র ১॥ হত্যাকারীরা ক্লান্ত হয় না—

সূত্র ২॥ ঘুমোয় কম।

[সূত্রধাররা চলে গেলো। সোমা একপাশে হাঁটার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। হাবিলদার আর সেপাইরা হাঁটছে।]

হাবিলদার॥ কিস্যু হবে না! তোদের কিস্যু হবে না! কাজে মন কোথায় তোদের? দিল কোথায়? সেদিন যখন আমি ঐ চাষার বৌটাকে ধরেছিলাম—হ্যাঁ ঠিক আছে, তোরা চাষাটাকে ধরে রেখেছিলি। পেটে লাথিও মেরেছিলি তার—মানলাম। কিন্তু সব তো হুকুমে করলি? সত্যিকারের আনন্দ পেলি কাজে? করতে হয়, করলি। অ্যাই, খোঁড়াচ্ছিস কেন? খোঁড়ানো মানা! ঘোড়াগুলোকে বেচে দিয়েছি বলে ইচ্ছে করে দেখিয়ে দেখিয়ে খোঁড়াচ্ছিস, না? শালা, ঘোড়া বেচবো না তো কী? ঐ দাম আর কোথাও পেতাম? নে শালারা, গান ধর, জলদি!

সেপাইরা॥ (গান) চলো চলো যুদ্ধে চলো হুকুম এসেছে
ঘরের দাওয়ায় মা-বৌ সব কাঁদতে বসেছে।
একটুখানি দেরি করো যুদ্ধ হলে শেষ
ফিরবো ঘরে তখন আবার বাঁধবে এলোকেশ॥

[সেপাইদের গানের গলা নেই, কিন্তু ঐ গানটাই অনেক ধীর লয়ে বাইরে থেকে ভেসে আসছে নারীকণ্ঠে। তখন সেটা আর নিছক তালে তালে পা ফেলবার গান থাকছে না, অর্থবহ হয়ে উঠছে।]

হাবিলদার॥ এই, দম নেই? জোরে গা!

সেপাইরা॥ (গান) ঘোড়া ডাকে চিঁহি চিঁহি, তলোয়ারের কোপে
রক্ত পড়ে মাঠে ঘাসে রক্ত পড়ে ঝোপে।
রক্তে রাঙা দুব্বোঘাস আর মুলি বাঁশের ঝাড়
মাংস খেলো শকুনিতে কুকুর নিলো হাড়॥

হাবিলদার॥ দিল যদি না থাকলো, তো কিসের সেপাই? খাঁটি সেপাই দিল দিয়ে লড়াই করে। বল্লম পেটে বিঁধবে, তবু পটল তোলবার আগে দেখে

নেবে—ওপরওয়ালা খুশি হয়ে ঘাড় নাড়ছে। ব্যস—ঐ ওর সেরা বখশিস। তোদের দেখে তা বলে ঘাড় নাড়বে না কেউ! পটল ঠিকই তুলবি, ঘাড় কেউ নাড়বে না।

[হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলো ওরা। আড়াল থেকে আসা গানটা মিলিয়ে এলো। সোমা হাঁটছে এখন। দুই সূত্রধার এলো।]

সূত্রধাররা॥ হাঁটতে হাঁটতে পালাতে পালাতে,
হাঁটতে হাঁটতে পালাতে পালাতে—
কুরলা নদীর তীর।
বড়ো ওজন। অসহায় শিশুর ওজন বড়ো বেশি।
আর পারে না সোমা!
গমের ক্ষেতে কুয়াসা-মাখা ভোরে—শুধু শীতের কষ্ট।
গ্রামে ঢেঁকির শব্দ, গরুর গাড়ির চাকার আতনাদ—
শুধু ভয় আনে পলাতকের মনে।
ওজন। বড়ো ওজন। সোমা আর পারে না।

[সূত্রেধাররা ঘরের দেওয়াল-চালা হোলো।
চাষী-বৌ জল আনছে। চাষী ঘরের মধ্যে।]

সোমা॥ আর পারি না। ভানু, তোর সঙ্গে আমার এখানেই ছাড়াছাড়ি। শহর থেকে অনেক দূরে এসেছি, এতো দূরে তোকে তাড়া করে আসবে না ওরা। অতো দাম নেই তোর। ঐ যে চাষী-বৌ—দেখে মনে হয় ভালোমানুষ। আর ঐ যে—দুধের গন্ধ পাচ্ছিস না?

[শিশুটিকে রাখতে গিয়ে ফিরে এলো]

কোলে শুয়ে অনেক লাথি মেরেছিস পেটে, আমি ভুলে যাবো। তোকে ভালো করে খেতে দিতে পারিনি, তুইও ভুলে যাস সে কথা। তোকে—তোর নাকটা কী ছোট্ট রে! আমি—

[বুকে চেপে ধরলো]

না, হবে না রে। সুমন ফিরবে, আমাকে না পেলে কী হবে বল তো? সেটা কি ভালো হবে? বল্?

[কুটিরের দরজায় নামিয়ে রাখলো। চলে যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। তারপর এক কোণে লুকিয়ে আড়াল থেকে দেখতে লাগলো। চাষী-বৌ ঘরে ঢুকতে গিয়ে শিশুটিকে দেখতে পেলো।]

চাষী-বৌ॥ ও মাগো! এ কে? ওগো শুনছো?

[তুলে নিলো শিশুকে]

চাষী॥ কী হোলো কী? মুড়িটা খেতে দেবে তো?

[বেরিয়ে এলো]

চাষী-বৌ॥ এই দেখো! মা কোথায় এর? মা নেই না কি? দেখো দেখো—জামাটা রেশমি! বড়োঘরের ছেলে মনে হচ্ছে। আহা, এমন করে কে ফেলে গেলো গা? বাবা, কী দিনকাল!

চাষী॥ যেই ফেলে যাক, এ সংসারে আর একটাও পেট বাড়ানো চলবে না। চলো, ওকে মন্দিরে ঠাকুরমশাইয়ের কাছে নিয়ে যাই।

চাষী-বৌ॥ আহা, ঠাকুরমশাই কী করবে ওকে নিয়ে? ওর চাই—মা। এই দেখো ঘুম ভেঙেছে। এখানেই থাক, কী বলো?

চাষী॥ (প্রবল আপত্তিতে) না!

চাষী-বৌ॥ দেখো দেখো—হাসছে।

চাষী॥ হাসুক!

চাষী-বৌ॥ শোনো, আমাদের তবু মাথা গোঁজবার একটা ঠাঁই আছে, ওর কী আছে বলো? অমন কোরো না তুমি।

[ঘরের ভিতরে গেলো। চাষী নিরুপায়। সোমা বেরিয়ে এলো কোণ থেকে। ঘর ভেঙে সূত্রধার দু'জন তার কাছে গেলো। চাষী আর শিশুসহ চাষী-বৌ চলে গেলো। সোমা খুশি।]

সূত্রধার॥ অতো খুশি কেন? বাচ্চাটা মা পেলো বলে?
ঘর পেলো বলে? ঘাড় থেকে বোঝা নেমে গেলো বলে?

[সোমা গম্ভীর এখন]

মুখ কালো কেন? আবার একা বলে? আবার হালকা বলে?

[সোমা দৃঢ় পায়ে ফিরতি পথে হাঁটলো। সেই হাবিলদার আর দুই সেপাই এসেছে। সোমা তাদের মুখোমুখি। সূত্রধার দু'জন চলে গেছে।]

হাবিলদার॥ আহা, আহা, আহা, এত তাড়া করে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? শত্রুপক্ষের লোকের সঙ্গে ভাব-সাব আছে না কি? মহারাজার লোকের সঙ্গে? কোথায় তারা? কোন্ পাহাড়ে? কোন্ জঙ্গলে? কোন্ ঝোপেঝাড়ে? আহা ভয় পাও কেন? কোথায় চলছো বলো!

সোমা॥ রূপনগর।

হাবিলদার॥ রূপনগর? সেখানে কে আছে?

সোমা॥ নেই, আসবে—

হাবিলদার॥ কে?

সোমা॥ আমার স্বামী—

হাবিলদার॥ স্বামী?

সোমা॥ যুদ্ধে গেছে—

হাবিলদার॥ যুদ্ধ?

সোমা॥ সুমন নাম—

হাবিলদার॥ হ্যাঁ হ্যাঁ সুমন, আমি চিনি! আমাকে বলে গেছে তোমার দেখাশুনা করতে। তোমার কাছে আমার দরকার শুধু একটি বাচ্চার।

[সোমা আঁৎকে উঠে সরে গেলো]

হাঃ হাঃ হাঃ, এই দেখো—ঠিক বুঝেছে, বুদ্ধিমতী! আচ্ছা, ঠাট্টা থাক। আমরা যে বাচ্চাটাকে খুঁজছি, সেটা রূপনগরের বাচ্চা। বড়োঘরের ছেলে, গায়ে রেশমি জামা। দেখেছো তাকে? শুনেছো তার কথা?

সোমা॥ আমি—আমি কিছু দেখিনি! আমি কিছু শুনিনি। আমি—

[হঠাৎ ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে সোমা দৌড় মারলো—
যেদিক থেকে এসেছিলো, সেই দিকে।]

হাবিলদার॥ এই ছোট্!

[অনুসরণ করলো। দু'জন সূত্রধার এলো। সোমা, হাবিলদার আর সেপাইরা দৌড়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে।]

সূত্র ১॥ ছোটো! ছোটো! খুনেরা এসে গেছে!

সূত্র ২॥ অসহায় শিশু, অসহায় তুমি, ছোটো! ছোটো!

সূত্র ১॥ এতো রক্তের মধ্যে এতো মায়া কেন?

সূত্র ২॥ কোথা থেকে আসে?

[ওরা আবার চাষীর ঘর হোলো। চাষী-বৌ শিশুটিকে এনে শুইয়ে রেখেছে ঘরে। সোমা ছুটে এলো ঘরে।]

সোমা॥ শিগ্‌গির! ওকে লুকোও! সেপাইরা আসছে!

চাষী-বৌ॥ কে, কে তুমি?

সোমা॥ আমি ওকে রেখে গেছি। আমার ছেলে নয়, বড়োঘরের ছেলে। লুকোও ওকে, সেপাইরা আসছে!

চাষী-বৌ॥ কোন্ সেপাই? কোন্ ঘরের ছেলে?

সোমা॥ সময় নেই, পরে বলবো। রেশমি জামাটা খুলে নাও।

চাষী-বৌ॥ তোমার কথায়? বলি এটা কার ঘর? তোমার না আমার?

সোমা॥ উঃ শিগ্‌গির!

চাষী-বৌ॥ বাচ্চাটাকে অমন করে ফেলে গেছো কেন? পাপ হয় না ওতে?

সোমা॥ ঐ যে এসে গেছে! উঃ, কেন ছুটলাম! কী করি এখন?

চাষী-বৌ ॥ ও মা গো! এ যে সেপাই!

সোমা ॥ ওকে খুঁজছে।

চাষী-বৌ ॥ যদি ঘরে ঢোকে?

সোমা ॥ বলবে—তোমার ছেলে!

চাষী-বৌ ॥ যদি বিশ্বাস না করে?

সোমা ॥ খুব জোর দিয়ে বলবে!

চাষী-বৌ ॥ যদি ঘরে আগুন দেয়?

সোমা ॥ অতো কেঁপো না। তা হলে ধরে ফেলবে। খাড়া হয়ে দাঁড়াও।

[কিন্তু চাষী-বৌয়ের খাড়া হবার ক্ষমতা নেই আর]

তোমার ছেলে-পুলে নেই?

চাষী-বৌ ॥ এক ছেলে। যুদ্ধে গেছে।

সোমা ॥ তার মানে সেও সেপাই? সে যদি একটা বাচ্চাকে মারতে যায়, তুমি চুপ করে থাকবে? বলবে না—খবরদার খোকা, এই শিক্ষা পেয়েছিস এখানে? বলবে না—যা, হাতমুখ ধুয়ে আয়, খেতে বোস! বলবে না?

[চাষী-বৌ খাড়া হয়েছে]

চাষী-বৌ ॥ হ্যাঁ বলবো বই কি? কান ধরে—

সোমা ॥ তা হলে বলবে তো—ও তোমার ছেলে?

চাষী-বৌ ॥ হ্যাঁ বলবো! নিশ্চয়ই বলবো!

সোমা ॥ ঐ যে এসে গেছে।

[হাবিলদার আর সেপাই দু'জন এগিয়ে এলো। হাবিলদার ঘরে ঢুকলো।]

হাবিলদার ॥ এই যে! কী বলেছিলাম তোদের? ও আমি গন্ধ পাই। তুমি ছুটলে কেন বাছা অমন করে? কিছু একটা দোষ আছে নির্ঘাৎ। বলে ফেলো তো বাছনি?

সোমা ॥ আমি—উনুনে দুধ বসানো ছিল, হঠাৎ মনে পড়লো। তাই—

হাবিলদার ॥ উনুনে দুধ? না বিছানায় কেউ? (সেপাইদের) এই শালারা, হাস! রসিকতা বুঝিস না? (চাষী-বৌকে) এই বুড়ি, তুই এখানে কী করছিস? যা, উঠোনে গিয়ে মুরগিকে দানা দিগে যা।

[সেপাই দেখে চাষী-বৌ এতক্ষণ থরথর করে কাঁপছিলো]

চাষী-বৌ ॥ আমি কিছু জানি না বাবারা! ঘরে আগুন দিও না বাবারা!

হাবিলদার ॥ কী বলে দেখো!

চাষী-বৌ ॥ আমি চিনি না বাবারা। ঐ যে ও—দোরগোড়ায় রেখে গেছে।

হাবিলদার ॥ কী রেখে গেছে?

[সোমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে আড়ালে শিশুটিকে দেখতে পেলো]
আচ্ছা! আমি যেন হাজার তঙ্কা বখশিসেব গন্ধ পাচ্ছি! এই উল্লুকের দল, বুড়িটাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে ধরে রাখ্, আমি এই সুন্দরীকে একটু জেরা করি।
[সেপাইরা চাষী-বৌকে বাইরে নিয়ে গেলো]
আমরা তাহলে যে বাচ্চাকে খুঁজছি, সেটা তোমার কাছেই ছিল?

সোমা ॥ মোটেই না, ও আমার ছেলে। তোমরা যাকে খুঁজছো, ও সে নয়।
[শিশুকে নিতে গেলো। এক ধাক্কায় ফেলে দিলো তাকে হাবিলদার।]

হাবিলদার ॥ বাঃ, রেশমি জামা! ছেঁড়া বটে, তবু রেশমি।
[সোমা উঠে একটা কোনো অস্ত্র খুঁজছে মরিয়া হয়ে]

সোমা ॥ আমার ছেলে! ও আমার ছেলে!

হাবিলদার ॥ বাঃ! হাজার তঙ্কা!
[একটা লাঠি যেন খুঁজে পেয়েছে সোমা, হাবিলদারের মাথায় মারলো প্রাণপণ শক্তিতে। হাবিলদার পড়ে গেলো। শিশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে সোমা ছুটে চলে গেলো। সূত্রধাররা এলো। যারা ঘর হয়েছিল, তারাও যোগ দিলো।]

সূত্রধাররা ॥ দৌড় দৌড় দৌড়। দৌড় দৌড় দৌড়।
সেপাই পেছনে! হাবিলদার পেছনে! ডালকুত্তা পেছনে!
দৌড় দৌড় দৌড়। দৌড় দৌড় দৌড়।
পাহাড়ি নদীর উপর ভাঙা পোল,
একশো হাত নিচে পাহাড়ি নদী কিস্তা—ঝমঝম করে ছুটেছে।
ঝুলন্ত সেতু দড়ি ছিঁড়ে ঝুলছে,
আঁকশি দিয়ে টেনে আনতে চেষ্টা করছে—পশমের দুই কারবারী।
[এর মধ্যে হাবিলদার উঠে সেপাইদের নিয়ে বেরিয়ে গেছে সোমার পেছনে। সূত্রধাররা নদী আর ভাঙা পোল তৈরি করেছে শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে। দুই কারবারী এক পাশে। কাল্পনিক আঁকশি দিয়ে যেন দড়ি ধরবার চেষ্টা করছে। সোমা ছুটে এসে পোলে উঠবার চেষ্টা করতেই কারবারীরা বাধা দিলো তাকে।]

কারবারী ১ ॥ আহা করো কী করো কী। দেখছো না পোলটা ভাঙা?

কারবারী ২ ॥ আঁকশি দিয়ে দড়িটা ধরবার চেষ্টা করছি দেখছো না? দড়িটা পেলে তবু—

সোমা ॥ আমার দাদার বাড়ি ওপারে, আমাকে যেতেই হবে।

কারবারী ১॥ কী রকম বলে দেখো—'যেতেই' হবে! বলি আমাদেরও তো 'যেতেই' হবে ওপারে! ওপারের গাঁয়ে পশমের কম্বল 'কিনতেই' হবে। কম্বলগুলো এক বিধবাকে 'বেচতেই হবে' কারণ এই সেদিন তার স্বামীকে 'মরতেই' হয়েছে। তা বলে যেতে পারছি ওপারে? কম্বল বেচতে পারছে বিধবা আমাদের?

[এর মধ্যে সোমা শিশুকে পিঠে বেঁধেছে]

কারবারী ২॥ কে যেন আসছে।

সোমা॥ (তাড়াতাড়ি) পুরো ভাঙেনি, দেখি চেষ্টা করে।

[পোলে উঠতে গেলো]

কারবারীরা॥ এই দেখো দেখো দেখো—

সোমা॥ চুপ! চেঁচিও না!

কারবারী ২॥ কেন চেঁচাবো না কেন?

কারবারী ১॥ কেউ ধরতে আসছে না কি তোমাকে?

সোমা॥ ঠিক আছে, খুলেই বলি। ওরা সেপাই। আমাকে ধরতে আসছে। ওদের হাবিলদারের মাথায় আমি ডাণ্ডা মেরেছি।

কারবারী ১॥ ওরে সেপাই! জিনিসপত্র আড়াল দে!

সোমা॥ সরে যাও, আমি পার হবো!

কারবারী ১॥ (বাধা দিয়ে) ক্ষেপেছো? নদী একশো হাত নিচে!

সোমা॥ আঃ! সরে যাও?

[ধাক্কা মেরে সরিয়ে সোমা পোলে উঠলো]

কারবারী ২॥ বাচ্চাটাকে রেখে যাও! দু'জনেই মরবে?

সোমা॥ বাঁচলে দুজনেই বাঁচবো, মরলে দুজনেই মরবো। আঁকশিটা ফেলে দাও, নইলে দড়িটা পেয়ে যাবে ওরা।

কারবারীরা॥ জয় বাবা! জয় বাবা! জয় বাবা!

[পড়তে পড়তে মরতে মরতে সোমা পার হয়ে গেলো]

কারবারী ১॥ পেরেছে!

কারবারী ২॥ তবু বলবো—কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি!

[হাবিলদার আর দুই সেপাই এলো]

হাবিলদার॥ এই, একটা মেয়েকে দেখেছো? বাচ্চা কোলে?

কারবারী ১॥ হ্যাঁ, ঐ যে ওপারে। কিন্তু পোলটা একদম ভেঙে গেছে।

[তার ইশারায় অন্য কারবারী আঁকশিটা নদীতে ফেলে দিলো লুকিয়ে]

হাবিলদার॥ শালা, হাজার তঙ্কা!

[হাবিলদার, সেপাইরা আর কারবারীরা চলে গেলো। সূত্রধাররা নদী-পোল ছেড়ে ঝরনায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সোমা হাঁটছে।]

সূত্রধাররা ॥ দৌড় দৌড় দৌড়। দৌড় দৌড় দৌড়।
গমক্ষেত পেরিয়ে। বাঁশঝাড়ের ওপারে।
পাহাড়ে রাস্তা। পাথুরে পথ।
পাথরে পাথরে পায়ের রক্ত। শীতে জমা হাত। নীল ঠোঁট।
হিমঠাণ্ডা ঝরনার ধারে সোমা অবশেষে মা হোলো।

(হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত সোমা ঝরনার ধারে)

সোমা ॥ তোকে অন্য কেউ নেবে না। তোকে তাই আমিই নিলাম।
তোকে অন্য কেউ নেবে না, তুই আমাকেই নে।
পা চলে না আর। রাস্তা বড়ো লম্বা। দুধের বড়ো দাম।
তবু তোকে আর আমি ছাড়বো না, দেবো না কাউকে।
তোর রেশমি জামা ফেলে দেবো আমি,
ছেঁড়া কানি পরে থাক তুই।
তুই আমার ছেলে। আমার ছেলে তুই। আমি তোর মা।

[ঝরনা পার হয়ে চলে গেছে সোমা। সূত্রধাররা এখন পাহাড়ে পথ, পাথর, গাছ, উঁচু-নিচু রাস্তা। সূত্রধারদের কণ্ঠে গুনগুন করে একটা সুর। সূত্রধারের কথার শেষে প্রতিধ্বনির আভাস। সোমা এসেছে, হাঁটছে পাহাড়ে পথ ভেঙে। এখন আর রেশমি জামা নেই, একটা ছেঁড়া পোশাক হয়েছে শিশুটি।]

সূত্রধার ॥ সাতদিন। সাতদিন। চড়াই, উৎরাই, আবার চড়াই।
পাহাড়। ঝরনা। বরফ! দেবদারু গাছ। সাতদিন।
সাত ঠাণ্ডা রাত। সোমা ভাবছে।

[সূত্রধাররা ক্ষেত খামারে পরিণত হোলো। সোমার দাদা আর বৌদি, যেন সাদর আহ্বান জানাচ্ছে সোমাকে, দেখাচ্ছে সব কিছু।]

ভাবছে—যখন দাদার বাড়ি পৌঁছোবো, দাদা অবাক হয়ে যাবে। বলবে—তুই এসেছিস সোমা? কতোদিন ভেবেছি—
তুই কবে আসবি। বলবে—এই তোর বৌদি। আর এই আমাদের জমি জমা খামার—ওর বাবা আমাদের দিয়েছে। ঐ হাঁসের ঘর। মুরগির ঘর। ভেড়ার ঘর—তিরিশটা ভেড়া। ঐ গোয়াল—ছ'টা গোরু। আয়, বসে খা।
গরম রুটি, হাঁসের মাংস, দুধ, ডিমের ঝোল—

সোমা ভাবছে। সোমা ভাবছে।

[সোমা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। এক ঝি তাকে তুলে নিয়ে গেলো দাদা-বৌদির কাছে। বৌদির মুখে অসন্তুষ্টি, দাদা সন্ত্রস্ত।]

দাদা॥ একি, সোমা—তুই? তুই কোত্থেকে?

সোমা॥ শহর থেকে। মাঠ পেরিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে—

ঝি॥ খড়গাদার পাশে পড়েছিলো মড়ার মতো। সঙ্গে ঐ বাচ্চাটা।

বৌদি॥ যা তুই, গোরুকে খড় দিগে যা।

[ঝি চলে গেলো]

দাদা॥ এই তোর ইয়ে, মানে—বৌদি।

বৌদি॥ শুনেছিলাম রূপনগরে কাজ করে?

সোমা॥ করতাম।

বৌদি॥ তা কী হোলো? কাজটা শুনেছিলাম ভালোই ছিল? সুবেদারের বাড়িতে না?

সোমা॥ সুবেদারকে মেরে ফেলেছে।

দাদা॥ হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি বটে, কী সব ইয়ে, মানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে সব। তুমি শোনোনি?

বৌদি॥ আমাদের এখানে কোনো গোলমাল নেই। শহরের লোকগুলো সব সময়ে হুজুগে মাতছে। (চেঁচিয়ে) অ পাঁচীর মা, পায়েসটা নাড়া দিও, নইলে তলাটা ধরে যাবে! বলি অ পাঁচীর মা! কোথায় গেলো আবার! নাঃ!

[চলে গেলো]

দাদা॥ ওর ইয়ে, মানে বাবা?

[সোমা মাথা নাড়লো]

যা ভেবেছিলাম! কিছু একটা বানিয়ে বলতে হবে। তোর বৌদি আবার এদিকে একটু ইয়ে—

[বৌদি ফিরে এলো]

বৌদি॥ এই ঝি-চাকরগুলো এমন হয়েছে না? একটা বাচ্চা দেখছি সঙ্গে?

সোমা॥ আমার ছেলে।

[ঢলে পড়লো]

বৌদি॥ সব্বোনাশ। এ দেখছি রোগে ভুগছে! কী হবে এখন?

দাদা॥ বোস, এখানে বোস। ও এমনি—কাহিল হয়ে পড়েছে—

বৌদি॥ বসন্ত নয় তো? ও মাগো, তাহলে কী হবে?

দাদা॥ দূর! বসন্তের গুটি দেখতে পাচ্ছো? ও এমনি, রাস্তা হেঁটে—
বৌদি॥ বাচ্চাটা ওর তো?
সোমা॥ হ্যাঁ আমার।
দাদা॥ (তাড়াতাড়ি) ও ওর ইয়েতে যাচ্ছিল, মানে—শ্বশুরবাড়ি।
বৌদি॥ অ। তুমি চলো, খেতে বসবে। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে নইলে। শ্বশুরবাড়ি কোথায়?
দাদা॥ ঐ—পাহাড়ের ওদিকটায়।
বৌদি॥ স্বামী সেখানেই আছে?
সোমা॥ যুদ্ধে গেছে।
বৌদি॥ অ, সেপাই?
দাদা॥ হ্যাঁ, তবে ওর বাপের খামারটা পেয়েছে। ছোট খামার, তবে বেশ ইয়ে—
বৌদি॥ পেয়েছে? বাপ নেই তাহলে? মা?
দাদা॥ মা-ও নেই। ও একাই—
বৌদি॥ তাহলে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলো কার কাছে?
দাদা॥ ইয়ে—স্বামী ফিরবে. যুদ্ধটা থামলেই—
সোমা॥ স্বামী—শ্বশুর—খামার—খেতে বসবে—খেতে—
বৌদি॥ অ পাঁচীর মা! পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে যে!
সোমা॥ খামার আছে—যুদ্ধটা থামলেই—যুদ্ধটা—
বৌদি॥ ও মা, এ দেখছি ভুল বকছে! জ্বর-বিকার!
দাদা॥ (তাড়াতাড়ি) তুমি দেখো গে, পায়েসটা নইলে পুড়িয়ে ফেলবে ইয়ের মা—

[বৌদি গেলো]

দাঁড়া তোর শোবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি এক্ষুনি, একটু বোস। ওর মনটা খুব ভালো, বুঝলি? তবে ইয়ে—ঐ খাওয়াটা আগে চোকাতে দে—
সোমা॥ একে ধরো।

[শিশুকে দাদার কোলে দিলো]

দাদা॥ তবে বেশিদিন থাকলে অসুবিধে, বুঝলি? মানে বাচ্চাটা—ও আবার এসব দিকে একটু ইয়ে—

[সোমা টলে পড়লো। দাদা নিরুপায় দাঁড়িয়ে রইলো। সূত্রধাররা এলো। ছড়িয়ে পড়ে দর্শকদের কাছে আলাদা ভাবে ফিস-ফিস করে পরের কথাগুলি বলতে লাগলো। দাদা শিশুকে নামিয়ে চলে গেলো। এবার

সূত্রধাররা জোরে বলছে কথাগুলি। একজন প্রথমে, অন্যরা প্রতিধ্বনির মতো।]

সূত্রধাররা॥ বড়ো কাহিল সোমা। বড়ো অসুস্থ।
দাদাকে রাখতে হোলো বাড়িতে। ভয়ে ভয়ে।
বাচ্চাটার কথা লোকে না জানে। বৌ না ক্ষেপে যায়।
রাখতে হোলো— পুরোনো গোয়াল ঘরটাতে।
পুরোনো গোয়াল ঘরটাতে।

[সূত্রধাররা গোয়াল ঘরের দেওয়াল হয়ে সোমাকে তিনদিকে ঘিরে হাঁটু গেড়ে বসলো। সোমার কোলে শিশু]

সোমা॥ বুঝলি ভানু, আমাদের চালাক হতে হবে। এই গোয়ালঘরে ছোট্ট আরশোলা হয়ে লুকিয়ে থাকবো, যাতে তোর মামীমার নজরে বেশি না পড়ে। তাহলে বোধ হয় শীতের শেষ পর্যন্ত থাকা যাবে এখানে। যুদ্ধ ততোদিনে শেষ হয়ে যাবে। কী বলিস, হবে না?

[দাদা এসেছে]

দাদা॥ কী রে? ও রকম গুটি-সুটি মেরে বসেছিস যে? ঘরটা ঠাণ্ডা বোধ হয়?

সোমা॥ ঠাণ্ডা? কই না তো?

দাদা॥ না না, ঠাণ্ডায় তোদের কষ্ট হলে তোর বৌদির কিন্তু খারাপ লাগবে।

সোমা॥ সে তো বটেই। তবে ঠাণ্ডা নেই একদম।

দাদা॥ ও আচ্ছা। তা ঠাকুরমশাই এলেন যে, বাচ্চাটাকে নিয়ে বেশি কথা জিজ্ঞেস করেননি তো?

সোমা॥ করেছিলেন, আমি কিছু বলিনি।

দাদা॥ ভালো ভালো। মানে তোর বৌদি, বুঝলি—মনটা ওর খুবই ভালো, তবে ঐ সব ইয়ে-টিয়ের ব্যাপারে একটু ইয়ে আর কী। হ্যাঁ রে, এ ঘরে ইঁদুর নেই তো!

সোমা॥ কই না, দেখি না তো!

দাদা॥ না না, ইঁদুর থাকলে না হয় বাড়িতেই তোদের কোনোরকমে—তোর বৌদি না হলে—

সোমা॥ না না ইঁদুর নেই, এখানেই বেশ আছি।

দাদা॥ হ্যাঁ, কী বলছিলাম? ঐ তোর বৌদির ইয়ে—মানে তোর সেপাই স্বামী নিয়ে ও বেশ একটা যাকে বলে—মানে বলছিলো, সে ফিরে এসে যদি তোকে না পায়? তা আমি বললাম--শীতের মধ্যে তো ফিরছে না, শীতের পরে তখন—তা কী মনে হয়? শীত কাটলে ফিরবে?

[সোমা নিরুত্তর। মুখ নিচু।]

কী রে, ফিরবেই না মনে হচ্ছে? কিন্তু শীতের পর ঐ ইয়েরা হয় তো এসে হাজির হবে, আর এখানেও বাচ্চাটার জন্ম নিয়ে বেশ একটু— সোমা! দক্ষিণে বাতাস মনে হচ্ছে না? শীত তাহলে শেষ?

সোমা॥ (ক্লান্তস্বরে) হ্যাঁ, শেষ।

দাদা॥ শোন্ বলি, একটা বুদ্ধি করেছি। মানে ঐ বাচ্চাটার জন্যে, বুঝলি, তোর একটা ইয়ে দরকার, মানে—স্বামী।

[সোমা চমকে উঠলো]

তা হলে লোকে আর ইয়ে করবে না! তা আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে খোঁজ করছিলাম, যদি কোনো ইয়ে—নিতে নিতে পেয়ে গেলাম খোঁজ। এক চাষীবুড়ির বোনপো, এই পাহাড়ের ওদিকটায় থাকে। ছোট একটা খামার আছে, মানে আমরা বানিয়ে যে গল্পটা বলেছি—ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে তার সঙ্গে। তা ইয়ে—বুড়ি রাজি।

সোমা॥ বিয়ে কী করে করবো দাদা? সুমন ফিরবে যে?

দাদা॥ আহা, তা কি আর ভাবিনি? এ পোশাকি বিয়ে, লোক-দেখানো। সে বেটা রোগে কাবু, একেবারে শেষ অবস্থা। মরবেই! হয় তো বিয়ের রাতেই মরবে। তখন তুই ইয়ে--বিধবা! তা এরকম বিধবাকে বিয়ে করতে তোর ইয়ের কি কোনো আপত্তি হবে?

সোমা॥ না, বোধহয় হবে না।

দাদা॥ আরে তাই তো বলছি! আসলে সাক্ষী-সাবুদ দরকার। সাক্ষী-সাবুদ না থাকলে রাজাও প্রমাণ করতে পারে না যে সে রাজা!

সোমা॥ মাসিবুড়ি কতো চাইছে?

দাদা॥ ইয়ে—চল্লিশ তঙ্কা।

সোমা॥ কোথায় পাবে?

দাদা॥ সে হবে এখন। তোর বৌদিকে লুকিয়ে, সে আমি—

সোমা॥ ঠিক আছে, আমি রাজি।

দাদা॥ তবে আমি ব্যবস্থা করি।

[চলে গেলো]

সোমা॥ ভানু রে, কী যে হচ্ছে! তোকে ফেলে সেদিন পালিয়ে এলেই হোতো।

[চলে গেলো। সূত্রধাররা উঠলো। বর শুয়েছে স্থির হয়ে একপাশে।]

সূত্রধাররা॥ বর রয়েছে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, কনে এলো বাচ্চা কোলে নিয়ে। বরের মাসি বাচ্চা লুকোয়, তাড়া দেয় কনের দাদাকে,

বর না মরে যায় বিয়ের আগেই।

[চলে গেলো ওরা। মাসি এসেছে, সঙ্গে দাদা আর সোমা।]

মাসি ॥ এসো এসো, দেরি কোরো না। বিয়ে অবধি টিঁকলে হয়। বাচ্চা আছে, এ কথা তো আগে বলোনি?

দাদা ॥ বরের যা অবস্থা, এতে কিছু আসবে যাবে তার?

মাসি ॥ তার যাই হোক, আমি কি মরেছি? ও মা কী লজ্জা, ছেলে কোলে বিয়ের কনে! আমার বোনপো শেষকালে ধেড়ে ছেলের মাকে বিয়ে করবে?

[নকল কান্না]

দাদা ॥ ঠিক আছে, তুমি আরো দশ তঙ্কা নিও। খামার তোমারই থাকবে, আমাদের কোনো দাবি নেই। তবে বছরখানেক কিন্তু এদের থাকতে দিতে হবে এখানে।

মাসি ॥ দশে হবে না, কুড়ি করো। আর খামারের কাজে যেন একটু হাত লাগায় বাপু।

দাদা ॥ ঠিক আছে, কুড়ি আরো।

মাসি ॥ শ্মশানখরচ আর শ্রাদ্ধেই তো আদ্দেক টাকা বেরিয়ে যাবে! পুরুতটার কী হোলো আবার দেখিগে। মুখপোড়াকে আদ্দেক টাকা আগাম দেওয়াই আমার ভুল হয়েছে। ঠিক গিয়ে তাড়িখানায় ঢুকেছে!

[চলে গেলো]

দাদা ॥ বুড়ি পুরুতেও পয়সা বাঁচাচ্ছে!

সোমা ॥ সুমন খোঁজ করলে তাকে পাঠিয়ে দেবে তো এখানে?

দাদা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে? কী রে, তুই দেখবি না একবার?

সোমা ॥ না!

দাদা ॥ (বরের কাছে গিয়ে) এ যে নড়ে চড়ে না। দেরি হয়ে গেলো নাকি?

[গ্রামবাসী কয়েকজন এলো]

গ্রামবাসী ১ ॥ তা একবছর তো হবেই!

গ্রামবাসী ২ ॥ না না, অতো হয়নি।

গ্রামবাসী ১ ॥ হয়নি মানে? গতবছর যখন আমাদের গোরুটা বিয়োলো—

গ্রামবাসী ৩ ॥ এ রোগ একবার ধরলে আর সারে না।

গ্রামবাসী ১ ॥ রোগটা কী আসলে? সান্নিপাতিক?

গ্রামবাসী ১ ॥ তা সে যে রোগই হোক, আজকের রাতটা টিঁকবে বলে মনে হয় না।

[মাসি এলো পুরুত নিয়ে। পুরুত টলছে।]

গ্রামবাসী ৩ ॥ তবে কি না, কথায় বলে—

মাসি ॥ এ কী! তোমরা কী মনে করে?

গ্রামবাসী ১ ॥ আমরা শ্মশানে যাবো বলে এলাম!

মাসি ॥ দাঁড়াও বাছারা, বিয়েটা আগে হয়ে যাক।

গ্রামবাসী ২ ॥ আবার বিয়ে আছে না কি? বেশ বেশ।

[মাসি সোমাদের কাছে গেছে]

মাসি ॥ মুখপোড়া পুরুত তাড়িখানায় সব ফাঁস করে দিয়েছে। বাচ্চাটাকে লুকোও শিগগির। ওদিকে—ওদিকে যাও।

[দাদা শিশুকে নিয়ে এক কোণে গিয়ে লুকিয়ে বসলো]

কই গো এসো। তাড়াতাড়ি সারো। কই এসো এসো।

[সোমাকে বরের কাছে বসালো। পুরুতও এসে বসেছে। মাসি উবু হয়ে বসে। গ্রামবাসীরা উঁকি মেরে দেখছে।]

পুরুত ॥ ওঁ ঝটংপট্ কটং কট্ বিবাহং স্বাহা। পাত্রং পাত্রীং ঝটং পটঃ বিবাহং স্বাহা। ওং সম্প্রদানং বলিদানং মুণ্ডুপাতং হিং টিং ছট্। কই গো, শাঁখ বাজাও, হুলু দাও—

[গ্রামবাসিনীরা হুলুধ্বনি দিলো]

সওয়া পাঁচ আনা পয়সা রাখো এই সরায়।

মাসি ॥ ও সব পয়সা-টয়সা হবে না। যা দেবার একসঙ্গে থোক দেবো।

পুরুত ॥ নিয়ম কানুন মানবে না, বিয়েও তাইলে তেমনি হবে। এর পর বৌ যদি বিধবা হয়, আমাকে দুষো না।

মাসি ॥ (ধমকে) বলি হোলো তোমার?

পুরুত ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো হচ্ছে। বলো মা, আমিং—

সোমা ॥ আমিং।

পুরুত ॥ বিবাহং—

সোমা ॥ বিবাহং।

পুরুত ॥ করিছন্তি।

সোমা ॥ করিছন্তি।

পুরুত ॥ বলো বাবা, আমিং। বলো? কই গো, বর মন্ত্র বলে না যে?

মাসি ॥ (ঝাঁঝিয়ে) ঐ তো বললো—আমিং। কানের মাথা খেয়েছো?

পুরুত ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছে। বলো—বিবাহং? হুঁ। করিছন্তি—হ্যাঁ, হয়েছে। ওং ঝটং পটঃ বিবাহং বিল্‌কুলং স্বাহা। যাও, শেষ।

[গ্রামবাসিনীদের হুলুধ্বনি। সোমা দাদার কাছে গিয়ে শিশুটিকে নিলো। মাসিও সেখানে। পুরুত উঠে উঁকি মারছে।]

মাসি॥ কী কথা হোলো? সত্তর?

দাদা॥ না, ষাট।

[টাকা দিলো]

মাসি॥ আর এই যে এতোগুলো অতিথ্ এসে জুটলো, এদের না খাওয়ালে তো বাচ্চা নিয়ে নানা কথা তুলবে।

দাদা॥ ওদের হাটাও।

মাসি॥ ওরা যাবে কেন? একে বিয়ে, তায় শ্মশান-যাত্রা। হটো বললেই হটবে?

দাদা॥ ঠিক আছে, এই নাও আরো পাঁচ। আর এক পয়সাও হবে না। আমি চলি সোমা, এ গাঁয়ে বেশি চেনা-শোনা হয়ে কাজ নেই। যদি আসিস কখনো বেড়াতে, তোর বৌদি খুব ইয়ে হবে।

[চলে গেলো। মাসি মণ্ডার থালা নিয়ে যাচ্ছে।]

পুরুত॥ একটা বাচ্চা আছে দেখছি?

মাসি॥ কোথায় বাচ্চা? আমি তো দেখছি নে? তুমিও দেখোনি। আর যদি দেখো, তবে আমিও তোমার তাড়িখানার অনেক কাণ্ড দেখে ফেলবো। বুঝতে পেরেছো? (গ্রামবাসীদের) নাও সব, মণ্ডা খাও।

গ্রামবাসী ১॥ শুনছি না কি মহারাজা ফিরে এসেছে?

গ্রামবাসী ২॥ ফিরলে জমিদাররা ছেড়ে কথা কইবে? ও সব বাজে গুজব।

গ্রামবাসী ১॥ না হে, শুনলাম পাশের রাজ্যের রাজা অনেক সেপাই শান্ত্রী ধার দিয়েছে মহারাজাকে।

গ্রামবাসী ৩॥ সে কী? পাশের রাজ্য তো শত্রু শুনেছি? যুদ্ধ তো ওদের সঙ্গেই হচ্ছে?

গ্রামবাসী ১॥ আরে শত্রু তো হোলো গিয়ে এই রাজ্যের। তার মানে জমিদারদের। মহারাজা তাহলে বন্ধু হোলো না?

গ্রামবাসিনী ১॥ সে যাই হোক, যুদ্ধু শেষ হয়ে গেছে, সেপাইরা ফিরে আসছে গাঁয়ে!

[মাসির নির্দেশে এর মধ্যে সোমা এসে দাঁড়িয়েছিলো মণ্ডার থালা হাতে। গ্রামবাসিনীর কথা শুনে চমকে উঠলো।]

সোমা॥ কী—কী বললে?

[মাথা ঘুরে বসে পড়লো]

গ্রামবাসিনী ২॥ কী হলো, মাথা ঘুরছে না কি?

গ্রামবাসিনী ১॥ ফিটের ব্যামো নেই তো?

সোমা॥ না না, কিছু হয়নি। সেপাইরা ফিরে আসছে বললে—সত্যি?

গ্রামবাসিনী ১ ॥ না তো কী? এই শালটা দেখাও তো?

গ্রামবাসিনী ২ ॥ এই দেখো। এক সেপাইয়ের কাছ থেকে কিনেছি।

গ্রামবাসিনী ১ ॥ ও রাজ্যের জিনিস এখন খুব সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে সেপাইদের কাছে।

গ্রামবাসী ১ ॥ যুদ্ধ হলে, বুঝলে—এক রাজ্যের রাজার জিৎ হয়। সেপাইদের আর আমাদের মতো লোকদের কিন্তু দু'রাজ্যেই পুরো হার।

গ্রামবাসী ৩ ॥ কই গো, মণ্ডা নেই আর?

মাসি ॥ এই যে নাও।

গ্রামবাসী ২ ॥ বৃষ্টি কী রকম হবে বলে মনে হয় এ বছর?

[এর মধ্যে বর উঠে বসেছে। মণ্ডা দিয়ে ফিরে ব্যাপার দেখে মাসির চক্ষুস্থির]

বর ॥ খুব যে ডেকে ডেকে মণ্ডা খাওয়াচ্ছিস! বলি আমি কি টাকার গাছ?

[মাসি নিরুত্তর। বর উঠে দাঁড়ালো।]

হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী? যে বৌটাকে আমার ঘাড়ে চাপালি, সেটা কই?

[মাসিকে সরিয়ে এগিয়ে এলো। সোমা লুকালো এক কোণে।]

এই যে, শুয়োরের পাল। গিলতে এসেছো এখানে? আমার ছেরাদ্দের খাওয়া, না? বেরো! বেরো এখান থেকে!

[সবাই পালালো, পুরুত একটা শেষ চেষ্টা করলো।]

পুরুত ॥ ভগবানং—

বর ॥ তবে রে শালা!

[পুরুত পালালো। এক সূত্রধার এলো। বর ফিরে যাচ্ছে নিজের জায়গায়।]

সূত্রধার ॥ সোমার মাথায় বজ্রাঘাত। ছেলে ছিল না, ছেলে জুটলো। স্বামী ছিল না, স্বামী জুটলো। ওদিকে সুমন ফিরতি পথে। দিন দিন কাছে। আরো কাছে। আরো কাছে।

[চলে গেলো। বর বসেছে।]

বর ॥ কোথায়? সে হারামজাদী কোথায়?

মাসি ॥ আমি ডেকে দিচ্ছি! (সোমাকে) তোমায় ডাকছে গো।

[সোমা বরের কাছে গেলো]

বর ॥ নে, তেলটা পায়ে মালিস কর।

[সোমা মালিস করতে বসলো]

বৌ! শালা বেজন্মা ছেলে কোলে করে বৌ এসেছে আমার! বুঝলি, তোর ঐ সেপাই ফিরলেও কিছু হচ্ছে না। তুই আমার বিয়ে করা বৌ।

সোমা ॥ (নির্জীবকণ্ঠে) হ্যাঁ।

বর ॥ তা বলে ভাবিস না ফিরবে!

সোমা ॥ না।

বর ॥ বৌ! শালা কোনো কম্মে এলো? সেই তো আমাকে মাগীবাড়ি যেতে হচ্ছে! তিনতঙ্কা করে খরচ, তার ওপর অতোখানি হাঁটা! অ্যাই, ভালো করে মালিস কর, আর যখন কিছু করবিই না।

[সূত্রধররা এসে সারি দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে নদী হোলো। ছড়ানো বাহু দুলছে ঢেউয়ের মতো। বর আর মাসি চলে গেছে, অথবা নদীতে অংশ নিয়েছে সূত্রধার হয়ে। গুনগুন করে সেই সুর, যা সোমার পাহাড় ভাঙার সময়ে শোনা গিয়েছিলো। সোমা নদীর একপাশে বসে কাপড় কাচছে।]

সূত্রধার ॥ ঝরনার ধারে এখনো যায় সোমা কাপড় কাচতে।
এ অন্য ঝরনা—পাহাড়ি ঝরনা।
জলে সুমনের মুখের ছায়া,
ভেঙে যায়, গুঁড়িয়ে যায়, দিন কাটে।
কাপড় নিংড়োয় সোমা। দেবদারু পাতায় বাতাসের গান শোনে,
সুমনের গলা শোনে,
গলা ভেঙে যায়, মিলিয়ে যায়, দিন কাটে।
চোখের জল আর ঘাম ঝরনার জলে পড়ে,
দিন কাটে, ছেলে বড়ো হয়।

[ঝরনার অন্য পাশে সুমন। সোমা দেখতে পেয়েছে তাকে।]

সোমা ॥ সুমন!

সুমন ॥ রূপনগরের পাশের গাঁয়ে ঝরনার ওপারে যাকে দেখেছিলাম, মনে হচ্ছে সে?

সোমা ॥ সুমন, ফিরে এসেছো?

সুমন ॥ যুদ্ধে রাঘব বোয়াল মরে, চুনোপুঁটিরা বেঁচে যায় অনেক সময়ে।

সোমা ॥ সুমন! সুমন!

সুমন ॥ এখনো কি ঝরনায় পা ডোবানো হয়?

সোমা ॥ না। যদি ঝোপের আড়ালে কোনো সেপাইয়ের চোখ থাকে?

সুমন ॥ সেপাইয়ের চোখ নয় আর, হাবিলদারের চোখ।

সোমা ॥ মাইনে পঞ্চাশ তঙ্কা?

সুমন ॥ ভোলা হয়নি তাহলে?

সোমা ॥ কিছুই ভোলা হয়নি।

সুমন ॥ সব তবে আগের মতোই আছে?

[সোমা মাথা নিচু করলো, শক্ত মাটিতে ফিরেছে সে এক ধাক্কায়।]

আগের মতো নেই?

সোমা ॥ সুমন, আমি আর রূপনগরে ফিরে যেতে পারবো না।

সুমন ॥ কেন?

সোমা ॥ আমার নাম বদলে গেছে।

সুমন ॥ বুঝতে পারলাম না।

সোমা ॥ মেয়েদের নাম বদলায় কখন?

[সুমন অন্যদিকে ফিরলো। সরে গেলো। ছুরি দিয়ে যেন একটা গাছের ডাল ছুলছে।]

সুমন, সব আগের মতোই আছে! তোমার আমার মধ্যে সব আগের মতোই, শুধু—

সুমন ॥ আগের মতোই আছে, অথচ নেই?

সোমা ॥ তুমি ওপারে এসো, আমি বুঝিয়ে বলছি।

সুমন ॥ হয় তো তার আর দরকার নেই।

সোমা ॥ আছে, দরকার আছে! তুমি এপারে এসো!

সুমন ॥ মনে হচ্ছে ফিরে আসতে বেশি দেরি হয়ে গেছে?

[সোমা কিছু বলতে পারলো না, চেয়ে রইলো। নদীতে পুরুষ সূত্রধার যে ক'জন ছিল, উঠে এলো সুমনের পাশে।]

সূত্রধার ॥ কতো কথা বলা হয়, কতো না বলা রয়ে যায়।

সেপাই ফিরেছে। কোথা থেকে ফিরেছে বলতে পারতো, বলেনি। বলতে পারতো—

[সুমন আর ওরা যেন সৈন্যবাহিনীর অংশ। কুচকাওয়াজের পদক্ষেপ আর ধ্বনি।]

সুমন ॥ লড়াই শুরু হোলো।

সকালে ধূসর লড়াই, দুপুরে রক্তাক্ত হোলো।

আমার সামনে পড়লো একজন। পেছনে একজন।

পাশে একজন পেটে বল্লম নিয়ে।

[একে একে আর্তনাদ করে পড়েছে সবাই]

আমার মুখে আগুনের আঁচ, হাতে বরফ-হাওয়া,

পেটে খিদে আর পুকুরের এঁদো জল।

[সুমন পড়ে আছে, সূত্রধাররা তাকে ঘিরে এমনভাবে অঙ্গসঞ্চালন করছে, যেন তারাই আগুনের আঁচ, বরফ-হাওয়া, খিদে।]

আমি শুয়েছি পাথরে, ঘাসে, জল-কাদার বিছানায়।

সূত্রধার ॥ বলা যেতো, বলা হয়নি।

সূত্রধাররা ॥ বলা যেতো, বলা হয়নি। বলা যেতো, বলা হয়নি।

[সূত্রধাররা আবার ফিরে নদী হয়েছে। সুমন উঠেছে।]

সুমন ॥ ছেলেপুলে?

সোমা ॥ ছেলে আছে, কিন্তু সে আমার নয়!

সুমন ॥ আর কিছুই জানবার নেই।

[নদী থেকে মেয়েরা উঠলো, সোমাকে ঘিরলো। এখন তাদের মধ্যে একজন সূত্রধার কথা বলছে।]

সূত্রধার ॥ প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে গেছে। কী বলার আছে আর?

কতো কথা বলার থাকে, বলা হয় না। বলতে পারতো—

[ওরা সোমাকে ঘিরে অঙ্গসঞ্চালন করছে আগের সূত্রধারদের মতো, সোমা কথা বলছে।]

সোমা ॥ তুমি যখন লড়েছো সেপাই,

আমি তখন এক অসহায় শিশুকে কুড়িয়ে নিয়েছি।

আমার শক্তি ছিল না তাকে মারতে দেবার।

আমি কুড়িয়ে খেয়েছি, খাইয়েছি তাকে।

আমি ভেঙে ফেলেছি নিজেকে, ছিঁড়ে ফেলেছি, পিষে ফেলেছি।

সূত্রধাররা ॥ কার জন্য?

সোমা ॥ যে আমার নয়, যে অন্যের, তার জন্য।

কে বাঁচাতো তাকে তা না হলে?

[সূত্রধাররা নদীতে ফিরছে]

সূত্রধার ॥ বলা যেতো, বলা হয়নি।

সূত্রধাররা ॥ বলা যেতো, বলা হয়নি। বলা যেতো, বলা হয়নি।

সুমন ॥ তাবিজটা ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। নাঃ থাক। ঝরনার জলে ফেলে দেওয়া হোক বরং।

সোমা ॥ সুমন যেও না! ও ছেলে আমার নয়, সুমন!

[সুবেদারের কর্মচারী এসেছে, সঙ্গে দু'জন সেপাই। সেপাইদের সঙ্গে ভানু।]

কর্মচারী ॥ এই যে, এখানে।

[সুরটা আগাগোড়া চলেছিলো এতোক্ষণ। এইবার থামলো। সুমন যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।]

সোমা ॥ কী হয়েছে? ভানু!

[ভানুকে নিতে গিয়ে বাধা পেলো]

কর্মচারী ॥ তোমার নাম সোমা?

সোমা ॥ হ্যাঁ।

কর্মচারী ॥ এ ছেলে তোমার?

[সোমা সুমনের দিকে তাকালো। সুমন উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।]

এ ছেলে তোমার?

সোমা ॥ হ্যাঁ।

[সুমন চলে যাচ্ছে]

সুমন!

কর্মচারী ॥ এ ছেলেকে রূপনগরে নিয়ে যেতে হবে।

[সুমন চলে গেছে]

সন্দেহ করা হচ্ছে—এ সুবেদার অগ্নিপ্রতাপ সিংহের ছেলে এবং উত্তরাধিকারী ভানুপ্রতাপ সিংহ। এই যে—সরকারী পরোয়ানা।

[নিয়ে চললো ভানুকে। সোমা ছুটলো পিছনে।]

সোমা ॥ না! ও আমার ছেলে। ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো তোমরা? ও আমার ছেলে! আমার ছেলে!

[চলে গেলো ওরা। সূত্রধাররা নদী ছেড়ে উঠে এলো। পরের কথাগুলো ভাগাভাগি করে বলছে ওরা।]

সূত্রধাররা ॥ নিজের ছেলে, পরের ছেলে। সেপাইরা নিয়ে গেলো তাকে।
পেছন পেছন চললো এক দুঃখী মেয়ে। চললো শহরে।
এক মারাত্মক শহরে। সেখানে বিচার হবে।
কে মা, কে তার ছেলে, তার বিচার হবে।
বিচারক কে? সে বিচারক ভালো? না খারাপ?
শহর জ্বলছে আগুনে। আর বিচারকের আসনে বসে আছে—
কীর্তিচাঁদ!
বিচারকের গল্প শুনুন। কী করে সে বিচারক হোলো,
কেমন বিচারক, কেমন করে বিচার করে সে,
শুনুন, তার গল্প শুনুন।
যেদিন সুবেদারের গদি গেলো ছুটে,
রাজধানীতে শহরে শহরে আগুন জ্বললো,
সুবেদার অগ্নিপ্রতাপ কোতল হোলো,

তার দু'দিন পরে, শহরের বাইরে,
কোনো এক গ্রামের ধারে, জঙ্গলের পাশে,
কীর্তিচাঁদ দেখা পেলো এক তাড়া খাওয়া ভিখিরির।
নিয়ে এলো তাকে নিজের চালাঘরে।
[দু'জন দরজা হয়েছে, বাকিরা চলে গেলো। কীর্তিচাঁদ দরজা ঠেলে ঢুকলো, সঙ্গে ভিখারিবেশী মহারাজা। কীর্তি দরজায় খিল লাগালো।]

কীর্তি ॥ সিধে হয়ে হাঁট্, শালা বুড়ো ভাম! আর নাকটা মোছ! সেপাইরা যখন ধরবে, নাকে পোঁটা দেখলে আরো চটে যাবে। যা বোস ওখানে। খিদে পেয়েছে?

[মহারাজা ঘাড় নাড়লো]

দাঁড়া দেখি কী আছে। এই নে, দু'টো রুটি আছে। নে খা।
[তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে বিষম খেলো মহারাজা]
দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন খাসনি?

[মহারাজা ঘাড় নাড়লো]

তুই দৌড়োলি কেন বাবা অমন করে? না দৌড়োলে তো সেপাইগুলো তোকে দেখতেই পেতো না।

মহারাজা ॥ নিরুপায়! নিরুপায়!

কীর্তি ॥ হাত পা সেঁদিয়ে গেছলো পেটে!
[এ ভাষা মহারাজার জানা নেই। হাঁ করে চেয়ে রইলো।]
আরে কী হয়েছিলো কী? কাপড়ে চোপড়ে? যা ব্বাবা, সাদা ভাষা বোঝে না! বলি ভয় পেয়েছিলি, ভয়? ঠোঁট চাটছে দেখো বুড়ো শুয়োরের মতো—যেন মহারাজা!
[মহারাজা চমকে উঠলো, কিন্তু কীর্তি খেয়াল করলো না।]
বুঝলি, ভদ্র চোর ছ্যাঁচড় আমাদের মেনে নিতে হয়, কিন্তু এই তে মতো মাল! এই দেখি, তোর হাত দেখি। হুঁ. শাদা মোলায়েম হাত। ভিখিরি নয়। চাষাও নয়। তার মানেই জোচ্চোর! আর আমি শালা তোকে সেপাইয়ের হাত থেকে বাঁচাচ্ছি, যেন তুই একটা খাঁটি জাতের চোর! এই, কে তুই? অ্যাঁ? জমিদার? হ্যাঁ, নির্ঘাৎ তাই! শালা ঠ্যাঙাড়ে কসাই। যা বেরো! বেরো এখান থেকে!

মহারাজা ॥ (পিছোতে পিছোতে) অনুসরণ! আশ্রয় প্রয়োজন! একটা প্রস্তাব—

কীর্তি ॥ একটা—কী? প্রস্তাব? শালা প্রস্তাব দেখাচ্ছে আমাকে! বেরো!

মহারাজা ॥ ধৈর্য! অল্প সহানুভূতি! এক লক্ষ তঙ্কা পুরস্কার! সম্মত?

কীর্তি ॥ কী? ভেবেছিস আমাকে কেনা যায়? এক লাখ তঙ্কায় কেনা যায় আমাকে ভেবেছিস? বটে? শালা—দেড় লাখ কর ওটা। কই তঙ্কা কোথায়?

মহারাজা ॥ সঙ্গে নেই; ব্যবস্থা হবে। অতি শীঘ্র। আশা করি সন্দেহ নাই?

কীর্তিন যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বেরো!

[দরজার বাইরে শিবদাস]

শিবদাস ॥ কীর্তিচাঁদ।

কীর্তি ॥ আমি বাড়ি নেই।

[মহারাজা খরগোশের মতো ছুটে লুকোলো এক কোণে। কীর্তি দরজা খুলে দিলো।]

শিবদাস চৌকিদার! ফের তুমি এসেছো গন্ধ শুঁকতে?

শিবদাস ॥ কীর্তিচাঁদ, তুমি আবার খরগোশ ধরেছো ফাঁদ পেতে! তুমি কথা দিয়েছিলে ও কাজ আর করবে না!

কীর্তি ॥ যা বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলো কেন শিবদাস? খরগোশ, অর্থাৎ শশক, অত্যন্ত মারাত্মক ধ্বংসাত্মক প্রাণী। গাছপাতা খেয়ে নষ্ট করে। বিশেষ করে আগাছা নামক অতি প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ খায়। খরগোশ মারা তাই অত্যন্ত দরকার!

শিবদাস ॥ কীর্তি, আমাকে এরকম বিপদে ফেলো না। তোমাকে ফাটকে না দিলে এবার আমার চাকরি যাবে! আমি জানি, তোমার মনটা ভালো—

কীর্তি ॥ মন ভালোটা কথা নয়। অনেকবার বলেছি—আমি বুদ্ধিজীবী।

শিবদাস ॥ বটেই তো। তোমার বুদ্ধি সকলের চেয়ে বেশি—তুমি নিজেই কতোবার বলেছো। আমি ভাই মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে দাও। আমি জমিদারের জঙ্গলের চৌকিদার। জঙ্গল থেকে যদি জমিদারের খরগোশ চুরি যায়, তবে অপরাধীকে নিয়ে আমার কী করা উচিত?

কীর্তি ॥ ছি ছি শিবদাস, এরকম কাঁচা প্রশ্ন তোমার কাছে আমি আশা করিনি। এ তো সহজ কথা? আমি খরগোশ ধরি, তুমি মানুষ ধরো। মানুষের আত্মা আছে, খরগোশের নেই—এটুকু শাস্ত্রজ্ঞান আশা করি তোমার আছে? আমি খরগোশ খাই, তুমি মানুষ খাও, যে মানুষের আত্মা আছে, যে আত্মা ভগবানের দেওয়া, অতএব এক হিসেবে তুমি ভগবানকেই খাও! এর জন্যে ভগবান তোমার বিচার করবেন, যাও বাড়ি গিয়ে মন শুদ্ধ করে প্রায়শ্চিত্ত করো।

[হতবুদ্ধি শিবদাসকে বার করে দরজা দিতে গিয়ে থেমে গেলো]

না, না, একটু দাঁড়াও!

[একবার লুকিয়ে থাকা মহারাজার দিকে তাকালো, ভাবলো]

নাঃ ঠিক আছে। যাও প্রায়শ্চিত্ত করো গে!

[দরজা বন্ধ করে খিল দিলো। শিবদাস চলে গেলো। মহারাজা কোণ থেকে বেরোলো।]

কীরে, ধরিয়ে দিলাম না বলে অবাক হয়ে গেলি তো? কী করবো, ঐ জন্তুটার হাতে একটা ছারপোকাকেও ধরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না আমার। আ গেলো যা, এর কাঁপুনি দেখি আর থামে না! একটা চৌকিদার দেখেছে, আর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে একেবারে! নে খা! আরে, গরিব লোকদের মতো করে খা, নইলে ধরবে। কী, গরিব লোক কীভাবে খায় দেখিয়ে দিতে হবে? আয়, বোস এখানে, উবু হয়ে বোস। রুটিটা দু'হাতে আড়াল কর, যেন এখুনি কেউ কেড়ে নিতে আসছে। অতো নিশ্চিন্তে খাবার অধিকার কোথা থেকে আসবে রে? নে, এবার রুটিটার দিকে মনমরা হয়ে তাকিয়ে থাক—সব ভালো জিনিসের মতো রুটিটাও ফুরিয়ে আসছে। নে, খা এবার। (আপনমনে) ওরা যখন তোকে তাড়া করেছে, তখন তোর খাঁটি লোক হবারই কথা। কিন্তু ওরা যে ভুল করেনি তার প্রমাণ কী? মোদ্দা কথা—সেপাইরা তাড়া করলেও তোকে আমি বিশ্বাস করি না!

[দু'জন সূত্রধার এলো, সঙ্গে একটা হাতলওয়ালা বড়ো চেয়ার, আর ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো বিচারকের জোব্বা। ওদের কথার গোড়াতেই কীর্তি দরজা খুলে মহারাজাকে বেরিয়ে যেতে দিলো। তারপর নিজেও চলে গেলো। দরজার দু'জনও গেলো। সূত্রধাররা কথা বলতে বলতে চেয়ারটা যথাস্থানে রাখলো, জোব্বাটা একপাশে টাঙালো, যেন বিচারক ফাঁসিতে ঝুলছে।]

সূত্র ১ ॥ এমনি করে বুদ্ধিজীবী কীর্তিচাঁদ এক বুড়ো ভিখিরিকে আশ্রয় দিলো।

সূত্র ২ ॥ দিলো?

সূত্র ১ ॥ খেতে দিলো, শুতে দিলো, চলে যেতে দিলো।

সূত্র ২ ॥ তারপর?

সূত্র ১ ॥ তারপর জানতে পারলো—সেই বুড়ো ভিখিরি ছিল দেশের সব চাইতে বড়ো কশাই।

সূত্র ২ ॥ কে?

সূত্র ১ ॥ খোদ মহারাজা।

সূত্র ২ ॥ তাই নাকি?

সূত্র ১ ॥ লজ্জায় মাথা কাটা গেলো কীর্তিচাঁদের।

সূত্র ২ ॥ বটেই তো।

সূত্র ১ ॥ তখন চৌকিদার শিবদাসকে ডেকে হুকুম দিলো—

সূত্র ২ ॥ কী হুকুম?

সূত্র ১ ॥ তাকে বেঁধে রূপনগরে নিয়ে যেতে।

সূত্র ২ ॥ কেন?

সূত্র ১ ॥ আদালতে—বিচাবের জন্যে।

সূত্র ২ ॥ আচ্ছা!

[চলে গেলো। এর মধ্যে তিন সেপাই এসে এক পাশে বসেছে। মদ খাচ্ছে। বাইরে কীর্তিচাঁদের চিৎকার।]

কীর্তি ॥ মহারাজা! মহাচোর! মহাখুনে!

[কীর্তি এলো। হাতে দড়ি-বাঁধা। দড়ির অপর প্রান্ত শিবদাসের হাতে, কিন্তু কীর্তিই টেনে নিয়ে আসছে শিবদাসকে।]

মহারাজা মহাচোর মহাখুনে! আমি তাকে পালাতে সাহায্য করেছি। আমি বিচার চাই! প্রকাশ্য আদালতে আমার বিচার হোক।

সেপাই ১ ॥ কোথাকার চিড়িয়া এটা?

শিবদাস ॥ পাশের গ্রামের লোক—কীর্তিচাঁদ। কাছারির কেরানি ছিল আগে।

কীর্তি ॥ আমি নরকের কীট! আমি বিশ্বাসঘাতক। এই গবেটচন্দ্র, বলো ওদের—আমি তোমাকে বলেছি আমাকে বেঁধে আনতে। কেন? কারণ আমি ভুল করে মহারাজাকে—মহাচোর মহাখুনে মহাকশাইকে—আশ্রয় দিয়েছি! সেই ভুল পরে বুঝতে পেরে, তোমাকে শেষরাতে উঠিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছি, যাতে শহরের আদালতে আমার বিচার হতে পারে। বলো ওদের!

শিবদাস ॥ (ক্লান্ত, বিরক্ত) কী বলবো? কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে, শাসিয়ে, জোর করে—কাজটা মোটেই ভালো করোনি।

কীর্তি ॥ চোপরাও! কিছুই বোঝো না তুমি! একটা নতুন যুগ আসছে। এসে গেছে! সব কিছু বানের জলে ভাসিয়ে দেবে। তোমাকেও! যতো অপরাধী—সব বিচার হবে। কেন? কারণ জনতার রোষ থেকে কোনো অপরাধীর মুক্তি নেই। সকলের বিচার হবে। আমিই প্রথম। বন্ধুগণ, আমি বিচার চাই। বিচারক কোথায়?

সেপাই ১॥ ঐ যে বিচারক।

[ফাঁসিতে ঝোলানো দেহটা দেখিয়ে দিলো]

সেপাই ২॥ আর ঐ 'বন্ধুগণ' শুনিও না আমাদের।

কীর্তি॥ 'ঐ যে বিচারক'! শুনেছো শিবদাস? এ দেশে এমন জবাব কখনো শোনা যায়নি আগে! বিচারক কোথায়? ঐ যে ঝুলছে! রাজা কোথায়? ঐ যে পুড়ছে! মন্ত্রী কোথায়? ঐ যে শেয়ালে খাচ্ছে! কেন? কারণ নতুন যুগ এসেছে, জনতা জেগেছে!

সেপাই ১॥ জনতা?

[ওরা উঠে এলো]

সেপাই ২॥ (কীর্তির ঘাড় ধরে) ওহে রসিকচাঁদ, ওদিকের আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে, দেখতে পাচ্ছো?

কীর্তি॥ হ্যাঁ, কেন?

সেপাই ১॥ কামারদের বস্তিটা জ্বলছে। তোমার 'জনতা'র ঘরবাড়ি। ওরা প্রশ্ন তুলেছিলো—জমিদার বিপুল বর্মার ভুঁড়িটা বাড়ছে কার মুখের ভাত খেয়ে।

সেপাই ২॥ আজ সকালে কামাররা বিচারকটাকে ফাঁসিতে লটকেছে। আর আমরা ওদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে ঘরে আগুন দিয়েছি।

সেপাই ১॥ জনপ্রতি একশো তঙ্কা করে পেয়েছি তার জন্যে, জমিদার বিপুল বর্মার কাছ থেকে। বুঝতে পেরেছো?

কীর্তি॥ (ঠাণ্ডা মেরে) বুঝতে পেরেছি।

সেপাই ২॥ 'বন্ধুগণ'!

সেপাই ৩॥ এ শালা গণ্ডগোল পাকাবার তালে আছে রে!

সেপাই ১॥ হুঁ, তাই মনে হচ্ছে।

শিবদাস॥ না না, লোক খারাপ নয়। দু'টো একটা মুরগি চুরি করে মাঝে সাঝে। বড়োজোর একটা খরগোশ।

সেপাই ১॥ কী রে বেটা মুরগিচোর? গণ্ডগোল পাকাবার তালে এসেছিস?

কীর্তি॥ কেন এসেছি, নিজেই জানি না।

সেপাই ২॥ ঐ কামারগুলোর বন্ধু নয় তো?

সেপাই ৩॥ খুব তো 'বন্ধুগণ' আর 'জনতা' শোনাচ্ছিলি?

কীর্তি॥ কথার কথা, কথার কথা—

সেপাই ১॥ আর ঐ মহারাজার গপ্পোটা কী ছাড়লি তখন?

কীর্তি॥ আমি তো বলেছি—আমি শালাকে পালাতে দিয়েছি ভুল করে!

শিবদাস ॥ হ্যাঁ, ওটা সত্যি কথা—আমি সাক্ষী আছি।

[ওরা ঘিরে আছে, যেন মারবে। কীর্তি দেঁতো হেসে সামলাবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল ওরা, বাঁধন খুলে দিলো কীর্তিব, পিঠ চাপড়ে দিলো। কীর্তি হাসলো সবচেয়ে জোরে। সবাই বসলো মদ নিয়ে। জমিদার বিপুল বর্মা এলো ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে।]

বিপুল ॥ বন্ধুগণ!

সেপাই ১ ॥ ঐ যে—তোর 'নতুন যুগ'!

[সবাই হেসে উঠলো জোরে]

বিপুল ॥ অতো হাসির কী হোলো? আমি তো হাসির কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তার চেয়ে বন্ধুগণ, যদি শোনো তবে একটা কাজের কথা বলি। পরশুদিন জমিদারদের মিলিত শক্তি এদেশের যুদ্ধবাজ মহারাজা আর তার অত্যাচারী সুবেদারদের কুখ্যাত শাসন খতম করে দিয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত মহারাজাকে ধরতে পারা যায়নি। এই সংগিন মুহূর্তে এই শহরের কামারপাড়ার মজুরগুলো গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টায় ছিলো। ঐ সব সমাজবিরোধীরা আমাদের সম্মানিত বিচারককে হত্যা করেছে। যাই হোক, এখন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা দরকার, ন্যায়বিচার দরকার। তাই আমার ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এত অল্প বয়সে এব মতো আইনের জ্ঞান বড়ো একটা দেখা যায় না। তা এই আমাদের নতুন বিচারক হোক, কী বলো? অবশ্য তোমরা যদি মত দাও। মানে—জনতার মতটাই আসল।

সেপাই ১ ॥ তার মানে? বিচারক কে হবে আমরা ঠিক করবো?

সেপাই ২ ॥ আমরা?

বিপুল ॥ বটেই তো! নতুন যুগ এসেছে, জনতাই ঠিক করবে সব। তোমরা তাহলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নাও।

[সেপাইরা একদিকে গেলো। বিপুল ভাইপোকে অন্যদিকে নিয়ে গেলো।]

ভাবিস না, বিচারক তোকেই করবো। মহারাজাকে ধরতে না পারা পর্যন্ত এ বেটাদের একটু খাতির করতেই হবে।

সেপাই ১ ॥ মজা দেখ? মহারাজাকে ধরতে পারেনি, তাই শালা এখন আমাদের কাছে এসেছে 'বন্ধুগণ' আর 'জনতার মত' ঝাড়তে।

সেপাই ৩ ॥ 'ন্যায়বিচার'? ন্যায়বিচারটা বল্!

সেপাই ১ ॥ ঠিক আছে, শালা যতোক্ষণ মজা আছে করে লে!

সেপাই ২ ॥ হ্যাঁ, লাগা!

[ওরা ফিরে এলো]

সেপাই ১ ॥ এই যে, এই লোকটা বিচারের ব্যাপারে সব খবর রাখে। এই শালা বদমাস! তুই বল দেখি—এই ভাইপো মক্কেলকে বিচারক করা যায়?

কীর্তি ॥ আমাকে বলছো? মানে আমি? আমি বলবো?

সেপাই ২ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ বল না? ক্ষতি কী? একটু মজা হোক।

কীর্তি ॥ ওনাকে যাচাই করে নিতে হবে, এই তো? ভালো কথা। ইয়ে, কাছে-পিঠে কোনো আসামী আছে? মানে ঝানু কোনো পাপী? তাহলে ওর বিচারের এলেমটা দেখা যেতে পারে!

সেপাই ২ ॥ ঝানু পাপী? এই তো ঝামেলায় ফেললি!

সেপাই ২ ॥ গোটা দুই উকিল আছে বটে এ পাড়ায়।

কীর্তি ॥ উঁহু, সত্যিকারের পাপী দিয়ে কাজ হবে না। বিচারক নিযুক্ত না হলে সত্যিকারের অপরাধীদের বিচার হতে পারে না। হলে বেআইনী হবে। অবিশ্যি এখন উকিল দু'টোকে এনে ফাঁসিতে লটকে দেওয়া যেতে পারে, কারণ এখন বিচারক নেই—বিচারক ঝুলছে, সুতরাং আইন ভাঙলো না।

সেপাই ২ ॥ শালা, ন্যায়রত্ন ঠাকুর।

সেপাই ১ ॥ তাহলে কী করা যায়?

কীর্তি ॥ আমি আসামী হচ্ছি।

সেপাই ১ ॥ তুই?

[হেসে উঠলো ওরা]

সেপাই ২ ॥ ঠিক আছে, লাগা লাগা।

বিপুল ॥ তাহলে কী সিদ্ধান্ত হোলো?

সেপাই ১ ॥ পরীক্ষা হবে। এ আসামী হবে, ভাইপো বিচার করুক।

বিপুল ॥ এ রকম নিয়ম নেই, তবু হোক। (ভাইপোকে জনান্তিকে) ভাবিস না, বিচারক তুই-ই হবি।

[কীর্তিচাঁদ মহারাজার ভঙ্গী করে এসে দাঁড়ালো। মহারাজার বাচনভঙ্গি নকল করে বলছে।]

কীর্তি ॥ আশা করি পরিচিত? মহারাজা।

সেপাই ৩ ॥ কী—কী বললো রে?

সেপাই ২ ॥ মহারাজা! শালা জমবে মনে হচ্ছে!

কীর্তি ॥ শোনা হোক! অভিযোগ—যুদ্ধবাজ। হাস্যকর অভিযোগ! 'আমি' বলছি হাস্যকর। যথেষ্ট প্রমাণ? যদি না হয়, উকিলরা উপস্থিত। সংখ্যায় সম্ভবত পাঁচশো। এঁদের বসবার ব্যবস্থা করা হোক।

[সেপাইদের অট্টহাস্য]

ভাইপো॥ এ সব ছেলেখেলার কোনো মানে হয় না! যতো যদ রসিকতা—

সেপাইরা॥ এই এই, চলুক চলুক।

বিপুল॥ হোক না, হোক না!

ভাইপো॥ ঠিক আছে। বাদী রাজ্যের জনতা, প্রতিবাদী মহারাজা। প্রতিবাদীর কোনো বক্তব্য আছে?

কীর্তি॥ বক্তব্য? প্রচুর! শোনা যাচ্ছে—যুদ্ধে পরাজয়। যুদ্ধ আরম্ভ—জমিদারদের পরামর্শে। যেমন এই জমিদার—বিপুলকাকা, অথবা জ্যাঠা। এঁর সাক্ষ্য নেওয়া হোক।

[সেপাইদের অট্টহাস্য]

ভাইপো॥ আবেদন অগ্রাহ্য করা হোলো। যুদ্ধ আরম্ভ করা অন্যায় হয়নি, সব রাজাকেই তা করতে হয়। অন্যায় হোলো—যুদ্ধ করে হেরে যাওয়া।

কীর্তি॥ হাস্যকর অভিযোগ! যুদ্ধ 'করা' হয়নি, 'করানো' হয়েছে। জমিদারদের দিয়ে। স্বভাবতই তাঁরা ডুবিয়েছেন।

ভাইপো॥ প্রতিবাদী যে সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিল, সে কথা কি সে অস্বীকার করছে?

কীর্তি॥ অবশ্যই না। সর্বাধিনায়কের কাজ আদেশ দেওয়া। চিরকাল আদেশ দিয়েছি। শৈশবে ধাত্রীকে। কৈশোরে ভৃত্যদের। আদেশ দিতে অভ্যস্ত। আমার আদেশে রাজকর্মচারীরা চুরি করেছে। জমিদাররা কৃষকবধূদের ধর্ষণ করেছে—আদেশে। হাবিলদাররা সেপাইদের চাবকেছে—আদেশে। এই জমিদারের ভুঁড়ি বেড়েছে—আমার বিশেষ আদেশে।

[সেপাইদের অট্টহাস্য]

বিপুল॥ জবাব দাও, জবাব দাও! ভয় কী? আমি আছি।

ভাইপো॥ আমার উত্তর—আদালতের মর্যাদারক্ষার প্রশ্নে। প্রতিবাদী যেন আদালতের মর্যাদা রক্ষা করে।

কীর্তি॥ একমত। আমার আদেশ—বিচারক বিচার চালান।

ভাইপো॥ বিচারককে আদেশ দেবার কোনো অধিকার নেই প্রতিবাদীর! প্রতিবাদী বলেছে—জমিদাররা তাকে যুদ্ধ বাধাতে পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু তাঁরা ডুবিয়েছেন—এ কথা কিসের ভিত্তিতে বলা হচ্ছে?

কীর্তি॥ দৃঢ় ভিত্তি। যথেষ্ট সৈন্য পাঠাননি। তহবিল তছরূপ করেছেন। বেতো ঘোড়া সরবরাহ করেছেন। যুদ্ধের সময়ে শুঁড়িখানায় পড়ে থেকেছেন। মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করেছেন। কাকা-বিপুল—অথবা জ্যাঠা—সাক্ষ্য দিন।

ভাইপো ॥ প্রতিবাদী কী বলতে চাইছে—জমিদাররা লড়াই করেননি?

কীর্তি ॥ অবশ্যই করেছেন—রসদ জোগাবার ঠিকেদারীর জন্যে।

[সেপাইদের অট্টহাস্য]

বিপুল ॥ বাড়াবাড়ি হচ্ছে! এই লোকটা মজুরগুলোর মতো কথা বলছে।

কীর্তি ॥ সত্য ছাড়া মিথ্যা বলা হয়নি।

বিপুল ॥ ওকে ফাঁসি দেওয়া হোক!

সেপাই ১ ॥ চেপে যান না মশাই!

সেপাই ২ ॥ মহারাজ, চালিয়ে যাও।

[ভাইপো লাফিয়ে উঠলো। উত্তেজনায় ওর বাচন-ভঙ্গী কীর্তির, অর্থাৎ মহারাজার মতো হয়ে গেছে।]

ভাইপো ॥ আস্তে! এখন রায় দেওয়া হবে। সাক্ষ্য গৃহীত! অপরাধ—যুদ্ধে পরাজয়—প্রমাণিত! শাস্তি—আসামীর ফাঁসি—অবিলম্বে!

কীর্তি ॥ সনির্বন্ধ উপদেশ—জনসমক্ষে ঐ ভঙ্গীতে কথা না বলার। জনতা যদি দেখে—মহারাজা এবং জমিদার—বাচনভঙ্গী এক, তবে হয় তো ফাঁসি দেবে—মহারাজা, 'এবং' জমিদারকে।

বিপুল ॥ ওকে ফাঁসি দেওয়া হোক।

কীর্তি ॥ ইতিমধ্যে রায় নাকচ করতে বাধ্য। যুক্তি—যুদ্ধে পরাজয়, কিন্তু জমিদারদের জয়। প্রমাণ—তিন লক্ষ বিরাশি হাজার তঙ্কা লাভ—ঘোড়ার দাম বাবদ, যে ঘোড়া পাঠানো হয়নি।

বিপুল ॥ ওকে ফাঁসি দেওয়া হোক!

কীর্তি ॥ আট লক্ষ ছাপ্পান্নো হাজার তঙ্কা লাভ—খাদ্যরসদের দাম বাবদ, যে খাদ্য ক্ষেতে রয়েছে, মাঠে চরছে।

বিপুল ॥ ওকে ফাঁসি দেওয়া হোক!

কীর্তি ॥ সুতরাং জয়। পরাজয়—দেশের। দেশ আদালতে অনুপস্থিত।

বিপুল ॥ ওকে—

[সেপাইদের অট্টহাস্য। বিপুল সামলে নিলো।]

ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওহে রসিক প্রবর, তুমি এখন যেতে পারো। তাহলে বন্ধুগণ, নতুন বিচারকের নিয়োগটা পাকা করা যাক?

সেপাই ১ ॥ হ্যাঁ, পাকা করা যাক।

[কীর্তি ফিরে গিয়ে বসলো শিবদাসের কাছে]

এই, বিচারকের জোব্বাটা খুলে আন্ তো!

[অন্য সেপাইরা জোব্বাটা খুলে আনলো]

(ভাইপোকে) নাও, ওঠো তো বাবা! নতুন বিচারককে বসতে দাও।
(কীর্তিকে) অ্যাই শালা বদমাস! নে চল ওখানে। নে, বোস ওখানটায়। বোস!
[কীর্তিকে জোব্বা পরিয়ে বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া হোলো। হতভম্ব বিপুল আর ভাইপো পিছু হটছে।]
শালা, বিচারক বরাবরই বদমাস ছিল। এখন একটা বদমাস বিচারক হোলো।

সেপাই ২॥ শালা কামাল!

সেপাই ৩॥ শালা বিচারকের মতো বিচারক!
[অট্টহাস্য। বিপুল আর ভাইপো চলে গেলো। দু'জন সূত্রধার এলো।]

সূত্র ॥ দেশে গৃহযুদ্ধ! জমিদারদের সঙ্গে লড়াই মহারাজার।

সূত্র ২॥ সেপাইরা এ পক্ষে, ও পক্ষে, বেশিরভাগ নিজপক্ষে।
[সেপাইদের অট্টহাস্য। কীর্তি উঠে গম্ভীরভাবে পায়চারি করছে।]

সূত্র ১॥ কীর্তিচাঁদ সেপাইদের নির্বাচিত বিচারক, তাকে হটায় কে?

সূত্র ২॥ দু'বছর বিচারক রইলো কীর্তিচাঁদ।
[সেপাইদের অট্টহাস্য]

সূত্র ১॥ যখন শহরে আগুন, গ্রামে লুঠ—
[হো-ও-ও আওয়াজ করে সেপাইরা ছুটে বেরিয়ে গেলো।]

সূত্র ২॥ যখন ষড়যন্ত্র আর প্যাঁচ-কষাকষি দরবারে দরবারে—

সূত্র ১॥ ভাঙা বাড়ির আনাচে-কানাচে যখন আরশোলার ঘোরাফেরা—

সূত্র ২॥ তখন বিচারকের আসনে—

সূত্রধাররা॥ কীর্তিচাঁদ!
[সূত্রধাররা চলে গেলো। শিবদাস ঘর মুছছে। মহাজন, বৈদ্য, খোঁড়া ও ছোকরা এসে বিভিন্ন জায়গায় বসেছে, দাঁড়িয়েছে।]

কীর্তি॥ সরকারী উকিল!

শিবদাস ॥ হুজুর?

কীর্তি॥ আইনের মোটা বইখানা এইখানে পাতো দেখি, বসি।
[শিবদাস চেয়ারে কাল্পনিক বই পাতলো। কীর্তি বসলো।]
মামলার সংখ্যা বড়ো বেড়ে গেছে, দু'টো করে বিচার একসঙ্গে করতে হবে। আদালতের কাজ শুরু করবার আগে একটা বিশেষ ঘোষণা আছে—আমি গ্রহণ করি।
[একমাত্র ছোকরা কীর্তির প্রসারিত হাতে কিছু দিলো। কীর্তি মহাজনের দিকে তাকিয়ে। মহাজন তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেলো।]

আদালত অবমাননার অপরাধে কারো কারো শাস্তি হতে পারে। হুঁ, আপনি—যা শুনলাম—বৈদ্য, আর আপনি গ্রামের মহাজন—এই বৈদ্যের নামে নালিশ এনেছেন। কী নালিশ?

মহাজন॥ হুজুর, এর জন্যে আমার হৃদরোগ হয়েছে।

কীর্তি॥ তার মানে চিকিৎসার ভুল?

মহাজন॥ তার থেকে খারাপ হুজুর! ওর চিকিৎসাশাস্ত্র পড়বার খরচ আমি ধার দিয়েছি। এখনো সুদে-আসলে অনেক তঙ্কা বাকি। অথচ সেদিন এক রোগীর চিকিৎসা ও বিনামূল্যে করেছে। সেই শুনেই আমার হৃদরোগ!

কীর্তি॥ হবারই কথা। (খোঁড়াকে) আপনার কী আছে?

খোঁড়া॥ (খুঁড়িয়ে এগিয়ে এসে) আমিই সেই রোগী হুজুর।

কীর্তি॥ আপনার পায়ের চিকিৎসা বিনামূল্যে করেছে?

খোঁড়া॥ ভুল পায়ের হুজুর। আমার ডান পায়ে বাত, বাঁ পায়ে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তাই খোঁড়াচ্ছি।

মহাজন॥ অস্ত্রোপচার হুজুর! পাঁচশো তঙ্কা দক্ষিণা। বিনামূল্যে করেছে!

বৈদ্য॥ হুজুর, অস্ত্রোপচারের আগেই দক্ষিণা নেবার কথা। এক্ষেত্রে আমার ধারণা ছিল—আমার সহকারী দক্ষিণা নিয়েছেন। ঐখানে আমার ভুল হয়েছিলো হুজুর!

মহাজন॥ ভুল হয়েছিলো? ভালো বৈদ্যের ওরকম ভুল হবার কথা?

কীর্তি॥ অবশ্যই না। ওহে সরকারী উকিল!

শিবদাস ॥ হুজুর?

কীর্তি॥ অন্য মামলাটা কী?

শিবদাস॥ (ছোকরাকে দেখিয়ে) চাপ দিয়ে টাকা আদায়।

ছোকরা॥ ধর্মাবতার, আমি নির্দোষ। আমি জমিদারটির কাছে জানতে চেয়েছিলাম—তিনি সত্যি সত্যিই তাঁর ভাইঝিকে ধর্ষণ করেছেন কি না। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন—কথাটা সত্যি নয়, এবং আমার ছোট ভাইয়ের লেখাপড়া চালাতে আমাকে কিছু তঙ্কা দিয়েছেন।

কীর্তি॥ (বৈদ্যকে) এই রকম কোনো যুক্তি আপনার নেই?

বৈদ্য॥ হুজুর, সব মানুষেরই ভুল হয়—এই আমার যুক্তি।

কীর্তি॥ হ্যাঁ, কিন্তু দক্ষিণার ব্যাপারে ভুল বৈদ্যের পক্ষে অস্বাভাবিক অপরাধ। শোনা যাচ্ছে—ব্যবসায়ীরা আজকাল ছেলেদের চিকিৎসাশাস্ত্র পড়াচ্ছে যাতে ছেলেরা ব্যবসাটা ভালো করে শেখে। (ছোকরাকে) ওহে, জমিদারটির নাম কী?

ছোকরা ॥ তিনি নামের উল্লেখ চান না।

কীর্তি ॥ সে ক্ষেত্রে আদালত রায় দেবে। চাপ দিয়ে টাকা আদায়ের অপরাধ প্রমাণিত, এবং (মহাজনকে) আপনার জরিমানা হোলো হাজার তঙ্কা। পরের বার হৃদরোগের আক্রমণ হলে এই বৈদ্য বিনামূল্যে আপনার চিকিৎসা করবে, দরকার হলে অস্ত্রোপচার। (খোঁড়াকে) আপনি পায়ে মালিস করবার জন্যে এক শিশি আশ্চর্য মলম পাবেন। (ছোকরাকে) তুমি, যখন নামটা বলবেই না—জমিদারের কাছে পাওয়া তঙ্কার অর্ধেক সরকারী উকিলের কাছে জমা দেবে। উপরন্তু আদালত তোমাকে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়বার উপদেশ দিচ্ছে—ওদিকে তোমার মাথা আছে। (বৈদ্যকে) আপনি অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন, অতএব—খালাস। পরের মামলা!

[মহাজন, বৈদ্য, খোঁড়া ও ছোকরা চলে গেছে একে একে। দু'জন সূত্রধার এলো। তিন জোতদার আর এক বুড়ি আসছে।]

সূত্র ১ ॥ যখন বোয়ালে বোয়াল খায়—

সূত্র ২ ॥ তখন মাঝে মাঝে পুঁটিমাছের দিন আসে।

সূত্র ১ ॥ সেই সব চুনোপুঁটিদের পক্ষে রায় যায় যে বিচারকের—

সূত্রধাররা ॥ তার নাম—কীর্তিচাঁদ।

[সূত্রধাররা চলে গেলো]

কীর্তি ॥ সরকারী উকিল!

শিবদাস ॥ হুজুর।

কীর্তি ॥ আদালতের কাজ শুরু করো!

শিবদাস ॥ হুজুর একটা গোরুর মামলা। (বুড়িকে দেখিয়ে) আসামীর গোয়ালে গত একমাস ধরে গোরুটা আছে। গোরুটার মালিক ছিলেন—জোতদার জনার্দন। এ ছাড়া আসামীর ঘরে পাওয়া গেছে একটা চোরাই কাৎলা মাছ, যার মালিক—জোতদার বৃন্দাবন। আর জোতদার কাশীনাথের এক টুকরো জমি আসামী ভাগে চাষ করে; ভাগ আদায়ের চেষ্টার ঠিক পরে কাশীনাথের পাঁচটা ছাগল নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

জনার্দন ॥ আমার গোরু হুজুর!

বৃন্দাবন ॥ আমার কাৎলা হুজুর!

কাশীনাথ ॥ আমার ছাগল হুজুর!

কীর্তি ॥ কী দিদিমা, কী বলবার আছে তোমার?

বুড়ি ॥ বাবা হুজুর, ব্যাপারটা একটু অন্যরকম বাবা। এই মাসখানেক আগে

ভোর রাত্তিরে আমার কুঁড়ের দোরে ধাক্কা। দরোজা খুলে দেখি—এক সন্নেসী, সঙ্গে একটি গোরু। সন্নেসীবাবা বললেন—'আমি সন্ত রত্নাকর, আমার দৈবশক্তি আছে। তোমার দুই ছেলে যুদ্ধে মরেছে, তাই এই গোরুটা তোমায় দিয়ে গেলাম—যত্ন করে রেখো।'

জনার্দন॥ সে রতন ডাকাত হুজুর!

বৃন্দাবন॥ ঐ বুড়ির বোনপো হয়!

কাশীনাথ॥ দুর্দান্ত ডাকাত হুজুর, তাকে ফাঁসি দিন।

[বাইরে কোলাহল। হুংকার ছেড়ে রতন এলো।]

রতন॥ হর হর শঙ্কর!

জোতদাররা॥ ঐ রতন!

রতন॥ হুজুরের জয় হোক। এক পাত্র দিশি হুকুম হয়।

কীর্তি॥ সরকারী উকিল, অতিথির জন্যে এক পাত্র দিশি।

[শিবদাস মদ দিলো, রতন এক চুমুকে পাত্র খালি করলো]

আপনি কে?

রতন॥ আমি সন্নেসী। আর এক পাত্তর বেটা!

[কীর্তির ইঙ্গিতে শিবদাস আর এক পাত্র দিলো]

কীর্তি॥ আদালত সন্ন্যাসীকে স্বাগত জানাচ্ছে। বসুন। বলো দিদিমা, তোমার গল্পটা বলো।

বুড়ি॥ হুজুর-বাবা, ওনার দৈবশক্তি আছে তা পেরথময়টায় বুঝিনি—

কীর্তি॥ বোঝা শক্ত।

বুড়ি॥ তখন শুধু ঐ গোরুটা। কিন্তু সেদিন রাত্তিরে জোতদারের চাকররা এলো গোরু কেড়ে নিতে। এসে—আবার ঘুরে চলে গেলো। তাদের মুখে মাথায় বড়ো বড়ো কালো কালো ঢিবি উঠলো। তখন বুঝলাম—সন্ত রত্নাকর ওদের মতিগতি ভালো করে দিয়েছেন।

[রতনের অট্টহাস্য]

জনার্দন॥ মতিগতি কিসে বদলালো আমি জানি হুজুর!

কীর্তি॥ উত্তম, পরে বলবেন। তারপর দিদিমা?

বুড়ি॥ এর পর মতি ভালো হোলো কাশীবাবুর। সন্তর কৃপায় উনি জমিটার ভাগ মাপ করে দিলেন।

কাশীনাথ॥ হুজুর, আমার পাঁচ পাঁচটা ছাগল—

[রতনের অট্টহাস্য]

কীর্তি॥ বলে যাও দিদিমা।

বুড়ি॥ তারপর আজ সকালে, একটা কাৎলা মাছ উড়ে এলো জানলা দিয়ে। পড়লো ঠিক আমার এই—এই কোমরটার ওপরে। দেখুন হুজুর, এখনো খোঁড়াচ্ছি।

[খুঁড়িয়ে দেখালো]

কীর্তি॥ হ্যাঁ, বটেই তো!

বুড়ি॥ এখন বিচার করুন হুজুর, আমার মতো গরিব-দুঃখী দৈবশক্তি ছাড়া দশ-সেরী কাৎলা কোথায় পাবে?

[রতন সমবেদনায় ঈষৎ ফোঁপালো।]

কীর্তি॥ দিদিমা, তোমার এই শেষ কথাটি আদালতের মর্মস্পর্শ করেছে। তুমি এইখানে এসে বোসো।

[বুড়িকে নিজের আসনে বসালো]

সবাই চেয়ে দেখো—এই দিদিমা হোলো সারা দেশের দিদিমা। বলা যেতে পারে—দেশ-দিদিমা! দুঃখী মা, ছেলেরা মরেছে যুদ্ধে, একটা গোরু পেলে দিদিমা কেঁদে ফেলে। মার খেলে ওর আশা টিঁকে থাকে, মার না খেলে অবাক হয়। দিদিমা, আমরা যারা অভিশপ্ত, তাদের ওপর তোমার সুবিচার যেন বরাবর থাকে। (জোতদারদের) নাস্তিকের দল! তোমরা দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করো না? নাস্তিকতার অপরাধে তোমাদের প্রত্যেকের জরিমানা হোলো দু'শো তঙ্কা করে। যাও, বিদায় হও!

[জোতদাররা বিদায় হোলো]

তুমি দিদিমা, ভালো করে মাছের ঝোল রাঁধো। আর তুমি, সন্ত রত্নাকর, চলো, সরকারী উকিল আর আমার সঙ্গে আর এক পাত্তর হয়ে যাক।

[বুড়ি চলে গেলো। কীর্তি, শিবদাস, রতন ভিতরে গেলো। দু'জন সূত্রধার এলো। শিবদাস আর কীর্তিই এই দু'জন সূত্রধার হতে পারে]

সূত্র ১॥ আইন ভেঙে আইনের টুকরো রুটির টুকরোর মতো,
গরিবদের মধ্যে দু'বছর ধরে বিলিয়ে গেলো—বিচারক কীর্তিচাঁদ।
দু'বছর ধরে শিকারী কুত্তা হয়ে
নেকড়ের পালের সঙ্গে লড়াই করে গেলো—বিচারক কীর্তিচাঁদ।

সূত্র ২॥ কিন্তু দিন কাটে।

[বিপুল আর দুই সেপাই যেন যুদ্ধ করতে করতে পালাচ্ছে, তাড়া করে আসছে অন্য সেপাইরা। তাদের পেছনে সুবেশধারী মহারাজা। তার পেছনে সুবেদারনী ও কর্মচারী। একদিক দিয়ে ঢুকে শোভাযাত্রার মতো অন্যদিক দিয়ে বেরোবে ওরা।]

অরাজকতার দিন শেষ হয়।
মহারাজা ফিরে আসে প্রতিবেশী রাজার সাহায্যে,
ফিরে আসে সুবেদারের পাল।

সূত্র ১॥ ফিরে আসে আমাদের সুবেদারের পলাতকা গৃহিণী।
[বাইরে সেপাইদের গর্জন, বিপুলের আর্তনাদ। বিপুলকে বেঁধে নিয়ে এসে সেপাইরা আবার চলে গেলো।]
হেরে যায়, মারা পড়ে জমিদারের দল।

সূত্র ২॥ মারা পড়ে অনেক সেপাই, অনেক নিরীহ লোক,
গরিবের ঘরবাড়ি পোড়ে নতুন করে।

সূত্র ১॥ কীর্তিচাঁদের মনে ঢোকে ভয়।
[কীর্তি জোব্বা খুললো। শিবদাস বসে আছে।]

কীর্তি॥ সরকারী উকিল শিবদাস চৌকিদার, তোমার দাসত্বের দিন শেষ হয়ে এলো। অনেক দিন ধরে আমার অকাট্য যুক্তির শেকল তোমাকে বেঁধে রেখেছে, আমার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তোমাকে চাবকেছে। চরিত্রগতভাবে তুমি দুর্বল, উচ্চস্তরের কোনো মানুষের হাত না চাটলে তোমার চলে না। কিন্তু উচ্চস্তরে বিভিন্ন রকমের মানুষ আছে। এইবার, আমার হাত থেকে মুক্তি পাবার পর, তোমার স্বভাবগত নিচু প্রবৃত্তি তোমাকে চালাবে। সে প্রবৃত্তি হোলো—দুর্বল মানুষের মুখের ওপর তোমার গোদা পা-টা চাপানো। দুর্বল মানুষ কিছুদিনের জন্যে ছুটি পেয়েছিলো—অরাজকতার যুগে। অরাজকতা—মানে বুকের ওপর রাজার হাঁটুটা নেই। কিছুদিন। ঐ ক'টা দিন বড়োলোকের মুখ শুকিয়েছে থেকে থেকে, প্রাণ কেঁপেছে। গরিবের কাছে থেকে থেকে হাতজোড় করতে হয়েছে তাকে। আর্তকণ্ঠে ডেকে বলেছে—রাজা, এসো, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনো, অরাজকতা শেষ হোক! ছুটি শেষ! বাবা শিবদাস, আইনের ঐ মোটা বইখানা আনো দেখি, যার ওপর আমি বসি। দেখি ওরা আমায় কী কী করবে। পাতো এইখানে।
[শিবদাস বইটা মাটিতে পাতলো। কীর্তি তার উপর বসলো।]
হুঁ। গরিব খুন করলে তাকে ছেড়ে দিয়েছি আমি, তার জন্যে আমার জরিমানা হবে। আইনের বারোটা বাজিয়েছি, তার জন্যে কয়েদ। বড়োলোকের পকেটে উঁকি মেরেছি আমি, তার জন্যে ফাঁসি। লুকোবার উপায় নেই, সব্বাই চিনে গেছে আমাকে।
[বলতে বলতে বইটা চেয়ারের নিচে রাখলো]

শিবদাস ॥ কে যেন আসছে।

কীর্তি ॥ (সভয়ে) আসছে? এসে গেছে? তাহলে এই শেষ! মহান এক বিচারকের দর্শন পাবার আশা নিয়ে আসছে ওরা। আমি ওদের সে আশা পূর্ণ করবো না। আমি হাঁটু গেড়ে ভিক্ষে চাইবো, সারা শরীর থরথর করে কাঁপবে, মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠবে প্রাণের ভয়ে!

[সুবেদারনী আর কর্মচারী এলো। কীর্তি অন্যদিকে ফিরে নতজানু তখন।]

সুবেদারজী ॥ ওটা কী জন্তু?

[লাফিয়ে উঠে এলো কীর্তি]

কীর্তি ॥ হাতের পুতুল হুজুরাইন, আমাকে দিয়ে সব কিছু করানো যাবে।

কর্মচারী ॥ স্বর্গত সুবেদার অগ্নিপ্রতাপ সিংহের ধর্মপত্নী ফিরে এসেছেন। তাঁর দু'বছরের ছেলে ভানুপ্রতাপকে নিয়ে একটা পুরোনো ঝি উত্তরের পাহাড়ের দিকে পালিয়েছে।

কীর্তি ॥ তাকে ধরে আনা হবে হুজুরাইন—আমি আপনার গোলাম।

কর্মচারী ॥ শোনা যাচ্ছে—ঝিটা না কি তাকে নিজের ছেলে বলে দাবি করছে।

কীর্তি ॥ ঝিটার গর্দান যাবে হুজুরাইন—আমি আপনার গোলাম।

কর্মচারী ॥ ঠিক আছে, আমরা এখন চলি।

সুবেদারনী ॥ লোকটাকে সুবিধের লাগছে না আমার।

কীর্তি ॥ আমি আপনার গোলাম হুজুরাইন—সব ব্যবস্থা হবে।

[ওরা চলে গেলো। কীর্তি আর শিবদাস ভিতরের দিকে পালালো। সূত্রধার এলো।]

সূত্র ॥ এবার শুনুন বিচারের গল্প।
সুবেদার-পুত্রের কে প্রকৃত মা, তার বিচার।
বিখ্যাত খড়ির গণ্ডীর বিচার।

[দু'জন সেপাই এর মধ্যে ভানুকে নিয়ে এসে ভিতরে চলে গেছে। সোমা আর রাঁধুনি এলো। সূত্রধার চলে গেলো।]

সোমা ॥ ও এখন নিজে নিজে চান করতে পারে।

রাঁধুনি ॥ তোর কপাল ভালো—লোকটা সত্যিকারের বিচারক নয়। এ হোলো সেই মাতাল কীর্তিচাঁদ। বিচারের 'ব' জানে না, সব কিছু গুলিয়ে দেয়। চোর-ছ্যাঁচড় ছাড়া পেয়ে যায়, বড়োলোকেরা ঘুষ দিয়েও পার পায় না। বরং গরিব-দুঃখীরাই জিতে যায় বেশির ভাগ সময়ে।

সোমা ॥ আহা, তাই যেন হয়।

রাঁধুনি ॥ দেবতার কাছে মানত কর—বেটা যেন আজ মাতাল হয়ে আসে। তবে

একটা কথা বলি—ও যখন তোর নিজের ছেলে নয়, তখন এ নিয়ে এত জেদ করছিস কেন? দেখছিস তো দিনকাল ভালো নয়।

সোমা॥ ও আমার। ওকে আমি মানুষ করেছি।

রাঁধুনি॥ ওর মা ফিরে এলে কী হবে, ভাবিস নি কখনো?

সোমা॥ প্রথমে ভেবেছিলাম—এলে দিয়ে দেবো। পরে ভেবেছি—আর ফিরবে না।

রাঁধুনি॥ যাক গে, আমি তোর হয়ে যা সাক্ষি দিতে হয় দেবো। সুমনের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো সেদিন। ও জানে ছেলেটা তোর নয়, কিন্তু তুই বিয়ে করলি কেন, সেটা ও কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

সোমা॥ সুমনকে নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছি না আমি এখন!

[এর মধ্যে সুমন এসে দাঁড়িয়েছিলো, সোমা দেখে নি, রাঁধুনি তার গা টিপে তাকে সাবধান করে দিলো।]

সুমন॥ (রাঁধুনিকে) একটা কথা আমি মহিলাটিকে জানিয়ে রাখতে চাই। দরকার হলে আমি বলতে রাজি আছি—আমি ছেলেটির বাবা।

[সোমা নীরবে ঘাড় নাড়লো]

আর একটা কথা। আমি এখনো স্বাধীন।

রাঁধুনি॥ ও কথা বলে কী হবে? ওর তো বিয়ে হয়ে গেছে।

সুমন॥ সেটা মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই।

[বসলো। দু'জন সেপাই ভিতর থেকে এলো।]

সেপাই ১॥ কোথায় গেলো বল তো?

সেপাই ২॥ কে জানে?

[হাবিলদার এলো বাইরে থেকে। তাকে দেখে সোমা রাঁধুনির আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করলো।]

হাবিলদার॥ এই, বিচারক কোথায় জানিস?

সেপাই ২॥ এখানে তো নেই।

সেপাই ১॥ সারা বাড়ি খুঁজে দেখলাম—একটা ছেঁড়া বিছানা আর একটা খালি মদের বোতল—ব্যস!

হাবিলদার॥ আচ্ছা, আয় তোরা দু'জন আমার সঙ্গে!

[সোমাকে দেখে হাবিলদার দাঁড়িয়ে গেলো]

সেপাই ১॥ কী হোলো?

হাবিলদার॥ না, কিছু না। চল!

[ওরা চলে গেলো]

রাঁধুনি ॥ সে কী রে? কীর্তিচাঁদের কিছু হোলো না কি? অন্য কোনো বিচারক হলে তোর কিন্তু কোনো আশা নেই। (সোমার সন্ত্রস্তভাব দেখে) কী হোলো?

সোমা ॥ দিদি, ঐ হাবিলদারটার মাথায় আমি ডান্ডা মেরেছিলাম!

রাঁধুনি ॥ ঐ লোকটা!

সোমা ॥ হ্যাঁ।

রাঁধুনি ॥ ভাবিস না, ও চেপে যাবে। নইলে ও যে জমিদারের হয়ে বাচ্চাটাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলো, সেটা ফাঁস হয়ে যাবে না?

সোমা ॥ ওর কথা আমি ভুলেই গেছিলাম!

[সুবেদারনী, কর্মচারী আর উকিল এসেছে]

উকিল ॥ লোকজন নেই একেবারে।

কর্মচারী ॥ ঝামেলার ভয়ে সব দরজা বন্ধ করে ঘবে বসে আছে।

সুবেদারনী ॥ ভালোই হয়েছে। ওদের গায়ের গন্ধে আমার মাথা ধরে যায়।

উকিল ॥ একটু সাবধানে কথা বলুন! এই বিচারকটাকে না সরানো পর্যন্ত—

সুবেদারনী ॥ কই, কিছু বলিনি তো? জনতা আমার খুব ভালো লাগে, কী সরল মন ওদের। শুধু ওদের গায়ের গন্ধে আমার মাথা ধরে—তাই বলছিলাম।

উকিল ॥ আঃ, আস্তে, আস্তে!

সুবেদারনী ॥ (সোমাকে দেখিয়ে) ঐ জানোয়ারটা?

উকিল ॥ দয়া করে ভাষাটা একটু সংযত করুন! মহারাজা নতুন বিচারক নিয়োগ করেছেন বলে এখনো কোনো খবর আসেনি।

কর্মচারী ॥ কিন্তু বিচারক গেলো কোথায়?

উকিল ॥ দাঁড়ান, একটু খবর নিই।

[চলে গেলো]

রাঁধুনি ॥ বিচারক কীর্তি না হয়ে অন্য কেউ হলে সুবেদারনী এতক্ষণে তোর দু'চোখ গেলে দিতো! কীরকম তাকাচ্ছে দেখেছিস?

[কীর্তির ঘাড় ধরে হাবিলদার এলো। পেছনে দুই সেপাই শিবদাসকে বেঁধে নিয়ে আসছে।]

হাবিলদার ॥ পালাচ্ছিলি, অ্যাঁ? পালাচ্ছিলি? শালা!

[কীর্তিকে ধাক্কা মেরে ওরা একজন আর একজনের কাছে পাঠাতে লাগলো, যেন লোফালুফি করছে]

বিচার! বিচার করবি? শালা—এই নে বিচার! এই নে!

সুবেদারনী ॥ (হাততালি দিয়ে) লোকটাকে গোড়া থেকেই আমার অপছন্দ!

[কীর্তি পড়ে গেছে। দুই সেপাই ফের টেনে তুলছে তাকে দু'হাত ধরে।]

কীর্তি॥ আমি—আমি দেখতে পাচ্ছি না—রক্তটা মুছতে দাও—

হাবিলদার॥ আবার দেখবি কী রে শালা?

[মুখে এক ঘুসি। কীর্তি পড়লো।]

কীর্তি॥ কী দেখবো? দেখবো—কুত্তা। এই যে কুত্তা, খবর ভালো? কুত্তার দুনিয়া কেমন চলছে? কেমন গন্ধ দুনিয়াটার? চাটবার জন্যে নতুন জুতো পেয়েছো তো? নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি শুরু হয়েছে তো ফের? কুত্তা?

[বলতে বলতে কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়েছে কীর্তি। ওরা এতোক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলো।]

হাবিলদার॥ দে শালাকে ঝুলিয়ে!

[তার ঘুসিতে ছিটকে পড়লো কীর্তি। সেপাইরা দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিলো মূর্ছিত কীর্তির গলায়।]

সেপাইরা॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে আয় দড়ি। দে শালাকে লটকে! শালা, বিচার করবে!

[রাজকর্মচারী এলো, সঙ্গে রাজসৈন্যের এক জাঁদরেল হাবিলদারকে নিয়ে]

রাজকর্মচারী॥ এ সব কী হচ্ছে এখানে?

রাজ-হাবিলদার॥ খবরদার!

রাজকর্মচারী॥ সবাই শুনুন। আমি রাজধানী থেকে আসছি মহারাজার হুকুমনামা নিয়ে। নতুন নিয়োগপত্র। এই যে—মহারাজার শিলমোহর।

রাজ-হাবিলদার॥ খবরদার!

[সবাই তটস্থ]

রাজকর্মচারী॥ (দলিল পড়ে) 'মহারাজার মহামূল্য জীবন যে ব্যক্তি রক্ষা করিয়াছিল, অত্র হুকুমনামায় তাহাকে রূপনগর সুবার বিচারকের পদে নিযুক্ত করা হইল। উক্ত ব্যক্তির নাম—কীর্তিচাঁদ।' কোথায়, তিনি আছেন এখানে?

শিবদাস॥ ঐ যে হুজুর!

[কীর্তির মূর্ছিত দেহ দেখিয়ে দিলো]

রাজকর্মচারী॥ এ কী!

রাজ-হাবিলদার॥ (হুংকারে) এসব কী চলছে এখানে?

[হাবিলদার তাড়াতাড়ি কীর্তির গলা থেকে দড়ি খুলে তাকে তুললো। দুই সেপাই বিচারকের জোব্বা এনে পরিয়ে দিলো।]

হাবিলদার॥ হুজুর, বিনীত নিবেদন। বিচারক কীর্তিচাঁদ আগেও বিচারক ছিলেন। স্থানীয় তিন জোতদারের নালিশ—কীর্তিচাঁদ মহারাজার শত্রু। তাই তাঁকে—

রাজকর্মচারী॥ কে তারা? কী নাম তাদের?

হাবিলদার॥ হুজুর, জনার্দন, বৃন্দাবন আর কাশীনাথ।

রাজকর্মচারী॥ ফাটক।

রাজ-হাবিলদার॥ জলদি!

হাবিলদার॥ ফাটক—জলদি!

[দুই সেপাই ছুটলো। হাবিলদার কীর্তিকে চেয়ারে বসালো।]

রাজকর্মচারী॥ বিচারক কীর্তিচাঁদের গায়ে আর যেন কেউ হাত না দেয়।

[ওরা দু'জন চলে গেলো]

কর্মচারী॥ (সুবেদারনীকে) সর্বনাশ হয়ে গেলো! আমাদের উকিল গেলো কোথায়?

রাঁধুনি॥ (সোমাকে) হাততালি দিয়ে হাসছিলো। কীর্তি সেটা দেখে থাকলে ভালো।

[কীর্তি উঠে হাবিলদারের দিকে গেলো। হাবিলদার সেলাম করলো।]

হাবিলদার॥ কী হুকুম হুজুর?

কীর্তি॥ কিছু না কুত্তাভাই। তোদের এই কুত্তাভাইটাকে মাঝেমধ্যে জুতোটা আস্টা চাটতে দিস—ব্যস। (শিবদাসকে) তোমাকে মার্জনা করা হোলো—খালাস।

[হাবিলদার ছুটে গেলো শিবদাসের বাঁধন খুলে দিতে]

যাও বাবা, এক পাত্তর দিশি নিয়ে এসো।

[শিবদাস ভিতরে গেলো]

যাও ভাই, বিদায় হও, একটা মামলার বিচার করতে হবে।

[হাবিলদার চলে গেলো। শিবদাস মদ এনে দিলো। উকিল ফিরে এসেছে।]

আইনের মোটা বইটা পাতো, বসি।

[শিবদাস চেয়ারের নিচ থেকে বই নিয়ে চেয়ারে পাতলো। কীর্তি মদ শেষ করে বসলো। এক অতি বৃদ্ধ দম্পতি এসে বসেছে।]

একটি বিশেষ ঘোষণা—আমি গ্রহণ করি।

রাঁধুনি॥ (সোমাকে) সর্বনাশ!

[উকিলের ইঙ্গিতে কর্মচারী কীর্তির হাতে তঙ্কা দিয়ে গেলো]

কীর্তি॥ আদালতের কাজ শুরু হোক।

উকিল॥ মামলাটা খুব সহজ হুজুর। আসামী এনার ছেলেকে নিয়ে পালিয়েছিলো। এখন ফেরত দিতে অস্বীকার করছে।

কীর্তি॥ (সোমাকে দেখে) বাঃ, বেড়ে দেখতে! আমি সর্ব সত্য চাই। বিশেষ করে--(সোমাকে) তোমার কাছ থেকে।

উকিল ॥ মাননীয় বিচারপতি। রক্তের সম্পর্ক পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র সম্পর্ক। শাস্ত্রে বলেছে—

কীর্তি ॥ আদালত জানতে চায়—উকিল মহোদয়ের দক্ষিণা কতো?

উকিল ॥ হুজুর?

কীর্তি ॥ দক্ষিণা দক্ষিণা! মামলা পিছু।

উকিল ॥ ইয়ে—পাঁচশো তঙ্কা।

কীর্তি ॥ ভালো ভালো। প্রশ্নটা করলাম, কারণ উকিলের দর বুঝে আমি কতোটা মন দেবো ঠিক করি। তা আপনার দর ভালোই।

উকিল ॥ ধন্যবাদ ধর্মাবতার। যা বলছিলাম—রক্তের সম্পর্ক। সবচেয়ে গভীর সবচেয়ে পবিত্র রক্তের সম্পর্ক হোলো—মা আর তার সন্তানের সম্পর্ক। মাননীয় বিচারপতি, ইনি সন্তানকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করেছেন, চরম কষ্টে জন্ম দিয়েছেন, নিজের রক্ত পান করিয়ে পুষ্ট করেছেন। এই পবিত্র ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্ক কেউ নষ্ট করে দিতে পারে না! মায়ের কোল থেকে সন্তানকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। এমন যে বনের বাঘিনী, সেও সন্তানহারা হলে উন্মাদিনী হয়ে—

কীর্তি ॥ (সোমাকে) ইনি যা যা বললেন, এবং আরো যা যা বলতে পারেন, তার জবাবে তোমার কী বলবার আছে?

সোমা ॥ ছেলে আমার!

কীর্তি ॥ ব্যস! প্রমাণ কী দেবে? তোমার হাতে ছেলে দেবো কেন আমি?

সোমা ॥ আমি সাধ্যমতো ওকে মানুষ করেছি। প্রায় প্রত্যেক দিনই কিছু না কিছু খাইয়েছি। বেশির ভাগ সময়ে থাকবার একটা জায়গা জোগাড় করেছি। আর—আর অনেক ভুগেছি। নিজের সুখের কথা ভাবি নি। ওকে সকলের সঙ্গে ভাব করতে শিখিয়েছি, ভালোবাসতে শিখিয়েছি। অনেক কাজ শিখিয়েছি। মানে, যতোটা পারে—খুব ছোট তো এখনো?

উকিল ॥ মাননীয় বিচারপতি, লক্ষ করুন—আসামী কোনো রক্তের সম্পর্ক দাবি করছে না!

কীর্তি ॥ আদালত সেটা লক্ষ করেছে!

উকিল ॥ ধন্যবাদ। এদিকে দেখুন—দুঃখিনী মাতা, স্বামীহারা, সন্তানহারা হবার ভয়ে ভীতা—এঁর কথা একটু শুনুন।

সুবেদারনী ॥ (ফোঁৎ ফোঁৎ করে কেঁদে) মাননীয় বিচারপতি, আমার দুর্ভাগ্য অসীম। গত দু'বছর কতো বিনিদ্র রাত—

কর্মচারী ॥ (হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে) ধর্মাবতার, এই মহিলার প্রতি অত্যন্ত অবিচার

করা হয়েছে। ওঁর স্বামীর প্রাসাদে ওঁকে দখল দেওয়া হচ্ছে না, সম্পত্তির উপার্জন ভোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না! বলা হচ্ছে—সম্পত্তি আছে ছেলের নামে! ছেলেকে ফিরে না পেলে উকিলের দক্ষিণাটা পর্যন্ত উনি—

উকিল ॥ (তাকে ঠেলে সরিয়ে) আঃ! এ সব কথা এখানে এখন—মাননীয় বিচারপতি! একথা অবশ্য ঠিক যে সন্তানকে ফিরে পেলে সম্পত্তির মালিকানারও নিষ্পত্তি হবে, কিন্তু সেটা আসল কথা নয়! আসল প্রশ্ন মানবতার। আসল প্রশ্ন—মাতৃহারা সন্তান আর সন্তানহারা মাতার দুঃসহ বেদনা! ভানুপ্রতাপ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না হলেও এই গভীর মানবিক প্রশ্ন রয়েই যেতো। অতএব মাননীয়—

কীর্তি ॥ থামুন। সম্পত্তির উল্লেখ আদালতের মর্ম স্পর্শ করেছে। ওটা মানবিক অনুভূতির প্রমাণ।

উকিল ॥ ধন্যবাদ ধর্মাবতার। আমরা প্রমাণ করতে পারি—যে-মেয়েছেলেটা ছেলেটিকে নিয়ে পালিয়েছিলো, সে তার আসল মা নয়। যদি অনুমতি করেন, তথ্যগুলি আদালতে পেশ করি। দু'বছর আগে, এক দুর্যোগের মুহূর্তে, স্বর্গত সুবেদারের ধর্মপত্নীকে যখন প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিলো, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে, ভুলবশত, তাঁর শিশু সন্তানটি রয়ে যায়। তারপর তাকে দেখা গেছে ঐ মেয়েছেলেটির কাছে—

রাঁধুনি ॥ (লাফিয়ে উঠে) রানিমা তখন কোন শাড়ি নেবেন তাই বাছতে ব্যস্ত ছিলেন।

উকিল ॥ (বাধা দিয়ে) দু'বছর পর ওকে দেখা গেলো—উত্তরের পাহাড়ের এক গ্রামে। সেখানে ও বিয়ে করেছে স্থানীয় এক—

কীর্তি ॥ (সোমাকে) উত্তরের পাহাড়ে কী করে গেলে?

সোমা ॥ পায়ে হেঁটে হুজুর।

সুমন ॥ (হঠাৎ) হুজুর, আমি ঐ ছেলেটির বাবা!

রাঁধুনি ॥ (সঙ্গে সঙ্গে) হ্যাঁ হুজুর, ওরা আমাকে ছেলেটির দেখাশোনা করতে বলেছিলো, মাসে পাঁচ তঙ্কা করে দিতো—

কীর্তি ॥ (সোমাকে) উত্তরের পাহাড়ে এর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে?

সুমন ॥ না হুজুর, ওর বিয়ে হয়েছে ওখানকার এক চাষীর সঙ্গে।

কীর্তি ॥ (সোমাকে) কেন? একে তোমার পছন্দ নয়? সত্যি কথা বলবে।

সোমা ॥ আমি বিয়ে করেছি ভানুকে একটা আশ্রয় দেবার জন্য। ও তখন যুদ্ধে গিয়েছিলো।

কীর্তি ॥ এখন ফিরে এসে তোমাকে চাইছে?

সুমন ॥ আমি বলতে চাই—

সোমা ॥ আমার হাত-পা বাঁধা এখন!

কীর্তি ॥ বাচ্চাটা তাহলে কার, বেজন্মা? কোনো ভিখিরির না কোনো বড়োলোকের?

সোমা ॥ (রেগে) বাচ্চাটা—বাচ্চা!

কীর্তি ॥ আহা, আমি জানতে চাইছি—ওর মুখ চোখ চেহারায় পালিশ কীরকম?

সোমা ॥ ওর—ওর নাকটা সুন্দর।

কীর্তি ॥ খুব ভালো উত্তর। আমিও বিচার করবার আগে মধ্যে মধ্যে আমার সুন্দর নাক দিয়ে গোলাপফুল শুঁকে থাকি বলে জনশ্রুতি আছে। যাক গে, এবার সংক্ষেপ করা যাক। আর মিথ্যে কথা শুনে লাভ নেই, (সোমাকে) বিশেষ করে তোমার কাছ থেকে। তোমাদের সব্বাইকে চিনি আমি—সব জোচ্চোরের দল।

সোমা ॥ (ধৈর্য হারিয়ে) আপনার বিচার কী হবে আমার জানা আছে! আপনাকে হাত পেতে 'গ্রহণ' করতে দেখেছি আমি!

কীর্তি ॥ চোপ! তোমার কাছ থেকে গ্রহণ করেছি কিছু?

সোমা ॥ আমার কিছু নেই।

কীর্তি ॥ ঠিক কথা, তোমার কিছু নেই। যাদের কিছু নেই, তাদের কাছ থেকে আমি কিছু গ্রহণ করি না। তুমি বিচার চাও, তার জন্যে দিয়েছো কোনোদিন কিছু? বাজারে কুমড়ো কিনতে গেলে পয়সা দাও, আর আদালতে আসো যেন শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন খেতে এসেছো।

সুমন ॥ (হঠাৎ গলা ছেড়ে) কথায় বলে—পাগলা গোরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো!

[দ্বন্দ্বের আহ্বান পেয়ে উৎসাহিত হয়ে উঠলো কীর্তি]

কীর্তি ॥ কথায় আরো বলে—নেই-মামার চেয়ে কানা মামা ভালো!

সুমন ॥ দিব্যি দিনটা, চলো মাছ ধরতে যাই—জেলে বলছে কেঁচোকে।

কীর্তি ॥ গরিব বলছে—আমার পাঁঠা আমি ন্যাজের দিকে কাটবো, বলে নিজের পা কাটছে!

সুমন ॥ রাজা প্রজাকে বলছেন—তুই আমার ছেলের মতো, বলে 'রাজপুত্রের' মাথা কাটছেন।

কীর্তি ॥ বোকার সবচেয়ে বড় শত্রু সে নিজে!

সুমন ॥ সে যাই হোক, কারো পৌষমাস, কারো পেছনে বাঁশ!

কীর্তি ॥ আদালতে অশ্লীল বাক্য ব্যবহারের জন্যে তোমার জরিমানা হোলো দশ তঙ্কা—এবার বোঝো বিচার কাকে বলে!

[বিজয়ী বীরের মতো বসলো কীর্তি]

সোমা ॥ বিচারের গুষ্ঠি! আমরা ঐ লেখাপড়া-জানা উকিলের মতো সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না বলে—

কীর্তি ॥ ঠিক কথা, তোমরা বড় বোকা। তোমাদের মারা পড়াই উচিত।

সোমা ॥ ছেলেটাকে ওকে দেবেন—কাপড়ে পায়খানা করলে ও বদলাতে পারবে? আপনার যা বিচারের বিদ্যে—তা আমারও আছে!

কীর্তি ॥ লাখ কথার এক কথা বলেছো। বিদ্যেটা আমার একদম হয়নি। যেমন পয়সাও হোলো না। এই জোব্বার নিচে দেখবে ছেঁড়া জামা। যা পাই সব খ্যাঁটে আর মদে উড়ে যায়, জামাকাপড় বানানো হয় না। ভালো কথা, আদালত অবমাননার জন্যে তোমারও জরিমানা হোলো দশ তঙ্কা। এবং তুমি একটি অতি মুখ্যু মেয়েমানুষ! কোথায় একটু ছেনালি করে আমাকে ভোলাবে, তা না আজেবাজে বলে খচিয়ে দিচ্ছো। মুখ্যুটির জন্যে জরিমানা আরো দশ—একুনে বিশ তঙ্কা।

[সোমা রাগে জ্ঞান হারিয়েছে। রাঁধুনি, সুমন তাকে থামাতে পারছে না।]

সোমা ॥ তিরিশ তঙ্কা জরিমানা হলেও বলবো! বিচার করতে এসেছে—মাতাল বদমাইস একটা! লজ্জা করে না? ওদের টাকাকড়ি বাড়িঘর পাহারা দিয়ে মরছো খালি? বড়লোকের পাহারাদার কুত্তা তুমি—পা-চাটা চাকর! এই তোমাদের মতো বিচারক গদিতে আছে বলেই মায়ের বাছাদের ধরে ধরে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া যায় মরতে! জানি জানি—তুমি আমার ছেলেকে কেড়ে নিয়ে ওকে দিয়ে দেবে, কিন্তু তবু আমি বলবো—ঐ বিচারকের গদিতে যারা বসে, তারা সব শালা চোর জোচ্চোর গুণ্ডার সর্দার লোচ্চা বদমাইস! তোর বিচারের মুখে লাথি মারি আমি—এই! এই! এই!

[মাটিতে তিন লাথি। কীর্তি যেন ওকে থামতে নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু আসলে পরম আনন্দে হাত নেড়ে তাল দিচ্ছে সোমার গালাগালের সঙ্গে, কারণ বিচারকের ভূমিকা সম্বন্ধে সোমার সঙ্গে সে সম্পূর্ণ একমত।]

কীর্তি ॥ নাঃ, তিরিশ তঙ্কাই হয়ে গেলো। আর দরাদরি করবো না, মেছোহাটা তো নয় এটা? আমার বিচারকের মর্যাদা রাখতে হবে তো! যাই হোক, তোমাদের মামলাটা আর ভালো লাগছে না আমার। ওহে সরকারী উকিল!

শিবদাস॥ হুজুর?

কীর্তি॥ ঐ যে স্বামী-স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদ চেয়েছিলো, তাদের ডাকো। তোমাদের মামলা এখন মুলতুবি রইলো।

উকিল॥ (সুবেদারনীকে) ব্যস, মামলার জিৎ পকেটে!

রাঁধুনী॥ (সোমাকে) সব মাটি করে দিলি হাঁদা কোথাকার! এখন ছেলে তোকে কে দেবে?

সুবেদারনী॥ উঃ, মাথা যা ধরেছে না!

[অশীতিপর বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা এগিয়ে এসেছে শিবদাসের নির্দেশে]

কীর্তি॥ ইয়ে, আমি গ্রহণ করি।

[ওরা কিছুই বুঝলো না]

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা॥ অ্যাঁ?

কীর্তি॥ মরুক গে! শুনলাম তোমরা বিবাহবিচ্ছেদ চাও?

[ওরা ঘাড় নাড়লো]

কদ্দিন একসঙ্গে ঘর করছো?

বৃদ্ধা॥ হুজুর, পঞ্চাশ বছর।

কীর্তি॥ তা বিচ্ছেদ চাইছো কেন?

বৃদ্ধ॥ আমাদের বনিবনা হয় না হুজুর।

কীর্তি॥ কবে থেকে বনিবনা হচ্ছে না?

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা॥ সেই পেরথম দিন থেকে!

কীর্তি॥ হুঁ। শক্ত মামলা। ভেবে বিচার করতে হবে। বোসো এখন। ওহে, বাচ্চাটাকে নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি।

[দুই সেপাই একটু আগে এসে দাঁড়িয়েছিলো। তারা ভিতরে গেলো।]

(সোমাকে) আমি লক্ষ করেছি—বিচার সম্বন্ধে তোমার বেশ উচ্চ ধারণা আছে। ও ছেলে তোমার বলে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যদি হোতোই তোমার, তুমি কি চাইতে না—ও রাজার হালে থাকুক? তোমার ছেলে নয় বলে দাও—ও প্রাসাদে থাকবে। ঘোড়াশালে অনেক ঘোড়া থাকবে, দরবারে অনেক উমেদার, কেল্লায় অনেক সেপাই, দরজায় অনেক ভিখিরি। বলো, চাও না সেরকম?

[সোমা আর কীর্তিচাঁদ ছাড়া সবাই ধীরে ধীরে শুয়ে পড়লো উপুড় হয়ে। তারা সবাই সূত্রধার এখন। তাদের একজনের কণ্ঠস্বর প্রথমে, পরে অন্যরা পুনরাবৃত্তি করছে প্রতিটি পঙ্‌ক্তি। সোমার মুখে শুধু অভিব্যক্তি। কীর্তির চোখ সোমার দিকে।]

সূত্রধার ॥ শুনুন। ও মেয়ে যা ভাবলো, কিন্তু বললো না, তা শুনুন।
ভাবলো—যদি ও সোনার জুতো পরে,
ও হবে হিংস্র জন্তুর মতো নিষ্ঠুর।
ওর মন হবে কালো,
আমার মুখের উপর হাসবে ও।
ওর যতো ক্ষমতা হবে, হৃদয় হবে ততো পাথরের মতো শক্ত।
তার চেয়ে খিদে ওর শত্রু হোক, ক্ষুধার্ত মানুষ হোক বন্ধু।
ও কালো রাতকে ভয় করুক, কিন্তু খুঁজে বেড়াক দিনের আলো।

কীর্তি ॥ (অল্প থেমে) মনে হচ্ছে—তুমি যা বলতে চাইছো, তা বুঝেছি।
[সবাই ধীরে ধীরে উঠে যে যার নিজের চরিত্রে ফিরলো]

সোমা ॥ ওকে আমি ছাড়বো না। আমি ওকে মানুষ করেছি, ও আমাকেই জানে।
[সেপাইরা ভানুকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে]

সুবেদারনী ॥ ইস্, ছেঁড়া জামা!

সোমা ॥ মোটেই না! ভালো জামাটা পবিয়ে দেবার সময় দিলো না ওরা—

সুবেদারনী ॥ শুয়োরের খোঁয়াড়ে রেখেছিলো ওকে!

সোমা ॥ (রেগে) শুয়োর কে তা বোঝাই যাচ্ছে! ওকে কোথায় ফেলে গিয়েছিলে তুমি?

সুবেদারনী ॥ কী, এত বড়ো আস্পর্ধা? ছোটলোক, হারামজাদী, ছেলেচোর, বাজারের মেয়েছেলে! ওকে ধরে চাবকানো দরকার।
[উকিল আর কর্মচারী সুবেদারনীকে টেনে সরিয়ে দিলো, রাঁধুনি সামলালো সোমাকে।]

কর্মচারী ॥ আপনি কথা দিয়েছিলেন—

উকিল ॥ ধর্মাবতার, আমার মক্কেলের মানসিক অবস্থায় কথা বিবেচনা করে—

কীর্তি ॥ ফরিয়াদী এবং আসামী। আদালত আপনাদের বক্তব্য শুনেছে। শুনে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। সুতরাং বিচারক হিসেবে আমাকেই ছেলেটির জন্যে একটি মা নির্বাচন করে দিতে হবে। সরকারী উকিল, একটা খড়ি নিয়ে এসো। এইখানে মেঝের ওপর একটা গণ্ডী আঁকো।
[শিবদাস গণ্ডী আঁকলো]
এবার ছেলেটাকে এনে এই গণ্ডীর মাঝখানে দাঁড় করাও। আপনারা আসুন, দু'ধারে দাঁড়ান, গণ্ডীর বাইরে। আপনি এ হাত ধরুন, আপনি ও হাত।
[ওদের হাতে ভানুকে দিয়ে সেপাইরা সরে গেলো]

এবার যিনি টেনে বাচ্চাটাকে গণ্ডী থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারবেন, তিনিই প্রকৃত মা।

কর্মচারী॥ ধর্মাবতার, আপত্তি! শিশুটির সঙ্গে জড়িত এই বিশাল সম্পত্তি—ওরকম উদ্ভট পরীক্ষায় বিচার করা ঠিক হবে না!

উকিল॥ তা ছাড়া আমার মক্কেলের গায়ে জোর কম, তিনি ঐ নিম্নশ্রেণীর মেয়েটার মতো শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত নন!

কীর্তি॥ ওনাকে তো আমার দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট মনে হচ্ছে! নিন, টানুন।

[সুবেদারনী টেনে নিয়ে এলো। সোমা চেয়ে আছে।]

কী হোলো, তুমি টানলে না কেন?

সোমান আমি ধরিইনি।

উকিল॥ কী বলেছিলাম? রক্তের সম্পর্ক!

সোমা॥ হুজুর, আমি যা বলেছিলাম সব ফিরিয়ে নিচ্ছি! মাপ চাইছি! ওকে আর কিছুদিন আমার কাছে থাকতে দিন! ও অনেক কথা বলতে পারে, আর কয়েকটা কথা ওকে বলতে শেখাবো।

কীর্তি॥ আদালতকে ভুল বোঝাবার চেষ্টা কোরো না। আমি বাজি রেখে বলতে পারি—তোমার নিজেরই গোটা বিশেক শব্দের বেশি জানা নেই, ওকে কী শেখাবে? যাক গে, নিশ্চিত হবার জন্যে পরীক্ষাটা আর একবার করা যেতে পারে।

[সুবেদারনীর কাছ থেকে ভানুকে নিয়ে গণ্ডীর মধ্যে দাঁড় করালো]

নিন, ধরুন। টানুন!

[এবারও সুবেদারনী টেনে নিয়ে গেলো]

সোমা॥ (আচ্ছন্ন ভাবে) আমি ওকে মানুষ করেছি, সে কি ওকে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে? পারবো না।

কীর্তি॥ (সুবেদারনীর কাছ থেকে ভানুকে নিয়ে) এবং এই পদ্ধতিতে আদালত, কে প্রকৃত মা তা নির্ধারণ করতে পারলো।

[সুবেদারনী উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এলো, কিন্তু কীর্তি ভানুকে দিলো সোমার কোলে।]

ছেলেটাকে নিয়ে কেটে পড়ো। আমার উপদেশ—এই শহরে আর থেকো না। এবং আপনারাও সরে পড়ুন, নইলে মিথ্যা সাক্ষ্যের অপরাধে ভয়ঙ্কর জরিমানা হবে। সম্পত্তির মালিকানা সরকারে বর্তালো। তা থেকে কামারবস্তির পোড়া ঘর সারানো হবে। আর বাচ্চাদের খেলার বাগিচা তৈরি হবে। সে বাগিচার নাম হবে—কীর্তিচাঁদ বাগ।

[মূর্ছিতপ্রায় সুবেদারনীকে নিয়ে উকিল আর কর্মচারী চলে গেলো। সেপাইরাও গেলো। সুমন এলো সোমার কাছে। কীর্তি জোব্বা খুললো।]
বড়ো গরম হচ্ছে। এ সব কাজ পোষায় না আমার। ওহো, সেই বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলাটা--শিবদাস একটা কাগজ দাও তো!
[চেয়ারে কাগজ রেখে লিখলো। কাগজটা শিবদাসকে দিলো।]
চলো, এবার একটু পানাহার করা যাক।

শিবদাস॥ (কাগজ পড়ে) এটা কী হোলো? বুড়ো-বুড়ির কথা তো কিছুই নেই এতে? এ তো সোমা আর তার স্বামীর বিবাহবিচ্ছেদের হুকুমনামা!

কীর্তি॥ তাই না কি? ভুল লোকের নাম লিখে ফেলেছি? চুঃ চুঃ চুঃ। তা কী আর করা যাবে? আদালতের রায় তো বদলানো যায় না। তাহলে আইন কী করে থাকবে? (বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে) ঠিক আছে, চলো, তোমরাও আমাদের সঙ্গে খাবে চলো।
[বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিবদাস গেলো। রাঁধুনিও এগোলো। কীর্তি যাবার মুখে থেমে সোমা-সুমনের কাছে গেলো।]
তোমাদের কাছে দশ আর তিরিশ—একুনে চল্লিশ তঙ্কা পাই।
[সুমন হাসি মুখে তঙ্কা দিলো]

সুমন॥ তা হুজুর, সস্তাতেই হোলো।

কীর্তি॥ তঙ্কাটা আমার কাজে লাগবে।
[এগোলো]

সুমন॥ কথায় বলে—সব ভালো যার শেষ ভালো।

কীর্তি॥ (ফিরে) কথায় আরো বলে—ঘাটে এসেও নৌকো ডোবে। কেটে পড়ো এই বেলা।
[চলে গেলো। সোমা আর সুমন এগোলো।]

সোমা॥ ভানুকে তোমার কেমন লাগছে?

সুমন॥ তা ভেবেচিন্তে বলতে পারি—ভালোই।

সোমা॥ ঐ দিন ওকে কেন কুড়িয়ে নিলাম জানো? ঐ দিন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিলো বলে। তা না হলে বোধ হয় পারতাম না।
[চলে গেলো। অন্য দিক দিয়ে সূত্রধাররা ঢুকছে, গোল হয়ে ঘুরছে,সবাই সূত্রধার এখন, ভাগাভাগি করে কথা বলছে।]

সূত্রধাররা॥ এবং তার পরদিন থেকে কীর্তিচাঁদকে আর কেউ দেখেনি।
কর্পূরের মতো উবে গেলো কীর্তিচাঁদ।
দেশের লোক ওকে মনে রেখেছিলো বহুদিন,

মনে রেখেছিলো ওর আজব বিচার,
কিছুদিনের জন্যে দেশে যেন সত্যিই বিচার ছিল।
কিন্তু আমরা যারা পালা গাইলাম, পালা শুনলাম,
আমাদের মনের খাতায় একটা কথা টুকে রাখতে হয়,
একটা দামী কথা, জ্ঞানের কথা।
কী কথা?
যা ভালো, তা যাবে—যে তার কদর বোঝে, তার কাছে।
যে মা ভালোবাসে, তার কাছে যাবে ছেলে;
যে গাড়োয়ান গাড়ি চালায়, তার কাছে যাবে গাড়ি;
যে চাষী চাষ করে, তার কাছে যাবে জমি।
এই হোলো সত্যিকারের বিচার,
খড়ির গণ্ডীর বিচার।
[“খড়ির গণ্ডীর বিচার” পুনরাবৃত্তি করতে করতে সবাই বেরিয়ে গেলো।]

১৯৭৭

বাসি খবর

মুখবন্ধ

'বাসি খবর' নাটকটি শতাব্দীর মিলিত কাজের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে। সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ, দৃষ্টিকোণ নির্ধারণ, মিলিত আলোচনায়, মিলিত চেষ্টায় হয়েছে। অবশেষে সেই মিলিত চেষ্টার ফলটাকে আমি নাটকের আকারে লিখেছি।

বাদল সরকার

[কোরাস-এর আটজন—'এক' থেকে 'আট'—এক এক করে এলো অভিনয় ক্ষেত্রে। প্রত্যেকে একটা নির্ধারিত পথে ঘুরছে, বিভিন্ন আওয়াজ করছে মুখে। প্রথম দিকে ওরা ধীরগতি, ক্রমে দ্রুত হয়ে উঠছে। ওদের একজনের শব্দের বিশেষ সংকেতে সবাই একসঙ্গে স্থির।]

দুই॥ মানুষ।

কোরাস॥ মানুষ।

[আবার ঘোরা। শব্দ। আবার স্থির।]

দুই॥ পৃথিবী।

কোরাস॥ পৃথিবী।

[আগের মতই ঘোরা, শব্দ, তারপর স্থির। এমনি প্রতিবারেই।]

দুই॥ পৃথিবীতে মানুষ।

কোরাস॥ পৃথিবীতে মানুষ।

দুই॥ পৃথিবীতে মানুষের জন্ম।

কোরাস॥ পৃথিবীতে মানুষের জন্ম।

দুই॥ মানুষের জন্ম।

কোরাস॥ মানুষের জন্ম।

দুই॥ জন্ম।

কোরাস॥ জন্ম।

[এবার আর আগের মত ঘোরা বা শব্দ নয়। একটা আর্তনাদের মত আওয়াজ—প্রথমে মেয়েদের কণ্ঠে উঁচুগ্রামে, তারপর ছেলেদের কণ্ঠে নিচু-গ্রামে। কয়েকজন উপুড় হয়ে শুয়েছে, বাকিরা তাদের মধ্যে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে—একটা সুড়ঙ্গ রচিত হয়েছে পিঠ আর ফাঁক করা পায়ে। 'এক' সুড়ঙ্গের প্রবেশপথে। সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে তাকে যেন টেনে বার করা হচ্ছে। অন্যদিক দিয়ে বেরোলো 'এক', যেন জন্মালো।]

দুই॥ জন্ম।

[একটা মাঙ্গলিক শোভাযাত্রা 'এক'-কে ঘিরে। শঙ্খ, ঘণ্টা, হুলুধ্বনি।]

দুই॥ শনি! মঙ্গল! বৃহস্পতি।

তিন॥ শুক্র! চন্দ্র! রাহু! কেতু।

চার॥ মেষ! বৃষ! কর্কট! তুলা! বৃশ্চিক!

পাঁচ॥ প্রহর! দণ্ড! পল! অনুপল!

['এক' উঠে বসেছে। অন্যরা তাকে ঘিরে এক বিশেষ ভঙ্গিমায় স্থাণু। সকলেই 'এক'-কে উদ্দেশ করে কথা বলছে।]

দুই॥ কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি খেঁকশিয়ালী পালায় ছুটি।

[একটা ধীরগতি ছন্দে ভঙ্গীমার বদল হোলো। প্রতিবারই এই রকম।]

তিন॥ সি-এ-টি ক্যাট বি-এ-টি ব্যাট আর-এ-টি র‍্যাট।

চার॥ তিন এক্কে তিন তিন দুগুণে ছয় তিন তিরিক্কে নয়।

পাঁচ॥ দশরথের চার পুত্র—রাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন।

ছয়॥ ব্যা ব্যা ব্লাক শীপ হ্যাভ ইউ এনি উল।

সাত॥ না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।

আট॥ ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে ভারত মহাসাগর।

['দুই সোজা হয়ে দাঁড়ালো]

দুই॥ দামিন-ই-কো।

[অন্যরাও সোজা হয়ে দাঁড়ালো]

কোরাস॥ দামিন-ই-কো!

দুই॥ (সুরেলা গলায়) সুদূর অতীতে—

কোরাস॥ (অনুরূপ কণ্ঠে) সুদূর অতীতে—

দুই॥ প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে—

কোরাস॥ প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে—

[এর মধ্যে একটি অরণ্য রচনা করেছে ওরা। গাছ, দু'তিন জন মানুষ। ঝড় এলো, বৃষ্টি। আবার শান্ত।]

দুই॥ দামিন-ই-কো!

কোরাস॥ দামিন-ই-কো!

[আবার 'এক'-কে ঘিরে আগের মত ভঙ্গী। আগে স্নেহের ভাব ছিল,এবার শাসনের আভাস। 'এক'-এর প্রতিক্রিয়া তদনুযায়ী।]

দুই॥ কবিতার এই অংশে কবি বলিতে চাহিয়াছেন—

[প্রতিবার ভঙ্গীমা বদল আগের মতোই]

তিন॥ টু বী অর নট টুবী, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন।

চার॥ অস্তি গোদাবরীতীরে পাটলীপুত্রনাম নগরম্।

পাঁচ॥ ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ধান পাট গম তুলা—

ছয়॥ এস্ ইজ ইকুয়াল টু ইউ টি প্লাস হাফ এফ-টি স্কোয়ার।

সাত॥ উৎপাদনের মৌলিক উপাদান—জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন।

আট ॥ ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থার কাঠামো সংসদীয় গণতন্ত্র।

দুই ॥ (খাড়া হয়ে) দামিন-ই-কো!

কোরাস ॥ (খাড়া হয়ে) দামিন-ই-কো!

দুই ॥ সুদূর অতীতে—

কোরাস ॥ সুদূর অতীতে—

দুই ॥ প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে—

কোরাস ॥ প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে—

[আবার অরণ্য। কয়েকজন আদিম মানুষ একটা হিংস্র বন্যজন্তু শিকার করলো। আগুন। আগুন ঘিরে নাচ, বন্য সুরে গান]

দুই ॥ দামিন-ই-কো!

কোরাস ॥ দামিন-ই-কো!

['এক'কে ঘিরে আগের মতো ভঙ্গী। এবার আরো কড়া শাসন।]

দুই ॥ বিধানসভার একটি প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন—

তিন ॥ এ বছর যে সব বস্তুর উপর কর বাড়ছে—

চার ॥ মৃত যুবকটির পরিচয় জানা যায় নি।

পাঁচ ॥ প্রশ্নটি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আলোচিত হতে পারে।

ছয় ॥ রাষ্ট্রপতি ভবনে গতকাল এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে—

সাত ॥ ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত রবিবার সন্ধ্যায়—

আট ॥ আইন-শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন—

[সকলে খাড়া হয়ে দাঁড়ালো]

দুই ॥ সুদূর অতীতে, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে—

তিন ॥ সাঁওতাল আর তাদের সমগোত্রীয় মানুষরা বাইরে থেকে ভারতবর্ষে এসে—

চার ॥ এখনকার বিহার অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলো।

দুই ॥ দামিন-ই-কো।

কোরাস ॥ দামিন-ই-কো।

[সবাই জমা হয়েছে একদিকে। মাদলের শব্দ। যাত্রা এক দেশ থেকে অন্য দেশে। তারপর ছড়িয়ে পড়ে বীজ হচ্ছে কেউ, বীজ থেকে শস্য। অন্যরা মানুষ—দেখছে, শিখছে। তারপর কথা শুরু হলে সবাই যেন কাজ করতে করতে এক কোণে জমা হচ্ছে।]

পাঁচ ॥ পণ্ডিতদের মতে তারাই নাকি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম—

ছয় ॥ বনজঙ্গল কেটে ঘর বসিয়ে—

সাত ॥ কালক্রমে কৃষির উদ্ভাবন করেছিলো।

আট ॥ তাদের এই কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনের ধারা—

এক ॥ অনেক হাজার বছর ধরে অবাধ গতিতে—

দুই ॥ প্রায় বিনা পরিবর্তনে চলে এসেছে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত।

[দু'জন করে এক কোণ থেকে আর এক কোণে যাচ্ছে একটা কাজ বা নাচের ছন্দে, আবার ঘুরে ফিরে আসছে জটলায়। মুখে অনুরূপ ধ্বনি। সব মিলিয়ে গোষ্ঠীগত ঐক্য, শান্তি আর আনন্দের অভিব্যক্তি।]

দুই ॥ অনেক হাজার বছর তাদের মাদল বেজেছে একই ছন্দে।

কোরাস ॥ দামিন-ই-কো—দামিন-ই-কো—

['দামিন-ই-কো, শব্দটা সাঁওতালী সুরের গান হয়ে উঠেছে। দু'দলে ভাগ হয়ে কোমর জড়িয়ে সাঁওতালী নাচ চলছে তার সঙ্গে।]

দুই ॥ (হঠাৎ দাঁড়িয়ে) হেই হপ্!

[নাচ থেমে গেলো। এক একজন ছুটে গিয়ে তার কথা বলছে।]

তিন ॥ হার ম্যাজেষ্টি বলেছেন!

চার ॥ ভাইসরয় বলেছেন!

পাঁচ ॥ রাষ্ট্রপতি বলেছেন!

ছয় ॥ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন!

সাত ॥ রাজ্যপাল বলেছেন!

আট ॥ মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন!

কোরাস ॥ বরদাস্ত করা হবে না। কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

দুই ॥ হেই হপ্!

['এক' ছাড়া সকলে কুচকাওয়াজ করছে। এগোচ্ছে অন্ধ চোখে সোজা সামনের দিকে। 'দুই' 'হপ্' বলে হুকুম দিলে দিক পরিবর্তন করে আবার সোজা এগোচ্ছে। 'এক' যেন কোণঠাসা হয়ে এককোণে বসে গেছে। 'মৃত' এলো। সারা শরীর সাদা কাপড় আর ব্যান্ডেজে ঢাকা। মুখ চোখও ঢাকা। ধীরগতিতে ঘুরছে সকলের মধ্যে।]

দুই ॥ হেই-ই হপ্!

[ওরাও মার্চ করতে করতে সারিবদ্ধ হোলো। 'এক' সারির পেছনে। 'মৃত' মুখোমুখি, এগোচ্ছে।]

দুই ॥ হপ্!

[বন্দুক তুলে হাঁটু গেড়ে বসলো ওরা।]

হপ্!

[গুলি করলো সবাই। 'মৃত' থেমে গেলো।]

হপ্! হপ্! হপ্! হপ্!

[পরপর পাঁচবার গুলি। 'মৃত' ধীরগতিতে পড়লো গুলি খেয়ে।]

এক ॥ ও কিসের শব্দ? ও কিসের শব্দ?

দুই ॥ হেই হপ্!

[ওরা মার্চ করে এসে 'মৃত'-কে তিন দিকে ঘিরলো। 'মৃত' উঠে দাঁড়ালো। ঘেরাও অবস্থায় ধীরে হেঁটে বেরিয়ে গেলো। 'এক' দেখবার চেষ্টা করেও যেন দেখতে পেলো না 'মৃত'-কে। 'এক' ছাড়া অন্যরা একটা বিশেষ ভঙ্গীতে দৌড়োচ্ছে কথা বলতে বলতে।]

দুই ॥ শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, সাঁইবাবা, মহাঋষি মহেশযোগী—

তিন ॥ রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, গান্ধী—

চার ॥ রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ—

পাঁচ ॥ বড়ে গোলাম, আলাউদ্দিন, ভীষ্মদেব, রবিশঙ্কর, আলি আকবর—

ছয় ॥ গিরিশচন্দ্র, বিনোদিনী, শিশির ভাদুড়ি, অহীন চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস—

সাত ॥ ধ্যানচাঁদ, গাভাসকর, আপ্পারাও, মিলখা সিং, বিজয় অমৃতরাজ—

আট ॥ রাজ কাপুর, শর্মিলা, উত্তমকুমার, হেমা মালিনী, রেখা—

['এক' এবার ক্লান্তভাবে ওদের দলে ভিড়ে গেলো]

এক ॥ বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ বড়ে গোলাম শিশির ভাদুড়ি গাভাসকর শর্মিলা—

[ছড়িয়ে বসেছে সবাই। কারখানা, ক্লাসরুম, রান্নাঘর ইত্যাদি। মাঝখানে যেন অফিস। 'ছয়' সেখানে বড়বাবু, 'মৃত' তার কাছে গেলো, অন্য দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে। বড়বাবু তাকে উদ্দেশ করে বলছে, যেন 'মৃত' তার অফিসে আগন্তুক বন্ধু।]

ছয় ॥ বুঝুন ব্যাপারটা! ফাইল রেজিস্টারে এন্ট্রি নিয়ে আমাকে বলছে! আরে বেটা আমার একুশ বছর হয়ে গেলো এই সেকশনে। তিন বছরের ওপর আছি সেকশনের চার্জেই। তাও তো চার্জ পাবার কথা ছিল আরো দু'বছর আগে। তা আমার তো খুঁটির জোর নেই, তেল দিতেও শিখলাম না কোনোদিন, তাই আমাকে টপকে দিগিন মিত্তির—আমিও মনে মনে বললাম—ঠিক আছে, চোরের দশদিন, গেরস্থর একদিন। তখন সাহেব ছিলেন পি.কে বাসু—খুব আপরাইট লোক, আমার ওপর খুব ডিপেন্ড করতেন। প্রথমে গা করেননি, তারপর বলে বলে—শেষে একদিন যখন ফাইলে দেখিয়ে দিলাম—কীভাবে দিগিন মিত্তির ডিলে ট্যাক্‌টিক্‌স চালাচ্ছে—ব্যস! উইদিন ফিফ্‌টিন ডেজ-এর মধ্যে ট্রান্সফার! আর আমি

সেক্‌শনইন-চার্জ। আর এই দেখুন, এখন ইনি এসেছেন সাহেব হয়ে—স্রেফ ভগ্নিপতির খুঁটির জোরে মশাই—একমাস কাটলো না, আমাকে বলছে ফাইল রেজিস্টারে এন্ট্রিতে—আমি স্ট্রেট বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ, এ শর্মা ভয় করে না কারোক্কে! স্ট্রেট বললাম—স্যার, আপনি যে বলছেন—

['মৃত' চলে যাচ্ছে অন্যদিকে]

এ কী, চললেন? চা খেয়ে যান! এই হরেন! এক্ষুনি এসে যাবে, বসুন না—

কোরাস্॥ (ফিসফিস করে) দামিন-ই-কো। দামিন-ই-কো। দামিন-ই-কো।...

এক॥ আমার পরীক্ষা আছে!

কোরাস॥ বারহাইত। বারহাইত। বারহাইত।...

এক॥ পরীক্ষা এসে গেছে!

কোরাস॥ ডিকু। ডিকু। ডিকু।...

এক॥ (চিৎকার করে) ফাইন্যাল পরীক্ষা!

[সবাই ছড়িয়ে বসেছে—তাসখেলা ইত্যাদি। 'তিন'—একজন অভিনেত্রী—মাঝখানে। 'মৃত' তার কাছে, যেমন ছিল বড়বাবুর কাছে।]

তিন॥ অফিসে রোব্‌বার ছুটি থাকে, শনিবারে হাফ্—আমার ছুটি নেই একদিনও। পুজোপাব্বন কিচ্ছু না। সেই ধরুন কোন ভোরে উনুনে আঁচ দিইছি, তারপর থেকে চলছে তো চলছেই! চা, জলখাবার, অফিসের ভাত, কলেজের ভাত, টিফিনের রুটি, তারপর ঐ ডাঁই ডাঁই বাসন। একটু চা করে দিই? না কি এই গরমে চা বরং থাক, তারচেয়ে লেবুর সরবৎ একটু—খাবেন না? আপনি তো আসেনই না, উনি কদ্দিন বলেছেন—ওনার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না, ডাক্তার বলেছে—'পেশারটা' একটু বেশি আছে, সাবধান থাকা দরকার। তা বললে তো কথা শোনেনা, রোজ তাস খেলে রাত্তির করে—আমারও অম্বলটা এমন বেড়েছে, আর অমাবস্যে পুন্নিমেতে—তা বললে কী হবে, ছুটি নেবার তো উপায় নেই। মেয়ে নারকোল নাড়ু দিয়ে গেছে কাল, দু'টো দেখবেন চেখে? মেয়েটা কেমন যেন বদলে যাচ্ছে, জামাইয়ের সঙ্গে কিছু হোলো কিনা—জামাই আসলে ভালো মানুষ, মেয়ের শ্বাশুড়িই গোড়া থেকে

[মৃত চলে যাচ্ছে]

এ কী, চললেন? বসুন না, উনি এসে পড়বেন এক্ষুনি--

কোরাস॥ (ফিসফিস করে) দামিন-ই-কো। দামিন-ই-কো...

এক ।। আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্যাট ইউ হ্যাভ্ এ ভ্যাকান্সি ফর অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন ইয়োর এস্টিম্ড্ এস্ট্যাবলিশমেন্ট—

কোরাস ।। বারহাইত। বারহাইত।...

এক ।। আই বেগ টু অফার মাই ক্যান্ডিডেচার ফর দ্য সেম—

কোরাস ।। ডিকু ডিকু।...

এক ।। অ্যাজ রিগার্ডস মাই এডুকেশন্যাল কোয়ালিফিকেশন্স্—

কোরাস ।। হু উ উ-ল!

[দৌড়ে গিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়ালো এক কোণে। 'এক' তাদের আড়ালে পড়ে গেছে। 'মৃত' ওদের মুখোমুখি। এগোচ্ছে।]

দুই ।। হেই হপ্।

[ওরা বন্দুক তুললো। 'মৃত' এগোচ্ছে।]

হপ্!

[গুলি করলো ওরা। 'মৃত' এক মুহূর্ত থেমে প্রচণ্ড বেগে এগিয়ে গেলো ওদের দিকে। ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালালো। উল্টোদিকে সারি বেঁধে দাঁড়ালো। 'এক' এবারও ওদের পেছনে, পড়েছে। 'মৃত' ঘুরে আবার এগোলো ওদের দিকে।]

হপ্!

[আবার গুলি। 'মৃত' আবার বেগে এগোলো। ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। 'মৃত' বেরিয়ে গেলো।]

এক ।। ও কিসের শব্দ? ও কিসের শব্দ?

কোরাস ।। হু-উ-উ-ল!

['এক' পড়ে আছে মাঝখানে। 'দুই' খবরের কাগজ নিয়ে এসেছে, ভাগ করে দিয়েছে অন্যদের এক পাতা করে। সবাই কাগজ পড়ছে এক এক করে।]

দুই ।। কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান জুট মিল্স্ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় বলেন—রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের অযথা আশংকিত হবার কোনো কারণ নেই। সরকার যে সব গুরুত্বপূর্ণ—

['তিন' পড়তে আরম্ভ করলো, 'দুই' তার মধ্যে 'এক'-কে চাপা দিলো তার হাতের কাগজটা দিয়ে, বসলো সেখানে। এমনি প্রত্যেকেই করবে পড়া শেষ হলে।]

তিন ।। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন—পরিস্থিতি এমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে যে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের গুলি চালানোর নির্দেশ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। পুলিশ নয় রাউন্ড গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই—

চার ।। এমার্জেন্সী ওয়ার্ডের একজন সিনীয়র ডাক্তারকে আক্রমণ করার প্রতিবাদ

বুধবার সকাল থেকে ঐ হাসপাতালের হাউস স্টাফ এবং ইন্টার্নি-রা কর্মবিরতি শুরু করেছেন। ফলে আউটডোর বিভাগের কাজ—

পাঁচ ॥ এশিয়ান গেম্‌সে ভারত ষষ্ঠ দিনে তিনটি সোনা ও একটি রূপো জিতেছে। দশ হাজার মিটার দৌড়ে—

ছয় ॥ আজ সকালের দিকে কুয়াশা পড়বে, তবে আবহাওয়া মোটামুটি ভালোই থাকবে। রাতের তাপমাত্রার কিছুটা পরিবর্তন হবে। সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল—

সাত ॥ সেন্ট্রাল স্টোর্স ডিপার্টমেন্টের অধীনে বিভিন্ন দফার মালপত্র হ্যান্ডলিঙের জন্য সংগতিপন্ন, প্রকৃত ও অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে সীল করা টেন্ডার—

আট ॥ ষোলো শ রজনী অতিক্রান্ত। প্রতিটি দৃশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের। ভালোবাসার শ্বাসরোধী নাটক—

এক ॥ না!

[চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো 'এক'। কাগজগুলো ছড়িয়ে পড়লো। ঘিরে থাকা অন্যরাও কাগজ কুড়িয়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। 'মৃত' এসে দাঁড়িয়েছে, 'এক'-এর দিকে মুখ করে।]

গত সোমবার বিহারের টেকারি থানার চেইনপুর গ্রামে একটি জমি নিয়ে বিবোধ সৃষ্টি হলে কয়েকজন প্রাক্তন জমিদার গুলি চালান। এতে দু'জন হরিজন নিহত এবং একজন মহিলাসহ আরও ছ'জন লোক আহত হন। প্রকাশ—নিহত ঐ ব্যক্তিদের মাথা কেটে নেওয়া হয়। গতকাল রাত্রে সেগুলি একটি ঝোপের ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ—

[চোখ তুলতেই সামনে 'মৃত'। কাগজটা খসে গেলো হাত থেকে। 'মৃত' এগিয়ে এলো। ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাতটা ধীরে ধীরে তুলে 'এক' এর চোখের সামনে ধরলো। সম্মোহিতের মতো 'এক' পড়ছে, হাতটা যেন বই, 'মৃত' পিছোচ্ছে, 'এক' পড়তে পড়তে তাকে অনুসরণ করছে। অন্যরা জমা হচ্ছে এক কোণে।]

বিহার প্রদেশ ইংরেজদের দখলে যাবার পর ইংরেজ বণিকদের শোষণ উৎপীড়ণের চাপে এবং তাদের প্রবর্তিত মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির আক্রমণে সাঁওতালদের বিনিময়-প্রথামূলক সমাজ জীবনে বিপর্যয় আরম্ভ হোলো। অনেক হাজার বছরের প্রায়-বিচ্ছিন্ন সমাজজীবনের গণ্ডী ছেড়ে তারা ক্রমে বাইরে আসতে আরম্ভ করলো। বিহারের পাকুড় দুমকা ভাগলপুর পূর্ণিয়া এবং বঙ্গদেশের বীরভূম বাঁকুড়া মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলে তারা ছড়িয়ে

পড়তে আরম্ভ করে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই সব অঞ্চলের জমিদাররা তাদের নিয়ে আসতে থাকে জঙ্গল পরিষ্কার করবার কাজে খাটাতে। ভাগলপুরের সাঁওতালপ্রধান অঞ্চলের নাম ছিল দামিন-ই-কো, যা পরে সাঁওতাল পরগণা নামে পরিচিত হয়েছে। এই অঞ্চলের দুর্গম—

[আবার আগের মত জোড়ায় জোড়ায় চলা। এবার চলার ভঙ্গীতে, শব্দে যন্ত্রণা অবিচার অত্যাচার উপবাসের চাপে নিষ্পিষ্ট মানুষের জীবনযাত্রা। 'মৃত' ঘুরছে। খানিক পরে আবার 'এক'-এর চোখের সামনে ডান হাত।]

এক ॥ এই অঞ্চলের দুর্গম বন পরিষ্কার করে এরা ঘর বেঁধেছে; যে মাটিতে কোনোদিন মানুষের পা পড়ে নি, সেই মাটিতে অক্লান্ত চেষ্টায় সোনা ফলিয়েছে।

কোরাস ॥ (মৃদুস্বরে) দামিন-ই-কো দামিন-ই-কো...

[হাত ধরে সারি বেঁধে কোণাকুণি বসছে 'দুই' থেকে 'আট']

এক ॥ সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকে একে একে উপস্থিত হয়েছে।

কোরাস ॥ (মৃদুস্বরে) ডিকু বারহাইত ডিকু বারহাইত—

এক ॥ ইংরেজ বণিকরাজের মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির অনিবার্য ফল হিসাবে ভারতবর্ষে ইতিমধ্যেই একটি প্রকাণ্ড মহাজন শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিলো।

['মৃত' 'এক'-এর চোখের সামনে থেকে হাত সরিয়ে 'দুই' এর চোখের সামনে ধরলো। 'দুই' উঠে দাঁড়ালো, পড়লো।]

দুই ॥ অদের সোনা জমিতে ফলে না, দরিদ্র মানুষের পরিশ্রমে চাষ করে সোনা জোটায় তারা! দরিদ্র সাঁওতালদের শোষণ করবার সুযোগ নিতে বাঙালি পাঞ্জাবী ভোজপুরী ভাটিয়া মহাজনরা দলে দলে—

['মৃত'-র হাত 'তিন'-এর সামনে, 'তিন' পড়তে পড়তে উঠলো, 'দুই' বসলো। এমনি প্রতিবার চলবে।]

তিন ॥ দামিন-ই-কোর রাজধানী বারহাইত শহরে এসে ঘাঁটি গাড়লো। সাঁওতালরা এদের বলতো 'ডিকু'। সাঁওতাল শোষণের কাজে ডিকুদের সাথে যোগ দিলো জমিদারগোষ্ঠী, যাদের সৃষ্টি করা হয়েছিলো—

চার ॥ ইংরেজ শাসন এ দেশে পাকাপোক্ত ভাবে রাখতে। বিপুল পরিমাণ ধান, সর্ষে ও অন্যান্য তৈলবীজ চালান যেতো মুর্শিদাবাদে, কলকাতায়, ইংল্যান্ডে। তার বদলে সাঁওতালরা পেতো—

পাঁচ ॥ সামান্য টাকা, লবণ, তামাক বা কাপড়, যার দাম ন্যায্য মূল্যের থেকে অনেক কম। বর্ষাকালে মহাজনরা কিছু টাকা, চাল বা অন্য কোনো জিনিস ধার দিয়ে—

ছয়॥ সারা জীবনের জন্য সাঁওতালদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসতো। সুদের হার ছিল অবিশ্বাস্য রকম উঁচু, শতকরা পাঁচ শ টাকা পর্যন্ত। একজন সাঁওতালকে—

সাত॥ তার ঋণের জন্য জমির ফসল, লাঙল, বলদ, এমন কী নিজেকে আর তার পরিবারকেও হারাতে হোতো। কিন্তু সে ঋণের দশগুণ শোধ করলেও তার ঋণের বোঝা—

আট॥ আগে যা ছিল তাই রয়ে যেতো। এই লুটের মহোৎসবে—

এক॥ না!

['মৃত'র কাঁধ ধরে তাকে সরিয়ে দিয়েছে 'এক'। ছুটে গিয়ে একটা কাগজ নিয়ে এসে পড়তে লাগলো। 'মৃত' চলে গেলো।]

আদিবাসীদের জন্য কল্যাণমূলক কাজ, বিশেষ করে তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার সম্প্রতি—

[অন্যরা গোল হয়ে নাচছে। এক একজন পালা করে সুর করে বলছে—এ, ওয়ান ইত্যাদি।]

কোরাস॥ এ। ওয়ান। বি। টু। সি। থ্রি। ডি। ফোর। ই। ফাইভ। এফ। সিক্স। জি। সেভেন। এইচ। এইট। আই। নাইন। জে। টেন। কে। ইলেভেন। এল। টুয়েল্‌ভ। এম। থার্টিন। এন। ফোর্টিন। ও। ফিফ্‌টিন। পি। সিক্সটিন। কিউ। সেভেনটিন। আর। এইটিন। এল। নাইনটিন। টি—

[দাঁড়িয়ে গেলো সবাই]

আট॥ টোয়েন্টি পার্সেন্টি অফ দ্য পোস্টস্ আর রিজার্ভড ফর সিডিউল্ড্ কাস্ট্‌স্ অ্যান্ড সিডিউল্ড্ ট্রাইবস।

[আবার নাচ, সঙ্গে গান—'ধিতাং তা, ধিতাং তা'। 'এক'-ও ভিড়ে গেছে, এবার সুর করে পালা করে বলছে—সাঁওতাল, কোল ইত্যাদি।]

কোরাস॥ সাঁওতাল। কোল। ভিল। চেঞ্চু। হাজং। গারো। ঘডুই। চুহার। চাকমা। কুকি। নাগা। মিজো। (গান)এ বি সি ডি ই এফ জি
এইচ আই জে কে এলেমেনোপি
এলেমেনো পি কিউ আর এস টি
ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ওয়াই জেড্।

তিন॥ ভগবতী বাণী দেবী নমস্তে।

দুই॥ বীণাপাণির আরাধনায় নেতাজী স্পোর্টিং ক্লাব।

চার॥ সরস্বতী মাইকি—জয়।

[সবাই ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন জায়গায়। 'দুই' অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ করে কথা বলছে। 'মৃত' এসেছে।]

দুই॥ পাড়ায় থেকে ওসব চলবে না, বুঝলেন? চাঁদা যা ধরা হয়েছে, অন্যাই কিচ্ছু হয়নি। অন্য সব পাড়ায় দেখে আসুন, এই থেকে ন্যায্য কোত্থাও পাবেন না। (মৃত-কে) গুরু, কী বলো দিকি মাইরি? সরকারি চাকরি, গেজেট অফিসার—শালা দশটা টাকা মা সরস্বতীকে ঠেকাতে একেবারে ইয়ে ফেটে যাচ্ছে! নেহাৎ দিনকাল খারাপ পড়েছে, নইলে আগেকার দিন থাকলে শালাকে—ঐ চাঁদুদা যদি বিট্রে না করতো! জানলে গুরু, চাঁদুদা আজকাল যেন আর চোখেই দেখতে পায় না আমাদের! 'কী, ভালো?'—ব্যস! শালা মিনিবাস লটকে নিয়েছে, আর কী কী সব পারমিট—বাংলা খায় না আর, হুইস্কি! জানলে গুরু? হুইস্কি। এই সেদ্‌নে, জানলে গুরু—

['মৃত' চলে যাচ্ছে]

এ কী, চললে? তোমার সঙ্গে কথা ছিল গুরু!

এক॥ মানুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব।

[কোরাসের কেউ 'মানুষ মানুষ', কেউ 'পৃথিবী পৃথিবী' একই সঙ্গে বলছে, তালে তালে দৌড়ে স্থান পরিবর্তন করছে।]

কোরাস॥ মানুষ। পৃথিবী। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব...

[এখন 'মৃত'-র পাশে 'আট']

আট॥ আমি প্রশ্নগুলো মোটামুটি লিখে এনেছি। বেশিক্ষণ বিরক্ত করবো না আপনাকে। একটু আস্তে আস্তে বলবেন কাইন্ডলি, যাতে পয়েন্টগুলো টুকে নিতে পারি। মানে টেপ রেকর্ডারটা যে দেবে বলেছিলো, সে লাস্ট মোমেন্টে—আচ্ছা, প্রথম প্রশ্ন যেটা লিখেছি—আজকের কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়, নেতিবাদ এবং বিচ্ছিন্নতার যে জোয়ার এসেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে একজন সুস্থমনা বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকের—নাগরিক বলতে আমি সিটিজেন মীন করছি, মানে শুধু শহর নয়, সারা পশ্চিম বাংলাতেই—সিটিজেন অফ্ দ্য কান্ট্রি যাকে বলে—

['মৃত' সরে যাচ্ছে]

আপনি যাচ্ছেন? আজ তাহলে আপনার—কাল এই সময়ে এলে কি আপনাকে—

দুই॥ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে কল এসেছে গুরু, তিন বছরে এই পয়লা চান্স!

তিন॥ সাতাশ তারিখে ইন্টারভিউতে ডেকেছে!

চার ॥ খাওয়াবো খাওয়াবো, পেলে সবাইকে খাওয়াবো!

পাঁচ ॥ চাকরি হয়ে গেছে মা!

ছয় ॥ অফার এসে গেছে বাবা!

সাত ॥ সিলেক্টেড্ হয়ে গেছি স্যার!

আট ॥ বলছে—জয়েন ইমিডিয়েটলি!

এক ॥ এখন বেসিক দেবে—

[বিভিন্ন জায়গায় বসেছে ওরা। 'মৃত' এক কোণে।]

আট ॥ আমরা দু'জনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে—

কোরাস ॥ অনাদিকালের হৃদয় উৎস হতে।

['আট'—একজন অভিনেত্রী—মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ঘড়ি দেখলো অধৈর্যভাবে। 'এক' এলো তার কাছে।]

আট ॥ এত দেরি করলে কেন?

এক ॥ বাসে দেরি হয়ে গেলো!

আট ॥ তাই বলে এতো দেরি?

এক ॥ পাঁচ মিনিট তো দেরি হয়েছে!

আট ॥ তা বৈ কী! পুরো দশ মিনিট আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

এক ॥ আহা, নিজে যে প্রত্যেকবার দেরি করো, সেটা—

আট ॥ একা একা বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের যে কী অসুবিধে, তা যদি—

এক ॥ ঝগড়াই করবে? না যাবে সিনেমায়?

আট ॥ টিকিট পাওয়া গেছে? কী করে পেলে?

['এক' তৃপ্ত হাসলো]

ব্ল্যাকে কেনো নি তো?

এক ॥ সে তো তোমার জানবার দরকার নেই।

আট ॥ যাঃ, মিছিমিছি টাকা খরচ করে—

[দু'জনে চলে গেলো]

তিন ॥ দুজনে দুজনার—

কোরাস ॥ যেমন উইল্স্ ফিল্টার।

['দুই' আর 'পাঁচ' বসেছে যেন পার্কে। পাঁচ অভিনেত্রী। দু'জনের কথার সুর এমন, যেন সত্যি সত্যি কথাবার্তা হচ্ছে। 'দুই' যেন অনুরোধ করছে কোথাও বেড়াতে যাবার, পাঁচ-এর দ্বিধা, ভয়, আপত্তি—ইত্যাদি]

দুই ॥ (অনুরোধ) মার্গো আ নার প্রিয় সাবান। এবার নতুন সাজে!

পাঁচ ॥ ('না') সিনেভিস্টা!

দুই ॥ (অনুনয়) হেলো শ্যাম্পু! ঠিক আপনার মতো চুলের যত্নের জন্য!
পাঁচ ॥ (ইতস্তত, শেষে 'না') ঝরঝরে তরতাজা হয়ে উঠুন। লিরিল সাবান!
দুই ॥ (প্রলোভন), খুশির লহরী তোলে রিজেন্ট কিং!
পাঁচ ॥ (সতর্কতা) বিধিসম্মত সতর্কীকরণ—ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।
দুই ॥ (অভিমান) নিয়মিত রানিপাল লাগান আর সাদা কাকে বলে দেখুন ও দেখান।
পাঁচ ॥ (অভিমান ভাঙতে) সারা বিশ্বে পরীক্ষিত বেগন স্প্রে!
দুই ॥ (উদাস) কোকোর স্বাদে ভরা বোর্নভিটা।
পাঁচ ॥ (আচ্ছা ঢের হয়েছে) বাড়ন্ত বয়সের আর একটা নাম ক্যালসিয়াম স্যান্ডোজ্!
দুই ॥ (জ্বালা) প্রেস্টিজ্ প্রেসার কুকার!
পাঁচ ॥ ('বাড়াবাড়ি কোরো না') ফিল্মের আর এক নাম ইন্দু!
দুই ॥ (তিক্ততা) যাঁরা চায়ের সমজদার তাঁদের চাই লিপটন গ্রীন লেবেল!
পাঁচ ॥ (রেগে, উঠে দাঁড়িয়ে) খাটাউ ভয়েল!
দুই ॥ (ঘাবড়ে, উঠে দাঁড়িয়ে) জীবন ও সমাজের—সকল প্রশ্নের জবাব—অচল পয়সা—
পাঁচ ॥ ('চললাম') নতুন—নতুন মানচিত্র রচনায়—ভূগর্ভ রেল!
দুই ॥ (হাত ধরে, অনুতপ্ত) আরে বাঃ তাজ্জব ব্যাপার! জনসন টাইল্স্ আপনার বাথরুমের চেহারাই বদলে দেয়—
পাঁচ ॥ (গলায় কান্না, 'ছেড়ে দাও') মিল্কমেড কন্ডেসড মিল্ক! সরস ও সুস্বাদু!
দুই ॥ (কাতর আবেদন) ঘামাচির চুলকানি আর জ্বালাযন্ত্রণা ভুলে যান, নাইসিল ব্যবহার করুন—
পাঁচ ॥ ('আর বলবে') প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর নেসকাফে?
দুই ॥ (কখনো না) দাদু খায় নাতি খায় ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট!
পাঁচ ॥ (ক্ষমা) ভোকাসিল কাশির বড়ি, গলাব্যথা কাশি থেকে নিমেষে আরাম।
[চলে যাচ্ছে ওরা। 'মৃত' যেন ল্যাম্পপোস্ট, ধাক্কা বাঁচাতে 'দুই' সরিয়ে আনলো 'পাঁচকে' একটু।]
দুই ॥ (হেসে) হম দো, হমারা দো।
তিন ॥ আমরা দু'জনে ভুলি নাই—
কোরাস ॥ আসর জমাতে লিমকা চাই!
['মৃত' ঘুরে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে 'দুই'-এর দিকে! দুই ফিরে দেখে যেন সম্মোহিত হয়ে গেলো। মৃত ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসছে! তার আঙুলের টানে

দুই আসছে, অন্যরাও জমা হচ্ছে দুই-এর পিছনে। অভিনয়ক্ষেত্রের মাঝখানে তাদের রেখে মৃত চলে গেলো। ওরা সবাই মিলে যেন একটা ভাস্কর্য।]

দুই ॥ এই লুঠের মহোৎসবে জমিদার এবং তার গোমস্তা-পাই, মহাজন এবং তার গুণ্ডাবাহিনী, পুলিসের দারোগা-জমাদার-সিপাহী, সরকারী রাজস্ব আদায়কারী নায়েব-সাজোয়াল, আদালতের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-আমলা-কেরানি, ইংরেজ নীলকুঠির মালিক কর্মচারী রেলের ফিরিঙ্গি গার্ড—ড্রাইভার কেউ বাদ ছিল না।

[একটা সমবেত আর্তনাদে পুরো ভাস্কর্যটা দিক পরিবর্তন করলো, রূপ পাল্টালো! এই রকম প্রত্যেকের কথার পর।]

তিন ॥ শান্তিপ্রিয় দরিদ্র নিরক্ষর সাঁওতালদের সম্পত্তি ঠকিয়ে জোর করে নিয়ে নেওয়া, আনাজ তরকারি ছাগল মুরগি কেড়ে নেওয়া, অপমান, প্রহার, অত্যাচার, মেয়েদের ইজ্জৎনাশ—কিছুই বাদ ছিল না!

চার ॥ হাটেবাজারে সাঁওতালদের ঠকাতে ভুয়ো দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হোতো, ভুয়ো বাটখারায় সিঁদুর মাখিয়ে ধর্মের নামে সরল সাঁওতালদের বিশ্বাস করানো হোতো!

পাঁচ ॥ সামান্য প্রতিবাদ উঠলে সাঁওতালদের শায়েস্তা করতে তাদের জমিতে গাধা ঘোড়া গরুর পাল এমন কি হাতি পর্যন্ত জোর করে নামিয়ে দেওয়া হোতো ফসল নষ্ট করতে!

ছয় ॥ ঋণের শর্ত হিসাবে দাসত্বের মুচলেকা লিখিয়ে নেওয়া হোতো। ফলে ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত সাঁওতাল আর তার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার মহাজনের বাড়িতে বা ক্ষেতে ক্রীতদাস হয়ে থাকতো!

সাত ॥ অবশ্য অস্বাভাবিক চড়া চক্রবৃদ্ধিহার সুদের দরুণ এবং মিথ্যে হিসেবের কারচুপির জন্য এ জীবনে তার ঋণ শোধ হোতো না, দাসত্ব চলতো বংশ-পরম্পরায়!

আট ॥ এমনি কোনো ক্রীতদাস কাজ করতে অস্বীকার করলে মেরে, খাওয়া বন্ধ করে, জেলের ভয় দেখিয়ে তাকে বশ করা হোতো। কোথাও কোনো প্রতিকার ছিল না।

এক ॥ ইংরেজ জজ ম্যাজিস্ট্রেটরা জমিদার মহাজানের কাছে ঘুষ খেয়ে বিচার করতো। ফলে অপরাধ না করলেও অভিযুক্ত সাঁওতালকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোতো, আর তাদের উৎপীড়ককে এমন কী আদালতের তিরস্কার পর্যন্ত শুনতে হোতো না।

দুই ॥ ইংরেজ শাসকের আসল কাজ ছিল রাজস্ব আদায় করা। ভূমিরাজস্ব

দু'হাজার টাকা থেকে বেড়ে ষোলো বছরে তেতাল্লিশ হাজার টাকায় উঠেছিলো ১৮৫৪ সালে। অল্প খরচে কার্যকরী শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হিসেবে সাঁওতাল অঞ্চলকে দেখানো হোতো।

[ওরা উঠে দাঁড়াচ্ছে গোল হয়ে। মাঝখানে 'এক' পড়ে আছে।]

কোরাস॥ (মৃদুস্বরে) দামিন-ই-কো দামিন-ই-কো...

এক॥ বছরের পর বছর সীমাহীন শোষণ-উৎপীড়ন-অত্যাচারের চাপে সাঁওতালদের মাদলের স্খলিত ধ্বনি কখন যে বিদ্রোহের পরিণত হতে আরম্ভ করেছে—

কোরাস॥ হু-উ-উ-ল!

এক॥ প্রথমে তা মহাজন, জমিদার, ইংরেজ শাসক কেউই উপলব্ধি করতে পারে নি!

[কোরাসের মুখে মাদলের গম্ভীর ধ্বনি—দুম তাং দুম তাং]

সাঁওতালদের সেই বিদ্রোহের মাদলে সাড়া দিয়েছে বীরভূম মুর্শিদাবাদ ভাগলপুর ছোটনাগপুর অঞ্চলের কামার কুমোর গোয়ালা তেলি চামার মেথর ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের শোষিত হিন্দু এবং মোমিন সম্প্রদায়ের দরিদ্র তাঁতি মুসলমান।

কোরাস॥ হু-উ উ-ল।

এক॥ (উঠে বসে) হুল মানে কী?

['দুই' থেকে 'আট' হাত ধরে একটা চলমান সারি]

দুই॥ সাঁওতালী ভাষায় বিদ্রোহকে বলা হয় 'হুল'। সাঁওতাল হুলের আগুন দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো ১৮৫৫ সালে।

['দুই' হাত ছেড়ে সারির পিছনে গিয়ে যোগ দিয়েছে। 'তিন' কথা বলছে। কথার শেষে প্রতিবার এরকম হবে। 'এক' পড়ে আছে মাটিতে। কোরাসের সারিটা মধ্যে মধ্যে তাকে ডিঙিয়ে যাচ্ছে।]

তিন॥ কিন্তু তার এক বছর আগে থেকেই সে আগুনের ফুলকি উঠতে আরম্ভ করেছিলো দামিন-ই-কো অঞ্চলে।

চার॥ ডিকুদের অত্যাচারে মরিয়া হয়ে বীর সিং মাঝি একটা দল তৈরি করলো।

কোরাস॥ (মৃদুস্বরে) ডিকু ডিকু ডিকু...

পাঁচ॥ (কোরাসের ধ্বনির উপরেই) ডিকুদের বাড়িতে ডাকাতি করতো তারা।

এক॥ 'ডিকু' মানে কী?

ছয়॥ 'ডিকু'। মহাজন। বাঙালি পাঞ্জাবি ভোজপুরী ভাটিয়া মহাজন।

সাত ॥ পাকুড় জমিদারির দেওয়ান বীর সিংকে কাছারি বাড়িতে আটক করে চাবুক মারলো।

আট ॥ সাঁওতালরা ক্ষেপে গিয়ে বেশ কিছু ডিকুর বাড়ি লুঠ করলো পর পর।

দুই ॥ তখন দিঘি থানার ঘুষখোর অত্যাচারী দারোগা মহেশলাল দত্ত এলো ডাকাতদের ধরতে।

তিন ॥ ধরলো তারা সাঁওতালদের সম্মানিত প্রধান গোক্কো সাঁওতালকে—মিথ্যে চুরির দায়ে।

চার ॥ মহেশ দারোগার হাতে লাঞ্ছিত হয়ে গোক্কো চিৎকার করে বলেছিলো—

[ওরা গোল হয়ে কাঁধে হাত রেখে 'এক'-কে ঘিরেছে]

কোরাস ॥ আমরা দেখতে চাই—এই শয়তান দারোগাটা দামিন-ই-কোর সমস্ত শান্তিকামী সাঁওতালকে বাঁধবার মতো দড়ি কোথায় পায়।

[মাদলের গম্ভীর ধ্বনি। ওরা ছড়িয়ে পড়ছে। 'এক' উঠছে।]

এক ॥ এই সময়ে গোক্কো আর তার সঙ্গীদের প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেও মহেশ দারোগা আর ডিকুরা পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সমগ্র সাঁওতাল অঞ্চলে তখন ঝড়ের আগের সাময়িক স্তব্ধতা। স্তব্ধতার আড়ালে হুলের প্রস্তুতি।

[চারিদিক থেকে শব্দ আসছে, যেন সঙ্কেত। তার সাড়াও আসছে। সবাই গুঁড়ি মেরে বসে। মধ্যে মধ্যে দু'জনে ছুটে এসে মিলছে, কী এক গোপন খবর বিনিময় করে ছুটে গিয়ে আবার লুকোচ্ছে। 'মৃত' এসেছে, ধীরগতিতে ঘুরছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ ছুটে আসা একজন যেন গুলি খেয়ে আর্ত চিৎকার করে পড়লো। এক মুহূর্ত স্তব্ধতা, 'মৃত' গেলো তার পাশে, দু'হাত উঁচু করে দাঁড়ালো, যেন সমাধির স্মৃতিফলক। আবার আগের মতো চললো। এইরকম তিনটি 'মৃত্যু'-র পর 'এক' লাফিয়ে উঠলো। তার কথা শুরু হলে 'মৃত' চলে গেলো, অন্যরা জমা হোলো এক কোণে।]

কিন্তু বেঙ্গল রেনেসাঁস? নবজাগরণ? জাতীয়তাবাদ? সমাজসংস্কার? বিদ্যাসাগর? বঙ্কিমচন্দ্র? বিবেকানন্দ? সতীদাহ? বাল্যবিবাহ?

['এক'-এর কথার ফাঁকে ফাঁকে কোরাসের এক একজন পালা করে মৃদুস্বরে বলে চলেছে—]

কোরাস ॥ জমিদার/মুৎসুদ্দি/ব্যবসাদার/অধ্যাপক/শিক্ষক/কেরানি/বর্ণহিন্দু/ইংরেজভক্ত/ঠিকেদার—

এক ॥ দ্বারকানাথ?

তিন ॥ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রিন্স।

এক ॥ রামমোহন?

তিন ॥ রাজা রামমোহন রায়। রাজা।

[কোরাসের একজন বেরিয়ে এসেছে দল থেকে। সে রামমোহন এখন। 'এক'-কে বলছে।]

রামমোহন ॥ নীলচাষের দ্বারা কৃষকদের মহা উপকার সাধিত হইতেছে।

কোরাস ॥ হু-উ-উ-ল।

[বলতে বলতে দলটা ছুটে অন্য কোনায় গিয়ে বসলো। এমনি প্রত্যেকবার।]

রামমোহন ॥ সুসভ্য ইংরাজদের এদেশে জমিজমা ক্রয় করিয়া বসবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য করিবার অবাধ অধিকার দেওয়া হউক। ইংরাজজাতির অভিজাত শ্রেণী ভারতে উপনিবেশ বিস্তার করিলে তাহার ফল ভারতীয়গণের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক হইবে।

কোরাস ॥ হু-উ-উ-ল!

রামমোহন ॥ (কোরাসের দিকে ফিরে) সংস্কারাচ্ছন্ন মনের অদূরদর্শী আস্ফালন।

কোরাস ॥ হু-উ-উ-ল!

[এবার আঙুল দেখিয়ে বললো, স্থান পরিবর্তন করলো না]

কৃষক ও গ্রামবাসিগণ নিতান্ত অজ্ঞ। যাহারা ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া ঐশ্বর্যশালী হইয়াছে এবং যাহারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে শান্তিতে জমিদারী ভোগ করিতেছে, ক্ষমতা ও গুণানুসারে তাহাদিগকে ক্রমশ উচ্চতর সরকারী মর্যাদা দান করিলে ইংরাজ সরকারের প্রতি তাহাদের অনুরক্তি আরো বৃদ্ধি পাইবে।

কোরাস। হু-উ-উ-ল।

॥ ভারতবাসিগণের পরম সৌভাগ্য যে তাহারা ভগবৎকরুণায় সমগ্র ইংরাজজাতির রক্ষণাবেক্ষণে রহিয়াছে, এবং ইংল্যান্ডের রাজা, ইংল্যান্ডের লর্ডগণ ও ইংল্যান্ডের পার্লিয়ামেন্ট ভারতবাসীগণের জন্য আইন প্রণয়নের কর্তা।

কোরাস ॥ হু-উ-উ-ল!

এক ॥ বঙ্কিমচন্দ্র?

পাঁচ ॥ জাতীয়তাবাদের জনক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। জমিদার, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

এক ॥ আনন্দমঠ! সন্তানবিদ্রোহ!

[রামমোহন মিশে গেছে দলে। কোরাসের আর একজন এখন এসেছে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে, 'এক'-কে বলছে।]

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ 'সত্যানন্দ, কাতর হইও না, তুমি বুদ্ধির ভ্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশ উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর ফল যাহা হইবে, ভালোই হইবে, ইংরেজ না হইলে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই'।

কোরাস ॥ হু-উ-উ-ল!

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজ এক্ষণে বণিক—অর্থসংগ্রহেই মন দিয়াছে, রাজ্যশাসনভার লইতে চাহে না। এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে তাহারা রাজ্যশাসনভার লইতে বাধ্য হইবে। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।

কোরাস ॥ হু-উ-উ-ল!

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব! মহাপুরুষ শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা!

কোরাস ॥ হু-উ-উ-ল!

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ (কোরাসের দিকে ফিরে) ইংরেজ বাংলাদেশকে অরাজকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছে!

কোরাস ॥ (আঙুল উঁচিয়ে) হু-উ-উ-ল!

বঙ্কিমচন্দ্র ॥ অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতার তুল্য? তবে এই পৃথিবীর তাবৎ জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করে কেন? যাঁহারা এইরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি, অনেকদিন পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

এক ॥ বিবেকানন্দ? মুচি মেথর চণ্ডাল আমার ভাই!

সাত ॥ স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত।

['বঙ্কিমচন্দ্র' ফিরে গেছে। একজন এলো বিবেকানন্দ হয়ে।]

বিবেকানন্দ ॥ যদি সেই মূর্তিপূজক ব্রাহ্মণের পদধূলি আমি না পাইতাম, তবে আজ আমি কোথায় থাকিতাম?

কোরাস ॥ হু-উ-উ-ল!

বিবেকানন্দ ॥ সাম্যের দিক দিয়ে, স্বাধীনতার দিক দিয়ে, পাশ্চাত্যকে হার মানাও, কিন্তু ধর্মসাধনায় ও ধর্মবিশ্বাসে হিন্দুত্ব যেন তোমার অস্থিমজ্জার মধ্যে মিশে থাকে।

কোরাস ॥ হু-উ-উ-ল!

বিবেকানন্দ॥ (কোরাসের দিকে ফিরে) ইহা বলিতেছি না যে রাজনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার মতে ধর্মই সর্বাগ্রে প্রয়োজন!

কোরাস॥ (আঙুল উঁচিয়ে) হু-উ-উ-ল!

বিবেকানন্দ॥ ভারতের সকল প্রকার উন্নতির পথে যাহা সর্বপ্রথম আবশ্যক, তাহা হউল ধর্মীয় জাগরণ। সমাজতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক ভাবধারায় ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিবার পূর্বে এখানে আধ্যাত্মিক ভাবধারার প্লাবন আনয়ন করিতে হইবে।

[কোরাস ছড়িয়ে পড়েছে, এক একজন পালা করে ফিস ফিস কথা বলছে। বিবেকানন্দও মিশে গেছে অন্যদের সঙ্গে।]

কোরাস॥ ভয়। নিন্দা। বিরোধিতা। নীরবতা। লোভ। স্বার্থ। আনুগত্য। দাসত্ব। কৈবল্য। ভয়। নিন্দা। বিরোধিতা—

[গলা বাড়ছে ওদের]

এক॥ (চিৎকার করে) তাহলে কী দাঁড়ালো?

কোরাস॥ (ফিসফিস করে) ভাগনাদিহি। ভাগনাদিহি। ভাগনাদিহি।...

এক॥ (চিৎকার করে) কী ভাগনাদিহি? কোথায় ভাগনাদিহি? কবে ভাগনাদিহি? এখনকার কথা বলো! এখানকার কথা বলো!

[হঠাৎ সবাই মার্চ করতে লাগলো]

কোরাস॥ এখন! এখানে! এখন! এখানে!...

['দুই' খবরের কাগজ এনে বিলি করে দিচ্ছে 'তিন' থেকে 'আট'-কে। নিজেও রাখবে একটা। কথা বলছে।]

দুই॥ শহর কলকাতা!

কোরাস॥ এখন! এখানে! এখন! এখানে!

তিন॥ বিংশ শতাব্দী!

কোরাস॥ এখন! এখানে! এখন! এখানে!

চার॥ সত্তরের দশক!

কোরাস॥ এখন! এখানে! এখন! এখানে!

পাঁচ॥ পশ্চিমবঙ্গ!

কোরাস॥ এখন! এখানে! এখন! এখানে!

ছয়॥ ভারতবর্ষ!

কোরাস॥ এখন! এখানে! এখন! এখানে!

সাত॥ গণতন্ত্র!

কোরাস॥ এখন! এখানে! এখন! এখানে!

আট ॥ গরিবী হঠাও!

কোরাস ॥ এখন! এখানে! এখন! এখানে!

[এর মধ্যে কাগজ বিলি শেষ! 'মৃত' এসেছে শেষ দিকে, এখন হঠাৎ 'দুই'-এর চোখের সামনে বাঁ হাতটা ধরলো। 'দুই' পড়ছে, 'মৃত' টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে হাতের সম্মোহনে। অন্যরা শুয়ে বসে ঘুরে কাগজ পড়ছে।]

দুই ॥ বন্ডেড লেবার বা দাসখৎ লিখিয়ে নেওয়া ভূমিদাস সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা অনুসারে উত্তর প্রদেশে এরকম দাসের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার, মধ্যপ্রদেশে ৪ লক্ষ ৬৭ হাজার, অন্ধ্রপ্রদেশে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার, তামিলনাড়ুতে ২ লক্ষ ৫ হাজার, কর্নাটকে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার, গুজরাটে ১ লক্ষ ৭১ হাজার, বিহারে ১ লক্ষ ১১ হাজার, মহারাষ্ট্রে ১ লক্ষ ৫ হাজার, এবং রাজস্থানে ৬৭ হাজার। এদের শতকরা ৬৬ জন নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং ১৮ জন আদিবাসী। মালিকদের শতকরা ৮৪ জন বর্ণহিন্দু। চরম দারিদ্র্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিদাসদের ঋণের কারণ।

['মৃত' হাত সরিয়ে নিলো। 'দুই' হাতের কাগজ থেকে পড়তে লাগলো। 'মৃত' ঘুরছে।]

১৯৭৮, ২২ শে ডিসেম্বর লোকসভায় শ্রীচরণ সিং অভিযোগ করেন যে প্রধানমন্ত্রী বড়োলোকদের স্বার্থ দেখতে চান। উত্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই বলেন—গরিবদের উন্নতির সঙ্গে ভারতের উন্নতির সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। মনে করি না—কৃষি উৎপাদন কিম্বা কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লেই দেশের সার্বিক উন্নতি হয়ে গেলো।

['মৃত'-র বাঁ হাত 'তিন'-এর চোখের সামনে]

তিন ॥ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের শতকরা ৭০ জনই দারিদ্র্যসীমার নিচে, পুষ্টিসীমার নিচে শতকরা ৯৫ জন। সবচেয়ে গরিব শতকরা ৫ ভাগের জনপ্রতি খরচ করবার ক্ষমতা দৈনিক মাত্র ৩১ পয়সা। ১৯৬১ থেকে ১৯৭১, এই দশ বছরে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, তাদের ব্যয় করবার ক্ষমতা শতকরা ২৭ ভাগ কমেছে।

[মৃত সরে গেলো। 'তিন' কাগজ দেখে পড়লো।]

১৯৮২ সালে দিল্লীতে প্রস্তাবিত এসিয়াড্ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ২৮ কোটি টাকা খরচ হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।' বছরেই UNCTAD সম্মেলন বাবদ সরকার ১৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা খরচ করবেন! এছাড়া আরো ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা বিজ্ঞানভবন সংস্কারের কাজে ব্যয় করা হবে।

['মৃত'-র হাত চার-এর চোখের সামনে। এই রকম প্রতিবার। যাদের পড়া

হয়ে যাচ্ছে, তারা কাগজ রেখে এসে মাঝখানে একটা কাঠামো তৈরি করছে নিজেদের শরীর দিয়ে।]

চার॥ পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় দফায় এক সর্বনাশা বন্যায় এই রাজ্যের ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৫৫ হাজার অধিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত। এর আগে এবারের প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় বন্যাতেও প্রায় ৫৭ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। ৮১৩ জনের মৃত্যুর ও ৭৬৫ জনের নিখোঁজ হবার খবর এ পর্যন্ত রাজ্য সরকার পেয়েছেন। গবাদি পশু মারা গিয়েছে ২ লক্ষ ১ হাজার ৩৪৫টি। কেন্দ্রের কাছে প্রেরিত স্মারকলিপিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কথা জানিয়েছেন।

(কাগজ দেখে) বোম্বাইয়ের চিত্রতারকারা পশ্চিমবঙ্গের বন্যাত্রাণে যে অর্থসংগ্রহ অভিযানে নেমেছেন, তাতে চমৎকার সাড়া পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আজ তারকাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিলেন। অর্থসংগ্রহ কেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন দিলীপকুমার, সায়রাবানু, বিদ্যা সিন্‌হা, অমল পালেকর, রাখী, অশোককুমার, সারিকা, জনি ওয়াকার প্রভৃতি। লোকেরা সারি বেঁধে এসে তারকাদের সঙ্গে করমর্দন করেন এবং তাঁদের হাতে ধরা কৌটায় টাকা দেন। মুখ্যমন্ত্রীকে এরপর শক্তি সামন্ত তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজ খাওয়ান।

পাঁচ॥ ভারতবর্ষের শতকরা বিরানব্বই জন শিশু দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। প্রতি এক হাজার নবজাত শিশুর মধ্যে একশো কুড়ি জনই মারা যায়। প্রতি মাসে এক লক্ষ শিশু অপুষ্টিজনিত রোগে মরে। প্রায় পঁচিশ লক্ষ শিশুর ভিটামিন 'এ'-র অভাবে অন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। শতকরা পাঁচ জন শিশুকে কোনো না কোনো ধরণের কাজে ঢুকতে বাধ্য করা হয়।

(কাগজ দেখে) আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার এক নিবিড় শিশুকল্যাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রায় দেড়শটি প্রকল্প এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। রাষ্ট্রপতি শ্রীরেড্ডি পয়লা জানুয়ারি জাতীয় স্টেডিয়ামে এক বিশাল শিশু সমাবেশের উদ্বোধন করবেন। এই উদ্দেশ্যে সত্তর লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক চলচ্চিত্রভবন নির্মাণ করা হবে বলে তথ্যমন্ত্রী শ্রীআদবানী জানান। এ ছাড়া মার্চ মাসে শিশুদের এক আন্তর্জাতিক অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

ছয়॥ বর্ধমান কাশীপুর ক্যাম্পে পুলিস এবং দণ্ডকারণ্য থেকে নবাগত একদল উদ্বাস্তুর সংঘর্ষে ৯ জন মারা যান। এঁদের মধ্যে একজন পুলিস কনস্টেবল, তাঁকে টাঙ্গির ঘায়ে মেরে ফেলা হয়েছে। বাকি সবাই উদ্বাস্তু,

মরেছেন গুলিতে। পুলিস পনেরো রাউন্ড গুলি চালায়। এ ব্যাপারে পাঁচ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গোটা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

(কাগজ দেখে) মুখ্যমন্ত্রী বলেন—দণ্ডক-উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপির পুরো দখলদারি নিয়ে নিয়েছেন, এক পাল্টা সরকার তৈরি করেছেন, নিজেরা সব জমি বিলি করছেন, পুলিস কিম্বা অন্য লোকদের ঢুকতে দিচ্ছেন না, আর সরকার চুপ করে থাকবেন? ওদিকে বাংলাদেশ, পাশেই ওঁদের সরকার, এদিকে আমাদের সরকার—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার!

সাত ॥ প্রেসিডেন্সি জেলের দড়ি হাজতে গুণতির সময়ে দু'জন রাজবন্দীর সারিতে বসতে অল্প দেরি হবার অপরাধে ঐ ওয়ার্ডের সমস্ত রাজবন্দীদের অমানুষিক প্রহার করা হয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যখন তখন লাথি-চড় মারা প্রায় সব সময়ের ঘটনা। খাদ্যের অবস্থাও ভয়াবহ। সকালে এক মুঠো ছোলা, দুপুরে ও রাত্রে এক প্লেট করে খাওয়ার অযোগ্য ভাত আর তরকারি। বন্দীদের রোজ স্নান করার অনুমতি নেই। সাবান কাউকেই দেওয়া হয় না!

(কাগজ দেখে) তামিলনাড়ু জেল রিফর্মস্ কমিশনের চেয়ারম্যান কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল ঘুরে ফিরে দেখে যাবার পর একটি ছোটো রিপোর্ট লিখে গিয়েছেন—এ রাজ্যের কয়েদীরা যে রেডিও শুনতে পান, টি-ভি দেখতে পান, পুজোয় নিজেরাই অভিনয় করবার সুযোগ পান, খাওয়া দাওয়া পরিমাণমতো পান—এ অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে তামিলনাড়ুর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন। সবশেষে একটি ছোটো সুপারিশ করেছেন—মাতৃপিতৃদায়, আত্মীয়স্বজনের বিবাহ বা অন্যান্য উপলক্ষে যদি কয়েদীদের পনেরো দিনের ছুটি দেওয়া যায়, তবে জেলজগতে পশ্চিমবঙ্গের নাম সোনার অক্ষরে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

এক ॥ ১৯৭৩ সালে সারা বিশ্বে সামরিক খাতে ব্যয় হয়েছে ২৪ হাজার কোটি ডলার। আণবিক অস্ত্র বাদ দিয়ে অন্য অস্ত্রের কারবার ঐ বছরে ১৮০০ কোটি ডলারের। এই কারবারে আমেরিকার বিক্রি মোট বিক্রির শতকরা ৪৬ ভাগ। তারপর রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি, ইটালি ইত্যাদি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গোটা ষাটেক সামরিক সংঘর্ষে যতো অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রায় সবই এই সব দেশ থেকে আমদানি করা। সেই সব যুদ্ধাস্ত্রে মৃত্যু ঘটেছে এক কোটি মানুষের।

(কাগজ দেখে) অ্যাপোলো কর্মসূচীতে ২০ হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ৩৫

হাজার বিজ্ঞানী, যন্ত্রবিদ ও কুশলী কারিগর অংশগ্রহণ করেছেন। ব্যয় হয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকা। ইংরেজ বিজ্ঞানী বার্ণার্ড চন্দ্রাবতরণকে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো নাটক বলে অভিহিত করেছেন। কেউ কেউ আরো এক ধাপ এগিয়ে একে সর্বকালের সর্বাপেক্ষা বড়ো ঘটনা বলে চিহ্নিত করার দাবি জানিয়েছেন।

[এর মধ্যে মাঝখানের কাঠামো প্রায় শেষ। 'এক'ও যোগ দিলো। তিনজন বাইরে, যেমন সামনের দেওয়ালে-টেবিলে আঁটা নানা যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত, মুখে বিভিন্ন যান্ত্রিক সঙ্কেতের ধ্বনি। 'মৃত' চলে গেছে।]

দুই॥ টেন! নাইন। এইট! সেভেন! সিক্স! ফাইভ! ফোর! থ্রি! টু! ওয়ান!

[‘থ্রি’ থেকে যান্ত্রিক সঙ্কেতের আওয়াজ থেমেছে। কাঠামোর মাঝখানে একজনকে কাঁধে নিয়ে আর একজন উঠতে আরম্ভ করলো ওয়ান-এর পরে, যেন রকেট উঠছে তার ফ্রেমের বন্ধনী ছেড়ে! সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে শব্দ। তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছড়িয়ে পড়ে গেলো সবাই। মৃদুগুঞ্জন শোনা গেলো—ভাগনাডিহি ভাগনাডিহি...। 'এক' হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো।]

এক॥ কী ভাগনাডিহি? কোথায় ভাগনাডিহি?

['ভাগনাডিহি' বলতে বলতে অন্যরা হাত ধরে সারি বেঁধেছে। 'দুই' সারিটাকে টেনে নিয়ে দর্শকদের একাংশের কাছে গেলো।]

দুই॥ শোষণ অত্যাচার অবিচার থেকেই বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। এবং সেই বিদ্রোহের ভিতর থেকেই জন্ম নেয় তার নেতৃত্ব।

['দুই' চলে গেলো সারির পিছনে। 'তিন' এখন সারির সামনে, 'ভাগনাডিহি' বলতে বলতে গেলো অন্য কিছু দর্শকের কাছে। এইরকম প্রতিবার।]

তিন॥ সাঁওতাল পরগণার ধূমায়িত বিদ্রোহের মধ্য থেকে বার হয়ে এলো ঐতিহাসিক সাঁওতাল হুলের নায়ক সিধো, কান্‌হো, চান্‌রায়, ভৈরো।

চার॥ এরা চার ভাই। বারহাইত শহরের পাশে ভাগনাডিহি গ্রামের এক গরিব সাঁওতালের ঘরে এদের জন্ম।

পাঁচ॥ সাতকাঠিয়া গ্রামে মহেশ দারোগার প্রচণ্ড অত্যাচারের পর সিধো বললো—সে স্বপ্নে নির্দেশ পেয়েছে দেবতার। সাঁওতাল প্রথা অনুসারে শালগাছের ডাল হাতে দিকে দিকে সংবাদ নিয়ে গেলো বার্তাবহরা।

['দুই' এক লাফে সারি ছেড়ে বেরিয়ে এলো।]

দুই॥ দেলা দোমেল দোমেল!

কোরাস॥ (লাফিয়ে পড়ে) দেলা লগন লগন!

ছয় ॥ ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন ভাগনাডিহি গ্রামে জমা হোলো চারশো গ্রামের প্রতিনিধি দশ হাজার সাঁওতাল।

[এই কথার মধ্যে এক কোণে দুই-দুই করে সারি বেঁধেছে ওরা। এগিয়ে চললো লড়াইয়ের ভঙ্গীতে।]

সাত ॥ সিধো-কান্‌হোর বক্তৃতায় দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্রোধ ফেটে পড়লো। সাঁওতাল জীবনের দুঃখ অনাহারের কাহিনী।

আট ॥ ইংরেজ-জমিদার-ডিকু-পুলিসের অত্যাচারের কাহিনী—

দুই ॥ জমিদার-ডিকুর কাছে সপরিবারে দাসত্বের কাহিনী—

তিন ॥ স্ত্রী-মা-বোনেরা ইজ্জৎ নাশের কাহিনী।

চার ॥ দশ হাজার সাঁওতাল এক বাক্যে শপথ নিলো—

কোরাস ॥ দামিন-ই-কো!

পাঁচ ॥ তারা সাঁওতাল অঞ্চল থেকে সমস্ত শোষক উৎপীড়ককে বিতাড়িত করে জমির দখল নেবে!

কোরাস ॥ দামিন-ই-কো!

ছয় ॥ স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে!

কোরাস ॥ দামিন-ই-কো!

সাত ॥ সিদ্ধান্ত হোলো—চরমপত্র দেওয়া হবে কমিশনার- কালেক্টর- ম্যাজিস্ট্রেট-দারোগা-জমিদারের কাছে—

আট ॥ আর দাবি জানাতে অভিযান করা হবে কলকাতায় বড়োলাটের কাছে।

কোরাস ॥ দামিন-ই-কো!

দুই ॥ অভিযানে সামিল হোলো ত্রিশ হাজার সাঁওতাল, সঙ্গে নিত্যসঙ্গী তীর-ধনুক টাঙ্গি বল্লম।

তিন ॥ সঙ্গে নেওয়া খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযান ছিল শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল। তারপর পাঁচক্ষেতিয়া বাজার লুঠ হোলো, খুন হোলো পাঁচজন কুখ্যাত বাঙ্গালি ডিকু।

চার ॥ মহেশ দারোগা এলো পাঁচক্ষেতিয়া বাজারে। সাঁওতালদের নিরীহ স্বভাবের কথা মনে রেখে পুলিস-বাহিনীকে হুকুম দিলো সিধো কান্‌হোকে গ্রেপ্তার করতে।

পাঁচ ॥ তার আগেই সাঁওতালরা বাঁধলো তাদের।

ছয় ॥ বিচার হোলো মহেশ দারোগার—

কোরাস ॥ প্রাণদণ্ড!

সাত ॥ দণ্ড দিলো সিধো নিজের হাতে।

কোরাস ॥ হাঃ!

সাত ॥ ন'টা মৃতদেহ ফেলে বাকি পুলিস পালালো।

আট ॥ এই ঘটনা থেকেই লড়াইয়ের পথ স্পষ্ট আর পরিষ্কার হয়ে গেলো। সিধো কান্‌হোর মন স্থির হয়ে গেলো। তারা ঘোষণা করলো—হুল আরম্ভ হয়ে গেছে!

কোরাস ॥ হু-উ-উ-ল!

[প্রচণ্ড গর্জনে লাফিয়ে পড়েছে সবাই চারিদিকে ছড়িয়ে।
এরপর প্রতি কথায় লাফিয়ে উঠে জবাব দিচ্ছে।]

দুই ॥ দিশম্‌রে ঢাকরওয়াঃক্‌ আসেনপে!

কোরাস ॥ চারিদিকে শালের ডাল পাঠিয়ে দাও!

দুই ॥ দারোগা বানুঃক্‌ কোওয়া!

কোরাস ॥ এখন আর দারোগা নাই!

দুই ॥ হাকিম বানুঃক কোওয়া!

কোরাস ॥ হাকিম নাই!

দুই ॥ সরকার বানুগেয়া!

কোরাস ॥ সরকার নাই!

দুই ॥ রাজ আর সাউ যতবোন গচ্‌চাবাকোওয়া!

কোরাস ॥ রাজা-মহাজনদের খতম করবো!

দুই ॥ দসার দেকো দো গঙ্গা পারম্‌তেবোন লাগা-কোওয়া!

কোরাস ॥ ডিকুদের গঙ্গা পার করে দেবো!

দুই ॥ আবোনাঃক্‌ রাজগে হোয়োঃক্‌আ!

কোরাস ॥ আমাদেরই রাজ্য হবে!

দুই ॥ খাঁটি গেবোন হুলগেয়া হো!

কোরাস ॥ হু-উ-উ-ল!

তিন ॥ সাঁওতাল হুল! সাতুই জুলাই, ১৮৫৫!

['হুল হুল' বলতে বলতে চার ভাগ হয়ে চার কোণে জমা হোলো ওরা। এর পর এক একটা কথা চিৎকার করে বলতে বলতে প্রচণ্ড শক্তিতে এক একজন ছুটে যেতে লাগলো উল্টোদিকের কোনায়।]

দুই ॥ দারোগা খতম!

তিন ॥ মহেশ দারোগা!

চার ॥ প্রতাপনারায়ণ দারোগা!

পাঁচ ॥ খান সাহেব দারোগা!

এক ॥ ডিকু খতম!
ছয় ॥ মাণিক চৌধুরী!
সাত ॥ গোরাচাঁদ সেন!
আট ॥ সার্থক রক্ষিত!
তিন ॥ নিমাই দত্ত!
চার ॥ হীরু দত্ত!
পাঁচ ॥ দীনদয়াল রায়!
ছয় ॥ পীতাম্বর মণ্ডল!
দুই ॥ ডিকুদের বাড়ি লুঠ, বাজার লুঠ!
সাত ॥ পাঁচক্ষেতিয়া!
আট ॥ বারহাইত!
তিন ॥ মিথিজানপুর!
চার ॥ নারায়ণপুর!
পাঁচ ॥ গুণপুর!
ছয় ॥ ওপারবান্ধা!
সাত ॥ বাঁশকুলি!
আট ॥ লক্ষ্মণপুর!
তিন ॥ কালিকাপুর!
চার ॥ বল্লভপুর!
পাঁচ ॥ নবিনগর!
ছয় ॥ জিতপুর!
সাত ॥ হিরণপুর!
আট ॥ অম্বা হর্না!
তিন ॥ কেন্দ্রা!
চার ॥ ননীহাট!
এক ॥ ইংরেজ নীলকুঠি লুঠ!
পাঁচ ॥ ফিট্জ্প্যাট্রিকের নীলকুঠি!
ছয় ॥ কদম সাইরের নীলকুঠি!
সাত ॥ দুমকার নীলকুঠি!
দুই ॥ ডিকু-জমিদাররা ধনসম্পদ ফেলে পালালো
আট ॥ ঈশ্রী ভগৎ!
তিন ॥ তিলক ভগৎ!

চার ॥ নন্দকুমার!

এক ॥ জমিদারি ঘাঁটি লুট!

পাঁচ ॥ পাকুড় রাজবাড়ি!

ছয় ॥ মহেশপুর রাজবাড়ি!

দুই ॥ (মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে) সৈন্য পালালো!

কোরাস ॥ (লাফিয়ে পড়ে) পালালো!

দুই ॥ পুলিস জমাদার পালালো!

কোরাস ॥ পালালো!

দুই ॥ ডাকহরকরা চৌকিদার পালালো!

কোরাস পালালো!

দুই ॥ সাহেব পালালো!

কোরাস ॥ পালালো!

দুই ॥ জমিদার পালালো!

কোরাস ॥ পালালো!

দুই ॥ ডিকু পালালো।

কোরাস ॥ পালালো! পালালো! পালালো!

তিন ॥ ভাগলপুরের কমিশনার!

['দুই' এক কোণে, ছয় তার উল্টোদিকের কোণে, বাকিরা লড়াইয়ের ভঙ্গীতে স্থাণু হয়ে আছে]

ছয় ॥ প্রিয় মেজর বারোজ্। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা রাজমহলের পথে ভাগলপুরের দিকে আসিতেছে। আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে—এই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সাময়িক অধিনায়ক হিসাবে আপনার সৈন্যদল লইয়া রাজমহল পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদের বাধা প্রদান করুন।

দুই ॥ মাননীয় কমিশনার। আমরা সংবাদ পাইতেছি, বিদ্রোহীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহাদের মাদলের শব্দ শুনিবামাত্র এমনকী দশ সহস্র সাঁওতাল সমবেত হয়। আমার সৈন্যদল ক্ষুদ্র, তাহাকে আরো ক্ষুদ্র, তাহাকে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ভাগ করিলে তাহাদের আর যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

[সকলে একসঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করলো, জোরে, বিভিন্ন দিকে]

তিন ॥ তখন কমিশনারের আহ্বানে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলার কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, জমিদার আর দারোগারা সাধ্যমতো সাহায্য করলো। কয়েক হাজার সৈন্য আনা হোলো দানাপুরের সৈন্যাবাস থেকে।

চার ॥ ১৬ই জুলাই ভাগলপুর জেলার পিয়ালাপুরের কাছে পীরপাঁইতি ময়দানে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হোলো।

পাঁচ ॥ দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা যুদ্ধের পর মেজর বারোজের কামান-বন্দুকধারী বিপুল বাহিনী—

ছয় ॥ সাঁওতালদের তীর ধনুক টাঙ্গির আক্রমণে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়ে হাতিঘোড়া সমেত পলায়ন করলো।

সাত ॥ বিপন্ন ভাগলপুরের কমিশনার তখন বড়োলাট লর্ড ডালহৌসিকে অবিলম্বে সামরিক আইন জারি করতে অনুরোধ করে পাঠালো।

আট ॥ এবং বিদ্রোহের নায়কদের গ্রেপ্তার করতে পুরস্কার ঘোষণা করলো।

[হা হা করে হেসে উঠলো সবাই। চক্রাকারে জমা হয়েছে তারা]

দুই ॥ প্রধান নায়ক দশ হাজার টাকা!

কোরাস ॥ হা হা হা হা হা—

দুই ॥ দেওয়ান বা সহকারী নায়ক—পাঁচ হাজার টাকা!

কোরাস ॥ হা হা হা হা হা—

দুই ॥ বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় নায়ক এক হাজার টাকা!

কোরাস ॥ হা হা হা হা—

[হঠাৎ এক একজন এক একটা নাম নিয়ে চিৎকার করে দৌড়োতে লাগলো]

দুই ॥ সিধো সাঁওতাল!

তিন ॥ কান্‌হো সাঁওতাল!

চার ॥ চান্ রায় সাঁওতাল!

পাঁচ ॥ ভৈরো সাঁওতাল।

ছয় ॥ মান সিং সাঁওতাল।

সাত ॥ ত্রিভুবন সাঁওতাল।

আট ॥ গোক্কো সাঁওতাল।

দুই ॥ (লাফিয়ে উঠে) তবু হুল!

কোরাস ॥ (লাফিয়ে উঠে) ভাগলপুর।

দুই ॥ হুল।

কোরাস ॥ বীরভূম।

দুই ॥ হুল।

কোরাস ॥ মুর্শিদাবাদ।

দুই ॥ হুল।

কোরাস ॥ হু উ উ ল।

দুই॥ নেরা নিয়া—

কোরাস॥ নুরু নিয়া—

দুই॥ ডিঁডা নিয়া—

কোরাস॥ ভিটা নিয়া—

দুই॥ নুরিচ নাড়াড় গাই কাডা—

কোরাস॥ নাহেল লৌগিৎ পাচেল লৌগিৎ—

দুই॥ তবে গেবোন হুলগেয়া হো—

কোরাস॥ খাঁটি গেবোন হুলগেয়া হো। তবে গেবোন হুলগেয়া হো।

[প্রচণ্ড শক্তিতে লাফিয়ে উঠে ওরা স্থাণু হয়েছে বিভিন্ন স্থানে, হাতে যেন ধনুক বল্লম টাঙ্গি। 'মৃত' এসেছে, ডান হাত তুলে ধরেছে। দূর থেকেই সে হাতে 'এক' এর চোখ আটকে গেছে। পড়তে শুরু করলো সে। মৃত তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে মানুষের অরণ্যের মধ্যে দিয়ে।]

এক॥ বিদ্রোহের বিস্তার রোধ করতে বড়োলাটের নির্দেশে পূর্বাঞ্চলের সমস্ত সামরিক শক্তি সমাবেশ করা শুরু হোলো। ইংরেজভক্ত জমিদার আর মহাজনরা অস্ত্র আর রসদ সরবরাহ করলো। পথে সৈন্যদের খাওয়াদাওয়া রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিলো। নীলকর সাহেবরা প্রচুর টাকাকড়ি লোকজন জোগালো। মুর্শিদাবাদের নবাব কেবল সৈন্য রসদ অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারলো না, পঞ্চাশটা হাতিও পাঠালো সাঁওতাল আর তাদের স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের পায়ের তলায় পিষে মারতে, তাদের কুঁড়েঘর ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিতে। এইভাবে সম্মিলিত পনেরো হাজার সুশিক্ষিত কামান-বন্দুকে সজ্জিত সৈন্যদের বিরুদ্ধে টাঙ্গি তলোয়ার তীরধনুক নিয়ে ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার অর্ধউলঙ্গ সাঁওতাল বিদ্রোহী শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোলো।

দুই॥ গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে—

কোরাস॥ ধ্বংস করে—

[প্রত্যেক কথায় দেহের একাংশ পড়ে যাচ্ছে যেন]

দুই॥ বৃদ্ধ-শিশু-নারী হত্যা করে—

কোরাস॥ হত্যা করে—

দুই॥ যাবতীয় কুটির ভস্মীভূত করে—

কোরাস॥ ভস্মীভূত করে—

দুই॥ সরকারী অভিযান আরম্ভ হোলো।

কোরাস॥ সরকারী অভিযান আরম্ভ হোলো।

দুই ॥ (আর্তকণ্ঠে) মেজর বারোজের বাহিনী!

তিন ॥ (আর্তকণ্ঠে) পিয়ালাপুর আর পাশের কয়েকটা গ্রাম!

[যেন গুলি খেয়ে পড়লো 'তিন', সঙ্গে আরো একজন]

দুই ॥ ক্যাপ্টেন শেরওয়েলের বাহিনী!

চার ॥ বারোটি গ্রাম!

[পড়লো আগের মতো। এমনি প্রতিবার।]

দুই ॥ মেজর সাকবার্গের বাহিনী!

পাঁচ ॥ পনেরোটি গ্রাম!

দুই ॥ মেজর বারোজের বাহিনী!

ছয় ॥ আরো ন'টি গ্রাম!

দুই ॥ বারহাইত!

সাত ॥ বারহাইতের পাশের মতো গ্রাম!

[সবাই পড়েছে। 'এক'-এর সামনে 'মৃত'-র ডান হাত। 'এক' পড়তে পড়তে উঠে এগোচ্ছে।]

এক ॥ কিন্তু তবু বিদ্রোহ থামলো না।

[কোরাসের পুরুষরা মৃদুস্বরে 'হুল' 'হুল' বলতে বলতে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে উঠছে। 'এক' পড়ে চলেছে।]

কামান বন্দুকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পেরে জঙ্গলে আশ্রয় নিলো সাঁওতালরা, কিন্তু সুযোগ বুঝে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ করে উধাও হয়ে যেতে লাগলো। বিহার-বাংলার সাঁওতাল অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে জঙ্গলে জঙ্গলে লড়াই চলতে লাগলো।

কোরাস ॥ হু উ উ ল!

[এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়েছে ওরা]

এক ॥ তখন ইংরেজ সরকার তাদের চরম অস্ত্র প্রয়োগ করলো।

কোরাস ॥ (আর্ত চিৎকারে) মার্শ্যাল ল!

[আবার পড়ে গেলো ওরা। এবার 'মৃত'-র হাত যেন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে 'এক'-কে।]

এক ॥ সামরিক আইন! মানবতাবোধের লেশমাত্রবর্জিত বর্বর শাসনের প্রতিষ্ঠা! অবাধ লুণ্ঠন, নরহত্যা আর ধ্বংস, যথেচ্ছাচার, নারী-নির্যাতন আর বিভীষিকার তাণ্ডব!

দুই ॥ (লাফিয়ে উঠে) হেই হুপ্!

[জন চারেক পুরুষ লাফিয়ে উঠলো। তারা মার্চ করতে শুরু করলো। বাকিরা মাটিতে পড়ে, যেন অত্যাচারে কুঁকড়ে যাচ্ছে।]

এক ॥ সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের উপর দিয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার, ধ্বংস আর হত্যার তাণ্ডব চললো। হাজার হাজার সাঁওতাল যুবক বৃদ্ধ নারী শিশু প্রাণ হারালো। পঞ্চাশটি হাতিকে উন্মত্ত করে ছেড়ে দেওয়া হোলো, তাদের পায়ের নিচে পিষ্ট হোলো গ্রামের পর গ্রামের সাঁওতাল নরনারী, ধূলিসাৎ হোলো শতসহস্র কুটির!

[পড়ে গেছে 'এক'। 'মৃত' হাত সরিয়ে নিলো।]

সাঁওতাল বিদ্রোহী লড়তে লড়তে বীরভূম ছেড়ে পিছিয়ে এলো সাঁওতাল পরগণায়। লড়তে লড়তে প্রাণ দিলো।

[অতি ধীর গতিতে 'মৃত' পড়ে যাচ্ছে]

একে একে প্রাণ দিলো চান্‌রায়, ভৈরো, সিধো, কান্‌হো, অন্য প্রতিটি নেতা। প্রাণ দিলো, মাথা নিচু করলো না। আত্মসমর্পণ করলো না একজনও সাঁওতাল বিদ্রোহী। একজন ইংরেজ সেনাপতি লিখে গেছে, 'আমরা যা করেছি তা—'

[এর মধ্যে যারা মার্চ করছিলো তারা এক কোণে জটলা করে দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে, মাথা নিচু করে। 'মৃত' এখন শায়িত। 'এক' 'মৃত'-কে দেখতে পেলো হঠাৎ।]

না!

['মৃত'-কে ঠেলে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলো]

না! না!

[জটলা থেকে কথা বলছে ধরে নেওয়া যাক, 'দুই', 'চার', 'ছয়' আর 'আট'।]

দুই ॥ আমরা যা করেছি তা যুদ্ধ নয়, গণহত্যা।

চার ॥ আত্মসমর্পণ কাকে বলে তা ছিল সাঁওতালদের অজানা।

ছয় ॥ যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের যুদ্ধের মাদল বাজতো, ততোক্ষণ তারা খাড়া দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতো, গুলির আঘাতে প্রাণ দিতো।

আট ॥ তাদের তীরের ঘায়ে আমাদেরও সৈন্য মারা যেতো; সুতরাং তারা যতোক্ষণ খাড়া থাকতো, আমাদেরও তাদের উপর গুলি চালাতেই হোতো। যতো সাঁওতাল বন্দী হয়েছে, তাদের প্রায় সবাই ছিল গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত।

দুই ॥ সাঁওতালরা বিষাক্ত তীর ব্যবহার করেছে বলে যে অভিযোগ আছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

চার॥ আমার বাহিনীতে এমন একজন সিপাহীও ছিল না, যে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লজ্জাবোধ করে নি।

এক॥ না! না! এসব—এ সব অনেকদিন আগে হয়ে গেছে!

দুই॥ আর একজন সেনাপতি লিখে গেছে—সিপাহীদের নিয়ে আমি একদিন একটা গ্রাম ঘিরলাম।

চার॥ সাঁওতালদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হোলো। তার জবাবে একটা বাড়ির দরজার ফাঁক দিয়ে বার হয়ে এলো এক ঝাঁক তীর।

ছয়॥ আমি সিপাহীদের নিয়ে বাড়িটার কাছে গেলে সিপাহীরা ঘরের দেওয়ালে একটা বড়ো গর্ত করলো।

আট॥ আবার বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বললাম, না করলে গুলি করা হবে বলে ভয় দেখালাম।

দুই॥ উত্তরে ফের এক ঝাঁক তীর বেরিয়ে এলো। এবার সিপাহীরা গর্ত দিয়ে ভিতরে গুলিবর্ষণ করলো।

চার॥ প্রতিবার গুলিবর্ষণের পর আত্মসমর্পণ করতে বলা হোলো, প্রতিবারই জবাবে এক ঝাঁক তীর বেরিয়ে এলো।

ছয়॥ শেষে এক সময়ে তীরের জবাব বন্ধ হোলো। আমরা ভিতরে গেলাম, যদি কারো জীবন বাঁচাতে পারি।

['মৃত' ধীরগতিতে উঠে দাঁড়াচ্ছে, 'এক' সম্মোহিতের মতো দেখছে]

আট॥ দেখলাম এক বৃদ্ধ সাঁওতাল ছড়িয়ে থাকা বহু মৃতদেহের মধ্যে রক্তাক্ত শরীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দুই॥ একজন সিপাহী কাছে গিয়ে তাকে অস্ত্রত্যাগ করতে বলামাত্র সে হাতের টাঙ্গির এক আঘাতে সিপাহীর মাথা কেটে ফেললো।

['মৃত' হঠাৎ ফিরে প্রচণ্ড শক্তিতে জটলার ভিতর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলো। জটলার সবাই ছিটকে পড়লো মাটিতে। পুরোনো সাঁওতালী সুরটা,ভাঙা ভাঙা স্খলিত ছন্দে, মৃদু লয়ে। পড়ে থাকা মানুষগুলি অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে পরস্পরকে খুঁজছে, গানের সুরটা খুঁজছে।

'মৃত' ধীরে ধীরে এলো অন্যদিক দিয়ে। অবশেষে তাকে মাঝখানে রেখে হাত ধরাধরি করে সকলে চক্রাকারে, তখনো অন্ধ চোখ, হাতের টানে দেহ দুলছে।]

দুই॥ প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহীদের শতকরা পঞ্চাশজনই নিহত হয়েছিলো। অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ হাজার সাঁওতাল যোদ্ধা, গ্রামের বৃদ্ধ-নারী-শিশু বাদ দিয়ে।

কোরাস॥ রক্ত-অ-অ-অ।

এক ॥ যতোদিন বিদ্রোহ চলেছে, ভারতের যতো ইংরেজ দিশেহারা হয়ে থেকেছে।

দুই ॥ এইবার বিদ্রোহের অবসান দেখে ইংরেজ সমাজ প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো। ইংরেজদের 'ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া' আর 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় দাবি করা হোলো—

তিন ॥ এই অসভ্য কুৎসিৎ কালো ভূতগুলির মনে মৃত্যুভয় জাগিয়ে তোলা ছাড়া এই বিদ্রোহ দমনের অন্য কোনো উপায় নাই।

চার ॥ প্রত্যেকটি পরাজয় আর হত্যার প্রতিশোধ যেন অতি ভয়ঙ্কর হয়। ভবিষ্যতে তারা যেন আর কোনোদিন বিদ্রোহী হতে সাহস না করে।

পাঁচ ॥ কেবল নেতাদেরই নয়, সমস্ত বিদ্রোহী সাঁওতালকেই ব্রহ্মদেশের ভয়ঙ্কর জঙ্গলে নির্বাসিত করতে হবে। অথবা গুলি করে বা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করতে হবে।

ছয় ॥ যে পরিমাণ ধনসম্পদ লুঠ হয়েছে, গ্রামগুলির উপর সেই পরিমাণ জরিমানা ধার্য করতে হবে।

সাত ॥ এই বিদ্রোহী মানুষগুলির উপযুক্ত শাস্তিবিধানের জন্য, ব্রিটিশ মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য, সাঁওতালদের পাইকারীহারে শাস্তি দিতে হবে।

কোরাস ॥ রক্ত-অ-অ-অ।

আট ॥ এই বর্বর চিৎকার সত্ত্বেও তখনকার সরকার এরকম ভয়ঙ্কর ব্যবস্থা নিতে সাহস করে নি।

এক ॥ আদালতে সর্বশুদ্ধ ২৫১ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। তাদের মধ্যে ১৯১ জন সাঁওতাল, বাকি নিম্নবর্ণের হিন্দু।

দুই ॥ ৪৬ জন ছিল ন'দশ বছরের বালক। তাদের বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া হয়।

তিন ॥ আর সকলের সাত থেকে চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড হয়। তাদের অনেকের কারাগারেই মৃত্যু হয়।

কোরাস ॥ রক্ত-অ-অ-অ।

এক ॥ (নিচু গলায়) এ সব অনেকদিন আগে হয়ে গেছে।

কোরাস ॥ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।

দুই ॥ সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলো যে যারা অনায়াসে প্রাণ দেয়, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে না, তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবাধ মেলামেশা হলে চারিদিকে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে পড়বে।

তিন ॥ সুতরাং সাঁওতালদের ভারতের জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে সাঁওতাল পরগণাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা বলে ঘোষণা করা হোলো।

চার ॥ ইউরোপীয় ধর্মপ্রচারক ছাড়া আর কারো সাঁওতাল পরগণায় ঢোকা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করা হোলো।

পাঁচ ॥ সাঁওতালরা খাজনার গুরুভার কমাবার যে দাবি তুলেছিলো, তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হোলো।

ছয় ॥ তবে সাঁওতালদের একটা উপজাতি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হোলো।

সাত ॥ পঁচিশ হাজার সাঁওতালের রক্তের দাম।

কোরাস ॥ রক্ত-অ-অ-অ।

[বৃত্তটা ভাঙলো এবার। 'পাঁচ' দর্শকদের উদ্দেশ করে কথা বলছে।]

পাঁচ ॥ রক্তের একটা সুবিধে আছে। মাটিতে যতো রক্তই পড়ুক, একটু বৃষ্টি হলেই তা ধুয়ে যায়। ধুয়ে ধুয়ে নালাতে পড়ে, নালা থেকে নদীতে, নদী থেকে সমুদ্রে। অনেকেরই জানা নেই—সমুদ্রের জলে রক্তের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি, এবং এই রক্তবাহিতা দিন দিন আরো বেশি হচ্ছে। এই রক্তবাহী সমুদ্রজল থেকে বৈজ্ঞানিকরা একদিন দামি কিছু তৈরী করবেন নিশ্চয়, দরকারী একটা কিছু, কারণ রক্তের মতো বস্তু কখনো বৃথা নষ্ট করা যেতে পারে না। আর তাছাড়া সমুদ্র জলের রক্তবাহিতার মতো মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও দিন দিন বাড়ছে, এবং এটা নিঃসন্দেহ যে মানুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব।

[এর মধ্যে দু'জন করে জোট বেঁধেছে, পিঠোপিঠি, যেন দু'জনেরই হাত পিছমোড়া করে পরস্পরের হাতে বাঁধা]

কোরাস ॥ মানুষ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব।

এক ॥ কিন্তু এ সব অনেকদিন আগে হয়ে গেছে!

কোরাস ॥ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এখন বিংশ শতাব্দী। সত্তরের দশক।

['দুই' আর 'তিন' একটা জোট। 'তিন' সামনে এগোচ্ছে, 'দুই' তার বাঁধা হাতের টানে পিছোনে যাচ্ছে, সেই যন্ত্রণা ফুটে উঠছে তার ভঙ্গীতে, কণ্ঠস্বরে। 'মৃত' এখন দর্শকের একাংশের খুব কাছে। 'দুই'-এর কথা আরম্ভের মুহূর্তে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাত হঠাৎ তুলে রাখলো একজন দর্শকের চোখের সামনে। কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতটা চলতে লাগলো দর্শক থেকে দর্শকে।]

দুই ॥ ইংরেজ বণিকদের শোষণ উৎপীড়নের চাপে এবং তাদের প্রবর্তিত মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতির আক্রমণে সাঁওতালদের বিনিময়-প্রথামূলক সমাজ জীবনে বিপর্যয় আরম্ভ—

['মৃত' ডান হাত নামিয়ে বাঁ হাত রাখলো একজন দর্শকের চোখের সামনে। এখন 'দুই' টানছে, 'তিন' পিছোতে পিছোতে কথা বলছে। এমনি প্রতি জুটির ক্ষেত্রে হবে। সাঁওতালদের কথায় 'মৃত'-র ডান হাত উঠবে, বর্তমান যুগের কথায় বাঁ হাত। অন্য জুটিরা হাঁটু গেড়ে বসে আছে মাঝখানে, সময় হলে উঠছে, কথা ফুরোলে বসছে।]

তিন ॥ ১৯৭৮ সালের প্রথম ন'মাসে হরিজনদের উপর অত্যাচারের ঘটনার সংখ্যা ৩ হাজার ১৯। ১৭৫ জন হরিজনকে হত্যা করা হয়েছে, ১২৯টি হরিজন নারী ধর্ষিত হয়েছে, ২৮৯টি অগ্নিসংযোগ—

[দ্বিতীয় জুটি—'চার' আর 'পাঁচ'। তৃতীয় হবে 'ছয়' ও 'সাত', চতুর্থ 'আট' ও 'এক'।]

চার ॥ সাঁওতালকে তার ঋণের জন্য জমির ফসল, লাঙল, বলদ, এমন কী নিজেকে আর তার পরিবারকেও হারাতে হোতো। কিন্তু সে ঋণের দশগুণ শোধ করলেও তার ঋণের বোঝা আগে যা ছিল তাই রয়ে—

পাঁচ ॥ উত্তর প্রদেশের পন্থনগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৮, ১৩ই এপ্রিল ৫০০ শ্রমিকের এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ সামনে ও পিছনে পথ বন্ধ করে গুলি চালায়। দেড়শ শ্রমিক নিহত হয়, আহতদের হিসাব নাই। পরে মৃতদেহগুলি একটি আখের ক্ষেতে জড়ো করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

ছয় ॥ দরিদ্র নিরক্ষর সাঁওতালদের সম্পত্তি ঠকিয়ে জোর করে নিয়ে নেওয়া, আনাজ তরকারি ছাগল মুরগি কেড়ে নেওয়া, অপমান, প্রহার, অত্যাচার, মেয়েদেব ইজ্জৎনাশ, কিছুই বাদ—

সাত ॥ হরিজন নির্যাতনের আর একটি তাণ্ডব ঘটে বিহারের বাজিতপুর গ্রামে। পাশের গ্রামের জোতদারের নেতৃত্বে শ'চারেক পোষা গুণ্ডা ১৫ই নভেম্বর সকাল ন'টা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত এই তাণ্ডব চালায়। ন'জন হরিজন রমণীকে গ্রামের মাঝখানে প্রকাশ্যে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে আগুন দিয়ে দরিদ্র হরিজনদের সর্বস্ব লুঠ—

আট ॥ পঞ্চাশটা হাতিও পাঠালো সাঁওতাল আর তাদের স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের পায়ের তলায় পিষে মারতে, তাদের কুঁড়েঘর ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিতে। এইভাবে সম্মিলিত—

এক ॥ ১৯৭১ আগস্টে বরানগরে পুলিশের আনুকুল্যে দু'দিনে দেড়শ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়। মৃতদেহগুলি প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তার উপর পড়ে ছিল। পরে সেগুলি রিক্সা আর ঠেলাগাড়ি করে নিয়ে গিয়ে

হুগলি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। ৬০ বছরের এক বৃদ্ধকে পেট্রোলে চুবিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, কারণ তিনি তাঁর ভাইপোর খবর দিতে পারেন নি। এক স্কুলের ছাত্রীর একটি হাত কেটে—

দুই ॥ সামরিক আইন। মানবতাবোধের লেশমাত্র বর্জিত বর্বর শাসনের প্রতিষ্ঠা। অবাধ লুণ্ঠন, নরহত্যা আর ধ্বংস, যথেচ্ছাচার, নারীনির্যাতন আর বিভীষিকার তাণ্ডব। সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের উপর দিয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার, ধ্বংস আর হত্যার—

তিন ॥ ১৯৭১ জানুয়ারিতে ডায়মণ্ড হারবারে গঙ্গার ধারে পাওয়া যায় ছ'টি মৃতদেহ। তাদের সকলেরই দেহে গুলির আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। ১৯৭১ জুনে কোন্নগরে মাটি খুঁড়ে ন'টি মৃতদেহ বার করা হয়। প্রায় সব কটির মুণ্ড দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং শরীরে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন ছিল।

চার ॥ তারা যতোক্ষণ খাড়া থাকতো, আমাদেরও তাদের উপর গুলি চালাতেই হোতো। যতো সাঁওতাল বন্দী হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেই ছিল গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। সাঁওতালরা—

পাঁচ ॥ ১৯৭০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ এপ্রিলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের জেলগুলিতে কারারক্ষী ও পুলিশের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের তথাকথিত সংঘর্ষে সরকারী হিসাবমতেই ৮০ জন বন্দী নিহত ও ৬৪৫ জন বন্দী আহত হয়েছেন। ৮০ জনের মৃত্যু ঘটেছে লাঠির আঘাতে।

ছয় ॥ কেবল নেতাদেরই নয়, সমস্ত বিদ্রোহী সাঁওতালকেই ব্রহ্মদেশের ভয়ঙ্কর জঙ্গলে নির্বাসিত করতে হবে, অথবা গুলি করে বা ফাঁসি দিয়ে হত্যা করতে হবে। যে পরিমাণ ধনসম্পদ লুঠ হয়েছে, গ্রামগুলির উপর সেই পরিমাণ জরিমানা—

সাত ॥ বিহারের যদুগোড়া থেকে গ্রেপ্তার করা ৫৪ জনের প্রত্যেককে হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে দু'বছর ধরে ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে রাখা হয়। এদের অধিকাংশের বয়স ১৮ থেকে ২০। সবাই বিচারাধীন বন্দী, তিন বছরেও বিচার শুরু হয়নি।

আট ॥ ৪৬ জন ছিল ৮-১০ বছরের বালক। তাদের বেত্রাঘাত দণ্ড হয়। আর সকলের সাত থেকে চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড হয়। তাদের অনেকের কারাগারেই মৃত্যু—

এক ॥ লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে জিজ্ঞাসাবাদের নামে অত্যাচারের সময়ে ক্লাস টেনের এক ১৫ বছরের ছাত্রের ডান হাতটা মুচড়িয়ে ভেঙে

দেওয়া হয়। সারা গায়ে জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া হয়, পায়ের কয়েকটা কাঁচা নখ তুলে নেওয়া হয়। এই সময়ে পুলিশ হাজতে বা জেল হাজতে এমন অনেক তরুণ ছিল, যারা পায়খানায় বসে চিৎকার করতো, কারণ তাদের মলদ্বারে শিক ঢুকিয়ে চিরস্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিলো। মহিলা বন্দীদেরও প্রতিমাসে একবার করে জিজ্ঞাসাবাদের নামে—

কোরাসের একাংশ ॥ উনবিংশ শতাব্দী—

কোরাসের অন্য অংশ ॥ বিংশ শতাব্দী।

কোরাসের একাংশ ॥ পঞ্চাশের দশক—

কোরাসের অন্য অংশ ॥ সত্তরের দশক।

কোরাসের একাংশ ॥ বৃটিশ ভারত—

কোরাসের অন্য অংশ ॥ স্বাধীন ভারত।

['মৃত' পা ফাঁক করে দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যরা বলতে বলতে তার পিছনে বিভিন্ন ভঙ্গীতে এমনভাবে সারি দিয়েছে, যাতে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি হয়। সব পিছনের ব্যক্তি গুঁড়ি মেরে সুড়ঙ্গ পার হয়ে এসে 'মৃত'-র সামনে সুড়ঙ্গ তৈরি করছে। তারপর আর একজন। মৃদুস্বরে সবাই বলছে 'উনবিংশ শতাব্দী' ইত্যাদি। 'এক' বাইরে থেকে তাদের টেনে বার করবার, সুড়ঙ্গ ভেঙ্গে ফেলবার বৃথা চেষ্টা করছে, তার ঠোঁট নড়ছে 'না! না!' হঠাৎ 'দুই' লাফিয়ে বেরিয়ে এলো।]

দুই ॥ হেই হুপ!

['মৃত' ছাড়া সবাই বেরিয়ে সারি বেঁধে মার্চ করে চললো। 'দুই' 'মৃত'-র সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলল। 'মৃত' পা জোড়া করে দাঁড়ালো, হাত পিছনে, যেন দড়ি বাঁধা। অন্যরা মার্চ করে এসে তিন দিকে ঘিরলো 'মৃত'-কে। 'দুই' 'এক'-এর কাছে গেলো।]

এই লোকটার সন্ধান করা হচ্ছিল। সরকার আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কাল সকালে দয়া করে একবার হেড কোয়ার্টার্সে যাবেন, মেডেলটা নিয়ে আসবেন।

[অন্যদের সঙ্গে ভিড়ে গেলো 'দুই'। 'এক' স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।]

হেই হুপ!

[সবাই মার্চ করে নিয়ে যাচ্ছে বন্দী 'মৃত'-কে, এর আগে যেমনভাবে নিয়ে গেছিলো একবার। 'এক' হঠাৎ প্রচণ্ড প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠলো।]

এক ॥ না-আ-আ!

[ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের উপর, টেনে হিঁচড়ে ধাক্কা মেরে ভেঙে ফেললো বেড়াজাল। সবাই ছিটকে পড়লো বিভিন্ন স্থানে। 'এক' 'মৃত'-র পিছমোড়া করে বাঁধা হাত খুলে দিলো স্পর্শে। এক হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলো দর্শকের একাংশের কাছে, মৃদুস্বরে বলতে লাগলো]

এক ॥ মৃত্যু, রক্ত আর ভীতি শাসন করছে এই ভূমি। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কী ঘটছে আর কী ঘটবে, সবাই জানে। এখনো চিৎকার করে উঠছি না কেন? সময় কি আসেনি? আসেনি?

[অন্যরাও উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে কথাগুলি বলছে দর্শকদের মৃদুস্বরে। 'দুই' 'মৃত'-র হাত ধরে নিয়ে গেছে একদিকে। তার হাত থেকে নিয়ে গেলো 'তিন'। এমনি করে এক এক করে অন্যরাও। অবশেষে কথাগুলি মিলিত উচ্চস্বরে পরিণত হলো। 'মৃত'কে নিয়ে একে একে বেরিয়ে গেলো সবাই, শেষবারের মতো মিলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হোলো কথাগুলি।]

উদ্যোগপর্ব

মুখবন্ধ

নাটকটি মৌলিক। এছাড়া কিছু বলবার নেই।

বাদল সরকার

চরিত্রলিপি

১ নাট্যশিক্ষক
২ নাট্যশিক্ষার্থী ছাত্র
৩ নাট্যশিক্ষার্থী ছাত্র
৪ নাট্যশিক্ষার্থী ছাত্র
৫ নাট্যশিক্ষার্থী ছাত্র
৬ নাট্যশিক্ষার্থী ছাত্র
৭ নাট্যশিক্ষার্থী ছাত্রী

[একটা ফেস্টুন টাঙানো দেওয়ালে। তাতে লেখা—শাস্ত্রীয় প্রগতিশীল নাট্য-শিক্ষালয়]

২ ॥ আজ তো কুরুক্ষেত্রকাণ্ড!

৩ ॥ কেন?

২ ॥ কেন আবার কী? রামায়ণ চুকেছে—আজ মহাভারত। কুরুক্ষেত্র! "দুই দলে শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধ্বনি/আগু হইলেন যতো রথী নৃপমণি।"

[৪, ৫ এলো]

৪ ॥ কে রে? কে হাঁকে? এই যে আমি—"শঙ্খধ্বনি করি বীর সমরে পশিল/কালান্তক যম যেন সাক্ষাৎ হইল!"

৫ ॥ ভেঁ পুঁপুঁ ভেঁ পুঁপুঁ টারা রারা রাট্টা "শত শত দামামা বাজে বাজে জগঝম্প/কোটি কোটি সানি বাজে কোটি কোটি ডম্ফ।"

[৬, ৭ এসেছে। ৭ মহিলা।]

৬ ॥ তরঙ্গের রোলে কম্প হয় বসুমতী/খমক ঠমক বাদ্য বাজে নানা জাতি।"

৭ ॥ এতো চেঁচাচ্ছিস কেন ষাঁড়ের মতো?

২ ॥ "কে তুমি দেবের কন্যা অপ্সরী কিন্নরী/কিম্বা নাগকন্যা হও কিম্বা বিদ্যাধরী/অনুপম রূপ ধর বলিতে না পারি/তোমাতে মজিল মন—"

৭ ॥ ফাজলামি রাখ্!

২ ॥ ফাজলামি? মহাভারতের কথা! অমৃত সমান!

৩ ॥ এই, স্যার আসছে।

[১ এলো]

১ ॥ বোস্, বোস্। সবাই আছে?

৪ ॥ শুধু তপন আসেনি স্যার। আর সবাই আছি।

১ ॥ কাল কি রামায়ণ শেষ হয়েছিলো?

৫ ॥ হ্যাঁ স্যার, সীতার কবর।

১ ॥ 'কবর' কী?

৫ ॥ মানে ঐ—পাতাল প্রবেশ।

১ ॥ তাহলে আজ—

২-৪-৬ ॥ মহাভারত স্যার মহাভারত।

১ ॥ খুব দেখি উৎসাহ! কেন, রামায়ণটা কি খারাপ ছিল?

২ ॥ খারাপ না, তবে লঙ্কাকাণ্ডের পর থেকে কেমন ঝুল্ ঝুল্ ভাব।

৪ ॥ তবে হ্যাঁ, করুণ রস যদি বলেন—

১ ॥ নাট্যশিক্ষায় সব রসই চাই। যাক্—মহাভারত। কোথা থেকে ধরবি?

২-৪-৬ ॥ কুরুক্ষেত্র স্যার!

৭ ॥ ভাগ্! প্রথম দিনেই কুরুক্ষেত্র?

২ ॥ তাতে কী? পরে গোড়ায় যাবো—

৪ ॥ একটা জমাটি আরম্ভ হলে—

৭ ॥ যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু জমে না?

১ ॥ এই চুপ চুপ! না, গোড়া থেকে ধর।

৩ ॥ "প্রথমতঃ বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল"—

৪ ॥ "অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হইল"—

৫ ॥ "ঐ অণ্ডে অনাদি, অনন্ত, অচিন্তনীয়, অনির্বচনীয়—"

৬ ॥ "সত্যস্বরূপ, নিরাকার, নির্বিকার, জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম"—

১ ॥ থাম্ থাম্! এখান থেকে শুরু করলে ভীম অর্জুন জন্মাবার আগে তোরা মরে যাবি।

৩ ॥ আপনি গোড়া থেকে বললেন—

২ ॥ স্যার, শান্তনু থেকে ধরি?

১ ॥ সে বরং ভালো।

২ ॥ ভীষ্ম তার বাপের বিয়ে দিয়ে—

১ ॥ ছিঃ! ও কী ভাষা?

২ ॥ ভীষ্ম তাঁহার পিতার বিবাহ দিয়া স্বয়ং চিরকুমার—

১ ॥ নাঃ, ও সুবিধে হবে না। আর কিছু বল্।

৩ ॥ "মহর্ষি বিশ্বামিত্র মেনকার রূপলাবণ্য দর্শনে কন্দর্পশরে"—

৪ ॥ "সত্যবতীর অনুরোধে ব্যাসদেব বিচিত্রবীর্যের বিধবা স্ত্রী অম্বিকার শয়নাগারে"—

৫ ॥ "কুমারী কুন্তী দুর্বাসাপ্রদত্ত মন্ত্রবলে সূর্যদেবকে আহ্বান করিলে"—

৬ ॥ "মহীপাল পাণ্ডু মৃগয়াকালে মিথুনরত এক মৃগের প্রতি বাণ নিক্ষেপ"—

২ ॥ "অপ্সরা ঘৃতাচীর গাত্রবসন বায়ুবেগে উড্ডীন হইলে মহর্ষি ভরদ্বাজ"—

১ ॥ তোদের কি এই সব ছাড়া আর কিছু মনে পড়ছে না?

৭ ॥ যত সব অসভ্যতা!

২ ॥ কেন স্যার, এসব তো মহাভারতেই আছে!

১ ॥ এই আছে, আর কিছু নেই?

৪ ॥ আপনি যে বললেন, নাট্যশিক্ষায় সব রসই—

৫ ॥ তাছাড়া প্রাপ্তবয়স্ক মার্কা দিলে দর্শক—

১ ॥ থাক্ থাক্, দর্শক নিয়ে এক্ষুণি ভাবতে হবে না তোদের। এখন অধ্যয়ন। ছাত্রাণাং—

সকলে ॥ অধ্যয়নং তপঃ!

১ ॥ নে, বল্॥

২ ॥ তাহলে যুদ্ধই হোক স্যার! ভীষ্মপর্ব দ্রোণপর্ব—

৪ ॥ কর্ণপর্ব শল্যপর্ব—

১ ॥ বুঝেছি। হয় ইয়ে, না হয় ভায়োলেন্স। হিন্দী ছবি দেখে দেখে এই হয়েছে তোদের।

২ ॥ হিন্দী কোথায় স্যার? মহাভারতের সংস্কৃতের বাইরে এক পা নড়িনি।

৩ ॥ সত্যি কথা বলতে কী স্যার, মহাভারত হিন্দী ছবির বাবা।

৭ ॥ স্যার, আপনিই বলে দিন। এদের উপর ছাড়বেন না।

২ ॥ এদের উপর কী আবার? খুব ভালোমান্ষি—

৪ ॥ তুই নিজে বল্ না কিছু?

১ ॥ দাঁড়া দাঁড়া দেখি। আদিপর্ব। সভাপর্ব। বনপর্ব—

২ ॥ বনে যাবেন না স্যার। গাছপালা বাঘ সিংহ রাক্কোস খোক্কোস—সে বড়ো ঝামেলা।

১ ॥ বিরাটপর্ব—

৩ ॥ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। তাই হোক গুরু।

৪ ॥ হ্যাঁ—কীচকবধ আছে।

২ ॥ দূর, ও নাটক লেখা হয়ে গেছে। মৌলিক না হলে হয়?

১ ॥ উদ্যোগপর্ব—

৩ ॥ আর এগোবেন না স্যার, এর পরেই ভায়োলেন্স!

১ ॥ কিন্তু উদ্যোগপর্বে ড্রামা কোথায়?

২ ॥ ড্রামা নিয়ে এক্ষুনি ভাববো স্যার? ছাত্রাণাং—

১ ॥ বড়ো তাড়াতাড়ি শিখিস্ তোরা। ঐতেই মরবি। ঠিক আছে। উদ্যোগপর্বই ধর। সময় বয়ে যাচ্ছে।

৩ ॥ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তম—

৪ ॥ দূর! একি মহাভারত পাঠ হচ্ছে নাকি?

৫ ॥ আমাদের হোলো নাটক!

৭ ॥ প্রগতিশীল নাটক।

১ ॥ হ্যাঁ, জনসাধারণের কথা বলতে হবে।

২ ॥ মহাভারতে জনসাধারণ কোথা? সব তো রাজা মহারাজা—

১ ॥ তবে আর তোরা কী শিখলি আমার শিক্ষালয়ে?

২ ॥ এই কথা স্যার? কীরে, লড়ে যাবি তো?

সকলে ॥ আলবৎ!

৩ ॥ তাহলে স্বস্তিবচন হবে না?

২ ॥ না। ওসব নারায়ণ ফারায়ণ প্রতিক্রিয়াশীল। প্রস্তাবনা!

কোরাস ॥ (গান) পুরাণ পুরোনো কথা তবু সে নতুন।

সে যুগেও খুন হোতো আজো হয় খুন॥

খুনোখুনি বেশি পাবে মহাভারতেই।

সেদিকে এ পুরাণের তুল্য কিছু নেই॥

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য সৌপ্তিক ইত্যাদি।

পর্বে পর্বে খুনোখুনি বহে রক্তনদী॥

পাইকারি হারে খুন যুদ্ধকালে পাই।

যুদ্ধের উদ্যোগপর্ব শিক্ষণীয় তাই॥

রাজামহারাজাগণ করিল উদ্যোগ।

জনসাধারণ তার ফল কৈল ভোগ॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।

তাহারই দু'ফোঁটা আজি করা যাক পান॥

২ ॥ প্রথম দৃশ্য। শৌণ্ডিকালয়।

১ ॥ অ্যাঁ? শুঁড়িখানা দিয়ে শুরু করবি?

২ ॥ ঠিক আছে স্যার। শৌণ্ডিকালয়ের প্রাঙ্গন।

১ ॥ তাতে কী এগোলো?

২ ॥ খোলামেলা করে দিলাম স্যার—যাকে বলে ওপেন এয়ার, ভালো হোলো না?

১ ॥ তোর মুণ্ডু হোলো। ঠিক আছে, যা করবি কর।

[২, ৩ আর ৬]

৩ ॥ তোমার ক'দিন হোলো দাদা সেনাদলে?

২ ॥ দিন? বছর বল্! সেই আঠেরো বছর বয়সে ঢুকেছি, বারো বছর হবো হবো করছে। উঠিনি। নামিনি। মরিনি। তোরা এলি কবে?

৩ ॥ এইতো, একমাস। এখনো শিক্ষাশিবিরে—

৬ ॥ আমরা কি আর সেধে এসেছি? ঘাড় ধরে এনেছে।

২ ॥ কোত্থেকে?

৩ ॥ গ্রাম থেকে দাদা। চাষ করে খাচ্ছিলাম।

২ ॥ তা তোরা যুদ্ধ কী করবি? চাষার ছেলে চাষা।

৬ ॥ তা তুমি কী? রাজার ছেলে?

২ ॥ চাষা নই। চাষার ছেলে—হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। কিন্তু লাঙলের মুঠ ধরাতে পারেনি বাবা।

৩ ॥ কেন?

২ ॥ ভাল্লাগলো না। পালিয়ে নগরে এলাম। দু'বছর এঘাট ওঘাট ঘুরে সেনাদল। সেই থেকে যুদ্ধ করছি।

৬ ॥ যুদ্ধ হোলো কোথায় যে করলে?

২ ॥ কিছুই খবর রাখিস না দেখছি। দু'বার। বুঝলি? দু'বার! একবার প্রভাসতীর্থে পাহারা হয়ে গেলাম, গন্ধর্ব চিত্রসেনের হাতে কী ঝাড় হোলো! শেষে পাণ্ডবরা বাঁচায়।

৩ ॥ আর একবার?

২ ॥ আর একবার মৎস্যদেশে। বিরাট রাজার গোরু চুরি করতে গেছলো দুর্যোধন রাজা—

৬ ॥ গোরু চুরি?

৩ ॥ রাজা-রাজড়া গোরু চুরি করে?

২ ॥ ঐ হোলো—ডাকাতি। সেখানেও ঝাড়। এবার অর্জুনের হাতে। এ যুদ্ধেও মনে হচ্ছে ঝাড়ই খাবো। শালা ভুল দলে ঢুকেছি।

৬ ॥ তা দাদা, তুমি এত যুদ্ধ করে এখনো পদাতি?

২ ॥ পদাতি মানে জানিস?

৩ ॥ জানবো না কেন? আমরাও তো পদাতি?

২ ॥ বাবা, এত বুঝে ফেলেছিস, তবু মুনিঋষিরা তোদের আশ্রমে পুরে বেদ পড়াচ্ছে না?

৬ ॥ কী বলতে চাও?

২ ॥ চাষার বেটা চাষা, গোমুখ্যু গবেট!

৩ ॥ রাগ করো কেন দাদা, খুলেই বলো না?

২ ॥ মাগনা বলবো? এক পাত্র খাওয়াবি না?

৬ ॥ ও দাদা, এদিকে তিন ভাঁড়।

[৪ দিয়ে গেলো]

৩ ॥ বলো এবার।

২ ॥ পদাতি মানে পাঁচিল—যতোক্ষণ খাড়া থাকে।

৬ ॥ তার মানে?

২ ॥ আর পদাতি মানে লাশ, যখন শুয়ে পড়ে।

৩ ॥ কী বলছো যা তা?

২ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। পাঁচিল করে খাড়া রাখবে তোদের, রথ-টথ সব পেছনে। তোদের সামনে থাকবে আর এক পাঁচিল।

৬ ॥ মানে শত্রুপক্ষ?

২ ॥ দূর মুখ্যু! শত্রু মিত্র কী আবার? সব পাঁচিল! এদিকে তোরা সারি সারি চাষা, ওদিকে ওরা সারি সারি চাষা। ভেঁপুপু ভেঁপুপু ভেরী বাজবে, দাদাম্ দাদাম্ দামামা—তোরা সব তলোয়ার তুলে গাছ-কাটা কোপ চালাবি, ওরাও চালাবে—ব্যস্, খানিক পরে বুঝতেই পারবি না, কার গাছ কে কোপায়?

৩ ॥ তার মানে?

২ ॥ সব তো চাষা—সব পদাতি। তুই হয়তো তোর স্যাঙাতের ঘাড়েই দিলি কোপ।

৩ ॥ যাঃ, ওকে আমি চিনি না?

২ ॥ কে কাকে চেনে তখন? ভেঁপুপু ভেঁপুপু দাদাম্ দাদাম্ মার মার কাট কাট—তখন শুধু পাঁচিল আর লাশ আর লাশ আর পাঁচিল আর পাঁচিল আর—

৬ ॥ থামো দাদা, থামো।

২ ॥ আরে আসল কথাই তো বলিনি! তোরা দুই পাঁচিল চোখ বন্ধ করে কোপাকুপি করছিস্, আর এদিকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্শা তোমর পট্টি মুষল মুদগর—

৩ ॥ কাদের?

২ ॥ রথীদের! মহারথী সব! রাজা মহারাজা! এই ঠাকুর্দা মারছে নাতিকে, এই ভাগ্নে মারছে মামাকে, এই ভগ্নিপোত মারছে শালাকে—সে এক দারুণ খেল।

৬ ॥ তাই বলো, ওদের মধ্যে তীর মারামারি—

২ ॥ তোর মুণ্ডু! সব আগে তোদের ওপর!

৩ ॥ কেন কেন?

২ ॥ তবে আর বলছি কী? দুই রথী লড়লেই হোতো। তাতে যে রাজারাজড়ার মান থাকে না? সেই জন্যেই পদাতি।

৬ ॥ সেই জন্যে?

২ ॥ তুই কি ভেবেছিস যুদ্ধ করবার জন্যে? লাশ লাশ—দু'শ পাঁচশ হাজার দু'হাজার পদাতি যদি লাশ না হোলো, তবে কিসের রাজা?

৩ ॥ বাপ্‌রে!

২ ॥ সেই পদাতি হলি তোরা। ক'দিন খাড়া, তারপর মড়া। সেই পদাতি আমিও। দু'টো লড়াই লড়েও খাড়া আছি, সে কেবল বুদ্ধির জোরে।

৬ ॥ কী বুদ্ধি খেলালে?

২ ॥ শিখবি? তবে আর এক পাত্তর বল।

৩ ॥ ও দাদা, এদিকে আর এক দফা। বলো!

২ ॥ গাছ না কেটে ঘাস কাটা—এই হ'লো বুদ্ধি।

৬ ॥ সে আবার কী?

২ ॥ হুঁ হুঁ। পয়লা লড়াই-এ যেই না পা পিছলে পড়েছি, অমনি বুদ্ধিটা খেলে গেলো মাথায়। আর উঠি? এক ভয়, মাড়িয়ে না দেয়। যে কাছাকাছি এসেছে, হয় ল্যাং, নয়তো পায়ে কোপ। কাদার মধ্যে কেউ তো আর হুড়মুড় করে আসতে পারছে না?

৩ ॥ তা কুরুক্ষেত্রের শুকনো মাঠে এ সময় কাদা কোথায় পাবো?

২ ॥ চাষা কি আর সাধে বলি? মাঠ ক'দণ্ড শুকনো থাকবে? তোদের রক্ত মাংস চর্বি নাড়ি ভুড়ি, আরো কী সব যকৃৎ পিলে—সে বৈদ্য ঠাকুর নাম জানেন—পিছলে আলুর দম।

৬ ॥ ভয় দেখাও কেন দাদা?

২ ॥ ভয়? তোরা ভয় পাবার সময় কোথায় পাবি? পয়লা কোপেই তো যাবি। ভয় কাকে বলে, সে জানি আমি। যদ্দিন ঘাস কেটে বাঁচবো, তদ্দিন সারাক্ষণ ভয়—এই গেলাম কি এই গেলাম!

১ ॥ এই তোর মহাভারত?

২ ॥ হ্যাঁ স্যার, উদ্যোগপর্ব। জনসাধারণ।

৩ ॥ এবার দেখুন স্যার। দ্বিতীয় দৃশ্য—তাঁত ঘর। তাঁতি আর পাইকার।

৫ ॥ যাই বলো দাদা তুমি, এ দরে চলে না আর।

৪ ॥ চলে না বললেই হোলো? চুক্তিতে আছে কড়ার!

৫ ॥ চুক্তিবরাবর মাল দিইনি পনেরো দিন?

৪ ॥ পনেরো তিরিশ—সেটা কথা নয় অর্বাচীন! চুক্তিতে যা ছিল দর—

৫ ॥ চুক্তি কি জীবনভোর?

৪ ॥ না তো কী?

৫ ॥ দেখাও তবে কোথা আছে সই মোর!

৪ ॥ সই কী রে? লেখাপড়া জানিস কি, দিবি সই?
ক-অক্ষর বর্জিত গোমূর্খ হাঁদা তুই!

৫ ॥ দেখো দাদা, হাঁদা বলো—মেনে নেবো দশবার, সংস্কৃত গালাগাল দেবে না খবদ্দার।

৪ ॥ এতদিন চলল তো মুখে বলা কথাতেই, আজ কেন—

৫ ॥ শোনো বলি, যাও যদি বাজারেই,

বাড়ছে যে দর রোজ চাল ডাল আনাজের,
চুক্তি ভাঙছো বলে বকি যদি তাহাদের—
শুনবে সে কথা তারা?

৪ ॥ এটা কোন যুক্তি?
বাজারের দরে কভু থাকে নাকি চুক্তি?

৫ ॥ তুমি আমি যেটা করি, সেটা কি বাজার নয়?
আমি বেচি তুমি কেনো—বাজার এরেই কয়।
দর যদি ও বাজারে চড়্‌চড়্ চড়ে যায়,
এ বাজারও চুপচাপ থাকবে না নিশ্চয়!

৪ ॥ ঠিক আছে, তেরোই নিস, কতো আর বকা যায়?

৫ ॥ বারো থেকে তেরো উঠে—আহা কী দয়া দেখায়!

৪ ॥ তবে কতো—কুড়ি দেবো?

৫ ॥ না দাদা, বাইশ চাই!

৪ ॥ কী বললি? একেবারে গেছে তোর মাথাটাই?

৫ ॥ ঘাসে মুখ দিয়ে দাদা চলি আমি ভেবো না,
তাঁবুর কাপড় বুনি দাম বুঝে নেবো না?
শিবিরেতে ক'হাজার তাঁবু হবে ভাবো তা।

৪ ॥ হাজার কি লাখ হোক, আমি যেটা পাবো তা,
কতো দেবো তার থেকে—

৫ ॥ বাইশ তো নির্ঘাৎ!
তবু তুমি হবে লাল, জানি এটা খাঁটি বাৎ।
না পোষায়, নাই দিলে—

৪ ॥ বোঝা গেলো এইবার,
তোর কাছে এসেছিলো সুহোত্র ঠিকেদার।
কতো দর দিয়েছে সে?

৫ ॥ সে কথায় কাজ নাই।

৪ ॥ ঠিক আছে, আঠেরো পাবি—শেষ কথা এইটাই।

৫ ॥ বিশ যদি দাও দাদা, সাতদিনে দেবো মাল,
তার পরে দেখা যাবে বাজারের বুঝে হাল।

৪ ॥ এমন বাজারে মন ছিল না তো আগে তোর?

৫ ॥ এমন কি ছিল আগে যুদ্ধুর তোড়জোড়?
তুমি কি এমন ছিলে, বলো দেখি সাঁচ্চা,

যে কালেতে দিন যেতো হাটে বেচে গামছা?

৪ ॥ ঠিক আছে, তোদেরই দিন, তাই দেবো নিয়ে যাস!

৫ ॥ আমাদের 'দিন' হলে তোমার যে পুরো 'মাস'?

৪ ॥ নারে ভাই, মেরে কেটে বড়ো জোর 'হপ্তা',
আমরা যাদের বেচি—তারা হলো কত্তা,
তাদের 'বছর কাল' পুরোপুরি বলা যায়।

৫ ॥ হ্যাঁ দাদা, বলতে পারো—কারা অতো সাপটায়?

৪ ॥ করিসনে পাঁচ কান, চুপি চুপি বলি শোন্—
রাজার যতেক আছে আত্মীয় পরিজন,
যুদ্ধের শলা যারা বেশি করে দিচ্ছে,
এই কারবারে তারা ততো লুটে নিচ্ছে।
তাঁবু শুধু? ঘোড়া হাতি গদা রথ চাল ডাল—
সব কারবারে তারা রাতারাতি হলো লাল!

৫ ॥ ক্ষত্রিয় হয়ে ওরা করে এই কারবার?

৪ ॥ বৈশ্যের বাবা ওরা! শুনবি কি কথা আর?
ব্রাহ্মণ আছে কতো জানিস এ ব্যবসায়?
রাজার পুরুত যতো সব এতে লাভ খায়!
ভিক্ষার চালকলা বাইরেই দেখা যায়,
মুনাফার পাল তুলে ভেতরে উজান বায়।

৫ ॥ আমাদের ঘরে পুজো করে যেই ব্রাহ্মণ,
মরছে তো তারা দেখি, নেই পুজো পাব্বন!

৪ ॥ রাজার বাড়িতে যদি থাকে কোনো যোগাযোগ,
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ সকলেরই মহাভোগ।
মরুকগে! দিবি মাল সাত দিনই মাত্র?
দাদা বলে ডেকেছিস এত দিবারাত্র।

৫ ॥ ঠিক আছে, বিশের দরে দশ দিনই নিয়ে যাও,
তোমার কথাও থাক, থাক মোর কথাটাও।

১ ॥ এ কি নাটক? না বাজারদর?

৩ ॥ যুদ্ধের বাজার স্যার। যুদ্ধে বাজারটাই তো আসল!

২ ॥ তৃতীয় দৃশ্য—শৌণ্ডিকালয়!

১ ॥ নাঃ, এ ছেলেটা শুঁড়িখানা ছেড়ে বেরোবে না দেখছি।

[২, ৫ মত্তাবস্থায়। ৬ শৌণ্ডিক। ৩, ৪ আছে একটু তফাতে।]

৫ ॥ ও শৌণ্ডিক দাদা, সুরা!

৩ ॥ (৪ কে) শুনছেন? শৌণ্ডিক, সুরা—পণ্ডিত!

২ ॥ (৫ কে) এই তুই আর পা-প্‌-পান করিস না!

৫ ॥ কেন খাবো না?

২ ॥ তুই ম-ম্‌-মত্ত হয়ে গেছিস!

৫ ॥ কে বললো? শুনবি—বৈবস্বত মনু থেকে বংশ-পরম্পরা বলে যাবো, শুনবি?

২ ॥ চু-চ্‌-চুপ! ও সব এখানে কেউ শু-শ্‌-শুনলে—

৫ ॥ বৈবস্বত মনুর পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরুরবা, তার পুত্র আয়ু, তারপর নহুষ, যযাতি, পুরু—

২ ॥ থা-থা-থাম্‌! ম-ম-মরবি—

৫ ॥ প্রাচীত্বান সংযাতি, অহংযাতি, সার্বভৌম—

৩ ॥ (৪ কে) কী বলছে শুনছেন?

৫ ॥ (উঠে) কী হোলো—ও শৌণ্ডিক দাদা! জয়ৎসেন, অবাচীন, অরিহ—বলি সুরা চাইলাম যে এক পাত্র। অরিহর পুত্র—মহাভৌম। তার পুত্র অযুতনায়ী—

২ ॥ তু-ত্‌-তুই একটা কে-ক্‌-কেলেংকারী না করে ছা-ছা-ছা—

৫ ॥ তিন গুনবো। তার মধ্যে যদি—

৩ ॥ আর দিও না হে, একদম মাতাল—

৫ ॥ কী? আমি মাতাল? মত্ত? তোকে আমি ব্রহ্মশাপ—দাঁড়া ব্রহ্ম—ব্রহ্মশাপে তোর সর্বনাশ—

২ ॥ খে-খে-খ্‌-খেয়েছে!

৫ ॥ তোর সর্ব—এ কী! আমার উপবীত কোথায়?

২ ॥ তো-ত্তোরটা কোথায় রেখেছিস তা আমি কী ক-রে জানবো? আমারটা টেঁ-টেঁ-টেঁকে আছে।

৫ ॥ দে তোরটাই দে।

২ ॥ মা-মা-ম্‌-মাইরি? আমারটা ধরে তুই ব-ব্‌-ব্রহ্মশাপ দিবি? আর আমি দরকার হলে হাপু গাইবো?

৫ ॥ তখন আমারটা নিস।

২ ॥ তো-তো-ত্তোরটা পেলে তো।

৬ ॥ ও ঠাকুর, তোমরা ব্রাহ্মণ?

৫ ॥ না তো কী? মহর্ষি ধৌম্‌—

২ ॥ (মুখ চেপে ধরে) ত-তা-তাতে তোমার কী? তু-তু-তুমি কী, তা কি জি-জি-জ্‌-জিজ্ঞাসা করেছি আমরা?

৬ ॥ চটো কেন ঠাকুর? শোনা যায় ব্রাহ্মণের মদ খাওয়া বারণ, তাই—

[৫ পৈতে খুঁজছে বিভিন্ন স্থানে]

২ ॥ শা-শ্-শাস্ত্র পড়া আছে কিছু?

৬ ॥ না ঠাকুর, বৈশ্যসন্তান, তাড়ি বেচি, শাস্ত্র কী করে—

২ ॥ শা-শ্-শাস্ত্রে আছে—সপ্তর্ষি ম-ম্-মঘা নক্ষত্র থেকে উত্তর ফাল্গুনীতে গেলে সা-সা-সায়াহ্নে ব্রাহ্মণ শোধন করে সুরা গ্র-গ্-গ্রহণ করতে পারেন—

৬ ॥ তবে আবার পৈতে টেঁকে খুঁজলে কেন?

৫ ॥ টেঁকে? দেখ তো, তোর টেঁকে দু'টোই আছে কিনা?

২ ॥ ট্যা-ট্যা-ট্যাঁক নয় এটা, কুক্ষি। শোধন মন্ত্রের অংগ হল কু-কু-কুক্ষিতে উপবীত রক্ষণ—

৫ ॥ দেখ না, আমারটাও তোর কুক্ষিতে—

২ ॥ ধ্যা-ধ্-ধ্যাৎ! চ-চ-চল্ এখান থেকে—

৬ ॥ তাড়ির দামটা—

২ ॥ ব্রা-ব্রা-ব্রাহ্মণ বলে চিনলে, আবার দা-দা-দাম চাইছো?

৬ ॥ ঠাকুর কাঁধে, পৈতে থাকলে নিতাম না, মাইরি বলছি। কিন্তু পিতৃদেব বলে গেছলেন—উপবীত কুক্ষিতে থাকলে যদি সুরার দাম না নাও, তবে ব্রহ্মশাপ লাগবে—

২ ॥ ব্য-ব্য-ব্যস; হয়ে গেলো। তু-তু-তুই শাপ দিতে চেয়ে-চেয়েছিলি তো, দাম না দিলেই শা-শা-শাপ লেগে গেলো, তোকে আর প-পপ্-পৈতে খুঁজতে হবে না, চল্!

৫ ॥ শাপ তো হোলো, কিন্তু উপবীত না পেলে ওদিকে যে মহর্ষি ধৌম্—

২ ॥ চো-চ্-চোপ!

[ওরা চলে গেলো]

৬ ॥ যাঃ। শটকালো। দুই দুই চার ভাঁড় তাড়ি—

৪ ॥ দু'ভাঁড়েই এই হাল?

৬ ॥ অভ্যেস নেই তো।

৩ ॥ তুমি ব্রাহ্মণের কাছ থেকে দাম আদায় করবে? তবে আর এরা রাজারানি চরিয়ে খাচ্ছে কী করে? চার ভাঁড়ের ওপর দিয়ে গেছে, এই তোমার ভাগ্যি।

৬ ॥ কিন্তু ধোম্ ধোম্ কী বলছিল ঢ্যাঙাটা?

৩ ॥ ধোম্ নয়, ধৌম্য—

৬ ॥ ধৌম্য? সে কে?

৩ ॥ মহর্ষি ধৌম্য। পাণ্ডবদের পুরোহিত। জানা গেলো তিনি এসেছেন হস্তিনাপুরে।

৪ ॥ ধৌম্য ঠাকুরের শিষ্য পৈতে লুকিয়ে তাড়ি খেতে এসেছে?

৬ ॥ অমন আসে। গুরু রাজঅতিথি, চেলারা দক্ষিণায় অল্পসল্প যা পায় তাই নিয়ে বেরোয়, হাজার হোক হস্তিনাপুর, জঙ্গল থেকে ক'বারই বা আসা যায়?

৩ ॥ ধৌম্য ঠাকুরকে পাঠিয়েছে পাণ্ডবরা? যুদ্ধটা তবে না বাধতেও পারে।

৪ ॥ বাধবেই। দুর্যোধন ছাড়বে না।

৩ ॥ কী করে বলছেন?

৪ ॥ কোনোদিন ছেড়েছে কিছু? সে বছর অজন্মা হোলো, একটা প্রজার এক কপর্দক কর ছেড়েছে?

৬ ॥ যুধিষ্ঠির ছাড়তে পারে। সে তো অজন্মায় কর ছেড়েছে অনেক, ইন্দ্রপ্রস্থে যখন রাজা ছিল।

৪ ॥ আরে কর পেলে কিছু ছাড়া যায়। আগে তো পাওয়া চাই।

৩ ॥ আচ্ছা, পাণ্ডবদের জোরটা কোথায়? বনে বাদাড়ে ঘুরেই তো জীবন গেলো?

৪ ॥ পাঞ্চাল।

৬। ও, শ্বশুরের জোর?

৪ ॥ উঁহু, শ্বশুর পাচ্ছে জামাইয়ের জোর। যুদ্ধটা আসলে কুরু-পাঞ্চালের। পাঞ্চালরাজ জামাইদের কাজে লাগাচ্ছে।

৩ ॥ আপনি এত জানলেন কী করে?

৪ ॥ বাণিজ্য করে খাই, দেশ বিদেশ ঘুরতে হয়। এই তো ঘুরে এলাম পাঞ্চাল।

৩ ॥ আপনি বণিক? তাহলে নগরে এত ভালো ভালো জায়গা থাকতে, এখানে বসে শূদ্রদের সঙ্গে তাড়ি খাচ্ছেন কেন?

৪ ॥ শূদ্র? কতো অনার্য যবনের সঙ্গে খেলাম, তার ঠিক নেই। নেশাখোরের আবার জাত কী? তবে হ্যাঁ, হাতে পয়সা থাকলে ভালো জায়গায় ভালো সুরাই খেতাম। এবারকার লাভ প্রায় সবটাই বরবাদ।

৩ ॥ কী করে? ডাকাতি?

৪ ॥ হ্যাঁ বলতে পারেন। তবে ডাকাত স্বয়ং মহারাজ দুর্যোধন।

৩ ॥ সে কী!

৪ ॥ চাঁদা—যুদ্ধ তহবিলে। বড়ো শ্রেষ্ঠীদের কাছে ধার, আমাদের মতো পুঁটিদের কাছে চাঁদা। যুদ্ধ কি আর মুফতে হয়? তা বড়োরা উশুল করে নেন, মরি আমরাই।

৬ ॥ আপনার কিসের কারবার?

৪ ॥ যখন যা সুবিধে হয়। এবার লোহায় খাটিয়েছিলাম। তীরের ফলা, ভল্ল, শূল—তা লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে গেলো। এবার তোমার দিন।

৬ ॥ কেন?

৪ ॥ কেন, বিক্রি বাড়েনি তোমার?

৬ ॥ হ্যাঁ, তা ইদানিং দেখছি, আপনাদের আশীর্বাদে—

৪ ॥ আরো দেখবে। আশীর্বাদ লাগবে না, যুদ্ধ যতো কাছিয়ে আসবে, লোক ততো এসে জুটবে। বেধে গেলে তো আরো।

৩ ॥ ঠিক কথা। কাল বেঁচে থাকবো কিনা ঠিক নেই—এ কথা ভাবলে সুরা পানের ঝোঁক বাড়ে।

৪ ॥ শুধু সুরা? গণিকালয়ে গিয়ে দেখুন, সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে—

১ ॥ অ্যাই, অ্যাই!

৪ ॥ কী?

১ ॥ গণিকালয়ে যাওয়া চলবে না।

৪ ॥ আমি গেলাম কোথায় স্যার?

১ ॥ যেই যাক্, ও সব কথায় তোদের কী কাজ?

৫ ॥ তাহলে চতুর্থ দৃশ্য। রাজপথ।

১ ॥ তবু ভালো, শুঁড়িখানা নয়।

[২, ৪]

৪ ॥ যাঃ, যতো বানানো গপ্পো।

২ ॥ আরে বলছি আমি!

৪ ॥ কলসি থেকে মানুষ জন্মায়?

২ ॥ বলছি জন্মেছে। এই জন্যে তো নাম দ্রোণ।

৪ ॥ দ্রোণ নামের সঙ্গে কলসির কী সম্পর্ক?

২ ॥ আছে, কী একটা সম্পর্ক আছে। কলসি থেকে যারাই জন্মায় তাদেরই দ্রোণ নাম হয়।

৪ ॥ তুই এমনভাবে বলছিস, যেন কলসি থেকে আকছার জন্মাচ্ছে মানুষ!

২ ॥ দ্রোণ ঠাকুর যে জন্মেছে এটা খাঁটি কথা। আর জানিস, দ্রোণ ঠাকুরের মা ছিল অপ্সরা—কী নাম যেন, ঘেঁচি না ঘিতাচী।

৪ ॥ এই ধরা পড়ে গেলি। এই বললি কলসি, আবার বলছিস অপ্সরা!

২ ॥ আসলে অপ্সরা। বোধ হয় ইন্দ্র ঠাকুরের শাপে কলসি হয়েছিলো। ইন্দ্র ঠাকুর জানিস তো—ক্ষেপে গেলে কাউকে কুমির কাউকে ছাগল বানিয়ে দেয়।

৪ ॥ তা বলে কলসি?

২ ॥ দেবতাদের ব্যাপার। হয়তো অপ্সরাটা একটু নাদুস নুদুস ছিল, তাই কলসির কথাটাই আগে মনে এসেছে।

৪ ॥ তা হতে পারে। আমার মা ঢেঁকিশালে আমায় গাল দিলে বলতো—ঢেঁকি,

বাগানে থাকলে বলতো—ঢ্যাড়স, আর রান্নাঘরে থাকলে বলতো—উনুনমুখো।

২ ॥ আরো শোন্—কৃপ ঠাকুর—নাম শুনেছিস?

৪ ॥ দ্রোণ ঠাকুরের শ্বশুর তো?

২ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ শ্ব—না শ্বশুর না, ভগ্নিপতি।

৪ ॥ দ্রোণ ঠাকুরের বোনও কি কলসিতে জন্মেছে?

২ ॥ তা জানি না। তবে কৃপ ঠাকুর আর তার বোন, দু'জনেই—এই আসরে রে! শিগ্গির!

৪ ॥ (খোঁড়া সেজে) খোঁড়া নাচারকে একটা কপর্দক দিয়ে যাও বাবা!

২ ॥ (অন্ধ সেজে) অন্ধকে দয়া করো বাবা! ভগবান ভালো করবেন বাবা!

[৩, ৫ ঢুকলো। ৬-কে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তারা।]

৩ ॥ শহরে কানা খোঁড়া কী রকম বেড়ে গেছে দেখছিস?

৫ ॥ ঠিক আছে, এখন ছেড়ে দে। পরের দফায় দেখবো।

[চলে গেলো]

৪ ॥ শুনলি?

২ ॥ হুম্। এভাবে বেশি দিন পার পাবো না মনে হচ্ছে।

৪ ॥ তার চেয়ে মানে মানে ভর্তি হয়ে গেলে হয় না? মাইনে নাকি খারাপ না।

২ ॥ মাইনে? হুঃ! যা বলবে তার অর্ধেক দেবে, বাকি চেপে রাখবে। যদি এরা জেতে আর যদি আমরা বাঁচি, তবে পাবো, নইলে লবডঙ্কা।

৪ ॥ যা বলেছিস। এ যুদ্ধে লুটের সুবিধেও নেই। এ নাকি ধর্মযুদ্ধ।

২ ॥ সব যুদ্ধই ধর্মযুদ্ধ। বামুন ক্ষত্রিয় যা করে ধম্মের নামে করে। এদের ধম্মই আলাদা।

৪ ॥ তা ঘরে বসে ধম্ম কর্না বাবা? তোদের ধম্মে আমাদের মাথা কাটা কেন?

২ ॥ ঘরে ধম্ম করে যা পাবে, তা পাবে মলে। আমাদের মাথাকাটা ধম্মে যে নগদ বিদায়। রাজ্যি বলে কথা।

৪ ॥ মাইরি! এ কী বল দিকি—জ্ঞাতি গুস্টির ভেতর—

২ ॥ রাজ্যির কাজে জ্ঞাতি আর গুস্টি। ও সব তোর আমার মতো গরিব গুর্বোর ব্যাপার, রাজরাজড়ার ওসব কিছু নেই। চ, এখানে আর নয়। ভেবেচিন্তে একটা রাস্তা বের করতে হবে, কানা-খোঁড়ায় চলবে না আর।

৪ ॥ শোন্ একটা কথা বলি।

২ ॥ কী?

৪ ॥ যুদ্ধে যদি যেতেই হয়, তবে চল যুধিষ্ঠির রাজার দলে যাই।

২ ॥ তাতে লাভটা কী? যেদিকেই যাস—মরবি।

৪ ॥ তবু যদ্দিন না মরি, ভালো থাকবো। যুধিষ্ঠির মানুষটা বোকাসোকা, পয়সা নিয়ে এদের মতো হারামি করবে না।

২ ॥ বলছিস? তা হতেও পারে। বনে বাদাড়ে ঘুরছে বহুদিন, খাওয়া-দাওয়ার কষ্টটা বুঝলেও বুঝতে পারে। আর বোকাসোকা ঠিকই, নইলে পাশা খেলায় হেরে কেউ রাজ্যি ছেড়ে বনে যায়? তখনই তো যুদ্ধ করতে পারতো।

৪ ॥ তাছাড়া, মনে হচ্ছে ওরাই জিতবে।

২ ॥ তা আর হচ্ছে না। এরা একশ' ভাই। ওরা মোটে পাঁচ।

৪ ॥ ওদের দল নাকি ভারি।

২ ॥ হতেই পারে না। দল এদের ভারি।

৪ ॥ রটেছে সেই রকমই। কিন্তু ওরা নাকি ভেতরে ভেতরে ওদের লোক রেখেছে। দ্বারকার কেষ্ট ঠাকুর নাকি দুর্যোধন রাজাকে অনেক সেপাই দিয়েছে—নাড়ুসেনা না কী যেন বলে, তারা সব থাকবে এ দলে, আর যুদ্ধুর সময় মারবে এদেরই।

২ ॥ চুপ কর্। রাস্তা ঘাটে এ সব কথা বলা ঠিক নয়। সেদিন ঢ্যাড়া পিটিয়ে বলে গেলো, শুনলি না—যে গুজব রটাবে তার গর্দান যাবে?

৪ ॥ গুজব কোথায়?

২ ॥ আরে তুই আমি জানি গুজব নয়, ওরা যদি তা না বোঝে? চল্।

৭ ॥ (হঠাৎ কপাল চাপড়ে) হায় হায় হায় হায় হায়—

৫ ॥ (তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে) পঞ্চম দৃশ্য স্যার।—ব্রাহ্মণের কুটির।

৭ ॥ কী হবে উপায়, কী হবে উপায়—হায় হায় হায়—

৩ ॥ ব্রাহ্মণী—শোনো শোনো ব্রাহ্মণী!

৭ ॥ এই বামুনের মেয়ে হয়েই আমার সব্বোনাশটা হোলো। এক বামন পণ্ডিত গলায় বেঁধে বাপ-মা ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিলে গা—হায় হায় হায়—

৩ ॥ শোনো শোনো—

৭ ॥ এর থেকে শূদ্দুরের বৌ হলে দু'টো খেতে পেতাম গো! হায় হায় আর জন্মে যেন শূদ্দুর হয়ে জন্মাই!

৩ ॥ কী বলছো যা তা?

৭ ॥ কী বলবো আর? এই বাজারে চাকরিটা খুইয়ে এলে,.আমি কি গোলাপজলে পা ধুইয়ে দেবো?

৩ ॥ চাকরিটা—মানে—

৭ ॥ পুজো নেই আচ্চা নেই যাগ নেই যোগ্গি নেই—সবাই যুদ্ধু যুদ্ধু করে নাচছে, এখন তোমার মতো চাল-কলার বামুন নিজেই বা খাবে কী, গুষ্ঠিকেই বা খাওয়াবে কী?

৩ ॥ কী করবো বলো?

৭ ॥ কী করেছিলে বলো দিকিনি?

৩ ॥ মানে দোষটা একরকম আমারই—

৭ ॥ সে আর আমায় বলে দিতে হবে না। কী দোষটা করলে তাই শুনি। হিসেবে ভুল করেছিলে?

৩ ॥ হিসেবে ভুল? অমন বিদ্যা গুরু শেখাননি আমাকে। মহর্ষি দামোষ্ণীষের শিষ্য আমি—

৭ ॥ রাখো মহর্ষি। কী করেছিলে তাই বলো।

৩ ॥ অতোদিন যত্ন করে বেদমন্ত্র শেখালেন মহর্ষি, সব ভুলতে বসেছিলাম, তাই—

৭ ॥ আবার মহর্ষি। কী করেছিলে বলবে তো?

৩ ॥ তাই তো বলছি। তাই কাল একটি ভূর্জপত্রে মন্ত্রগুলি লিখছিলাম—

৭ ॥ কাজে ফাঁকি দিয়ে?

৩ ॥ না না, কাজ ছিল না তখন। সেদিনের রসদ চালানের পুরো হিসাব শ্রেষ্ঠীকে বুঝিয়ে দিয়ে—

৭ ॥ তবে আবার দোষটা কী হোলো?

৩ ॥ ঐ যে—ভূর্জপত্রটি শ্রেষ্ঠীর। মন্ত্র লিখে খরচ করে ফেলেছি তার সম্পত্তি।

৭ ॥ একটা ভূর্জপত্রের জন্যে চাকরিটা খেলো? না হয় মাইনে থেকে কেটে নিতো।

৩ ॥ এই তো অবস্থা। শত শত ব্রাহ্মণ উপবাস করছে, অন্ন ছড়ালে তো বায়সের অভাব হবে না, তার ওপর শুনছি ওনার পত্নীর গুরুদেবের এক শ্যালক—

৭ ॥ বোঝা গেলো। তা এখন কী করবে? পিণ্ডি জুটবে কোত্থেকে?

৩ ॥ তাই চিন্তা করছি। অঙ্কশাস্ত্র না শিখে জ্যোতিষটা যদি শিখতাম—লোকে আজকাল গণনা করাচ্ছে খুব।

৭ ॥ তো তাই করো না?

৩ ॥ দূর, জ্যোতিষ শিখলামই না।

৭ ॥ তাতে কী? সবাই শুনতে চাইছে—বেঁচে ফিরবে। তাই বলে দেবে সমস্কৃত করে।

৩ ॥ মিথ্যাচরণ! না ব্রাহ্মণী। মহর্ষি দামোষ্ণীষের শিষ্য আমি—

৭ ॥ ঐ দামোশিসই তোমার মাথাটা খেয়েছে।

৩ ॥ গুরুর নামে কিছু বোলো না ব্রাহ্মণী। পরম বেদজ্ঞ—

৭ ॥ বেদ। বেদমন্তর নিয়ে ধুয়ে খাবো!

৩ ॥ বেদের নিন্দা?

৭ ॥ না, নিন্দা আমার পোড়া কপালের। বেদ আমার মাথায় থাক্।

৩ ॥ ভেবো না ব্রাহ্মণী, কিছু একটা লেগে যাবে।

৭ ॥ নাঃ, ভেবে কাজ হবে না, তোমাকে দিয়েও কিছু হবে না। আমিই বেরোই।

৩ ॥ কোথায়?

৭ ॥ ধুমিনী দিদি বলছিল, শিবিরের পাকশালার জন্যে নাকি রাঁধুনি নেবে।

৩ ॥ শিবিরের পাকশালা? সে তো যুদ্ধ বাধলে তবে?

৭ ॥ এখন থেকে নাম না লেখালে তখন কি ডেকে কাজ দেবে?

৩ ॥ ধরো যুদ্ধ যদি না হয় শেষ অবধি? শুনেছি মহর্ষি ধৌম্য এসেছেন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে—

৭ ॥ রাখো তো। তোমার আমার কপালে আগুন, সে না লেগেই পারে না। আর তোমার ঐ মহর্ষিদের এলেম আমার অনেক দেখা গেছে।

৩ ॥ কিন্তু শিবিরে গিয়ে রাঁধা—

৭ ॥ নইলে ঘরে রাঁধবো কী?

৩ ॥ আর সন্তানাদি?

৭ ॥ তুমি দেখবে। তবে আর যা শেখাও, বেদমন্ত্র শিখিও না ওদের—আমার মাথার দিব্যি রইলো।

২ ॥ ষষ্ঠ দৃশ্য। নগরোপকণ্ঠে নির্জন অশ্বত্থ-বৃক্ষ।

১ ॥ যাক্, সুমতি হয়েছে ছেলেটার।

২ ॥ বৃক্ষছায়ায় উপবিষ্ট সুরাপানরত তিন ব্যক্তি।

১ ॥ ভগবান!

২ ॥ শৌণ্ডিকালয়ে আপত্তি করলেন আপনি—

১ ॥ তাই বটতলায় শুঁড়িখানা বসালে?

২ ॥ অশ্বত্থ স্যার। আর এক কলসি মোটে এনেছে।

১ ॥ এক কলসি 'মোটে'?

২ ॥ তাড়ি স্যার। তার ওপর ভেজাল, যুদ্ধের বাজার তো?

১ ॥ কতো বড়ো কলসি?

২ ॥ মাঝারি স্যার—ছোটর দিকেই।

১ ॥ যাক্ গে—নে শুরু কর।

[৩, ৪, ৬]

৩ ॥ দিনে দশ কপর্দক বেশি পাবে ওখানে।

৪ ॥ বুঝলি, রামে মারলেও মরবো, রাবণে মারলেও মরবো। দশ কপর্দক মানে পাঁচ ভাঁড় তাড়ি, ছাড়ি কেন?

৬ ॥ কদ্দিন খাবি?

৪ ॥ যদ্দিন বাঁচি।

৩ ॥ মরে গেলে পরিবারকে দশ দিনের মাইনে।

৬ ॥ ওসব ঢের শোনা যায়, ওতে ভুলি না।

৩ ॥ না না, এ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বাক্য।

৪ ॥ যুধিষ্ঠির নিজে টিঁকবে, যুদ্ধে জিতবে, তবে তো বাক্য?

৬ ॥ তাই তো বলি—ও দশ কপর্দক কাজের কথা নায়। যে জিতবে তার দিকে থাকা ভালো।

৩ ॥ পাণ্ডবরা জিতবেই। মহাবীর ভীমসেন--

৪ ॥ এদিকে দুর্যোধন কম যায় না।

৩ ॥ ভুবনবিজয়ী গাণ্ডীবী—

৬ ॥ গাণ্ডেবী আবার কে?

৩ ॥ অর্জুন।

৬ ॥ তাই বলো।

৪ ॥ এদিকে কর্ণ সোজা মাল নয়। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ তো উপরি।

৩ ॥ ওরা কী লড়বে? বাহাত্তুরে বুড়ো—

৬ ॥ বুড়ো হাড়ে ভেল্কি খেলে দাদা। ভীম অর্জুন শিখলো কার কাছে?

৩ ॥ তাছাড়া দ্রোণ কৃপ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ আবার লড়বে কী?

৪ ॥ দাদা, শাস্ত্র ইতিহাস বেশি জানা নেই দেখছি তোমার। বামুন সব ক্ষত্রিয়র বাবা, খবর রাখো?

৩ ॥ ঠিক আছে, ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ মানলাম—

৪ ॥ আরে ধ্যাৎ, বর্ণ ফর্ণ নয়—বাবা, স্রেফ বাবা, যাকে সমস্কৃতে বলে পিত্তিপুরুষ।

৩ ॥ তার মানে?

৪ ॥ রামঠাকুরের নাম শুনেছো? ত্রেতা যুগের রঘুপতি রাজা রাম নয়, বামুন পরশুরাম? ক্ষত্রিয়দের কচুকাটা করে নিকেশ করেছিল, জানো?

৩ ॥ কে না জানে?

৪ ॥ তবে ফের এত ক্ষাত্রিয় এলো কোত্থেকে, শুনি?

৩ ॥ হ্যাঁ, সে—

৪ ॥ ঐ! ক্ষত্রিয়র বিধবারা সব বামুনের ঘরে ঢুকেছিল। তবে বাবা না তো কী?

৬ ॥ সব জেনে শুনে ন্যাকা সাজো কেন দাদা?

৩ ॥ তাই বলে যুদ্ধবিদ্যা—

৪ ॥ যাক্‌গে, অতো কথায় দরকার নেই? একটু ওঠো না?

৩ ॥ এখুনি উঠবো?

৪ ॥ না না, বলছি দশ থেকে একটু উঠতে পারো না? ধরো পনেরো?

৩ ॥ উহুঁ দশ। যুধিষ্ঠির রাজার এক কথা।

৪ ॥ রাজা হোক আগে।

৬ ॥ হতে পারে। কেষ্ট ঠাকুর ওদিকে।

৪ ॥ লড়বে না। অহিংস।

৬ ॥ ঠিক জানিস?

৪ ॥ পাকা খবর। অর্জুনের রথ হাঁকাবে। এই দাদাকেই জিগ্যেস কর না। কী দাদা?

৩ ॥ আমি ভাই দশের দর জানি, অতশত জানি নে।

৪ ॥ ঘোড়েল বটে দাদা তুমি। কেষ্ট ঠাকুরও শুনেছি ঘোড়েল কম না। যথা ঘোড়েল তথা জয়, চল ভিড়েই যাই।

৬ ॥ নগদ তো?

৩ ॥ রোজ সন্ধে বেলা—হাতে হাতে, পুরো। এদের মতো অঙ্গীকারপত্র নয়।

৪ ॥ ওদিকে তাড়ির ব্যবস্থা কী রকম?

৩ ॥ এইটা জানি! দারুণ। দরও এদিকের থেকে কম।

৬ ॥ সত্যি বলছো?

৩ ॥ নিয়ে এসো তামা তুলসী—

৪ ॥ তামা তুলসীতে বিশ্বাস নেই, এই তাড়ি ছুঁয়ে বলো।

৩ ॥ এই তাড়ি ছুঁয়ে বললাম—অমনটা এদিকে কোথাও পাবে না এ দরে।

৪ ॥ মিথ্যে বললে কিন্তু মরে বৈকুণ্ঠে যাবে; শুঁটকে মরবে।

৬ ॥ কেন, বৈকুণ্ঠে তাড়ি নেই?

৪ ॥ নাঃ। বিলকুল শুখো।

৬ ॥ চোরাগোপ্তা চোলাই নিয্যস চলে, দরটা বেশি পড়ে এই যা।

৪ ॥ দূর গোরু! বৈকুণ্ঠে আবার দর কী? পেলে সবই মাগনা, না পেলি তো নেই।

৬ ॥ এ মা, সে আবার কী রকম দেশ রে?

৪ ॥ ঐ রকমই। ও জন্যেই তো না মলে যাওয়া যায় না।

৩ ॥ তা হলে পাকা কথা? যাচ্ছো তো?

৪ ॥ হ্যাঁ পাকা কথা।

৬ ॥ তাড়ি ছুঁয়ে বলছি, না যাই তো বৈকুণ্ঠে যাই।

৫ ॥ সপ্তম দৃশ্য। চতুষ্পদ বণিকের কার্যালয়।

১ ॥ চতুষ্পদ বণিক?

৫ ॥ মানে, যে বণিক চতুষ্পদের কারবার করে—হাতি ঘোড়া ইত্যাদি।

১ ॥ তাই বল্।

২ ॥ হয় না, হয় না, হয় না—হতে পারে না।

৪ ॥ কী হোলো রে?

২ ॥ অক্ষৌহিনী। পুরো এক অক্ষৌহিনী। কী করে হয়?

৪ ॥ কী বকছিস পাগলের মতো?

২ ॥ বলি কর্তা ঠিকে নিয়েছে পুরো এক অক্ষৌহিনীর তো, নাকি?

৪ ॥ হ্যাঁ, তাই তো জানি।

২ ॥ এক রথ, এক হাতি, তিন ঘোড়া, পাঁচ পদাতিক—এই হোলো এক পত্তি।

৪ ॥ তিন পত্তিতে এক সেনামুখ।

২ ॥ বলে যাও।

৪ ॥ তিন সেনামুখে—গুল্ম, তিন গুল্মে—গণ, তিন গণে বাহিনী।

২ ॥ তিন বাহিনী—পৃতনা, তিন পৃতনায় চমূ।

৪ ॥ তিন চমুতে অনীকিনী, তিন অনীকিনী—

২ ॥ উঁহু উঁহু—

৪ ॥ দশ দশ। এইটা খালি ভুল হয়ে যায়—দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিনী।

২ ॥ *হোলো তো?*

৪ ॥ *হ্যাঁ, তা গোলমালটা কোথায়?*

২ ॥ সবেতেই। হাতি, ঘোড়া রথ। রথ মানে—রথের ঘোড়া।

৪ ॥ কী গোলমাল?

২ ॥ বলি এক অক্ষৌহিনীতে কটা হাতি?

৪ ॥ কেন? তিন তিরিক্ষে নয় তিরিক্ষে সাতাশ তিরিক্ষে—তালের পাতা দে তো একটা।

২ ॥ তালপাতা লাগবে না, আমার হিসেব করা আছে।

৪ ॥ কটা?

২ ॥ একুশ হাজার আটশ সত্তর।

৪ ॥ হাতি?

২ ॥ রথও ততোগুলো, মানে জোড়া ঘোড়া ধরলেও ওর দ্বিগুণ। তার সঙ্গে যোগ কর পঁয়ষট্টি হাজার দু'শ দশটা সওয়ারি ঘোড়া।

৪ ॥ বলিস কী? এক অক্ষৌহিনীতেই? কর্তা ঠিকে নেবার আগে হিসেব করেছিলো?

২ ॥ আচ্ছা দাদা, এ রকম ক'টা অক্ষৌহিনী হবে মোট?

৪ ॥ শুনছি, কেন্দ্রেই খান দুত্তিন হবে। বাকিটা সব রাজারা আনবে যে যার রাজ্যি থেকে। তাতে দশ পনেরো যা দাঁড়ায়।

২ ॥ পনেরো?

৪ ॥ দুর্যোধন রাজার ইচ্ছে তাই।

২ ॥ এর ওপর পাণ্ডবরা আছে। অতো হাতি ঘোড়া আছে পৃথিবীতে? থাকলেও চড়নেওয়ালা চালানেওয়ালা পাবে অতো? অক্ষৌহিনীর এ হিসেব কোন পাঁঠা করেছিলো দাদা?

৪ ॥ আসলে বুঝলি, এর আগে লড়াই হোতো, তাতে দুদল মিলিয়ে বাহিনী, কি বড় জোর চমূ।

২ ॥ তা এখন অক্ষৌহিনীর তুবড়ি ছোটাচ্ছে কেন?

৪ ॥ মহাযুদ্ধ। এমনটা কখনো হয়নি। কখনো হবে না।

২ ॥ তা কী করা যায়?

৪ ॥ তুই আমি কী করবো আর? কর্তাকে হিসেবটা দাখিল করে দে।

২ ॥ তুমি চলো দাদা সঙ্গে। ওর মারুয়া ভাষা আমি বুঝি না সব সময়।

৫ ॥ (১-কে) স্যার, এ রোলটা আপনাকে সামলাতে হবে। তপন আসেনি।

১ ॥ কী—ঐ চতুষ্পদ?

৫ ॥ (জিভ কেটে) বণিক স্যার, শ্রেষ্ঠী। মহাজন।

১ ॥ মহাচতুষ্পদ। ঠিক আছে, পাঠিয়ে দে ওদের।

৫ ॥ ইনি কিন্তু স্যার হস্তিনাপুরের লোকাল বৈশ্য নন; ফলে ভাষাটা—

১ ॥ সে তো শুনলাম। দেখি কী পারি।

[২, ৪ এল ১-এর কাছে।]

কী ভবিল? প্রত্যুকাল বেলা এতো হস্তিদন্তি কিম্ কারণ?

২ ॥ একুশ হাজার আটশ সত্তর।

১ ॥ কিসের দর? কে দানিয়াছে? ঊর্ধ্বমুখী না অধঃপাতি?

২ ॥ আজ্ঞে?

১ ॥ দর উত্তিষ্ঠিছে, না নিমু-নামু-নামুতেছে?

২ ॥ দর না কর্তা—হাতি।

৪ ॥ এক অক্ষৌহিনীতে।

২ ॥ পঁয়ষট্টি হাজার দু'শ দশ।

৪ ॥ ঘোড়া।

২ ॥ রথের ঘোড়া বাদে।

৪ ॥ রথের ঘোড়া, জুড়ি ধরলেও—কতো রে?

২ ॥ তেতাল্লিশ হাজার সাতশ চল্লিশ।

৪ ॥ দু'টো মিলিয়ে হচ্ছে—

১ ॥ এক লাক্ষ নব সাহস্র ত্রিশাত পাঞ্চাশত—আমি পরিজ্ঞাত আছি। সম্ভবত ইহার

দ্বিগুণ ভবিবে, কারণ পাণ্ডবদিগের এক অক্ষৌহিনীর ঠিকা প্রাপ্তাইবার বাক্যালাপ চলন্তেছে।

৪ ॥ সে কী কর্তা? পাণ্ডবরা তো শত্রু?

১ ॥ ব্যবসায়ীর শত্রু অন্য ব্যবসায়ী, ক্রেতা কদাপি নস্তে।

২ ॥ আরো এক অক্ষৌহিনী? তার মানে আরো এক লক্ষ ন' হাজার—

১ ॥ ত্রিশাত পাঞ্চাশত। অতঃপর কী চক্রমাল?

২ ॥ চক্রমাল?

৪ ॥ (জনান্তিকে) গোলমাল—বুঝলি না?

২ ॥ গোলমাল, মানে চক্রমাল, ইয়ে, বলছিলাম—পাবেন কোথায়?

১ ॥ হিসাবে যেইক্ষণ অস্তি, সেইক্ষণ পাইতেই হবিস্যতি।

২ ॥ হিসেব ভুল।

[১ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো, কঠিন মুখ।]

১ ॥ আমি কি সঠিক শ্রবনালাম? করণিক মহাশয় কি 'হিসাব ভুল' বক্তিলেন?

২ ॥ (ঘাবড়ে) না, আমি—

১ ॥ হিসাব শাস্ত্রীয় অস্তি কি না অস্তি?

২ ॥ আজ্ঞে?

১ ॥ এ অক্ষাউহিনীর হিসাব শাস্ত্রতে লিখিতং কি না লিখিতং?

৪ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, শাস্ত্র, শাস্ত্রে আছে—

২ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ লিখিতং, শাস্ত্রে লিখিতং—

১ ॥ অতঃ? আমার সম্মুখভাগে শাস্ত্রকে ভুল বক্তিলে আমি অসহ্য হই। এবং যিনি বক্তিলেন, তিনি আমার করণিক হইলে তাহার করণিকাবী তদ্দণ্ডেই নিস্ত—নোস্—নাস—নাস্তি করিয়া দিই। (গর্জন করে) বোধগম্যাইয়াছেন?

২ ॥ (ভীষণ চমকে) হ্যাঁ স্যার! না না, সরি স্যার—মানে বোধগম্য হয়েছে কর্তা।

১ ॥ (৪-কে) আপনার কী অভিমত?

৪ ॥ একদম এক কর্তা।

১ ॥ এক—অর্থ—ইহার অভিমতের ন্যায়?

৪ ॥ না না কর্তা, আপনার অভিমতের ন্যায়—বিলকুল। আমি তো তখন থেকে একে বলছিলাম—শাস্ত্রে যখন আছে—

১ ॥ (হঠাৎ প্রচণ্ড হেসে) সাধু সাধু। প্রচণ্ড সন্তোষ লভিলাম। এক্ষণে যাত্রা করুন। আমি কর্মভারে হাবাডাবু ভক্ষিতেছি—(সন্দেহে) ভক্ষিতেছি হইবে—না পানিতেছি হইবে?

২ ॥ আজ্ঞে?

১ ॥ হাবাডাবু? আপনারা ভক্ষান না পানেন?

[কাতরভাবে ৪-এর দিকে তাকাল ২]

৪ ॥ ও দু'টোই হয় কর্তা। তবে আমরা হাবুডুবু ভক্ষাই বেশি, কাজেই আপনি প্রথম যেটা বললেন, ওটাই বেশি ঠিক।

১ ॥ (খুশি হয়ে) ভাষাটা স্থূলাস্থূলি আয়ত্তাধীন হইয়াছেন, কী বক্তেন?

৪ ॥ স্থূলাস্থূলি কী কর্তা? একেবারে পক্কাপক্কি আয়ত্ত করে ফেলেছেন। এই ক'দিনে কী করে করলেন তাই ভাবছি।

১ ॥ আমি বিংশ পঞ্চবিংশটি ভাষা জ্ঞানিতে ও বক্তিতে পারি। তাহার অভ্যন্তরে পঞ্চদশটি পক্ক, বাকি স্থূলাস্থূলি—

২ ॥ (জনান্তিকে) স্থূলাস্থূলি কী দাদা?

৪ ॥ (জনান্তিকে) মোটামুটি। চুপ কর।

১ ॥ আর কিছু বক্তিবার অস্তি?

২ ॥ উত্তরটা পেলাম না যে?

১ ॥ উত্তর? কী প্রশ্নাইয়াছিলেন?

২ ॥ অত হাতি ঘোড়া কোথায় পাওয়া যাবে?

১ ॥ উত্তর? বলি।

২ ॥ (একটু থেমে) বলুন কর্তা।

১ ॥ বক্তিলাম তো। বলি।

২ ॥ (আরো অপেক্ষা করে) আজ্ঞে বলুন?

১ ॥ (অধৈর্য হয়ে) বলি! বলি! বলি জ্ঞাত না অস্তি? মহিষ বলি, পান্—পান্টি—

৪ ॥ পাঁঠা?

১ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ পান্ঠা বলি, ইত্যাকার।

২ ॥ কিছু মনে করবেন না কর্তা। একটু বুঝিয়ে, মানে জ্ঞাত করিয়ে বলুন।

৪ ॥ মানে বক্তুন।

১ ॥ (২কে) মনস্থ করুন, আপনার ধর্মপত্নীর সন্তানাদি কোনোমতেই ভবিতেছে না—

২ ॥ আজ্ঞে, ধর্মপত্নী জোটেনি এখনো।

১ ॥ ও আপনি অনূঢ়া? শুভ নহে শুভ নহে, শীঘ্র উদ্বন্ধন বাঞ্ছনীয়। যাত্রা করুক। মনস্থ করুন, আপনি ক্বচিৎ সুন্দরময়ী যুবতীকে লক্ষিয়া কন্দর্পশরাঘাতে—শরাঘাতে—

৪ ॥ হাবাডাবু ভক্ষাচ্ছে?

১ ॥ হ্যাঁ সঠিক। তৎক্ষণ দেবস্থানে প্রতিজ্ঞাইলেন, উহাকে লভিলে দ্বিখানি, অর্থাৎ এক জাড়ু—জাড়া—

৪ ॥ জোড়া।

১ ॥ হ্যাঁ, এক জোড়া মহিষ বলি দানিবেন। সম্ভাব?

২ ॥ হ্যাঁ কর্তা, খুবই সম্ভাব।

১ ॥ অতঃ? জোড়া মহিষ দানিবেন?

১ ॥ অতঃপর উহা ঘটিল। অর্থাৎ সুন্দরময়ী যুবতীর সহিত—

৪ ॥ উদ্বন্ধন ঘটিল।

২ ॥ কোথায় পাবো কর্তা? এই তো করণিকের চাকরি।

১ ॥ তৎক্ষণে কী করিবেন?

২ ॥ ঠাকুরের কাছে ইনিয়ে বিনিয়ে মাপ চেয়ে জোড়া পাঁঠা দিয়ে সারবো।

১ ॥ ইহাই বক্তিতেছিলাম। যদ্দপি জোড়া পাঁঠাই প্রতিজ্ঞাইতেন?

৪ ॥ আমরা বলি—মানত করা।

১ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ মানাত করিতেন?

২ ॥ তবে জোড়া কুমড়া দিতাম।

১ ॥ (বিভ্রান্ত) কুমড়া?

৪ ॥ কুষ্মাণ্ড কর্তা।

১ ॥ (উজ্জ্বল মুখে) তাই বক্তুন। পাঠার বিকল্পে কুষ্মাণ্ড, যদ্রূপ মহিষের বিকল্পে পাঠা। সঠিক? ইহাই উত্তর।

২ ॥ তার মানে?

১ ॥ হস্তী না লভিলে উষ্ট্র। অশ্ব না মিলিলে অশ্বতর অথবা গর্দভ, অতঃপর ছাগ, কুক্কুর, মার্জার, মুষিক ইত্যাকার ইত্যাদি।

২ ॥ তাতে যুদ্ধ কী করে হবে?

১ ॥ (সন্দেহে) আপনি বৈশ্য অস্তি? না কি ব্রাহ্মণ, জাতি ভণ্ডাইয়া বৈশ্য সজ্জিয়াছেন?

২ ॥ কেন কেন কর্তা?

১ ॥ যুদ্ধ? কিম্ যুদ্ধ? যুদ্ধ কিম্? সব 'বলি'। হস্তী, অশ্ব, পদাতি—সর্ববিধ চতুষ্পদ দ্বিপদ—বলির পাঠা। উহাদের কার্য—হত হওয়া। দশ, বিংশ, কি পঞ্চাশৎ রথী-মহারথীবৃন্দ যুদ্ধ করিবেন, তাহাদের রথ হস্তী অশ্ব এক্ষনেই মাজ্-মুজ্-মজুত রহিয়াছেন। (আবার গর্জন) বোধগম্যাইয়াছেন?

২ ॥ (চমকে) ইয়েস স্যার, না স্যার, আজ্ঞে হ্যাঁ কর্তা।

[৩, ৫, ৬, ৭ হঠাৎ চক্রাকারে দৌড়োতে লাগলো। ২, ৪ যোগ দিলো। ১ মাঝখানে।]

কোরাস ॥ বেধে গেলো, বেধে গেলো, বেধে গেলো—

[মাঝখানে ১ তাণ্ডব নাচছে আর ভীষণ কণ্ঠে আবৃত্তি করছে। অন্যরা চারদিকে ডাকিনী যোগিনী—'বেধে গেলো বেধে গেলো' ধুয়া।]

১ ॥ রথে রথে যুদ্ধ হইল অশ্বে আসোয়ার।
হুড়াহুড়ি রণস্থলে হৈল মহামার॥
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল।
নারাচ ভূষণ্ডী অর্ধচন্দ্র ভিন্দিপাল॥
পরিখ পট্টিশ গদা ত্রিশূল তোমর।
মূষল মুদগব শেল বর্ষে নিরন্তর॥
কাহারো কাটিল রথ কারো ধনুর্গুণ।
কাহারো ধনুক কাটে কারো কাটে তূণ॥
কাহারো কাটিয়া পড়ে দন্ত দুই পাটি
বুকে বাজি কোনো বীর কামড়ায় মাটি॥
হস্ত পদ কাটি পড়ে কোনো কোনো বীর।
অস্ত্রাঘাতে কোন জন উভে হৈল চির॥
কর্দম হৈল রক্তে নদী স্রোত বয়।
সাগর উথলে যেন প্রলয় সময়॥
অবশেষে হবে শেষ আসিবে যখন।
অ্যাটম হাইড্রোজেন এবং নিউট্রন॥

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

বাদল সরকার নাটক সমগ্র
প্রথম দুটি খণ্ডের নাট্য-সূচি

প্রথম খণ্ড

সলিউশন এক্স (একাঙ্ক) • বড়ো পিসীমা • শনিবার (একাঙ্ক) • রাম শ্যাম যদু • সমাবৃত্ত • এবং ইন্দ্রজিৎ • সারারাত্তির • বল্লভপুরের রূপকথা • কবিকাহিনী

ভূমিকা : পবিত্র সরকার

দ্বিতীয় খণ্ড

বিচিত্রানুষ্ঠান • বাকি ইতিহাস • বাঘ • যদি আর একবার • প্রলাপ • ত্রিংশ শতাব্দী • বিবর • পাগলা ঘোড়া • সার্কাস

ভূমিকা : শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়